JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ০১ ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা সম্পর্কিত তথ্য

ভাষা

গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিভ, তালু, দাঁত, নাক প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ দিয়ে মানুষ নানা রকম ধ্বনি তৈরি করে। এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় শব্দ। শব্দের গুচ্ছ দিয়ে বাক্য গঠিত হয়। বাক্য দিয়ে মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদান করে। মনের ভাব প্রকাশক এসব বাক্যের সমষ্টিকে বলে ভাষা।

ভাষার সংজ্ঞা : বাগ্‌যন্ত্রের (গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দন্ত, নাসিকা ইত্যাদি বাক্‌প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগ্‌যন্ত্র) দ্বারা উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনির সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে ভাষা বলে।

ভাষা একদিকে মুখে বলার এবং অন্যদিকে কানে শোনার বিষয়। সভ্যতার অগ্রগতিতে মুখের ভাষা ক্রমে লেখার ও ছাপার, সেইসঙ্গে চোখ দিয়ে পড়ার বিষয়েও পরিণত হয়েছে। এছাড়া দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাষাকে উঁচুনিচু করে তৈরি করার ও হাত দিয়ে অনুভব করার ব্রেইল পদ্ধতি, আবার বাক্-প্রতিবন্ধীদের বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইশারা ভাষা মানুষ তৈরি করেছে।

জনগোষ্ঠী ভেদে ভাষার বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়, ভাষাও আলাদা হয়ে ওঠে। এভাবে পৃথিবীতে কয়েক হাজার ভাষার জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে চীনা, ইংরেজি, হিন্দি, হিস্পানি, আরবি, বাংলা, পর্তুগিজ, রুশ, জাপানি, জার্মান, কোরিয়ান, ফরাসি, তামিল, তুর্কি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি।

- আরবি, হিব্রু (ইসরাইলের ভাষা)– আফ্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা।
- হিব্রু ও আরামীয় ভাষার সাথে আরবি ভাষার গভীর সম্পর্ক আছে।
- জাপানি, কোরিয়ান, তুর্কি, উজবেক, মঙ্গোলীয়– আলতায়ী ভাষা পরিবারের সদস্য।
- তামিল– দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভুক্ত।

ভাষার
- ক্ষুদ্রতম অংশ– ধ্বনি।
- মূল উপাদান– ধ্বনি।
- মূল উপকরণ– বাক্য।

বাংলা ভাষা

বাঙালি জনগোষ্ঠী যে ভাষা দিয়ে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ। এর মধ্যে বাংলাদেশে ষোলো কোটি এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দশ কোটি মানুষের বাস। এছাড়া ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রায় তিন কোটি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো প্রায় এক কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে। মাতৃভাষী মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা।

ভাষার সংখ্যা নিরূপণ করা এক দুরূহ ব্যাপার। ভাষার সংখ্যা নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ আছে। তবে ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত থেকে আনুমানিক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজার ভাষা প্রচলিত আছে।

[ভাষা ব্যবহারকারী সংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থান ৭ম। আর মাতৃভাষার দিক দিয়ে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থান ৫ম। [সূত্র : ইথনোলগ; ২৬ তম সংস্করণ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩] [তথ্যটি পরিবর্তনশীল]

Note : [পাঠ্যপুস্তকে যেহেতু ৬ষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা বলা হয়েছে, তাই উত্তর হিসেবে ৬ষ্ঠ-ই দিবো, ৬ষ্ঠ না থাকলে ৭ম দিবো।]

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা-পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, হিস্পানি, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের সদস্য। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া ও ওড়িয়া। ধ্রুপদি ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

বাংলা ভাষার রয়েছে কালগত ও স্থানগত স্বাতন্ত্র্য। এক হাজার বছর আগেকার ভাষা, পাঁচশো বছর আগেকার ভাষা, এমনকি উনিশ শতকে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের ভাষা আলাদা। আবার ভৌগোলিক এলাকাভেদে বাংলা ভাষার নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ভাষার এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যকে বলা হয় উপভাষা।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। এছাড়া ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

ভাষার জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেওয়ার ঘটনা পৃথিবীতে শুধু বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটেছিল। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে সর্বস্তরের মানুষ যখন রাস্তায় নেমে এসেছিল, তখন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বার-সহ নাম না জানা অনেক মানুষ। তাঁদের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

প্রতিটি বাঙালি শিশুর মাতৃভাষা বা প্রথম ভাষা হলো তার আঞ্চলিক ভাষা। আদর্শ কথ্য বা লেখ্য প্রমিত তার কাছে দ্বিতীয় ভাষা। বাংলাদেশের শিক্ষা কার্যক্রম যেহেতু প্রমিত রীতি অনুসরণ করে, তাই পাঠ্যপুস্তকই হলো শিশুর প্রমিত রীতি শেখার প্রধান উপায়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-পরিবারের আদি ভাষা বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় পরিণত হয়েছে। এই বিবর্তনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাংলা ভাষাকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেগুলো হলো : ইন্দো-ইউরোপীয় → ইন্দো-ইরানীয় → ভারতীয় আর্য → প্রাকৃত → বাংলা। আনুমানিক এক হাজার বছর আগে পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। বাংলা ভাষার লিখিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার :

i. এটি দক্ষিণ ও ইউরো-এশিয়ার ভাষা পরিবার।
ii. এটি সবচেয়ে বড় ভাষা পরিবার।
iii. এটি প্রায় ৩১০ কোটি মানুষের ভাষা।
iv. এই ভাষা পরিবারের ১০টি শাখা রয়েছে।

চীনা-তিব্বতীয় ভাষা পরিবার :

i. এই ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে ১৯ শতকে প্রথম প্রস্তাব করা হয়।
ii. এই ভাষা পরিবারের প্রায় ৪০০টি ভাষা রয়েছে।
iii. ভাষার দিক দিয়ে ২য় বৃহত্তম ভাষা পরিবার।
iv. প্রধান প্রধান ভাষা– চৈনিক (চীনা, মান্দারিন, মিন, হাক্কা), বর্মী, তিব্বতি।

দ্রাবিড়ীয় ভাষা পরিবার :

i. এই ভাষার প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ ভারত ও পাকিস্তানের বেলুচিস্তান।
ii. তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম ও ব্রাহুই প্রধান ভাষা।

অস্ট্রো-এশীয় ভাষা পরিবার :

i. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, ভারত ও বাংলাদেশে প্রচলিত ভাষা পরিবার।
ii. ভিয়েতনামী, খমু, মোন প্রধান ভাষা।
iii. বাংলাদেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভাষা ও ভাষা পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। যেমন– মুন্ডা ভাষা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ভাষা ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস

বাংলা ভাষা বঙ্গ অঞ্চলের ভাষার প্রায় দুই হাজার বছরের অবিরাম বিবর্তনের ফল। খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে এ উপমহাদেশে আগত আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' ও ব্রাহ্মণ সংহিতা'র ভাষাই ছিল আর্য-ভারতীয়দের প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষা। এ প্রাচীনতম সাহিত্যিক ভাষাই নানাভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তবে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক এর উৎপত্তিকাল আরো কয়েক হাজার বছর আগে বলে মনে করেন। তখন পৃথিবীতে ২৬টির মতো ভাষা প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে ভারত ও ইউরোপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল যে ভাষাটি তার নাম ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা। এ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকেই নানা বিবর্তনের মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে বাংলা ভাষার।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী > শতম > আর্য > ভারতীয় > প্রাচীন ভারতীয় আর্য > প্রাচীন ভারতীয় কথ্য আর্য/আদিম প্রাকৃত > প্রাচীন প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত/গৌড়ী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ/গৌড় অপভ্রংশ > বাংলা

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা লিপির উৎপত্তি খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়।

- অপভ্রংশ নামকরণ করেন– পতঞ্জলি।
- বিশেষ ভাষার বিচ্যুত বা বিকৃত ভাবকে অপভ্রংশ নামকরণ করেন।
- অপ + √ভ্রংশ্ + অ = অপভ্রংশ।
- প্রাকৃতপৈঙ্গল– অপভ্রংশ ভাষায় লেখা।
- অপভ্রংশ ও অবহট্ট প্রায় সমার্থক শব্দ।
- প্রাকৃত বৈয়াকরণিকগণ মধ্যভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তরে দুধরনের ভাষারূপ লক্ষ করেন। যথা– প্রাচীন মাগধী ও প্রাচীন অর্ধমাগধী।
- জৈন ধর্মগ্রন্থ– অর্ধমাগধী ভাষায় লেখা।
- বর্তমান সময়ের কৃত্রিম বিশ্বভাষা– এসপেরান্তো।
  - এ ভাষার প্রবর্তক– ডা. এল. এল জামেনহক।
  - এ ভাষায় ৫টি স্বরধ্বনি, ২৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি, ২টি অর্ধস্বর এবং ৬টি যৌগিক স্বর আছে।
  - এ ভাষার শব্দমূলের সংখ্যা ৯২১টি এবং শব্দ সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার

বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা

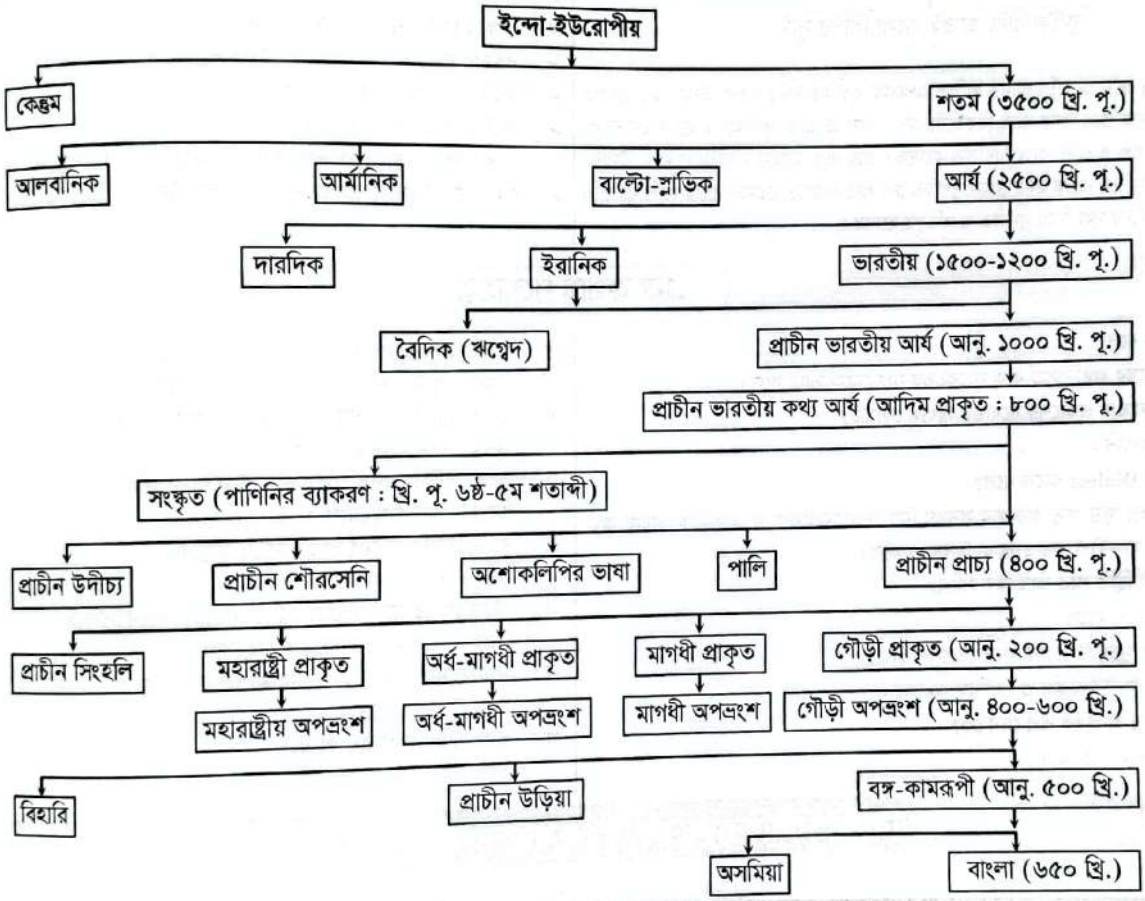

ভাষাসমূহের লিখন ব্যবস্থা

ভাষার লিখন ব্যবস্থা : কোনো কিছুর কাছে হার স্বীকার করা মানুষের ধর্ম নয়। মানুষ চেষ্টা করেছে তার ভাষাকে ধরে রাখতে, যাতে ব্যক্তির মৃত্যুর পরও ভাষা বেঁচে থাকে। এভাবেই একদিন আবিষ্কৃত হয়েছে লিখন ব্যবস্থা (Writting System)। বিশ্বের ভাষাগুলো লেখার নানা ব্যবস্থা রয়েছে। আপাত মনে হয়, ভাষাসমূহের লিখনব্যবস্থা বহু এবং একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো মিল নেই। কিন্তু সে ধারণা বাস্তব নয়। ভাষার লিখন ব্যবস্থা প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

ক. বর্ণভিত্তিক (Alphabetic)
খ. অক্ষরভিত্তিক (Syllabic)
গ. ভাবাত্মক (Idiographic)।

ক. **বর্ণভিত্তিক (Alphabetic)** : বিশ্বের অনেক ভাষারই বর্ণ আছে। যেমন : বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি, তামিল প্রভৃতি। এসব ভাষার লিখনব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক।

খ. **অক্ষরভিত্তিক (Syllabic)** : অক্ষর (Syllable) বলতে বোঝায় কথার টুকরো অংশ। কথা বলার সময় আমরা এ অংশই উচ্চারণ করি। একে উচ্চারণের একক (Unit) ধরা হয়। একে দলও বলে। অক্ষর অনুযায়ী যেসব ভাষা লেখার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে, বলে অক্ষরভিত্তিক লিখনরীতি। যেমন : জাপানি ভাষা।

গ. **ভাবাত্মক (Idiographic)** : বিশ্বে এমন কিছু ভাষা আছে যেগুলো লেখার জন্য বর্ণ কিংবা অক্ষর কোনোটিই ব্যবহার করা হয় না। অনেকটা ছবি এঁকে এসব ভাষা লেখা হয়। এই লিখন ব্যবস্থাই হলো ভাবাত্মক। চীনা, কোরীয় ভাষা এ পদ্ধতিতে লেখা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

লিপি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি রয়েছে। এই লিপির নাম বাংলা লিপি। বাংলা লিপিতে মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়। ব্রাহ্মী লিপির পূর্ব-ভারতীয় শাখা দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলা লিপি এই কুটিল লিপির বিবর্তিত রূপ। অহমিয়া, বোড়ো, মণিপুরি প্রভৃতি ভাষাও বাংলা লিপিতে লেখা হয়। সংস্কৃত এবং মৈথিলি ভাষা এক সময়ে এই লিপিতে লেখা হতো।

ভাষার বাহন ধ্বনি বা বর্ণ। ধ্বনির লিখিত রূপকেই বলা হয় বর্ণ। বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ ভাষা প্রবহমান। এর সাথে বাংলা লিপিও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা যেমন সুগঠিত রূপ লাভ করেছে, তেমনি বাংলা লিপি বা বর্ণও নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুগঠিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে।

- ভারতীয় সমস্ত লিপিরই আদি জননী ব্রাহ্মী লিপি। তবে ব্রাহ্মী লিপির কালে উত্তর-পশ্চিমে খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। পরে ব্রাহ্মী লিপি সে স্থান দখল করে নেয়। এ হিসেবে ভারতীয় লিপির দুটি রূপ লক্ষ করা যায়। যথা : ব্রাহ্মী লিপি (বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখা হয়। যেমন– বাংলা, হিন্দি) ও খরোষ্ঠী লিপি (ডান দিকে থেকে বাম দিকে লেখা হয়। যেমন- আরবি, উর্দু)। তবে ভারতের অধুনা সব লিপিরই উৎস হচ্ছে ব্রাহ্মী লিপি। বাংলা লিপিও ব্রাহ্মী লিপি থেকেই উদ্ভূত। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে তিনটি লিপির সৃষ্টি হয়। যথা : পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি এবং পূর্বী লিপি। ভারতের এ পূর্বী লিপির কুটিল রূপ থেকেই উদ্ভব হয়েছে বাংলা লিপির। খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই পূর্বী লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়।
- বাংলা লিপির গঠনকার্য সেন যুগে শুরু হলেও পাঠানযুগে তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ পায়। ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই বাংলা অক্ষরের নকশা তৈরি করেন। তার নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন। উইলিয়াম কেরী ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায় শ্রীরামপুর মিশনে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। ১৮৪৭ সালে রংপুরে 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা। ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে। ছাপাখানার নাম ছিল 'বাংলা প্রেস'। ১৮৬০ সালে মুদ্রিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ।
- ব্রাহ্মী লিপি হতে বাংলা বর্ণমালার জন্ম।
- ব্রাহ্মী লিপিতে পরিবর্তন দেখা যায়– কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের সময়ে।
- বগুড়ার মহাস্থানগড়ে পাওয়া শিলালিপি– ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।
- সম্রাট অশোকের অধিকাংশ কর্ম– ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।
- বঙ্গলিপি দ্বারা বাংলা বর্ণমালা লেখা হয়।
- বাংলা বর্ণমালা স্থায়ী রূপ লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাত ধরে।
- চার্লস উইলকিন্সকে বলা হয়– বাংলার ক্যাক্সটন।

এক কথায় প্রশ্নোত্তর

প্র : ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাক্ সংকেতের সংগঠনকে ভাষা বলে।

প্র : মানুষের মনোভাব প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম কোনটি?
উত্তর : কণ্ঠধ্বনি।

প্র : উপভাষা বা Dialect কাকে বলে?
উত্তর : বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জনগণ নিজ নিজ অঞ্চলের যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাকে আঞ্চলিক কথ্যভাষা বা উপভাষা বলে।

প্র : বাংলা লিপি স্থিতি লাভ করে কত সালে?
উত্তর : ১৮০০ সালে।

প্র : বাংলা লিপি মুদ্রণ উপযোগী করে তোলেন কারা?
উত্তর : চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকার।

প্র : বাংলা লিপির আধুনিক রূপ দেন কে?
উত্তর : পঞ্চানন কর্মকার।

প্র : ভারতীয় সমস্ত লিপির উৎপত্তি কোন লিপি থেকে?
উত্তর : প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপি হতে।

প্র : বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় কোন আমল থেকে?
উত্তর : সেন বংশের শাসনামলে ।

প্র : বাংলা লিপির ব্যাপক প্রসার ঘটে কোন শাসনামলে?
উত্তর : পাল শাসনামলে ।

প্র : বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কোন যুগে?
উত্তর : পাঠান যুগে।

প্র : বাংলা লিপির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে কোন লিপির?
উত্তর : আসামি (অহমিয়া) ভাষার লিপির।

প্র : উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় কখন?
উত্তর : ১৪১৮ সালে।

প্র : ভাষা সৃষ্টির উপকরণ কী কী?
উত্তর : বাক্‌প্রত্যঙ্গ, বাগ্‌যন্ত্র।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র মতে বাংলা ভাষা কোন প্রাকৃত রূপ থেকে এসেছে? [খ ১৮-১৯]
(ক) মাগধী (খ) প্রাচ্য
(গ) গৌড়ী (ঘ) শৌরসেনী
উ (গ)

০২. দ্রাখমে > দ্রম্য > দাম শব্দটির বিবর্তন হলো যেভাবে– [খ ইউনিট ১৫-১৬]
(ক) প্রাচীন পারসিক থেকে বাংলা (খ) প্রাচীন দ্রাবিড় থেকে বাংলা
(গ) প্রাচীন গ্রিক থেকে বাংলা (ঘ) প্রাচীন অস্ট্রিক থেকে বাংলা
উ (গ)

০৩. কোন লেখক চলিত ভাষাকে ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন? [খ ১৫-১৬]
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
(গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) বুদ্ধদেব বসু
উ (গ)

০৪. কোন অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন? [ক ০৩-০৪]
(ক) গৌড়ীয় অপভ্রংশ (খ) শৌরশেনী অপভ্রংশ
(গ) মাগধী অপভ্রংশ (ঘ) মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ
উ [illegible]

০৫. 'বঙ্গ-কামরূপী' থেকে সৃষ্ট একটি ভাষা বাংলা, অপর ভাষা কোনটি? [ঘ ১২-১৩]
(ক) অসমিয়া (খ) উড়িয়া
(গ) হিন্দি (ঘ) ব্রজবুলি
উ [illegible]

০৬. কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষার জন্ম হয়? [গ ৯৬-৯৭]
(ক) সংস্কৃত (খ) পালি
(গ) প্রাকৃত (ঘ) বঙ্গ-কামরূপী
উ [illegible]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

ক. ভাষার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা হলো– [A Unit, ১৪-১৫]
ক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ, ব্যঞ্জনা
খ চলিত ভাষা
গ ভাষার ব্যঞ্জনা
ঘ প্রমিত উচ্চারণ
উ: ক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ক. ব্রাহ্মী লিপির কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষা এসেছে? [F ১৯-২০]
ক সারদা খ নাগর গ কুষাণ ঘ কুটিল
উ: খ

খ. 'পুথি' কী? [F ১৯-২০]
ক পত্তার সমার্থক শব্দ খ ছোটগল্প
গ মধ্য-পারসিক ভাষা খ গীতিকা
উ: গ

গ. বাংলার আদি জনগোষ্ঠী কোন ভাষী ছিল? [C, ১৭-১৮]
ক অস্ট্রিক খ সংস্কৃত
গ প্রাকৃত ঘ হিন্দি
উ: ক

ঘ. বাংলা ভাষা কোন প্রাকৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে? [গ ১১-১২; চবি E ১২-১৩]
ক মাগধী প্রাকৃত খ গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ শৌরসেনী প্রাকৃত ঘ পৈশাচিক প্রাকৃত
Note: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, গৌড়ীয় প্রাকৃত। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাগধী প্রাকৃত।

ঙ. নিম্নের কোন এলাকার ভাষা বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত? [C ইউনিট ২০২২-২৩]
ক মুর্শিদাবাদ খ কলকাতা
গ দক্ষিণ দিনাজপুর ঘ রংপুর
উ: গ

চ. বাংলা ভাষার রূপ কয় প্রকার? [গ ২০-২১]
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ
উ: ক

ছ. দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই কোন রীতিতে? [গ ইউনিট ২০২০-২১]
ক প্রমিত লেখ্য খ প্রমিত কথ্য
গ সাধু ভাষা ঘ সমাজ ভাষা
উ: গ

জ. বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা কত? [A ১৬-১৭]
ক সাড়ে তিন হাজার খ আড়াই হাজার
গ দুই হাজার ঘ পাঁচ হাজার
উ: ক

ঝ. মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে কোন ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে? [D ১৬-১৭]
ক প্রকৃত খ গৌড়ীয় গ ব্রজবুলি ঘ অপভ্রংশ
উ: গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক. বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে-[A : ২১-২২]
ক খরোষ্ঠী লিপি থেকে খ ব্রাহ্মী লিপি থেকে
গ দেবনাগরী লিপি থেকে ঘ ল্যাটিন লিপি থেকে
উ: খ

খ. ভাষার মৌলিক উপাদান কোনটি? [A ১৮-১৯; রাবি ০৯-১০]
ক বর্ণ খ ধ্বনি গ শব্দ ঘ বাক্য
উ: খ

গ. মানুষের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয়– [A ১৮-১৯]
ক বর্ণ খ ভাষা গ শব্দ ঘ বাক্য
উ: খ

ঘ. ভাষা হলো– [B ১৮-১৯]
ক উচ্চারণের প্রতীক খ ভাব প্রকাশের মাধ্যম
গ কণ্ঠের উচ্চারণ ঘ ধ্বনির সমষ্টি
উ: খ

ঙ. ভাষার মূল উপাদান কোনটি? [ক ০৭-০৮; চবি D-21-22; BUP : FSSS-21-22]
ক ধ্বনি খ বাক্য
গ শব্দ ঘ বর্ণ
উ: ক

চ. ভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম? [B ১৮-১৯]
ক ষষ্ঠ খ চতুর্থ
গ অষ্টম ঘ নবম
উ: ক
Note: ভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান ষষ্ঠ। [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি : নবম-দশম শ্রেণি।]

ছ. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি? [I ১৭-১৮; ইবি H ১৭-১৮]
ক ৪টি খ ৩টি
গ ২টি ঘ ১টি
উ: গ

জ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, কোন শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উন্মেষ ঘটে? [A ১৭-১৮]
ক ৬ষ্ঠ খ ৭ম
গ ৮ম ঘ ৯ম
উ: খ

ঝ. বাংলা বর্ণমালা কোন লিপি থেকে এসেছে? [০৬-০৭, ক ১১-১২]
ক তাম্রলিপি খ ব্রাহ্মী লিপি গ দেবনাগরী ঘ রোমান
উ: খ

ঞ. বাংলা লিপির উৎস কী? [ক ০৭-০৮; জাককানইবি D ১৭-১৮]
ক সংস্কৃত খ তাম্র গ ব্রাহ্মী ঘ গুহচিত্র
উ: গ

ট. ভাবের উৎসই হচ্ছে– [০৩-০৪]
ক শব্দ খ বর্ণ গ কাল ঘ ভাষা
উ: খ

ঠ. বাংলাদেশ সরকার 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' পাস করে– [রাবি B ১৪-১৫]
ক ১৯৭২ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৮৭ সালে ঘ ১৯৯৯ সালে
উ: গ

ড. মধ্যযুগের বাংলা ভাষার বিকৃতিকাল– [০৪-০৫]
ক ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ খ ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
গ ১৪০১-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ ঘ ১৬০১-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ
উ: খ

ঢ. বাংলা লিপির সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে– [D ১৫-১৬]
ক অসমি ভাষার লিপির খ বর্মি ভাষার লিপির
গ সিংহলি ভাষার লিপির ঘ নেপালি ভাষার লিপির
উ: ক

ণ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়? [০৯-১০]
ক গৌড়ীয় প্রাকৃত খ গৌড়ী সেন প্রাকৃত
গ মাগধি প্রাকৃত ঘ গৌড়ী অপভ্রংশ
উ: ক

ত. বাংলা ভাষা কোন ভাষা পরিবারের সদস্য? [খ ১১-১২]
ক বান্টু খ ইন্দো-ইউরোপীয়
গ সেমেটিক-হেমেটিক ঘ অস্টিক
উ: খ

থ. বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। [B ১৪-১৫]
ক প্রথম অনুচ্ছেদে খ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে
গ তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঘ চতুর্থ অনুচ্ছেদে
উ: গ

দ. কোন ভাষার নিজস্ব লিপি নেই? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক বাংলা খ আরবি গ ইংরেজি ঘ চীনা
উ: ঘ

ধ. রংপুর অঞ্চলে কোন উপভাষার ব্যবহার হয়েছে? [B ইউনিট ২০২২-২৩]
ক কামরূপি খ বরেন্দ্রি গ রাঢ়ি ঘ পূর্বি
উ: ক

ন. বাংলা ভাষার চলতি রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনটি? [গ ২১-২২]
ক আভিজাত্যপূর্ণ খ পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত
গ কৃত্রিমতা বর্জিত ঘ কাঠামো অপরিবর্তিত
উ: গ

প. বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে– [গ ২০-২১]
ক পালি হতে খ মাগধী-প্রাকৃত হতে
গ হিন্দি হতে ঘ সংস্কৃত হতে
উ: খ

ফ. প্রত্যেক ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি? [E ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক ৩টি খ ৪টি গ ৫টি ঘ ২টি
উ: খ

ব. ভারতীয় আর্যভাষার দ্বিতীয় স্তর কোনটি? [২০০৯-১০]
ক বাংলা খ মাগধী গ সংস্কৃত ঘ হিন্দি
উ: গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বাঙালি সর্বপ্রথম মুদ্রনের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেন? [চবি ইউনিট-খ : ১৩-১৪, E-১৫-১৬]
ক পঞ্চানন কর্মকার খ পঞ্চানন সাহা
গ পঞ্চানন দে ঘ পাঞ্চজন্য কর্মকার
উ: ক

০২. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম? [D : ২১-২২, ঢাবি গ ৯৬-৯৭; রাবি ০৩-০৪]
ক পালি খ সংস্কৃত গ উড়িয়া ঘ বঙ্গকামরূপী
উ: ঘ

০৩. ভাষাশিক্ষার সফলতম পর্যায় কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক শোনা খ বলা গ পড়া ঘ লেখা
উ: ঘ

০৪. 'প্রাকৃত' শব্দের ভাষাগত অর্থ কী? [ঙ ১০-১১]
ক মূর্খদের ভাষা খ পণ্ডিতদের ভাষা
গ লেখকদের ভাষা ঘ জনগণের মুখের ভাষা
উ: ঘ

০৫. ভাষার মূল উপাদান কি? [মানবিক ইউনিট (শিফট-০২) ২০২২-২৩]
ক ধ্বনি খ শব্দ গ বাক্য ঘ বর্ণ
উ: ক

০৬. কোনটি সাধুরীতির বৈশিষ্ট্য? [B-২০২০-২১]
ক পরিবর্তনশীল খ তদ্ভব শব্দবহুল
গ তৎসম শব্দবহুল ঘ সহজবোধ্য
উ: গ

০৭. বাংলা ভাষার নিকট আত্মীয় কোনটি? [B-২০২০-২১]
ক উড়িয়া খ পালি
গ সংস্কৃত ঘ ইংরেজি
উ: ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সহোদর ভাষাগোষ্ঠী? [B ১৯-২০]
(ক) বাংলা ও উর্দু (খ) বাংলা ও অসমিয়া
(গ) বাংলা ও হিন্দি (ঘ) বাংলা ও সংস্কৃত
উ. খ

০২. 'ব্রজবুলি' ভাষাটি কোন কোন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত? [B ১৭-১৮]
(ক) বাংলা ও অসমিয়া (খ) বাংলা ও পালি
(গ) বাংলা ও সংস্কৃত (ঘ) বাংলা ও মৈথিলি
উ. ঘ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রাচীন আর্য-ভাষা কোনটি? [AL ১৭-১৮]
(ক) পালি (খ) প্রাকৃত
(গ) মাগধী (ঘ) বৈদিক
উ. ক

০২. কোনটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ
(গ) পদক্রম (ঘ) অর্থ
উ. গ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পিজিন ভাষা' কী ধরনের ভাষা? [A ১৯-২০]
(ক) মিশ্রভাষারীতির কৃত্রিম ভাষা (খ) উপভাষা
(গ) ক্রেওল ভাষা (ঘ) লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা
উ. ক

০২. ভাষার একক হলো– [A সেট ২, ১২-১৩]
(ক) শব্দ (খ) বর্ণ
(গ) বাক্য (ঘ) ধ্বনি
উ. ঘ

০৩. প্রাকৃত ভাষার শেষ স্তরের নাম কী? [A সেট ২, ১২-১৩]
(ক) মারাঠি (খ) অপভ্রংশ
(গ) অসমিয়া (ঘ) উড়িয়া
উ. খ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষা কোন প্রাকৃত থেকে জাত? [B ১৬-১৭]
(ক) মাগধী (খ) শৌরসেনি
(গ) মহারাষ্ট্রি (ঘ) পৈচেশি
উ. ক

০২. বাংলা ভাষার বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিম্নের কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে? [H ১৭-১৮]
(ক) সংস্কৃত ভাষা (খ) মাগধী প্রাকৃত
(গ) শৌরসেনি প্রাকৃত (ঘ) মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত
উ. খ

০৩. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন– [খ ০৫-০৬]
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) চার্লস উইলকিন্স
উ. ঘ

০৪. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনিসমষ্টিকে বলে– [ক ১০-১১]
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ
(গ) বাক্য (ঘ) ভাষা
উ. ঘ

০৫. দেশ-কাল ও পরিবেশভেদে কীসের পার্থক্য ঘটে- [খ ০৮-০৯]
(ক) ধ্বনির (খ) শব্দের
(গ) অর্থের (ঘ) ভাষার
উ. ঘ

০৬. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম? [গ ১১-১২; মাবিপ্রবি খ সেট১ ১৪-১৫]
(ক) আর্য (খ) গ্রোভীয়
(গ) প্রাকৃত (ঘ) পালি
উ. গ

০৭. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি? [শাপলা ১১-১২]
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
উ. খ

০৮. বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়– [B -১৩-১৪]
(ক) প্রাচীনযুগে (খ) মধ্যযুগে
(গ) সেনযুগে (ঘ) আধুনিক যুগে
উ. গ

০৯. 'অবহট্‌ঠ' কী? [B-১৫-১৬]
(ক) প্রাচীন অপভ্রংশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ (খ) ব্রজবুলির পরিবর্তিত রূপ
(গ) মধ্যযুগের অপভ্রংশের আধুনিক রূপ (ঘ) সান্ধ্য ভাষার বিবর্তিত রূপ
উ. ক

১০. সামাজিকতা বজায় রাখার প্রথম দিক কোনটি? [C ১৬-১৭]
(ক) সাহিত্য (খ) অলংকার
(গ) সংস্কৃতি (ঘ) ভাষা
উ. ঘ

১১. পৃথিবীর আদি ভাষার নাম কী? [C ১৬-১৭]
(ক) ইন্দো-ইরানীয় (খ) ইন্দো-ইউরোপীয়
(গ) ইন্দো-আলবেনীয় (ঘ) ইন্দো-শাভীয়
উ. খ

১২. বাংলা ভাষায় প্রধান কয়টি উপাদান বিদ্যমান? [C ১৬-১৭]
(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৪টি
উ. ক

১৩. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি? [খ ২০০৭-০৮]
(ক) ৪টি (খ) ৩টি
(গ) ২টি (ঘ) ১টি
উ. গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রত্যেক ভাষার কয়টি মৌলিক অংশ থাকে? [C ১৮-১৯; জবি ঘ ১০-১১]
(ক) চারটি (খ) পাঁচটি
(গ) ছয়টি (ঘ) সাতটি
উ. ক

০২. 'র' বর্ণটির ব্যবহারে বাংলা ভাষায় কতটি লিপিচিহ্নের অস্তিত্ব পাওয়া যায়? [D ১৭-১৮]
(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি
উ. ঘ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে? [FASS : ২১-২২]
(ক) ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (খ) ৮ম শতাব্দীতে
(গ) ৯ম শতাব্দীতে (ঘ) ৭ম শতাব্দীতে
উ. ঘ

০২. নিচের কোনটি বাংলা ভাষার বিবর্তনের সঠিক ক্রম স্তর? [FASS : ২২-২৩]
(ক) ইন্দো ইউরোপীয় > ইন্দো ইরানীয় > প্রাকৃত > আর্য > বাংলা
(খ) ইন্দো ইউরোপীয় > ইন্দো ইরানীয় > ভারতীয় আর্য > প্রাকৃত > বাংলা
(গ) ইন্দো ইউরোপীয় > ইন্দো ইরানীয় > প্রাকৃত > ভারতীয় আর্য > বাংলা
(ঘ) কোনটিই নয়
উ. খ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. ভাষার মূল উপকরণ কী? [মেরিন : ২৩-২৪;Ru-E-17-18,ববি-ঘ-১৪-১৫;ইবি-ক-১০-১১]
(ক) ধ্বনি (খ) বাক্য
(গ) শব্দ (ঘ) বর্ণ
উ. খ

০২. ব্রাহ্মী লিপির কয়টি রূপ দেখা যায়? [A : ২১-২২]
(ক) ৪টি (খ) ৩টি
(গ) ৭টি (ঘ) ৬টি
উ. খ

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. ভাষা কী? [২০২৩]
(ক) কণ্ঠের উচ্চারণ (খ) উচ্চারণের প্রতীক
(গ) ভাব প্রকাশের মাধ্যম (ঘ) ধ্বনির সমষ্টি
উ. গ

০২. বাংলাদেশ ছাড়া কোন অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন ভাষা বাংলা? [২০২৩]
(ক) উত্তর প্রদেশ (খ) গুজরাট
(গ) পশ্চিমবঙ্গ (ঘ) আসাম
উ. গ

০৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষেরা কোন পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে? [২০২২]
(ক) ইশারা পদ্ধতি (খ) শ্রবণ পদ্ধতি
(গ) ব্রেইল পদ্ধতি (ঘ) শব্দ পদ্ধতি
উ. গ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. কীসের ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে? [২১-২২]
(ক) দেশ ও কালভেদে (খ) কাল, পরিবেশ ও ব্যক্তিভেদে
(গ) দেশ, কাল ও পরিবেশভেদে (ঘ) দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে
উ. গ

০২. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম? [২১-২২]
(ক) পালি (খ) প্রাকৃত
(গ) সংস্কৃত (ঘ) অসমিয়া
উ. খ

CamScanner

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ মুহম্মদ এনামুল খ সুকুমার সেন

...বংশের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস] উ: ঘ
ক হিত্তিক ও তুখারিক খ তামিল ও দ্রাবিড়
গ আর্য ও অনার্য ঘ মাগধী ও গৌড়ী

...কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে? [৪৪তম বিসিএস ২০২২; ৪১তম বিসিএস ২০২১] উ: ক
ক লাইবেরিয়া খ নামিবিয়া
গ হাইতি ঘ সিয়েরা লিওন

...কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল "বাঙ্গালা" নামে পরিচিত হয়... [বিসিএস ২০২১]
ক মৌর্য খ গুপ্ত
গ পাল ঘ মুসলিম

০৫. বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২১] উ: ঘ
ক বাংলা খ সংস্কৃত গ হিন্দি ঘ অস্ট্রিক

০৬. বাঙালি উপভাষা ... কোনটি? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ) ২০২১] উ: ঘ
ক ... খ ত্রিপুরা গ পুরুলিয়া ঘ বরিশাল

০৭. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে– [১৭তম বিসিএস] উ: গ
ক সংস্কৃত খ পালি গ প্রাকৃত ঘ অপভ্রংশ

০৮. ...ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)] উ: ক
ক ...থেকে চতুর্দশ শতাব্দী খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ ...থেকে ষোড়শ শতাব্দী ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

০৯. ...মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন প্রধানত– [১২তম বিসিএস (পুলিশ)] উ: ক
ক ভাষাতত্ত্ববিদ খ সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা
গ ইসলাম প্রচারক ঘ সমাজ সংস্কারক

নবম-দশম শ্রেণির ব্যা... MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ...র সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সম্পর্ক আছে?
ক চোখ খ কান গ নাক ঘ ...

০২. ...ব্রেইল পদ্ধতি ব্যবহার করে–
ক শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা খ দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা
গ মানসিক প্রতিবন্ধীরা ঘ শারীরিক প্রতবন্ধীরা

০৩. বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায়–
ক ১৫ কোটি লোক খ ২০ কোটি লোক
গ ২৫ কোটি লোক ঘ ৩০ কোটি লোক উ: ঘ

০৪. মাতৃভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর কততম ভাষা?
ক ৪র্থ খ ৫ম গ ৬ষ্ঠ ঘ ৭ম উ: গ

০৫. নিচের কোনটি ভাষা-পরিবারের নাম নয়?
ক ইন্দো-ইউরোপীয় খ আফ্রিকীয়
গ দ্রাবিড়ীয় ঘ ইন্দো-ইরনীয় উ: ঘ

০৬. ...দ ভাষা হিসেবে স্বীকৃত– উ: ক
ক সংস্কৃত ও পালি খ অহমিয়া ও ওড়িয়া
গ নেপালি ও সিংহলি ঘ হিন্দি ও উর্দু

০৭. বাংলা ভাষার প্রাচীন নমুনা পাওয়া যায়– উ: খ
ক মহাভারতে খ চর্যাপদে
গ ... ঘ মঙ্গলকাব্যে

০৮. বা... লিপি কোনটি? উ: গ
ক ব্রা... খ মণিপুরি
গ বাংলা ঘ কুটিল

০৯. ভারতের কো... র অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা? উ: গ
ক কেরা... খ ওড়িশা
গ ত্রিপুরা ঘ হরিয়ানা

SELF TEST MCQ

০১. মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন কোনটি?
ক চিত্র খ লেখা গ ভাষা ঘ ইঙ্গিত

০২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়–
ক সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে খ সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে
গ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ঘ খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে

০৩. নিচের কোন ভাষাটি বাংলা ভাষার নিকট-আত্মীয়–
ক মাগধী খ উর্দু গ হিস্পানি ঘ আরবি

০৪. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
ক সাহিত্যের ভাষা খ পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
গ অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা ঘ লেখ্য ভাষা

০৫. দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই কোন রীতিতে? [গ ইউনিট ২০২০-২১]
ক প্রমিত লেখা খ প্রমিত কথ্য গ সাধু ভাষা ঘ সমাজ ভাষা

০৬. বাংলাদেশের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। [B ১৪-১৫]
ক প্রথম অনুচ্ছেদে খ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে
গ তৃতীয় অনুচ্ছেদে ঘ চতুর্থ অনুচ্ছেদে

০৭. বাংলা ভাষা কোন প্রাকৃত থেকে জাত? [B ১৬-১৭]
ক মাগধী খ শৌরসেনি গ মহারাষ্ট্রি ঘ পৈশাচি

০৮. বাংলা চলিত রীতিতে কোন শব্দের ব্যবহার বেশি? [D-২০২০-২১]
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ অর্ধ-তৎসম ঘ বিদেশি

০৯. মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রণে কোন ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে? [D ১৬-১৭]
ক প্রাকৃত খ গৌড়ীয়
গ ব্রজবুলি ঘ অপভ্রংশ

১০. বাংলা বর্ণমালা কোন লিপি থেকে এসেছে? [০৬-০৭, ক ১১-১২]
ক তাম্রলিপি খ ব্রাহ্মী লিপি
গ দেবনাগরী ঘ রোমান

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ

Answer

১০.খ	০৯.গ	০৮.খ	০৭.ক	০৬.গ
০৫.গ	০৪.গ	০৩.ক	০২.ক	০১. গ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

১. ভাষা কাকে বলে? বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।
২. কোন লিপি থেকে বাংলা লিপির উদ্ভব? আলোচনা কর।
৩. দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) কাকে বলে?
৪. জর্জ গ্রিয়ার্সনের মতে কোন প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে?
৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা?

উত্তর :

০১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০২. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. মাতৃভাষা ছাড়া যেকোনো ভাষাকেই দ্বিতীয় ভাষা বলে। একে বিদেশি ভাষাও বলা হয়। আমাদের দেশে দ্বিতীয় ভাষা হলো মূলত ইংরেজি। ধর্মীয় কারণে অনেকে আরবি, সংস্কৃত, পালি ভাষা শিখি। এগুলোও দ্বিতীয় ভাষা।
০৪. জর্জ গ্রিয়ার্সনের মতে, মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে।
০৫. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা দুইটি।

CamScanner

অধ্যায় ০২

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

Bengali language customs and divisions

বাংলা ভাষারীতি ও বিভাজন

☞ পৃথিবীর বহু উন্নত ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও দু ধরনের ভাষারীতি বিদ্যমান। বাংলা, ইংরেজি, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মৌখিক বা কথ্য এবং লৈখিক বা লেখ্য এই দুটি রূপ দেখা যায়। অধিকাংশ ভাষায় অন্তত দুটি রীতি থাকে। যথা : ১. কথ্য ভাষা রীতি ও ২. লেখ্য ভাষা রীতি। বাংলা ভাষায় এসব রীতির একাধিক বিভাজন রয়েছে। যেমন কথ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে আদর্শ কথ্য রীতি ও আঞ্চলিক কথ্য রীতি। আবার লেখ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে প্রমিত রীতি, সাধু রীতি ও কাব্য রীতি। একে একে এসব রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

☞ **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি** ২০২১ শিক্ষাবর্ষ নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত বই অনুসারে বাংলা ভাষার রীতির বিভাজন হলো : অধিকাংশ ভাষায় অন্তত দুটি রীতি থাকে। যথা : ০১. কথ্য ভাষা রীতি ও ০২. লেখ্য ভাষা রীতি। কথ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে আদর্শ কথ্য রীতি ও আঞ্চলিক কথ্য রীতি। আবার লেখ্য ভাষা রীতির মধ্যে রয়েছে প্রমিত রীতি, সাধু রীতি ও কাব্য রীতি। নিচে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

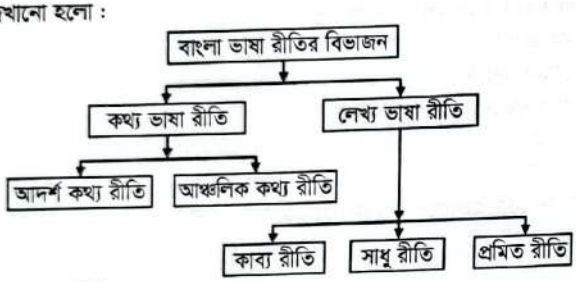

০১. কথ্য ভাষা রীতি :

- কথ্য ভাষা রীতি ভাষার মূল রূপ।
- কথ্য ভাষা রীতির ওপরে ভিত্তি করে লেখ্য ভাষা রীতির রূপ তৈরি হয়।
- স্থান ও কালভেদে ভাষার যে পরিবর্তন ঘটে তা মূলত কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তন।
- কথ্য ভাষা রীতির পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন ভাষা ও উপভাষার জন্ম হয়।

ক. আদর্শ কথ্য রীতি :

- আদর্শ কথ্য রীতি হলো বাঙালি জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন কথ্য ভাষা।
- বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় রেডিও-টেলিভিশন প্রচারিত আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে, সংবাদ উপস্থাপনায়, সভা-সেমিনারের আলোচনায় ও কবিতা আবৃত্তিতে এই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।
- এই রীতিই প্রমিত লেখ্য রীতির ভিত্তি।
- বক্তার সামাজিক অবস্থান, জীবিকা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভেদে আদর্শ কথ্য রীতিতে কমবেশি তফাত থাকে।

খ. আঞ্চলিক কথ্য রীতি বা উপভাষা (Dialect) :

- কথ্য রীতির আঞ্চলিক ভেদ সহজে বোঝা যায়। এই আঞ্চলিক ভেদ সাধারণত অঞ্চলের নামে পরিচিতি পায়।
- ভাষার এই আঞ্চলিকতা উপভাষা নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।
- **বঙ্গালি** উপভাষা হলো ভাষাভাষীর সংখ্যার হিসেব অনুযায়ী বাংলার বড় উপভাষা। আর এ উপভাষার অঞ্চল হলো– বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল।
- **পূর্বি** উপভাষার অঞ্চল– বাংলাদেশের পূর্ব অঞ্চল, ত্রিপুরা এবং আসামের বরাক অঞ্চল।
- **বরেন্দ্রি** উপভাষার অঞ্চল– বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। অর্থাৎ বাংলাদেশ এবং ভারতের পদ্মা ও মহানন্দা উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে বসবাসরত মানুষের মুখের ভাষা। ঐতিহ্যবাহী গম্ভীরা গানে বরেন্দ্রি উপভাষা ব্যবহৃত হয়।
- **কামরূপি** উপভাষা– বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। এটি ইন্দো-আর্য পরিবারভুক্ত ভাষা।
- **রাঢ়ি** বাংলা ভাষার একটি উপভাষা। এ ভাষার প্রচলন আছে–পশ্চিমবঙ্গে।
- **ঝাড়খণ্ডি** উপভাষা– পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ও ঝাড়খণ্ডের পূর্ব অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত।

☞ **উপভাষার (Dialect) নমুনা :**
ভৌগোলিক ব্যবধান বা অঞ্চল ভেদে ভাষার যে বৈচিত্র্য তা-ই হলো উপভাষা। এ ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষাও বলা হয়। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি উপভাষার পরিচয় দেওয়া হলো :

উপভাষিক এলাকা	:	উপভাষার নমুনা
খুলনা-যশোর	:	অ্যাকজন মান্শির দুটো ছাওয়াল ছিল্।
বগুড়া	:	অ্যাকজনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল্।
রংপুর	:	অ্যাকজন ম্যানশের দুইক্না ব্যাটা আছিলো।
ঢাকা	:	অ্যাকজন মানশের দুইডা পোলা আছিলো।
ময়মনসিংহ	:	অ্যাকজনের দুই পুৎ আছিল্।
সিলেট	:	অ্যাক মানুশর দুই পোয়া আছিল্।
চট্টগ্রাম	:	এগুয়া মানশের দুয়া পোয়া আছিল্।
নোয়াখালী	:	অ্যাকজনের দুই হুত আছিল্।

০২. লেখ্য ভাষা রীতি :

- লিখিত বাংলা ভাষার আদি নিদর্শনের নাম 'চর্যাপদ'।
- ব্যবহারিক প্রয়োজনে ক্রমে লেখ্য গদ্য রীতির জন্ম হয়।
- উনিশ শতকের সূচনায় এই গদ্য রীতি সাধু রীতির জন্ম দেয়।
- এই প্রমিত রীতিই লেখ্য বাংলা ভাষার সর্বজনগ্রাহ্য লিখিত রূপ।

ক. কাব্য রীতি :

- বাংলা কাব্য রীতি দুই ভাগে বিভক্ত : পদ্য কাব্য রীতি ও গদ্য কাব্য রীতি।
- পদ্য কাব্য রীতি বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরনো রীতি।
- গঠন বিবেচনায় গদ্য কাব্য রীতির বাক্যও সাধারণ বাক্যের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে।

খ. সাধু রীতি :

- দাপ্তরিক কাজ, সাহিত্য রচনা, যোগাযোগ ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে লেখ্য বাংলা ভাষায় সাধু রীতির জন্ম হয়।
- উনিশ শতকের শুরুর দিকে সাধু রীতির বিকাশ ঘটে।
- প্রায় দুই শতাব্দী ধরে সাধু রীতি বাংলা লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতি হিসেবে চালু ছিল।

☞ **সাধু রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

ক. সাধু রীতিতে ক্রিয়ারূপ দীর্ঘতর। যেমন : 'করা' ক্রিয়ার রূপঃ করিতেছে, করিয়াছে, করিল, করিলে, করিলাম, করিত করিতেছিল, করিয়াছিল করিব, করিবে করিতে, করিয়া, করিলে করিবার।

খ. সাধু রীতির বহু সর্বনামে 'হ'– বর্ণ যুক্ত থাকে। যেমন : তাহারা, ইহাদের, যাহা, তাহা, উহা, কেহ ইত্যাদি।

গ. প্রমিত রীতি :

- বিশ শতকের সূচনায় কলকাতার শিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষাকে লেখ্য রীতির আদর্শ হিসেবে চালু করার চেষ্টা হয়। এটি তখন চলিত রীতি নামে পরিচিতি পায়।
- এই রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম, অনুসর্গ প্রভৃতি শ্রেণির শব্দ হ্রস্ব হয় এবং তৎসম শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমে।
- একুশ শতকের সূচনা নাগাদ এই চলিত রীতিরই নতুন নাম হয় 'প্রমিত রীতি'। এটি 'মান রীতি' নামেও পরিচিত।

☞ **প্রমিত রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য :**

ক. প্রমিত রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর। যেমন :

ক্রিয়ার ক্ষেত্রে	'করা' ক্রিয়ার রূপ : করছে, করেছে, করল, করলে, করলাম করত, করছিল, করেছিল, করব, করবে, করতে, করে, করার।
সর্বনামের ক্ষেত্রে	তারা, এদের, যা, তা, ও, কেউ ইত্যাদি।
অনুসর্গের ক্ষেত্রে	থেকে, হতে, সঙ্গে ইত্যাদি।

খ. প্রমিত রীতিতে শব্দ ব্যবহার আলোচ্য বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন : তৎসম 'বৎসর'-ও লেখা যায় আবার তদ্ভব 'বছর'-ও লেখা যায়। একইভাবে 'চন্দ্র'-ও লেখা যায়, 'চাঁদ'-ও লেখা যায়।

গ. প্রমিত রীতিতে কথ্য রীতির বহু শব্দ বর্জনীয়। যেমন : 'ধুলো, তুলো, মুলো, পুজো, সবচে' ইত্যাদি না লিখে 'ধুলা, তুলা, মুলা, পূজা, সবচেয়ে' ইত্যাদি লিখতে হয়।

CamScanner

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

১। উনিশ শতকের শুরুতে সংস্কৃত অনুসারী পণ্ডিতদের উদ্যোগ ও আয়োজনে যে সাহিত্যিক গদ্য ভাষার উদ্ভব তাই সাধুরীতি। অপরদিকে, বিশ শতকের শুরুতে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'র আহ্বানে ভাগীরথী নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের কথ্য ভাষার ওপর ভিত্তি করে যে সাহিত্যিক গদ্য ভাষা উৎকর্ষ লাভ করে, তা-ই চলিত রীতি।

২। সাধু রীতি গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল। কিন্তু চলিত রীতি লঘু, চটুল, হালকা প্রকৃতির ও তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দবহুল।

৩। সাধু রীতি কৃত্রিম। কিন্তু চলিত রীতি সকল প্রকার কৃত্রিমতাবর্জিত।

৪। সাধু রীতি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু চলিত রীতি পরিবর্তনশীল।

৫। সাধু রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু চলিত রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে না এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট নয়।

৬। সাধু রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী। কিন্তু চলিত রীতি নাটক, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা ও সংলাপের উপযোগী।

৭। সাধু রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চলিত রীতিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।

ভাষারীতির রূপান্তর

ক্রিয়াপদের রূপের পার্থক্য :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
দিতেছে	দিচ্ছে	বাজাইতে থাকিবে	বাজাতে থাকবে
দিতেছিলি	দিচ্ছিলি	লিখিত	লিখ্‌ত
লিখ	লেখ	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে
লিখেন	লেখেন	শুন	শোন
যাইতেছিল	যাচ্ছিল	দেখাইতেছিলেন	দেখাচ্ছিলেন

সংযোগমূলক পার্থক্য :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
দর্শন করিল	দেখল	প্রস্থান করিবে	চলে যাবে
ভোজন করিবে	খাবে	আহ্বান করিল	ডাকল
প্রদর্শন করিল	দেখাল	আরোহণ করিল	উঠল

সর্বনাম পদের রূপের পার্থক্য :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সেই সব	সেসব	এইগুলি	এগুলি
ওইটা	ওটা	সকলকে	সবাইকে
মদীয়	আমার	ত্বদীয়	তোমার
তদীয়	তার	ভবদীয়	আপনার
কেহ	কেউ	কাহারও	কারো
যে কোনও	যে কোনো	এইক্ষণ	এখন
যেইক্ষণ	যখন	তাহাতে	তাতে
তাহার/তাঁহার	তার/তাঁর	কাহাকে	কাকে
উহা	ও/ওটা/ওটি	উহাদিগকে	ওদের

শব্দ ব্যবহারে পার্থক্য :

ক. সাধু ভাষার তৎসম শব্দ চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিবর্তিত হয়। যেমন :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
অন্ন	ভাত	মৎস্য	মাছ
দ্বাররক্ষক	দারোয়ান	কপোত	পায়রা
কপোল, গণ্ড	গাল	বাটী	বাড়ি
পক্ষী	পাখি	রাত্রি	রাত
চন্দ্র	চাঁদ	ব্যাঘ্র	বাঘ
চক্র	চাকা	কর্ণ	কান
অপচয়	ক্ষতি	অভিরাম	সুন্দর
তরুণী	যুবতি	মনুষ্য	মানুষ
গতকল্য	গতকাল	কার্য	কাজ
ভিতর	ভেতর	পিছনে, পশ্চাতে	পেছনে
বাতায়ন	জানালা	সর্বোৎকৃষ্ট	সবচেয়ে ভালো
বক্র, বঙ্কিম	বাঁকা	কণ্টক	কাঁটা
প্রত্যয়	বিশ্বাস	অভিপ্রায়, অভিলাষ	ইচ্ছা
শয্যা	বিছানা	দর্পণ	আয়না
বংশী	বাঁশি	মধুকর	মৌমাছি
বক্ষ	বুক	প্রস্তর	পাথর

খ. স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি ইত্যাদি ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মের প্রভাবে অনেক সময় বিভিন্ন শব্দ পরিবর্তিত রূপে চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
রুপা	রুপো	ধূলি	ধুলো
পূজা	পুজো	উনান	উনুন
দেশি	দিশি	বিলাতি	বিলেতি
জালিয়া	জেলে	মাঠুয়া	মেঠো
হিসাব	হিসেব	উঠান	উঠোন
ফলাহার	ফলার	ভিটা	ভিটে
পাথরিয়া	পাথুরে	পাহাড়িয়া	পাহাড়ে

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সাধু-চলিত রূপ :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
মস্তক (বিশেষ্য)	মাথা	জুতা (বিশেষ্য)	জুতো
শুষ্ক/শুকনা (বিশেষণ)	শুকনো	পৃষ্ঠ	পিঠ
বন্য (বিশেষণ)	বুনো	আসিয়া (ক্রিয়া)	এসে
পূর্বেই (অব্যয়)	আগেই	সহিত (অব্যয়)	সঙ্গে/সাথে

অব্যয় পদের ব্যবহারে পার্থক্য :

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
তথাপি	তবু	অধিকন্তু	আরও
পানে	দিকে	বরঞ্চ	বরং
যদ্যপি	যদিও	পুনর্বার	আবার
নিমিত্ত	জন্য	কদাচিৎ	কখনো
অনন্তর	তারপর	অদ্যাপি	আজও
ব্যতিরেকে	বিনা	ব্যতীত	ছাড়া
সনে	সঙ্গে		

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য কোন পদে বেশি পরিলক্ষিত হয়? [গ ১৭-১৮] উ:খ
ক বিশেষণ ও ক্রিয়া খ বিশেষ্য ও বিশেষণ গ বিশেষ্য ও সর্বনাম ঘ ক্রিয়া ও সর্বনাম

০২. চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার রূপগত পার্থক্য বাক্যস্থিত কোন পদে? [ঘ ৯৫-৯৬] উ:গ
ক বিশেষ্য ও বিশেষণ খ বিশেষ্য ও ক্রিয়া গ সর্বনাম ও ক্রিয়া ঘ অব্যয় ও ক্রিয়া

০৩. কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন? [ঘ ৯৫-৯৬]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বুদ্ধদেব বসু উ:গ

০৪. বাংলা ভাষার সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজাত ত্রুটিনির্দেশক পারিভাষিক শব্দ কী? [খ ৯৬-৯৭] উ:খ
ক জগাখিচুড়ি খ গুরুচণ্ডালী গ লঘুগুরু ঘ চটুলগম্ভীর

০৫. কোন বক্তব্যটি ঠিক? [ঘ ০৪-০৫]
ক সাধু ভাষায় কেবল তৎসম শব্দই ব্যবহৃত হয়
খ চলিত ভাষায় কোনো তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয় না
গ যে কোনো ধরনের শব্দ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে
ঘ সাধু ভাষায় দেশি শব্দ ব্যবহৃত হয় না উ:গ

০৬. বাংলা ভাষায় 'গুরুচণ্ডালী' দোষ মানে হলো– [গ ০৬-০৭০]
ক উপমার ভুল প্রয়োগ খ তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দের প্রয়োগ
গ প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার ঘ বাগ্‌ধারার রদবদল উ:খ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. চলিত রীতির নিয়মে ব্যবহারযোগ্য শব্দ কোনটি? [গ ০৫-০৬]
ক ব্যাঘ্র খ পাওনা গ প্রাপ্য ঘ কূপ উ:খ

০২. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য– [খ ০৫-০৬, খ ১০-১১]
ক ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে খ তৎসম শব্দের ব্যবহারের তারতম্যে
গ বাক্যের গঠন রীতিতে ঘ আধুনিক ও সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গিতে উ:ক

০৩. শিষ্ট চলিত রূপ কোনটি? [ঘ ১১-১২]
ক লবে খ লহ গ বুধিতে ঘ যাকে উ:ঘ

০৪. বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কোন রীতির প্রচলন ছিল? [ক ১২-১৩]
ক মিশ্র রীতি খ কথ্য রীতি গ চলিত রীতি ঘ সাধু রীতি উ:ঘ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন দুটি লেখ্য ভাষার রূপের নাম? [জ ১১-১২]
ক সাধু ও চলিত খ লেখ্য ও আঞ্চলিক
গ সাধু ও আঞ্চলিক ঘ আঞ্চলিক ও সর্বজনীন উ:ক

০২. সাধু ও চলিত রূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা কে করেন? [জ ১১-১২]
ক উইলিয়াম কেরি খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ প্রমথ চৌধুরী উ:ঘ

০৩. বাংলা লেখ্যভাষার রূপ কয়টি? [গ, সেট ৮ : ১১-১২]
ক তিনটি খ চারটি গ দুইটি ঘ সাতটি উ:ক

০৪. কোনটি চলিত ভাষার নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য? [A ১৬-১৭]
ক তৎসম শব্দের বহুলতা খ তদ্ভব শব্দের বহুলতা
গ প্রাচীনতা ঘ অমার্জিততা উ:খ

০৫. 'পার হইয়া' এর চলিত রূপ– [২০০৫-০৬]
ক পেরিয়ে খ পার হয়ে গ পার হইয়্যা ঘ পারিয়ে উ:ক

০৬. 'চকিত হইয়া' এর চলিত রূপ– [২০০৫-০৬]
ক চকিত হয়ে খ চকিত হইয়্যা গ চকিতে ঘ চমকে উ:ঘ

০৭. 'ব্যাপ্ত হইলে' এর চলিত রূপ– [২০০৫-০৬]
ক ব্যাপ্ত হলে খ ব্যাপ্তিলে গ ছড়ালে ঘ ব্যাপ্তি ছড়ালে উ:গ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ভাষার কোন রূপ ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে? [A ১৮-১৯]
ক সাধু খ আঞ্চলিক গ চলিত ঘ প্রাকৃত উ:ক

০২. গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট শব্দ কোনটি? [A -১৩-১৪]
ক শবপোড়া খ কাজলকালো গ মারামারি ঘ রুমঝুম উ:ক

০৩. বাংলা ভাষার প্রধান দুটি রূপ কী কী? [০৪-০৫]
ক কথ্য ও লেখ্য খ কথ্য ও আঞ্চলিক
গ আঞ্চলিক ও সার্বজনীন ঘ লেখ্য ও আঞ্চলিক উ:ক

০৪. কোনটি সাধু ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য? [A ১৩-১৪]
ক ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ খ বিশেষ্য ও বিশেষণের রূপ পূর্ণাঙ্গ
গ অনুসর্গের রূপ সংক্ষিপ্ত ঘ সর্বনামের রূপ সংক্ষিপ্ত উ:ক

০৫. সাধু ভাষায় কোন শব্দের প্রাধান্য বেশি? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫] উ:গ
ক বিদেশি খ দেশি গ তদ্ভব ঘ তৎসম

০৬. সাধু ভাষায় কোন কোন পদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ রীতি মেনে চলে? [A-১৫-১৬] উ:গ
ক ক্রিয়া ও বিশেষণে খ বিশেষ্য ও ক্রিয়া গ বিশেষ্য ও বিশেষণ ঘ সর্বনাম ও ক্রিয়া

০৭. 'কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'–'পরিহরি' শব্দটির চলিত রূপ: [B : ১৫-১৬] উ:ক
ক ত্যাগ করে খ পরিহার করে গ ভ্রমে ঘ ভুলে গিয়ে

০৮. 'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়– [B : ১৫-১৬] উ:গ
ক আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা খ কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
গ চলিত রীতির বাংলা ভাষা ঘ সাধু রীতির বাংলা ভাষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে? [গ ০৯-১০] উ:ক
ক যশোর খ ঢাকা গ কলকাতা ঘ বিহার

০২. নিচের কোন শব্দটি সাধু ভাষায় ব্যবহার্য? [ঙ ০৫-০৬] উ:ক
ক পুজো খ যদ্যপি গ আজ ঘ কাঁটা

০৩. বাংলা চলিত রীতিতে কোন শব্দের ব্যবহার বেশি? [D-২০২০-২১] উ:গ
ক তৎসম খ তদ্ভব গ অর্ধ-তৎসম ঘ বিদেশি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়– [ঙ ১৯-২০] উ:গ
ক সর্বনাম খ ক্রিয়া গ সম্বোধন পদ ঘ অব্যয়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. লৈখিক ও মৌখিক ভাষায় মিলিত রূপ হচ্ছে : [ক ১৬-১৭] উ:গ
ক সাধু খ চলিত গ আঞ্চলিক ঘ মিশ্র

০২. চলিত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য : [ক ১৬-১৭] উ:গ
ক গুরুগম্ভীর খ পরিবর্তনশীল গ আভিজাত্যের অধিকারী ঘ কোনোটিই নয়

০৩. উপভাষা এর অন্য নাম কী? [D ১৭-১৮; রাবি C ১৭-১৮] উ:ক
ক দেশীয় ভাষা খ মূল ভাষা গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ পরিভাষা

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. চলিত ভাষার প্রবর্তক কে? [C ১৯-২০; জবি ক ১৬-১৭] উ:গ
ক শামসুর রাহমান খ রামমোহন রায় গ প্রমথ চৌধুরী ঘ হুমায়ূন আহমেদ

০২. প্রমিত ভাষার বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি? [B ১৬-১৭] উ:গ
ক লিখিত ব্যাকরণ থাকে খ উপভাষা থাকে
গ এ ভাষা শিখতে হয় ঘ সবার বোধগম্য

০৩. সাধু ভাষার রূপ– [B ১৭-১৮] উ:ক
ক গুরুগম্ভীর ও সংস্কৃতানুসারী খ সংস্কৃত শব্দবহুল
গ তদ্ভব শব্দবহুল ঘ সমাসবহুল

০৪. বাংলা ভাষার কোন রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী? [C সেট ১, ১২-১৩] উ:ক
ক সাধু রীতি খ চলিত রীতি গ কথ্য রীতি ঘ লেখ্য রীতি

০৫. সাধুরীতির শব্দ কোনটি? [C ১৬-১৭] উ:গ
ক গ্রহ খ গিন্নী গ কলেজ ঘ কেতাব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন ভাষারীতির ধরাবাঁধা একক কোন রীতি নেই? [A ১৭-১৮] উ:গ
ক সাধু ভাষা খ চলিত ভাষা গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ সকল ভাষা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষার চলিত রীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনটি? [F -১৩-১৪] উ:খ
ক আভিজাত্য খ পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট
গ কাঠামো অপরিবর্তিত ঘ কৃত্রিমতা বর্জিত

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিএসসি ইন নার্সিং

...কোনটি সাধুরীতির ক্রিয়াপদ? [২০২২]
(ক) ... (খ) চলিতেছে (গ) চললাম (ঘ) চলবে উ: (খ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'ভাঙ্গাইত' এ সাধু ক্রিয়াপদের চলিত রূপ কী? [ক ১৮-১৯; গ : ১৭-১৮]
(ক) ভাঙত (খ) ভাঙতো (গ) ভাঙতো (ঘ) ভাঙিত উ: (খ)

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

...ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) বিশেষণ ও ক্রিয়া (খ) বিশেষ্য ও বিশেষণ
(গ) ক্রিয়া ও সর্বনাম (ঘ) বিশেষ্য ও ক্রিয়া উ: (গ)

...শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? [২৯তম বিসিএস]
(ক) চলিত রীতি (খ) সাধু রীতি
(গ) মিশ্র রীতি (ঘ) আঞ্চলিক রীতি উ: (খ)

০৩. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য– [১৬তম বিসিএস]
(ক) বাক্যের সরল ও জটিল রূপে
(খ) শব্দের রূপগত ভিন্নতায়
(গ) তৎসম ও অতৎসম শব্দের ব্যবহারে
(ঘ) ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায় উ: (ঘ)

০৪. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]
(ক) কবিতায় পংক্তিতে (খ) গানের কলিতে
(গ) গল্পের কলিতে (ঘ) নাটকের সংলাপে উ: (ঘ)

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

...লেখ্য ভাষার আদর্শ রীতিকে বলে –
(ক) সাধু রীতি (খ) লেখ্য রীতি (গ) আঞ্চলিক রীতি (ঘ) প্রমিত রীতি উ: (ঘ)

...ভাষায় গদ্য রীতির সূচনা হয় –
(ক) প্রাচীন যুগে (খ) মধ্যযুগে
(গ) উনিশ শতকের শুরুতে (ঘ) বিশ শতকের শুরুতে উ: (গ)

...কোনটি সাধু রীতির ক্রিয়াপদ?
(ক) করিল (খ) করেছে (গ) করত (ঘ) করলাম উ: (ক)

০৪. সাধু রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) ক্রিয়ারূপ দীর্ঘ (খ) বিশেষ্যের আধিক্য
(গ) অনুসর্গ হ্রস্বতর (ঘ) সর্বনাম হ্রস্বতর উ: (ক)

০৫. বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চলে কোন উপভাষার ব্যবহার পাওয়া যায়?
(ক) বরেন্দ্রি (খ) রাঢ়ি
(গ) কামরূপি (ঘ) পূর্বি উ: (গ)

SELF TEST MCQ

...কোনটি সাধু রীতির শব্দ?
(ক) ... (খ) হাত (গ) মাথা (ঘ) মস্তক

...রীতি প্রতিষ্ঠায় কোন পত্রিকার নাম স্মরণীয়?
(ক) ... (খ) দিগদর্শন (গ) সন্দেশ (ঘ) সবুজপত্র

...শব্দের শিষ্ট চলিত রূপ–
(ক) ... (খ) আচরণ করে (গ) আচরে (ঘ) আচারী

...ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?
(ক) কবিতার পঙ্ক্তিতে (খ) গানের কলিতে
(গ) গল্পের বর্ণনায় (ঘ) নাটকের সংলাপে

...ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?
(ক) কথ্য ভাষায় (খ) সাধু ভাষায় (গ) আঞ্চলিক ভাষায় (ঘ) চলিত ভাষায়

...কোন রীতির শব্দ?
(ক) সাধু (খ) চলিত (গ) উভয় রীতির (ঘ) আঞ্চলিক

...শব্দটিতে চলিত রূপ কোনটি?
(ক) ... (খ) বুনো (গ) বনো (ঘ) বন্য

০৮. 'যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়াছে, তাহার পর তার ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।' চলিত ভাষায় এ বাক্যে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

০৯. 'তিনি হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতেছিলেন, শুধুমাত্র মণিষী-বাক্যেই তো জীবন্মৃত যুব সমাজের কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথেষ্ট নহে।' চলিত রীতিতে লেখা বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা–
(ক) সাত (খ) নয় (গ) আট (ঘ) দশ

১০. 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধন বলিয়াছিলেন' এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?
(ক) চলিত রীতি (খ) সাধু রীতি (গ) মিশ্র রীতি (ঘ) বিদেশি রীতি

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ

Answer									
১০.খ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.খ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

১. বাংলা ভাষার রূপ ও রীতি কয়টি এবং কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
২. সাধু ও চলিত রীতির মৌলিক পার্থক্যগুলো লেখ।
৩. পৃথিবীর প্রায় সব ভাষারই কয়টি রূপ দেখা যায়?
৪. সাধু ভাষার জনক কে?
৫. কে সর্বপ্রথম সাধু ভাষার ব্যবহার করেন?
৬. নিচের চলিত রীতির গদ্যাংশটি শুদ্ধ করে লেখ :
ছাত্র-ছাত্রীদের বানান ভুলের মহড়া আজকাল বেশ বিব্রতকর হয়ে উঠিতেছে। শান্তনা, কথোপকথন, দূরবীন, দৌরাত্য ইত্যাদি বানানও দেদার ভুল হচ্ছে। শুধু বানান ভুল নয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাক্য গঠনে ব্যাকরণগত বিষয়ে তাহাদের অসচেতনতা লক্ষনীয়। তারা যেমন যৌগিক ও জটিল বাক্যের বিন্যাস করতে ভুল করে, তেমনি বাক্যসমূহের মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপনেরও অশুদ্ধতা দেখা যায়। বস্তুতঃ এসব রপ্ত করা ঠিক গোঁফখেজুরে লোকের ব্যাপার নয় রীতিমত সাধন করে হাত পাকাইতে হয়।

উত্তর :

০১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০২. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. দুটি। যথা : ক. মৌখিক বা কথ্য খ. লৈখিক বা লেখ্য।
০৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
০৫. রাজা রামমোহন রায়।
০৬. নিচের চলিত রীতির গদ্যাংশটির শুদ্ধ রূপ :
ছাত্র-ছাত্রীদের বানান ভুলের মহড়া আজকাল বেশ বিব্রতকর হয়ে উঠছে। সান্ত্বনা, কথোপকথন, দূরবিন, দৌরাত্ম্য ইত্যাদি বানানও দেদার ভুল হচ্ছে। শুধু বানান ভুল নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে বাক্য গঠনে ব্যাকরণগত বিষয়ে তাদের অসচেতনতা লক্ষণীয়। তারা যেমন যৌগিক ও জটিল বাক্যের বিন্যাস করতে ভুল করে, তেমনি বাক্যসমূহের মধ্যে যথাযথ সংযোগ স্থাপনেরও অশুদ্ধতা দেখা যায়। বস্তুত এসব রপ্ত করা ঠিক গোঁফখেজুরে লোকের ব্যাপার নয় রীতিমত সাধন করে হাত পাকাতে হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ০৩ বাংলা ব্যাকরণ Bangla Grammar

ব্যাকরণের সংজ্ঞা ও কাজ

- **ব্যাকরণ :** যে শাস্ত্রে কোনো ভাষার বিভিন্ন উপাদানের প্রকৃতি ও স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রয়োগবিধি বিশদভাবে আলোচিত হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।
- **বাংলা ব্যাকরণ :** যে বিদ্যাশিক্ষায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়, তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

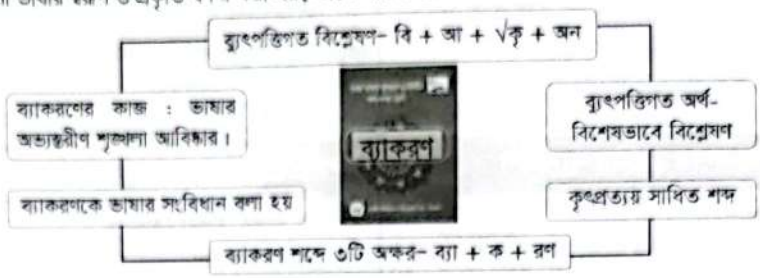

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

- **বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় :** ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি। বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। এদিক থেকে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনি। প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যেমন : ১. ধ্বনি (Sound) ২. শব্দ (Word) ৩. বাক্য (Sentence) ও ৪. অর্থ (Meaning)।

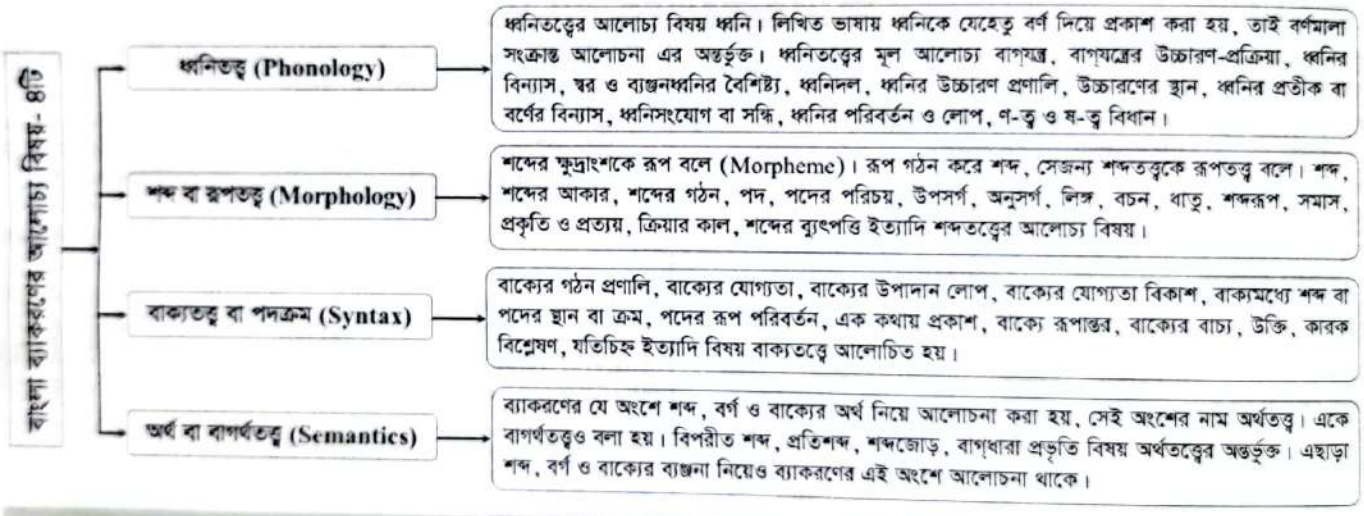

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ

- **প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ :** ১৭৩৪ সালে পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দা আসসুম্পসাঁও সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। পরে ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে পর্তুগিজ ভাষায় 'ভোকাবুলারিও এম এদিওমা বেনগল্লা-ই পর্তুগিজ' (Vocabulario em Idiomae Bengallae Portuguez) নামে এটি প্রকাশিত হয় (কিন্তু গাজিপুরের ছাপাখানায় রচনা করেন)। এটিতে কেবল রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচিত হয়নি, তাই এটি সর্বপ্রথম বাংলা ব্যাকরণ কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থ নয়। এটি মূলত একটি অভিধান।
- **প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ :** বাংলা ব্যাকরণের দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচনা করেন– ইংরেজ পণ্ডিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (ইংল্যান্ডের অধিবাসী)। তিনি ১৭৭৮ সালে 'A Grammer of the Bengal Language' নামে বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত হলেও এর কিছু উদাহরণ বাংলা হরফে মুদ্রিত হয়। বাংলা টাইপ সহযোগে মুদ্রিত হওয়ায় হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থটিকেই বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- **বাঙালি কর্তৃক রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ :** ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরী এবং বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ সালে ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। রামমোহন রায় ১৮২৬ সালে ইংরেজিতে 'Bengali Grammar in the English Language' নামে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ১৮৩৩ সালে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়।
- **প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ :** পাণিনি। তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'অষ্টাধ্যায়ী' (খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে লেখা)।
- **সংস্কৃত বিখ্যাত কয়েকজন ব্যাকরণবিদ :** পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, যাস্ক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

বাংলা ব্যাকরণের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

গ্রন্থের নাম	রচনার ভাষা	রচয়িতা
Vocabulario em Idiomae Bengalla'E Portuguez : Dividido Emdous Partes (অর্থাৎ বাংলা ও পর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ : দুই ভাগে বিভক্ত)	পর্তুগিজ	মানোএল দা আসসুম্পসাঁও
A Grammar of the Bengal Language	ইংরেজি ও বাংলা	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
A Grammar of the Bengali Language	ইংরেজি	উইলিয়াম কেরী
A Grammar of the Bengali Language (বাংলা অনুবাদ : গৌড়ীয় ব্যাকরণ)	ইংরেজি	রাজা রামমোহন রায়
Introduction to the Bengali Language	ইংরেজি	রেভারেন্ড ডব্লিউ ইয়েটস
The Bengali Language (বাঙ্গালা ব্যাকরণ)	ইংরেজি (অনূদিত বাংলা)	শ্যামাচরণ সরকার
A Grammar in English And Bengali	ইংরেজি	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
ব্যাকরণ কৌমুদী	বাংলা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
কথাবার্তায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ব্যাকরণ মঞ্জরী	বাংলা	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) (বাংলা অনুবাদ : বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি)	ইংরেজি	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
অভিনব ব্যাকরণ	বাংলা	কাজী দীন মুহম্মদ ও সুকুমার সেন
বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	বাংলা	মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার ও ইব্রাহিম খলিল
বাংলা ভাষা ইতিবৃত্ত	বাংলা	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা শব্দতত্ত্ব	বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলাভাষা পরিচয়	বাংলা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অষ্টাধ্যায়ী	সংস্কৃত	পাণিনি
প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ	বাংলা	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার
ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	বাংলা	ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই
ভাষার ইতিবৃত্ত	বাংলা	সুকুমার সেন
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম	সংস্কৃত	বোপদেব গোস্বামী
বাঙলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)	বাংলা	হুমায়ুন আজাদ
বাক্যতত্ত্ব	বাংলা	হুমায়ুন আজাদ
তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান	বাংলা	হুমায়ুন আজাদ
অর্থবিজ্ঞান	বাংলা	হুমায়ুন আজাদ
ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস	বাংলা	হেমন্তকুমার সরকার

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ব্যাকরণের প্রাথমিক রূপ প্রকাশিত হয়– [E ২১-২২]
ⓚ ইংরেজি ভাষায় ⓛ পর্তুগিজ ভাষায় ⓜ জার্মান ভাষায় ⓝ ফরাসি ভাষায় **উ(খ)**

০২. গ্রিক ভাষায় 'Grammar' শব্দটির অর্থ কী? [চ ১৯-২০]
ⓚ নিয়মশাস্ত্র ⓛ ব্যাকরণ শাস্ত্র
ⓜ শব্দশাস্ত্র ⓝ ধ্বনিবিন্যাস শাস্ত্র **উ(গ)**

০৩. 'ব্যাকরণ' শব্দের ঠিক অর্থ কোনটি? [গ ৯৪-৯৫, ০০-০১; চবি ঙ ০৩-০৪]
ⓚ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ⓛ বিশেষভাবে বিভাজন
ⓜ বিশেষভাবে পর্যালোচনা ⓝ বিশেষভাবে বিয়োজন **উ(ক)**

০৪. 'বাগ্‌ধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [গ ০৪-০৫]
ⓚ রূপতত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব ⓜ ভাষাতত্ত্ব ⓝ বাক্যতত্ত্ব
Note 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' (২০২১) অনুযায়ী 'বাগ্‌ধারা' আলোচিত হয় অর্থতত্ত্বে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ব্যাকরণ' শব্দের বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? [খ ১৪-১৫]
ⓚ বি + আ + √কৃ + অপ ⓛ বী + আ + √কৃ + অন
ⓜ বি + আ + √কৃ + অন ⓝ বি + আ + √কৃ + অনচ **উ(গ)**

০২. শব্দ, শব্দের গঠন, বচন, লিঙ্গ ইত্যাদি কোন তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়? [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব ⓜ রূপতত্ত্ব ⓝ কোনোটিই নয় **উ(গ)**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ সমাস ⓛ প্রত্যয়
ⓜ সন্ধি ⓝ উপসর্গ **উ(গ)**

০২. 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' কে রচনা করেছেন? [C, ১৮-১৯; রাবি B ১৭-১৮]
ⓚ বিদ্যাসাগর ⓛ রামমোহন রায়
ⓜ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ⓝ মদনমোহন তর্কালঙ্কার **উ(খ)**

০৩. বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? [B ১৭-১৮]
ⓚ ভাষাতত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব
ⓜ বাক্যতত্ত্ব ⓝ অর্থতত্ত্ব **উ(ক)**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. রূপতত্ত্বের অপর নাম কী? [A ১৮-১৯]
ⓚ ধ্বনিতত্ত্ব ⓛ বাক্যতত্ত্ব
ⓜ শব্দতত্ত্ব ⓝ পদক্রম **উ(গ)**

০২. বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে? [A ১৭-১৮, C ১৭-১৮]
ⓚ রাজা রামমোহন রায় ⓛ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
ⓜ রেভারেন্ড জেমস্ কিথ ⓝ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উ(খ)**

০৩. বাংলা ব্যাকরণ কত বৎসরের পুরাতন? [০৮-০৯]
ⓚ ১৫০ ⓛ ২৫০
ⓜ ৩০০ ⓝ ৩৫০ **উ(খ)**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৪. নিচের কোনটি ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় নয়? [A ১৩-১৪]
ⓚ সাহিত্যতত্ত্ব ⓛ রূপতত্ত্ব
ⓜ ধ্বনিতত্ত্ব ⓝ বাক্যতত্ত্ব — উ: ক

০৫. ভাষার মূল উপাদান হলো– [০৮-০৯]
ⓚ ধ্বনি, শব্দ, অক্ষর ⓛ ধ্বনি, অক্ষর, রেখা
ⓜ ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ⓝ ধ্বনি, অক্ষর, উচ্চারণ — উ: গ

০৬. কে দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণকে ব্যাকরণের একটি শ্রেণি বলে মনে করেন? [০৯-১০]
ⓚ ড. মুহম্মদ এনামুল হক ⓛ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
ⓜ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ⓝ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — উ: ক

০৭. শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রাংশকে কী বলা হয়? [০৯-১০]
ⓚ রূপ ⓛ ধ্বনি
ⓜ সন্ধি ⓝ বর্ণ — উ: ক

০৮. কোন শব্দটি ব্যাকরণের আলোচ্যসূচিতে পড়ে না? [খ ১১-১২]
ⓚ মনস্তত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব
ⓜ রূপতত্ত্ব ⓝ অর্থতত্ত্ব — উ: ক

০৯. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [E ১৪-১৫, F ১২-১৩]
ⓚ পদক্রম ⓛ রূপতত্ত্ব
ⓜ ধ্বনিতত্ত্ব ⓝ বাক্যপ্রকরণ — উ: গ

১০. 'ক্রিয়ার কাল' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [A-১৫-১৬]
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓛ অর্থতত্ত্ব
ⓜ রূপতত্ত্ব ⓝ ধ্বনিতত্ত্ব — উ: গ

১১. বাক্যের একক কী? [C ১৭-১৮]
ⓚ উক্তি ⓛ বিভক্তি
ⓜ শব্দ ⓝ উপসর্গ — উ: গ

১২. 'বচন' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [E ১৭-১৮]
ⓚ ধ্বনিতত্ত্ব ⓛ শব্দতত্ত্ব
ⓜ রূপতত্ত্ব ⓝ বাক্যতত্ত্ব
Note : 'বচন' ব্যাকরণের শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয়– [D : ২১-২২]
ⓚ ২টি ⓛ ৩টি
ⓜ ৪টি ⓝ ৫টি — উ: গ

০২. পাণিনি কে ছিলেন? [ক- ১৩-১৪]
ⓚ ভাষাবিদ ⓛ পরিকল্পনাবিদ
ⓜ ঔপন্যাসিক ⓝ বৈয়াকরণ — উ: ঘ

০৩. 'The Origin and Development of Bengali Language' এর লেখক– [ক-১৩-১৪]
ⓚ ড. দীনেশচন্দ্র সেন ⓛ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ⓜ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ⓝ ড. সুকুমার সেন — উ: খ

০৪. ব্যাকরণের কোন অংশে কারক ও সমাস আলোচিত হয়? [জ ০৭-০৮]
ⓚ অর্থতত্ত্বে ⓛ বাক্যতত্ত্বে
ⓜ শব্দতত্ত্বে ⓝ ধ্বনিতত্ত্বে
Note : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' (২০২১) অনুযায়ী 'কারক' বাক্যতত্ত্বে এবং 'সমাস' শব্দ বা রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়।।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি কোনটি? [AL ১৭-১৮]
ⓚ রোম ⓛ গ্রিস
ⓜ ভারত ⓝ বাংলাদেশ — উ: গ

০২. কোনটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ? [ক-১৫-১৬, A set-3 ১৪-১৫]
ⓚ ব্যাকরণ মঞ্জরী ⓛ আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ ⓜ গৌড়ীয় ব্যাকরণ ⓝ ব্যাকরণ মঞ্জুষা — উ: গ

০৩. 'ব্যাকরণ' শব্দটি– [ক ১৬-১৭; ঘবিপ্রবি E ১৬-১৭]
ⓚ বাংলা ⓛ সংস্কৃত
ⓜ বিদেশি ⓝ তদ্ভব — উ: গ

০৪. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব ⓜ পদক্রম ⓝ রূপতত্ত্ব — উ: ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ব্যাকরণের কাজ কী? [গ ০৫-০৬]
ⓚ ভালো লেখক তৈরি করা ⓛ ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা
ⓜ ভাষার বিশ্লেষণ করা ⓝ শুদ্ধ লিখন তৈরি করা — উ: গ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? [E সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ ভাষার সংবিধান ⓛ গ্রামার ⓜ ভাষা বিষয়ক জ্ঞান ⓝ বিশ্লেষণ — উ: গ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বর্ণের বিন্যাস' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [E ১৭-১৮]
ⓚ ধ্বনিতত্ত্ব ⓛ শব্দতত্ত্ব ⓜ বাক্যতত্ত্ব ⓝ অর্থতত্ত্ব — উ: ক

০২. নিচের কোনটি ব্যাকরণের পাণিনি ধারা? [D, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ শাকতায়নী ⓛ কালাপিক
ⓜ সৌপদ্ম ⓝ লঘু কৌমুদী — উ: খ

০৩. 'Vocabulario Em Idioma Bengalla E Portuguez : Dividio Emduas Parts' বইটি মুদ্রিত হয় কোন হরফে? [D, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ রোমান ⓛ ল্যাটিন
ⓜ পর্তুগিজ ⓝ তন্ত্র — উ: খ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয় কোনটি? [B ১৭-১৮]
ⓚ বর্ণ ⓛ সন্ধি ⓜ প্রত্যয় ⓝ ষ-ত্ব বিধান — উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কারক' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [E ১৭-১৮; খুবি S ১৬-১৭]
ⓚ ধ্বনিতত্ত্বে ⓛ রূপতত্ত্বে
ⓜ বাক্যতত্ত্বে ⓝ অর্থতত্ত্বে — উ: গ
Note : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' (২০২১) অনুযায়ী 'কারক' আলোচিত হয় বাক্যতত্ত্বে।

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কোন ভাষায় রচিত? [C : ২৩-২৪; জাবি B ১৪-১৫; জাককানইবি গ ১৬-১৭]
ⓚ বাংলা ⓛ সংস্কৃত ⓜ পর্তুগিজ ⓝ ইংরেজি — উ: গ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ⓚ মানোএল দা আসসুম্পসাঁও ⓛ রাজা রামমোহন রায়
ⓜ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ⓝ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড — উ: ক

০২. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই– [৪১তম]
ⓚ রূপতত্ত্ব ⓛ রূপতত্ত্ব ⓜ বাক্যতত্ত্ব ⓝ ক্রিয়ার কাল — উ: গ

০৩. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
ⓚ অক্ষয় দত্ত ⓛ মার্শম্যান
ⓜ ব্রাসি হ্যালহেড ⓝ রাজা রামমোহন — উ: খ

০৪. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
ⓚ মাগধীয় ব্যাকরণ ⓛ গৌড়ীয় ব্যাকরণ
ⓜ মাতৃভাষা ব্যাকরণ ⓝ ভাষা ও ব্যাকরণ — উ: খ

০৫. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ⓚ স্যার উইলিয়াম জোনস্ ⓛ স্যার উইলিয়াম কেরি
ⓜ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ⓝ ব্রাসি হ্যালহেড — উ: খ

০৬. কোনটি মুহম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস]
ⓚ ভাষার ইতিবৃত্ত ⓛ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
ⓜ মনীষা মঞ্জুষা ⓝ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব — উ: গ

০৭. নিচের কোনটি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
ⓚ কেল্টম ⓛ সংস্কৃত
ⓜ পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ⓝ দ্রাবিড়ীয় — উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে–
(ক) বাক্যতত্ত্ব (খ) ব্যাকরণ
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) রূপতত্ত্ব
উ: (খ)

বাংলা ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ১৫৫৩ (খ) ১৭৪৩
(গ) ১৭৭৮ (ঘ) ১৯৪৮
উ: (খ)

ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?
(ক) উইলিয়াম কেরি (খ) রামমোহন রায়
(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
উ: (ঘ)

'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এর রচয়িতা কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) উইলিয়াম কেরি (ঘ) রামমোহন রায়
উ: (ঘ)

ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান –
(ক) ধ্বনি (খ) অক্ষর
(গ) শব্দ (ঘ) বাক্য
উ: (ক)

০৬. 'বাগ্‌যন্ত্র' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব
উ: (ক)

০৭. শব্দের অর্থ ও অর্থবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করে –
(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব
উ: (গ)

০৮. নিচের কোনটি রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়?
(ক) শব্দগঠন (খ) প্রতিশব্দ
(গ) অক্ষর (ঘ) কারক
উ: (ক)

০৯. বাচ্য ও উক্তি ব্যাকরণের কোন শাখায় আলোচিত হয়?
(ক) অর্থতত্ত্ব (খ) রূপতত্ত্ব
(গ) ধ্বনিতত্ত্ব (ঘ) বাক্যতত্ত্ব
উ: (ঘ)

১০. শব্দগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয় –
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) রূপতত্ত্বে
(গ) অর্থতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে
উ: (খ)

SELF TEST MCQ

১. বাংলা ভাষায় 'ব্যাকরণ' শব্দটি এসেছে–
(ক) গ্রিক থেকে (খ) সংস্কৃত থেকে
(গ) ভারতীয় থেকে (ঘ) প্রাকৃত থেকে

২. ব্যাকরণকে বলা হয় ভাষার–
(ক) নিয়মের বই (খ) আইনের বই
(গ) সংবিধান (ঘ) স্বাভাবিক প্রকাশ

৩. 'আবেগ শব্দ' আলোচিত হয়?
(ক) ধ্বনিতত্ত্বে (খ) অর্থতত্ত্বে
(গ) রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে

৪. নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত A Grammar of the Bengal Language গ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৭৭৮ (খ) ১৭৭৭
(গ) ১৮৭৮ (ঘ) ১৬৭৮

৫. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রথম প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?
(ক) হুগলি (খ) ঢাকা
(গ) লিসবন (ঘ) অক্সফোর্ড

৬. A grammar of the Bengal Language গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?
(ক) ঢাকা (খ) লিসবন
(গ) হুগলি (ঘ) পাকিস্তান

০৭. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন?
(ক) উইলিয়াম জোনস (খ) উইলিয়াম কেরি
(গ) রাজীব লোচন (ঘ) এন. বি হ্যালহেড

০৮. ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
(ক) চরিত্রবান হওয়া যায় (খ) মানুষকে রুচিশীল করে
(গ) ভাষার কাল নির্ণয় করা যায় (ঘ) ভাষায় নৈপুণ্য অর্জন করা যায়

০৯. ভাষার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে–
(ক) বাক্যতত্ত্ব (খ) ব্যাকরণ
(গ) অর্থতত্ত্ব (ঘ) রূপতত্ত্ব

১০. ব্যাকরণ শব্দের বিশ্লেষিত রূপ কোনটি?
(ক) বি + আ + √কৃ + অন (খ) বি + আ + √কৃ + অপ
(গ) বী + আ + √কৃ + অন (ঘ) বি + আ + √কৃ + অনট

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ

Answer									
১০.ক	০৯.খ	০৮.ঘ	০৭.ঘ	০৬.গ	০৫.গ	০৪.ক	০৩.গ	০২.গ	০১.খ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
০২. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম কী?
০৩. পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যাকরণবিদের নাম কী?
০৪. বাঙালি কর্তৃক রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
০৫. বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কয়টি ও কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর :

০১. 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থটির রচয়িতা ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
০২. প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।
০৩. পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ব্যাকরণবিদ পাণিনি।
০৪. গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ০৪ বাগ্‌যন্ত্র, ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ

বাগ্‌যন্ত্র (Speech Organ)

ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। মানবদেহের উপরিভাগে অবস্থিত ফুসফুস থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত ধ্বনি উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রত্যঙ্গই বাগ্‌যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মানবদেহের যেসব প্রত্যঙ্গ ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত সেগুলিকে বাগ্‌যন্ত্র বা বাকপ্রত্যঙ্গ (Speech Organ/Vocal Organ) বলে। বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ নিচের ছবিতে দেখানো হলো এবং এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

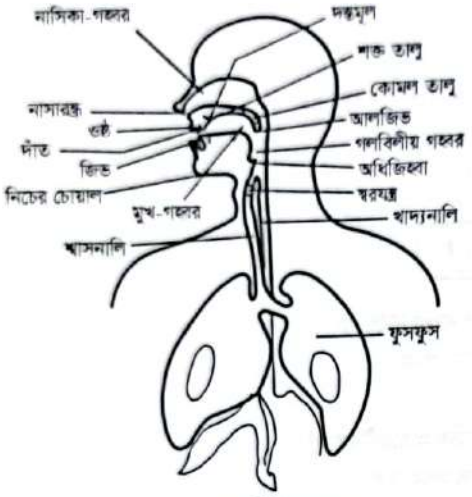

চিত্র : বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

- **মধ্যচ্ছদা :** বক্ষগহ্বরের পিছনে আছে মেরুদণ্ড; আর সামনের দিকে আছে পাঁজর ও বুকের হাড়। বক্ষগহ্বরের একবারে নিচে রয়েছে গম্বুজাকৃতির একটি পেশি পর্দা। এর নাম মধ্যচ্ছদা। পাকস্থলী থেকে বক্ষগহ্বরকে মধ্যচ্ছদা বিচ্ছিন্ন করেছে। বাগ্‌ধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে মধ্যচ্ছদাকে উপরে উঠিয়ে ফুসফুস থেকে বাতাস মুখগহ্বরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।
- **ফুসফুস :** বক্ষগহ্বরের ভিতরে হৃদযন্ত্রের দুপাশে অবস্থিত এবং স্পঞ্জের মতো সংকোচন ও প্রসারণশীল প্রত্যঙ্গ হলো ফুসফুস। ধ্বনি সৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহের উৎস ফুসফুস। ফুসফুস শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। মূলত শ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপন্ন হয়।
- **শ্বাসনালি :** ফুসফুস থেকে বাতাস শ্বাসনালি হয়ে মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়ে আসে।
- **গলবিল :** জিভের গোড়া থেকে ফুসফুস পর্যন্ত প্রসারিত নলের মতো প্রত্যঙ্গটি হচ্ছে গলবিল। শ্বাসনালির সঙ্গে এ অংশ যুক্ত।
- **নাসিকা :** মুখগহ্বরের পাশাপাশি নাসিকা বা নাকের ছিদ্র দিয়ে বাতাস বের হয়েও ধ্বনি উৎপন্ন হয়।
- **স্বরযন্ত্র :** শ্বাসনালির উপরের অংশে স্বরযন্ত্রের অবস্থান। মেরুদণ্ডের ৪, ৫ ও ৬ নং কশেরুকার পাশে থাকা এই অংশটি নলের মতো। বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে বলে ধ্বনির সৃষ্টি হয়। অধিজিহ্বা, স্বররন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার ইত্যাদি স্বরযন্ত্রের অংশ।
- **ধ্বনিদ্বার ও স্বররন্ধ্র :** স্বরযন্ত্রের মধ্যেই ধ্বনিদ্বারের (Vocal folds) অবস্থান। ধ্বনি উৎপাদনে ধ্বনিদ্বারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধ্বনিদ্বারের অনুরণন মাত্রার উপর স্বরগ্রামের উচ্চতা (pitch) নির্ভর করে।
- **অধিজিহ্বা :** স্বরযন্ত্র যে উপাস্থি দিয়ে ঢাকা থাকে তা-ই অধিজিহ্বা। এর অবস্থান জিভের পিছনে। অধিজিহ্বার মুখ্য কাজ খাদ্য গ্রহণকালে স্বরযন্ত্রে ও শ্বাসনালিতে খাদ্যের প্রবেশ রোধ করা।
- **জিভ :** মুখগহ্বরের নিচের অংশে জিভের অবস্থান। বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সক্ষম ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ। জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে জিভের স্পর্শের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনির বৈচিত্র্য তৈরি হয়।
- **আলজিভ :** মুখগহ্বরের কোমল তালুর পিছনে ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডের নাম আলজিভ (uvula)। ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোমল তালুর সঙ্গে আলজিভ নিচে নেমে গেলে বাতাস মুখ দিয়ে পুরোপুরি বের না হয়ে খানিকটা নাক দিয়ে বের হয়। বাংলা নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে আলজিভ সহায়তা করে মাত্র। এর বাইরে আলজিভের সক্রিয় কোনো ভূমিকা নেই।
- **তালু :** মুখবিবরের ছাদকে বলা হয় তালু। তালুর দুটি অংশ- কোমল তালু ও শক্ত তালু। অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে কোমল তালু নিচে নামে। কোমল তালু ও জিভমূলের স্পর্শে কণ্ঠ্যধ্বনি উচ্চারিত হয়। দন্তমূলের শুরু থেকে কোমল তালু পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে বলা হয় শক্ততালু।
- **মূর্ধা :** শক্ত তালু ও উপরের পাটির দাঁতের মধ্যবর্তী উত্তল অংশকে মূর্ধা বলে। জিভের কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ মূর্ধাকে স্পর্শ করে।
- **দন্তমূল ও দন্ত :** দাঁতের গোড়ার নাম দন্তমূল। উপরের পাটির দন্তমূল ও দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শে বেশ কিছু ধ্বনি উৎপন্ন হয়।
- **চোয়াল :** মুখের যে অংশের সঙ্গে দাঁতের পাটি যুক্ত থাকে, সে অংশের নাম চোয়াল। উপরের চোয়াল নিষ্ক্রিয়, কিন্তু নিচের চোয়াল সক্রিয়; তা সামনে পিছনে, ডানে ও বামে সঞ্চালন করা যায়। চোয়াল থেকে কোনো ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। কিন্তু চোয়ালের গতিশীলতা ছাড়া স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সম্ভব নয়। বাকপ্রত্যঙ্গ হিসেবে তাই চোয়ালের গুরুত্ব কম নয়।
- **ওষ্ঠ :** বাক্‌প্রত্যঙ্গের সবচেয়ে বাইরের অংশের নাম ওষ্ঠ বা ঠোঁট। ওষ্ঠের মুখের ফাঁকের কম-বেশির ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে সংবৃত ও বিবৃত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এছাড়া ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ধ্বনি ও বর্ণ

- ভাষার ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনি বলে। ব্যাকরণে শুধু মানুষের মুখনিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজকেই 'ধ্বনি' বলে।
- বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
- মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]।
- মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। যথা : [প্], [ফ], [ব্], [ভ], [ত], [থ্], [দ], [ধ্], [ট্], [ঠ্], [ড্], [ঢ], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [ক], [খ্], [গ্], [ঘ্], [ম্], [ন্], [ঙ], [স্], [শ্], [হ্], [ল্], [র্], [ড়্], [ঢ়্]। এখানে তৃতীয় বন্ধনী দিয়ে ধ্বনি বা উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে।
- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।
- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাকপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- ধ্বনির প্রতীককে বলা হয় বর্ণ। এই বর্ণ কানে শোনার বিষয়কে চোখে দেখার বিষয়ে পরিণত করে।
- ভাষার সবগুলো বর্ণকে একত্রে বলা হয় বর্ণমালা।
- ধ্বনির বিভাজন অনুযায়ী বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
- স্বরধ্বনির প্রতীক স্বরবর্ণ। ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতীক ব্যঞ্জনবর্ণ।
- বাংলা বর্ণমালায় মূল বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। তবে মূল বর্ণের পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে নানা ধরনের কারবর্ণ, অনুবর্ণ, যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ।
- মূল বর্ণগুলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণে বিভক্ত।
- স্বরবর্ণ : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ = ১১টি
- ব্যঞ্জনবর্ণ : ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ
  ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল
  শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ = ৩৯টি।
- কারবর্ণ : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'কার' বলে। বাংলা বর্ণমালায় 'কার' চিহ্ন ১০টি। যথা : া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ। কারবর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়।
- কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হসচিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি 'অ' যুক্ত আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
- নিলীন বর্ণ : 'অ' বর্ণটিকে 'নিলীন' বর্ণ বলা হয়। কারণ 'অ' স্বরবর্ণটির কোনো 'কার' বা সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।

অনুবর্ণ : বাংলা বর্ণমালায় চিহ্ন রূপে মাত্র অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও কারচিহ্ন।

ফলা : ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে যুক্ত থাকে, তখন তাকে ফলা বলে, যেমন : য-ফলা (্য), ব-ফলা (্ব), র-ফলা (্র), ল-ফলা (্ল), ন-ফলা (্ন), ম-ফলা (্ম)।

রেফ : র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (র্)।

সংক্ষেপক : যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো সংক্ষেপক। যেমন : ... ইত্যাদি। এছাড়া ৎ বর্ণটি ত-এর একটি সংক্ষেপক, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।

সংখ্যাবর্ণ : বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

অক্ষর : এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় অক্ষর। স্বরধ্বনি বা স্বরধ্বনির সহযোগে উচ্চারিত শব্দ বা শব্দাংশই অক্ষর। যেমন : সকাল = স + কাল। এখানে ২টি অক্ষর আছে।

অক্ষর দুই প্রকার। যেমন :

১. মুক্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর (Opened Syllable)

২. বদ্ধ অক্ষর বা রুদ্ধাক্ষর (Closed Syllable)

১. মুক্ত অক্ষর বা মুক্তাক্ষর : যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে মুক্ত বা মুক্তাক্ষর বলে। যেমন : ছেলে = ছে + লে। এখানে দুটো অক্ষরের প্রত্যেকটির শেষে স্বরধ্বনি আছে।

২. বদ্ধাক্ষর বা রুদ্ধাক্ষর : যে অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না, তাকে বদ্ধাক্ষর বা রুদ্ধাক্ষর বলে। যেমন : বক = ব + ক। এখানে শেষের অক্ষরের স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়নি।

৩. অক্ষর ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য : অক্ষর নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি কাজ করে। আমরা অনেকেই মনে করি, বর্ণ ও অক্ষর এক জিনিস নয়। প্রকৃতপক্ষে, বর্ণ ও অক্ষর এক জিনিস নয়। অক্ষর হচ্ছে শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি। আর বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ বা ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। যেমন 'সকাল' শব্দটির ক্ষেত্রে যদি অক্ষর বিভাজন করি তাহলে 'সকাল' শব্দটির অক্ষর হচ্ছে (স + কাল) ২ টি। আর 'সকাল' শব্দটির বর্ণ হলো : স + অ + ক + আ + ল। অর্থাৎ একাধিক বর্ণ অক্ষর নয়।

মাত্রা : বাংলা বর্ণমালায় যে যে বর্ণের উপরে 'রেখা' বা 'কষি' দেওয়া হয়, তাই মাত্রা।

৪. বর্ণের মাত্রাবিষয়ক তথ্য :

বিষয়	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	সংখ্যা
বর্ণের সংখ্যা	১১টি	৩৯টি	৫০টি
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৬টি	২৬টি	৩২টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	১টি (ঋ)	৭টি	৮টি
মাত্রাহীন বর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)	১০টি

স্বরধ্বনি (Vowel)

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না, সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে।

উচ্চারণের সময়ে জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়। নিচের ছক থেকে স্বরধ্বনির এই উচ্চারণ-বিভাজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত	মধ্য বা কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত	
উচ্চ	ই, ঈ		উ, ঊ	সংবৃত
উচ্চমধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

[সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি : নবম-দশম শ্রেণি]

উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত। যথা : উচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ]; উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]; নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ]; নিম্ন স্বরধ্বনি [আ]। উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে। নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।

জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : সম্মুখ স্বরধ্বনি [ই], [এ], [অ্যা]; মধ্য স্বরধ্বনি [আ]; পশ্চাৎ স্বরধ্বনি [অ], [ও], [উ]। সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত। যথা : সংবৃত [ই], [উ]; অর্ধ-সংবৃত [এ], [ও]; অর্ধ-বিবৃত [অ্যা] [অ]; বিবৃত [আ]। সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে, বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।

অনুনাসিক স্বরধ্বনি :

মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমল তালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমল তালু কিছুটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মৌলিক স্বরধ্বনি : [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]

অনুনাসিক স্বরধ্বনি : [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]

- **দীর্ঘস্বর :** যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে সময় বেশি লাগে তাকে দীর্ঘ স্বরধ্বনি বলে। দীর্ঘ স্বরধ্বনি ৭টি। যথা : আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- **হ্রস্ব স্বর :** যেসব স্বরধ্বনি উচ্চারণে সময় কম লাগে তাকে হ্রস্ব স্বরধ্বনি বলে। হ্রস্বস্বর ৪টি। যথা : অ, ই, উ, ঋ।
- **অর্ধস্বরধ্বনি :**

যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি। যথা : [ই̯], [উ̯], [এ̯] এবং [ও̯]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন : 'ভাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই̯]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই̯] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। একইভাবে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে। যেমন : [আ] এবং [উ̯]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ̯] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

- **দ্বিস্বরধ্বনি :**

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন : 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ̯] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ̯] তৈরি হয়েছে।

দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ :

[আই̯]: ভাই, নাই	[এই̯]: সেই, নেই	[আও̯]: যাও, পাও
[আএ̯]: খায়, যায়	[উই̯]: দুই, রুই	[অএ̯]: নয়, হয়
[ওউ̯]: মৌ, বউ	[ওই̯]: কৈ, দই	[এউ̯]: কেউ, ঢেউ

- বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে। যথা : ঐ এবং ঔ। ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই̯]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ̯]। অর্থাৎ বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ দুটি। যথা : i. ঐ (ও + ই) এবং ii. ঔ (ও + উ)
- বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা– পঁচিশটি। [সূত্র : 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।] এর মধ্যে ২৩টির বর্ণরূপ নেই।
- **যৌগিক স্বরের ভিন্ন নাম :** যৌগিক স্বরধ্বনির ভিন্ন নাম আছে। যেমন : দ্বিস্বর, সন্ধিস্বর, দ্বৈতস্বর, সন্ধ্যক্ষর, মিশ্র স্বরধ্বনি ও সংযুক্ত স্বরধ্বনি।

৫. ছকের সাহায্যে স্বরবর্ণের প্রকারভেদ দেখানো হলো :

বর্ণ/স্বরের নাম	সংখ্যা	স্বরবর্ণ
মৌলিক স্বর	৭টি	অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা
যৌগিক স্বরজ্ঞাপক	২টি	ঐ (ও + ই), ঔ (ও + উ)
দীর্ঘ স্বর	৭টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
হ্রস্ব স্বর	৪টি	অ, ই, উ, ঋ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

ব্যঞ্জনধ্বনি

- যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ু মুখের বাইরে বের হওয়ার আগে বাক্প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বাধা পায়, সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।
- উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পন ও বায়ুপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্তত চার ধরনে ভাগ করা যায়। যথা :
  ১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন
  ২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন
  ৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন এবং
  ৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহের মাত্রা অনুযায়ী বিভাজন।

০১. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন

বাক্প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বায়ু বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি করে সেই জায়গাটি হলো ঐ ব্যঞ্জনের উচ্চারণস্থান। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন ২. দন্ত্য ব্যঞ্জন ৩. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন
৪. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন ৫. তালব্য ব্যঞ্জন ৬. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন
৭. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন।

- ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ মুখ্য এবং কোন বাক্প্রত্যঙ্গের অংশগ্রহণ গৌণ, তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো :

ধ্বনি	মুখ্য বাক্প্রত্যঙ্গ	গৌণ বাক্প্রত্যঙ্গ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট	উপরের ঠোঁট
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	উপরের পাটির দাঁত
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূল
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা	দন্তমূলের পিছনের উঁচু অংশ (মূর্ধা)
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ	শক্ত তালু
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ	নরম তালু
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা	ধ্বনিদ্বার

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা

- **কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন :**
  যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের পিছনের অংশ উঁচু হয়ে আলজিভের কাছাকাছি নরম তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। কাকা, খালু, গাধা, ঘাস, কাঙাল প্রভৃতি শব্দের ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন :**
  কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বার থেকে বায়ু কণ্ঠনালি হয়ে সরাসরি বের হয়ে আসে। হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বা পশ্চাৎ দন্তমূল :**
  দন্তমূল এবং তালুর মাঝখানে যে উঁচু অংশ থাকে তার নাম মূর্ধা। যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা মূর্ধার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলে। টাকা, ঠেলাগাড়ি, ডাকাত, ঢোল, গাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ় মূর্ধন্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **তালব্য ব্যঞ্জন :**
  যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা খানিকটা প্রসারিত হয়ে শক্ত তালুর কাছে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে তালব্য ব্যঞ্জন বলে। চাচা, ছাগল, জাল, ঝড়, শসা প্রভৃতি শব্দের চ, ছ, জ, ঝ, শ তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ। চ, ছ, জ, ঝ এই চারটি বর্ণকে ঘৃষ্ট বর্ণও বলে।
- **ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন :**
  যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট দুটি কাছাকাছি এসে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন বলে। এগুলো দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি নামেও পরিচিত। পাকা, ফল, বাবা, ভাই, মা প্রভৃতি শব্দের প, ফ, ব, ভ, ম ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **দন্ত্য ব্যঞ্জন :**
  যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্ত্য ব্যঞ্জন বলে। তাল, থালা, দাদা, ধান প্রভৃতি শব্দের ত, থ, দ, ধ দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন :**
  যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, সেগুলোকে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন বলে। নানা, রাত, লাল, সালাম প্রভৃতি শব্দের ন, র, ল, স দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

০২. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট, জিভ, জিভমূল ইত্যাদি বাক্প্রত্যঙ্গের আকৃতির পরিবর্তন হয়। এতে বায়ুপথে সৃষ্ট বাধার ধরন আলাদা হয়ে উচ্চারণের প্রকৃতি বদলে যায়। উচ্চারণের এই প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, নাসিক্য ব্যঞ্জন, উষ্ম ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক ব্যঞ্জন, কম্পিত ব্যঞ্জন, তাড়িত ব্যঞ্জন ইত্যাদি।

- **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন :** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। পথ, তল, টক, চর, কল শব্দের প, ত, ট, চ, ক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এগুলোকে ওষ্ঠ স্পৃষ্ট, দন্ত স্পৃষ্ট, মূর্ধা স্পৃষ্ট, তালু স্পৃষ্ট এবং কণ্ঠ স্পৃষ্ট– এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

কণ্ঠ স্পৃষ্ট : ক, খ, গ, ঘ	তালু স্পৃষ্ট : চ, ছ, জ, ঝ	মূর্ধা স্পৃষ্ট : ট, ঠ, ড, ঢ
ওষ্ঠ স্পৃষ্ট : প, ফ, ব, ভ	দন্ত স্পৃষ্ট : ত, থ, দ, ধ	

- **নাসিক্য ব্যঞ্জন :** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধা পায় এবং নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। মা, নতুন, হাঙর প্রভৃতি শব্দের ম, ন, ঙ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। মুনীর চৌধুরীরর বই অনুসারে নাসিক্য বর্ণ ৫টি। যথা : ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। এদেরকে ইংরেজি করলে N বর্ণে লিখতে হয়।
- **উষ্ম ব্যঞ্জন :** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্প্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। ঘর্ষণের ফলে উচ্চারিত হওয়ায় শ, ষ, স - কে ঘর্ষণজাত ধ্বনিও বলে। সালাম, শসা, হুঙ্কার প্রভৃতি শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ। উচ্চারণস্থান অনুসারে উষ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় (স), তালব্য (শ) এবং কণ্ঠনালীয় (হ) - এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে স এবং শ-কে আলাদাভাবে শিস ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিসের মতো আওয়াজ হয়।
- **পার্শ্বিক ব্যঞ্জন [ল] :** যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস থেকে আসা বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যঞ্জন বলে। লাল শব্দে 'ল' পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **কম্পিত ব্যঞ্জন [র] :** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। কর, ভার, হার প্রভৃতি শব্দের 'র' কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।
- **তাড়িত ব্যঞ্জন [ড়, ঢ়] :** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের সামনের অংশ দন্তমূলের একটু উপরে অর্থাৎ মূর্ধায় টোকা দেওয়ার মতো করে একবার ছুঁয়ে যায়, তাকে তাড়িত ব্যঞ্জন বলে। বাড়ি, মূঢ় প্রভৃতি শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

০৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ঘোষ ও অঘোষ।

- **ঘোষ ব্যঞ্জন :** যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা : গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, ড, ঢ, র, ল, ড়, ঢ়।
- **অঘোষ ব্যঞ্জন :** যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি। যথা : প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ।

০৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

- **অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন :** সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ড়, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।
- **মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন :** সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন : ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ঢ়, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।
- **নাসিক্য বর্ণের ভিন্ন নাম :** নাসিক্য বর্ণকে অনুনাসিক বা সানুনাসিকও বলা হয়।
- **খণ্ড-ত (ৎ) :** খণ্ড-ত (ৎ) কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত 'ত্' এর রূপভেদ মাত্র।
- **পরাশ্রয়ী বর্ণ :** বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা : ং, ঃ, ঁ। কিন্তু ধ্বনি দুটি। যথা : ং, ঃ।
- **অন্তঃস্থ বর্ণ :** য, র, ল।
- ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বর্গীয় ধ্বনি বলে।
- **ক্ষ :** বাংলা অভিধানে ক্ষ-কে ক বর্গের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে ধরা হয়।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চ' বর্গের বর্ণসমূহ যে ধরনের ধ্বনি- [ঢাকক্ষা : ২৩-২৪]
ক) কণ্ঠ্য খ) দন্ত্য গ) তালব্য ঘ) মূর্ধন্য উ: গ

০২. সম্ + চয় = সঞ্চয়: এখানে 'ম' রূপান্তরিত হয়ে 'ঞ' হয়েছে। 'চ'-ধ্বনি বলে- [খ ইউনিট ২০২২-২৩]
ক) তালব্য খ) অঘোষ গ) অল্পপ্রাণ ঘ) স্পৃষ্ট উ: ক

০৩. 'ঢ়' একটি — ধ্বনি। [খ ২১-২২]
ক) তরল খ) উষ্ম গ) কম্পনজাত ঘ) তাড়নজাত উ: ঘ

০৪. বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে জিহ্বার উচ্চতা অনুসারে প্রথম বাংলা স্বরধ্বনি কোনটি? [গ ২১-২২]
ক) অ খ) আ গ) ই ঘ) ও উ: গ

০৫. নিচের কোন ধ্বনিটি বাংলায় নেই? [ঘ ২১-২২: গ ১৯-২০]
ক) দন্ত্য খ) দন্তৌষ্ঠ্য গ) দন্তমূলীয় ঘ) ওষ্ঠ্য উ: খ

০৬. বাংলা বর্ণমালাভুক্ত 'ঐ' এবং 'ঔ' হচ্ছে- [খ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) মৌলিক ধ্বনি খ) যৌগিক ধ্বনি গ) যৌগিক বর্ণ ঘ) দ্বিলেখ উ: গ

০৭. বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনির অনুপাত কত? [ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ১১ : ৯ খ) ১১ : ৭ গ) ১১ : ১০ ঘ) ১১ : ৬ উ: খ

০৮. কোনটি একাক্ষর শব্দ? [ঘ ১৭-১৮]
ক) কাকা খ) চাচা গ) ভাই ঘ) বোনাই উ: গ

০৯. জিভের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়- [খ ০৫-০৬]
ক) [illegible] খ) জ, ঝ গ) ট, ঠ ঘ) ত, থ উ: ঘ

১০. মূর্ধার শেষাংশ ও জিহ্বার সহযোগে সৃষ্ট ধ্বনি- [ঘ ০৬-০৭]
ক) [illegible] খ) ঝ গ) ঢ ঘ) ভ উ: গ

১১. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে- [ঘ ১১-১২]
ক) অভিকর্ষ খ) অভিশ্রুতি গ) ক্ষীণায়ন ঘ) বিপ্রকর্ষ উ: গ

১২. কোনটি একাক্ষর শব্দ? [গ ১১-১২]
ক) মামা খ) দিদি গ) জল ঘ) আম্মা উ: গ

১৩. কোনটি যুগ্ম স্বরধ্বনি? [ক-১৩-১৪, ক ০৯-১০; কুবি ক ১৩-১৪]
ক) উ খ) ঋ গ) এ ঘ) ঐ উ: ঘ

১৪. বিসর্গের ধ্বনি কখন শোনা যায়? [খ-১৩-১৪]
ক) সংযোজক অব্যয়ে খ) পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে
গ) বিস্ময়সূচক অব্যয়ে ঘ) বিয়োজক অব্যয়ে উ: গ

১৫. চন্দ্রবিন্দু মূলত কীসের পরিবর্তিত রূপ? [ক-১৫-১৬]
ক) ঘর্ষ বর্ণের খ) বর্গীয় বর্ণের গ) অনুনাসিক ধ্বনির ঘ) সর্বনামের উ: গ

১৬. পাশাপাশি অবস্থিত এবং উচ্চারিত দুটি স্বরের যুক্ত রূপকে বলা হয়- [খ-১৫-১৬]
ক) পরাশ্রয়ী স্বর খ) অর্ধস্বর গ) সন্ধ্যক্ষর ঘ) যুক্তাক্ষর উ: গ

১৭. কোনটি শব্দের উদাহরণ? [ক ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) হ খ) ট গ) খ ঘ) ক্ষ উ: গ

১৮. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে- [ক ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) বর্ণ খ) শব্দ গ) উপসর্গ ঘ) অক্ষর উ: ক

১৯. নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি? [ক ইউনিট ২০১০-১১]
ক) ই̯ খ) ঐ̯ গ) ও̯ ঘ) ঔ̯ উ: ক

২০. কোন দুটি বর্ণের উচ্চারণ একই? [গ ইউনিট ২০২০-২১]
ক) স, শ খ) ঞ, ন গ) হ, ঃ ঘ) ত, ৎ উ: ঘ

২১. প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণকালে এদের সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাস বায়ু বেশি বের হয় বলে এগুলোকে বলা হয় [গ ইউনিট ২০০৯-১০]
ক) নাসিক্য বর্ণ খ) অল্পপ্রাণ বর্ণ গ) দৃষ্ট বর্ণ ঘ) মহাপ্রাণ বর্ণ উ: ঘ

২২. 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দে কয়টি অক্ষর আছে? [ঘ ইউনিট ২০২০-২১;জবি:০৯-১০]
ক) দুটি খ) সাতটি গ) ছয়টি ঘ) পাঁচটি উ: ঘ

২৩. নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি? [ক ইউনিট ২০১০-১১]
ক) ই̯ খ) ঐ̯ গ) ও̯ ঘ) ঔ̯

Note : বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি। যথা : [ই̯], [উ̯], [এ̯] এবং [ও̯]।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ? [জবি ক ইউনিট, সেট-F ২০১৮-১৯]
ক) ড় খ) স গ) ব ঘ) ল উ: খ

০২. কোনটি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন? [জবি, B ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) ম খ) ল গ) শ ঘ) হ উ: ক

০৩. 'ধাঁ' শব্দটিতে কয়টি বর্ণ আছে? [জবি, D ইউনিট ২০১৬-১৭;রাবি-বি;২১-২২]
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি উ: খ

০৪. ব্যঞ্জনবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [জবি, E ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) ৬টি খ) ৭টি গ) ৮টি ঘ) ৯টি ঙ) ১০টি উ: খ

০৫. ধ্বনি প্রত্যঙ্গ নয়- [খ ০৫-০৬; রাবি ০৯-১০]
ক) মুখ খ) ঠোঁট গ) দাঁত ঘ) কান উ: ঘ

০৬. নিচের কোনটি একাক্ষর শব্দ? [খ ১১-১২]
ক) মামা খ) ঘুম গ) বন্ধ ঘ) জলজ উ: খ

০৭. 'বর্ণ' কীসের প্রতীক? [ক ১১-১২]
ক) ধ্বনি খ) শব্দ গ) অক্ষর ঘ) স্বরবর্ণ উ: ক

০৮. বাতাস কোনো রকম বাধা ছাড়া একইসঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত বাগ্‌ধ্বনিগুলিকে কী বলে? [খ ১২-১৩]
ক) নাসিক্য ধ্বনি খ) মৌখিক ধ্বনি গ) অনুনাসিক স্বরধ্বনি ঘ) স্পৃষ্ট ধ্বনি উ: গ

০৯. উচ্চারণের একক (Unit)- কে কী বলা হয়? [খ ১২-১৩]
ক) অক্ষর খ) অনুসর্গ গ) উপসর্গ ঘ) ধ্বনি উ: ক

১০. 'মই' কথাটির 'ই'- কে কী বলে? [গ ১২-১৩]
ক) হ্রস্বস্বর খ) অর্ধ-স্বর গ) দ্বিস্বর ঘ) ভগ্নস্বর উ: খ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি অঘোষ ব্যঞ্জন ধ্বনি? [জাবি C ইউনিট ২০২২-২৩]
ক) ল খ) র গ) ণ ঘ) শ উ: ঘ

০২. কোনটি 'দ্বিস্বর'-এর উদাহরণ? [B ২২-২৩]
ক) ই, ঈ খ) এ, ঐ গ) ঐ, ঔ ঘ) উ, ঊ উ: গ

০৩. নিচের কোনটি ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি? [D ২২-২৩]
ক) হ খ) শ গ) ষ ঘ) স উ: ক

০৪. অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনগুলো? [জাবি গ ইউনিট ২০২০-২১]
ক) ক, গ, চ, জ খ) খ, ছ, থ, ফ গ) ঘ, ঝ, ধ, ভ ঘ) ঙ, ঞ, ণ, ন উ: খ

০৫. কোনটি তালব্য বর্ণ? [B : ২১-২২]
ক) ত খ) জ গ) স ঘ) ক উ: খ

০৬. তালব্য বর্ণ নয় কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) ঙ খ) ঞ গ) জ ঘ) চ

Note : তালব্য ধ্বনিগুলো হলো : চ, ছ, জ, ঝ, শ। [সূত্র : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' নবম-দশম শ্রেণি।]

০৭. নিচের কোনটি তাড়নজাত ধ্বনি? [B : ২১-২২]
ক) ঘ খ) ক গ) ঙ ঘ) ড় উ: ঘ

০৮. নিচের কোনটি দ্বি-স্বরধ্বনি? [B : ২১-২২, চবি E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) আয় খ) লিলি গ) আম ঘ) আঁশ উ: ক

০৯. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে- [B : ২১-২২]
ক) নাসিক্য ধ্বনি খ) কম্পনজাত ধ্বনি গ) তাড়নজাত ধ্বনি ঘ) উষ্ম ধ্বনি উ: গ

১০. ধ্বনির প্রতীককে বলা হয়-[C : ২১-২২]
ক) শব্দ খ) বাক্য গ) বর্ণ ঘ) ভাষা উ: গ

১১. কোন বর্ণটির নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই? [C : ২১-২২]
ক) ক্ষ খ) ঞ গ) ৎ ঘ) গ উ: খ

১২. নিচের কোন দুটি যুগ্ম স্বরধ্বনির প্রতীক? [D : ২১-২২]
ক) ই, ঈ খ) উ, ঊ গ) ঐ, ঔ ঘ) অ, আ উ: গ

১৩. পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি? [D : ২১-২২, ইবি B ১৯-২০]
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ১টি উ: খ

১৪. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ নয়? [জাবি ই ইউনিট, সেট-D ২০১৮-১৯]
ক) ন খ) ং গ) ম ঘ) ঠ উ: ঘ

১৫. 'য' এর উচ্চারণ স্থানগত অবস্থান কী? [F ১৮-১৯]
ক) কণ্ঠ খ) মূর্ধা গ) দন্ত্য ঘ) তালব্য উ: ঘ

১৬. কোনগুলি শিশ ধ্বনি? [১৮-১৯; বেরোবি A সেট ২, ১২-১৩]
ক) ঙ, ঞ, ন খ) শ, স, ষ গ) প, ফ, ভ ঘ) য, র, ল উ: খ

১৭. কোনটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়? [B ১৭-১৮]
ক) ধ্বনি খ) শব্দ গ) বাক্য ঘ) বর্ণ উ: ঘ

১৮. উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ নয় কোনটি? [C, ১৭-১৮]
ক) শ খ) স গ) ভ ঘ) ষ উ: গ

১৯. কোনটি 'উ' স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নয়? [C ১৭-১৮]
ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি খ) সংবৃত গ) উচ্চ ঘ) গোলাকৃতি উ: ক

২০. কোনটি 'অ্যা' স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নয়? [C ১৭-১৮]
ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি খ) বিবৃত গ) নিম্নমধ্য ঘ) অগোলাকৃতি উ: খ

২১. কোনটি 'এ' স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নয়? [C ১৭-১৮]
ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি খ) অর্ধসংবৃত গ) উচ্চমধ্য ঘ) গোলাকৃতি উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

২২. অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য ঘটে কী কারণে? [C ১৭-১৮]
ক) মুখগহ্বরের পেশির কারণে খ) ধ্বনির বৈশিষ্ট্যের কারণে
গ) ফুসফুসতাড়িত বাতাসের কারণে ঘ) কণ্ঠস্বরের কারণে উ: গ

২৩. নিচের কোন উত্তরটি সঠিক? [জাবি E ইউনিট odd ২০১৪-১৫]
ক) জ-ঘোষবর্ণ অল্পপ্রাণ খ) জ-ঘোষবর্ণ মহাপ্রাণ
গ) ঝ-ঘোষবর্ণ অল্পপ্রাণ ঘ) ঝ- অঘোষবর্ণ মহাপ্রাণ উ: ক

২৪. বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্ব স্বরের সংখ্যা কয়টি? [জ ১১-১২]
ক) ২টি খ) ৪টি গ) ৬টি ঘ) ৮টি উ: খ

২৫. কোনটি স্বরান্ত অক্ষর? [গ, সেট ৮ : ১১-১২; গ, সেট ৫ : ১১-১২]
ক) আশা খ) পবন গ) দহন ঘ) মরণ উ: ক

২৬. 'প্রেম' শব্দটিতে কয়টি অক্ষর (syllable) আছে? [গ, সেট ৭ : ১১-১২]
ক) তিনটি খ) একটি গ) দুইটি ঘ) চারটি উ: খ

২৭. একটি ধ্বনিতে কয়টি 'প্রতীক' ব্যবহৃত হয়? [গ, সেট ৬ : ১১-১২]
ক) দুইটি খ) একটি গ) চারটি ঘ) পাঁচটি উ: খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন গুচ্ছ দন্ত্যধ্বনির উদাহরণ? [A : ২৩-২৪]
ক) প,ফ,ব,ভ,ম, খ) ত,থ,দ,ধ,ন
গ) ক,খ,গ,ঘ,ঙ ঘ) চ,ছ,জ,ঝ,ঞ উ: খ

০২. বাংলা ভাষায় অর্ধ-মাত্রার বর্ণ কয়টি? [A : ২৩-২৪; বেরোবি-B-19-20; জাককানইবি : উ ১৮-১৯]
ক) ১১ টি খ) ১০ টি গ) ০৯ টি ঘ) ০৮ টি উ: ঘ

০৩. কোনগুলো ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি? [A : ২৩-২৪]
ক) ক,চ,ট,ত,প খ) প,ফ,ব,ভ,ম গ) ত,থ,দ,ধ,ন ঘ) র,ল,ব,শ,হ উ: খ

০৪. তোমার শরীরের উত্তমাঙ্গ কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ক) মাথা খ) হৃৎপিণ্ড গ) পাকস্থলী ঘ) হাত-পা উ: ক

০৫. নিচের কোন গুচ্ছ মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ? [A : ২৩-২৪; খুবি : S-১৪-১৫]
ক) ঘ,ধ,ভ খ) ক,প,চ গ) ত,ট,ক ঘ) ঙ,ঞ,ম উ: ক

০৬. বাংলা ভাষায় বর্গীয় বর্ণ কয়টি? [A : ২৩-২৪]
ক) ৫টি খ) ২৫টি গ) ২০টি ঘ) ১৫টি
Note : মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে বর্গীয় বর্ণ ২৫টি কিন্তু স্বরোচিষ সরকার ও তারিক মনজুর রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে বর্গীয় বর্ণ ২০টি ।

০৭. উচ্চারণ স্থান অনুসারে 'প' কোন ধ্বনি? [B ২২-২৩]
ক) ওষ্ঠ্য খ) তালব্য গ) কণ্ঠ্য ঘ) দন্ত্য উ: ক

০৮. কোন ধ্বনিকে ঘোষধ্বনি বলে? [রাবি A ইউনিট (গ্রুপ ৪) ২০২২-২৩]
ক) বর্গের তৃতীয় ধ্বনিকে খ) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিকে
গ) বর্গের প্রথম ধ্বনিকে ঘ) বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিকে উ: ঘ

০৯. কোনটি নাসিক্য বর্ণ? [রাবি A ইউনিট ২০২১-২২]
ক) র খ) খ গ) ন ঘ) ধ উ: গ

১০. কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [রাবি A ইউনিট ২০২১-২২]
ক) ঔ খ) ই গ) ঐ ঘ) সবকয়টি উ: খ

১১. এ-ধ্বনির পরে অ-ধ্বনি লোপ পাওয়া শব্দের উদাহরণ কোনটি? [রাবি C ইউনিট ২০২১-২২]
ক) শ্রবণ খ) করেন গ) চলেন ঘ) খ ও গ উ: ঘ

১২. 'প' বর্গের বর্ণ সংখ্যা কয়টি? [রাবি A ইউনিট ২০২১-২২]
ক) ৬ খ) ৫ গ) ৩ ঘ) ৪ উ: খ

১৩. কোনটি নাসিক্য বর্ণ? [A : ২১-২২]
ক) র খ) থ গ) ন ঘ) ধ উ: গ

১৪. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ- [A : ২১-২২, জাবি C, ১৭-১৮; রাবি F ১৭-১৮; E ১৫-১৬]
ক) ফলা খ) কার গ) ধাতু ঘ) প্রত্যয় উ: খ

১৫. কোনগুলো অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [A : ২১-২২]
ক) ক, চ, ট, ত, প খ) খ, ছ, ঠ, থ, ফ
গ) গ, জ, ড, দ, ব ঘ) ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ উ: ক

১৬. কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [A : ২১-২২]
ক) ঔ খ) ই গ) ঐ ঘ) সবক'টি উ: খ

১৭. বর্ণ হচ্ছে- [রাবি খ ইউনিট, (বিজনেস স্টাডিস ও আইবিএ) ২০২০-২১]
ক) বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ খ) এক সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনি গুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ উ: গ

১৮. বাংলা ভাষায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি? [রাবি ক ইউনিট, (গ্রুপ ১) ২০২০-২১]
ক) ৩০টি খ) ৩১টি গ) ৩২টি ঘ) ৩৩টি উ: গ

১৯. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'ক' কোন ধরনের বর্ণ? [রাবি ক ইউনিট ২০২০-২১]
ক) ওষ্ঠ্য বর্ণ খ) দন্ত্য বর্ণ গ) তালব্য বর্ণ ঘ) কণ্ঠ বর্ণ উ: ঘ

২০. নিচের কোনটি অর্ধস্বরধ্বনি? [C, ১৮-১৯]
ক) অ খ) আ গ) ঐ ঘ) এ উ: খ

২১. উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? [১৭-১৮]
ক) ২ ভাগে খ) ৩ ভাগে গ) ৫ ভাগে ঘ) ৭ ভাগে
Note : পুরাতন ব্যাকরণ অনুসারে, উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত। নতুন ব্যাকরণ অনুসারে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

২২. 'আ' একটি- [রাবি বি ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) যৌগিক ধ্বনি খ) দ্বিস্বর ধ্বনি গ) মৌলিক স্বরধ্বনি ঘ) ব্যঞ্জনধ্বনি উ: গ

২৩. বাংলা বর্ণমালায় অনুনাসিক বর্ণ- [রাবি বি ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ১টি উ: ঘ

২৪. কোনগুলো ওষ্ঠ্যধ্বনি- [রাবি এ ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ খ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
গ) ত, থ, দ, ধ, ন ঘ) প, ফ, ব, ভ, ম উ: ঘ

২৫. কোনগুলো উষ্মবর্ণ [রাবি A ইউনিট odd ২০১৪-১৫]
ক) ক, খ, গ, ঘ, ঙ খ) প, ফ, ব, ভ, ম
গ) শ, স, ষ, হ ঘ) খ, চ, ঠ, থ, ফ উ: গ

২৬. কোনগুলো বর্গীয় বর্ণ নয়? [রাবি A ইউনিট odd ২০১৪-১৫]
ক) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ খ) ত, থ, দ, ধ, ন
গ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ঘ) য, র, ল, শ, ষ উ: ঘ

২৭. 'য, র, ল'- এগুলো কোন ধরনের বর্ণ? [রাবি E ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক) ঘোষ বর্ণ খ) অন্তঃস্থ বর্ণ গ) অঘোষ বর্ণ ঘ) উষ্ম বর্ণ উ: খ

২৮. নিচের কোনটি 'নাসিক্য ধ্বনি' নয়? [রাবি ইউনিট ২০১৩-১৪]
ক) ঙ খ) ঞ গ) ম ঘ) ল উ: ঘ

২৯. ভাষার মূল উপাদান হলো- [রাবি ইউনিট ২০০৮-০৯]
ক) ধ্বনি, শব্দ, অক্ষর খ) ধ্বনি, অক্ষর, লেখনী
গ) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ঘ) ধ্বনি, অক্ষর, উচ্চারণ উ: গ

৩০. আন্তঃস্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি কোনটি? [০৫-০৬]
ক) ছ খ) ধ গ) ক ঘ) হ উ: ঘ

৩১. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? [০৬-০৭]
ক) ও + ই খ) এ + ই গ) অ + ই ঘ) ক + ই উ: ক

৩২. 'খণ্ড-ত'(ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ? [০৬-০৭]
ক) ভ খ) ত গ) দ ঘ) ধ উ: খ

৩৩. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি? [০৬-০৭]
ক) ২৫টি খ) ২৬টি গ) ২৭টি ঘ) ২৮টি উ: ঘ

৩৪. 'ল' এর উচ্চারণ স্থান কোনটি? [০৯-১০]
ক) দন্ত মূল খ) জিহ্বা মূল গ) ওষ্ঠ্য ঘ) তালু উ: ক

৩৫. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে? [০৯-১০]
ক) নয়টি খ) উনচল্লিশটি গ) পঞ্চাশটি ঘ) একচল্লিশটি উ: গ

৩৬. কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই? [০৯-১০]
ক) ঈ খ) অ গ) উ ঘ) ঐ উ: খ

৩৭. কণ্ঠ্য ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে- [D ১৫-১৬]
ক) স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস তালুতে চাপ খায়
খ) স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস কোমল তালুতে চাপ খায়
গ) স্বরযন্ত্র থেকে বাতাস নাসারন্ধ্রে চাপ খায়
ঘ) স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস দন্তমূলে চাপ খায় উ: খ

৩৮. কোনটি বাগ্‌যন্ত্র নয়? [A ১৩-১৪]
ক) ওষ্ঠ খ) করোটি গ) জিভ ঘ) দাঁত উ: খ

৩৯. বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিমূলের সংখ্যা- [A -১৩-১৪]
ক) ২৪ টি খ) ৩৪টি গ) ৫০টি ঘ) ৫২টি
Note : বাংলায় ব্যঞ্জনধ্বনিমূল ৩০টি এবং স্বরধ্বনিমূল ৭টি সহ ধ্বনিমূল সংখ্যা ৩৭টি। [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি নবম-দশম শ্রেণি ।']

৪০. 'ই' ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ওষ্ঠের অবস্থান- [A ১৩-১৪]
ক) সংবৃত খ) অর্ধ-সংবৃত গ) অর্ধবিবৃত ঘ) বিবৃত উ: ক

৪১. 'হ' একটি- [A ১৩-১৪]
ক) কণ্ঠ্য ধ্বনি খ) তালব্য ধ্বনি গ) মূর্ধন্য ধ্বনি ঘ) উষ্ম ধ্বনি উ: ঘ

৪২. ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি? [E -১৩-১৪; জাককানবি গ ১৬-১৭]
ক) পল্লব খ) শক্ত গ) লিপ্সা ঘ) কর্জ উ: ক

৪৩. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাসে কয়টি বর্গ লক্ষ করা যায়? [E -১৩-১৪]
ক) তিনটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) ছয়টি
Note : উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত। [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' নবম-দশম শ্রেণি ।]

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বর্ণ ও ধ্বনির পার্থক্য কী? [B, Even, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ ধারণামাত্র ⓚ চিহ্ন ও অর্থ প্রকাশ ⓖ উচ্চারণগত ⓖ অনর্থজ্ঞাপক উ: (খ)

কোন ধ্বনিকে ঘোষধ্বনি বলে? [A ২০২২-২৩]
(ক) বর্গের তৃতীয় ধ্বনিকে (খ) বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনিকে
(গ) বর্গের প্রথম ধ্বনিকে (ঘ) বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিকে উ: (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটির ভাষা গঠনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই? [D : ২৩-২৪]
(ক) জিহ্বা (খ) যকৃৎ (গ) ফুসফুস (ঘ) তালু উ: (খ)

০২. বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে? [D : ২৩-২৪]
(ক) হ্রস্বস্বর (খ) দীর্ঘস্বর (গ) অনুনাসিকতা (ঘ) ব্যঞ্জনা উ: (গ)

০৩. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [D1 : ২৩-২৪;BCS-41]
(ক) বর্ণ (খ) অক্ষর (গ) যৌগিক ধ্বনি (ঘ) মৌলিক ধ্বনি উ: (খ)

০৪. 'পরীক্ষা' শব্দটিতে কয়টি অক্ষর রয়েছে? [D1 : ২৩-২৪]
(ক) ৫টি (খ) 8টি (গ) ৩টি (ঘ) ২টি উ: (গ)

০৫. জিহ্বা ও তালুর স্পর্শের পরেই উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজনিত ধ্বনি বের হয়ে উচ্চারিত হয়- [B : ২৩-২৪]
(ক) ক, খ, গ, ঘ (খ) চ, ছ, জ, ঝ (গ) ট, ঠ, ড, ঢ (ঘ) ত, থ, দ, ধ উ: (খ)

০৬. কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ পূর্ণমাত্রা দিয়ে লেখা হয়? [B সেট-১; ২২-২৩]
(ক) ২৬টি (খ) ২৮টি (গ) ২৪টি (ঘ) ৩২টি উ: (ক)

০৭. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? [চবি D ইউনিট (শিফট ০২) ২০২২-২৩]
(ক) আটটি (খ) দশটি (গ) নয়টি (ঘ) সাতটি উ: (খ)

০৮. কোন বর্ণমালায় নিজস্ব কোন ধ্বনি নেই? [চবি D1 উপ-ইউনিট ২০২২-২৩]
(ক) ক (খ) গ (গ) ৎ (ঘ) ঞ উ: (ঘ)

০৯. কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি? [চবি B ইউনিট, কলা অনুষদ ২০২০-২১]
(ক) র (খ) ব (গ) ড় (ঘ) ল উ: (ক)

১০. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? [চবি B ইউনিট, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ (৩য় শিফট) ২০২০-২১]
(ক) ৬টি (খ) ৫টি (গ) 8টি (ঘ) ৩টি উ: (ক)

১১. কোনটি 'ট' বর্গীয় বর্ণ নয়? [চবি B ইউনিট, কলা অনুষদ ২০২০-২১]
(ক) ন (খ) ঠ (গ) ঢ (ঘ) ণ উ: (ক)

১২. কোন ধ্বনি উচ্চারণে নাসিক্য থাকে না? [চবি D ইউনিট ২০২০-২১]
(ক) ক (খ) ঙ (গ) ঞ (ঘ) ং উ: (ক)

১৩. অনুস্বার ও বিসর্গকে বলে- [চবি B ইউনিট, কলা অনুষদ ২০২০-২১]
(ক) পরাশ্রয়ী বর্ণ (খ) স্বরবর্ণ (গ) নাসিক্য বর্ণ (ঘ) উষ্ম বর্ণ উ: (ক)

১৪. 'ম' এর উচ্চারণ স্থান কোনটি? [চবি আই ইউনিট ২০১৫-১৬]
(ক) নাক (খ) ঠোঁট
(গ) মুখের তালু (ঘ) ঠোঁট ও নাকের ছিদ্র উ: (ঘ)

১৫. নিচের কোনটি দ্বিস্বরধ্বনি? [B_1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
(ক) বিবি (খ) রিরি (গ) রদ (ঘ) ইয়ে উ: (ঘ)

১৬. অক্ষর বা তার চিহ্নকে বলে- [চবি ঙ ইউনিট ২০০৮-০৯]
(ক) কার (খ) বর্ণ (গ) ফলা (ঘ) পদ উ: (খ)

১৭. কোনটি নাসিক্য ধ্বনি? [E ১৩-১৪]
(ক) ঽ (খ) ম (গ) য় (ঘ) হ উ: (খ)

১৮. উচ্চারণের সময় মুখবিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে... ধ্বনি বলে? [G -১৩-১৪]
(ক) তালব্য স্বরধ্বনি (খ) পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (গ) বিবৃত স্বরধ্বনি (ঘ) সম্মুখ স্বরধ্বনি উ: (গ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সম্মুখ-উচ্চ সংবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [B : ২৩-২৪:]
(ক) ই (খ) উ (গ) এ (ঘ) অ্যা উ: (ক)

০২. 'অণুবীক্ষণ' শব্দটিতে অক্ষর কয়টি? [B : ২৩-২৪]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: (খ)

০৩. 'ঢ' এর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় কোনটি? [GST-A (বিজ্ঞান শাখা) ২০২২-২৩]
(ক) অঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(খ) ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(গ) ঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(ঘ) ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি উ: (ঘ)

০৪. ম-ফলা যুক্ত কোন ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না? [GST-B (মানবিক শাখা) ২০২২-২৩]
(ক) গ, ঙ, ট (খ) ত, প, স (গ) জ, ঞ, দ (ঘ) ক, ঝ, ছ উ: (ক)

০৫. ধ্বনি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম মানদণ্ডকে কী বলা হয়? [B : ২১-২২]
(ক) অক্ষর (খ) মাত্রা (গ) পর্ব (ঘ) যতি উ: (খ)

০৬. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) কণ্ঠনালী (খ) জিহ্বা (গ) তালু (ঘ) দাঁত উ: (খ)

০৭. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে? [GST-A ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা) ২০২০-২১]
(ক) স্বরসঙ্গতি (খ) যৌগিক স্বর (গ) যুগ্মব্যঞ্জন (ঘ) মধ্যস্বর উ: (খ)

০৮. কোন দুইটি অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি? [GST-B ইউনিট (মানবিক শাখা) ২০২০-২১]
(ক) অ্যা, আ (খ) অ, উ (গ) ই, উ (ঘ) এ, ও উ: (ঘ)

০৯. 'ঢ' এর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয় কোনটি? [বিজ্ঞান শাখা ২০২২-২৩]
(ক) অঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(খ) ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(গ) ঘোষ মহাপ্রাণ জিহ্বামূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি
(ঘ) ঘোষ মহাপ্রাণ দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি উ: (ঘ)

১০. ম-ফলা যুক্ত কোন ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না? [মানবিক শাখা ২০২২-২৩]
(ক) গ, ঙ, ট (খ) ত, প, স (গ) জ, ঞ, দ (ঘ) ক, ঝ, ছ উ: (ক)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে- [B ১৯-২০]
(ক) ৩১, ৯, ১০ (খ) ৩২, ৮, ১০ (গ) ৩০, ৮, ১২ (ঘ) ৩২, ১১, ৭ উ: (খ)

০২. ড়, ঢ় কোন জাতীয় ধ্বনি? [কুবি B ইউনিট ২০১৪-১৫]
(ক) শিষ ধ্বনি (খ) অঘোষ ধ্বনি
(গ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি (ঘ) তাড়নজাত ধ্বনি উ: (ঘ)

০৩. ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি? [কুবি B ইউনিট ২০১৪-১৫]
(ক) ম (খ) ং (গ) চ (ঘ) ঙ উ: (ক)

০৪. স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? [A&HS ১১-১২]
(ক) ৭টি (খ) ৩টি (গ) 8টি (ঘ) ১১টি উ: (গ)

০৫. কোনগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি? [S-১৫-১৬]
(ক) ও, ঔ (খ) এ, ঐ (গ) ই, অ (ঘ) আ, ঋ উ: (গ)

০৬. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়? [S ১৬-১৭]
(ক) এ (খ) ঞ (গ) ণ (ঘ) ই উ: (খ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি? [A ১৯-২০]
(ক) একটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি উ: (ক)

০২. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ? [AP ১৮-১৯; জাবি গ ১১-১২]
(ক) ৩৯ টি (খ) 8৯ টি (গ) ৫১ টি (ঘ) 8১ টি উ: (ক)

০৩. বাংলা ব্যঞ্জন প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি- [AL ১৮-১৯; ঢাবি ক ১২-১৩]
(ক) ঘোষ ধ্বনি (খ) অঘোষ ধ্বনি (গ) মহাপ্রাণ ধ্বনি (ঘ) নাসিক্য ধ্বনি উ: (ঘ)

০৪. ত, থ, দ, ধ, ন হচ্ছে- [AP ১৮-১৯]
(ক) তালব্য বর্ণ (খ) কণ্ঠবর্ণ (গ) দন্ত্য বর্ণ (ঘ) মূর্ধন্য বর্ণ উ: (গ)

০৫. বাংলা বর্ণমালায় স্পর্শ বর্ণ কয়টি? [AL ১৭-১৮; হাদাবিওপ্রবি C ১৫-১৬]
(ক) ৩০টি (খ) ২৫টি (গ) ২০টি (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (খ)

০৬. শিশ ধ্বনি ও উষ্ম ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য কী? [D ১৭-১৮]
(ক) বাতাসের তারতম্য (খ) জিহ্বার অগ্রভাগের অবস্থান
(গ) জিহ্বার কম্পন (ঘ) কোনো পার্থক্য নেই উ: (ক)

০৭. 'ম' ধ্বনির স্বরূপ হচ্ছে- [A -১৩-১৪]
(ক) ওষ্ঠ্য-অঘোষ-নাসিক্য (খ) ওষ্ঠ্য-ঘোষ-মহাপ্রাণ
(গ) ওষ্ঠ্য-ঘোষ-নাসিক্য (ঘ) ওষ্ঠ্য-ঘোষ-অল্পপ্রাণ উ: (গ)

০৮. উচ্চারণের দিক থেকে 'প' কোন ধরনের বর্ণ? [C ১৮-১৯; রাবি D ১৬-১৭]
(ক) দন্ত্য (খ) তালব্য (গ) ওষ্ঠ (ঘ) ব্যঞ্জন উ: (গ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনগুলো মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি? [বেরোবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]
(ক) ক, গ, ঘ (খ) খ, ছ, থ (গ) গ, জ, ঝ (ঘ) ক, চ, ট উ: (খ)

০২. উচ্চারণস্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনি কয়ভাগে বিভক্ত? [বেরোবি, A ইউনিট ২০১৯-২০]
(ক) ৩ (খ) ৫ (গ) 8 (ঘ) ৬ উ: (খ)

০৩. কোনগুলো মৌলিক স্বরবর্ণ? [B ১৯-২০; বেরোবি B ১৭-১৮]
(ক) অ, আ, ই (খ) এ, ঐ, ঔ (গ) অ, ই, উ (ঘ) আ, এ, ঔ উ: (ক/গ)

০৪. কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি নয়? [C ১৯-২০]
(ক) অ্যা (খ) ও (গ) এ (ঘ) ঐ উ: (ঘ)

০৫. নিচের কোনগুলো অনুনাসিক বর্ণ? [A ১৭-১৮]
(ক) ন, ম (খ) প, ফ (গ) চ, ঠ (ঘ) ক, ঙ উ: (ক)

০৬. নিচের কোনগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি? [A ১৭-১৮]
(ক) ই, এ, ঔ (খ) এ, উ, ঔ (গ) ই, এ, অ (ঘ) ঈ, ঐ, ঔ উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৭. নিচের কোনগুলো অন্তঃস্থ বর্ণ? [A ১৭-১৮; রাবি চ ১৪-১৫]
ⓚ প, ফ, ভ ⓚ য, র, ল ⓖ শ, স, ষ ⓖ ঞ, ন, ম উঃ ⓚ

০৮. ভাষার ক্ষুদ্রতম ভাষিক একক কী? [B ১৭-১৮]
ⓚ বর্ণ ⓚ অক্ষর ⓖ ধ্বনি ⓖ শব্দ উঃ ⓖ

০৯. 'ব্রহ্মাণ্ড' শব্দে ব্যবহৃত 'ম' ধ্বনিটির ধ্বনিক বৈশিষ্ট্য কোনগুলো? [A-১৫-১৬]
ⓚ ব্যঞ্জন ও অল্পপ্রাণ ⓚ নাসিক্য-ব্যঞ্জন ও মহাপ্রাণ
ⓖ নাসিক্য ও অল্পপ্রাণ ⓖ আনুনাসিক ও অঘোষ উঃ ⓖ

১০. নিচের কোনটি অনুনাসিক স্বরধ্বনি? [B ১৬-১৭]
ⓚ আঁ ⓚ ঈ ⓖ ঙ ⓖ ঞ উঃ ⓚ

১১. বাংলায় 'ণ' এবং 'ন' বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি দুটিতে কী আছে? [B ১৬-১৭]
ⓚ পার্থক্য ⓚ অসমতা ⓖ বৈসাদৃশ্য ⓖ ঐক্য উঃ ⓖ

১২. নিচের কোনটি 'নাসিক্য ধ্বনি' নয়? [C -১৩-১৪]
ⓚ ঙ ⓚ ঞ ⓖ ম ⓖ ল

Note : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' নবম-দশম শ্রেণি অনুসারে, নাসিক্য ধ্বনি তিনটি। যথা : ম, ন, ঙ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষায় পরাশ্রয়ী ধ্বনি কতটি? [ইবি, B ইউনিট ২০১৯-২০]
ⓚ ২টি ⓚ ৪টি ⓖ ৩টি ⓖ ৫টি উঃ ⓚ

০২. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি? [B ১৯-২০; হাবিপ্রবি ১৫-১৬]
ⓚ দুইটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓖ পাঁচটি উঃ ⓚ

০৩. বাংলার নিজস্ব ধ্বনি কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ য ⓚ য় ⓖ জ ⓖ হ উঃ ⓖ

০৪. 'আকাশি' শব্দের ধ্বনিগঠন? [B ১৮-১৯]
ⓚ আ + ক + আ + শ + ই ⓚ আ + ক + আ + ই + শ
ⓖ আ + কা + শি ⓖ আ + কা + শ + ই উঃ ⓚ

০৫. 'নাওয়া' কী ধরনের ধ্বনি? [H ১৭-১৮]
ⓚ যৌগিক স্বরধ্বনি ⓚ অর্ধ স্বরধ্বনি
ⓖ অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি ⓖ শ্রুতি ধ্বনি উঃ ⓖ

০৬. স্বরবর্ণে অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি? [খ ১১-১২]
ⓚ ২টি ও ৪টি ⓚ ১টি ও ৪টি
ⓖ ২টি ও ৩টি ⓖ ৩টি ও ৪টি উঃ ⓚ

০৭. বাঙালি শিশুরা কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে? [শাপলা ১১-১২; H -১৩-১৪]
ⓚ ক-বর্গের ⓚ ট-বর্গের
ⓖ ত-বর্গের ⓖ প-বর্গের উঃ ⓖ

০৮. 'ট' বর্গের বর্ণ হিসেবে নাম কী? [C ১৬-১৭]
ⓚ মূর্ধন্য বর্ণ ⓚ দন্ত্য বর্ণ
ⓖ তালব্য বর্ণ ⓖ জিহবামূলীয় বর্ণ উঃ ⓚ

০৯. বাংলা ভাষার 'কার' কয়টি?
ⓚ ৮টি ⓚ ১০টি ⓖ ২০টি ⓖ ২৫টি উঃ ⓚ

১০. বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়- [ইবি ইউনিট ২০১৩-১৪]
ⓚ প্রাচীন যুগে ⓚ আধুনিক যুগে ⓖ সেনযুগে ⓖ মধ্যযুগে উঃ ⓖ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গাতেই ব্যবহৃত হয়? [A ১৯-২০]
ⓚ ন ⓚ ণ ⓖ ঙ ⓖ ঞ উঃ ⓚ

০২. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? [C ১৯-২০; চবি E ১৫-১৬]
ⓚ কার ⓚ ফলা ⓖ চিহ্ন ⓖ প্রতীক উঃ ⓚ

০৩. ওষ্ঠ্যব্যঞ্জনের উদাহরণ কোন গুচ্ছ? [ক + ঘ ০৮-০৯]
ⓚ দ, ধ ⓚ ত, থ ⓖ ব, ভ ⓖ চ, ছ উঃ ⓖ

০৪. কোনটি মহাপ্রাণ বর্ণ? [ক + ঘ ০৮-০৯]
ⓚ ব ⓚ হ ⓖ ক ⓖ চ উঃ ⓚ

০৫. মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? [খ + গ ০৮-০৯]
ⓚ গ ⓚ ড ⓖ খ ⓖ জ উঃ ⓖ

০৬. নাসিক্য বর্ণ কোনটি? [C ১৩-১৪]
ⓚ ঙ ⓚ ঞ ⓖ গ ⓖ ম

Note : 'ঙ, ঞ, ম'– নাসিক্য বর্ণ। প্রশ্নটি হওয়া উচিত ছিল নাসিক্য বর্ণ নয় কোনটি? তাহলে উত্তর ⓖ হতো। 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' নবম-দশম শ্রেণি অনুসারে, নাসিক্য ধ্বনি তিনটি। যথা : ম, ন, ঙ।

০৭. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণ কোনটি? [কুবি ইউনিট ২০১৩-১৪; রাবি ২০০৯-১০]
ⓚ এগারটি ⓚ নয়টি ⓖ দশটি ⓖ আটটি উঃ ⓖ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা বর্ণমালায় ব্যবহৃত মাত্রাহীন বর্ণগুলোর মধ্যে কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে? [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়, F ইউনিট ২০১৭-১৮]
ⓚ ৬টি ⓚ ৫টি ⓖ ৮টি ⓖ ৪টি উঃ ⓖ

০২. কোনটি উষ্ম বর্ণের উদাহরণ? [F ১৯-২০; ঢাবি খ ১৩-১৪]
ⓚ হ ⓚ ঙ ⓖ ৎ ⓖ য উঃ ⓚ

০৩. স্বরবর্ণের পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি? [F ১৮-১৯; ঢাবি ঘ-১৫-১৬]
ⓚ ছয়টি ⓚ পাঁচটি
ⓖ চারটি ⓖ সাতটি উঃ ⓖ

০৪. নিচের কোনটি মৌলিক বাংলা স্বরধ্বনি? [D ১৭-১৮; রাবি D ১৫-১৬]
ⓚ অ্যা ⓚ ঐ ⓖ ঔ ⓖ ঋ উঃ ⓚ

০৫. নিচের 'উচ্চ সম্মুখ স্বরধ্বনি' কোনটি? [E ১৭-১৮]
ⓚ এ ⓚ আ ⓖ ই ⓖ উ উঃ ⓖ

০৬. কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত বর্ণ- [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ আ ⓚ ই ⓖ ঈ ⓖ ও উঃ ⓚ

০৭. ই, ঈ কোন ধ্বনি? [D ১৬-১৭]
ⓚ সম্মুখ ⓚ পশ্চাৎ
ⓖ তালব্য ⓖ তাড়নজাত উঃ ⓚ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [D -১৩-১৪]
ⓚ ঘ ⓚ ঠ ⓖ প ⓖ থ উঃ ⓖ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দের মৌলিক একক কোনটি? [C-১৫-১৬]
ⓚ ধ্বনি ⓚ ব্যঞ্জনবর্ণ ⓖ স্বরবর্ণ ⓖ বর্ণ উঃ ⓚ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শ, ষ, স' এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কী? [A ১৭-১৮]
ⓚ অঘোষ অল্পপ্রাণ ⓚ অঘোষ মহাপ্রাণ
ⓖ ঘোষ অল্পপ্রাণ ⓖ ঘোষ মহাপ্রাণ উঃ ⓚ

০২. ধ্বনির ঘোষত্ব অঘোষত্ব নির্ভর করে- [ক ০৯-১০]
ⓚ বাতাসের পরিমাণের উপর ⓚ স্বরতন্ত্রীর কম্পনের উপর
ⓖ কণ্ঠ্যনালীর ওঠানামার উপর ⓖ জিভের উচ্চতার উপর উঃ ⓚ

০৩. 'ভয়', 'মোয়া' শব্দদ্বয়ে ধ্বনিরীতির ব্যবহার হলো- [A_1, সেট ৫৬ : ১৪-১৫]
ⓚ হ্রস্বস্বর ⓚ দীর্ঘস্বর
ⓖ মৌলিক স্বর ⓖ যৌগিক স্বর উঃ ⓖ

০৪. 'ঙ, ঞ, ণ, ন, ম' এ পাঁচটি বর্ণের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য হলো- [A-১৫-১৬]
ⓚ ঘোষ অল্পপ্রাণ ⓚ অঘোষ অল্পপ্রাণ
ⓖ ঘোষ মহাপ্রাণ ⓖ অঘোষ মহাপ্রাণ উঃ ⓚ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি স্বতন্ত্র বর্ণ নয়? [C ১৭-১৮]
ⓚ ত ⓚ ৎ ⓖ ঞ ⓖ ম উঃ ⓚ

০২. বাংলা ভাষায় কয়টি অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে? [C ১৬-১৭]
ⓚ ৫টি ⓚ ৪টি ⓖ ১১টি ⓖ ৭টি উঃ ⓚ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [নোবিপ্রবি, B ইউনিট ২০১৭-১৮]
ⓚ বর্ণ ⓚ ধ্বনি ⓖ চিহ্ন ⓖ প্রতীক উঃ ⓚ

০২. কোনটি তালব্য বর্ণ? [নোবিপ্রবি, B ইউনিট ২০১৭-১৮]
ⓚ ত ⓚ জ ⓖ স ⓖ ক উঃ ⓚ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. বাংলা ভাষায় উষ্ম বর্ণ কয়টি? [মেরিন : ২৩-২৪]
ⓚ দুইটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓖ পাঁচটি উঃ ⓖ

Note : মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে উষ্মবর্ণ চারটি (শ, স, ষ, হ) এবং শিশধ্বনি তিনটি (শ, স, ষ) কিন্তু স্বরোচিষ সরকার ও তারিক মনজুর রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি নবম-দশম শ্রেণির বইয়ে উষ্মধ্বনি তিনটি যথা : (শ, স, হ)।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটির নাম কী? [মেরিন : ২৩-২৪]
(ক) মহাপ্রাণ ধ্বনি (খ) অঘোষ ধ্বনি (গ) নাসিক্য ধ্বনি (ঘ) ঘোষ ধ্বনি উ: (গ)

১১টি স্বরবর্ণের মধ্যে কয়টির সংক্ষিপ্ত রূপ আছে? [মেরিন : ২৩-২৪]
(ক) ৮ (খ) ৯ (গ) ১০ (ঘ) ১১ উ: (গ)

দন্ত্যমূলীয় বর্ণ কোন যুগল? [মেরিন : ২৩-২৪;রাবি : A-১৯-২০]
(ক) ড়, র (খ) দ, ণ (গ) ত, ঢ় (ঘ) চ, ঠ উ: (ক)

নিচের কোনগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনি? [মেরিন : ২৩-২৪;জাককানইবি-ডি-১৭-১৮;যবি-১৪-১৫]
(ক) ঘ, ঝ (খ) ক, ট (গ) ত, ধ (ঘ) ন, ম উ: (ক)

বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [A : ২১-২২, রাবি B ১৮-১৯, ইবি B ১৭-১৮]
(ক) এগারটি (খ) নয়টি (গ) দশটি (ঘ) আটটি উ: (গ)

বর্ণ হচ্ছে– [A : ২১-২২]
(ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ (খ) একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিপুঞ্জ
(গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক (ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ উ: (গ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

কোনটি তাড়নজাত ধ্বনি? [২২-২৩]
(ক) ই (খ) শ (গ) ঢ় (ঘ) ঙ উ: (গ)

বাংলায় পার্শ্বিক ধ্বনি কয়টি? [Humanities : ২১-২২]
(ক) পাঁচটি (খ) তিনটি (গ) একটি (ঘ) দুটি উ: (গ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [বাণিজ্য : ২৩-২৪;ঢাবি:ক-১৮-১৯,ঘ-১৮-১৯; BCS-35th, 38th; HCE মানবিক]
(ক) ১০টি (খ) ৭টি (গ) ৯টি (ঘ) ১১টি উ: (খ)

শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত 'ব' - ফলা– [৭ কলেজ মানবিক ইউনিট ২০২১-২২]
(ক) দ্বিত্ব হয় (খ) উচ্চারিত হয় না
(গ) ব-করান্ত হয় (ঘ) লোপ পায় উ: (খ)

কোনটি পার্শ্বিক ধ্বনির উদাহরণ? [Science : ২১-২২]
(ক) র (খ) ক (গ) হ (ঘ) ল উ: (ঘ)

০৪. বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা- [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ-মানবিক ২০১৮-১৯]
(ক) ৫টি (খ) ৭টি (গ) ৯টি (ঘ) ১১টি উ: (খ)

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান কোনটি? [২২-২৩]
(ক) ধ্বনি (খ) বাক্য (গ) অক্ষর (ঘ) শব্দ উ: (ক)

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [BSC Health Tech'18-19]
(ক) ধ্বনি (খ) শব্দ (গ) অর্থ (ঘ) বাক্য উ: (ক)

০২. বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? [BSC Nursing'18-19]
(ক) ৩৭ টি (খ) ৪০ টি (গ) ৩৮ টি (ঘ) ৩৯ টি উ: (ঘ)

০৩. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি? [Diploma Nursing'19-20]
(ক) ১০ টি (খ) ১১ টি (গ) ১৩ টি (ঘ) ১২ টি উ: (খ)

০৪. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [Diploma Nursing'15-16]
(ক) ১১টি (খ) ১২টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি উ: (গ)

BUP

০১. ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা কয়টি এবং ফলার বৈশিষ্ট্য কি? [FSSS : ২৩-২৪]
(ক) ৫টি, ব্যঞ্জনবর্ণের বিকৃত রূপ (খ) ৬টি, ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ
(গ) ৭টি, ব্যঞ্জনবর্ণের স্থানচ্যুত অবস্থান (ঘ) ৮টি, ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষুদ্রাকৃত অনুরূপ
(ঙ) ৪টি, ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষুদ্রাকৃত অনুরূপ উ: (খ)

০২. নিচের কোনটি তালব্য ধ্বনি? [BUP (FASS ইউনিট) ২০২২-২৩]
(ক) ম (খ) ত (গ) জ (ঘ) ভ উ: (গ)

০৩. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? [BUP (FSSS ইউনিট) ২০২২-২৩]
(ক) আ-কার (খ) ই-কার (গ) ঈ-কার (ঘ) কার উ: (ঘ)

০৪. স্বরধ্বনি কোন আকারে ব্যঞ্জনধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়– [BUP (FSSS ইউনিট) ২০২২-২৩]
(ক) প্রসারিত আকারে (খ) সংক্ষিপ্ত আকারে
(গ) অর্ধ প্রসারিত আকারে (ঘ) অর্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে উ: (খ)

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) অ (খ) এ (গ) উ (ঘ) ও উ: (গ)

০২. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা– [৪৬তম বিসিএস]
(ক) মুহম্মদ আবদুল হাই (খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(গ) মুনীর চৌধুরী (ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক উ: (ক)

০৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? [৪৬তম বিসিএস]
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি উ: (খ)

০৪. উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) অ (খ) আ (গ) ও (ঘ) এ উ: (ঘ)

০৫. ধ্বনি সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যেটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]
(ক) ধ্বনি দৃশ্যমান
(খ) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতকগুলো ধ্বনি
(গ) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়
(ঘ) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি উ: (ক)

০৬. বাগ্‌যন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) স্বরযন্ত্র (খ) ফুসফুস (গ) দাঁত (ঘ) সবকটি উ: (ঘ)

০৭. নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
(ক) অ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা উ: (ক)

০৮. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে–[৪২তম]
(ক) বাক্-প্রত্যঙ্গ (খ) অঙ্গধ্বনি (গ) স্বরতন্ত্রী (ঘ) নাসিকাতন্ত্র উ: (ক)

০৯. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক ধ্বনি (খ) অক্ষর (গ) বর্ণ (ঘ) মৌলিক স্বরধ্বনি উ: (খ)

১০. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম; ৩৫তম বিসিএস]
(ক) ৭টি (খ) ৮টি (গ) ৬টি (ঘ) ১১টি উ: (ক)

১১. 'বন্ধন' শব্দের অক্ষর বিন্যাস কোনটি? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) ব + ন্ + ধ + ন্ (খ) বন্ + ধন্
(গ) ব + ন্ধ + ন (ঘ) বান্ + ধন্ উ: (খ)

১২. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) অক্ষর (ঘ) ধ্বনি উ: (ঘ)

১৩. ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে–[৪১তম বিসিএস]
(ক) রেফ (খ) হসন্ত
(গ) কার (ঘ) ফলা উ: (ঘ)

১৪. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]
(ক) এগারটি (খ) নয়টি (গ) দশটি (ঘ) আটটি উ: (গ)

১৫. স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? [৪৫তম বিসিএস ২০২৩]
(ক) একাক্ষর (খ) মুক্তাক্ষর
(গ) বদ্ধাক্ষর (ঘ) যুক্তাক্ষর উ: (খ)

১৬. 'ঙ, ঞ, ণ, ...' ধারার পরবর্তী অক্ষর কী হবে? [৪৩তম বিসিএস ২০২১]
(ক) ঠ (খ) ম (গ) ন (ঘ) র উ: (গ)

১৭. বাংলা 'ব্যঞ্জনবর্ণ-মালায় 'ম' অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি কী? [৪০তম বিসিএস]
(ক) ধ (খ) ন (গ) প (ঘ) ল উ: (খ)

১৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম:৩৫তম বিসিএস]
(ক) ৭টি (খ) ৮টি (গ) ৬টি (ঘ) ১১টি উ: (ক)

১৯. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) তৃতিয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
(গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ উ: (খ)

২০. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
(ক) যৌগিক স্বরধ্বনি (খ) তালব্য স্বরধ্বনি
(গ) মিলিত স্বরধ্বনি (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

২১. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস]
(ক) ভ (খ) ঠ (গ) ফ (ঘ) চ উ: (ঘ)

২২. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]
(ক) চ ছ (খ) ড ঢ (গ) ব ভ (ঘ) দ ধ উ: (ক)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কোনটি বাগ্‌যন্ত্র?
ক পাকস্থলী খ ফুসফুস গ পিত্তকোষ ঘ যকৃৎ — উ: খ

০২. ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস কীসের মাধ্যমে বের হয়?
ক নাসারন্ধ্র খ মুখবিবর
গ তালু ঘ ক ও খ উভয়ই — উ: ঘ

০৩. বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল অঙ্গ কোনটি?
ক দাঁত খ মূর্ধা গ দন্তমূল ঘ জিভ — উ: ঘ

০৪. মুখ-গহ্বরের কোন অংশে তালুর অবস্থান?
ক সামনে খ পিছনে গ উপরে ঘ নিচে — উ: গ

০৫. বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
ক ৬ খ ৭ গ ১০ ঘ ১১ — উ: খ

০৬. কোন ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে মুখগহ্বরের কোথাও বাধা পায় না?
ক স্বরধ্বনি খ ব্যঞ্জনধ্বনি গ মৌলিকধ্বনি ঘ যুগ্মধ্বনি — উ: ক

০৭. ধ্বনির প্রতীককে বলা হয়-
ক শব্দ খ বাক্য গ বর্ণ ঘ ভাষা — উ: গ

০৮. ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হসচিহ্ন না থাকলে কোন ধ্বনি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়?
ক [অ] খ [আ] গ [ই] ঘ [উ] — উ: ক

০৯. জ্ঞ যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি?
ক ঞ ও য খ য ও ঞ গ ষ ও ণ ঘ ণ ও ষ — উ: গ

১০. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয়-
ক কারবর্ণ খ অনুবর্ণ গ ফলা ঘ রেফ — উ: ক

১১. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম-
ক কারবর্ণ খ অনুবর্ণ গ ফলা ঘ রেফ — উ: খ

১২. নিচের কোন জোড়টি যুক্তবর্ণের রূপভেদকে প্রকাশ করে?
ক স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ খ কার ও ফলা
গ স্বচ্ছ ও যুক্ত ঘ অস্বচ্ছ ও উন্মুক্ত — উ: ক

১৩. বাংলা কারবর্ণের সংখ্যা-
ক ৯ খ ১০ গ ১১ ঘ ১২ — উ: খ

১৪. বাংলা সংখ্যাবর্ণ কয়টি?
ক ৭ খ ৮ গ ১০ ঘ ১১ — উ: গ

১৫. উচ্চারণের সময়ে জিভের কোন অবস্থানের কারণে স্বরধ্বনি ভাগ করা হয়?
ক উচ্চতা খ সম্মুখ গ পশ্চাৎ ঘ সবগুলোই ঠিক — উ: ঘ

১৬. 'উ'-কার উচ্চারণের সময়ে জিভের অবস্থান-
ক উচ্চ-সম্মুখ খ নিম্ন-সম্মুখ গ উচ্চ-পশ্চাৎ ঘ নিম্ন-পশ্চাৎ — উ: গ

১৭. 'আ' উচ্চারণের সময়ে ঠোঁটের উন্মুক্তি কেমন?
ক সংবৃত খ অর্ধ-সংবৃত গ বিবৃত ঘ অর্ধ-বিবৃত — উ: গ

১৮. জিভের সম্মুখ বা পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি কত প্রকার?
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ — উ: গ

১৯. বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয় কী বোঝাতে?
ক হ্রস্বস্বর খ দীর্ঘস্বর গ অনুনাসিকতা ঘ ব্যঞ্জনা — উ: গ

২০. যে সকল স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না তাদের বলে-
ক হ্রস্বস্বর খ অর্ধস্বর গ দীর্ঘস্বর ঘ পূর্ণস্বর — উ: গ

২১. পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয়-
ক স্বরধ্বনি খ মৌলিক স্বরধ্বনি গ যুক্ত স্বরধ্বনি ঘ দ্বিস্বরধ্বনি — উ: গ

২২. 'লাউ' শব্দের মধ্যে কোন কোন স্বরধ্বনি আছে?
ক অ + ই খ আ + ই গ আ + এ ঘ আ + উ — উ: ঘ

২৩. বাক্‌প্রত্যঙ্গের ঠিক যে জায়গায় বাতাস বাধা পেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হয়, সেই জায়গাটি হলো ব্যঞ্জনের-
ক উচ্চারণ স্থান খ উচ্চারণ প্রকৃতি গ ধ্বনি সৃষ্টি ঘ ধ্বনি প্রকৃতি — উ: গ

২৪. দন্ত্য ব্যঞ্জনধ্বনির মুখ্য বাক্‌প্রত্যঙ্গ কোনটি?
ক নিচের ঠোঁট খ জিভের ডগা
গ আলজিভ ঘ দাঁত — উ: খ

২৫. কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা উপরের পাটির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লেগে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে?
ক ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন খ দন্ত্য ব্যঞ্জন গ দন্ত্যমূলীয় ব্যঞ্জন ঘ মূর্ধন্য ব্যঞ্জন — উ: গ

২৬. তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে?
ক শসা খ ঘাস গ কল ঘ দল — উ: ক

২৭. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক ল খ ম গ ন ঘ থ — উ: ক

২৮. কোনটি তাড়িত ব্যঞ্জনের উদাহরণ?
ক র খ শ গ ড় ঘ ণ — উ: গ

২৯. কোনগুলো ঘোষ ব্যঞ্জন?
ক ব, ভ খ ং, ঙ গ চ, ছ ঘ ত, দ — উ: ক

৩০. ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ কম থাকলে সেগুলোকে বলে?
ক ঘোষ ধ্বনি খ অঘোষ ধ্বনি
গ অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঘ মহাপ্রাণ ধ্বনি — উ: গ

৩১. কম্পিত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি আছে কোন শব্দে?
ক বড়ো খ গাঢ় গ চানাচুর ঘ হঠাৎ — উ: গ

৩২. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী 'শ' কেমন ধ্বনি?
ক দন্ত্য খ মূর্ধন্য
গ তালব্য ঘ কণ্ঠ্য — উ: গ

SELF TEST MCQ

০১. স্বরযন্ত্রের কোন অংশ ধ্বনি তৈরিতে সরাসরি ভূমিকা পালন করে?
ক বলয় উপাস্থি খ মুখবিবর গ নাসারন্ধ্র ঘ নাসিকা

০২. কোমল তালুর সঙ্গে আলজিভ নিচে নেমে এলে বাতাস বের হয়-
ক নাক দিয়ে খ কান দিয়ে
গ মুখ দিয়ে ঘ স্বরযন্ত্র দিয়ে

০৩. ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় যে নতুন মূল ধ্বনিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি-
ক অ্যা ধ্বনি খ ও ধ্বনি গ য় ধ্বনি ঘ উ ধ্বনি

০৪. কোনটি যুগ্ম স্বরধ্বনি?
ক উ খ ঋ গ এ ঘ ঐ

০৫. উচ্চারণের একক (Unit) কে কী বলা হয়?
ক অক্ষর খ অনুসর্গ গ উপসর্গ ঘ ধ্বনি

০৬. নিচের কোনটি দ্বি-স্বরধ্বনি?
ক আয় খ লিলি গ আম ঘ আঁশ

০৭. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক ২৫টি খ ২৬টি গ ২৭টি ঘ ২৮টি

০৮. কোনটি নাসিক্য ধ্বনি?
ক ঔ খ ম গ য় ঘ হ

০৯. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক এ খ ঞ গ ণ ঘ ই

১০. ভাষার ক্ষুদ্রতম ভাষিক একক কী?
ক বর্ণ খ অক্ষর গ ধ্বনি ঘ শব্দ

OMR

০১.কখগঘ	০২.কখগঘ	০৩.কখগঘ	০৪.কখগঘ	০৫.কখগঘ
০৬.কখগঘ	০৭.কখগঘ	০৮.কখগঘ	০৯.কখগঘ	১০.কখগঘ

Answer

১০.গ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.ক	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপকে কী বলে?
০২. কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় ঠোঁট বেশি খোলে?
০৩. ধ্বনি কত প্রকার ও কী কী?
০৪. মৌলিক স্বরধ্বনি কতটি?
০৫. বাংলা মৌলিক ধ্বনি কতটি?

উত্তর :

০১. অনুবর্ণ।
০২. বিবৃত স্বরধ্বনি।
০৩. ধ্বনি দুই প্রকার। যথা : i. স্বরধ্বনি ও ii. ব্যঞ্জনধ্বনি।
০৪. ৭টি।
০৫. ৩৭টি।

CamScanner

অধ্যায় ০৫

যুক্তবর্ণ

যুক্তব্যঞ্জন

যুক্তব্যঞ্জন : একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে যদি কোনো স্বরধ্বনি না থাকে, তখন সেই ব্যঞ্জনধ্বনি দুটি একত্রে লেখা হয় এবং তখন তাকে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন : বক্তা = ব + অ + ক্ + ত + আ। এখানে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক + ত' এর মূলরূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।
বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : [illegible], সূক্ষ্ম, রুক্মিণী, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

➤ যুক্তবর্ণের দুটি রূপ আছে। যথা :
i. স্বচ্ছ রূপ : [illegible] ইত্যাদি।
ii. অস্বচ্ছ রূপ : ক্ষ (ক্ + ষ), হ্ম (হ্ + ম), ত্থ (ত্ + থ), ষ্ণ (ষ্ + ণ), ক্ত (ক্ + ত), ক্র (ক্ + র), ক্ষ্ম (ক্ + ষ + ম), ঙ্ক (ঙ্ + ক), ঙ্গ (ঙ্ + গ), জ্ঞ (জ্ + ঞ), ঞ্চ (ঞ্ + চ), ঞ্ছ (ঞ্ + ছ), ঞ্জ (ঞ্ + জ)।

যুক্তব্যঞ্জন গঠন ও শব্দে প্রয়োগ

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ক্ত	ক্ + ত	ভক্তি	ঞ্ছ	ঞ্ + ছ	লাঞ্ছনা
ক্ব	ক্ + ব	নিক্বণ	ঞ্জ	ঞ্ + জ	কুঞ্জ
ক্র	ক্ + র	ক্রন্দন	ঞ্জ	ঞ্ + জ	গঞ্জনা
ক্ষ	ক্ + ষ	ভিক্ষুক	ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ	ঝঞ্ঝাট
ক্স	ক্ + স	বাক্স	ট্ট	ট্ + ট	অট্টালিকা
ক্ষ্ম	ক্ + ষ + ম	সূক্ষ্ম	ট্র	ট্ + র	ট্রেন
গ্ধ	গ্ + ধ	দগ্ধ	ণ্ড	ণ্ + ড	কাণ্ড
গ্ন	গ্ + ন	অগ্নি	ণ্ন	ণ্ + ন	বিষণ্ন
ঘ্ন	ঘ্ + ন	বিঘ্ন	ত্ত	ত্ + ত	উত্তাল
ঙ্ক	ঙ্ + ক	শঙ্কা	ত্থ	ত্ + থ	অশ্বত্থ
ঙ্গ	ঙ্ + গ	গঙ্গা	ত্ম	ত্ + ম	মহাত্মা
জ্ঞ	জ্ + ঞ	বিজ্ঞান	ত্ম	ত্ + ম	আত্মীয়
ঞ্চ	ঞ্ + চ	অঞ্চল	ত্র	ত্ +র	নেত্র

যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ	যুক্ত ব্যঞ্জন	গঠন	শব্দে প্রয়োগ
ত্রু	ত্ + র্ + উ	ত্রুটি	ম্ম	ম্ + ম	সম্মান
দ্ধ	দ্ + ধ	উদ্ধার	রু	র্ + উ	রূপক
দ্ব	দ্ + ব	সদ্ব্যবহার	ষ্ক	ষ্ + ক	পরিষ্কার
দ্য	দ্ + য	গদ্য	ষ্ণ	ষ্ + ণ	তৃষ্ণা
ন্ড	ন্ + ড	ভান্ডার	স্ক	স্ + ক	পুরস্কার
ন্থ	ন্ + থ	মন্থর	স্থ	স্ + থ	দুস্থ
ন্ধ	ন্ + ধ	অন্ধ	স্র	স্ + র	সহস্র
ন্ম	ন্ + ম	উন্মথিত	স্তু	স্ + ত্ + উ	প্রস্তুত
ন্তু	ন্ + ত্ + উ	কিন্তু	হৃ	হ্ + ঋ	হৃদয়
ব্ধ	ব্ + ধ	উপলব্ধি	হ্ণ	হ্ + ণ	পূর্বাহ্ণ
ভ্রু	ভ্ + র্ + উ	ভ্রূভঙ্গি	হ্ন	হ্ + ন	আহ্নিক
ম্ন	ম্ + ন	নিম্ন	হ্ম	হ্ + ম	ব্রাহ্মণ
ম্ফ	ম্ + ফ	উল্লম্ফ	হ্য	হ্ + য	ঐতিহ্য

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'হ্ণ' যুক্তব্যঞ্জনের বিশ্লিষ্ট রূপ কোনটি? [পুন: ঘ ১৮-১৯; বেরোবি B ১৭-১৮]
ক) হ্ + ম   খ) হ্ + ণ
গ) হ্ + ন   ঘ) থ্ + ন   উ: খ

০২. অভিধানে 'ক্ষ' বর্ণ কোথায় থাকে? [ঘ ১৭-১৮]
ক) ষ বর্ণের পরে   খ) 'ক' বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে
গ) ষ বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে   ঘ) 'হ' বর্ণের পরে   উ: খ

০৩. 'ক্ষ্ম' এর বিশ্লিষ্ট রূপ কী? [খ ৯৬-৯৭; জবি গ ১৫-১৬]
ক) ক্ + ষ + ম   খ) খ্ + থ + ম
গ) ষ্ + ক + ন   ঘ) ক্ + ষ + ম   উ: ঘ

০৪. 'রন্ধ্র' শব্দের বর্ণগুলো হলো– [ক ৯৯-০০]
ক) র + ন + ধ + র   খ) র + ণ + ধ + র
গ) র + ণ + দ + র   ঘ) র + ন + দ + র   উ: ক

০৫. 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশ্লিষ্ট রূপ– [ক ৯৯-০০]
ক) ষ্ + ঞ   খ) ষ্ + ম
গ) ষ্ + ণ   ঘ) ষ্ + ন   উ: গ

০৬. 'লাঞ্ছনা' শব্দের 'ঞ্ছ' এর বিশ্লিষ্ট বর্ণ কোন দুটি? [ক ০০-০১]
ক) ঙ্ + ছ   খ) ন্ + ছ
গ) ঞ্ + ছ   ঘ) ণ্ + ছ   উ: গ

০৭. 'ক্ষ, জ্ঞ ও হ্ণ' তিনটি যুক্ত বর্ণের বিশ্লিষ্ট রূপ নির্দেশ কর– [ক ০৫-০৬]
ক) ক্ + ষ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ   খ) ক্ + খ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
গ) ক্ + ষ, জ্ + ঞ, হ্ + ণ   ঘ) খ্ + খ, ষ্ + ণ, হ্ + ন   উ: গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিষ্ণু' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের যোগ? [ক ০৭-০৮]
ক) ষ্ + ঞ   খ) ষ্ + জ   গ) ষ্ + ন   ঘ) ষ্ + ণ   উ: ঘ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি শুদ্ধ? [C ২২-২৩; B : ২১-২২, জাককানইবি C ১৭-১৮]
ক) ষ্ + ঞ = ষ্ণ   খ) ষ্ + ণ = ষ্ণ
গ) ঞ্ + ষ = ষ্ণ   ঘ) ঞ্ + চ = ষ্ণ   উ: খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তৃষ্ণা' শব্দে কোন কোন বর্ণ আছে? [B : ২১-২২, জবি গ ০৫-০৬]
ক) ত্ + র + ষ্ + ঞ + আ   খ) ত্ + র + ষ্ + ন + আ
গ) ত্ + র + ক + ষ্ + আ   ঘ) ত্ + র + ষ্ + ণ + আ   উ: ঘ

০২. 'বিজ্ঞান' শব্দটির 'জ্ঞ' সংযুক্ত ব্যঞ্জনে রয়েছে– [A ১৭-১৮; C ১৭-১৮]
ক) ঙ্ + গ   খ) জ্ + ঞ   গ) গ্ + গ   ঘ) জ্ + ঙ   উ: খ

০৩. 'ঞ্ছ' যুক্তবর্ণটি– [B ১৭-১৮]
ক) ছ + ঞ এর মিলিত রূপ   খ) চ + ঞ এর মিলিত রূপ
গ) ঞ + ঝ এর মিলিত রূপ   ঘ) ঞ্ + ছ এর মিলিত রূপ   উ: ঘ

০৪. 'ক্ষ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ– [K ১৭-১৮; ইবি খ ১৩-১৪; পাবিপ্রবি গ ১৪-১৫]
ক) ক্ + ষ   খ) ক + খ + ষ
গ) ক + হ + ম   ঘ) হ + ম   উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৫. 'ত্থ' যুক্তবর্ণটি– [A -১৩-১৪; খ ১৫-১৬; D-১৫-১৬]
ক 'ত' ও 'ত' এর মিলিত রূপ খ 'ত' ও 'থ' এর মিলিত রূপ
গ 'থ' ও 'ত' এর মিলিত রূপ ঘ 'থ' ও 'থ' এর মিলিত রূপ উ: (খ)

০৬. 'মনু' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়– [E -১৩-১৪]
ক ম্ + নু খ মন্ + উ গ ম্ + অ + নু ঘ ম্ + অ + ন্ + উ উ: (ঘ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পূর্বাহ্ণ' বানানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে– [B ১৬-১৭]
ক হ + ন খ হ্ + ণ গ হ্ + ন ঘ হ্ + ম উ: (খ)

০২. কোন শব্দযুগল যুক্তাক্ষর নিয়ে গঠিত নয়? [A ১৬-১৭]
ক কল্পনা, প্রশস্ত খ আকাঙ্ক্ষা, চঞ্চল গ কৃষক, পৃথিবী ঘ ব্রাহ্মণ, সম্ভব উ: (গ)

০৩. কোন শব্দযুগল যুক্তাক্ষর দিয়ে গঠিত? [A ১৬-১৭]
ক সান্ত্বনা, ভাগ্য খ গ্রহণ, কৃষি
গ প্রার্থনা, বন্যা ঘ প্রাক্তন, চঞ্চল উ: (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'জ্ঞান' শব্দের যুক্ত বর্ণটি কোন বর্ণের মিলনে গঠিত? [B : ২১-২২, গার্হস্থ্য Humanities : ২১-২২, ঢাবি ক ০৩-০৪; ইবি গ ১৬-১৭]
ক ঞ + জ খ জ্ + ঞ গ ঞ + গ ঘ গ্ + ঞ উ: (খ)

০২. কোন কোন বর্ণের যুক্তরূপ 'ক্স'? [ছ ০৯-১০]
ক ক ও ক খ ক ও ـ গ ক্ ও স ঘ ক ও ণ উ: (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'র্ক' এর বিশ্লিষ্ট রূপ– [A -১৩-১৪]
ক ক্ + র খ র্ + ক গ ক্ + অ + র ঘ ক্ + র + অ উ: (খ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ক্ত' কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত? [H ১৭-১৮]
ক ত + ত খ ত্ + ক গ ক্ + ত ঘ ত্ + ত + ব উ: (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি শুদ্ধ– [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক ঞ + গ = ঞ্গ খ হ্ + ন = হ্ন গ জ্ + ন = জ্ন ঘ জ্ + ঞ = জ্ঞ উ: (ঘ)

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'লাঞ্ছনা' এ বানান ভাগ করলে হয়– [D, সেট-1 : ১৪-১৫]
ক লা + ন + চ + না খ লা + ন + ছ + না
গ লা + ঞ + ছ + না ঘ লা + ঞ + চ + না উ: (গ)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঞ্জ' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে– [খ ০৭-০৮; ইবি খ ১৩-১৪]
ক ঞ্ + জ খ জ্ + ঞ গ ন্ + জ ঘ ঞ্ + ন উ: (ক)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটির বিশ্লেষিত রূপ কোনটি? [A : ২১-২২, ঢাবি চ ১৯-২০; ইবি H ১৭-১৮; জবি খ ১৭-১৮]
ক ক + ষ খ ম + হ গ হ্ + ম ঘ ক + ম উ: (গ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'গঞ্জনা' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের মিলনে গঠিত হয়েছে? [Business : ২১-২২]
ক জ্ + ঞ খ ঞ্ + জ গ জ্ + ন ঘ ন্ + জ উ: (খ)

SELF TEST MCQ

০১. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন কোন বর্ণ পাওয়া যায়?
ক দ + দ খ দ্ + ম গ হ্ + ম ঘ ম + ম

০২. 'ঞ্ঝ' যুক্তবর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
ক ঝ + ঞ খ ঞ + জ গ জ + ঞ ঘ ঞ + ঝ

০৩. 'ত্ত্ব' যুক্তবর্ণটি কোন বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে?
ক ত + উ + ব খ ত্ + ত্ + ব গ ত + ব + উ ঘ ত + ত + উ

০৪. 'ক্ষ্র' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
ক ক্ + ষ খ ক + ষ + র + ক গ ক্ + ষ + র ঘ ষ্ + ক্ + র

০৫. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক ক + ষ খ ক + খ গ ষ + ক ঘ খ + ক

০৬. 'ম্ভ্র' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
ক ম + ব খ ম্ + ভ + ক্ষ গ ভ + ম + র ঘ ম্ + ভ্ + র

০৭. যে যে বর্ণের সমন্বয়ে 'ন্ত্র' যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়েছে–
ক ন্ + ত + র খ ত্ + ন + র
গ ন + ত + ঋ ঘ ত্ + ঋ + ন

০৮. 'মুগ্ধ' শব্দের যুক্তবর্ণের শুদ্ধ রূপ কোনটি?
ক গ্ + ধ খ গ + দ গ ধ + গ ঘ গ + দ্দ

০৯. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
ক ঐ খ ই গ ঞ্চ ঘ কোনোটিই নয়

১০. 'ত্ম' কে ভাঙলে কোনটি হয়?
ক ম + ত খ ত্ + ম গ ত + ত ঘ ত + ব

১১. 'কৃষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত?
ক ষ্ + ণ খ ষ + ন গ ষ + ঞ ঘ ষ + ঙ

১২. ভুল সংযুক্ত বর্ণ বিশ্লেষণ কোনটি?
ক হ্ন = হ্ + ন খ হ্ণ = হ্ + ন গ ঞ্জ = ঞ্ + জ্ ঘ জ্ঞ = জ্ + ঞ

১৩. যথাক্রমে 'ট্য' এবং 'হ্ন' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
ক ট্ + য, ঞ + ণ খ ট + ɪ, হ + ণ গ ট্ + ট, হ্ + ন ঘ ট + ঠ, হ + ন

১৪. 'ঞ্চ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ–
ক চ্ + ঞ খ ঞ্ + চ গ ঞ্ + জ ঘ জ্ + ঞ

১৫. 'স্প্র' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে–
ক স্ + প্ + র খ স + প + ঋ গ প + স + র ঘ র + প + স

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

Answer

১৫.ক	১৪.খ	১৩.গ	১২.খ	১১.ক	১০.খ	০৯.গ	০৮.ক	০৭.ক	০৬.ঘ
০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.খ					

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. যুক্তব্যঞ্জন কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

০২. যুক্তব্যঞ্জনগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ লেখ এবং শব্দে প্রয়োগ দেখাও।
ক্ব, জ্ঞ, হ্ন, ক্ষ, ঞ্ঝ, ক্ষ্ম।

০৩. যুক্তব্যঞ্জনগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ লেখ এবং শব্দে প্রয়োগ দেখাও।
ঞ্চ, ত্থ, হ্ণ, ষ্ট, ঙ্গ, ঞ্জ।

০৪. গ্ধ, স্থ, হ্ণ, ষ্ম– যুক্তব্যঞ্জনগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ লেখ।

উত্তর :

০১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. নিচে যুক্তব্যঞ্জনগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ ও শব্দে প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক্ব	ক্ + ব	পক্ব, নিক্বণ	ক্ষ	ক্ + ষ	ভিক্ষুক, রক্ষা
জ্ঞ	জ্ + ঞ	জ্ঞান, বিজ্ঞান	ঞ্ঝ	ঞ্ + ঝ	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট
হ্ন	হ্ + ন	আহ্নিক, চিহ্ন	ক্ষ্ম	ক্ + ষ + ম	লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী

০৩. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. নিচে যুক্তব্যঞ্জনগুলোর বিশ্লিষ্ট রূপ দেখানো হলো :

গ্ধ = গ্ + ধ	স্থ = স্ + থ	হ্ণ = হ্ + ণ	ষ্ম = ষ্ + ম

অধ্যায় ০৬

বর্ণের উচ্চারণ
Pronunciation

উচ্চারণ সম্পর্কিত তথ্য

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মূল ধ্বনিকে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে ৫০টি মূল বর্ণ। এর মধ্যে অধিকাংশ বর্ণের উচ্চারণ মূল ধ্বনির অনুরূপ। কয়েকটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ রয়েছে। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক বর্ণের উচ্চারণ অভিন্ন। ধ্বনিগুলো দিয়ে শব্দ তৈরি হওয়ার সময়ে পাশের ধ্বনির প্রভাবে বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময়ে বদলে যায়। উচ্চারণ হচ্ছে একটি ফানিক প্রক্রিয়া। তৃতীয় বন্ধনী '[ ]' এর ভিতর শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করে। এখানে বাংলা বর্ণের উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

স্বরবর্ণের উচ্চারণ

'অ'

অ বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। যথা : [অ] এবং [ও]। সাধারণ বা স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণ [অ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে [অ] কখনো কখনো [ও]-এর মতো বা সংবৃত উচ্চারিত হয়।

অ'-ধ্বনির স্বাভাবিক বা বিবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণের উদাহরণ : অনেক [অনেক], কথা [কথা], অনাথ [অনাথ্], অনাচার [অনাচার্], অটল [অটল্], কলম [কলোম্]।
- শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ' এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : অনাচার [অনাচার্]।
- 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ব অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : অমানিশা [অমানিশা]।
- পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন : যত [জতো]।
- সহার্থে বা সহিত অর্থে আদ্য অ এর উচ্চারণ বিবৃত হয়। যেমন : সবিনয় [শবিনয়্], সতীর্থ [শতির্থো], সসীম [শশিম্]

আদ্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- অ বর্ণের সংবৃত বা 'ও' এর মতো উচ্চারণের উদাহরণ : অতি [ওতি], অনু [ওনু], পক্ষ [পোক্‌খো], অদ্য [ওদ্‌দো], মোন [মোন্], অত্যাচার [ওত্‌তাচার্], গ্রহ [গ্রোহো], ব্রত [ব্রোতো], রক্ষিত [রোক্‌খিতো], মোহ [মোহো]।
- শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর ই-কার, ঈ-কার কিংবা উ-কার বা ঊ-কার থাকে তবে সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : অভিধান [ওভিধান্], নদী [নোদি], অনুরোধ [ওনুরোধ্] ইত্যাদি।
- শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : কন্যা [কোন্‌না] ইত্যাদি।
- শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ'-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও সে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়। যেমন : মসৃণ [মোস্‌সৃন্], বক্তৃতা [বোক্‌তৃতা] ইত্যাদি।
- আদ্য 'অ'-এর পর 'ক্ষ' থাকলে সে 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : দক্ষ (দোক্‌খো), রক্ষা [রোক্‌খা]।
- শব্দের প্রথমে অ-যুক্ত 'র'-ফলা থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হয়ে থাকে। যেমন : ক্রম [ক্রোম্], গ্রন্থ [গ্রোন্‌থো], প্রভাত [প্রোভাত্] ইত্যাদি।

অন্ত্য 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণের নিয়ম :

- একাক্ষর শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে দন্ত্য 'ন' থাকলে 'ও' কারের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন : মন [মোন্], বন [বোন্] ইত্যাদি।
- তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' সাধারণত 'ও'-কার রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন : আদর [আদোর্], বেতন [বেতোন্], ওজন [ওজোন্] ইত্যাদি।
- 'ত' বা 'ইত' প্রত্যয় যোগে গঠিত বিশেষণ পদের শেষ 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : উপনীত [উপোনিতো], নত [নতো] ইত্যাদি।
- শব্দান্তে যুক্তবর্ণ থাকলে অন্তিম 'অ' সাধারণত ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : পদ্য [পোদ্‌দো], চিহ্ন [চিন্‌হো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির আগে 'ং' থাকলে 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : কংস [কঙ্‌শো], ধ্বংস [ধঙ্‌শো] ইত্যাদি।
- শব্দের শেষে 'অ' ধ্বনির পূর্বে 'র' ফলা (্র) বা 'ঋ' কার (ৃ) থাকলে শেষের 'অ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন : বিকৃত [বিক্‌কৃতো], মৃত [মৃতো], কৃশ [কৃশো] ইত্যাদি।
- বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্ত্য 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে ও-কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : বিবাহ [বিবাহো], বিরহ [বিরহো] ইত্যাদি।

'আ'

স্বাভাবিক উচ্চারণ : আ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ [আ] : আকাশ [আকাশ্], রাত [রাত্], আলো [আলো]।

- [আ] জ-এর সঙ্গে থাকলে [অ্যা]-এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : জ্ঞান [গ্যাঁন্], জ্ঞাত [গ্যাঁতো], জ্ঞাপন [গ্যাঁপোন্]।

ই, ঈ

- [হি] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে ই এবং ঈ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম : দিন [দিন্], দীন [দিন্], বিনা [বিনা], বীণা [বিনা]।

উ, ঊ

- [উ] ধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ রয়েছে: উ এবং ঊ। কিন্তু বাংলা ভাষায় উভয় বর্ণের উচ্চারণ একই রকম: উচিত [উচিত্], ঊষা [উশা], ঊনিশ [উনিশ্], ঊনবিংশ [উনোবিঙ্‌শো]।

'ঋ'

- ঋ বর্ণের উচ্চারণ [রি]- এর মতো: ঋতু [রিতু], ঋণ [রিন্], কৃষক [ক্রিশক্], দৃশ্য [দ্রিশ্যো]।

'এ'

'এ' বর্ণের উচ্চারণ দুই রকম। [এ] এবং [অ্যা]। সাধারণ বা সংবৃত উচ্চারণ [এ], কিন্তু পাশের ধ্বনির প্রভাবে এ কখনো কখনো [অ্যা] বা বিবৃত উচ্চারিত হয়।

'এ' ধ্বনির সংবৃত (এ) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ : একটি [একটি], দেশ [দেশ্], এলো [এলো]।
- শব্দের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : পথে, ঘাটে, দোষে, গুণে ইত্যাদি।
- একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : কে, সে, যে।
- 'ই' বা 'উ'-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : বেলুন [বেলুন্] ইত্যাদি।
- তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন : প্রেম [প্রেম্], শেষ [শেশ্] ইত্যাদি।
- 'হ' কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন : দেহ [দেহো], কেহ [কেহো], কেষ্ট [কেশ্‌টো] ইত্যাদি।

'এ' ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ :

- এ বর্ণের [অ্যা] উচ্চারণ: একটা [অ্যাক্‌টা], বেলা [ব্যালা], খেলা [খ্যালা]।
- দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : এত (অ্যাতো), কেন (ক্যানো) ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : খেমটা (খ্যাম্‌টা), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা) ইত্যাদি।
- অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগের 'এ' ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন : চেংড়া (চ্যাঙ্‌ড়া), খেংড়া (খ্যাঙ্‌ড়া) ইত্যাদি।
- এক, এগারো, তেরো– এ কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, 'এক' যুক্ত শব্দেও 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়। যেমন : একচোট [অ্যাক্‌চোট্] ইত্যাদি।

'ঐ'

- ঐ বর্ণের উচ্চারণ [ওই]: ঐকিক [ওইকিক্], তৈল [তোইলো]।

'ও'

- ও বর্ণের উচ্চারণ [ও] : ওল [ওল্], বোধ [বোধ্]।

'ঔ'

- ঔ বর্ণের উচ্চারণ [ওউ] : ঔষধ [ওউশধ্], মৌমাছি [মোউমাছি]।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

➤ ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সাধারণত নিজ নিজ ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারিত হয়। যেমন : কলা, খর, বল, নাচ শব্দের ক, খ, ব, ন ইত্যাদি বর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে [ক], [খ], [ব], [ন] ইত্যাদি। তবে কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ নিজ নিজ ধ্বনি থেকে আলাদা। এ ধরনের কয়েকটি বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

'ঞ' বর্ণের উচ্চারণ

ঞ বর্ণের নিজস্ব কোনো ধ্বনি নেই। স্বতন্ত্র ব্যবহারে [ঁ]-এর মতো আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনে [ন]-এর মতো উচ্চারিত হয়: মিঞা [মিয়াঁ], চঞ্চল [চন্‌চল্], গঞ্জ [গন্‌জো]।

☞ **পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুযায়ী 'ঞ' এর উচ্চারণ তিন রকম হয় :**

⊡ স্বতন্ত্র ঞ : ইঁঅ- এর মতো : মিঞ (মিঁয়ো), মিঞা (মিঁয়া)।

⊡ যুক্ত ঞ + চ + ছ + জ + ঝ : ন- এর মতো : অঞ্চল (অন্‌চল্), বাঞ্ছা (বান্‌ছ), ব্যঞ্জন (ব্যান্‌জোন্), ঝঞ্ঝা (ঝন্‌ঝা)।

⊡ যুক্ত জ +ঞ : গঁ বা গ্গঁ- এর মতো : জ্ঞান (গ্যাঁন্), যজ্ঞ (জোগ্‌গোঁ)।

'ণ' বর্ণের উচ্চারণ

ণ বর্ণের উচ্চারণ [ন]: কণা [কনা], বাণী [বানি], হরিণ [হোরিন্]।

'ব' ফলা (্ব)

☞ 'ব' বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ব]। তবে ফলা হিসেবে এই বর্ণের উচ্চারণে স্বাতন্ত্র্য আছে।

ক. শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনের ব-ফলা সাধারণত উচ্চারিত হয় না। যেমন : ত্বক (তক্), স্বত্ব [শোত্তো], স্বাধীন [শাধিন্], স্বদেশ [শদেশ্], ধ্বনি [ধোনি], শ্বাস [শাশ্], স্বন [শন্], স্বাগত [শাগতো] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে। যেমন : অশ্ব [অশ্‌শো], বিশ্বাস [বিশ্‌শাশ্], পক্ব [পক্‌কো], বিদ্বান [বিদ্‌দান্], রাজত্ব [রাজোত্‌তো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ঐ ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন : সান্ত্বনা [শান্‌তোনা], উজ্জ্বল [উজ্‌জল্], উচ্ছ্বাস [উচ্‌ছাশ্), তত্ত্ব [তত্‌তো], সমুজ্জ্বল [শমুজ্‌জল্], অন্তর্দ্বন্দ্ব [অন্‌তর্‌দন্‌দো] ইত্যাদি।

ঘ. 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' [দ]-এর সঙ্গে যুক্ত ব-ফলার 'ব' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন : উদ্বোধন [উদ্‌বোধোন্], উদ্বাহু [উদ্‌বাহু], উদ্বমন [উদ্‌বমোন্], উদ্বিগ্ন [উদ্‌বিগ্‌নো], উদ্বেগ [উদ্‌বেগ্], উদ্বৃত্ত [উদ্‌বৃত্‌তো], উদ্বাস্তু [উদ্‌বাস্‌তু] ইত্যাদি।

ঙ. বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে 'ক' থেকে আগত 'গ'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ঐ ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ঋগ্বেদ [রিগ্‌বেদ্],দিগ্বিদিক [দিগ্‌বিদিক্], দিগ্বালিকা [দিগ্‌বালিকা], দিগ্বলয় [দিগ্‌বলয়], দিগ্বিজয় [দিগ্‌বিজয়]।

চ. ম-এর সঙ্গে ব-ফলা-যুক্ত হলে সে 'ব' উচ্চরিত হয়। যেমন : অম্বল [অম্‌বোল্], প্রতিবিম্ব [প্রোতিবিম্‌বো], গম্বুজ [গোম্‌বুজ্], লম্ব [লম্‌বো], শম্বুক [শোম্‌বুক্], সম্বল [শম্‌বল্] ইত্যাদি।

'ম' ফলা (্ম)

☞ **'ম' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম :** ম বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ [ম]।

ক. শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনযুক্ত ম-ফলা থাকলে সে 'ম' উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক [ঁ] এর মতো উচ্চারিত হয়। যেমন : শ্মশান (শঁশান্), স্মরণ (শঁরোন্), স্মারক (শাঁরোক্)।

খ. ব্যতিক্রম : শব্দের মধ্যে বা অন্তে 'গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল'-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ম' ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : যুগ্ম [জুগ্‌মো], জন্ম [জন্‌মো], গুল্ম [গুল্‌মো], উন্মাদ [উন্‌মাদ্], বাগ্মী [বাগ্‌মি], বাঙ্ময় [বাঙ্‌ময়], চিন্ময় [চিন্‌ময়], কুট্মল [কুট্‌মল্], সম্মান (শম্‌মান্), মৃন্ময় [মৃন্‌ময়], বাল্মীকি [বাল্‌মিকি] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের 'ম' উচ্চারিত হয় না, ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : আত্মীয় [আত্‌তিঁয়ো], পদ্ম [পদ্‌দোঁ], ভস্ম [ভশ্‌শোঁ], আত্মা [আত্‌তাঁ] ইত্যাদি।

ঘ. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন : সূক্ষ্ম [শুক্‌খোঁ], লক্ষ্মী [লোক্‌খিঁ]।

ঙ. বাংলার কতিপয় ম-ফলা যুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যাদের ম-ফলা উচ্চারিত হয়। যেমন : স্মিত [স্মিতো], সুস্মিত [সুস্মিতো], অনুস্মৃতি [অনুস্মৃতি]।

'য' ফলা (্য)

☞ য বর্ণের উচ্চারণ [জ]। যেমন : যদি [জোদি], যিনি [জিনি], সূর্য [শুর্‌জো]। তবে য-ফলা থাকলে স্বরের উচ্চারণে পরিবর্তন হয়। যেমন : ব্যতীত [বেতিতো], ব্যথা [ব্যাথা]।

ক. শব্দের আদিতে য-ফলা যুক্ত হলে য-ফলা যুক্ত বর্ণটির উচ্চারণে সাধারণত 'অ্যা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যর্থ [ব্যারথো], ব্যাঘাত [ব্যাঘাত্], খ্যাত [খ্যাতো], ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্], শ্যামল [শ্যামোল্], ন্যস্ত [ন্যাস্‌তো], ব্যবধান [ব্যাবোধান্]।

খ. শব্দের আদ্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে সেক্ষেত্রে য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন : ব্যতিক্রম [বেতিক্‌ক্রোম্], ব্যথিত [বেথিতো], ব্যতীত [বেতিতো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মাঝখানে বা শেষে য-ফলা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকলে ঐ বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়, যেমন : উদ্যম [উদ্‌দম্], গদ্য [গোদ্‌দো], অদ্য (ওদ্‌দো), সভ্য (শোব্‌ভো), কন্যা (কোন্‌না), লভ্য (লোব্‌ভো), পণ্য (পোন্‌নো), তথ্য (তোত্‌থো), নব্য (নোব্‌বো), বাধ্য (বাদ্‌ধো)

⊡ কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে থাকা 'য'-এর কোনো উচ্চারণ হয় না, যেমন : সন্ধ্যা [শোন্‌ধা], স্বাস্থ্য [শাস্‌থো], অর্ঘ্য [অরেঘা], স্বাস্থ্য [শাস্‌থো), সন্ন্যাসী [শোন্‌নাশি], অন্ত্য [অন্‌তো], বন্ধ্যা [বোন্‌ধা], কণ্ঠ্য [কন্‌ঠো], মর্ত্য [মোর্‌তো] ইত্যাদি।

'র' ফলা (্র)

☞ র বর্ণের উচ্চারণ [র]। তবে র-ফলা হিসেবে এর উচ্চারণে বৈচিত্র্য আছে। যেমন :

ক. শব্দের আদিতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ঐ র-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়, কিন্তু ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), ব্রত [ব্রোতো], গ্রহ [গ্রোহো], শ্রমিক [স্রোমিক্], ক্রম [ক্রোম্], প্রধান [প্রোধান্], প্রমাণ [প্রোমান্], ভ্রম [ভ্রোম্], প্রহসন [প্রোহোশন্], প্রতিদান [প্রোতিদান্]।

খ. শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন : মাত্র [মাত্‌ত্রো], বিদ্রোহ [বিদ্‌দ্রোহো], যাত্রী [জাত্‌ত্রি], পরিশ্রম [পোরিস্‌স্রোম্), বিগ্রহ [বিগ্‌গ্রোহো], বিচিত্র [বিচিত্‌ত্রো], তীব্র [তিব্‌ব্রো] ইত্যাদি।

গ. শব্দের মধ্যে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : কেন্দ্র [কেন্‌দ্রো], শাস্ত্র [শাস্‌ত্রো], বস্ত্র [বস্‌ত্রো], মন্ত্র [মন্‌ত্রো], অস্ত্র [অস্‌ত্রো], রন্ধ্র [রন্‌ধ্রো], যান্ত্রিক [জান্‌ত্রিক্], রবীন্দ্র [রোবিন্‌দ্রো], তান্ত্রিক [তান্‌ত্রিক্]

'ল' ফলা (্ল)

☞ **'ল' ফলা উচ্চারণের কতিপয় নিয়ম :**

ক. শব্দের আদিতে ল-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : ক্লান্তি [ক্লান্‌তি], প্লাবন [প্লাবোন্], ক্লেশ [ক্লেশ্], ম্লান [ম্লান্], প্লীহা [প্লিহা], প্লাস [প্লাস্], প্লাস্টিক [প্লাস্‌টিক্] ইত্যাদি।

খ. শব্দের মধ্যে ও অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন : বিপ্লব [বিপ্‌প্লব্], অক্লেশে [অক্‌ক্লেশে], অম্লান (অম্‌ম্লান্), অক্লান্ত [অক্‌ক্লান্‌তো], আত্মগ্লানি [আত্‌তোঁগ্‌গ্লানি], বিশ্লিষ্ট [বিস্‌লিশ্‌টো], শুক্লা [শুক্‌লা] ইত্যাদি।

'শ' বর্ণের উচ্চারণ

শ কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। স কখনো [শ]-এর মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো [স]-এর মতো উচ্চারিত হয়। ষ বর্ণের উচ্চারণ সব সময়ে [শ]।

শ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: শত [শতো], শসা [শশা]।

শ বর্ণের [স] উচ্চারণ: শ্রমিক [স্রোমিক্], শ্রদ্ধা [স্রোদ্‌ধা]।

'ষ' বর্ণের উচ্চারণ

ষ বর্ণের [শ] উচ্চারণ: ভাষা [ভাশা], ষোলো [শোলো]।

'স' বর্ণের উচ্চারণ

স বর্ণের [শ] উচ্চারণ: সাধারণ [শাধারোন্], সামান্য [শামান্‌নো]।

স বর্ণের [স] উচ্চারণ: আস্তে [আস্‌তে], সালাম [সালাম্]।

CS CamScanner

কতিপয় শব্দের প্রমিত উচ্চারণ

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অভিমান	ওভিমান্	অনুকূল	ওনুকুল্
অরণ্য	অরোননো	অনুগ্রহ	ওনুগ্গ্রোহো
অনুশাসন	ওনুশাশোন্	অধ্যাপক	ওদধাপোক্
অফুরন্ত	অফুরনতো	অর্ঘ/অর্ঘ্য	অরঘো
আত্মীয়	আততিয়ো	অন্তর্দৃষ্টি	অনতোরদৃশটি
অপরাহ্ণ	অপোরানহো	অভিজ্ঞ	ওভিগ্গোঁ
অধ্যবসায়	ওদধোবশায়	অনভ্যাস	অনোবভাশ
অনন্যোপায়	অনোননোপায়	অনুষ্ঠান	ওনুশঠান
অত্যুক্তি	ওততুকতি	অব্যক্ত	অবেবাকতো
অধিকতর	ওধিকোতরো	আহ্লাদ	আল্হাদ
অন্যতম	ওননোতমো	অনুভূতি	ওনুভুতি
অধিকার	ওধিকার	অজ্ঞাত	অগ্গাঁতো
অধীন	ওধিন	অসভ্য	অশোবভো
অত্যন্ত	ওততোনতো	অধ্যাত্ম	ওদধাততোঁ
অক্ষাংশ	ওকখাংশো	অনুর্ধ্ব	অনুরধো
অক্ষাগ্র	ওকখাগগ্রো	অন্যূন	অননুনো
অজ্ঞান	অগ্গান	অজ্ঞ	অগ্গোঁ
অক্ষম	অকখম	অব্যয়	অবেবয়
অন্যায়	অননায়	অকথ্য	অকোতথো
অধ্যুষিত	ওদধুশিতো	অমসৃণ	অমোসসৃন্
অতুল	ওতুল/অতুল	অকস্মাৎ	অকোশশাত্
অগত্যা	অগোততা	অর্ঘ্য	অরঘো
অন্তঃসার	অনতোশশার	অপসৃত	অপোসসৃতো
অধ্যক্ষ	অদোকখো	অদ্বিতীয়	অদ্দিতিয়ো
অনৈক্য	অনোইককো	অত্যুক্তি	ওততুকতি
অকালপক্ব	অকালপককো	অন্তঃশীলা	অনতোশশিলা
অকৃতঘ্ন	অকৃতঘনো	অন্তরিক্ষ	অনতোরিকখো
অক্ষয়	অকখয়	অধ্যয়ন	ওদধয়ন্
অর্ধ	ওর্ধো	অনুরাগ	ওনুরাগ্
অঘ্রাণ	অগ্ঘ্রান	আকস্মিক	আকোশশিক্
অচলায়তন	অচলায়োতন্	আহ্বায়ক	আওভায়োক্
অখ্যাত	অকখ্যাতো	উদ্বন্ধন	উদবনধোন্
আশ্চর্য	আশচোরজো	উদ্বোধন	উদবোধোন্
আত্মশ্লাঘা	আততোশ্লাঘা	উন্মার্গ	উনমারগো
ইতিহাস	ইতিহাশ	ঈশান	ঈশান্
ঈশ্বর	ইশশর্	ঋষি	রিশি
উদ্বেলিত	উদবেলিতো	ঋতু	রিতু
উচ্ছৃঙ্খল	উচছৃঙখল্	উন্মত্ত	উনমততো
উচ্চতর	উচচোতরো	উৎকৃষ্ট	উতকৃশটো
উদাত্ত	উদাততো	উন্নাসিক	উননাশিক
উপাত্ত	উপাততো	উচ্চতম	উচচোতমো
উদ্যোক্তা	উদদোকতা	উপগ্রহ	উপোগগ্রোহো
উদ্বৃত্ত	উদবৃততো	একবিংশ	একোবিংশো
উৎকৃষ্ট	উতকৃশটো	কল্যাণ	কোললান্
উত্থান	উতথান্	কায়স্থ	কায়োসথো
ঊর্ধ্ব	উরধো	উহ্য	উজঝো
একতারা	অ্যাকতারা	কাশ্মীর	কাশমির্
একগুঁয়ে	অ্যাকগুঁয়ে	একতা	এ্যাকোতা
ওতপ্রোত	ওতোপপ্রোতো	কেমন	ক্যামোন্
কাষ্ঠ	কাশঠো	কিংবদন্তি	কিঙবদোনতি
কর্তব্য	করতোবেবো	কৃষিজীবী	কৃশিজিবি
কস্মিন	কোশশিন্	কস্মিনকালে	কোশশিনকালে
কৃচ্ছ্র	কৃচছো	গণতন্ত্র	গনোতনত্রো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
গণ্ডগ্রাম	গনডোগগ্রাম	গ্রীষ্ম	গ্রিশশো
গল্প	গলপো	গ্রাহ্য	গ্রাজঝো
গীতাঞ্জলি	গিতানজোলি	জ্ঞেয়	গেঁয়ো
ছত্র	ছত্রো	জ্ঞান	গ্যাঁন
জ্ঞাপক	গ্যাঁপক্	জ্ঞাপিত	গ্যাঁপিতো
জ্ঞাতি	গ্যাঁতি	মনস্তুতি	মনোসতুতি
চলচ্চিত্র	চলোচচিততো	মাহ্য	মাজঝো
চৌদ্দ	চোদদো	চট্টগ্রাম	চটটোগগ্রাম
চক্রান্ত	চককক্রানত	চরিত্র	চোরিততো
জনসংখ্যা	জনোশোংখা	জ্যামিতি	জ্যামিতি
জয়ধ্বনি	জয়োদধোনি	জ্যোৎস্না	জোতসনা
জিজ্ঞাসা	জিগ্গাশা	জনশ্রুতি	জনোসসুতি
জ্যোতিষ্ক	জোতিশকো	তপস্বী	তপোসশি
তত্ত্ব	তততো	ত্যক্ত	ত্যাকতো
তরুণ	তোরুন	তক্ষক	তোকখোক
তথাকথিত	তথাকোথিতো	ত্রিকালদর্শী	ত্রিকালদোরশি
তদধিক	তদোধিক	তত্ত্বীয়	তোততিয়ো
ত্রস্ত	ত্রোসতো	দুঃশাসন	দুশশাশোন
দ্রব্য	দ্রোবেবো	দ্রোহ	দ্রোহো
দুঃখ	দুকখো	দুঃসময়	দুশশময়
দর্শনীয়	দরশোনিয়ো	দত্ত	দততো
দ্বন্দ্ব	দনদো	দিব্য	দিববো
দাসত্ব	দাশততো	দুর্দৃষ্ট	দুরদৃশটো
দরিদ্র	দোরিদ্রো	ধ্যান	ধ্যান
ধৃত	ধৃতো	ধ্রুপদি	ধ্রুপোদি
নিশ্চিত	নিশচিতো	নিঃসন্তান	নিশশনতান
নৈবেদ্য	নোইবেদদো	ন্যস্ত	নসতো
নিঃসঙ্গ	নিশশংগো	নীলাম্বরি	নিলামবোরি
ন্যায়সঙ্গত	ন্যায়শংগতো	নম্র	নমরো
নিকৃষ্ট	নিকৃশটো	নশ্বর	নশশর
নিঃসম্বল	নিশশমবল	নৈর্ঋত	নোইররিত
নিভৃত	নিভৃতো	পথ্য	পোতথো
নৃত্য	নৃততো	প্রত্যয়	প্রোততয়
প্রগতি	প্রোগোতি	পাষাণ	পাশান
প্রাণপণ	প্রানপোন্	প্রত্যঙ্গ	প্রোততঙগো
পরিতুষ্ট	পোরিতুশটো	প্রকৃষ্ট	প্রোকৃশটো
প্রিয়তম	প্রিয়োতমো	প্রবন্ধ	প্রোবনধো
প্রশস্তি	প্রোশোসতি	প্রশস্ত	প্রোশসতো
পথচারী	পথোচারী	পর্যন্ত	পোরজোনতো
পতন	পতোন	প্রথম	প্রোথম
প্রৌঢ়	প্রোউঢ়ো	প্রক্ষেপ	প্রোকখেপ
প্রশ্ন	প্রোসনো	প্রমা	প্রোমা
প্রজ্বলিত	প্রোজজোলিতো	প্রতিজ্ঞা	প্রোতিগগাঁ
প্রশ্রয়	প্রোস্রয়	প্রণাম	প্রোনাম্
বিবৃত	বিবৃতো	বিশ্লেষণ	বিসলেশন্
বাস্তবিক	বাসতোবিক্	বিচ্ছেদ	বিচছেদ
বণ্টন	বনটোন্	ব্যতীত	বেতিতো
বন্য	বোননো	ব্রত	ব্রোতো
ব্যবসায়	ব্যাবোশায়	ব্যর্থ	ব্যারথো
বিন্যাস	বিননাশ	বাস্তব	বাসতোব্
বিষবৃক্ষ	বিশোবৃকখো	বিপক্ষ	বিপোকখো
বিখ্যাত	বিকখ্যাতো	ব্যতিক্রম	বেতিকক্রোম্
বনভোজন	বোনভোজোন্	বিন্যস্ত	বিননসতো

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
বৃহত্তর	বৃহত্‌তরো	ব্রহ্মাণ্ড	ব্রোম্‌হান্‌ডো
বংশজ	বঙ্‌শোজো	বিমিশ্র	বিমিস্‌স্রো
বিস্তৃত	বিস্‌তৃতো	বাহ্যিক	বাজ্‌ঝিক্
ব্যগ্র	ব্যাগ্‌গ্রো	ব্যবসা	ব্যাব্‌শা
বিত্ত	বিত্‌তো	বৈশাখ	বোইশাখ্
বনস্পতি	বনোশ্‌পোতি	প্লাবন	প্লাবোন্
বঞ্চিত	বোন্‌চিতো	বন্যা	বোন্‌না
বিশেষজ্ঞ	বিশেশগ্‌গোঁ	বক্ষ	বোক্‌খো
বহুব্রীহি	বোহুব্রিহি	বিস্ময়	বিশ্‌শঁয়
বুভুক্ষা	বুভুক্‌খা	ব্যাকুল	ব্যাকুল্
বশ্যতা	বোশ্‌শোতা	বাহ্য	বাজ্‌ঝো
ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো	ব্যবচ্ছেদ	ব্যাবোচ্‌ছেদ
বিস্মরণ	বিশ্‌শঁরোন্	ব্যাহত	ব্যাহতো
ব্যক্তি	বেক্‌তি	ব্যবস্থা	ব্যাবোস্‌থা
ব্যথিত	বেথিতো	ব্যক্ত	ব্যাক্‌তো
ব্যতিক্রম	বেতিক্‌ক্রোম্	ব্যষ্টি	বেশ্‌টি
বিবস্ত্র	বিবস্‌ত্রো	বিধ্বস্ত	বিদ্‌ধস্‌তো
বিহ্বল	বিওভ্‌ভল্	ভর্তুকি	ভোর্‌তুকি
ভয়ঙ্কর	ভয়োঙকর্	ভ্রষ্ট	ভ্রোশ্‌টো
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্	ভাঙন	ভাঙ্‌গোন্
ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুশ্‌পুত্‌ত্রো	মারাত্মক	মারাত্‌তোঁক্
মৌন	মোউনো	ব্যাপ্তি	ব্যাপ্‌তি
মন্ত্র	মন্‌ত্রো	মহত্ত্ব	মহোত্‌তো
মন্ত্রণালয়	মন্‌ত্রোনালয়	মঙ্গল	মঙ্‌গোল্
মৈনাক	মোইনাক্	যক্ষ	জোক্‌খো
যজ্ঞ	জোগ্‌গোঁ	যকৃৎ	জক্‌কৃত্
যৌথ	জোউথো	যক্ষ্মা	জক্‌খাঁ
যেমন	জ্যামোন্	রৈখিক	রোই্‌খিক্
যখন	জখোন্	লভ্য	লোব্‌ভো
যাত্রা	জাত্‌রা	যন্ত্রণা	জন্‌ত্রোনা
রুক্মিণী	রুক্‌কিঁনি	লেহ্য	লেজ্‌ঝো
রঙিন	রোঙ্‌গিন্	রম্য	রোম্‌মো
রহস্য	রহোশ্‌শো	রক্ষক	রোক্‌খোক্
লোচন	লোচন্	শৈল	শোই্‌লো
লক্ষণ	লোক্‌খোন্	লাবণ্য	লাবোন্‌নো

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
লক্ষ্য	লোক্‌খো	লঙ্ঘন	লঙ্‌ঘোন্
লোকগীতি	লোকোগিতি	শল্য	শোল্‌লো
শ্রবণ	স্রোবোন্	শনাক্ত	শনাক্‌তো
শুভক্ষণ	শুভোক্‌খোন্	শিক্ষক	শিক্‌খক্
শুক্রবার	শুক্‌ক্রোবার্	শেওলা	শ্যাওলা
শূর্পণখা	শুর্‌পোনখা	শৃঙ্গ	সৃংগো
শ্রেষ্ঠ	স্রেশ্‌ঠো	শ্রুতি	স্রুতি
শ্মশ্রু	শোঁস্‌স্রু	শ্লথ	স্লথো
শ্লেষ	স্লেশ	সস্ত্রীক	শস্‌ত্রিক্
শ্রদ্ধা	স্রোদ্‌ধা	সজ্ঞান	শগ্‌গ্যান্
সম্প্রতি	শম্‌প্রোতি	সর্বত্র	শর্‌বোত্‌ত্রো
সংক্ষিপ্ত	শোঙ্‌খিপ্‌তো	সর্বস্ব	শর্‌বোশ্‌শো
স্বর্গ	শর্‌গো	সঙ্কুচিত	শোঙ্‌কুচিতো
সম্পর্ক	শম্‌পর্‌কো	সহৃদয়	শহৃদয়
সমীরণ	শোমিরন্	সমীক্ষা	শোমিক্‌খা
সমূহ	শোমুহো	সতী	শোতি
সমিতি	শোমিতি	সম্ভাষণ	শম্‌ভাশন্
সম্মিলিত	শম্‌মিলিতো	স্রষ্টা	স্রোশ্‌টা
সন্নিকট	শন্‌নিকট্	সন্ন্যাস	শোন্‌ন্যাশ
সম্প্রীতি	শম্‌প্রিতি	সমুদ্র	শমুদ্‌দ্রো
সমুন্নত	শমুন্‌নতো	সমীচীন	শোমিচিন্
সমৃদ্ধি	সম্‌মৃদ্‌ধি	সম্পূর্ণ	শম্‌পুর্‌নো
সমুত্থিত	শমুত্‌থিতো	সম্পূরিত	শম্‌পুরিতো
সৌন্দর্য	শোউন্‌দোর্‌জো	সংকীর্ণ	শংকির্‌নো
সর্বোত্তম	শর্‌বোত্‌তম্	স্রোতঃস্বতী	স্রোতোশ্‌শোতি
সদ্য	শোদ্‌দো	স্নিগ্ধ	স্নিগ্‌ধো
সবিনয়	শবিনয়	সংক্ষিপ্ত	শংখিপ্‌তো
স্মার্ত	শাঁর্‌তো	সংবর্ত	শংবর্‌তো
স্বীকৃতি	শিক্‌কৃতি	সহ্য	শোজ্‌ঝো
স্বজন	শজোন্	স্মৃতিসৌধ	সৃঁতিশোউ্‌ধো
সহস্র	শহোস্‌স্রো	স্বায়ত্তশাসন	শায়ত্‌তোশাশোন্
সংবর্ধনা	শংবর্‌ধোনা	স্নেহ	স্‌নেহো
ষড়ঋতু	শড়োরিতু	হ্রস্ব	রশ্‌শো

এইচএসসি বোর্ড প্রশ্ন ও সমাধান

ঢাকা বোর্ড : ২০২৪

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
নদী	নোদি	বিশেষজ্ঞ	বিশেশগ্‌গোঁ
অবিনাশী	অবিনাশি	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্‌তাঁ
প্রভাত	প্রোভাত্	সংবাদপত্র	শংবাদ্‌পত্‌ত্রো
পক্ষ	পোক্‌খো	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি

ঢাকা বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অতীত	ওতিত্	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি
বিজ্ঞান	বিগ্‌গ্যাঁন্	শ্রম	স্রোম্
উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্	ঐশ্বর্যবান	ওইশ্‌শোর্‌জোবান্
স্বাগত	শাগতো	দীনবন্ধু	দিনোবোন্‌ধু

চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অদ্য	ওদ্‌দো	ইতঃপূর্বে	ইতোপ্‌পুর্‌বে
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	বৈশাখ	বোইশাখ্
ছাত্র	ছাত্‌ত্রো	চিহ্ন	চিন্‌হো/চিন্‌nho
ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো

যশোর বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ
অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো	দুরন্ত	দুরন্‌তো
পদ্য	পোদ্‌দো	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্
ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্/ব্রাম্‌mhoন্
মনমালিন্য	মনোমালিন্‌নো	নদীমাতৃক	নোদিমাতৃক্

সিলেট বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ	শব্দ	শুদ্ধ উচ্চারণ
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	রূপসী	রুপোশি
চর্যাপদ	চোর্‌জাপদ্	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্/ব্রাম্‌mhoন্
প্রণীত	প্রোনিতো	উদাহরণ	উদাহরোন্
ধার্য	ধার্‌জো	অদ্বিতীয়	অদ্‌দিতিয়ো

দিনাজপুর বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
আশ্রম	আস্‌স্রোম্	ঐকমত্য	ওই্‌কোমোত্‌তো
গ্রীষ্ম	গ্রিশ্‌শোঁ	জনশ্রুতি	জনোস্‌স্রুতি
তত্ত্বাবধান	তত্‌তাবধান্	প্রত্যক্ষ	প্রোত্‌তোক্‌খো
শ্রবণ	স্রোবোন্	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বরিশাল বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
পক্ষ	পোক্‌খো	ব্যাকরণ	ব্যাকরোন্
বিশ্বাস	বিশ্‌শাশ্	ঐতিহ্য	ওইতিজ্‌ঝো
নদী	নোদি	হৃৎপিণ্ড	হৃত্‌পিন্‌ডো/hriত্‌পিন্‌ডো
পদ্ম	পদ্‌দোঁ	আহ্বান	আওভান্

রাজশাহী বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
আশ্রম	আস্‌স্রোম্	ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্
পুনঃপুন	পুনোপ্‌পুনো	ব্রাহ্মণ	ব্রাম্‌হোন্/ব্রাম্‌mhoন্
বৈসাদৃশ্য	বোইশাদ্‌দৃশ্‌শো	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি
ষান্মাসিক	শান্‌মাশিক্	বিজ্ঞপ্তি	বিগ্‌গোঁপ্‌তি

কুমিল্লা বোর্ড : ২০১৯

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্	ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো
ষান্মাসিক	শান্‌মাশিক্	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্‌চিত্‌তো
উহ্য	উজ্‌ঝো	ব্রহ্মপুত্র	ব্রোম্‌হোপুত্‌ত্রো
উদ্বাস্তু	উদ্‌বাস্‌তু	জয়ধ্বনি	জয়োদ্‌ধোনি

সকল বোর্ড : ২০১৮

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
শ্রাবণ	শ্রাবোন্	রাষ্ট্রপতি	রাশ্‌ট্রোপোতি
দায়িত্ব	দায়িত্‌তো	প্রেতাত্মা	প্রেতাত্‌তাঁ
প্রজ্ঞা	প্রোগ্‌গাঁ	অত্যাবশ্যক	ওত্‌তাবোশ্‌শোক্
শ্রদ্ধাস্পদ	শ্রোদ্‌ধাশ্‌পদো	নক্ষত্র	নোক্‌খোত্‌ত্রো

যশোর বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
ঐক্য	ওইক্‌কো	কবিতা	কোবিতা
দক্ষ	দোক্‌খো	বিজ্ঞান	বিগ্‌গ্যাঁন্
সৃজনশীল	সৃজন্‌শিল্	হিংস্র	হিংস্রো
মর্যাদা	মোর্‌জাদা	ব্যতীত	বেতিতো

ঢাকা বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
উপস্থিত	উপোস্‌থিত্	অতি	ওতি
মর্যাদা	মোর্‌জাদা	ব্যবহার	ব্যাবোহার্
লাবণ্য	লাবোন্‌নো	দরখাস্ত	দরখাস্‌তো
স্বল্প	শল্‌পো	প্রায়শ্চিত্ত	প্রায়োশ্‌চিত্‌তো

রাজশাহী বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
এক	অ্যাকা	অসীম	অশিম, ওশিম
পদ্ম	পোদ্‌দো	বিদ্বান	বিদ্‌দান্
ভক্ষ	ভক্‌খো	বৈশাখ	বোইশাখ্
সভ্য	শোব্‌ভো	ছাত্র	ছাত্‌ত্রো

কুমিল্লা বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
গঞ্জনা	গন্‌জোনা	লক্ষ্মণ	লক্‌খোন্
ওজস্বী	ওজোশ্‌শি	অশিক্ষিত	অশিক্‌খিতো
মন্তব্য	মোন্‌তোব্‌বো	উদ্যোগ	উদ্‌দোগ্

চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
একটি	এক্‌টি	কর্ম	কর্‌মো
নিঃশর্ত	নিশ্‌শর্‌তো	ধন্যবাদ	ধোন্‌নোবাদ্
মর্যাদা	মোর্‌জাদা	যথাক্রমে	জথাক্‌ক্রোমে
অতীত	ওতিত্	দ্রষ্টব্য	দ্রোশ্‌টোব্‌বো

সিলেট বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অকৃতজ্ঞ	অকৃতগ্‌গোঁ	অতঃপর	অতোপ্‌পর্
আবশ্যক	আবোশ্‌শোক্	প্রশ্ন	প্রোস্‌নো
জিহ্বা	জিওভা/জিউ্ভা	শ্রেষ্ঠা	শ্রেশ্‌ঠা
চিহ্নিত	চিন্‌হিতো/চিন্‌nhi তো	ঐকতান	ওইকোতান্

বরিশাল বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অদ্য	ওদ্‌দো	ইতঃপূর্বে	ইতোপ্‌পুর্‌বে
উপমা	উপোমা	কক্ষ	কোক্‌খো
পদ্ম	পদ্‌দোঁ	তন্ময়	তন্‌ময়
বিজ্ঞ	বিগ্‌গোঁ	মৃন্ময়	মৃন্‌ময়

দিনাজপুর বোর্ড : ২০১৭

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
অসীম	অশিম্, ওশিম্	গ্রীষ্মকাল	গ্রিশ্‌শোঁকাল্
জ্ঞাত	গ্যাঁতো	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা
পরীক্ষা	পোরিক্‌খা	প্রণীত	প্রোনিতো
দায়িত্ব	দায়িত্‌তো	একতা	একোতা

ঢাকা বোর্ড : ২০১৬

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
মন	মোন্	ব্যাখ্যা	ব্যাক্‌খা
এক	অ্যাক্	অসীম	অশিম্, ওশিম্
পদ্ম	পদ্‌দোঁ	আবৃত্তি	আবৃত্‌তি

যশোর বোর্ড : ২০১৬

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
এখন	অ্যাখন্	গণিত	গোনিতো
তটিনী	তোটিনি	ঐশ্বর্য	ওইশ্‌শোর্‌জো
দক্ষ	দোক্‌খো	পদ্য	পোদ্‌দো

রাজশাহী বোর্ড : ২০১৬

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
প্রজ্ঞা	প্রোগ্‌গাঁ	দুরন্ত	দুরন্‌তো
নিষিদ্ধ	নিশিদ্‌ধো	পদ্য	পোদ্‌দো
ঔষধ	ওউশধ্	অনিঃশেষ	অনিশ্‌শেশ্
ভবিষ্যৎ	ভোবিশ্‌শত্	অধ্যক্ষ	ওদ্‌ধোক্‌খো

চট্টগ্রাম বোর্ড : ২০১৬

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
পরীক্ষিত	পোরিক্‌খিতো	ঋগ্বেদ	রিগ্‌বেদ্
একাডেমি	অ্যাকাডেমি	রূপসী	রুপোশি

সিলেট বোর্ড : ২০১৬

শব্দ	উচ্চারণ	শব্দ	উচ্চারণ
খাদ্য	খাদ্‌দো	যজ্ঞ	জোগ্‌গোঁ
মন্তব্য	মন্‌তোব্‌বো	ধার্য	ধার্‌জো
চলন্ত	চলোন্‌তো	লক্ষণ	লোক্‌খোন্
শুষ্ক	শুশ্‌কো	সমন্বয়	শমন্‌নয়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অধ্যাপক' শব্দে 'অ'-এর উচ্চারণ হলো– [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক সংবৃত খ বিবৃত
গ অর্ধ-সংবৃত ঘ অর্ধ-বিবৃত **উ: খ**

০২. 'দেশপ্রেম' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ ..... । [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ক দেশ্‌প্রেম খ দ্যাশোপ্রেম
গ দেশ্‌পেরেম ঘ দেশোপ্রেম্ **উ: ঘ**

০৩. 'আহ্বান' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [বিজ্ঞান : ২৩-২৪;ব্যবি:A-23-24;চাবি :গ-১৮-১৯;GST : B-21-22;RU : A-21-22;কৃবি : C-19-220]
ক আহোব্বান্ খ আহোবান্
গ আওভান্ ঘ আহোভান্ **উ: গ**

০৪. যে শব্দটিতে ব-ফলার উচ্চারণ বহাল রয়েছে– [চারুকলা : ২৩-২৪; A : ২১-২২]
ক দ্বত্ব খ দ্বন্দ্ব গ উদ্বেগ ঘ বিধ্বস্ত **উ: গ**

০৫. 'অভিপ্রেত' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [ক ২২-২৩]
ক অভিপ্রেত্ খ ওভিপ্রেত্
গ ওভিপ্রেতো ঘ ওভিপ্রেতো **উ: খ**

০৬. 'তমিস্রা' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ– [B : ২১-২২]
ক তমিস্ত্রা খ তমিস্‌রা গ তোমিস্‌রা ঘ তোমিস্ত্রা **উ: ঘ**

০৭. কোন শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে? [ঘ ১৯-২০]
ক তেলাপোকা খ দেহ গ হেথা ঘ শেষ **উ: ক**

০৮. 'সুন্দর' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [পুন: ঘ ১৮-১৯]
ক শুন্‌দোর খ শুনদর্ গ সুনদর্ ঘ শোনদর্ **উ: খ**

০৯. কোন ধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু বসলে উচ্চারণ আনুনাসিক হয়? [ঘ ১৮-১৯]
ক স্বরধ্বনি খ ব্যাঞ্জনধ্বনি
গ বিসর্গযুক্ত-অ-ধ্বনি ঘ দন্ত্য-ন **উ: ক**

১০. 'সুদৃষ্টি' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [ঘ ১৮-১৯]
ক সুদৃশ্‌টি খ শুদৃস্‌টি
গ শোদৃশ্‌টি ঘ শুদৃশ্‌টি **উ: খ**

১১. নিচের কোন বানানটি প্রমিত? [ঘ ১৭-১৮]
ক শিরঃচ্ছেদ খ শিরশ্ছেদ
গ শিরোশ্‌ছেদ্ ঘ শিরচ্ছেদ **উ: গ**

১২. 'বাহ্য' শব্দের উচ্চারণ কোনটি? [ক ১৭-১৮]
ক বাজ্‌জো খ বাজ্‌ঝো গ বাজ্‌ঝ ঘ বাইঝ্‌ঝো **উ: খ**

১৩. 'অধ্যাপক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [খ ১৭-১৮]
ক অদ্‌ধ্যাপক খ অদ্‌ধ্যাপোক
গ ওদ্‌ধ্যাপোক্ ঘ ওধ্‌ধ্যাপোক্

Note : অধ্যাপক– ওদ্‌ধ্যাপোক্ [সূত্র : বাংলা একাডেমি বাংলা উচ্চারণ অভিধান] এবং অধ্যাপক– ওদ্‌ধ্যাপক্ [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]।

১৪. কোনটি শুদ্ধ উচ্চারণ নয়? [ঘ ১৭-১৮]
ক তীব্র – তিব্রো খ শূন্য – শুন্ন
গ দুঃসাহস – দুশ্‌শাহোশ্ ঘ লক্ষ্য – লোক্‌খো **উ: খ**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অনুশাসন' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [খ-১৩-১৪]
ক শুনুশাশোন্ খ অনুশাসোন
গ শুনুশাসোন ঘ অনুশাশোন **উ: ক**

০২. 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময়– [ঘ-১৩-১৪]
ক সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত হয়। খ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত হয়।
গ পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলাকৃত হয়। ঘ কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর সংবৃত হয়। **উ: খ**

০৩. 'অবজ্ঞা' শব্দের উচ্চারণ কোনটি? [ঘ ১৪-১৫]
ক অবোগ্‌গ্যাঁ খ ওবোগ্‌গ্যাঁ
গ ওবগগ্যা ঘ অবগগ্যা **উ: ক**

০৪. নিচের কোন উদাহরণে 'এ' এর উচ্চারণ স্বাভাবিক? [ক ১৬-১৭]
ক এমন খ বেহায়া
গ একা ঘ খেলা **উ: খ**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ব্যঞ্জন' শব্দটির উচ্চারণ– [C : ২৩-২৪]
ক বেনজন্ খ ব্যানজন্ গ ব্যানজন্ ঘ ব্যানজোন্ **উ: খ**

০২. 'অদ্বিতীয়' শব্দটির উচ্চারণ- [C : ২৩-২৪]
ক অদিতিয় খ অদ্‌দিতিয়ো গ ওদ্দীতিয় ঘ ওদিতীয় **উ: খ**

০৩. 'পদ্মাকর' শব্দের উচ্চারণ– [C : ২৩-২৪]
ক পদ্‌দাকর খ পদ্‌দাকর গ পদ্‌দাকর্ ঘ পদ্‌দাকর্ **উ: গ**

০৪. 'বিস্ময়' শব্দটির উচ্চারণ– [C : ২৩-২৪]
ক বিস্‌ময় খ বিশ্‌শয় গ বিস্‌সয় ঘ বিস্‌সয় **উ: খ**

০৫. 'ঐতিহ্য' শব্দটির উচ্চারণ– [C : ২৩-২৪;GST: C-22-23; ৭ কলেজ বিজ্ঞান-২-২৩]
ক অইতিজ্‌জ খ ওইতিজ্‌জ গ ওইতিজ্‌ঝো ঘ অইতিজ্‌ঝ **উ: গ**

০৬. 'অতীত' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক অতিত খ অতীত গ ওতিত্ ঘ ওতীত **উ: গ**

০৭. 'অলঙ্কার' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক ওলঙ্কার খ অলঙ্কার গ ওলোঙকার ঘ অলোঙ্কার **উ: খ**

০৮. নিচের কোনটি 'অনিঃশেষ' শব্দটির উচ্চারণ? [B : ২১-২২]
ক অনিসষেশ খ অনিশ্‌শেশ্ গ অনিষসেশ ঘ অনিশসেষ্ **উ: গ**

০৯. 'ঔষধ' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক ওউষধ খ ওউশোধ গ ওউষোধ ঘ ওউশধ্ **উ: গ**

১০. 'চৈত্র' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক চইতত্র খ চৈওতরো গ চোইত্‌ত্রো ঘ চৈতরো **উ: গ**

১১. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে? [C : ২১-২২]
ক অশ্ব খ বিশ্বাস গ পক্ক ঘ শ্বশুর **উ: খ**

১২. 'ঋণ' শব্দটির উচ্চারণ– [C : ২১-২২]
ক রিণ্ খ ঋন্ গ ঋণ্ ঘ রিন্ **উ: খ**

১৩. 'আ' কখনো অ্যা-এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন– [C : ২১-২২]
ক আকাশ খ রাত গ অনাথ ঘ জ্ঞাত **উ: খ**

১৪. 'শ্মশান' শব্দটির উচ্চারণ– [C : ২১-২২]
ক শশান্ খ শষান্ গ শঁশান্ ঘ শসাঁন্ **উ: গ**

১৫. মধ্য ও অন্ত্য য-ফলা ব্যঞ্জনকে– [B : ১৯-২০]
ক দ্বিত্ব করে খ সানুনাসিক করে
গ বিকৃত করে ঘ পার্শ্বিক করে **উ: ক**

১৬. আদ্য অ-এর পরে ই বা উ থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ– [C ১৯-২০]
ক ও-এর মতো হয় খ অ-এর মতো হয় গ ই-এর মতো হয় ঘ উ-এর মতো হয় **উ: ক**

১৭. শব্দের মধ্য ও অন্ত্য ল-ফলা ব্যঞ্জনকে–[C ১৯-২০]
ক পার্শ্বিক করে খ সানুনাসিক করে গ বিকৃত করে ঘ দ্বিত্ব করে **উ: খ**

১৮. যুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলা– [C ১৯-২০]
ক বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ অনুচ্চারিত থাকে **উ: খ**

১৯. সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের ব-ফলা– [C ১৯-২০]
ক দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় খ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
গ অনুচ্চারিত থাকে ঘ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় **উ: খ**

২০. পদের আদ্য ব-ফলা– [C ১৯-২০]
ক বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় খ দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়
গ অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় ঘ অনুচ্চারিত থাকে **উ: খ**

২১. বাংলা শব্দ 'অধ্যক্ষ' এর শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B ১৭-১৮; জবি ঘ ১০-১১]
ক ওদ্‌ধোক্‌খো খ অধ্যকক্ষো গ ওধ্যক্ষ ঘ ওদধ্যক্ষ **উ: গ**

২২. শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [F আইন, ১২-১৩]
ক তিতিক্‌খা খ তিতিখ্‌খা গ তিথিক্‌খা ঘ তিথিখ্‌খা **উ: গ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আহ্বান' শব্দের প্রমিত উচ্চরণ হলো– [A : ২৩-২৪]
ক আহোবান খ আহোববান গ আহোভান ঘ আওভান্ **উ: ঘ**

০২. 'মগজ' শব্দের উচ্চারণ-[A : ২১-২২]
ক মোগজ খ মগোজ্ গ মগজ ঘ মোগোজ **উ: খ**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৩. 'সৌধ' শব্দের সঠিক উচ্চারণ–[A : ২১-২২]
ক) সোউধ্ খ) শোউধ্ গ) সোউধো ঘ) শোউধো উ: (খ)

০৪. 'সন্ধ্যা' শব্দটির উচ্চারণ– [A : ২১-২২, অ- ১৫-১৬]
ক) শোন্‌ধা খ) শোনধা গ) সোন্‌ধা ঘ) শন্‌ধা উ: (ক)

০৫. 'আহ্লাদ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ– [A : ২০-২১]
ক) আল্লাদ খ) আল্‌হাদ্
গ) আহ্‌লাদ ঘ) আললাহদ উ: (খ)

০৬. 'তীব্র' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক) তীব্‌রো খ) তিব্‌ব্রো গ) তিব্‌রো ঘ) তীব্‌রো উ: (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এ' বর্ণের বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ– [B1 : ২৩-২৪:ঢাবি :ঘ-১৮-১৯]
ক) একটি খ) এবার
গ) দেশ ঘ) খেলা উ: (ঘ)

০২. 'স্মরণ' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ক) সোরন খ) শঁরোন্ গ) শরণ ঘ) শরোন উ: (খ)

০৩. কোন ধ্বনি উচ্চারণে নাসিক্যতা থাকে না? [B1 : ২১-২২]
ক) য় খ) ঙ গ) ঞ ঘ) ং উ: (ক)

০৪. নিচের কোনটি 'এ' বর্ণের স্বাভাবিক উচ্চারণ? [D : ২০-২১]
ক) বেলা খ) খেলা
গ) একটা ঘ) এলো উ: (ঘ)

০৫. 'অজ্ঞাত' শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক) অগ্‌গাত খ) ওগ্‌গাত গ) অগ্‌গ্যাঁতো ঘ) ওগ্যাত উ: (গ)

০৬. 'অভিব্যাপ্তি' শব্দটির যথাযথ উচ্চারণ কোনটি? [C1 ১৬-১৭]
ক) অভিব্যাপ্‌তি খ) ওভিব্‌ব্যাপ্‌তি গ) অভিব্যাপ্‌তি ঘ) ওভিব্যাপ্‌তি উ: (খ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উহ্য' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [B : ২৩-২৪;৭ কলেজ-মানবিক-২২-২৩]
ক) উজ্‌ঝো খ) উজ্‌ঝো গ) উজ্‌ঝ ঘ) উঝ্‌ঝো উ: (ক)

০২. 'ঞ' ধ্বনির উচ্চারণ কোনটি? [C : ২৩-২৪]
ক) ইঁঅ খ) ইঅ গ) ইঁয়ো ঘ) ইয়ো উ: (ক)

০৩. 'ঙ'-এর সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [A : ২৩-২৪;রাবি : ০৮-০৯]
ক) উঁঅ খ) ওয়ো গ) ওঅ ঘ) উমঅঁ উ: (ক)

০৪. 'জয়ধ্বনি' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ক) জয়োধনি খ) জয়োদ্‌ধনি গ) জয়োদ্‌ধোনি ঘ) জয়ধোনি উ: (গ)

০৫. 'উচ্ছৃঙ্খল' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি? [C : ২৩-২৪]
ক) উছ্‌ছৃংখল খ) উচছূংখল্ গ) উচ্‌ছূংখল্ ঘ) উচ্‌ছূংখল উ: (গ)

০৬. 'নিঃশঙ্ক' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [B ২২-২৩]
ক) নিশ্‌শঙ্‌কো খ) নিশ্‌শংকো গ) নিস্‌শঙ্‌কো ঘ) নিশ্‌শঙক উ: (খ)

০৭. ম-ফলা যুক্ত কোন ব্যঞ্জনবর্ণগুলোর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না? [B ২২-২৩]
ক) গ, ঙ, ট খ) ত, গ, স গ) জ, ঞ, দ ঘ) ক, ঋ, ছ উ: (ক)

০৮. 'উদ্বুদ্ধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে- [A ২২-২৩]
ক) উদবুদধো খ) উদবুধধো গ) উদ্‌বুদ্‌ধো ঘ) উদবুদ্‌দো উ: (গ)

০৯. 'শ্রাবণ' শব্দের উচ্চারণ– [C : ২১-২২]
ক) শ্রোবোন খ) স্রাবোন্
গ) শ্রোবোন্ ঘ) স্রবন্ উ: (খ)

১০. 'ন্যূনতম' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [A : ২১-২২]
ক) নূনতম খ) নুনতমো
গ) নুনোতমো ঘ) নুনোতম উ: (গ)

১১. 'পরাঙ্মুখ' শব্দটির সঠিক উচ্চারণ– [A : ২০-২১]
ক) পরামমুখ খ) পরাংমুখ্
গ) পরাঙ্‌মুখ ঘ) পোরামমুখ উ: (খ)

১২. শব্দের শেষে 'অ' উচ্চারণ লোপ পায় না– [B : ২০-২১]
ক) বৃহত্তর খ) ফল
গ) অবশেষ ঘ) দর্শন উ: (ক)

১৩. 'রশ্মি' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি? [B : ২০-২১]
ক) রোশ্‌শি খ) রশ্‌শিঁ
গ) রোশ্‌মি ঘ) রোশ্‌নি উ: (ক)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিহ্বল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ কোনটি? [B ১৯-২০, খবি খ ১৪-১৫]
ক) বিহ্‌বল্ খ) বিউভ্‌ল্ গ) বিহভ্‌ভল ঘ) বিওভ্‌বল উ: (খ)

০২. 'অক্ষর' শব্দের কোন উচ্চারণটি শুদ্ধ? [B ১৭-১৮]
ক) ওক্‌খোর্ খ) অক্‌খোর গ) ওক্‌খর ঘ) অক্‌খর উ: (ক)

০৩. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে কোনটিতে? [L ১৬-১৭]
ক) অটল খ) অতি গ) অনাচার ঘ) অমানিশা উ: (খ)

০৪. 'ব্রাহ্ম' শব্দটির উচ্চারণ কোনটি? [L ১৬-১৭]
ক) ব্রামমো খ) ব্রাম্‌ভো গ) ব্রাম্‌হো ঘ) ব্রাহ্ম উ: (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অপ্রতুল' শব্দের ঠিক উচ্চারণ? [B ১৮-১৯]
ক) ওপ্‌প্রোতুল খ) অপ্‌রোতুল
গ) অপ্‌প্রোতুল ঘ) অপোপরতুল উ: (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'এ' ধ্বনি উচ্চারণের পদ্ধতি কোনগুলো? [AL ১৭-১৮]
ক) সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃত খ) অর্ধ-সংবৃত ও বিবৃত গ) সংবৃত ও বিবৃত ঘ) কোনোটিই নয় উ: (গ)

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন উচ্চারণটি প্রমিত নয়? [A ১৭-১৮]
ক) সমুদ্র – শোমুদ্‌দ্রো খ) শ্রাবণ – স্রাবোন্
গ) বাগ্মী – বাগ্‌মি ঘ) আহ্বান – আহোবান্ উ: (ঘ)

০২. 'জিহ্বা' শব্দটির ঠিক উচ্চারণ কোনটি? [ক ০৯-১০]
ক) জিব্‌বা খ) জিহবা গ) জিউবা ঘ) জিউ্‌ভা উ: (ঘ)

০৩. 'বিশ্বাস' শব্দের উচ্চারিত রূপ হয়– [A ১৬-১৭]
ক) বিশ্‌শাস্ খ) বিশ্‌শাশ্ গ) বিশশ্বাস ঘ) বিশশাশ্ উ: (খ)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'ড়' এবং 'ঢ়' উচ্চারণের স্থান : [FSSS : ২৩-২৪]
ক) অগ্রতালু খ) অগ্রদন্তমূল গ) পশ্চাৎ দন্তমূল
ঘ) ওষ্ঠ ঙ) জিহ্বামূল উ: (খ)

০২. 'এ' ধ্বনির উচ্চারণে কোন নিয়মটি সঠিক নয়? [FSSS : ২৩-২৪]
ক) একাক্ষর সর্বনাম পদে সংবৃত খ) পদের অন্তে বিবৃত
গ) 'ই' বা 'উ' কারের আগে সংবৃত ঘ) দুই অক্ষর বিশিষ্ট পদে বিবৃত
ঙ) পদের অন্তে সংবৃত উ: (খ)

০৩. 'ছাদবাগান' শব্দে ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের স্থানসমূহ যথাক্রমে : [FSSS : ২৩-২৪]
ক) তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, দন্ত, কণ্ঠ খ) তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, দন্ত
গ) দন্ত, তালু, ওষ্ঠ, দন্ত, কণ্ঠ ঘ) দন্ত, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ
ঙ) তালু, দন্ত, তালু, দন্ত, কণ্ঠ উ: (খ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'স্মৃতিসৌধ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪; জাককনিহবি-A-19-20;ঢাবি-খ-১৫-১৬]
ক) সৃতিশোউধ্ খ) সৃতিশোউধো গ) সৃঁতিশোউ্‌ধো ঘ) সৃঁতিশোউধ্ উ: (গ)

০২. 'অপরাহ্ণ' শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪;ঢাবি: ঘ-১১-১২]
ক) অপরানহো খ) অপোরান্‌হো গ) অপোরান্নো ঘ) অপরানহ উ: (খ)

Note : 'অপরাহ্ণ' শব্দের উচ্চারণ : অপরান্nho [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]। বাংলা একাডেমি 'বাঙলা উচ্চারণ অভিধান' অনুসারে, 'অপরাহ্ণ' শব্দের উচ্চারণ : অপোরান্‌হো/অপরান্nho।

০৩. উচ্চারণস্থান অনুসারে নিচের কোন ধ্বনি বাংলায় নেই? [বাণিজ্য : ২৩-২৪]
ক) ওষ্ঠ্য খ) দন্তৌষ্ঠ্য গ) তালব্য ঘ) মূর্ধন্য উ: (খ)

০৪. 'আবৃত্তি' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ কোনটি? [মানবিক ২২-২৩]
ক) আবৃত্‌তি খ) আববৃত্তি গ) আবরিত্ত ঘ) আবরিত্‌তি উ: (ক)

০৫. 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ কোনটি? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক) অটল খ) অনাচার
গ) অতি ঘ) অমানিশা উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

৫৬. 'সন্ধ্যা' শব্দের সঠিক উচ্চারণ– [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৫৭. উচ্চারণের সময় জিভের উচ্চতা অনুসারে কোনটি নিম্ন স্বরধ্বনি? [illegible]
(ক) অ (খ) আ (গ) ই (ঘ) উ [illegible]

৫৮. 'বিশ্বিদ্যালয়' শব্দের সঠিক উচ্চারণ– [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৫৯. [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬০. '[illegible]' শব্দের সঠিক উচ্চারণ– [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬১. '[illegible]' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ [illegible]

৬২. ব-ফলার উচ্চারণ নেই কোন শব্দে?
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) বিশ্বাস (ঘ) [illegible] [illegible]

৬৩. 'অদ্য' শব্দের উচ্চারণ–
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬৪. 'ক্ষণ'-এর উচ্চারণ–
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬৫. কোন বর্ণটির উচ্চারণ কোন বর্ণের মতো?
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬৬. [illegible]-এর মতো উচ্চারিত হয়, যেমন–
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

৬৭. 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ–
(ক) [illegible] (খ) [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

SELF TEST MCQ

০১. অশ্ব, অন্য, মন শব্দগুলো 'অ' এর উচ্চারণ কেমন হয়?
(ক) অ -এর মতো (খ) ও -এর মতো
(গ) উ -এর মতো (ঘ) ঐ -এর মতো

০২. নিচের কোন বর্ণ দুটির হ্রস্ব ও দীর্ঘতা বোঝাতে দুটি বর্ণ ব্যবহার হলেও উচ্চারণ একই রকম?
(ক) অ, আ (খ) ই, ঈ (গ) এ, ঐ (ঘ) ও, ঔ

০৩. নিচের কোন বর্ণগুলোর হ্রস্ব ও দীর্ঘতা বোঝাতে আলাদা বর্ণ ব্যবহার হলেও উচ্চারণ একই রকম?
(ক) আ, আ (খ) এ, ঐ (গ) উ, ঊ (ঘ) ও, ঔ

০৪. ঋতু, ঋণ, তৃণক, মৃণা শব্দগুলোতে 'ঋ' এর উচ্চারণ কীরূপ?
(ক) রি (খ) রী (গ) রু (ঘ) রি

০৫. 'একটি' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কোনটি?
(ক) [illegible] (খ) অ্যাকটি (গ) [illegible] (ঘ) অ্যাক্‌টি

০৬. 'কেন' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ হলো :
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

০৭. স্বরে ব্যবহারে 'এ' এর উচ্চারণ কীরূপ?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

০৮. সংযুক্ত ব্যঞ্জনে 'এ' এর উচ্চারণ কীরূপ?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

০৯. শব্দের আদিতে ব-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?
(ক) উচ্চারণ হয় না (খ) উচ্চারণ বজায় থাকে
(গ) যুক্তব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় (ঘ) সবগুলোই সঠিক

১০. শব্দের মধ্যে ব-ফলার উচ্চারণ কেমন হয়?
(ক) উচ্চারণ হয় না (খ) উচ্চারণ বজায় থাকে
(গ) যুক্তব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় (ঘ) কোনোটিই ঠিক নয়

১১. 'বিশ্বাস' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) বিশ্‌শাস্ (খ) বিশ্‌শাশ্ (গ) বিশ্‌শাশ্ (ঘ) বিশ্‌শাশ্

১২. '[illegible]' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৩. '[illegible]' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ হলো–
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৪. '[illegible]' শব্দের সঠিক উচ্চারণ কী?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৫. '[illegible]' শব্দটির শুদ্ধ উচ্চারণ হলো :
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৬. '[illegible]' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৭. '[illegible]' শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ কোনটি?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৮. '[illegible]' শব্দের সঠিক উচ্চারণ হলো–
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

১৯. নিচের কোন শব্দটিতে 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত ও বিবৃত দুটোই হতে পারে?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

২০. [illegible] ধ্বনি থাকে 'এ' [illegible], এর উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য কী রকম থাকে?
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible]

OMR				
০১. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ
০২. ক খ গ ঘ	০৬. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ
০৩. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	১১. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ
০৪. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৬. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ

Answer									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. ক-বর্গীয় ধ্বনি কীভাবে উচ্চারিত হয় লেখ।
০২. বাংলা উচ্চারণ রীতি বলতে কী বোঝায় শুদ্ধ বাংলা বলার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
০৩. বিশ্বাস, স্বাগত ও স্বর্ণকার– এ তিনটির শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ।
০৪. অত্যাচার ও সাহিত্য– শব্দদ্বয়ের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখ।
০৫. উচ্চারণের শ, ষ ও স– এর উচ্চারণের নিয়ম লেখ।
০৬. ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তর :

০১. ক, খ, গ, ঘ, ঙ– এ পাঁচটি বর্ণ [illegible] উচ্চারণ [illegible] জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ নরম তালু স্পর্শ করে উচ্চারিত হয়। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন।
০২. Written অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. [illegible]
০৪. [illegible]
০৫. Written অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. Written অংশ দ্রষ্টব্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ০৭

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান
Natva & Sattva Vidhan

ণ-ত্ব বিধান

ণ-ত্ব বিধান : বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ণ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বহু তৎসম শব্দে মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন এর ব্যবহার আছে। তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' এর যথাযথ ব্যবহারের নিয়মকে ণ-ত্ব বিধান বলে। 'ণ-ত্ব' বিধান ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয়।

ণ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- **ট-বর্গীয় বর্ণের আগে যুক্ত ব্যঞ্জনে তৎসম শব্দের বানানে 'ণ' বসে।** যেমন :
  - ণ + ট = ণ্ট : কণ্টক, ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট ইত্যাদি।
  - ণ + ঠ = ণ্ঠ : অবগুণ্ঠন, আকণ্ঠ, ময়ূরকণ্ঠী, লুণ্ঠন ইত্যাদি।
  - ণ + ড = ণ্ড : গণ্ডমূর্খ, বাগ্‌বিতণ্ডা, পণ্ডশ্রম, কূপমণ্ডূক, পাষণ্ড, শ্মশ্রুমণ্ডিত।
- **ঋ, র, ষ এর পরে মূর্ধন্য 'ণ' বসে।** যেমন : ঋণ, তৃণ, বর্ণ, বর্ণনা, ভীষণ, উষ্ণ, ভাষণ, কারণ, মরণ, অরণ্য, করুণ, পুরাণ, বরণ, ধারণ, ধারণা, ব্যাকরণ, মৃণাল, মসৃণ, ঘৃণা, অন্বেষণ, বিভীষণ, পোষণ, দূষণ, ভূষণ, বিষণ্ন ইত্যাদি।
- **ঋ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, ষ, য়, ব, হ, ং এবং ক-বর্গীয় ও প বর্গীয় ধ্বনি থাকলে তার পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়।** যেমন : কৃপণ (ঋ- কারের পরে প্, তার পরে ণ), হরিণ (র-এর পরে ই, তার পরে ণ। অর্পণ (র্ + প্ + অ + ণ্), লক্ষণ (ক্ + ষ্ + অ + ণ্)। এমন রুক্মিণী, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।
- **ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো 'ণ' হয় না, 'ন' হয়।** যেমন : অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন।
- **তৎসম শব্দে রেফ (´) এর পরে 'ণ' বসে। যেমন :** আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ, পূর্ণিমা, নির্ণয়, বর্ণন, শীর্ণ, জীর্ণ, বিকীর্ণ, স্বর্ণ, কর্ণ ইত্যাদি।
  - **লক্ষণীয় :** সন্ধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন : দুর্নাম, অহর্নিশ, দুর্নিবার, দুর্নীতি।
  - **লক্ষণীয় :** মূর্ধন্য ষ-এর পরে যুক্ত হয়ে মূর্ধন্য- ণ যুক্তব্যঞ্জন গঠন করলে তা ষ্ণ (মূর্ধন্য ষ-এ মূর্ধন্য ণ) এর রূপ নেয়। যেমন : বর্ধিষ্ণু, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, ক্ষয়িষ্ণু, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু।
- **যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ এর পর মূর্ধন্য ণ :** ক-এ মূর্ধন্য ষ যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ হয়। এ যুক্তব্যঞ্জনে মূর্ধন্য ষ আছে বলে ক্ষ এর পরে ন-ধ্বনি থাকলে তা মূর্ধন্য ণ হয়। যেমন : ক্ষণ, দক্ষিণ, পরীক্ষণ, বিচক্ষণ, লক্ষণ, ভক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, বীক্ষণ, ক্ষুণ্ন, দূরবীক্ষণ, প্রদক্ষিণ, ভক্ষণ, সংরক্ষণ, তীক্ষ্ণ, নিরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, রক্ষণ, সমীক্ষণ।
- **পরি, প্র, নির- এ তিনটি উপসর্গের পর ণ-ত্ব বিধি অনুসারে ন-ধ্বনি মূর্ধন্য ণ হয়।** যেমন : পরিণত, পরিবহণ, প্রণাম, প্রণোদিত, প্রমাণ, পরিণতি, প্রণত, প্রণিধান, প্রণব, প্রাণ, পরিণয়, প্রণয়, প্রণিপাত, প্রবাহিণী, নির্ণয়, পরিণাম, প্রণয়ন, প্রণীত, প্রবীণ, নির্ণীত।
  - **ব্যতিক্রম :** নির্নিমেষ, প্রনষ্ট।
- **'র' কিংবা 'র'-ফলার পর 'আয়ন' শব্দটি থাকলে 'আয়ন' শব্দের দন্ত্য ন পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ণ হয়।** যেমন : উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, পরায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ।
- **অপর, পরা, পূর্ব, প্র- এ কয়েকটি পূর্বপদের পর 'অহ্ন' শব্দ বসলে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে দন্ত্য ন-এর জায়গায় মূর্ধন্য ণ হয়।** যেমন : প্র + অহ্ন = প্রাহ্ণ। এরকম- অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ।
- **সমাসবদ্ধ শব্দে সাধারণত মূর্ধন্য ণ হয় না বা ণ-ত্ব বিধান খাটে না :** যেমন : অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিমিত্ত, নিষ্পন্ন, বরানুগমন, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিরীক্ষ্য, নীরক্ত, বহির্গমন, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নীতি, পরনিন্দা, রূপবান, ক্ষুন্নিবারণ, দুরন্বয়, নিরন্ন, পরান্ন, শ্রীমান, ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুর্নাম, নির্গমন, গুরুপানুক্রমে, সর্বনাম, চিরনিদ্রা, দুর্নিবার, নির্নিমেষ, প্রনষ্ট, হরিনাম।
- **কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ণ' হয়। যেমন : (ছড়াকারে)**

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্বণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

- **বিশেষ তালিকা :** গণেশ, আণবিক, নগণ্য, শণ, ঘুণ, জীবাণু (স্বভাবতই 'ণ')।
- **মূল সংস্কৃত শব্দে 'ণ' থাকলে শব্দটি তদ্ভবে রূপান্তরিত হলে 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' প্রযুক্ত হয়। যেমন :**

তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)	তৎসম	পরিবর্তিত (তদ্ভব)
অগ্রহায়ণ	অঘ্রান	ব্রাহ্মণ	বামুন
এক্ষণ	এখন	মাণিক্য	মানিক
কৃষাণ	কিষান	শ্রবণ	শোনা
কোণ	কোনা	প্রণাম	পেন্নাম
ক্ষণিক	খানিক	যন্ত্রণা	যাতনা
গৃহিণী	গিন্নি	তৎক্ষণ	তখন
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	পুণ্য	পুন্যি

- **তদ্ভব ক্রিয়াপদে 'ণ' বসে না, 'ন' বসে। যেমন :** করানো, ঘোরানো, ধরানো, ঝরানো, চরানো, পরানো, ধরুন, মারুন, করুন, ধরেন, মারেন, করেন, পারেন, সারেন, কষেন।

ষ-ত্ব বিধান

ষ-ত্ব বিধান : বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য-ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। তাই দেশি, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ লেখার প্রয়োজন হয় না। কেবল কিছু তৎসম শব্দে ষ-এর প্রয়োগ রয়েছে। যেসব তৎসম শব্দে 'ষ' রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত রয়েছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য 'ষ'-এর ব্যবহারের নিয়মকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলি

- **অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি এবং ক ও র- এর পরে প্রত্যয়ের স ষ হয়।** যেমন : ভবিষ্যৎ, মুমূর্ষু, চিকীর্ষা ইত্যাদি।
- **ঋ কিংবা ঋ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য ষ হয়। যেমন : কৃষক, উৎকৃষ্ট, দৃষ্টি, ঋষি, সৃষ্টি, ঋষভ, কৃষাণ, কৃষি, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, তৃষা।
  - **ব্যতিক্রম :** 'কৃশ' ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশাঙ্গ, কৃশকায় ইত্যাদি।
- **তৎসম শব্দে 'র' এর পর 'ষ' হয়।** যেমন : বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।
- **র- ধ্বনির পরে যদি অ, আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনি থাকে তবে তার পরে 'ষ' হয়।** যেমন : পরিষ্কার। কিন্তু অ, আ স্বরধ্বনি থাকলে স হয়। যেমন : পুরস্কার।
- **ট-বর্গের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জন আকারে তৎসম শব্দে 'ষ' প্রযুক্ত হয়।** যেমন : কাষ্ঠ, ওষ্ঠ, আদিষ্ট, শিষ্টাচার, অনাসৃষ্টি, কষ্ট, স্পষ্ট, নষ্ট, অন্ত্যেষ্টি, নিকৃষ্ট, ব্যষ্টি, সমষ্টি, পরিশিষ্ট।
- **কতগুলো ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরে কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' বসে।** যেমন :

অভি	অভিষঙ্গ, অভিষেক, অভিষিক্ত।
নি	নিষঙ্গ, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিদ্ধ, নিষুপ্ত, নিষেধ।
পরি	পরিষদ, পরিষদীয়, পরিষ্কার, পরিষ্কৃত।
প্রতি	প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান।
বি	বিষণ্ন, বিষম, বিষহর, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ।
অনু	অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান।
সু	সুষম, সুষমা, সুষুপ্ত।

- **সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদেও 'ষ' হয় না।** যেমন : অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ।
- **বিশেষ নিয়ম :** আরবি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, তুর্কি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশি শব্দে কখনো মূর্ধন্য 'ষ' হবে না। এসব শব্দের মূল উচ্চারণ অনুযায়ী দন্ত্য 'স' অথবা তালব্য 'শ' হবে। যেমন :

আরবি	মুশকিল, শয়তান, মজলিস, সনদ, ফসল, জিনিস।
ইংরেজি	কমিশন, ব্রিটিশ, মেশিন, স্যার, সিলেবাস, বাস, মাস্টার, পোস্ট।
ফারসি	খুশি, খোশ, আসর, খানসামা, রসিদ, পোশাক।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

➤ **কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই 'ষ' হয়।**

ষড়ঋতু মেষ	আষাঢ় শেষ
ষণ্ড মেষ	মাষা শেষ
পৌষ রোষ	ষোড়শ কোষ
ভাষা কলুষ	ভাষা মানুষ
ষট পুরুষ	ষণ্ড প্রত্যুষ
আভাষ ভাষণ	অভিলাষ পোষণ
ঊষর তোষণ	উষা শোষণ
ঔষধ বিষাণ	ষড়যন্ত্র পাষাণ
বিশেষ দূষণ	সরিষা ভূষণ
কষিত কষায়	পুষ্প কাষায়
ষণ্ড বাষ্প	পরুষ বিষ
ইষু অষ্ট	মূষিক পাষণ্ড

➤ **সন্ধিতে বিসর্গের জায়গায় মূর্ধন্য ষ :** সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার কিংবা উ-কারের পর ক খ প ফ– এদের আগে ইঃ বা (ি-কার) অথবা উঃ বা (ু-কার) থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গের জায়গায় সর্বদা মূর্ধন্য 'ষ' বসবে। যেমন :

ইঃ/উঃ + [ক/খ/প/ফ] = ইষ্/উষ্ + [ক/খ/প/ফ]	
আবিঃ + কার = আবিষ্কার	আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল
নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ	দুঃ + কর = দুষ্কর
নিঃ + পত্র = নিষ্পত্র	চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ
নিঃ + ফল = নিষ্ফল	চতুঃ + ফল = চতুষ্ফল
বহিঃ + কার = বহিষ্কার	নিঃ + প্রাণ = নিষ্প্রাণ

➤ **এরূপ কতিপয় শব্দ ।** নিষ্পিষ্ট, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রদীপ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, নিষ্ক্রমণ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কণ্টক, নিষ্কর, জ্যোতিষ্ক।

➤ **লক্ষণীয় ।** ইঃ/উঃ এর জায়গায় যদি অঃ/আঃ থাকে, তাহলে মূর্ধন্য 'ষ' না হয়ে 'স' হবে। যেমন :

তিরঃ + কার = তিরস্কার	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
পুরঃ + কার = পুরস্কার	ভাঃ + কর = ভাস্কর

➤ **ই-কার এবং উ-কারের পর মূর্ধন্য ষ :** ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়। যেমন : অভি- সেক > অভিষেক, অনু-স্থান > অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

ক. **ই স্বর এবং উ-স্বরের পর ইচ্ছা অর্থে- সন্ প্রত্যয়ের দন্ত্য স্ পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য ষ** হয়। যেমন : জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা, চিকীর্ষা, জিগীষু, জিজীবিষু।

খ. **সম্বোধনসূচক শব্দে এ-কারের পর মূর্ধন্য ষ হয়।** যেমন : কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রীচরণেষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, বন্ধুবরেষু, সুহৃদবরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু।

➤ **লক্ষণীয় ।** সম্বোধনসূচক স্ত্রীবাচক শব্দে আ-কারের পর দন্ত্য স হয়। যেমন : কল্যাণীয়াসু, সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু, সুজনীয়াসু।

গ. 'স্পৃহ্ বা স্পন্দ' ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন : নিস্পৃহ, নিস্পন্দ ইত্যাদি।

ঘ. স্ফুট ও স্ফুর্ ধাতুর 'স' কখনো 'ষ' হয় না। যেমন : বিস্ফোরণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি।

➤ **বাংলা বানান সূত্র মনে রাখার কৌশল :**

দেশ, ভাষা, জাতির নামে কার হয় 'ই' অপ্রাণী, ইতরপ্রাণী তা-ও জেনেছি, উভয় ক্ষেত্রে ই-কার নিশ্চিত জানি সংস্কৃতের স্ত্রীবাচক ঈ-কার মানি। বিদেশি শব্দে 'ষ' হবে না কখনো	তৎসম ভিন্ন শব্দে 'ন' হয় জেনো, রেফ থাকলে বর্ণে দ্বিত্ব না-হয় অন্তে বিসর্গ বর্জন জানবে নিশ্চয়। জগৎ- বাচক -বিদ্যা-ত্ব-তা নী-ণী হলে শব্দান্তের 'ঈ' ই-কার হয় পণ্ডিতেরা বলে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ– [ক ২১-২২, ৭ কলেজ Science : ২১-২২]
(ক) গৃহিণী (খ) উষ্ণ (গ) সমর্পণ (ঘ) কঙ্কণ উ: (ঘ)

০২. 'দুর্নীতি' শব্দটিতে 'ণ'-ত্ব বিধানের নিয়ম প্রযুক্ত হয় না কেন? [ঘ ২১-২২]
(ক) সমাসবদ্ধ শব্দ বলে (খ) পূর্বে 'দ' ধ্বনি থাকায় (গ) তদ্ভব হওয়ায় (ঘ) পরে 'ন' ধ্বনি থাকায় উ: (ক)

০৩. নিচের কোনটি স্বভাবতই 'ণ' হয়েছে? [D : ২১-২২]
(ক) কৃপণ (খ) অর্পণ (গ) আপণ (ঘ) রামায়ণ উ: (গ)

০৪. সাধিত ষ-বিশিষ্ট নয় এমন শব্দ– [ঘ ০৭-০৮]
(ক) মূষিক (খ) অভিষেক (গ) দৃষ্টি (ঘ) সুষম উ: (ক)

০৫. নিচের কোন শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই মূর্ধন্য-ষ বসেছে? [ঘ ০৯-১০]
(ক) কৃষ্ণ (খ) কল্যাণীয়েষু (গ) ভাষ্য (ঘ) অভিষেক উ: (গ)

০৬. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানানের দৃষ্টান্ত? [ক ১২-১৩; খ-১৫-১৬]
(ক) ধরন, বরণ (খ) বর্ননা, পুরোণো
(গ) নেত্রকোনা, পরগনা (ঘ) রূপায়ণ, প্রণয়ন উ: (খ)

০৭. 'ণ-ত্ব' বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল? [ঘ ১২-১৩; ক-১৫-১৬]
(ক) পুরোনো (খ) ধরন (গ) পরগণা (ঘ) রূপায়ণ উ: (গ)

০৮. কোন বানানটি খাঁটি ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ? [ঘ-১৩-১৪]
(ক) বিশেষণ (খ) ষোড়শ (গ) ভূষণ (ঘ) স্পষ্ট উ: (ঘ)

০৯. 'স্ট' যুক্তব্যঞ্জনটি কোন ধরনের শব্দে ব্যবহৃত হয়? [ক ১৮-১৯]
(ক) তৎসম (খ) বিদেশি (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি উ: (খ)

১০. নিচের যে শব্দটিতে স্বভাবতই 'ণ' হয় [খ ১৮-১৯]
(ক) তৃণ (খ) লক্ষণ (গ) অর্পণ (ঘ) ভীষণ উ: (ক)

১১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন জোড়া অশুদ্ধ বানান? [খ ১৬-১৭]
(ক) দুর্নিবার, নবারুণ (খ) হরিণ, মূল্যায়ন
(গ) কেরাণি, পরগণা (ঘ) পণ, প্রণয়ন উ: (গ)

১২. 'ণ-ত্ব' বিধানের নিয়ম অনুসারে কোনটি অশুদ্ধ বানান? [খ ১৫-১৬]
(ক) পুরোনো (খ) ধরন (গ) ঝরনা (ঘ) বর্ননা উ: (ঘ)

১৩. কোন শব্দটি ষ-ত্ব বিধানের নিয়মের বাইরে? [খ ১১-১২]
(ক) বিষয় (খ) বর্ষা (গ) ভাষা (ঘ) কষ্ট উ: (গ)

১৪. তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নের তিনটি বর্ণের পূর্বে যুক্ত-ন সব সময় 'ণ' হয়- [খ ৯৬-৯৭]
(ক) ঠ, ফ, ত (খ) ট, ঠ, ড (গ) প, ট, স (ঘ) ড, ষ, ন উ: (খ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন গুচ্ছ অশুদ্ধ বানান? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) ত্রিকোণ, পুরোনো (খ) নেত্রকোনা, নিরূপণ (গ) ধরণ, ঝর্ণা (ঘ) হরিণ, রূপায়ণ উ: (গ)

০২. ষ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি ভুল? [ক ১২-১৩]
(ক) স্টেশন (খ) সুষম (গ) মিথষ্ক্রিয়া (ঘ) নিষ্পাপ উ: (গ)

০৩. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ? [খ ১৬-১৭]
(ক) পুরোণো, ধরণ (খ) ধারণা, ঝর্ণা (গ) বরণীয়, মানবীয় (ঘ) রূপায়ণ, প্রণয়ন উ: (ক)

০৪. কোনটি শুদ্ধ? [ঘ-১৩-১৪]
(ক) বিদেশি শব্দে 'ষ' হয় না (খ) খাঁটি বাংলা শব্দে 'ষ' হয় না
(গ) সংস্কৃত 'সাৎ' পদে 'ষ' হয় না (ঘ) সবগুলো উ: (ঘ)

০৫. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে ভুল বানান আছে কোন গুচ্ছে? [ক ১০-১১]
(ক) ধরন, ঝর্ণা (খ) পরিবহণ, ক্ষণকাল
(গ) গৃহকোন, পুন্যবাণ (ঘ) মূল্যায়ন, নিরূপণ উ: (গ)

০৬. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন শব্দগুচ্ছ অশুদ্ধ? [B- ১৬-১৭]
(ক) পুরোণো, ধরণ (খ) ধারণা, ঝর্ণা
(গ) বরণীয়, মানবীয় (ঘ) রূপায়ণ, প্রণয়ন উ: (ক)

০৭. কোন জাতীয় শব্দে 'ষ' ব্যবহার হয় না? [ক- ১৬-১৭]
(ক) অর্ধ-তৎসম (খ) বিদেশি (গ) সংস্কৃত (ঘ) তৎসম উ: (খ)

০৮. নিচের কোন শব্দটির বানানে 'ণ-ত্ব' বিধির নিয়ম ব্যবহৃত হয়নি? [ক- ১৬-১৭]
(ক) হরিণ (খ) পূর্বাহ্ণ (গ) অণু (ঘ) কর্ণ উ: (গ)

০৯. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি অশুদ্ধ? [D- ১২-১৩]
(ক) অপরাহ্ন (খ) পরিবহণ (গ) বিভীষণ (ঘ) রুগ্ণ উ: (ক)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোথায় 'ষ' হবে না? [C১৭-১৮]
(ক) অ, আ বর্ণের পরে (খ) সাৎ প্রত্যয়ে
(গ) রেফ, ঋ বা ঋ-কারের পর (ঘ) সমাসের পরের পদে উ: (ঙ)

০২. কোথায় 'ণ' হবে না : [C১৭-১৮]
(ক) সমাসবদ্ধ শব্দে (খ) পদের শেষে (গ) বিদেশি শব্দের বানানে (ঘ) দন্ত্যধ্বনির পরে উ: (ঙ)

০৩. কোনগুলি ষ-ত্ব বিধানের উদাহরণ? [জ ১১-১২]
(ক) পোশাক, মাস্টার (খ) করিস, দেশি (গ) আষাঢ়, উষা (ঘ) উষা, করিস উ: (গ)

CS CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. [illegible], কৃপণ- এগুলো কীসের উদাহরণ? [A : ২৩-২৪]
ক) সমাসের
খ) পদাশ্রয়ী অব্যয়ের
গ) ষ-ত্ব বিধানের
ঘ) ণ-ত্ব বিধানের
উ: (ঘ)

০২. 'ণ-ত্ব' বিধান অনুযায়ী কোন বানানটি অশুদ্ধ? [A : ২১-২২]
ক) নির্নিমেষ খ) রুগ্ন গ) পরিবহণ ঘ) অপরাহ্ন
উ: (খ)

Note: ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী 'নির্নিমেষ, পরিবহণ'- দুটো বানানই শুদ্ধ। ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী, 'রুগ্ন, অপরাহ্ন'- শব্দের শুদ্ধ রূপ : রুগ্ণ, অপরাহ্ণ'।

০৩. 'ষ-ত্ব' বিধান অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? [E ১৭-১৮]
ক) অপরাহ্ণ
খ) পূর্বাহ্ণ
গ) পূর্বাহ্ন
ঘ) ক ও খ উভয়ই
উ: (গ)

০৪. 'ষ-ত্ব' বিধান অনুসারে কোন বানানটি ভুল? [E ১৭-১৮]
ক) বৃষ্টি খ) রেজিষ্ট্রার গ) তুষ্ট ঘ) উৎকৃষ্ট
উ: (খ)

০৫. নিচের কোন শব্দে 'ণ' এর ভুল প্রয়োগ রয়েছে? [০৫-০৬]
ক) চাণক্য খ) মাণিক্য গ) গণ ঘ) ক্রন্দণ
উ: (ঘ)

০৬. ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসারে কোন শব্দটি যথার্থ? [খ ১১-১২]
ক) উত্তোরায়োণ খ) উত্তারায়ণ গ) উত্তরায়ণ ঘ) উত্তরায়ন
উ: (গ)

০৭. 'কর্ণিক' বানান কোন নিয়মে হয়েছে? [E ১৬-১৭, ০৯-১০]
ক) বর্ণ বিধান
খ) ণ-ত্ব বিধান
গ) ষ-ত্ব বিধান
ঘ) কোনোটিই নয়
উ: (খ)

০৮. কোন শব্দে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়েছে? [A : ২২-২৩]
ক) বর্ণমালা খ) অপরাহ্ণ গ) বিষাণ ঘ) লাবণ্য
উ: (ঘ)

০৯. 'তদ্ভব' শব্দের বানানে কোন বর্ণের ব্যবহার নেই? [A : ২২-২৩]
ক) শ খ) স গ) ষ ঘ) হ
উ: (গ)

১০. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন শ্রেণির শব্দে অনুসৃত হয়? [A : ২০-২১]
ক) দেশি খ) বিদেশি গ) খাঁটি বাংলা ঘ) তৎসম
উ: (ঘ)

১১. শুদ্ধ বানানটি চিহ্নিত কর : [E- ১৬-১৭]
ক) মূর্ধণ্য খ) মুর্ধণ্য গ) মুর্ধন্য ঘ) মূর্ধন্য
উ: (ঘ)

১২. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে অশুদ্ধ বানান কোনটি? [E- ১৬-১৭]
ক) ধরন খ) মূল্যায়ণ গ) গৃহকোণ ঘ) পরিবহন
উ: (খ)

১৩. ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [A : ১৬-১৭]
ক) ধ্বনিতত্ত্ব
খ) শব্দতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব
ঘ) কোনোটিই নয়
উ: (ক)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন ধরনের শব্দে ণ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য? [D1 : ২৩-২৪;রাবি: A-21-22,E-17-18]
ক) তদ্ভব খ) বিদেশি গ) দেশি ঘ) তৎসম
উ: (ঘ)

০২. কোন ধরনের শব্দে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না? [D : ২৩-২৪: ঢাবি-গ-১৬-১৭,রাবি-F-16-17]
ক) তৎসম খ) তদ্ভব গ) বিদেশি ঘ) কোনোটিই নয়

Note: বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধন্য- ণ ও মূর্ধন্য- ষ ধ্বনির ব্যবহার নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানানে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য হবে না।

০৩. কোন শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? [D সেট-৩; ২২-২৩]
ক) তৃষ্ণা খ) চিহ্ন গ) অন্ন ঘ) নিম্ন
উ: (ক)

০৪. ষ-ত্ব বিধি হলো- [খ ০৩-০৪]
ক) বাক্য গঠন রীতি
খ) পদক্রম
গ) ষ-এর ব্যবহার বিধি
ঘ) শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়
উ: (গ)

০৫. কোন শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' এর ব্যবহার রয়েছে? [D 12-13]
ক) চিহ্ন খ) অন্ন গ) যত্ন ঘ) তৃষ্ণা
উ: (ঘ)

০৬. ণ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [D- ১৪-১৫]
ক) রূপতত্ত্বে
খ) ধ্বনিতত্ত্বে
গ) বাক্যতত্ত্বে
ঘ) শব্দতত্ত্বে
উ: (খ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দুর্নিবার' ও 'দুর্নাম' শব্দ দুটিতে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়নি কেন? [A : ২৩-২৪; GST-A-21-22]
ক) ণ-ত্ব বিধান অনুসারে
খ) সমাসবদ্ধ বলে
গ) সন্ধিজনিত কারণে
ঘ) বিদেশি শব্দ বলে
উ: (খ)

০২. বিদেশি শব্দের বানানের ক্ষেত্রে কোন ধ্বনির ব্যবহারের প্রয়োজন নেই? [B : ২১-২২]
ক) শ খ) স গ) ষ ঘ) য়
উ: (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি ণ-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে হয়েছে? [E ১৯-২০]
ক) বাণিজ্য খ) লবণ গ) অগ্রায়ণ ঘ) মাণিক্য
উ: (গ)

০২. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে? [B ১৭-১৮]
ক) নিপুণ খ) হরিণ গ) শ্রাবণ ঘ) ঘণ্টা
উ: (ক)

০৩. খাঁটি বাংলা শব্দে নিচের কোনটি যুক্ত হয় না? [C ১৭-১৮]
ক) ণ খ) ন গ) ষন ঘ) য
উ: (ক)

০৪. ঋ, র, ষ এর পরে সাধারণত কোনটি বসে? [কলা ও মানবিক ১২-১৩]
ক) ণ খ) ন গ) ণা ঘ) র্ন
উ: (ক)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য মূর্ধন্য 'ষ' কোন শব্দে বর্তমান? [AL ১৮-১৯; কুবি C ১৮-১৯;খুবি S ১৬-১৭]
ক) কষ্ট
খ) কল্যাণীয়েষু
গ) উপনিষদ
ঘ) আষাঢ়
উ: (ঘ)

০২. স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ষ' ব্যবহারের উদাহরণ : [ক ১৬-১৭]
ক) প্রতিষ্ঠান খ) নষ্ট গ) সুষুপ্ত ঘ) রোষ
উ: (ঘ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ট' ও 'ঠ' এর আগে কী হয়? [C ১৭-১৮]
ক) মূর্ধন্য 'ষ'
খ) দন্ত্য 'স'
গ) তালব্য 'শ'
ঘ) কোনোটিই নয়
উ: (ক)

০২. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান ব্যাকরণের যে অংশে আলোচিত হয়? [A ১৩-১৪; রাবি ক ১৬-১৭]
ক) ধ্বনিতত্ত্বে খ) শব্দতত্ত্বে গ) বাক্যতত্ত্বে ঘ) রূপতত্ত্বে
উ: (ক)

০৩. কোনটি ষ-ত্ব বিধান? [A-১৫-১৬]
ক) তৎসম শব্দে 'স' –এর স্থানে 'ষ' হয়
খ) রেফ এবং ঋ/ঋ–কারের পরে 'ষ' হয়
গ) রেফ, র-ফলা, ঋ এবং ঋ-কারের পরে 'ষ' হয়
ঘ) ট-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'স' সংযুক্ত হয়
উ: (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ষ-ত্ব' বিধানের ব্যতিক্রম কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক) ভাষা খ) দুষ্কর গ) সুষ্ঠু ঘ) অফিস
উ: (ক)

০২. নিচের কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে 'ণ'-এর ব্যবহার হয়েছে? [B ১৭-১৮]
ক) কল্যাণ খ) প্রবণ গ) নিক্বণ ঘ) বিপণি
উ: (খ)

০৩. খাঁটি বাংলা শব্দে যুক্ত হয়- [B-১৫-১৬]
ক) য খ) ষ গ) ণ ঘ) স
উ: (ঘ)

০৪. কোন শব্দ দুটিতে স্বভাবতই 'ণ' ও 'ষ' হয়েছে? [B-১৫-১৬]
ক) রামায়ণ, উৎকৃষ্ট খ) বর্ণনা, অনুষঙ্গ গ) কৃপণ, মুমূর্ষু ঘ) গণনা, পাষাণ
উ: (ঘ)

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য 'ণ' হয়েছে? [B ১৯-২০]
ক) ঘণ্টা
খ) ব্যাকরণ
গ) কণিকা
ঘ) ভাষণ
উ: (গ)

০২. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে নিচের কোনটি অশুদ্ধ? [A ১৬-১৭]
ক) রূপায়ন খ) পুরোনো গ) মূল্যায়ন ঘ) নিরূপণ
উ: (ক)

০৩. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [A- ১৪-১৫]
ক) বাংলা
খ) খাঁটি বাংলা
গ) তৎসম
ঘ) তদ্ভব
উ: (গ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটিতে ণ-ত্ব বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫; রাবি E ১৬-১৭]
ক) বিষণ্ন খ) ভিক্ষান্ন গ) ঘণ্টা ঘ) পরিবহন
উ: (ঘ)

০২. কোনটিতে ষ-ত্ব বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) পরিষ্কার খ) বিষণ্ন গ) নিষ্ফল ঘ) কল্যাণীয়েষু
উ: (ক)

০৩. কোনটি নিত্য মূর্ধণ্য ষ বাচক শব্দ? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫; ঢাবি খ ১১-১২]
ক) পরিষ্কার খ) তৃষ্ণা গ) ভাষা ঘ) বৃষ্টি
উ: (গ)

০৪. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ? [গ- ১২-১৩]
ক) ধরন খ) ধারনা গ) ভিখারিণী ঘ) ঝরণা
উ: (ক)

CamScanner

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ণ-ত্ব বিধান অনুসারে নিচের কোন বানানটি অশুদ্ধ? [F ১৮-১৯]
ⓚ রূপায়ণ ⓚ গ্রহণ
ⓖ পুরণো ⓖ নিরূপণ — উ: (গ)

০২. নিচের কোন শব্দে কোনো নিয়ম ছাড়াই মূর্ধন্য 'ষ' বসেছে? [E ১৭-১৮]
(ক) কৃষ্ণ (খ) ভাষা
(গ) কল্যাণীয়েষু (ঘ) অভিষেক — উ: (খ)

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন বানানে নিত্যই মূর্ধন্য 'ণ' হবে? [I ১৬-১৭]
(ক) বেণু (খ) পরিমাণ
(গ) দর্পণ (ঘ) ঘণ্টা — উ: (ক)

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. নিত্য মূর্ধন্য-ণ বাচক শব্দ– [বিজ্ঞান : ২৩-২৪:ঢাবি-ক-১৬-১৭,গ-১২-১৩]
(ক) গৃহিণী (খ) উষ্ণ
(গ) সমর্পণ (ঘ) পুণ্য — উ: (ঘ)

০২. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী অশুদ্ধ শব্দ– [চারুকলা : ২৩-২৪:ঢাবি-ক-১৯-২০]
(ক) দারুণ (খ) দুর্ণীতি
(গ) বর্ণ (ঘ) মূল্যায়ন — উ: (খ)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল

০১. নিচের কোন শব্দদ্বয়ে 'ষ' কোনো নিয়ম অনুসারে হয় নি? [FSSS : ২৩-২৪]
(ক) প্রতিষ্ঠান, রোষ (খ) বর্ষা, অনুষ্ঠান (গ) কৃষক, ভাষা
(ঘ) ভাষণ, পৌষ (ঙ) ওষ্ঠ, উষা — উ: (ঘ)

০২. কোন শব্দটিতে স্বভাবতই মূর্ধণ্য হয়নি- [FASS ইউনিট- ২২-২৩]
(ক) পুণ্য (খ) তৃণ (গ) কঙ্কণ (ঘ) হরিণ — উ: (খ)

বিএসসি এন্ড ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কলেজ

০১. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোনটি শুদ্ধ? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
(ক) পূর্বাহ্ণ (খ) গঠন (গ) মধ্যহ্ন (ঘ) রুগ্ন — উ: (ক)

ঢাবি অধিভুক্ত সাত কলেজ

০১. 'ষত্ব বিধান' কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
(ক) তৎসম শব্দে (খ) অর্ধতৎসম শব্দে (গ) দেশি শব্দে (ঘ) ইংরেজি শব্দে — উ: (ক)

০২. নিত্য মূর্ধন্য-ণ শব্দের উদাহরণ? [বিজ্ঞান- ২১-২২]
(ক) গৃহিণী (খ) উষ্ণ (গ) সমর্পণ (ঘ) কঙ্কণ — উ: (ঘ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোনটি অশুদ্ধ? [১৯-২০]
(ক) কর্ণ (খ) প্রণাম (গ) দূষণ (ঘ) দুর্ণাম — উ: (ঘ)

০২. নিত্য মূর্ধন্য 'ণ' বাচক শব্দ কোনটি? [১৬-১৭: ঢাবি ক ১৮-১৯]
(ক) তৃণ (খ) গ্রহণ (গ) লক্ষণ (ঘ) লবণ — উ: (ঘ)

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোন শব্দে ণত্ব বিধি অনুসারে 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]
(ক) কল্যাণ (খ) প্রবণ (গ) নিক্বণ (ঘ) বিপণি — উ: (খ)

০২. নিত্য মূর্ধন্য-ষ কোন শব্দে বর্তমান? [২৪তম বিসিএস: ২০তম বিসিএস]
(ক) কষ্ট (খ) উপনিষৎ (গ) কল্যাণীয়েষু (ঘ) আষাঢ় — উ: (খ)

০৩. ণ-ত্ব বিধি সাধারণত কোন শব্দে প্রযোজ্য? [২১তম বিসিএস]
(ক) দেশী (খ) বিদেশী
(গ) তৎসম (ঘ) তদ্ভব — উ: (গ)

SELF TEST MCQ

০১. কোন দুটি উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুতে 'ষ' হয়?
(ক) অ-কারান্ত ও আ-কারান্ত (খ) ই-কারান্ত ও উ -কারান্ত
(গ) এ-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত (ঘ) ও-কারান্ত ও ঐ-কারান্ত

০২. কোন শব্দে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য নয়?
(ক) সন্ধিসাধিত (খ) সমাসসাধিত
(গ) প্রত্যয়সাধিত (ঘ) উপসর্গসাধিত

০৩. 'তৎসম' শব্দে 'ঋ, র' এর পরে কোনটি বসবে?
(ক) স (খ) ষ (গ) ণ (ঘ) য়

০৪. বিদেশি এবং খাঁটি বাংলা শব্দের বানানে সর্বদাই–
(ক) ণ হয় (খ) ন হয়
(গ) মাঝে মাঝে ণ হয় (ঘ) ণ ও ন উভয়ই হয়

০৫. কোন ক্ষেত্রে ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম ঠিক থাকে না?
(ক) দুটি বর্ণের মিলনে সন্ধি হলে (খ) কারক নির্ণয়ে
(গ) সমাসবদ্ধ দু পদের পার্থক্য থাকলে (ঘ) শব্দের বানানে

০৬. স্বভাবতই 'ণ' ব্যবহার হয়েছে নিচের কোনটিতে?
(ক) তৃণ (খ) মরণ (গ) কাণ্ড (ঘ) ভাণ

০৭. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' রক্ষিত হয়েছে?
(ক) ব্রাহ্মণ (খ) শাণ (গ) হরিণ (ঘ) বর্ণ

০৮. নিচের কোন শব্দটি স্বভাবতই ষ-ত্ব বিধি অনুসারে শুদ্ধ?
(ক) কোষ (খ) বর্ষা
(গ) সুষমা (ঘ) মুমূর্ষু

০৯. কোন শব্দে স্বভাবতই ষ হয়?
(ক) বাম (খ) পৌষ (গ) সুমনা (ঘ) ষষ্ঠী

১০. ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?
(ক) দুর্নীতি (খ) দুর্ণাম
(গ) গনণা (ঘ) আপোশ

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer									
১০.ক	০৯.খ	০৮.ক	০৭.খ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.খ	০৩.গ	০২.খ	০১.খ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান কোন রীতিতে প্রযোজ্য?
০২. তিনটি স্বভাবতই ণ ব্যবহৃত শব্দ লেখ।
০৩. সমাসবদ্ধ শব্দে কীসের ব্যবহার হয় না?
০৪. সাৎ প্রত্যয় যুক্ত শব্দে কীসের ব্যবহার হয় না?
০৫. তিনটি স্বভাবতই ষ ব্যবহৃত শব্দ লেখ।

উত্তর :

০১. সংস্কৃত/তৎসম রীতিতে।
০২. চাণক্য, মাণিক্য ও বাণিজ্য।
০৩. সমাস শব্দে ণ-এর ব্যবহার হয় না।
০৪. ষ-এর ব্যবহার হয় না।
০৫. আষাঢ়, ঈষৎ, ভাষা।

অধ্যায় ০৮

ধ্বনির পরিবর্তন
Sound Change

ধ্বনির পরিবর্তনের সংজ্ঞা ও বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন

০১. **সংজ্ঞা :** ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চারণের সময় সহজীকরণের প্রবণতায় শব্দের মূলধ্বনির যেসব পরিবর্তন ঘটে, তাকে ধ্বনির পরিবর্তন বলে। যেমন : স্টেশন > ইস্টিশন, শরীর > শরীল।

নিচে ধ্বনির পরিবর্তনের নানা প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :

০২. **স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্তে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে স্বরাগম বলে।

ক. **আদি স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। যেমন : স্কুল > ইস্কুল, স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্টেশন > ইস্টিশন।

খ. **মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি :** সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন :

অ	রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।	ই	প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
উ	মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রু > ভুরু ইত্যাদি।	এ	গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।
ও	শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।		

গ. **অন্ত্য স্বরাগম :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন হলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন : বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি, কড়া > কড়াই, পোখ্‌ত > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০৩. **অপিনিহিতি :** পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমন : আজি >আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ। এরূপে : রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা, মারি > মাইর, কালি > কাইল, রাতি > রাইত, যজ্ঞ > যইগ্য ইত্যাদি।

০৪. **অসমীকরণ :** একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন হয় তখন তাকে অসমীকরণ বলে। যেমন : অ + অ > আ, ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ, গপ + গপ > গপাগপ ইত্যাদি।

০৪. **স্বরসঙ্গতি :** একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো ইত্যাদি।

ক. **প্রগত স্বরসঙ্গতি :** পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, রূপা > রুপো, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে, খুড়া > খুড়ো, শিকা > শিকে, উনান > উনুন, দুটা > দুটো, কুড়াল > কুড়োল, জুতা > জুতো, বুড়া > বুড়ো, ধুনারি > ধুনুরি, নৌকা > নৌকো ইত্যাদি।

খ. **মধ্য স্বরসঙ্গতি :** আদি বা অন্ত্য স্বরধ্বনি দ্বারা বা উভয় স্বরধ্বনি দ্বারা মধ্যস্বর প্রভাবিত হলে, তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : জিলাপি > জিলিপি, ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, এখনি > এখুনি, হিসাবি > হিসিবি ইত্যাদি।

গ. **পরাগত স্বরসঙ্গতি :** পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে, তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিড়াল > বেড়াল, দেশি > দিশি, চিনা > চেনা, লিখা > লেখা, উঠা > ওঠা, শুনা > শোনা, বেটি > বিটি, মিলা > মেলা, ফিরা > ফেরা ইত্যাদি।

ঘ. **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি :** আদি ও অন্ত্য উভয় স্বরধ্বনিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে ভিন্ন স্বরধ্বনি সৃষ্টি করলে, তাকে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো, পোষা > পুষ্যি ইত্যাদি।

০৫. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ :** দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. **আদিস্বর লোপ :** শব্দের আদি স্বর লোপ হলে তাকে আদিস্বর লোপ বলে। যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, এড়ণ্ড > রেড়ী, উদ্ধার > উধার > ধার ইত্যাদি।

খ. **মধ্যস্বর লোপ :** শব্দের মধ্যে স্বরলোপ হলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ, গামোছা > গামছা, নারিকেল > নারকেল ইত্যাদি।

গ. **অন্ত্যস্বর লোপ :** শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ হলে তাকে অন্ত্যস্বর লোপ বলে। যেমন : আজি > আজ, চারি > চার, আশা > আশ, সন্ধ্যা > সাঁজ, রাতি > রাত ইত্যাদি।

০৬. **ধ্বনি বিপর্যয় :** শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান বিনিময়ের ফলে ধ্বনিগত যে অসংগতির সৃষ্টি হয়, তা-ই ধ্বনি বিপর্যয়। যেমন : বাক্স > বাসক, বারাণসী > বেনারসি, লোকসান > লোসকান, ডেস্ক > ডেস্‌ক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

০৭. **সমীভবন :** শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্নধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমন : জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. **প্রগত সমীভবন :** পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন : পক্ব > পক্ক, চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ্দ, চন্দন > চন্নন, লগ্ন > লগ্গ ইত্যাদি।

খ. **পরাগত সমীভবন :** পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির সদৃশরূপ প্রাপ্ত হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন : তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, বদ + জাত > বজ্জাত, বিপদ + জনক > বিপজ্জনক, রাঁধ + না > রান্না, কাঁদ + না > কান্না ইত্যাদি।

গ. **অন্যোন্য সমীভবন :** পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় ধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করে অন্য একটি ধ্বনিতে সদৃশরূপে পরিবর্তিত হলে তাকে অন্যোন্য বা পারস্পরিক সমীভবন বলে। যেমন : সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা, তৎশক্তি > তচ্ছক্তি, উৎশৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল, কুৎসিত > কুচ্ছিত, বিশ্রী > বিচ্ছিরি, বৎসর > বচ্ছর ইত্যাদি।

০৮. **বিষমীভবন :** দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, তরবার > তরোয়াল, আরমারি > আলমারি ইত্যাদি।

০৯. **দ্বিত্ব ব্যঞ্জন :** কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বা দ্বিত্ব ব্যঞ্জন। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, একেবারে > এক্কেবারে, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট ইত্যাদি।

১০. **ব্যঞ্জন বিকৃতি :** শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন : কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

১১. **ব্যঞ্জনচ্যুতি :** পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ হওয়াকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। যেমন : বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা, ভাই শ্বশুর > ভাশুর।

১২. **অন্তর্হিতি :** পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হিতি বলে। যেমন : ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, অড়ল > বড়র, কদলক > কলা ইত্যাদি।

১৩. **অভিশ্রুতি :** অভিশ্রুতি অপিনিহিতির পরবর্তী পর্যায়। বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি (অপিনিহিতির 'ই' বা 'উ') পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে, তাকে অভিশ্রুতি বলে। যেমন : জালিয়া > জাইলা > জেলে, রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে, করিয়া > কইর‍্যা > করে।

১৪. **র-কার লোপ :** আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

১৫. **হ-কার লোপ :** আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দু স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমন : পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, আল্লাহ > আল্লা, শাহ্ > শা ইত্যাদি।

১৬. **য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি :** শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক-স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারণ হয়। এ অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন : মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ : নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

CamScanner

ধ্বনির পরিবর্তনের সহজ পাঠ

☞ ধ্বনির পরিবর্তন দুই প্রকার/ধরনের। যথা :

স্বরধ্বনির পরিবর্তন ও ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

স্বরধ্বনির পরিবর্তন	ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন
১. স্বর শব্দটি থাকলে স্বর ধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : স্বরাগম (আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম, অন্ত্য স্বরাগম) স্বরসঙ্গতি, স্বরলোপ।	১. ব্যঞ্জন শব্দটি থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : দ্বিত্ব ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জন বিকৃতি, ব্যঞ্জনচ্যুতি।
২. শব্দের প্রথম বর্ণ স্বরবর্ণ হলে স্বরধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অসমীকরণ।	২. শব্দের প্রথম বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হলে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। যেমন : ধ্বনি বিপর্যয়, সমীভবন, বিষমীভবন, র-কার লোপ, হ-কার লোপ।
ব্যতিক্রম : অন্তর্হতি (শব্দের প্রথমে স্বরবর্ণ থাকলেও এটি ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন)	

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

০১. বিষমীভবন ও ব্যঞ্জনচ্যুতি (সমধ্বনির ব্যাপার)

- দুটি সমবর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনির একটির পরিবর্তন হলে, তাকে বিষমীভবন বলে। যেমন : শরীর > শরীল, লাল > নাল, জানালা > জানলা।
- দুটি সমবর্ণের ব্যঞ্জনধ্বনির একটি লোপ পেলে তাকে ব্যঞ্জনচ্যুতি বলে। যেমন : বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা, বড়দিদি > বড়দি, ঠাকুরদাদা > ঠাকুরদা।

০২. ব্যঞ্জন বিকৃতি ও ধ্বনি বিপর্যয় (শব্দের মধ্য হতে বর্ণের পরিবর্তন হবে)

- শব্দের মধ্য থেকে ধ্বনি রূপ পরিবর্তন হয়ে নতুন ধ্বনি আসলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন : কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।
- শব্দের মধ্য থেকে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন হওয়াকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন : রিকশা > রিসকা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, বাক্স > বাস্ক, জাপানি > জেপানি।

০৩. অন্তর্হতি ও হ-কার লোপ (শব্দের মধ্য হতে বর্ণ লোপ পায়)

- শব্দের মধ্য হতে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন : ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, বড়দিদি > বড়দি, গ্রীষ্ম > গিষ্মি।
- শব্দের মধ্য হতে শুধু হ হারিয়ে গেলে তাকে হ-কার লোপ বলে যেমন : পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, শাহ > শা।

বি.দ্র : শব্দের মধ্য থেকে স্বরধ্বনি সহকারে যদি হ লোপ পায়, তাহলে অন্তর্হতি হয়। আলাহিদা > আলাদা

ii. শব্দের মধ্য থেকে যদি শুধু হ লোপ পায়, তাহলে হ-কার লোপ হয়। অলাহিনা > অলাইনা

০৪. দ্বিত্ব ব্যঞ্জন এবং র-কার লোপ (একই একটি বর্ণ দ্বিত্ব হবে)

- শব্দকে জোর দিয়ে উচ্চারণ করার জন্য বর্ণ যুক্ত বা দ্বিত্ব হলে, ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়। যেমন : পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, বড় > বড্ড, ছোট > ছোট্ট।
- র-কার লোপ পেয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমন : তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

০৫. য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি : শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক-স্বর) না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (Y) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারণ হয়। এ অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমন : মা + আমার = মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ : নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

০৬. সমীভবন : শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। যেমন : জন্ম > জন্ন, কাঁদনা > কান্না।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

০১. **স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন (সমীভবন ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন)**

- **স্বরসঙ্গতি** : একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি

স্বরসঙ্গতি হলো স্বরধ্বনির পরিবর্তন, অন্যদিকে সমীভবন হলো ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন। কিন্তু স্বরসঙ্গতি ও সমীভবন দুটিরই তিনটি সম ধরনের প্রকারভেদ আছে। যথা :

স্বরসঙ্গতি	সমীভবন
ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি	ক. প্রগত সমীভবন
খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি	খ. পরাগত সমীভবন
গ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি	গ. অন্যোন্য সমীভবন

☞ স্বরসঙ্গতিতে একটি অতিরিক্ত প্রকারভেদ আছে। যথা : মধ্যগত স্বরসঙ্গতি।

ক. **প্রগত স্বরসঙ্গতি ও প্রগত সমীভবন**

- আদি স্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : মুলা > মুলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো, পূজা > পুজো, ফলা > ফলে, কুমড়া > কুমড়ো, ইচ্ছা > ইচ্ছে, জুতা > জুতো, ভুলি > ভুলি।
- আদি ধ্বনি (ব্যঞ্জন) অনুযায়ী অন্ত্য ধ্বনি পরিবর্তিত হলে প্রগত সমীভবন হয়। যেমন : চক্র > চক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্গ, পক্ব > পক্ক, চক্র > চক্ক।

খ. **পরাগত স্বরসঙ্গতি ও পরাগত সমীভবন**

- অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : দেশি > দিশি, আখো > এখো, বিলা > বেলা, মিথ্যা > মেথ্যা, শুনা > শোনা, বেটি > বিটি, কিরা > কেরা।
- পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন : তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ, সৎ + জন > সজ্জন, বিপদ + জনক > বিপজ্জনক, হীন + না > হীন্না, তাঁর + না > তান্না।

গ. **অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি ও অন্যোন্য সমীভবন**

- আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন : মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো, পোকা > পুকো।
- যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে। যেমন : সত্য (সংস্কৃত) > সচ্চ (প্রাকৃত), বিদ্যা (সংস্কৃত) > বিজ্জা (প্রাকৃত), উৎশ্বাস > উচ্ছাস, উৎকণ্ঠা > উকণ্ঠা, উজ্জ্বল, কুৎসিত > কুচ্ছিত, বিশ্রী > বিচ্ছিরি।

ঘ. **মধ্যগত স্বরসঙ্গতি** : আদ্য ও অন্ত্য ধ্বনির প্রভাবে মাঝের ধ্বনির পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : বিলাতি > বিলিতি, জিলাপি > জিলিপি, হিসাবি > হিসিবি, এখনি > এখুনি, ভিখারি > ভিখিরি।

০২. **অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি (ই-কার ও উ-কারের ব্যাপার)**

- পরের ই-কার বা উ-কার আগে উচ্চারিত হলে অপিনিহিতি হয়। যেমন : আজি > আইজ, চারি > চাইর, সাধু > সাউধ, রাখিয়া > রাইখ্যা, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা, মারি > মাইর, কালি > কাইল, রাতি > রাইত, যজ্ঞ > যইগ্য।
- বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে অভিশ্রুতি বলে। (মনে রাখার সহজ উপায়– সাধু থেকে চলিত হবে) যেমন : করিয়া > করে, শুনিয়া > শুনে, জালিয়া > জাইল্যা > জেলে, রাখিয়া > রাইখ্যা > রেখে।

০৩. **স্বরাগম : স্বরধ্বনির আগমন ঘটে।**

- **আদিস্বরাগম** : শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি আসে। যেমন : স্কুল > ইস্কুল, স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্টেশন > ইস্টিশন।
- **মধ্যস্বরাগম** : শব্দের মাঝে স্বরধ্বনি আসে। যেমন : রত্ন > রতন

অ	ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।
ই	প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
উ	মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রু > ভুরু ইত্যাদি।
এ	গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।
ও	শ্লোক > শোলোক, মুরগ > মুরোগ > মোরগ ইত্যাদি।

- **অন্ত্যস্বরাগম** : শব্দের শেষে স্বরধ্বনি আসে। যেমন : দিশ > দিশা, সত্য > সত্যি, বেঞ্চ > বেঞ্চি, কড়া > কড়াই, পোখত্ > পোক্ত, নস্য > নস্যি।

০৪. **সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ** : দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমন : বসতি > বস্‌তি, জানালা > জান্‌লা ইত্যাদি।

ক. **আদিস্বরলোপ (Aphesis)** : যেমন : অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার।

খ. **মধ্যস্বর লোপ (Syncope)** : যেমন : অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

গ. **অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope)** : যেমন : আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার (বাংলা), সন্ধ্যা > সঞ্‌ঝা > সাঁঝ। (স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া।)

০৫. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে স্বরভক্তি বলে। যেমন ধপ + ধপ > ধপাধপ, পট + পট > পটাপট, টপ + টপ > টপাটপ।

CamScanner

কয়েকটি বিশেষ প্রসঙ্গ

[illegible]

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible]

১৫. [illegible] (উত্তর: [illegible])

১৬. 'ফুল > ফুল' এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [illegible]

১৭. [illegible]

১৮. [illegible]

১৯. [illegible]

Note: [illegible]

২০. কোনটি [illegible] উদাহরণ? [illegible]

২১. [illegible]

২২. [illegible] কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) নাসিক্যীভবন [illegible]

২৩. দুটি [illegible] একটির পরিবর্তনকে কী বলে? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] [illegible]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি [illegible] উদাহরণ? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) সাধু > সাউধ
(গ) [illegible] (ঘ) ফুল > ফিউল [illegible]

০২. [illegible] এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) অপপাঠ (ঘ) ধ্বনিতাত্ত্বিক [illegible]

০৩. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে কী বলে? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) সমীভবন [illegible]

০৪. কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) কবাট > কপাট (ঘ) লগ্ন > লগন [illegible]

০৫. 'বাক্স > বাস্ক' হওয়ার রীতিকে বলা হয়– [ঘ ০৮-০৯]
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ ধ্বনিসাম্য
গ ধ্বনিলোপ ঘ ব্যঞ্জনাগম
উ: ক

০৬. 'থৈরজ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে যে নিয়মসূত্রে– [ঘ ০৯-১০]
ক স্বরসঙ্গতি খ স্বরভক্তি
গ অভিশ্রুতি ঘ অপিনিহিতি
উ: খ

০৭. নিচের কোনটি স্বরসঙ্গতির উদাহরণ? [খ ১১-১২]
ক জন্ম > জনম খ হিসাব > হিসেব
গ মুক্তা > মুক্তা ঘ কন্যা > কইন্যা
উ: খ

০৮. 'তুলতুলা > লুতলুতা' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [খ ১২-১৩]
ক সমাক্ষর লোপ খ সমীকরণ
গ ব্যঞ্জনচ্যুতি ঘ ধ্বনি বিপর্যয়
উ: ঘ

০৯. নিচের কোনটিতে মধ্য-স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে? [ঘ ১৪-১৫]
ক ফিল্ম > ফিলিম খ সত্য > সত্যি
গ গ্লাস > গেলাস ঘ শিকা > শিকে
Note : 'ফিল্ম > ফিলিম, গ্লাস > গেলাস'– মধ্যস্বরাগমের দৃষ্টান্ত। সত্য > সত্যি– অন্ত্যস্বরাগম এবং শিকা > শিকে– প্রগত স্বর সঙ্গতির দৃষ্টান্ত।

১০. 'মিছা > মিছে' শব্দটির ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র কোনটি? [ক-১৫-১৬]
ক স্বরসংগতি খ সমীভবন
গ ব্যঞ্জন বিপর্যয় ঘ অন্ত্যস্বরাগম
উ: ক

১১. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? [ঘ ১৬-১৭]
ক স্ত্রী > ইস্ত্রী খ স্বপ্ন > স্বপন
গ ভাগ্য > ভাইগ্য ঘ পূজা > পুজো
উ: গ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সমীভবন এর উদাহরণ নয়? [B-২২-২৩]
ক জন্ম > জম্ম খ তৎ + হিত > তদ্ধিত
গ লাল > নাল ঘ পক্ব > পক্ক
উ: গ

০২. 'অভিশ্রুতি' জাত শব্দ হলো- [B-২২-২৩]
ক হাটুয়া > হাউটা খ চাহে > চায়
গ কবাট > কপাট ঘ শরীর > শরীল
উ: ক

০৩. 'জন্ম > জম্ম এবং কাঁদনা > কান্না' শব্দ দুইটি নিচের কোনটির উদাহরণ? [B : ২১-২২]
ক অসমীকরণ খ অভিশ্রুতি
গ সমীভবন ঘ স্বরসঙ্গতি
উ: গ

০৪. 'টপ + টপ > টপাটপ' নিচের কোনটির উদাহরণ? [D : ২১-২২]
ক অসমীকরণ খ অপিনিহিতি গ ধ্বনি বিপর্যয় ঘ সমীভবন
উ: ক

০৫. দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে কী বলা হয়? [C ১৯-২০]
ক সমীভবন খ অভিশ্রুতি
গ স্বরসঙ্গতি ঘ সম্প্রকর্ষ
উ: ঘ

০৬. শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে? [C ১৯-২০]
ক ব্যঞ্জনচ্যুতি খ সমীভবন গ অপিনিহিতি ঘ সমীকরণ
Note : শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন : লাফ > ফাল।

০৭. 'ফল্যাহার > ফলার' শব্দের এই পরিবর্তনকে কী বলে? [C ১৯-২০]
ক স্বরসঙ্গতি খ অভিশ্রুতি গ অন্তর্হতি ঘ ব্যঞ্জনচ্যুতি
উ: গ

০৮. 'বড় দাদা > বড়দা' শব্দের এই পরিবর্তনকে কী বলে? [C ১৯-২০]
ক অন্তর্হতি খ অভিশ্রুতি গ স্বরসঙ্গতি ঘ ব্যঞ্জনচ্যুতি
উ: ঘ

০৯. দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলা হয়? [C ১৯-২০; বশেমুরবিপ্রবি B ১৭-১৮; কুবি B ১৪-১৫]
ক অন্যোন্য সমীভবন খ প্রগত সমীভবন
গ বিষমীভবন ঘ ব্যঞ্জনচ্যুতি
উ: গ

১০. পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তনকে বলে–[C ১৯-২০]
ক পরাগত সমীভবন খ প্রগত সমীভবন গ অন্যোন্য সমীভবন ঘ বিষমীভবন
উ: ক

১১. নিচের কোনটি ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ? [F : ১৪-১৫]
ক লাল > নাল খ রিকসা > রিসকা
গ ধোবা > ধোপা ঘ বড় দাদা > বড়দা
উ: গ

১২. স্বরসংগতির উদাহরণ কোনটি? [F, সেট-3 : ১৪-১৫; জাককানবি ক ১৩-১৪]
ক হইবে > হবে খ রাত্রি > রাইত
গ জালিয়া > জাইল্যা ঘ দেশি > দিশি
উ: খ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বড়দিদি' থেকে আগত 'বউদি' শব্দটি এসেছে–? [রাবি ক-২০-২১]
ক সমীভবন খ বর্ণবিকৃতি গ বর্ণচ্যুতি ঘ অভিশ্রুতি
উ: গ

০২. সমীভবন কী? [রাবি ক-২০-২১]
ক য-ত্ব বিধান খ বিদেশি শব্দ
গ দুটো ব্যঞ্জনের এক রকম হওয়া ঘ দুটো স্বর আলাদা হওয়া
উ: গ

০৩. নিচের কোনটি 'সমীভবনের' নিয়মে সাধিত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক স্বর্ণ খ কান্না গ বাক্য ঘ ফাল
উ: খ

০৪. শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন : রিক্সা > রিসকা), তাকে বলে– [D ১৭-১৮; যবিপ্রবি E ১৩-১৪]
ক শব্দ বিপর্যয় খ ধ্বনি বিপর্যয়
গ সমাক্ষর লোপ ঘ আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট
উ: খ

০৫. শব্দের মধ্যে নিচের কোনটি লোপ পেলে ধ্বনি বিপর্যয় বলে? [K ১৭-১৮]
ক ব্যঞ্জন খ মধ্যস্বর গ আদিস্বর ঘ স্বর
উ: ক

০৬. পরের 'ই-কার' আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে? [F ১৪-১৫]
ক সমীভবন খ অপিনিহিতি গ অভিশ্রুতি ঘ বিপ্রকর্ষ
উ: খ

০৭. অভিশ্রুতির ক্ষেত্রে কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়? [রাবি ১৩-১৪]
ক ঐ খ ই, এ গ ই, উ ঘ ই, এ
উ: গ

০৮. শরীর> শরীল, লাল> নাল-ধ্বনি পরিবর্তনের কীসের উদাহরণ? [রাবি ১১-১২]
ক ধ্বনি বিপর্যয় খ সমীভবন গ বিষমীভবন ঘ অভিশ্রুতি
উ: গ

০৯. 'পরাগত' স্বরসঙ্গতির মধ্যে কোন শব্দটি পড়ে না? [খ ১১-১২]
ক বিলিতি খ বুনো গ শিখে ঘ বিটি
উ: ক

১০. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? [খ ১১-১২; B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক উড়নী খ রাইত গ জালুয়া ঘ ছাওয়া
উ: খ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরবর্ণ আনয়নকে কী বলে? [E -১৩-১৪]
ক স্বরাগম খ স্বরভক্তি
গ স্বরসঙ্গতি ঘ অপনিহিতি
উ: খ
Note : সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে, একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

০২. শব্দের মধ্যবর্তী স্বরবর্ণের বা ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে– [E ১৪-১৫]
ক বর্ণ বিপর্যয় খ বর্ণ বিকৃতি
গ বর্ণাগম ঘ বর্ণলোপ
উ: ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মোজা > মুজো' এটি কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি? [B ১৮-১৯]
ক প্রগত খ পরাগত
গ মধ্যগত ঘ অন্যোন্য
উ: খ

০২. 'শরীর > শরীল' এটি কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন? [B ১৭-১৮]
ক সমীভবন খ সম্প্রকর্ষ
গ ব্যঞ্জনচ্যুতি ঘ বিষমীভবন
উ: ঘ

০৩. 'রত্ন > রতন' হওয়ার ধ্বনিসূত্রকে কী বলে? [C ১৭-১৮]
ক স্বরভক্তি খ স্বরসংগতি
গ অপিনিহিতি ঘ অভিশ্রুতি
উ: ক

০৪. 'অপিনিহিতি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দে কোন পরিবর্তনের জন্য 'অভিশ্রুতি' ঘটে? [B ১৬-১৭; L ১৬-১৭]
ক অন্তর্হতি খ ব-শ্রুতি গ দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ঘ সন্ধি
উ: ক

০৫. 'রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন' প্রভৃতি কী জাতীয় ধ্বনির পরিবর্তন? [S ১৪-১৫]
ক সমীভবন খ মধ্য স্বরাগম
গ স্বরসঙ্গতি ঘ বিষমীভবন
উ: খ

০৬. পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কী বলে? [S-১৫-১৬]
ক স্বরাগম খ বিপ্রকর্ষ
গ অভিশ্রুতি ঘ অপিনিহিতি
উ: ঘ

CamScanner

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মুলা > মুলো' কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন? [A ১৯-২০]
(ক) স্বরসঙ্গতি (খ) স্বরাগম
(গ) অপিনিহিতি (ঘ) অসমীকরণ
উ: ক

০২. অাদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে, কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়? [AL ১৭-১৮]
(ক) মধ্যগত (খ) পরাগত
(গ) প্রগত (ঘ) সম্প্রকর্ষ
উ: গ

০৩. 'রিক্সা > রিসকা' কোন ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ? [D ১৭-১৮]
(ক) সমীভবন (খ) ধ্বনি বিপর্যয়
(গ) অভিশ্রুতি (ঘ) কোনোটিই নয়
উ: খ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কপাট > কবাট' এটি কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [C ১৭-১৮]
(ক) ধ্বনি-বিপর্যয় (খ) বর্ণ-বিপর্যয়
(গ) অপিনিহিতি (ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
উ: ঘ

০২. কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ? [C ১৬-১৭]
(ক) বিলিতি (খ) বউদি
(গ) পোক্ত (ঘ) পেরেক
উ: ঘ

০৩. 'স্বরলোপ' কোনটির বিপরীত? [B ১৬-১৭]
(ক) সমীভবন (খ) অপিনিহিত
(গ) স্বরাগম (ঘ) স্বরসঙ্গতি
উ: গ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধ্বনি বিকারের উদাহরণ কোনটি? [B ১৯-২০]
(ক) লেবু > নেবু (খ) গাহিল > গাইল
(গ) বন্যা > বান (ঘ) মারল > মাল্ল
উ: ক

০২. 'চারি > চার' এটি কোন ধরনের ধ্বনিলোপ? [B ১৯-২০]
(ক) আদিস্বর (খ) মধ্যস্বর
(গ) অন্ত্যস্বর (ঘ) র-কার
উ: গ

০৩. নিচের কোন শব্দটি স্বরাগমের দৃষ্টান্ত? [খ ০৯-১০]
(ক) স্ত্রী-ইস্ত্রি (খ) রাখিয়া-রাইখা
(গ) শাগ-শাক (ঘ) কীল-খিল
উ: ক

০৪. নিচের কোনটি স্বরাগমের দৃষ্টান্ত? [খ ০৯-১০]
(ক) স্কুল-ইস্কুল (খ) মাইয়া-মেয়ে
(গ) কাঁডল-কাঁঠাল (ঘ) ধাই-দাই
উ: ক

০৫. স্বরাগমের উদাহরণ কোনটি? [খ ০৯-১০]
(ক) স্পর্ধা-আস্পর্ধা (খ) মাছুয়া-মেছো
(গ) নিবানো-নিভানো (ঘ) ধোবা-ধোপা
উ: ক

০৬. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম? [খ ১১-১২]
(ক) বাক্য > বাইক্য (খ) সত্য > সত্যি
(গ) করিয়া > কইর‍্যা (ঘ) ধুলা > ধুলো
উ: খ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অভিশ্রুতির ক্ষেত্রে কোন স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়? [A ১৯-২০; বেরোবি A ১৩-১৪]
(ক) এ, ঐ (খ) ই, এ
(গ) ই, উ (ঘ) ই, ঊ
উ: গ

০২. নিচের কোনটি বিষমীভবনের উদাহরণ? [B ১৯-২০]
(ক) পদ্ম > পদ্দ (খ) তুলা > তুলো
(গ) লাল > নাল (ঘ) সুবর্ণ > স্বর্ণ
উ: গ

০৩. 'দ্বিরুক্ত' এর উদাহরণ কোনটি? [A ১৮-১৯]
(ক) পক্ব > পাকা (খ) ধপ + ধপ > ধপাধপ
(গ) কান্দনা > কান্না (ঘ) ধোবা > ধোপা
উ: ক

০৪. নিচের কোনটিকে মধ্যস্বরাগম এর বিকল্প বলা যায়? [C ১৮-১৯]
(ক) অপিনিহিতি (খ) অভিশ্রুতি
(গ) বিপ্রকর্ষ (ঘ) স্বরসঙ্গতি
উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি পরাগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ? [C ১৮-১৯]
(ক) আখো > এখো (খ) শিকা > শিকে
(গ) বিলাতি > বিলিতি (ঘ) মোজা > মোজো
উ: ক

০২. নিচের কোনটি প্রগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ? [D ১৭-১৮]
(ক) আখো > এখো (খ) শিকা > শিকে
(গ) বিলাতি > বিলিতি (ঘ) মোজা > মোজো
উ: খ

০৩. 'রান্না' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে তৈরি? [D -১৩-১৪]
(ক) বর্ণচ্যুতি (খ) স্বরলোপ (গ) বর্ণদ্বিত্ব (ঘ) সমীভবন
উ: ঘ

০৪. নিচের কোনটি সমীভবনের উদাহরণ? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
(ক) পদ্ম > পদ্দ (খ) বিলাতি > বিলিতি
(গ) আজি > আইজ (ঘ) শুনিয়া > শুনে
উ: ক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দের ই বা উ-ধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে বলে : [D ১৪-১৫]
(ক) অপিনিহিতি (খ) সমীভবন (গ) অন্তর্হতি (ঘ) অভিশ্রুতি
উ: ঘ

০২. 'স্বকল' থেকে 'আস্তকল' হলে এই পরিবর্তনকে কী বলে? [D ১৬-১৭]
(ক) অপিনিহিতি (খ) অন্ত্যস্বরাগম
(গ) মধ্যস্বরাগম (ঘ) আদিস্বরাগম
উ: ঘ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অভিশ্রুতির উদাহরণ? [G-১৫-১৬]
(ক) শুনিয়া > শুনে (খ) করতে > কত্তে
(গ) বউদিদি > বউদি (ঘ) ধোপা > ধোবা
উ: ক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সমীভবন কী? [B ১৯-২০]
(ক) ষ-ত্ব বিধান (খ) বিদেশি শব্দ
(গ) দুটো ব্যঞ্জনের এক রকম হওয়া (ঘ) স্বর আলাদা
উ: গ

০২. 'পিশাচ > পিচাশ' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [C ১৭-১৮; রাবি F ১৭-১৮; ঢাবি ক ১৩-১৪]
(ক) অভিশ্রুতি (খ) বিষমীভবন (গ) সমীভবন (ঘ) ধ্বনি বিপর্যয়
উ: ঘ

০৩. ধাতু বা প্রকৃতির অন্ত্যধ্বনির আগের ধ্বনির নাম কী? [C ১৭-১৮]
(ক) অনুধা (খ) ব্যবধা (গ) উপধা (ঘ) মতধা
উ: গ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রাতি > রাইত' এখানে কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে? [D ১৭-১৮]
(ক) অপিনিহিতি (খ) অভিশ্রুতি (গ) স্বরসঙ্গতি (ঘ) সমীভবন
উ: ক

০২. নিচের কোনটি স্বর এর অপিনিহিতির উদাহরণ? [D, সেট 1 : ১৪-১৫]
(ক) চক্ষু > চউক্ষ (খ) চউখ > চক্ষু
(গ) চক্ষু > চখু (ঘ) চউখ > চখু
উ: ক

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনে স্বরের স্থান পরিবর্তন বা আগমন ঘটে না? [FSSS : ২৩-২৪]
(ক) অপিনিহিতি (খ) অসমীকরণ (গ) স্বরসঙ্গতি
(ঘ) সম্প্রকর্ষ (ঙ) আদিস্বরাগম
উ: গ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. 'অঞ্চল' শব্দটি শাড়ির পাড় না বুঝিয়ে 'এলাকা' বোঝালে অর্থের কী পরিবর্তন হয়? [২১-২২]
(ক) অর্থ সংশ্লেষ (খ) অর্থের উন্নতি (গ) অর্থ প্রসার (ঘ) অর্থ সংকোচন
উ: গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'কন্যা > কইন্যা' এটি কীসের উদাহরণ? [১৯-২০]
(ক) অভিশ্রুতি (খ) অপিনিহিতি
(গ) স্বরসংগতি (ঘ) ধ্বন্যাগম
উ: খ

০২. 'মিঠা > মিঠে' এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়? [১৬-১৭]
(ক) স্বরসঙ্গতি (খ) স্বরভক্তি
(গ) ধ্বনি বিপর্যয় (ঘ) স্বরলোপ
উ: ক

CamScanner

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. শব্দমধ্যে দুটি ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করলে তাকে কী বলে? [বিজ্ঞান: ২৩-২৪]
ক বিপ্রকর্ষ খ সম্প্রকর্ষ
গ সমীভবন ঘ বিষমীভবন উ: গ

০২. অভিশ্রুতির উদাহরণ হলো- [ক-১৮-১৯]
ক হাউমা খ মেছো
গ মছুয়া ঘ আইস উ: খ

০৩. 'বাপজান > বাজ্জান' কী জাতীয় ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত? [ক ১৭-১৮]
ক অভিশ্রুতি খ অন্তর্হতি
গ স্বরলোপ ঘ ধ্বনি বিপর্যয় উ: খ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কপাট > কবাট -এটি কোন ধরনের ধ্বনি- পরিবর্তন? [Diploma Nursing'15-16]
ক ধ্বনি-বিপর্যয় খ বর্ণ-বিপর্যয়
গ অপিনিহিতি ঘ বর্ণবিকার উ: ঘ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত? [৩৩তম বিসিএস]
ক রতন খ কবাট
গ পিশাচ ঘ মুলুক উ: গ

০২. 'বাক্স > বাস্ক' এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৩৫তম বিসিএস]
ক বিষমীভবন খ সমীভবন
গ ব্যঞ্জনবিপর্যয় ঘ ব্যঞ্জন-বিকৃতি উ: গ

০৩. অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক জন্ম > জম্ম খ আজি > আইজ
গ ডেস্ক > ডেস্‌ক ঘ অলাবু > লাবু > লাউ উ: খ

০৪. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়? [৩৫তম বিসিএস]
ক প্রাতিপদিক খ অভিশ্রুতি
গ অপিনিহিতি ঘ ধ্বনি-বিপর্যয় উ: ক

Note: বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে। যেমন : মুখ, পা, বই প্রভৃতি।

SELF TEST MCQ

০১. কোনটি স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ?
ক বিলাতি > বিলিতি খ স্বপ্ন > স্বপন
গ ফুল > ইফুল ঘ ছোট > ছোট্ট

০২. কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক বস > বইস খ সাধু > সাউধ
গ খই > নই ঘ করিয়া > কইরা > করে

০৩. '[illegible]' কীসের উদাহরণ?
ক ব্যঞ্জন বিকৃতি খ ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ ধ্বনি বিপর্যয় ঘ বিষমীভবন

০৪. অপিনিহিতি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে সে অনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে কী বলে?
ক সমীভবন খ অপিনিহিতি
গ অভিশ্রুতি ঘ ধ্বনি বিপর্যয়

০৫. কোনটি স্বরলোপের উদাহরণ?
ক উদ্ধার > ধার খ বাক্স > বাস্ক
গ পাকা > পাক্কা ঘ কাঁদনা > কান্না

০৬. কোনটি বর্ণচ্যুতির উদাহরণ?
ক ফুল > ইফুল খ বউ দিদি > বৌদি
গ মিস্ত্রী > মিস্ত্রি ঘ লক্ষ্য > লইখ্যা

০৭. ই-কারের বিলোপ ঘটেছে কোনটিতে?
ক করাতে > করাত খ কাঁদনা > কান্না
গ লাফ > ফাল ঘ লক্ষ্য > লইখ্যা

০৮. 'অলাবু > লাউ' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক স্বরলোপ খ স্বরাগম
গ সমীকরণ ঘ পরাগত

০৯. কোনগুলো মধ্য স্বরাগমের উদাহরণ?
ক স্নেহ > সিনেহ, দর্শন > দরিশন খ রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম
গ ই > ইই, ফুল > ইফুল ঘ গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক

১০. কোনটি প্রগত স্বরসঙ্গতি?
ক তুলা > তুলো খ মোজা > মুজো
গ দেশি > দিশি ঘ বিলাতি > বিলিতি

১১. কোনটি অন্ত্য স্বরাগমের উদাহরণ?
ক সাউধ খ আস্পর্ধা
গ স্বপন ঘ বেঞ্চি

১২. ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ কোনটি?
ক ধাইমা > দাইমা খ ফলাহার > ফলার
গ বড়দাদা > বড়দা ঘ সকাল > সক্কাল

১৩. ধ্বনি পরিবর্তন ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক রূপতত্ত্বে খ ধ্বনিতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ অর্থতত্ত্বে

১৪. কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত?
ক বক্তার হাসিমুখে কথা বলা খ বক্তার মৃদু আওয়াজ
গ বক্তার জিহ্বার জড়তা ঘ বক্তার কম কথা বলা

১৫. কোনগুলো চলিত বাংলায় স্বরসঙ্গতি?
ক বসতি > বসতি খ বিলাতি > বিলিতি
গ গিলা > গেলা, মিঠা > মিঠে ঘ মুলা >মুলো, দেশি > দিশি

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

Answer

১৫.গ	১৪.গ	১৩.খ	১২.ক	১১.ঘ	১০.ক	০৯.গ	০৮.ক
০৭.ক	০৬.খ	০৫.ক	০৪.গ	০৩.গ	০২.খ	০১.খ	

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'Vowel harmony' এর বাংলায় 'স্বরসঙ্গতি' নামকরণ করেছেন কে?
০২. সমীভবন হয় মূলত কোন ক্ষেত্রে?
০৩. সংজ্ঞা লেখ : স্বরভক্তি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি।
০৪. সংজ্ঞা লেখ : জোড়কলম শব্দ, লোকনিরুক্তি ও সংকোচন।

উত্তর :

০১. 'Vowel harmony' এর বাংলায় 'স্বরসঙ্গতি' নামকরণ করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
০২. ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে।
০৩. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৪. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

CamScanner

অধ্যায় ০৯ সন্ধি ও সন্ধি প্রকরণ Treaty & Types of treaties

সন্ধির সংজ্ঞা, প্রকার, উদ্দেশ্য ও নানা তথ্য

- সংজ্ঞা : 'সন্ধি' শব্দের অর্থ 'মিলন'। সন্নিহিত দুটি ধ্বনি মিলিত হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াকে সন্ধি বলে। একে ধ্বনিসংযোগও বলা হয়। যেমন : মরু + উদ্যান = মরূদ্যান, বহিঃ + কার = বহিষ্কার। বাংলা ভাষায় উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস প্রক্রিয়ায় শব্দগঠনের ক্ষেত্রে সন্ধির সূত্র কাজে লাগে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলে।'
- অন্যভাবে বলা যায়, 'সন্ধি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্ + ধি (√ধা + ই)। এখানে 'সম' অর্থ একসঙ্গে এবং 'ধি' অর্থ ধরে রাখে যে। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় একাধিক শব্দকে একসঙ্গে ধরে রাখা যায় তাকে সন্ধি বলে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সকল ভাষাতেই সন্ধি আছে, তবে সে সন্ধির নিয়ম ভাষাভেদে পৃথক হইয়া থাকে। অবশ্য সন্ধির এ বর্ণের মিলনকে ভাষাতাত্ত্বিকরা ধ্বনির মিলন বলে অভিহিত করেছেন।
- প্রকারভেদ : সন্ধি তিন প্রকার। যথা : i. স্বরসন্ধি ii. ব্যঞ্জনসন্ধি iii. বিসর্গ সন্ধি।
- সন্ধির উদ্দেশ্য :
  - i. সন্ধি হলো ধ্বনির মিলন।
  - ii. সন্ধির ফলে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে।
  - iii. ধ্বনিগত মাধুর্য সম্পাদন।
  - iv. সন্ধির ফলে উচ্চারণে সহজতা আসে।
  - v. সন্ধির ফলে শব্দের আকৃতি ছোট হয়।
- সন্ধি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :
  - i. বাংলা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য কোনো পদের সন্ধি হয় না।
  - ii. সন্ধি ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে আলোচনা করা হয়।
  - iii. খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি হয় না।
  - iv. সন্ধিতে শব্দের ক্রম অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন : বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

নতুন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৯ম-১০ম শ্রেণি' অনুযায়ী সন্ধি

স্বরসন্ধি

০১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। স্বরসন্ধির সূত্র :

- অ/আ + অ/আ = আ। যেমন : উত্তর + অধিকার = উত্তরাধিকার, আশা + অতীত = আশাতীত।
- ই/ঈ + ই/ঈ = ঈ। যেমন : অতি + ইন্দ্রিয় = অতীন্দ্রিয়, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
- উ/ঊ + উ/ঊ = ঊ। যেমন : মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
- অ/আ + ই/ঈ = এ। যেমন : শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
- অ/আ + উ/ঊ = ও। যেমন : সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়
- অ/আ + ঋ = অর্। যেমন : মহা + ঋষি = মহর্ষি
- অ/আ + ঋত = আর্। যেমন : শীত + ঋত = শীতার্ত
- অ/আ + এ/ঐ = ঐ। যেমন : জন + এক = জনৈক
- অ/আ + ও/ঔ = ঔ। যেমন : বন + ওষধি। বনৌষধি
- ই/ঈ + অন্য স্বর = য্ + স্বর। যেমন : প্রতি + এক = প্রত্যেক
- উ/ঊ + অন্য স্বর = ব্ + স্বর। যেমন : সু + অল্প = স্বল্প
- ঋ + অন্য স্বর = র্ + স্বর। যেমন : পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
- এ + অন্য স্বর = অয্ + স্বর। যেমন : শে + অন = শয়ন
- ঐ + অন্য স্বর = আয্ + স্বর। যেমন : নৈ + অক = নায়ক
- ও + অন্য স্বর = অব্ + স্বর। যেমন : গো + আদি = গবাদি
- ঔ + অন্য স্বর = আব্ + স্বর। যেমন : নৌ + ইক = নাবিক
- কিছু স্বরসন্ধি সূত্র অনুসরণ করে না, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি বলে। যেমন - কুল + অটা = কুলটা (সূত্র অনুসারে কুলাটা হওয়ার কথা)। গো + অক্ষ = গবাক্ষ (সূত্র অনুসারে গবক্ষ হওয়ার কথা) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনসন্ধি

০২. ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরে-ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে-স্বরে ও ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।

ক. স্বর + ব্যঞ্জন

স্বর + ছ = স্বর + চ্ছ। যেমন - কথা + ছলে = কথাচ্ছলে, পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ। এখানে পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী ছ-এর জায়গায় চ্ছ হয়েছে।

খ. ব্যঞ্জন + স্বর

ক/চ/ট/ত/প + স্বর = গ/জ/ড(ড়)/দ/ব। যেমন : দিক + অন্ত = দিগন্ত, সৎ + উপায় = সদুপায়।

স্বরধ্বনিগুলো ঘোষবৎ হয়। এখনে ঘোষবৎ স্বরধ্বনির (ক, চ, ট, ত, প) প্রভাবে পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে ঘোষধ্বনিতে (গ, জ, ড, দ, ব) পরিণত হয়।

গ. ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন

ব্যঞ্জনসন্ধিতে একটি ধ্বনির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন :

চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র (এখানে চ-এর প্রভাবে ত হয়েছে চ)
বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক (এখানে জ-এর প্রভাবে দ হয়েছে জ)
উৎ + লাস = উল্লাস (এখানে ল -এর প্রভাবে ত হয়েছে ল)
বাক্ + দান = বাগ্‌দান (এখানে ঘোষধ্বনি দ-এর প্রভাবে ক হয়েছে গ)
তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে (এখানে নাসিক্য ধ্বনি ম-এর প্রভাবে ত হয়েছে ন)
শম্ + কা = শঙ্কা (এখানে কণ্ঠ্যধ্বনি ক-এর প্রভাবে ম হয়েছে ঙ)
সম্ + চয় = সঞ্চয় (এখানে তালব্যধ্বনি চ-এর প্রভাবে ম হয়েছে ঞ)
সম্ + তাপ = সন্তাপ (এখানে দন্ত্যধ্বনি ত-এর প্রভাবে ম হয়েছে ন)
সম্ + মান = সম্মান (এখানে ওষ্ঠ্যধ্বনি ম-এর প্রভাবে ম অপরিবর্তিত রয়েছে)
ষষ্ + থ = ষষ্ঠ (এখানে মূর্ধন্যধ্বনি ষ-এর প্রভাবে থ হয়েছে ঠ)

কিছু ব্যঞ্জনসন্ধি নিয়ম ছাড়া হয়, সেগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন : গো + পদ = গোষ্পদ, এক + দশ = একাদশ, বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি ইত্যাদি।

বিসর্গসন্ধি

০৩. বিসর্গসন্ধি

বিসর্গসন্ধিতে বিসর্গের কয়েক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

- বিসর্গ বিদ্যমান থাকে : মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট, অধঃ + পতন = অধঃপতন, বয়ঃ + সন্ধি = বয়ঃসন্ধি
- বিসর্গ 'ও' হয়ে যায় : মনঃ + যোগ = মনোযোগ, তিরঃ + ধান = তিরোধান, তপঃ + বন = তপোবন
- বিসর্গ 'র্' হয়ে যায় : নিঃ + আকার = নিরাকার, পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন, আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ
- বিসর্গ শ/ষ/স্ হয় : নিঃ + চয় = নিশ্চয়, দুঃ + কর = দুষ্কর, পুরঃ + কার = পুরস্কার
- কিছু কিছু সন্ধিতে পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয় : নিঃ + রব = নীরব, নিঃ + রস = নীরস, নিঃ + রোগ = নীরোগ।

CamScanner

বাংলা শব্দের সন্ধি

➤ **প্রকারভেদ :** বাংলা সন্ধি দু'রকমের। যথা : ১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।

০১. স্বরসন্ধি : স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি মিলে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে।

➤ **সূত্র (এক) :** সন্ধিতে দুটো সন্নিহিত স্বরের একটির লোপ হয়। যেমন :

i. অ + এ = এ (অ লোপ)।
যেমন : শত + এক = শতেক, কত + এক = কতেক।

ii. আ + আ = আ (একটি আ লোপ)।
যেমন : শাঁখা + আরি = শাঁখারি, রুপা + আলি = রুপালি।

iii. আ + উ = উ (আ লোপ)।
যেমন : মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। এরূপ- হিংসুক, নিন্দুক ইত্যাদি।

iv. ই + এ = ই (এ লোপ)। যেমন : কুড়ি + এক = কুড়িক, গুটি + এক = গুটিক, নদী + এর = নদীর, পনি + এর = পনির। এরূপ : ধনিক, আশির।

➤ **সূত্র (দুই) :** কোনো কোনো ছলে পাশাপাশি দুটো স্বরের শেষেরটি লোপ পায়। যেমন : যা + ইচ্ছা + তাই = যাচ্ছেতাই। এখানে (আ + ই) এর মধ্যে 'ই' লোপ পেয়েছে।

➤ **সূত্র (তিন) :** শেষে স্বরধ্বনি আছে এমন ধাতুর পরে 'আ' প্রত্যয় এলে ঐ আ ধ্বনি 'ওয়া' হয়ে যায়। যেমন : যা + আ = যাওয়া, হ + আ = হওয়া।

০২. ব্যঞ্জনসন্ধি : স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে আর ব্যঞ্জনে এবং ব্যঞ্জনে আর স্বরে মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি সমীভবন (assimilation)-এর নিয়মেই হয়ে থাকে। আর তা-ও মূলত কথ্য রীতিতে সীমাবদ্ধ।

i. প্রথম ধ্বনি অঘোষ এবং পরবর্তী ধ্বনি ঘোষ হলে, দুটো মিলে ঘোষ ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ সন্ধিতে ঘোষ ধ্বনির পূর্ববর্তী অঘোষ ধ্বনিও ঘোষ হয়। যেমন : ছোট + দা = ছোড়দা।

ii. হলন্ত র্ (বদ্ধ অক্ষর বিশিষ্ট) ধ্বনির পরে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে র্ লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনি দ্বিত্ব হয়। যেমন : আর্ + না = আন্না, চার্ + টি = চাট্টি, ধর্ + না = ধন্না, দুর্ + ছাই = দুচ্ছাই ইত্যাদি।

iii. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে যদি ত-বর্গীয় ধ্বনি আসে তাহলে, ত-বর্গীয় ধ্বনি লোপ হয় এবং চ-বর্গীয় ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। অর্থাৎ ত-বর্গীয় ধ্বনি ও চ-বর্গীয় ধ্বনি পাশাপাশি এলে প্রথমটি লুপ্ত হয়ে পরবর্তী ধ্বনিটি দ্বিত্ব হয়। যেমন : নাত + জামাই = নাজ্জামাই (ত্ + জ্ = জ্জ), বদ্ + জাত = বজ্জাত, হাত + ছানি = হাচ্ছানি।

iv. 'প'-এর পরে 'চ' এবং 'স'-এর পরে 'ত' এলে চ ও ত- এর স্থলে শ হয়। যেমন : পাঁচ + শ = পাঁশ্, সাত + শ = সাশ্, পাঁচ + সিকা = পাঁশ্শিকা।

v. হলন্ত ধ্বনির সাথে স্বরধ্বনি যুক্ত হলে স্বরের লোপ হয় না। যেমন : বোন + আই = বোনাই, চুন + আরি = চুনারি, তিল + এক = তিলেক, বার + এক = বারেক, তিন + এক = তিনেক, কত + এক = কতেক।

vi. স্বরধ্বনির পরে ব্যঞ্জনধ্বনি এলে স্বরধ্বনিটি লুপ্ত হয়। যেমন : কাঁচা + কলা = কাঁচকলা, নাতি + বৌ = নাতবৌ, ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, ঘোড়া + গাড়ি = ঘোড়গাড়ি ইত্যাদি।

তৎসম শব্দের সন্ধি

➤ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা : ১. স্বরসন্ধি ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

স্বরসন্ধি

➤ **সূত্র ১ :** অ-কার বা আ-কারের পর অ-কার বা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন :

অ + অ = আ	
নব + অন্ন = নবান্ন	শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক
নর + অধম = নরাধম	রূপ + অন্তর = রূপান্তর
স্ব + অধিকার = স্বাধিকার	স + অনুনাসিক = সানুনাসিক
স্ব + অধীন = স্বাধীন	স্ব + অক্ষর = স্বাক্ষর
চর + অচর = চরাচর	অপর + অপর = অপরাপর
গত + অনুগতিক = গতানুগতিক	পুর + অধ্যক্ষ = পুরাধ্যক্ষ
দ্বীপ + অয়ন = দ্বৈপায়ন	হিত + অহিত = হিতাহিত
অ + আ = আ	
হিম + আলয় = হিমালয়	রত্ন + আকর = রত্নাকর
সিংহ + আসন = সিংহাসন	জল + আতঙ্ক = জলাতঙ্ক
কুশ + আসন = কুশাসন	হত + আশ = হতাশ
যাত + আয়াত = যাতায়াত	চরণ + আশ্রিত = চরণাশ্রিত
স্ব + আয়ত্ত = স্বায়ত্ত	চন্দ্র + আনন = চন্দ্রানন
পাগল + আমি = পাগলামি	
আ + অ = আ	
মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ	যথা + অর্থ = যথার্থ
কথা + অমৃত = কথামৃত	তথা + অপি = তথাপি
নিন্দা + অই = নিন্দাই	যথা + যথ = যথাযথ
মহা + অরণ্য = মহারণ্য	ত্বরা + অন্বিত = ত্বরান্বিত
ব্যথা + আতুর = ব্যথাতুর	সন্ধ্যা + অবধি = সন্ধ্যাবধি
কটা + অক্ষ = কটাক্ষ	হস্ত + অন্তর = হস্তান্তর
আ + আ = আ	
মহা + আশয় = মহাশয়	সদা + আনন্দ = সদানন্দ
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়	ক্ষুধা + আতুর = ক্ষুধাতুর
মহা + আকাশ = মহাকাশ	ভাষা + আচার্য = ভাষাচার্য
কারা + আগার = কারাগার	ব্যথা + আতুর = ব্যথাতুর
কশা + আঘাত = কশাঘাত	শিলা + আনন্দ = শিলানন্দ
মাত্রা + আধিক্য = মাত্রাধিক্য	জমা + আনো = জমানো

➤ **সূত্র ২ :** ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন :

ই + ই = ঈ	
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র	অধি + ইন = অধীন
অতি + ইত = অতীত	অতি + ইব = অতীব
অভি + ইষ্ট = অভীষ্ট	মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র
প্রতি + ইতি = প্রতীতি	গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র
ই + ঈ = ঈ	
গিরি + ঈশ = গিরীশ	অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর
প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা	অভি + ঈপ্সা = অভীপ্সা
ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ	পৃথ্বি + ঈশ = পৃথ্বীশ
ঈ + ই = ঈ	
শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র	রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র	যোগী + ইন্দ্র = যোগীন্দ্র
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র	
ঈ + ঈ = ঈ	
সতী + ঈশ = সতীশ	শ্রী + ঈশ = শ্রীশ

➤ **সূত্র ৩ :** উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন :

উ + উ = ঊ	
কটু + উক্তি = কটূক্তি	অনু + উদিত = অনূদিত
সু + উক্ত = সূক্ত	সু + উক্তি = সূক্তি
গুরু + উক্তি = গুরূক্তি	গুরু + উপদেশ = গুরূপদেশ
উ + ঊ = ঊ	
লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি	তনু + ঊর্দ্ধ = তনূর্দ্ধ
ঊ + উ = ঊ	
বধূ + উৎসব = বধূৎসব	বধূ + উক্তি = বধূক্তি
বধূ + উচিত = বধূচিত	
ঊ + ঊ = ঊ	
ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।	

CamScanner

সূত্র ৪ : অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। যেমন :

অ + ই = এ	
দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র	স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা
গজ + ইন্দ্র = গজেন্দ্র	নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
জয় + ইচ্ছা = জয়েচ্ছা	পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু
শ্রবণ + ইন্দ্রিয় = শ্রবণেন্দ্রিয়	শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা
আ + ই = এ	
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র	যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা
যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট	রসনা + ইন্দ্রিয় = রসনেন্দ্রিয়
অ + ঈ = এ	
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা	গণ + ঈশ = গণেশ
পরম + ঈশ = পরমেশ	নর + ঈশ = নরেশ
রম + ঈশ = রমেশ	পর + ঈশ = পরেশ
আ + ঈ = এ	
মহা + ঈশ = মহেশ	মহা + ঈশ্বর = মহেশ্বর
রমা + ঈশ = রমেশ	লঙ্কা + ঈশ্বর = লঙ্কেশ্বর
ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী	মহা + ঈশ্বরী = মহেশ্বরী

সূত্র ৫ : অ-কার বা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ও-কার হয়। যেমন :

অ + উ = ও	
পর + উপকার = পরোপকার	নীল + উৎপল = নীলোৎপল
প্রশ্ন + উত্তর = প্রশ্নোত্তর	অরুণ + উদয় = অরুণোদয়
হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ	ফল + উদয় = ফলোদয়
অ + ঊ = ও	
চল + ঊর্মি = চলোর্মি	নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া
এক + ঊন = একোন	গৃহ + ঊর্দ্ধ = গৃহোর্দ্ধ
আ + উ = ও	
যথা + উচিত = যথোচিত	যথা + উপযুক্ত = যথোপযুক্ত
মহা + উৎসব = মহোৎসব	কথা + উপকথন = কথোপকথন
আ + ঊ = ও	
গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি	মহা + ঊর্মি = মহোর্মি

সূত্র ৬ : অ-কার বা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'অর্' হয় এবং তা রেফ (র্) রূপে পরবর্তী বর্ণের সাথে লেখা হয়। যেমন :

অ + ঋ = অর্	
দেব + ঋষি = দেবর্ষি	উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ
সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি	অধম + ঋণ = অধমর্ণ
আ + ঋ = অর্	
রাজা + ঋষি = রাজর্ষি	মহা + ঋষি = মহর্ষি

সূত্র ৭ : অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋত'-শব্দ থাকলে (অ, আ + ঋ) উভয় মিলে 'আর্' হয় এবং বানানে পূর্ববর্তী বর্ণে আ ও পরবর্তী বর্ণে রেফ লেখা হয়। যেমন :

অ + ঋত = আর্	
শীত + ঋত = শীতার্ত	ভয় + ঋত = ভয়ার্ত
আ + ঋত = আর্	
ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত	তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত
পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত	

সূত্র ৮ : অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঐ-কার হয়। যেমন :

অ + এ = ঐ	
দিন + এক = দৈনিক	সর্ব + এব = সর্বৈব
হিত + এষী = হিতৈষী	এক + এক = একৈক
অ + ঐ = ঐ	
মত + ঐক্য = মতৈক্য	রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য
অতুল + ঐশ্বর্য = অতুলৈশ্বর্য	বিপুল + ঐশ্বর্য = বিপুলৈশ্বর্য
আ + এ = ঐ	
তথা + এবচ = তথৈবচ	সদা + এব = সদৈব
আ + ঐ = ঐ	
মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য	মহা + ঐক্য = মহৈক্য

সূত্র ৯ : অ-কার বা আ-কারের পর ও-কার এবং ঔ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঔ-কার হয়। যেমন :

অ + ও = ঔ	
জল + ওকা = জলৌকা	বন + ওষধি = বনৌষধি
অ + ঔ = ঔ	
পরম + ঔষধ = পরমৌষধ	চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য
আ + ও = ঔ	
মহা + ওষধি = মহৌষধি	গঙ্গা + ওঘ = গঙ্গৌঘ
আ + ঔ = ঔ	
মহা + ঔষধ = মহৌষধ	মহা + ঔৎসুক্য = মহৌৎসুক্য
মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য	মহা + ঔপন্যাসিক = মহৌপন্যাসিক

সূত্র ১০ : ই-কার বা ঈ-কারের পর ই, ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই, ঈ স্থানে য বা (্য ফলা) হয়। যেমন :

ই + অ = য-ফলা (্য)	
অতি + অন্ত = অত্যন্ত	বি + অবস্থা = ব্যবস্থা
আদি + অন্ত = আদ্যন্ত	অধি + অক্ষ = অধ্যক্ষ
প্রতি + অহ = প্রত্যহ	গতি + অন্তর = গত্যন্তর
যদি + অপি = যদ্যপি	নদী + উপকণ্ঠ = নদ্যুপকণ্ঠ
অতি + অধিক = অত্যাধিক	বি + অর্থ = ব্যর্থ
প্রতি + অয় = প্রত্যয়	জাতি + অভিমান = জাত্যভিমান
ই + আ = য-ফলা + া (্য + া)	
অতি + আচার = অত্যাচার	পরি + আপ্ত = পর্যাপ্ত
ইতি + আদি = ইত্যাদি	পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা
প্রতি + আশা = প্রত্যাশা	প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন
ইতি + আদি = ইত্যাদি	অতি + আশ্চর্য = অত্যাশ্চর্য
ই + এ = ে + য-ফলা (্য)	
প্রতি + এক = প্রত্যেক	
ই + ঐ = ৈ + য-ফলা (্য)	
অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য	
ই + উ = ু + য-ফলা (্য)	
প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর	অভি + উদয় = অভ্যুদয়
অতি + উক্তি = অত্যুক্তি	আদি + উপান্ত = আদ্যোপান্ত
বহ্নি + উৎসব = বহ্ন্যুৎসব	প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার
ই + ঊ = ূ + য-ফলা (্য)	
অতি + ঊর্ধ্ব = অত্যূর্ধ্ব	প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ
ঈ + আ = ্য + া-কার	
মসী + আধার = মস্যাধার	

সূত্র ১১ : উ-কার বা ঊ-কারের পর উ, ঊ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে উ বা ঊ স্থানে ব-ফলা হয়। যেমন :

উ + অ = ব	
অনু + অয় = অন্বয়	মনু + অন্তর = মন্বন্তর
সু + অচ্ছ = স্বচ্ছ	পশু + অধম = পশ্বধম
উ + আ = ব-ফলা + া কার	
সু + আগত = স্বাগত	পশু + আচার = পশ্বাচার
উ + ই = ব + ই-কার	
অনু + ইত = অন্বিত	
উ + ঈ = ব + ঈ-কার	
তনু + ঈ = তন্বী	
উ + ঊ = ূ + ব-ফলা	
ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব	
উ + এ = ব্ + এ	
অনু + এষণ =অন্বেষণ	

সূত্র ১২ : ঋ-কারের পর ঋ-কার ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে 'ঋ' স্থানে র-ফলা হয়। যেমন :

ঋ + আ = রা	
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়	পিতৃ + আদেশ = পিত্রাদেশ
পিতৃ + উপদেশ = পিত্রোপদেশ	মাতৃ + ইচ্ছা = মাত্রিচ্ছা
মাতৃ + উপদেশ = মাত্রুপদেশ	

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

➤ **সূত্র ১৩ :** স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-কারের স্থানে অয়, ঐ-কারের স্থানে আয়, ও-কারের স্থানে অব এবং ঔ-কারের স্থানে আব হয়। যেমন :

এ + অ = অয়	
নে + অন = নয়ন	নে + অন = নয়ন
ঐ + অ = আয়	
নৈ + অক = নায়ক	নৈ + অক = নায়ক
ও + অ = অব	
ভো + অন = ভবন	পো + অন = পবন
গো + অন = গবয়	স্রো + অন = স্রাবণ
ঔ + অ = আব	
পৌ + অক = পাবক	
ও + আ = অব্ + আ	
গো + আদি = গবাদি	গো + আলয় = গবালয়
ও + এ = অব + এ	
গো + এষণা = গবেষণা।	
ও + ই = অব + ই	
পো + ইত্র = পবিত্র।	
ঔ + ই = আব্ + ই	
নৌ + ইক = নাবিক	
ঔ + উ = আব + উ	
ভৌ + উক = ভাবুক	

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির উদাহরণ :

প্র + এষণ = প্রেষণ	বিশ্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ
প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)	সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত
মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড	গো + ইন্দ্র = গবেন্দ্র
অন্য + অন্য = অন্যান্য	শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন
গো + ঈশ্বর = গবেশ্বর	স্ব + ঈর = স্বৈর
অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী	স্ব + ঈরিণী = স্বৈরিণী
শার + অঙ্গ = শারঙ্গ	রক্ত + ওষ্ঠ = রক্তোষ্ঠ
স্ব + ঈয় = স্বীয়	কুল + অটা = কুলটা (কলাটা নয়)

ছন্দে ছন্দে নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি :

রাজা শুদ্ধোদন মার্তণ্ড দেখবে বলে গবাক্ষ দিয়ে তাকালে দেখতে পায় সীমন্ত এলোমেলো, রক্তোষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ কুলটা নারী এবং সে প্রৌঢ় ও অন্যান্য কে নিয়ে শারঙ্গ বাজাচ্ছে। পরে রাজা অক্ষৌহিণী ও স্বৈরিণীকে বলল নারীটিকে অপহরণ করতে।

ব্যঞ্জনসন্ধি

ব্যঞ্জন-স্বরে সন্ধি : ➤ **সূত্র ১ :** পূর্বপদের শেষে বর্গের প্রথম ব্যঞ্জন (ক্/চ/ট্/ত্/প্) থাকলে, আর পরপদের প্রথমটি স্বরধ্বনি হলে ব্যঞ্জনধ্বনিটি ওই বর্গের তৃতীয় ধ্বনিতে অর্থাৎ ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্/ড়্, ত্ স্থানে দ্, প্ স্থানে ব্ হয়। পরপদের স্বরধ্বনি বর্গের তৃতীয় ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ বর্গীয় ১ম ধ্বনি + স্বরধ্বনি = বর্গীয় ৩য় ধ্বনি। যেমন :

দিক্ + অন্ত = দিগন্ত	প্রাক্ + উক্ত = প্রাগুক্ত
বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর	ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত
ষট্ + অঙ্গ = ষড়ঙ্গ	অচ্ + অন্ত = অজন্ত
ষট্ + ঐশ্বর্য = ষড়ৈশ্বর্য	অপ্ + ইন্ধন = অবিন্ধন
ষট্ + আনন = ষড়ানন	সৎ + আশয় = সদাশয়
ষট্ + ঋতু = ষড়ৃতু	শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু
মৃৎ + অঙ্গ = মৃদঙ্গ	সৎ + অসৎ = সদসৎ
সৎ + অর্থক = সদর্থক	সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা
সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত	অপ্ + অগ্নি = অবগ্নি
কুৎ + অন্ত = কৃদন্ত	তৎ + অবধি = তদবধি
সৎ + উপায় = সদুপায়	জগৎ + ঈশ্ = জগদীশ
তত্ + অন্ত = তদন্ত	সৎ + উপদেশ = সদুপদেশ

স্বরে-ব্যঞ্জনে সন্ধি :

➤ **সূত্র ২ :** পূর্বপদের শেষে যদি স্বরধ্বনি থাকে এবং পরপদের প্রথম ধ্বনি ছ হয় তবে দুয়ের সন্ধিতে ছ্ ধ্বনি চ্ছ্ হয়ে যায়। স্বরধ্বনি চ্ছ্-এর সঙ্গে যুক্ত হয় অর্থাৎ স্বরধ্বনি + ছ = চ্ছ (দ্বিত্ব)। যেমন :

এক + ছত্র = একচ্ছত্র	আ + ছাদন = আচ্ছাদন
প্রতি + ছবি = প্রতিচ্ছবি	আ + ছন্ন = আচ্ছন্ন
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া	তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া
প্র + ছদ = প্রচ্ছদ	পরি + ছদ = পরিচ্ছদ (পোশাক)
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি	বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন
পরি + ছন্ন = পরিচ্ছন্ন	বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
আলোক + ছটা = আলোকচ্ছটা	অঙ্গ + ছেদ = অঙ্গচ্ছেদ

ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সন্ধি :

➤ **সূত্র ৩ :** আগে ত্ বা দ্ আর পরে চ্ বা ছ্ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে চ্ হয় অর্থাৎ ত্/দ + চ = চ্চ, ত্/দ + ছ = চ্ছ। যেমন :

উৎ + চকিত = উচ্চকিত	তদ্ + চিত্র = তচ্চিত্র
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র	বিপদ্ + চিন্তা = বিপচ্চিন্তা
উৎ + চারণ = উচ্চারণ	দুৎ + চার = দুশ্চার
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র	সৎ + চিন্তা = সচ্চিন্তা
উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন	তদ্ + ছবি = তচ্ছবি
চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি	তদ্ + ছিদ্র = তচ্ছিদ্র
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ	বিপদ + চয় = বিপচ্চয়
বিপদ + চয় = বিপচ্চয়	বিপদ + ছায়া = বিপচ্ছায়া

➤ **সূত্র ৪ :** আগে ত্ বা দ্ এবং পরে ড্ বা ঢ্ থাকলে ত্ বা দ্ স্থানে ড্ হয় অর্থাৎ ত্/দ + ড = ড্ড। যেমন :

উৎ + ডীন = উড্ডীন	মহৎ + ডমরু = মহড্ডমরু
মহৎ + ডঙ্কা = মহড্ডঙ্কা	বৃহৎ + ঢক্কা = বৃহঢ্ঢক্কা
এতদ্ + ঢক্কা = এতড্ঢক্কা	

➤ **সূত্র ৫ :** আগে ত্ বা দ্ এবং পরে জ্ বা ঝ্ থাকলে সন্ধিতে ত্ বা দ্ স্থানে জ্ হয় অর্থাৎ ত্/দ + জ = জ্জ, ত্/দ + ঝ = জ্ঝ। যেমন :

উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত	তদ্ + জন্য = তজ্জন্য
বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন	বদ্ + জাত = বজ্জাত
উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল	তদ্ + জাতীয় = তজ্জাতীয়
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন	বিপদ্ + জাল = বিপজ্জাল
তৎ + জন্য = তজ্জন্য	সৎ + জন = সজ্জন
কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা	বিপদ্ + ঝঞ্ঝা = বিপজ্ঝঞ্ঝা
নাত্ + জামাই = নাজ্জামাই	

➤ **সূত্র ৬ :** আগে ত্ বা দ্ (এমনকি ধ্) এবং পরে ন্ থাকলে ত্ বা দ্ (এমনকি ধ-ও) ন হয়ে যায় এবং পরের ন্-এর সঙ্গে মিলে ন্ন হয় অর্থাৎ ত্/দ্/ধ + ন = ন্ন। যেমন :

উৎ + নতি = উন্নতি	তদ্ + নিমিত্ত = তন্নিমিত্ত
জগৎ + নাথ = জগন্নাথ	তদ্ + নিষ্ঠ = তন্নিষ্ঠ
ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি	উৎ + নয়ন = উন্নয়ন

➤ **সূত্র ৭ :** আগে ত্ বা দ্ এবং পরে ম্ থাকলে ত্ বা দ্ সন্ধিতে ন্ হয়ে যায় এবং পরের ম্ এর সঙ্গে মিলে ন্ম হয় অর্থাৎ ত্/দ + ম = ন্ম। যেমন :

মৃৎ + ময় = মৃন্ময়	তৎ + ময় = তন্ময়
সৎ + মার্গ = সন্মার্গ	বিপদ্ + মাত্র = বিপন্মাত্র
উৎ + মার্গ = উন্মার্গ	তদ্ + মাত্র = তন্মাত্র
উৎ + মনা = উন্মনা	তৎ + মধ্যে = তন্মধ্যে

➤ **সূত্র ৮ :** আগে ত্ বা দ্ এবং পরে ল্ থাকলে ত্ বা দ্ সন্ধিতে ল্ হয়ে যায়। ল্ পরের ল-এর সঙ্গে মিলে 'ল্ল' হয় অর্থাৎ ত্/দ + ল = ল্ল। যেমন :

সম্পদ্ + লাভ = সম্পল্লাভ	তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত
উৎ + লেখ = উল্লেখ	উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
উৎ + লম্ব = উল্লম্ব	উৎ + লঙ্ঘন = উল্লঙ্ঘন

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

সূত্র ১৩ : আগে ত্ বা দ্ এবং পরে হ্ থাকলে দুইয়ে মিলে দ্ধ (দ + ধ) হয় অর্থাৎ ত্/দ + হ = দ্ধ। যেমন :

উৎ + হত = উদ্ধত	তদ্ + হিত = তদ্ধিত
উৎ + হৃত = উদ্ধৃত	পদ্ + হতি = পদ্ধতি
উৎ + হার = উদ্ধার	উৎ + হরণ = উদ্ধরণ

সূত্র ১৪ : আগে ত্ বা দ্ এবং পরে শ্ থাকলে দুইয়ে মিলে চ্ছ হয় অর্থাৎ ত/দ + শ = চ্ছ। যেমন :

উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল	তদ্ + শ্রবণে = তচ্ছ্রবণে
চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি	তদ্ + শক্তি = তচ্ছক্তি
উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস	

সূত্র ১৫ : উৎ-উপসর্গের পরে 'স্থা' ধাতুযোগে সন্ধিতে 'স্থা' ধাতুর প্রথম ধ্বনি তথা স্ লুপ্ত হয়। যেমন :

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন
উৎ + স্থিত = উত্থিত	উৎ + স্থিতি = উত্থিতি

সূত্র ১৬ : আগে দ্ বা ৎ এবং পরে ক্, প্ বা স্ ধ্বনি থাকলে দ্ বা ৎ স্থানে ত্ (ৎ) হয় অর্থাৎ দ/ৎ + ক/প/স = ত (ৎ)। যেমন :

তদ্ + কাল = তৎকাল	তদ্ + সন্নিহিত = তৎসন্নিহিত
তদ্ + পর = তৎপর	বিপদ্ + কাল = বিপৎকাল
তদ্ + কাল = তৎকাল	ক্ষুধ্ + কাতর = ক্ষুৎকাতর
হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড	এতদ্ + সত্ত্বেও = এতৎসত্ত্বেও
তদ্ + পুরুষ = তৎপুরুষ	বিপদ্ + সঙ্কুল = বিপৎসঙ্কুল
তদ্ + পরতা = তৎপরতা	হৃদ্ + স্পন্দন = হৃৎস্পন্দন
তদ্ + সম = তৎসম	ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা
সুহৃদ্ + সভা = সুহৃৎসভা	বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত
আপদ্ + কাল = আপৎকাল	তৎ + ত্ব = তত্ত্ব

সূত্র ১৭ : ন্ কিংবা ম্ পরে থাকলে বর্গের প্রথম ধ্বনি সন্ধিতে পঞ্চম ধ্বনিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ ক স্থানে ঙ্, চ স্থানে ঞ, ট্ স্থানে ণ্, ত স্থানে ন্ এবং প্ স্থানে ম্ হয় অর্থাৎ বর্গীয় ১ম ধ্বনি + ন/ম = বর্গীয় ৫ম ধ্বনি। যেমন :

দিক্ + নাগ = দিঙ্নাগ (বা দিগ্নাগ)	ষট + মাস = ষণ্মাস (> ষাণ্মাসিক)
পরাক্ + মুখ = পরাঙ্মুখ	উৎ + মেষ = উন্মেষ
দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্নির্ণয় (বা দিগ্নির্ণয়)	ষট + নবতি = ষন্নবতি (বা ষড়নবতি)
বাক্ + ময় = বাঙ্ময়	জীবৎ + মৃত = জীবন্মৃত
বাক্ + নিষ্পত্তি = বাঙ্নিষ্পত্তি (বা বাগ্নিষ্পত্তি)	দিক্ + নিরূপণ = দিঙ্নিরূপণ (বা দিগ্নিরূপণ)
চিৎ + ময় = চিন্ময়	দিক্ + মণ্ডল = দিঙ্মণ্ডল
কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র	অপ + ময় = অম্ময়

সূত্র ১৮ : বর্গের প্রথম ধ্বনি আগে থাকলে এবং বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনির যে কোনোটি পরে থাকলে প্রথম ধ্বনিটি সন্ধিতে তৃতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয় অর্থাৎ বর্গীয় ১ম ধ্বনি + বর্গীয় ৩য়/৪র্থ ধ্বনি = বর্গীয় ৩য় ধ্বনি। যেমন :

দিক্ + গজ = দিগ্গজ	দিক্ + দর্শন = দিগ্দর্শন
বাক্ + জাল = বাগ্জাল	বাক্ + দেবী = বাগ্দেবী
বাক্ + দত্তা = বাগ্দত্তা	দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়
ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ	বাক্ + বিন্যাস = বাগ্বিন্যাস
দিক্ + ভ্রম = দিগ্ভ্রম	ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্গীতা
বাক্ + ধারা = বাগ্ধারা	দিক্ + ভ্রান্ত = দিগ্ভ্রান্ত
ষট্ + ঋতু = ষড়্ঋতু	ষট্ + দর্শন = ষড়্দর্শন
ষট্ + জ = ষড়্জ	উৎ + গত = উদ্গত
অপ্ + ধি = অব্ধি	ষট্ + ধা = ষড়্ধা
উৎ + ঘাটন = উদ্ঘাটন	ষট্ + বর্গ = ষড়্বর্গ
অপ্ + জ = অব্জ	ষট্ + বিংশ = ষড়্বিংশ
ষট্ + বিধ = ষড়্বিধ	ষট্ + ভুজ = ষড়্ভুজ
উৎ + বেগ = উদ্বেগ	হরিৎ + বর্ণ = হরিদ্বর্ণ
জগৎ + বন্ধু = জগদ্বন্ধু	জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত
উৎ + ভব = উদ্ভব	তৎ + ভব = তদ্ভব
উৎ + ভিদ = উদ্ভিদ	বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্বেগ
সৎ + বংশ = সদ্বংশ	সৎ + ভাব = সদ্ভাব
এত + দূর = এদ্দুর	সম্ + দর্শন = সন্দর্শন
উৎ + গিরন = উদ্গিরন	

সূত্র ১৯ : বর্গের প্রথম ধ্বনি (= ক/ট/ত/প) আগে থাকলে এবং য/র/ল/ব/হ্ পরে থাকলে প্রথম ধ্বনি সন্ধিতে ক্ষেত্রবিশেষে তৃতীয় ধ্বনিতে (= গ/জ/ড/দ/ব) পরিণত হয় অর্থাৎ বর্গীয় ১ম ধ্বনি + য/র/ল/ব/হ = বর্গীয় ৩য় ধ্বনি। যেমন :

বাক্ + যন্ত্র = বাগ্যন্ত্র	দিক্ + হস্তী = দিগ্হস্তী
ষট + যন্ত্র = ষড়্যন্ত্র	উৎ + যত = উদ্যত
ষট + রস = ষড়্রস	বৃহৎ + রথ = বৃহদ্রথ
উৎ + যাপন = উদ্যাপন	উৎ + যম = উদ্যম
উৎ + যোগ = উদ্যোগ	তৎ + রূপ = তদ্রূপ

সূত্র ২০ : আগে ম্ এবং তার পর ক/খ/প/ফ -এর যে কোনোটি থাকলে ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) বা উঁয়ো (ঁ) হয় অর্থাৎ ম + ক বর্গীয় ধ্বনি = অনুস্বার (ং)। যেমন :

অলম্ + কার = অলংকার/অলঙ্কার	সম্ + খ্যা = সংখ্যা/সঙ্খ্যা
সম্ + কলন = সংকলন/সঙ্কলন	শুভম্ + কর = শুভংকর/শুভঙ্কর
অহম্ + কার = অহংকার/অহঙ্কার	কিম্ + কর = কিংকর/কিঙ্কর
সম্ + কেত = সংকেত/সঙ্কেত	সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ/সঙ্কীর্ণ
সম্ + গীত = সংগীত/সঙ্গীত	সম্ + ঘাত = সংঘাত/সঙ্ঘাত

সূত্র ২১ : আগে ম্ এবং তার পরে ক থেকে ম পর্যন্ত যে কোনো ধ্বনি থাকলে পূর্বপদের ম্ স্থানে ঐ বর্গের পঞ্চম ধ্বনি হয় অর্থাৎ ম + বর্গীয় ধ্বনি = নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম)। যেমন :

কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ	মৃত্যুম্ + জয় = মৃত্যুঞ্জয়
সম্ + জয় = সঞ্জয়	সম্ + পূরক = সম্পূরক
সম্ + চিত = সঞ্চিত	ধনম্ + জয় = ধনঞ্জয়
বরম্ + চ = বরঞ্চ	সম্ + জাত = সঞ্জাত
কিম্ + তু = কিন্তু	বসুম্ + ধারা = বসুন্ধরা
কিম্ + নর = কিন্নর	সম্ + ধান = সন্ধান
সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ	গম্ + তব্য = গন্তব্য
সম্ + পদ = সম্পদ	সম্ + ত্রাস = সন্ত্রাস
সম্ + মতি = সম্মতি	সম্ + প্রদান = সম্প্রদান
সম্ + বল = সম্বল	সম্ + বন্ধ = সম্বন্ধ
সম্ + মিলন = সম্মিলন	সম্ + বোধন = সম্বোধন
সম্ + সার = সংসার	সম্ + শুষ্ক = সংশুষ্ক
দম্ + শন = দংশন	কিম্ + বা = কিংবা
সম্ + তান = সন্তান	সম্ + জ্ঞা = সংজ্ঞা
শাম্ + ত = শান্ত	সম্ + ধি = সন্ধি
কিম্ + ভূত = কিম্ভূত (ব্যতিক্রম)	সম্ + কীর্ণ = সংকীর্ণ
সম্ + দর্শন = সন্দর্শন	

সূত্র ২২ : আগে ম্ এবং পরে অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন (য/র/ল/ব) কিংবা উষ্মধ্বনি (শ/স/হ) থাকলে ঐ ম্ সন্ধিতে অনুস্বার (ং) হয় অর্থাৎ ম + য/র/ল/ব/শ/স/হ = অনুসার (ং)। যেমন :

সম্ + যম = সংযম	সম্ + রক্ষণ = সংরক্ষণ
সম্ + যোগ = সংযোগ	সম্ + যত = সংযত (নিয়ন্ত্রিত)
সম্ + রাগ = সংরাগ	সম্ + যুক্ত = সংযুক্ত
সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন	কিম্ + বদন্তি = কিংবদন্তি
সম্ + লাপ = সংলাপ	বশম্ + বদ = বশংবদ
কিম্ + বা = কিংবা	সম্ + বর্ধনা = সংবর্ধনা
সম্ + বরণ = সংবরণ	সম্ + বিধান = সংবিধান
সম্ + বাদ = সংবাদ	স্বয়ম্ + বর = স্বয়ংবর
সম্ + শয় = সংশয়	সম্ + শোধন = সংশোধন
সম্ + শ্লেষ = সংশ্লেষ	সর্বম্ + সহা = সর্বংসহা
সম্ + সার = সংসার	সম্ + হার = সংহার
সম্ + হতি = সংহতি	সম্ + হত = সংহত
সম্ + গত = সংগত (গানের সাথে বাদ্যযন্ত্রের অনুসঙ্গ)	প্রিয়ম + বদ = প্রিয়ংবদা
স্বয়ম্ + বর = স্বয়ংবরা	সম্ + ঘ = সংঘ
সম্ + নাস = সন্ন্যাস	

সূত্র ২৩ : আগে চ বর্গের ধ্বনি এবং পরে ন্ ধ্বনি থাকলে ন্ ধ্বনি সন্ধিতে ঞ হয়ে যায় অর্থাৎ চ বর্গীয় ধ্বনি + ন = ঞ। যেমন :

যাচ্ + না = যাচ্ঞা	রাজ্ + নী = রাজ্ঞী
যজ্ + ন = যজ্ঞ	

সূত্র ২৪ : আগে মূর্ধন্য ষ এবং পরে ত্ বা থ্ থাকলে সন্ধিতে ত্ স্থানে ট্ ও থ্ স্থানে ঠ্ হয় অর্থাৎ ষ + ত = ট ; ষ + থ = ঠ। যেমন :

দ্রষ্ + তা = দ্রষ্টা	তুষ্ + ত = তুষ্ট
বৃষ্ + তি = বৃষ্টি	কৃষ্ + তি = কৃষ্টি

➤ **সূত্র ২১ :** আগে ধ্, ভ্ কিংবা হ্ থাকলে এবং পরে ত থাকলে সন্ধিতে ধ্ + ত স্থলে দ্ধ, ভ্ + ত স্থলে ব্ধ এবং হ্ + ত স্থলে দ্ধ হয়। যেমন :

বুধ্ + ত্ = বুদ্ধ	লভ্ + ত্ = লব্ধ
দুহ্ + ত্ = দুগ্ধ	বিমুহ্ + ত্ = বিমুগ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

নিপাতনে সিদ্ধ সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধি :

আ + চর্য = আশ্চর্য	প্রায় + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত
আ + পদ = আস্পদ	বন্ + পতি = বনস্পতি
বৃহৎ + ধর্ম = বৃহদ্ধর্ম	বাক্ + ঈশ্বরী = বাগেশ্বরী
হিন্ + সা = হিংসা	বিশ্ব + মিত্র = বিশ্বামিত্র
তদ্ + কর = তস্কর	সিন্ + হ = সিংহ

পতৎ + অঞ্জলি = পতঞ্জলি	মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
পর্ + পর = পরস্পর	ষট্ + দশ = ষোড়শ
পশ্চাৎ + অর্ধ = পশ্চার্ধ	হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র
দিব্ + লোক = দ্যুলোক	মনস্ + ঈষা = মনীষা
নৌ + য = নাব্য	এক + দশ = একাদশ
গো + য = গব্য	বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

ছন্দে ছন্দে নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি :

বোম্বের নায়িকা মনীষা কৈরালার বৃহস্পতি ও বনস্পতি নামক দুই ছেলে ছিল। তাদের বয়স ছিল যথাক্রমে একাদশ ও ষোড়শ বছর। আচরণগত দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তাদের ডাকনাম যথাক্রমে নাব্য ও গব্য। বনস্পতি ছিল তস্কর। সে গরু (গোস্পদ) চুরি করেছিল। এ ঘটনায় তার মামা পতঞ্জলি আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। শাস্তি থেকে বাঁচাতে তাদেরকে দ্যুলোকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধির দৃষ্টান্ত :

উৎ + স্থান = উত্থান	উৎ + স্থাপন = উত্থাপন	পরি + কার = পরিষ্কার	সম্ + কৃতি = সংস্কৃতি	পরি + কৃত = পরিষ্কৃত
সম্ + কার = সংস্কার	সম্ + কৃত = সংস্কৃত	সম্ + নিহিত = সন্নিহিত	মুড়্ + অক = মোড়ক	তাৎ + ক্ষণিক = তাৎক্ষণিক
উৎ + স্থাপিত = উত্থাপিত	গণ্ + য = গণ্য	সদ + আশয় = সদাশয়	রাঁধ + না = রান্না	নির্ + অবধি = নিরবধি

বিশেষ নিয়মে সাধিত ব্যঞ্জনসন্ধি মনে রাখার কৌশল :

সংসদে অপ সংস্কৃতির উত্থান ঠেকাতে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার আইন পরিষ্কার ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে।

বিসর্গ সন্ধি

বিসর্গ লোপ এবং অ-স্থানে ও :

➤ **সূত্র ১ :** পূর্বপদের শেষে যদি অঃ (=অস্) থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণের ধ্বনি থাকে তবে সন্ধির ফলে (অঃ) রূপান্তরিত হয়ে (ও) ধ্বনি হয় এবং পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

অধঃ + গতি = অধোগতি	মনঃ + জগৎ = মনোজগৎ
অধঃ + গামী = অধোগামী	সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + গামী = পুরোগামী	অধঃ + গমন = অধোগমন
মনঃ + গত = মনোগত	বয়ঃ + জ্যেষ্ঠ = বয়োজ্যেষ্ঠ
মনঃ + গামী = মনোগামী	মনঃ + জ = মনোজ
সরঃ + জ = সরোজ	মনঃ + দীপ = মনোদীপ
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ	শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ
ভূয়ঃ + দর্শী = ভূয়োদর্শী	অধঃ + ভাগ = অধোভাগ
তপঃ + ধন = তপোধন	তিরঃ + ধান = তিরোধান
মনঃ + নয়ন = মনোনয়ন	মনঃ + নীত = মনোনীত
বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ	অধঃ + বদন = অধোবদন
মনঃ + বাঞ্ছা = মনোবাঞ্ছা	ছন্দঃ + বদ্ধ = ছন্দোবদ্ধ
সরঃ + বর = সরোবর	মনঃ + ভাব = মনোভাব
অধঃ + মুখ = অধোমুখ	নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল
অয়ঃ + ময় = অয়োময়	মনঃ + মোহিনী = মনোমোহিনী
ইতঃ + মধ্যে = ইতোমধ্যে	সদ্যঃ + মুক্ত = সদ্যোমুক্ত
সদ্যঃ + মৃত = সদ্যোমৃত	তেজঃ + ময়ী = তেজোময়ী
শিরঃ + উপরি = শিরোপরি	তপঃ + আধিক্য = তপোধিক্য

➤ **সূত্র ২ :** পূর্বপদের শেষে যদি অঃ (= অস্) থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি অন্তঃস্থ বর্ণ (য/র/ল) অথবা হ থাকে তবে অঃ রূপান্তরিত হয়ে ও-ধ্বনি হয় এবং পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন :

যশঃ + ইচ্ছা = যশোচ্ছা	মনঃ + হরণ = মনোহরণ
অধঃ + রেখ = অধোরেখ	যশঃ + রশ্মি = যশোরশ্মি
মনঃ + রম = মনোরম	শিরঃ + রত্ন = শিরোরত্ন
মনঃ + লীন = মনোলীন	যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা
যশঃ + লাভ = যশোলাভ	শ্রেয়ঃ + লাভ = শ্রেয়োলাভ
মনঃ + হ্যরী = মনোহ্যরী	মনঃ + হর = মনোহর

বিসর্গ লোপ ও বিসর্গের প্রভাবে পূর্বস্বরের বৃদ্ধি :

➤ **সূত্র ৩ :** পূর্বপদের শেষে র্-জাত বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনি বা উ-ধ্বনি এবং পরপদের গোড়ায় র থাকলে সন্ধিতে বিসর্গ লোপ পায় এবং ই বা উ-ধ্বনি দীর্ঘতা পেয়ে ঈ বা ঊ-ধ্বনি হয়। যেমন :

নিঃ + রক্ত = নীরক্ত	নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র
চক্ষু + রোগ = চক্ষূরোগ	

বিসর্গ-স্থানে র বা রেফ :

➤ **সূত্র ৪ :** অন্তঃ (অন্তর্), পুনঃ (পুনর্), প্রাতঃ (প্রাতর্) ইত্যাদির পর স্বরধ্বনি থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ 'র' হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

অন্তঃ + অঙ্গ = অন্তরঙ্গ	পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার
অহঃ + অহ = অহরহ	অন্তঃ + আলোক = অন্তরালোক
পুনঃ + অপি = পুনরপি	পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা	পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন
অন্তঃ + ইত = অন্তরিত	অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়
অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ	পুনঃ + উজ্জীবিত = পুনরুজ্জীবিত
পুনঃ + আগত = পুনরাগত	পুনঃ + উৎপত্তি = পুনরুৎপত্তি
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ	পুনঃ + উদ্ভব = পুনরুদ্ভব
পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত	পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার
অন্তঃ + ঈপ = অন্তরীপ	প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান
পুনঃ + উত্থান = পুনরুত্থান	পুনঃ + আয় = পুনরায়

➤ **সূত্র ৫ :** পূর্বপদের শেষে অ/আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর র্-জাত বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে সন্ধির ফলে বিসর্গ র্ হয়ে যায় এবং পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

নিঃ + অন্ন = নিরন্ন	নিঃ + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ
নিঃ + অক্ষর = নিরক্ষর	নিঃ + আময় = নিরাময়
নিঃ + অপরাধ = নিরপরাধ	নিঃ + অবচ্ছিন্ন = নিরবচ্ছিন্ন
নিঃ + অভিমান = নিরভিমান	নিঃ + অলংকার = নিরলঙ্কার
বহিঃ + আগত = বহিরাগত	বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ
নিঃ + আবরণ = নিরাবরণ	নিঃ + আশ্রয় = নিরাশ্রয়
নিঃ + আশা = নিরাশা	বহিঃ + আবরণ = বহিরাবরণ
নিঃ + ঈহ = নিরীহ	বহিঃ + ইন্দ্রিয় = বহিরিন্দ্রিয়
দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা	জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র
নিঃ + ঈশ্বর = নিরীশ্বর	নিঃ + ঈক্ষণ = নিরীক্ষণ
নিঃ + উপমা = নিরুপমা	নিঃ + উদ্‌বিগ্ন = নিরুদ্বিগ্ন
নিঃ + উচ্চার্য = নিরুচ্চার্য	নিঃ + উপায় = নিরুপায়
চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ	চতুঃ + আনন = চতুরানন
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট	দুঃ + অধিগম্য = দুরধিগম্য
দুঃ + অন্ত = দুরন্ত	দুঃ + অপনেয় = দুরপনেয়
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা	দুঃ + আকাঙ্ক্ষা = দুরাকাঙ্ক্ষা
দুঃ + উক্তি = দুরুক্তি	দু + অভিসন্ধি = দুরভিসন্ধি
দুঃ + আশা = দুরাশা	চক্ষুঃ + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন
দুঃ + উহ = দুরূহ	দুঃ + উচ্চার্য = দুরুচ্চার্য
দিঃ + আগমন = দিরাগমন	নিঃ + অন = নীরন

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সূত্র ১২ : বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির পর ক, খ, প, ফ থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ স্থানে স-ধ্বনি হয়। স পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

অয়ঃ + কঠিন = অয়স্কঠিন	মনঃ + কামনা = মনস্কামনা
তিরঃ + কার = তিরস্কার	শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর
তেজঃ + ক্রিয় = তেজস্ক্রিয়	ভাঃ + কর = ভাস্কর
নমঃ + কার = নমস্কার	বাচঃ + পতি = বাচস্পতি
পদঃ + খলন = পদস্খলন	

সূত্র ৬ : পূর্বপদের শেষে যদি ব্-জাত বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম ধ্বনির কোনোটি থাকে তবে সন্ধিতে ঐ বিসর্গ রেফ (´) হয়ে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত	দুঃ + গতি = দুর্গতি
চতুঃ + গুণ = চতুর্গুণ	নিঃ + গত = নির্গত
দুঃ + গত = দুর্গত	বহিঃ + গত = বহির্গত
অন্তঃ + ঘাত = অন্তর্ঘাত	নিঃ + ঘোষ = নির্ঘোষ
দুঃ + ঘটনা = দুর্ঘটনা	নিঃ + ঘাত = নির্ঘাত
অন্তঃ + জগৎ = অন্তর্জগৎ	নিঃ + জন = নির্জন
অন্তঃ + জান = অন্তর্জান	নিঃ + জলা = নির্জলা
অন্তঃ + জল = অন্তর্জল	নিঃ + জীব = নির্জীব
দুঃ + জন = দুর্জন	পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম
দুঃ + জেয় = দুর্জ্ঞেয়	বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক	দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত
দুঃ + দশা = দুর্দশা	নিঃ + দোষ = নির্দোষ
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব	নিঃ + দিষ্ট = নির্দিষ্ট
দুঃ + দম = দুর্দম	বহিঃ + দ্বার = বহির্দ্বার
চতুঃ + ধা = চতুর্ধা	নিঃ + ধারণ = নির্ধারণ
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ	অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত
দুঃ + নীতি = দুর্নীতি	দুঃ + নাম = দুর্নাম
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার	নিঃ + নয় = নির্ণয়
অন্তঃ + বর্তী = অন্তর্বর্তী	নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প
চতুঃ + বেদ = চতুর্বেদ	নিঃ + বাহ = নির্বাহ
চতুঃ + বিধ = চতুর্বিধ	দুঃ + বিনীত = দুর্বিনীত
দুঃ + বহ = দুর্বহ	পুনঃ + বার = পুনর্বার
নিঃ + বাক = নির্বাক	প্রাতঃ + বাক্য = প্রাতর্বাক্য
নিঃ + বেদ = নির্বেদ	বহিঃ + বাণিজ্য = বহির্বাণিজ্য
অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত	প্রাতঃ + ভোজন = প্রাতর্ভোজন
অন্তঃ + ভেদী = অন্তর্ভেদী	দুঃ + ভাগ্য = দুর্ভাগ্য
নিঃ + ভীক = নির্ভীক	প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ
প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব	আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব
বহিঃ + ভূত = বহির্ভূত	পুনঃ + ভব = পুনর্ভব
অন্তঃ + মার্ধ্য = অন্তর্মার্ধ্য	নিঃ + মোহ = নির্মোহ
নিঃ + মান = নির্মাণ	অন্তঃ + ধান + অন্তর্ধান
নিঃ + মূল = নির্মূল	বহিঃ + মুখ = বহির্মুখ
অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান	দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

সূত্র ৭ : পূর্বপদের শেষে যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথম যদি অন্তঃস্থ ধ্বনি (য, র, ল) কিংবা হ-এর কোনো একটি থাকে তবে সন্ধির ফলে বিসর্গ রেফ (´) হয়ে পরের ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী	নিঃ + যাতন = নির্যাতন
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ	নিঃ + লিপ্ত = নির্লিপ্ত
নিঃ + যাস = নির্যাস	নিঃ + লজ্জ = নির্লজ্জ
অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন	নিঃ + লোভ = নির্লোভ
দুঃ + লক্ষণ = দুর্লক্ষণ	অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত
দুঃ + লভ = দুর্লভ	

বিসর্গ স্থানে শ : সূত্র ৮ : পূর্ব পদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদের প্রথমে চ বা ছ থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ (ঃ) পরিবর্তিত হয়ে শ হয়। শ পরবর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন :

নভঃ + চর = নভশ্চর	নিঃ + চেতন = নিশ্চেতন
নিঃ + চয় = নিশ্চয়	নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট
নিঃ + চল = নিশ্চল	দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত	দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন	মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু
নিঃ + চুপ = নিশ্চুপ	শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র	শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য	সদ্যঃ + ছিন্ন = সদ্যশ্ছিন্ন

সূত্র ১০ : বিসর্গযুক্ত ই-ধ্বনির পর ক, খ, প, ফ-এর কোনোটি থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়। যেমন :

আবিঃ + কার = আবিষ্কার	নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি
জ্যোতিঃ + ক = জ্যোতিষ্ক	নিঃ + ক্রমণ = নিষ্ক্রমণ
নিঃ + কণ্টক = নিষ্কণ্টক	নিঃ + ক্রিয়া = নিষ্ক্রিয়া
নিঃ + কর = নিষ্কর	পরিঃ + কার = পরিষ্কার
নিঃ + কলুষ = নিষ্কলুষ	বহিঃ + কার = বহিষ্কার
নিঃ + কলঙ্ক = নিষ্কলঙ্ক	বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত
নিঃ + পত্তি = নিষ্পত্তি	নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন
নিঃ + প্রাণীপ = নিষ্প্রাণীপ	নিঃ + পর = নিষ্পর
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল	দুঃ + কর্ম = দুষ্কর্ম
দুঃ + কার্য = দুষ্কার্য	দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি
দুঃ + কৃত = দুষ্কৃত	চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ
চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ	দুঃ + প্রবৃত্তি = দুষ্প্রবৃত্তি
চতুঃ + পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ্ব	দুঃ + প্রবেশ = দুষ্প্রবেশ্য
চতুঃ + শীঠ = চতুষ্পীঠ	প্রাদুঃ + পুর = প্রাদুষ্পুর
দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য	নিঃ + ফল = নিষ্ফল
নিঃ + পন্ন = নিষ্পন্ন	নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ
নিঃ + পিষ্ট = নিষ্পিষ্ট	নিঃ + প্রাণ = নিষ্প্রাণ
নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ	দুঃ + কর = দুষ্কর

বিসর্গ স্থানে স : সূত্র ৯ : পূর্বপদের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে ট বা ঠ থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গ পরিবর্তিত হয়ে স হয়। স পরবর্তী ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়। যেমন :

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার	চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়
নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর	নিঃ + ঠা = নিষ্ঠা

বিসর্গ স্থানে স : সূত্র ১১ : পূর্বপদের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে ত থাকলে বিসর্গ পরিবর্তিত হয়ে স হয়। 'স' ত-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন :

ইতঃ + তত = ইতস্তত	মনঃ + তত্ত্ব = মনস্তত্ত্ব
নিঃ + তার = নিস্তার	মনঃ + তাপ = মনস্তাপ
নিঃ + তেজ = নিস্তেজ	মনঃ + তুষ্টি = মনস্তুষ্টি
দুঃ + তর = দুস্তর	শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ
নভঃ + তল = নভস্তল	নিঃ + তব্ধ = নিস্তব্ধ
নিঃ + স্পন্দ = নিস্পন্দ	

যেসব ক্ষেত্রে সন্ধিতে বিসর্গ অক্ষত থাকে :
পূর্বপদের অন্ত্য-বিসর্গের পর ক/ফ/খ/প/ফ/র/শ/স থাকলে সন্ধিতে বিসর্গ অক্ষত থাকে। যেমন :

অধঃ + ক্রম = অধঃক্রম	অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ
অন্তঃ + কোণ = অন্তঃকোণ	অন্তঃ + ক্রীড়া = অন্তঃক্রীড়া
অধঃ + ক্ষেপ = অধঃক্ষেপ	প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল
মনঃ + ক্ষোভ = মনঃক্ষোভ	মনঃ + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ
অতঃ + পর = অতঃপর	অন্তঃ + রাষ্ট্রীয় = অন্তঃরাষ্ট্রীয়
অধঃ + পতন = অধঃপতন	পুনঃ + প্রবেশ = পুনঃপ্রবেশ
অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর	বয়ঃ + প্রাপ্ত = বয়ঃপ্রাপ্ত
ইতঃ + পূর্বে = ইতঃপূর্বে	মনঃ + পীড়া = মনঃপীড়া
বহিঃ + প্রকাশ = বহিঃপ্রকাশ	মনঃ + পূত = মনঃপূত
ছন্দঃ + পতন = ছন্দঃপতন	শিরঃ + উপরি = শিরোপরি
জ্যোতিঃ + পুঞ্জ = জ্যোতিঃপুঞ্জ	শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া
পয়ঃ + প্রণালী = পয়ঃপ্রণালী	স্বতঃ + প্রবৃত্ত = স্বতঃপ্রবৃত্ত
পুনঃ + পুন = পুনঃপুন	স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ
অন্তঃ + শত্রু = অন্তঃশত্রু	নিঃ + শত্রু = নিঃশত্রু
চক্ষুঃ + শূল = চক্ষুঃশূল	নিঃ + শব্দ = নিঃশব্দ
দুঃ + শাসন = দুঃশাসন	নিঃ + শেষ = নিঃশেষ
নিঃ + শঙ্ক = নিঃশঙ্ক	বহিঃ + শত্রু = বহিঃশত্রু
অন্তঃ + সংগতি = অন্তঃসংগতি	নিঃ + সন্দেহ = নিঃসন্দেহ
অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা	নিঃ + সহায় = নিঃসহায়
অন্তঃ + সার = অন্তঃসার	প্রাতঃ + স্মরণীয় = প্রাতঃস্মরণীয়
দুঃ + সংবাদ = দুঃসংবাদ	বহিঃ + সমুদ্র = বহিঃসমুদ্র
নিঃ + সংশয় = নিঃসংশয়	স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ
দুঃ + স্বপ্ন = দুঃস্বপ্ন	মনঃ + সংযোগ = মনঃসংযোগ

এরকম : অন্তঃশীল, চতুঃশাখা, চতুঃশালা, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিঃশাস্ত্র, নিঃস্ব, নিঃশর্ত, বহিঃশুল্ক, চতুঃসীমা, দুঃসময়, দুঃসাধ্য, দুঃসাহস, নিঃসঙ্গ, নিঃস্বার্থ, নিঃসন্তান, নিঃসম্বল, নিঃসাড়, নিঃসীম, প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাতঃস্নান, বয়ঃসন্ধি ইত্যাদি।

কয়েকটি নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

বাচঃ + পতি = বাচস্পতি	ভাঃ + কর = ভাস্কর
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ	অহঃ + অহ = অহরহ
আঃ + পদ = আস্পদ	মনঃ + কষ্ট = মনস্তাপ
শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া	প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

ছন্দে ছন্দে বিশেষ বিসর্গ সন্ধি : বাচস্পতি বাবুর স্নেহের আস্পদ হরিশ্চন্দ্রও অহরহ গুরুকে প্রণাম করে ভাস্করে (সূর্য) অহর্নিশ।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শাক + ভাত'-এর সঠিক সন্ধিজাত শব্দ হলো- [B : ২৩-২৪]
ক শাগভাত খ শাকভাত গ শাগ্‌ভাত ঘ শাক্‌ভাত উ: গ

০২. 'কর্ম' শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ক ক্র + ম খ কঃ + অর্ + ম
গ ক + অর্ + ম ঘ কৃ + মন্ উ: খ

০৩. 'দশেক' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ? [C1 : ২৩-২৪]
ক দশে + এক খ দশা + এক
গ দশ + ইক ঘ দশ + এক উ: খ

০৪. "পরস্পর" কোন ধরনের সন্ধির উদাহরণ? [E : ২৩-২৪]
ক স্বরসন্ধি খ বিসর্গ সন্ধি
গ নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঘ ব্যঞ্জনসন্ধি উ: গ

০৫. 'মতৈক্য' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [E : ২৩-২৪]
ক মতন + ঐক্য খ মতো + একতা
গ মত + ঐক্য ঘ মতো + অনট উ: গ

০৬. 'প্রৌঢ়' শব্দটির যথাযথ সন্ধিবিচ্ছেদ হলো- [খ ১৯-২০]
ক প্র + উঢ় খ প্রো + উঢ় গ প্র + ওঢ় ঘ প্রো + ঔঢ় উ: ক

০৭. নিপাতনে সিদ্ধ হয়ে সন্ধিবদ্ধ হয়েছে কোনটি? [গ ১৯-২০; ক ০৪-০৫; গ ১৩-১৪]
ক মৃন্ময় খ বৃহস্পতি গ বৃহদর্থ ঘ আদ্যন্ত উ: খ

০৮. 'উচ্ছিষ্ট' শব্দের সন্ধিসাধিত রূপ কোনটি? [ক ১৮-১৯]
ক উদ্ + শিষ্ট খ উদগ + ছিষ্ট গ উদ্ + ষ্ট ঘ উদ্ + ইষ্ট উ: ক

০৯. 'উপর্যুক্ত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [গ ১৮-১৯; ইবি H১৭-১৮; চবি ঘ ০৯-১০]
ক উপর + যুক্ত খ উপরি + উক্ত গ উপ + যুক্ত ঘ উপঃ + যুক্ত উ: খ

১০. 'পিত্রাদেশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো- [পুনঃ ঘ ১৮-১৯]
ক পিতঃ + আদেশ খ পিতা + আদেশ
গ পিত্র + আদেশ ঘ পিতৃ + আদেশ উ: খ

১১. নিম্নের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি? [ক ১৭-১৮]
ক কুলটা খ সঞ্চার গ গবেষণা ঘ ভাবুক উ: ক

১২. 'নীরব' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [চ ১৭-১৮]
ক নীঃ + রব খ নির্ + রব গ নিঃ + রব ঘ নীহ্ + রব উ: গ

১৩. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ? [ঘ ৯৯-০০; ঘ ১০-১১; বাতিল গ ১১-১২]
ক শীতল খ সংখ্যা গ অধিকার ঘ তোমার উ: খ

১৪. 'উদ্ধার' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হবে- [গ ৯২-৯৩; চবি ঙ ১৫-১৬]
ক উঃ + ধার খ উৎ + দার গ উৎ + ধার ঘ উৎ + হার উ: খ

১৫. 'ণিজন্ত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ হবে- [গ ৯৩-৯৪]
ক ণিজ্ + অন্ত খ ণিচ্ + অন্ত গ ণিঃ + অন্ত ঘ ণিথ + অন্ত উ: খ

১৬. 'আবির্ভাব' শব্দ গঠিত হয়েছে- [গ ৯৬-৯৭; রাবি ০৩-০৪]
ক প্রত্যয় দ্বারা খ উপসর্গ দ্বারা গ সন্ধি দ্বারা ঘ বিভক্তি দ্বারা উ: গ

১৭. 'সন্ধান' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়- [খ ০০-০১]
ক সন + ধান খ সন্ধা + ন গ সন্ধা + অন ঘ সম্ + ধান উ: ঘ

১৮. 'উচ্ছৃঙ্খল' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর। [ঘ ০১-০২; ইবি গ ০৫-০৬]
ক উৎ + শৃঙ্খল খ উচ্ + শৃঙ্খল গ উৎ + ছৃঙ্খল ঘ উচ্ছৃ + খল উ: ক

১৯. 'হিমাচল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [গ ১৬-১৭; বরি ক + খ ১১-১২]
ক হিমা + আচল খ হিম + আচল গ হিম + আঁচল ঘ হিম + অচল উ: ঘ

২০. 'উত্থাপন' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ- [খ ০২-০৩; খ ১০-১১]
ক উৎ + থাপন খ উৎ + স্থাপন গ উঃ + স্থাপন ঘ উঃ + থাপন উ: খ

২১. 'কথোপকথন' শব্দটি কী রীতিতে গঠিত? [গ ০২-০৩]
ক উপসর্গযোগে খ সন্ধিযোগে
গ প্রত্যয়যোগে ঘ সমাসযোগে উ: খ

২২. 'ভ্রাতুষ্পুত্র' সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়- [ক ০৪-০৫]
ক ভ্রাত + পুত্র খ ভ্রাতঃ + পুত্র
গ ভ্রাতুঃ + পুত্র ঘ ভ্রাতৃ + পুত্র উ: গ

২৩. 'পর্যবেক্ষণ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ- [ঘ ০৫-০৬; ইবি খ ১৫-১৬; নোবিপ্রবি গ ০৯-১০]
ক পর + বেক্ষণ খ পরি + বেক্ষণ
গ পর + অবেক্ষণ ঘ পরি + অবেক্ষণ উ: ঘ

২৪. 'সন্নিহিত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ- [০৫-০৬]
ক সৎ + নিহিত খ সম্ + নিহিত গ সৎ + নিহিত ঘ সন + নিহিত উ: খ

২৫. 'আবিষ্কার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [০৭-০৮]
ক আবি + কার খ আবিঃ + কার
গ আবিষ + কার ঘ আবি + ষকার উ: খ

২৬. ভুল সন্ধিবিচ্ছেদ [ঘ ০৭-০৮, ঘ ০৮-০৯]
ক ইতঃ + পূর্বে = ইতঃপূর্বে খ উৎ + হত = উদ্ধত
গ চমক + ইত = চমকিত ঘ গণ্ + অ = গণ্য উ: খ

২৭. সন্ধিজাত শব্দ- [খ ০৭-০৮]
ক উন্মনা খ দখিনা গ ফাল্গুন ঘ মিনতি উ: ক

২৮. 'পশু + অধম' এর সন্ধিসাধিত রূপ কোনটি? [ঘ ১৫-১৬]
ক পশ্বধম খ পশ্যাধম গ পশ্বাধম ঘ পশ্বধম উ: ক

২৯. বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ নয় [খ ০৯-১০]
ক ইতোমধ্যে খ নীরব গ শ্রেয়োলাভ ঘ বিষ্ঠোষ্ঠ উ: ঘ

৩০. 'সদানন্দ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ হলো- [ঘ ১১-১২]
ক সদ + আনন্দ খ সদা + নন্দ গ সদা + আনন্দ ঘ সদ + অ + নন্দ উ: গ

৩১. সন্ধিঘটিত শুদ্ধ শব্দ [খ ১১-১২]
ক অতি + অধিক = অত্যাধিক খ অগ্নি + উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত
গ প্রশ্ন + আবলি = প্রশ্নাবলী ঘ চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ উ: ঘ

৩২. সন্ধিঘটিত কোন শব্দটি শুদ্ধ? [ক ১২-১৩]
ক বৃহদংশ খ জাত্যাভিমান গ আদ্যান্ত ঘ শিরোচ্ছেদ উ: ক

৩৩. 'নিরাকার' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [ক ১২-১৩; জবি ক ০৫-০৬]
ক নি + আকার খ নিঃ + আকার
গ নির + আকার ঘ নিরঃ + কার উ: খ

৩৪. সন্ধিঘটিত শুদ্ধ শব্দ [খ ১২-১৩]
ক অতি + অধিক = অত্যাধিক খ অষ্ট + বিংশ = অষ্টবিংশ
গ শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র ঘ পর + পর = পরপর উ: গ

৩৫. 'আদ্যোপান্ত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ : [গ ১২-১৩, ক ০৭-০৮]
ক আদি + পান্ত খ আদ্য + পান্ত
গ আদ্যো + পান্ত ঘ আদ্য + উপান্ত উ: ঘ

৩৬. নিচের অশুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [ঘ ১২-১৩]
ক সু + অল্প = স্বল্প খ অনু + এষণ = অন্বেষণ
গ আদ্য + অন্ত = আদ্যন্ত ঘ ভৌ + উক = ভাবুক উ: গ

৩৭. 'অন্তরীপ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [গ-১৩-১৪]
ক অন্তর + ইপ খ অন্তর + ঈশ গ অন্ত + রীপ ঘ অন্তঃ + ঈপ উ: ঘ

৩৮. 'দুরূহ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [ক ১৪-১৫]
ক দুঃ + উহ্ খ দুঃ + রূহ গ দূর + উহ ঘ দুর + হ উ: ক

৩৯. নিচের কোন স্বরসন্ধি অশুদ্ধ? [গ ১৪-১৫]
ক পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু খ প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন
গ অনু + এষণ = অন্বেষণ ঘ তথা + এব = তথৈব
Note : সবগুলোই সন্ধিগতভাবে শুদ্ধ।

৪০. 'গবাদি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [খ-১৫-১৬]
ক গবা + আদি খ গো + আবাদি
গ গো + আদি ঘ গবা + দি উ: গ

৪১. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কোনটি? [গ ০৯-১০]
ক তদ্ + কাল = তৎকাল খ সম + তান = সন্তান
গ গো + পদ = গোষ্পদ ঘ অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান উ: গ

৪২. 'ব্যর্থ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো- [খ ইউনিট-২০১৯-২০]
ক বি + অর্থ খ ব্য + অর্থ
গ ব্য + র্থ ঘ বি + র্থ উ: ক

৪৩. 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ- [খ ইউনিট-২০১৭-১৮]
ক প্রতি + বর্তন খ প্রতি + আবর্তন
গ প্রত্যা + বর্তন ঘ প্রতিঃ + আবর্তন উ: খ

৪৪. 'জাত্যভিমান' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হবে- [গ ইউনিট-২০২০-২১]
ক জাতি + অভিমান খ জাত + অভিমান
গ জাত্য + অভিমান ঘ জাত্যা + অভিমান উ: ক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

'চতুর্দশ' শব্দটিতে কোন দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক) র, দ খ) চ, র গ) চ, দ ঘ) ত, দ উ: ঘ

সম্ + কার = সংস্কার কোন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত? [খ ১৭-১৮; জবি A ১৭-১৮]
ক) বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি খ) বিসর্গ সন্ধি
গ) বিশেষ বিসর্গ সন্ধি ঘ) ব্যঞ্জন সন্ধি উ: ক

'তুচ্ছ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ক) তুৎ + ছো খ) তুদ্ + ছ গ) তুচ + ছো ঘ) তুৎ + ছ উ: ঘ

'বৃহস্পতি' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [খ ১৭-১৮]
ক) বৃহৎ + পতি খ) বৃহত্ত + পতি গ) বৃহস্ + পতি ঘ) বৃহ + স্পতি উ: ক

'নীরোগ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [খ ০৬-০৭; চবি ঘ ০৪-০৫]
ক) নি + রোগ খ) নির + রোগ গ) নী + রোগ ঘ) নীঃ + রোগ উ: খ

'নশ্বর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ- [খ ০৬-০৭]
ক) ন + শ্বর খ) নশ + বর গ) নশ্ + ব ঘ) নশ্ + বর উ: ঘ

নিপাতনে সিদ্ধ শব্দ- [গ ০৬-০৭]
ক) [illegible] খ) বিপদাপন্ন গ) ফুলেল ঘ) পরাজয় উ: গ

'পর্যায়' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ- [ক ০৬-০৭]
ক) পর + যায় খ) পর + আয় গ) পরি + আয় ঘ) পরি + যায় উ: গ

'দুঃস্থ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [গ ০৯-১০; জবি E ১৬-১৭]
ক) দুস্ + হ খ) দুস্ + থ গ) দুঃ + থ ঘ) দুঃ + স্থ উ: গ

'অহংকার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [ক ০৯-১০]
ক) অহা + কার খ) অহং + কার গ) অহম্ + কার ঘ) অহ + কার উ: গ

কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ নয়? [খ ১০-১১]
ক) দশ + ঋণ = দশার্ণ খ) পো + অন = পবন
গ) পর + অপর = পরস্পর ঘ) স্ব + ঈর = স্বৈর

Note: দশ + ঋণ = দশার্ণ, পো + অন = পবন– স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত।

'প্রত্যুষ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [ক ১২-১৩]
ক) প্রত্য + উষ খ) প্রত্য + উষ গ) প্রতি + উস ঘ) প্রতি + উষ উ: ঘ

'তেজস্বী' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [খ-১৩-১৪; ইবি গ ১৬-১৭; ববি ১৩-১৪]
ক) তেজস + বিন খ) তেজঃ + বিন
গ) তেজ + বিন ঘ) তেজস + বী উ: খ

'অধ্যুষিত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি শুদ্ধ? [চ ১৪-১৫]
ক) অধ্য + উষিত খ) আধ + যিত
গ) অধি + উষিত ঘ) আধু + উষিত উ: গ

'নিরাকরণ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [খ ১৬-১৭]
ক) নিঃ + আকরণ খ) নির + আকরণ গ) নিঃ + করণ ঘ) নিরা + করণ উ: ক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'স্বৈর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হলো– [B ২২-২৩]
ক) স্ব + ঐর খ) স্ব + ইর গ) স্ব + ঈর ঘ) স্ব + উর উ: গ

০২. 'ক্ষুৎপিপাসা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [E ১৯-২০; জবি গ ১৬-১৭]
ক) ক্ষুৎ + পিপাসা খ) ক্ষুধা + পিপাসা গ) ক্ষুধঃ + পিপাসা ঘ) ক্ষুধ্ + পিপাসা উ: ঘ

০৩. 'সদ্যোজাত' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো– [E ১৯-২০; চবি ক ০৬-০৭]
ক) সদ্য + জাত খ) সদা + জাতো
গ) সদ্যঃ + জাত ঘ) সদ্যো + জাত উ: গ

০৪. 'কদিন' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো? [E ১৯-২০]
ক) কদ + দিন খ) কদ্ + দিন গ) কত + দিন ঘ) কতো + দিন উ: গ

০৫. '[illegible]' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত? [C-1 ১৯-২০]
ক) প্রত্যয়যোগে খ) অনুসর্গযোগে
গ) সন্ধিযোগে ঘ) উপসর্গযোগে উ: গ

০৬. 'উচ্ছল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C ১৯-২০]
ক) উৎ + শল খ) উৎ + ছল গ) উৎ + চল ঘ) উচ + ছল উ: খ

০৭. 'যশেচ্ছা' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
ক) যশ + ইচ্ছা খ) যশ্ + ইচ্ছা
গ) যশঃ + ইচ্ছা ঘ) যশো + ইচ্ছা উ: গ

০৮. 'অতএব' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F ১৯-২০]
ক) অদ + এব খ) অতঃ + এব গ) অত + এব ঘ) অতো + এব উ: খ

০৯. 'কুয়োপশী' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F ১৯-২০]
ক) কুয় + দশী খ) কুয়ঃ + দশী
গ) কুয়ো + দশী ঘ) কুয়োঃ + দশী উ: খ

১০. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ? [F ১৯-২০]
ক) দ্যুলোক খ) প্রৌঢ় গ) সীমন্ত ঘ) শারদ উ: গ

১১. 'আকৃষ্ট' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [H ১৮-১৯]
ক) আকৃষ + ত খ) আকৃষ + ট গ) আকৃ + ষ্ট ঘ) আকৃষ + ষ্ট উ: ক

১২. 'বিমুক্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৮-১৯]
ক) বিযুদ + ত = বিযুক্ত খ) বিমুগ + ধ = বিমুগ্ধ
গ) বিমুগ + ধ = বিমুক্ত ঘ) বিমুহ্ + ধ = বিমুগ্ধ উ: ক

১৩. 'জগন্নাথ' শব্দের ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৮-১৯; জবি ঘ ১১-১২]
ক) জগ + নাথ = জগন্নাথ খ) জগন + নাথ = জগন্নাথ
গ) জগ + নাথ = জগন্নাথ ঘ) জগৎ + নাথ = জগন্নাথ উ: ঘ

১৪. 'অধম + ঋণ = অধমর্ণ' কোন সন্ধির দৃষ্টান্ত? [C ১৮-১৯]
ক) স্বরসন্ধি খ) ব্যঞ্জনসন্ধি গ) বিসর্গসন্ধি ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি উ: ক

১৫. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি? [E ১৮-১৯]
ক) সংযোগ খ) সঞ্চয় গ) উদ্ধত ঘ) ষোড়শ উ: ঘ

১৬. কোনটি ঠিক নয়? [F ১৮-১৯]
ক) চতুর্থ = চতুঃ + থ খ) দুগ্ধ = দুহ + ত
গ) সতীশ = সতি + ঈশ ঘ) নিষ্কর = নিঃ + কর উ: গ

১৭. 'অ' আর 'উ' মিলে কোনটি হয়েছে? [H ১৮-১৯]
ক) সূর্যোদয় খ) নবোঢ়া গ) যথোচিত ঘ) গবেষণা উ: গ

১৮. 'যথেষ্ট' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক) যথা + ইষ্ট খ) যথা + এষ্ট গ) যথঃ + এষ্ট ঘ) যথা + ঈষ্ট উ: ক

১৯. 'নিষ্কর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক) নিঃ + কর খ) নি + কর গ) নিষ + কর ঘ) নিষা + কর উ: ক

২০. 'খাওয়া' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক) খা + আ খ) খা + ওয়া
গ) খাও + আ ঘ) খাঃ + ওয়া উ: ক

২১. 'স্বাগত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮; রাবি ক ৩ : ১১-১২]
ক) সু + গত খ) স্ব + আগত গ) স্বা + গত ঘ) সু + আগত উ: ঘ

২২. 'তন্ময়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C, ১৭-১৮]
ক) তন + ময় খ) তদ্ + ময় গ) তনু + ময় ঘ) তৎ + ময় উ: ঘ

২৩. 'সন্ধি' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮; জবি ঘ ০৫-০৬ ; চবি ক ১০-১১]
ক) সম + ধি খ) সং + ধি গ) সন + ধি ঘ) সঃ + ধি উ: ক

২৪. 'অলঙ্কার' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক) অলম্ + কার খ) অলং + কার
গ) অলন + কার ঘ) অলঙ্ + আর উ: ক

২৫. 'শীতার্ত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮; জাককানইবি ১৬-১৭]
ক) শীত + ঋত খ) শিত + আর্ত
গ) শিত + ঋত ঘ) শিত + অর্ত উ: ক

২৬. 'ব্যর্থ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮; ইবি গ ১৫-১৬; চবি গ ১০-১১]
ক) বি + অর্থ খ) ব্য + অর্থ গ) বিঃ + থ ঘ) ব্যঃ + থ উ: ক

২৭. কোনটি ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ? [D ১৭-১৮]
ক) যশেচ্ছা = যশঃ + ইচ্ছা খ) মনোহর = মন + অহর
গ) সঞ্চয় = সন্ + চয় ঘ) সূক্ত = সু + উক্ত উ: ঘ

২৮. 'পুরাধ্যক্ষ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক) পুর + অধ্যক্ষ খ) পুর + অধ্যক্ষ গ) পুরা + অধ্যক্ষ ঘ) পুরা + ধ্যক্ষ উ: ক

২৯. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ক) সন্তাপ খ) তস্কর গ) সংস্কৃত ঘ) ডাক্তার উ: খ

৩০. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ক) ষোড়শ খ) উত্থান
গ) অহর ঘ) একাদশ উ: গ

Note: ষট্ + দশ = ষোড়শ, এক + দশ = একাদশ– নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। উৎ + স্থান = উত্থান বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি। অহর > অহঃ ('র' জাত বিসর্গের নিয়মে 'র' স্থলে বিসর্গ হয়)।

৩১. 'প্রাণ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ– [A ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ক) প্রাণ + অ খ) প্রা + অন
গ) প্র + আ + ন ঘ) প্র + অন উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

৩২. 'উচ্ছেদ' শব্দটির সন্ধির বিচ্ছেদ কোনটি? [বিবিএ ১০-১১; বেরোবি ১৭-A ১৮]
ⓚ উচ্ছ + ছেদ ⓚ উৎ + ছেদ
ⓖ উদ + ছেদ ⓖ উত + ছেদ উ: (খ)

৩৩. 'সুবন্ত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [আইবিএ ১০-১১; বশেমুরবিপ্রবি E ১৬-১৭]
(ক) সুব + অন্ত (খ) সুপ্ + অন্ত (গ) সুভ + অন্ত (ঘ) সু + অন্ত উ: (খ)

৩৪. 'কিন্নর' এর সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [ক ১০-১১]
(ক) কিম + নর (খ) কিম + ণর (গ) কিম্ + নর (ঘ) কিম্ + ণর উ: (গ)

৩৫. 'দুরপনেয়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [ক ১০-১১]
(ক) দুর + পনেয় (খ) দু + অপনেয়
(গ) দুঃ + অপনেয় (ঘ) দুর + অপনেয় উ: (গ)

৩৬. সন্ধি নির্ণয় কর : দুশ্চিন্তা = দুঃ + চিন্তা- [গ, সেট ৮ : ১১-১২; গ, সেট৫ : ১১-১২]
(ক) বিসর্গ সন্ধি (খ) খাঁটি বাংলা সন্ধি (গ) ব্যঞ্জনসন্ধি (ঘ) স্বরসন্ধি উ: (ক)

৩৭. সন্ধি নির্ণয় কর : সংসার = সম্ + সার– [গ ১১-১২; রাবি D ১৫-১৬]
(ক) স্বরসন্ধি (খ) খাঁটি বাংলা সন্ধি (গ) বিসর্গ সন্ধি (ঘ) ব্যঞ্জনসন্ধি উ: (ঘ)

৩৮. সন্ধির ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক নয়? [D সেট- ০১, ১২-১৩]
(ক) অ + উ = ও (খ) আ + ও = ঔ (গ) অ + ও = উ (ঘ) অ + ঐ = ঐ উ: (গ)

৩৯. 'তাৎক্ষণিক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F আইন, ১২-১৩]
(ক) তৎ + ক্ষণিক (খ) ততক্ষণ + ইক
(গ) তাৎ + ক্ষণিক (ঘ) তৎক্ষণ + ইক উ: (ঘ)

৪০. কোনটি ঠিক? [A ১৬-১৭; চবি ০৩-০৪; খ ১২-১৩]
(ক) সম্ + চয় = সঞ্চয় (খ) সমঃ + চয় = সঞ্চয়
(গ) সন + চয় = সঞ্চয় (ঘ) সম + চয় = সঞ্চয় উ: (ক)

৪১. কোনটি ঠিক? [A ১৬-১৭]
(ক) সম + তান = সন্তান (খ) সন + তান = সন্তান
(গ) সম্ + তান = সন্তান (ঘ) সম + তন = সন্তান উ: (গ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিমুগ্ধ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [A : ২৩-২৪]
(ক) বিমুহ্+ত (খ) বি + মুগ্ধ (গ) বিমুহ্ + ত + অ (ঘ) বিমুগ্ + ধ উ: (ক)

০২. কোনটি শুদ্ধ? [A : ২৩-২৪]
(ক) অভু + দয় = অভ্যুদয় (খ) অভি + উদয় = অভ্যুদয়
(গ) অভুঃ + দয়= অভ্যুদয় (ঘ) অভ + দয় = অভ্যুদয় উ: (খ)

০৩. 'তন্বী' শব্দের সঠিক সন্ধি রূপ হবে– [A : ২৩-২৪;F-17-18,জাবি-C-20-21,E-16-17;কুবি-চ-১৩-১৪]
(ক) তন্ব + ঈ (খ) তনু + ই (গ) তন্ব + ঈ (ঘ) তনু + ঈ উ: (ঘ)

০৪. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [A : ২৩-২৪]
(ক) ভাষাতত্ত্বে (খ) ধ্বনিতত্ত্বে (গ) রূপতত্ত্বে (ঘ) বাক্যতত্ত্বে উ: (খ)

০৫. 'সপ্তর্ষি'-র সঠিক সন্ধি কোনটি? [A : ২৩-২৪]
(ক) সপ্ত + রষি (খ) সপ্ত + ঋষি
(গ) সপ্তো + ঋষি (ঘ) সপ্তঃ + ঋষি উ: (খ)

০৬. 'চিরুনি' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ– [B : ২৩-২৪]
(ক) চির + উনি (খ) চিরু + নি
(গ) চিরুন + ই (ঘ) চির + ঊনি উ: (ক)

০৭. কোন বাংলা পদের সাথে অন্য পদের সন্ধি হয় না? [B : ২৩-২৪]
(ক) বিশেষণ (খ) বিশেষ্য (গ) ক্রিয়া (ঘ) অব্যয় উ: (গ)

০৮. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির উদাহরণ নয়? [A : ২৩-২৪]
(ক) আশ্চর্য (খ) তস্কর (গ) পুনরপি (ঘ) মনীষা উ: (গ)

০৯. সঠিক উত্তর কোনটি? [A : ২৩-২৪]
(ক) আত্মা + আনন্দ = আত্মানন্দ (খ) আত্ম + আনন্দ = আত্মানন্দ
(গ) আত্মা + নন্দ = আত্মানন্দ (ঘ) আত্ম + নন্দ = আত্মানন্দ উ: (খ)

১০. 'শ্রীশ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? [A ২২-২৩]
(ক) শ্রী + ঈশ (খ) শ্রী + ইশ (গ) শ্রী + শ (ঘ) শ্রি + ইশ উ: (ক)

১১. 'নিষ্কর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোন্‌টি? [B ২২-২৩]
(ক) নিষ + কর (খ) নিম + কর (গ) নিঃ + কর (ঘ) নীঃ + কর উ: (গ)

১২. 'চলোর্মি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [A : ২১-২২]
(ক) চল + উর্মি (খ) চলা + উর্মি (গ) চল + ঊর্মি (ঘ) চলা + ঊর্মি উ: (গ)

১৩. 'সতীশ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [A : ২১-২২; বশেমুরবিপ্রবি D ১৭-১৮]
(ক) সতি + ঈশ (খ) সতী + ঈশ (গ) সতী + ইশ (ঘ) সতি + ইশ উ: (খ)

১৪. 'অভ্যুদয়' এর সন্ধি বিচ্ছেদ– [A : ২১-২২]
(ক) অভি + উদয় (খ) অভি + দয় (গ) অভি + উদয় (ঘ) অভ্য + উদয় উ: (গ)

১৫. অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয় মিলে হয়– [A : ২১-২২]
(ক) এর (খ) আর (গ) র (ঘ) অর উ: (ঘ)

১৬. 'চতুষ্কোণ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [A : ২১-২২]
(ক) চতুঃ + কোণ (খ) চতুষ + কোণ (গ) চতুর + কোণ (ঘ) চতু + কোণ উ: (ক)

১৭. 'কথামৃত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৯-২০]
(ক) কথা + অমৃত (খ) কথঃ + অমৃত
(গ) কথা + মৃত (ঘ) কথঃ + মৃত উ: (ক)

১৮. অ-কারের বা আ- কারের পর ই- কার থাকলে উভয় মিলে কী হয়? [B ১৯-২০]
(ক) এ-কার (খ) ও-কার (গ) উ-কার (ঘ) ঐ-কার উ: (ক)

১৯. 'বৃষ্টি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [B ১৯-২০; জাবি E ১৪-১৫]
(ক) বৃস্ + টি (খ) বৃশ + টি
(গ) বৃষ্ + টি (ঘ) বৃষ্ + তি উ: (ঘ)

২০. 'তৃষ্ণার্ত' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৮-১৯; C, ১৮-১৯; D ১৪-১৫]
(ক) তৃষ্ণ + আর্ত (খ) তৃষ্ণা + ঋত
(গ) তৃষ্ণ + ষর্ত (ঘ) তৃষ্ণ + রিত উ: (খ)

২১. 'মহৈশ্বর্য' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [B ১৮-১৯; জবি A Unit, ১৪-১৫]
(ক) মহা + ঐশ্বর্য (খ) মহ + ঐশ্বর্য
(গ) মহান + ঐশ্বর্য (ঘ) মহৎ + ঐশ্বর্য উ: (ক)

২২. 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [C, ১৮-১৯]
(ক) সন্ধিযোগে (খ) প্রত্যয়যোগে
(গ) বিভক্তিযোগে (ঘ) সমাসযোগে উ: (ক)

২৩. 'কৃষ্টি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৪-০৫; ইবি C ১৬-১৭]
(ক) কৃস + তি (খ) কৃষ + টি (গ) কৃষ্ + তি (ঘ) কৃষঃ + তি উ: (গ)

২৪. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : 'উপর্যুপরি'– [০৪-০৫]
(ক) উপরি + উপরি (খ) উপর্য + পুরি (গ) উপ + র্যুপরি (ঘ) উপ + উপরি উ: (ক)

২৫. 'সম্ + হার' এর সন্ধি কোনটি? [০৪-০৫]
(ক) সমহার (খ) সংহার (গ) সঙ্গার (ঘ) সঙহার উ: (খ)

২৬. 'মস্যাধার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর– [০৫-০৬]
(ক) মসা + আধার (খ) মসা + আধার
(গ) মসী + আধার (ঘ) মস্যি + আধার উ: (গ)

২৭. 'মৃন্ময়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৫-০৬, খ ১১-১২; জবি খ ১০-১১]
(ক) মৃণ + ময় (খ) মৃৎ + ময় (গ) মৃত + ময় (ঘ) মৃ + ময় উ: (খ)

২৮ 'উদ্ধৃত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৫-০৬]
(ক) উৎ + হৃত (খ) উৎ + হত (গ) উদ + হৃত (ঘ) উৎ + ঋত উ: (ক)

২৯. 'তুষ্ট' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৫-০৬]
(ক) তুষ + ট (খ) তুস্ + ত (গ) তুষ্ + ত (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (গ)

৩০. 'অকুতোভয়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [০৬-০৭; কুবি C- ১২-১৩]
(ক) অকুত + ভয় (খ) অকুতো + ভয় (গ) অকুতঃ + ভয় (ঘ) অকুত + অভয় উ: (গ)

৩১. 'স্বেচ্ছা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [০৬-০৭; বেরোবি B ১৬-১৭]
(ক) সে + ইচ্ছা (খ) স্ব + চ্ছা (গ) স্ব + ইচ্ছা (ঘ) সে + ইচ্ছা উ: (গ)

৩২. 'মুখচ্ছবি' সন্ধির কোন নিয়মে পড়ে? [০৯-১০]
(ক) ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি (খ) ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি
(গ) স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি (ঘ) ব্যঞ্জনধ্বনি + বিসর্গ ধ্বনি উ: (গ)

৩৩. 'পর্যালোচনা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [০৯-১০]
(ক) পর্য + আলোচনা (খ) পর্যা + লোচনা
(গ) পরি + লোচনা (ঘ) পরি + আলোচনা উ: (ঘ)

৩৪. সন্ধির প্রধান সুবিধা কীসে? [০৯-১০; A-১৫-১৬]
(ক) শুনতে (খ) লিখতে (গ) উচ্চারণে (ঘ) পড়তে উ: (গ)

৩৫. 'যাচ্ছেতাই' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি– [০৯-১০]
(ক) যা + ইচ্ছে + তাই (খ) যা + ইচ্ছা + তাই
(গ) যাহা + ইচ্ছা + তাই (ঘ) যাহা + ইচ্ছে + তাই উ: (খ)

৩৬. 'স্বাধীনতা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৯-১০]
(ক) সু + অধীনতা (খ) স + অধীনতা
(গ) শ + অধীনতা (ঘ) স্ব + অধীনতা উ: (ঘ)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৭. 'সংশপ্তক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [০৩-০৪]
ⓚ সম্ + শপ্তক ⓚ সং + শপ্তক
ⓖ সম + শপ্ত + ক ⓖ সং + শপ্ত + এক উ: (গ)

৩৮. 'দুর্নীতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮; চবি গ ৯-১০]
ⓚ দুর + নীতি ⓚ দূর + নীতি
ⓖ দুঃ + নীতি ⓖ দুঃ + নিতি উ: (গ)

৩৯. 'রবীন্দ্র' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [কও : ১১-১২; ঢাবি গ ৯৩-৯৪; চবি খ ০৫-০৬]
ⓚ রবী + ইন্দ্র ⓚ রবি + ইন্দ্র
ⓖ রবি + ঈন্দ্র ⓖ রবী + ইন্দ্র উ: (খ)

৪০. 'ততোধিক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [K ১৭-১৮; ঢাবি খ ৯৬-৯৭]
ⓚ তত + অধিক ⓚ ততঃ + অধিক
ⓖ তত + ধিক ⓖ ততঃ + ধিক উ: (খ)

৪১. 'প্রিয়ংবদা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A -১৩-১৪]
ⓚ প্রিয়ম + বদা ⓚ প্রিয়াং + বদা
ⓖ পিয়ম + বদা ⓖ প্রিয়াৎ + বদা উ: (ক)

৪২. 'ধর্মাধর্ম' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [E ১৩-১৪]
ⓚ ধর্ম + অধর্ম ⓚ ধর্মা + ধর্ম
ⓖ ধর্ম + আ + ধর্ম ⓖ ধর্ম + অদধর্ম উ: (ক)

৪৩. 'গবেষণা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A: ১৪-১৫; চবি G ১৩-১৪]
ⓚ গো + এষণা ⓚ গব + এষণা ⓖ গৌ + এষণা ⓖ গব + এযনা উ: (ক)

৪৪. 'অধ্যুষিত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [I ১৭-১৮]
ⓚ অধ্য + উষিত ⓚ আধ + ষিত
ⓖ অধি + উষিত ⓖ আধু + উষিত উ: (গ)

৪৫. 'দুর্বার' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A-১৫-১৬]
ⓚ দূর + বার ⓚ দুর + বার ⓖ দুঃ + বার ⓖ দূঃ + বার উ: (গ)

৪৬. 'ষষ্ঠ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F ১৭-১৮; জাবি D ১৭-১৮; জবি ১৬-১৭]
ⓚ ষষ্ + ত ⓚ যষ্ + ঠ ⓖ ষষ্ + থ ⓖ ষট্ + ঠ উ: (গ)

৪৭. 'ষোড়শ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ⓚ ষট্ + অশ ⓚ ষট + দশ ⓖ ষড় + অশ ⓖ ষড় + দশ উ: (খ)

৪৮. 'মৃদঙ্গ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ⓚ মৃৎ + অঙ্গ ⓚ মৃদং + গ ⓖ মৃদ + অঙ্গ ⓖ মৃদঙ + অঙ্গ উ: (ক)

৪৯. 'দ্বীপায়ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [D ১৬-১৭]
ⓚ দ্বীপ + আয়ন ⓚ দ্বীপ + অয়ন
ⓖ দ্বিপ + অনট ⓖ দ্বীপ + অনট উ: (ক)

৫০. 'সুধীন্দ্র' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী? [F ১৬-১৭]
ⓚ সুধি + ইন্দ্র ⓚ সুধী + ইন্দ্র ⓖ সুধী + ঈন্দ্র ⓖ সুধি + ঈন্দ্র উ: (খ)

৫১. 'কুজ্ঝটিকা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [B ১৭-১৮; শাবিপ্রবি খ ০৮-০৯]
ⓚ কুদ্ + জটিকা ⓚ কুদ্ + ঝটিকা
ⓖ কুৎ + ঝটিকা ⓖ কুজ্ + ঝটিকা উ: (গ)

৫২. 'পুনরুক্ত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [E ১৭-১৮]
ⓚ পুনঃ + উক্ত ⓚ পুন + রুক্ত ⓖ পূনঃ + রুক্ত ⓖ পুন + উক্ত উ: (ক)

৫৩. 'নাবিক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [E ১৭-১৮]
ⓚ নাবি + ইক ⓚ নো + ইক ⓖ নৌ + বিক ⓖ নৌ + ইক উ: (ঘ)

৫৪. 'পতঞ্জলি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [E ১৭-১৮]
ⓚ পদ + অঞ্জলি ⓚ পত + অঞ্জলি
ⓖ পতৎ + অঞ্জলি ⓖ পতঃ + অঞ্জলি উ: (গ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শিরশ্ছেদ' এর সন্ধি-বিচ্ছেদ কী? [D : ২৩-২৪; কুবি-C-19-20]
ⓚ শির + ছেদ ⓚ শিরশ + ছেদ
ⓖ শিরঃ + ছেদ ⓖ শির + শ্ছেদ উ: (গ)

০২. 'মনীষা' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি? [B সেট-১; ২২-২৩]
ⓚ মনস্ + ঈষা ⓚ মন + ঈষা ⓖ মন + ইষা ⓖ মনীষ + আ উ: (ক)

০৩. কোনটিতে সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘিত হয় নাই? [D : ২১-২২]
ⓚ শরৎ + চন্দ্র = শরৎচন্দ্র ⓚ জগৎ + মোহন = জগৎমোহন
ⓖ চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি ⓖ তত্ত্ব + বধায়ক = তত্ত্ববাধায়ক উ: (গ)

০৪. 'প্রেম' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ- [B1 : ২১-২২; রাবি D ১৪-১৫; ঢাবি ক ০৫-০৬; হাবিপ্রবি C-১৫-১৬]
ⓚ প্রি + ম ⓚ প্রে + ইমন ⓖ পৃ + ইমন ⓖ প্রিয় + ইমন উ: (ঘ)

০৫. 'মাত্রাধিকা' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [B : ২১-২২, ঙ ০৫-০৬]
ⓚ মাত্রা + আধিক্য ⓚ মাত্র + আধিক্য ⓖ মাত্র + অধিকা ⓖ মাতৃ + আধিকা উ: (গ)

০৬. 'সন্ধি'র কাজ কী? [B : ২১-২২]
ⓚ শব্দে-শব্দে সংযোগ ⓚ শব্দে-শব্দে মিলন
ⓖ বাক্যে-বাক্যে সংযোগ ⓖ প্রত্যয়ে-প্রত্যয়ে মিলন উ: (খ)

Note: সন্ধি হচ্ছে ধ্বনি বা বর্ণের সংযোগ কিন্তু শব্দের নয়।

০৭. 'অন্তরঙ্গ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [B : ২১-২২; ঢাবি গ ০৭-০৮]
ⓚ অন্ত + রঙ্গ ⓚ অন্তর + রঙ্গ ⓖ অন্ত + অঙ্গ ⓖ অন্তর + অঙ্গ উ: (ঘ)

০৮. 'অঙ্কুরোদগম' এর সন্ধিবিচ্ছেদ–[A ১৮-১৯]
ⓚ অঙ্ক + রোদগম ⓚ অঙ্কুরো + গম ⓖ অঙ্কুর + উদগম ⓖ অঙ্ক + রোদগম উ: (গ)

০৯. 'সংগীত' এর শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [ঙ ০৫-০৬]
ⓚ সং + গীত ⓚ সং + গিত ⓖ সম + গিত ⓖ সম + গীত উ: (ঘ)

১০. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধির উদাহরণ- [ঙ ০৮-০৯]
ⓚ আশ্চর্য ⓚ উত্থান ⓖ ষষ্ঠ ⓖ পরস্পর উ: (ঘ)

১১. 'উজ্জ্বল' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [গ ১০-১১]
ⓚ উজ + জ্বল ⓚ উদ + জ্বল ⓖ উদ্ব + জল ⓖ উৎ + জ্বল উ: (ঘ)

১২. 'দুরবস্থা' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ – [গ ১১-১২]
ⓚ দুঃ + অবস্থা ⓚ দু + অবস্থা ⓖ দূ + অবস্থা ⓖ দু + বস্থা উ: (ক)

১৩. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [চ ১১-১২, ঙ ১১-১২; চবি ক ১৩-১৪]
ⓚ বাক্ + অম্বর ⓚ বাগ + অম্বর
ⓖ বাগ + আড়ম্বর ⓖ বাক + আড়ম্বর উ: (গ)

১৪. 'সদাশয়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C, -১৩-১৪]
ⓚ সদ + আশয় ⓚ সৎ + আশয় ⓖ সদা + আশয় ⓖ সদা + শয় উ: (খ)

১৫. 'মহৌষধি' শব্দের ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [J ১৬-১৭]
ⓚ মহা + ঔষধি ⓚ মহ + ঔষধি ⓖ মহাঃ + ঔষধি ⓖ মহা + ওষধি উ: (খ)

১৬. 'নিরবধি' শব্দের ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ⓚ নির + বধি ⓚ নিরব + ধি ⓖ নিঃ + অবধি ⓖ নি + অবধি উ: (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ধনুষ্টঙ্কার' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [B ১৯-২০]
ⓚ ধনুষ + টঙ্কার ⓚ ধনুস্ + টঙ্কার ⓖ ধনুসঃ + টঙ্কার ⓖ ধনুঃ + টঙ্কার উ: (ঘ)

০২. নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ গবেষণা ⓚ ষষ্ঠ ⓖ আশ্চর্য ⓖ অন্বিত উ: (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সংযম' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [AL ১৮-১৯; ক ১৬-১৭]
ⓚ সংযম ⓚ সম্ + যম ⓖ সঙ + যম ⓖ সম + জম উ: (খ)

০২. কোন বাংলা পদের সাথে অন্য পদের সন্ধি হয় না? [AL ১৮-১৯; C ১৭-১৮; ঢাবি ০৬-০৭]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া উ: (ঘ)

০৩. সন্ধিবিচ্ছেদ কর : [AL ১৭-১৮]
ⓚ তিরস + কার ⓚ তিরঃ + কার
ⓖ তির + স্কার ⓖ তিরস +কার উ: (খ)

০৪. 'দ্যুলোক' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর- [AL ১৭-১৮; জাবি D ১৭-১৮, খ ১৪-১৫]
ⓚ দ্যু + লোক ⓚ দ্যুঃ + লোক ⓖ দিবঃ + লোক ⓖ দিব্ + লোক উ: (ঘ)

০৫. 'উচ্ছ্বাস' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [AP ১৭-১৮]
ⓚ উৎ + ছাস ⓚ উৎ + শ্বাস ⓖ উত + ছাস ⓖ উৎ + হাস উ: (খ)

০৬. 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [D ১৭-১৮; ঢাবি খ ১৭-১৮]
ⓚ প্রতি + বর্তন ⓚ প্রত্যা + বর্তন
ⓖ প্রতিঃ + আবর্তন ⓖ প্রতি + আবর্তন উ: (ঘ)

০৭. 'মরূদ্যান' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ⓚ মরু + উদ্যান ⓚ মরূ + উদ্যান ⓖ মরূ + উদ্যন ⓖ মরু + উদ্যন উ: (ক)

০৮. 'দুর্গতি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A -১৩-১৪]
ⓚ দূর + গতি ⓚ দুর + গতি ⓖ দুঃ + গতি ⓖ দূঃ + গতি উ: (গ)

০৯. 'মনোনয়ন' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [গ ১৬-১৭]
ⓚ মনন + অয়ন ⓚ মন + নয়ন ⓖ মনঃ + নয়ন ⓖ মনো + নয়ন উ: (গ)

১০. 'ত্রিশাল' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কর : [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ ত্রিশ + আল ⓚ ত্রি + শাল
ⓖ ত্রিশ্ + আল ⓖ ত্রিশা + ল উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি সন্ধিজাত শব্দ? [A ১৯-২০]
ক অভিযান খ সংবাদ গ গমন ঘ সুলভ উ: খ

০২. কোনটি খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধির উদাহরণ? [B ১৯-২০; বশেমুরবিপ্রবি C ১৮-১৯]
ক শত + এক খ ইতর + আমি গ বিশ্ব + মিত্র ঘ আ + চর্য উ: ক

০৩. 'সংস্কৃতি' শব্দের ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮]
ক সং + কৃতি খ সম্ + কৃতি গ সং + স্কৃতি ঘ সম + স্কৃতি উ: খ

০৪. 'নিষ্পাপ' শব্দটি কোন নিয়মে গঠিত? [A ১৭-১৮]
ক প্রত্যয়যোগে খ উপসর্গযোগে গ সন্ধিযোগে ঘ সমাসযোগে উ: গ

০৫. কোনটি ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
ক মহা + অর্ঘ খ ততঃ + অধিক গ কোথা + থেকে ঘ বিপদ + জনক উ: ঘ

০৬. কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ- [B ১৭-১৮]
ক ইতিহ্ + য খ কৃষ্ + তি গ ক্ষুদ্ + র ঘ তৎ + ময় উ: ক

০৭. 'উ' কারের পর বিসর্গ (ঃ) এবং তার পরে 'ক' থাকলে কোন ব্যঞ্জনধ্বনি বসে? [C ১৭-১৮]
ক স খ ষ গ শ ঘ য উ: খ

০৮. 'নবোঢ়া' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C ১৭-১৮; রাবি ০৯-১০; জাবি গ ১৬-১৭]
ক নব + উঢ়া খ নৈ + ওঢ়া গ নবো + উঢ়া ঘ নব + উঢ়া উ: ঘ

০৯. 'চলচ্চিত্র' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [১১-১২]
ক চল + চিত্র খ চলৎ + চিত্র গ চলচ + চিত্র ঘ চল্ + চ্ছিত্র উ: খ

১০. নিচের কোন সন্ধিটি শুদ্ধ নয়? [১১-১২]
ক জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র খ বিঃ + ছেদ = বিচ্ছেদ
গ উপরি + উক্ত = উপরোক্ত ঘ মহা + ঐক্য = মহৈক্য
Note : বি + ছেদ = বিচ্ছেদ, উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত।

১১. 'অহর্নিশ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [B সেট ২, ১২-১৩; ঢাবি খ ৯৬-৯৭]
ক অহঃ + নিশা খ অহঃ + নিশ গ অহর + নিশ ঘ অহ + নিশ উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি সংস্কৃত ব্যঞ্জন সন্ধির উদাহরণ? [B ১৯-২০]
ক শুভ + ইচ্ছা খ দিক্ + অন্ত গ বদ্ + জাত ঘ শাক্ + ভাত উ: খ

০২. 'বনস্পতি' শব্দটি কী সন্ধি? [B ১৭-১৮]
ক ব্যঞ্জনসন্ধি খ বিসর্গ সন্ধি গ নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি ঘ স্বরসন্ধি উ: গ

০৩. 'ন্যূন' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [H ১৭-১৮]
ক নো + অন খ ন্যূ + অন গ নে + অন ঘ নি + ঊন উ: ঘ

০৪. 'উপরি + উক্ত' এর সন্ধিবদ্ধ শব্দ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক উপরিউক্ত খ উপর্যপরি গ উপর্যুক্ত ঘ উপরোক্ত উ: গ

০৫. কোনটি নিয়ম অনুসারে সন্ধি হয় না? [C ১৭-১৮]
ক গায়ক খ পশ্বধম গ নদ্যম্বু ঘ কুলটা উ: খ

০৬. 'সংশয়' এর সন্ধিবিচ্ছেদ- [ছ ০৫-০৬]
ক সৎ + শয় খ সন + শয় গ সম্ + শয় ঘ সম + শয় উ: গ

০৭. 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [ছ ০৫-০৬; জাককানবি ক ১৬-১৭]
ক রত্না + কর খ রত্ন + কর গ রত্না + আকর ঘ রত্ন + আকর উ: ঘ

০৮. 'জলৌকা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কর- [খ ০৫-০৬]
ক জল + একা খ জল + ঐকা গ জল + ওকা ঘ জল + ঔকা উ: গ

০৯. 'দুশ্ছেদ্য' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কর [খ ০৫-০৬]
ক দুশ + ছেদ্য খ দুষ + ছেদ্য গ দুঃ + ছেদ্য ঘ কোনোটিই নয় উ: গ

১০. 'তামসিক' কে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়- [গ ০৯-১০]
ক তমস্ + ইক খ তামস + ইক গ তাম + সিক ঘ তামা + সিক উ: ক

১১. 'এদূর' কে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়- [গ ০৯-১০]
ক এ + দ্দূর খ এত + দূর গ এৎ + দূর ঘ এ + দূর উ: খ

১২. নিচের কোন শব্দটি সন্ধিঘটিত অশুদ্ধির উদাহরণ? [খ ০৯-১০]
ক সদ্যজাত খ হস্তীপদ গ কল্যাণ ঘ নেতৃবৃন্দ উ: ক

১৩. 'উত্তমর্ণ' কে সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়- [গ ০৯-১০]
ক উত্তর + মণ খ উত্তম + ঋণ গ উত্তর + মর্ণ ঘ উত্তরম + ণ উ: খ

১৪. 'পতঞ্জলি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [B -১৩-১৪]
ক পত + অঞ্জলী খ পতঃ + অঞ্জলী গ পত্ + অঞ্জলি ঘ পতৎ + অঞ্জলি উ: ঘ

১৫. 'চার্বাক' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক চার + বাক খ চর + বাক গ চর্ব + বাক ঘ চারু + বাক উ: ঘ

১৬. নিচের কোনটি ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ? [B ১৬-১৭]
ক ভবন খ উচ্ছেদ গ অতএব ঘ দুস্তর উ: খ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছে কোন শব্দটি? [B ১৯-২০; জাককানইবি E ১৩-১৪]
ক যজ্ঞ খ পরস্পর গ কৃষ্টি ঘ ক্ষুৎপিপাসা উ: খ

০২. 'দুর্লভ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C ১৮-১৯; চবি খ ০৭-০৮]
ক দুঃ + লভ খ দুর + লভ গ দুঃ + লোভ ঘ দুর + লোভ উ: ক

০৩. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধি? [B ১৮-১৯]
ক যদ্যপি খ অন্বেষণ গ উচ্ছেদ ঘ দুষ্কর উ: ঘ

০৪. 'নীরস' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [B 12-13; ঢাবি ঘ ০৩-০৪; নোবিপ্রবি ঘ ১৫-১৬]
ক নী + রস খ নীঃ + রস গ নিঃ + রস ঘ নিঃ + অস উ: গ

০৫. 'কিংবদন্তি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [B ১৩-১৪]
ক কিম্ + বদন্তি খ কিম্ + বদন্তি গ কিং + দন্তী ঘ কিং + বদন্তী উ: খ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি 'তস্কর' শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ? [গ ১১-১২; জাবি A ১৬-১৭]
ক তস্ + কর খ তস্ + কর গ তসঃ + কর ঘ তদঃ + কর উ: খ

০২. 'মন্বন্তর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ- [ক, খ ১১-১২]
ক মন + অন্তর খ মনন + তর গ মনু + অন্তর ঘ মন্বন + তর উ: গ

০৩. নিচের কোন সন্ধিবিচ্ছেদটি অশুদ্ধ? [ক ১৪-১৫]
ক হিম + অচল = হিমাচল খ এক + এক = একৈক
গ কথা + উপকথন = কথোপকথন ঘ মন + অন্তর = মন্বন্তর উ: খ

০৪. ব্যাকরণে 'সন্ধি' শব্দের অর্থ– [ক ১৪-১৫]
ক চুক্তি খ ঐক্য গ মিলন ঘ সম্মেলন উ: গ

০৫. 'পাবক' কোন সন্ধির উদাহরণ? [গ ১৪-১৫]
ক স্বরসন্ধি খ ব্যঞ্জনসন্ধি গ বিসর্গসন্ধি ঘ নিপাতনে সিদ্ধ উ: ক

০৬. 'গ্রন্থাগার' শব্দটি– [ঘ ১৪-১৫]
ক স্বরসন্ধি খ ব্যঞ্জনসন্ধি গ বিসর্গসন্ধি ঘ নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি উ: ক

০৭. 'যশোলাভ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [ঘ ১৪-১৫]
ক যশঃ + লাভ খ যশ + লাভ গ যশো + লাভ ঘ যশ + অ + লাভ উ: ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধি? [E ১৭-১৮]
ক সংস্কৃত খ তৎসম গ তস্কর ঘ পরস্পর উ: ক

০২. 'বনৌষধি' শব্দের অশুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ– [E ১৪-১৫]
ক বন্ + ওষধি খ বন্ + ওষধি গ বন + ঔষধি ঘ বন + ওষধি উ: গ

০৩. 'সন্তাপ' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ক সন + তাপ খ সম্ + তাপ গ সণ + তাপ ঘ সমঃ + তাপ উ: খ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আশ্চর্য' এর সন্ধিবিচ্ছেদ– [D ১৩-১৪; জাবি A ১৬-১৭]
ক আ + চর্য খ অতি + চার্য
গ আশ + চর্য ঘ আ + চার্য উ: ক

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পরস্পর কাছাকাছি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে কী বলে? [E -১৩-১৪]
ক সন্ধি খ সমাস গ কারক ঘ প্রত্যয় উ: ক

০২. উচ্চারণে সুবিধা হলেও ধ্বনিমাধুর্যতা থাকে না, সেখানে কী করতে নেই? [E ১৪-১৫]
ক সন্ধি খ সমাস গ প্রত্যয় ঘ ণত্ব ও ষত্ব বিধান উ: ক

০৩. 'দুর্যোগ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক দুহঃ + যোগ খ দুর + যোগ
গ দুঃ + যোগ ঘ দুহ + যোগ উ: গ

০৪. 'নিরন্ন' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ– [G-১৫-১৬]
ক নি + অন্ন খ নির + অন্ন
গ নিঃ + অন্ন ঘ নির + ন্ন উ: গ

০৫. নিচের কোন বানানটি সন্ধির নিয়মে সাধিত? [C ১৫-১৬]
ক মতানৈক্য খ মধুসূদন
গ সমীচীন ঘ গীতাঞ্জলি উ: খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ব্যাকরণ' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [B ১৯-২০]
ⓚ বি + আ + কৃ + অনট ⓛ ব্যা + অ + করণ
ⓜ বি + কৃ + অরণ ⓝ ব্যা + আ + করণ
উ: ক

০২. 'দুর্ঘটনা' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [C -১৩-১৪]
ⓚ দুঃ + ঘটনা ⓛ দুর + ঘটনা
ⓜ দুর + ঘটনা ⓝ দুর্ + ঘটনা
উ: ক

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'ভাগ্য' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [FSSS : ২১-২২]
ⓚ ভা + অগ্য ⓛ ভজ + য
ⓜ ভা + অগ্য ⓝ ভজঃ + অগ্য
উ: খ

০২. নিচের কোনটি ফলাযুক্ত সন্ধির সঠিক উদাহরণ? [FSSS : ২৩-২৪]
ⓚ মসী + আধার = মৎসাধার ⓛ নদী + অম্বু = নদ্যম্বু
ⓜ অনু + এষণ = অন্বেষণ ⓝ বহু + ঊর্ধ্ব = বহূর্ধ্ব
ⓞ সু + আগত = স্বাগত
উ: গ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. সার্বভৌম শব্দের সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [A : ২১-২২]
ⓚ সর্বভূমি + ষ্ণ ⓛ সর্ব + ভৌম
ⓜ সার্বভৌম + ম ⓝ সর্ব + ভূমি
উ: ক

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. অহরহ' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [Humanities : ২১-২২; ঢাবি গ ১৭-১৮; রাবি E ১৫-১৬]
ⓚ অহঃ + অহ ⓛ অহঃ + রহ
ⓜ অহ + রহ ⓝ অহ + অহ
উ: ক

০২. 'প্রত্যুক্তি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [১৭-১৮]
ⓚ প্রতু + উক্তি ⓛ প্রত্য + উক্তি
ⓜ প্রতি + উক্তি ⓝ প্রত্ + উক্তি
উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'অন্বেষণ'– এর সন্ধিবিচ্ছেদ হলো– [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪;বেবোবি-B-17-18;চবি-১৪-১৫]
ⓚ অনু + এষণ ⓛ অনু + বেশণ
ⓜ অনুঃ + এষণ ⓝ অন্য + এষণ
উ: ক

০২. বিশেষ নিয়মে সাধিত সন্ধিজাত শব্দ– [১৭-১৮]
ⓚ উত্থান ⓛ যাচঞা ⓜ রাজ্ঞী ⓝ তৎকাল
উ: ক

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'মনোরম' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [বিএসসি : ২৩-২৪;জাবি-A-17-18]
ⓚ মন + রম ⓛ মঃ + আরম ⓜ মনঃ + রম ⓝ মনো + রম
উ: গ

০২. কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ? [২২-২৩]
ⓚ সম + সার = সংসার ⓛ পর্ + পর = পরস্পর
ⓜ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ ⓝ বাক + দান = বাগদান
উ: খ

০৩. 'দিগন্ত' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BSC Nursing'20-21]
ⓚ দিক্ + অন্ত ⓛ দি + গন্ত ⓜ দিগ + অন্ত ⓝ দিহ্ + অন্ত
উ: ক

০৪. 'জনৈক' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ–[BSC Nursing'19-20]
ⓚ জন + ইক ⓛ জন + এক ⓜ জনৈ + এক ⓝ জন + ঈক
উ: খ

০৫. 'স্বাগত' এর ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BSC Health Tech'18-19]
ⓚ স্ব + আগত ⓛ সু + আগত ⓜ স্ব + গত ⓝ সুর + আগত
উ: খ

০৬. 'স্বেচ্ছা' শব্দের ঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BSC Nursing'18-19]
ⓚ স্ব + ইচ্ছা ⓛ স + ইচ্ছা ⓜ সে + ইচ্ছা ⓝ সু + ইচ্ছা
উ: ক

০৭. 'সংঘাত' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [BSC Nursing'18-19]
ⓚ সম্ + ঘাত ⓛ সং + ঘাত ⓜ সঙ + ঘাত ⓝ স + ঘাত
উ: ক

০৮. 'বৃষ্টি' এর সন্ধিবিচ্ছেদ–[Diploma Nursing'20-21; RU-B- 19-20; জাবি E – ১৪-১৫]
ⓚ বৃষ্ + তি ⓛ বৃষঃ + টি ⓜ বৃষ + টি ⓝ বৃশ + টি
উ: ক

০৯. 'বনস্পতি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [Diploma Nursing'19-20; RU-E ১৬-১৭; ববি-১৩-১৪]
ⓚ বন + স্পতি ⓛ বন্ + পতি ⓜ বনঃ + পতি ⓝ বনস + পতি
উ: খ

১০. 'গবেষণা' এর সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? [Diploma Nursing'14-15]
ⓚ গবে + ষণা ⓛ গো + এষণা ⓜ গ + এ + ষণা ⓝ গবি + ষণা
উ: খ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'শিরোচ্ছেদ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ শির + ছেদ ⓛ শিরঃ + ছেদ
ⓜ শিরস্ + ছেদ ⓝ শির + উচ্ছেদ
উ: খ

০২. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি? [৪৪ তম বিসিএস]
ⓚ গো + অক্ষ = গবাক্ষ ⓛ পৌ + অক = পাবক
ⓜ বি + অঙ্গ = বঙ্গ ⓝ যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র
উ: ক

০৩. 'দূরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি পাওয়া যায়? [৩৯তম]
ⓚ দুর + বস্থা ⓛ দূর + বস্থা
ⓜ দুর + অবস্থা ⓝ দুঃ + অবস্থা
উ: ঘ

০৪. 'সদ্যোজাত' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি [৩৮তম]
ⓚ সং + জাত ⓛ সদ্যো + জাত
ⓜ সদ্যঃ + জাত ⓝ সদ্য + জাত
উ: গ

০৫. 'রবীন্দ্র' এর সন্ধি বিচ্ছেদ কী? [৩৬তম বিসিএস]
ⓚ রবী + ন্দ্র ⓛ রবি + ঈন্দ্র
ⓜ রবি + ইন্দ্র ⓝ রব + ইন্দ্র
উ: গ

০৬. 'দ্বিপায়ন' শব্দের শুদ্ধ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [৩৫তম বিসিএস]
ⓚ দ্বিপ + আয়ন ⓛ দ্বীপ + আয়ন
ⓜ দ্বিপ + অনট ⓝ দ্বীপ + অনট
উ: খ

০৭. সন্ধি সাধিত শব্দ 'পরস্পর' কোন ধরনের সন্ধির দৃষ্টান্ত? [৩২তম]
ⓚ ব্যঞ্জন সন্ধি ⓛ স্বরসন্ধি
ⓜ নিপাতনে সিদ্ধ ⓝ বিসর্গ সন্ধি
উ: গ

০৮. 'বাগাড়ম্বর' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ– [৩০তম]
ⓚ বাগ + আম্বর ⓛ বাগ + আড়ম্বর
ⓜ বাক্ + অম্বর ⓝ বাক্ + আড়ম্বর
উ: ঘ

০৯. 'জনৈক' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ– [২৯তম বিসিএস]
ⓚ জন + ঐক ⓛ জন + এক
ⓜ জনে + এক ⓝ জন + অক
উ: খ

১০. কোন সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ? [২৭তম]
ⓚ বাক্ + দান = বাগদান ⓛ উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
ⓜ পর্ + পর = পরস্পর ⓝ সম + সার = সংসার
উ: গ

১১. 'প্রাতরাশ' এর সন্ধি– [২৩তম]
ⓚ প্রাত + রাশ ⓛ প্রাতঃ + রাশ
ⓜ প্রাতঃ + আশ ⓝ প্রাত + আশ
উ: গ

১২. সন্ধির প্রধান সুবিধা কী? [১৮তম বিসিএস]
ⓚ উচ্চারণের সুবিধা ⓛ লেখার সুবিধা
ⓜ শোনার সুবিধা ⓝ পড়ার সুবিধা
উ: ক

১৩. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম]
ⓚ রূপতত্ত্ব ⓛ ধ্বনিতত্ত্ব
ⓜ পদক্রম ⓝ বাক্য প্রকরণ
উ: খ

১৪. 'ষড়ঋতু' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ– [১৭তম]
ⓚ ষড় + ঋতু ⓛ ষড়ু + ঋতু
ⓜ ষট + ঋতু ⓝ ষট্ + ঋতু
উ: ঘ

১৫. 'দ্যুলোক' শব্দের যথার্থ সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি? [১৫তম]
ⓚ দুঃ + লোক ⓛ দিব্ + লোক
ⓜ দ্বি + লোক ⓝ দ্বিঃ + লোক
উ: খ

১৬. 'রত্নাকর' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ– [১০ম বিসিএস]
ⓚ রত্ন + কর ⓛ রত্ন + কর
ⓜ রত্না + আকর ⓝ রত্ন + আকর
উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. পাশাপাশি ধ্বনির মিলনকে বলে–
(ক) একত্রীকরণ (খ) সন্নিবেশ
(গ) সমাস (ঘ) সন্ধি
উ: (ঘ)

০২. অ/আ + অ/আ = আ সূত্রের উদাহরণ কোনটি?
(ক) উত্তরাধিকার (খ) জনৈক
(গ) অতীন্দ্রিয় (ঘ) নাবিক
উ: (ক)

০৩. স্বরের সঙ্গে স্বরের যে সন্ধি হয় তাকে কোন সন্ধি বলে?
(ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
(গ) বিসর্গসন্ধি (ঘ) স্বর-ব্যঞ্জন সন্ধি
উ: (ক)

০৪. গো + আদি = গবাদি - কোন সূত্রে সিদ্ধ?
(ক) ও + অন্য স্বর = অব্ + স্বর (খ) এ + অন্য স্বর = অয্ + স্বর
(গ) ঋ + অন্য স্বর = র্ + স্বর (ঘ) উ/ঊ + অন্য স্বর = ব্ + স্বর
উ: (ক)

০৫. ব্যঞ্জনসন্ধি কতভাবে হতে পারে?
(ক) এক (খ) দুই
(গ) তিন (ঘ) চার
উ: (গ)

০৬. 'পরিচ্ছেদ' কোন নিয়মে ব্যঞ্জনসন্ধি?
(ক) স্বর + স্বর (খ) স্বর + ব্যঞ্জন
(গ) ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন (ঘ) ব্যঞ্জন + স্বর
উ: (গ)

০৭. নিচের কোনটিতে জ-এর প্রভাবে ত হয়েছে জ?
(ক) সন্ধ্যা (খ) উজ্জ্বল
(গ) বিপদমূলক (ঘ) চম্পচিত্র
উ: (গ)

০৮. নিচের কোনটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ?
(ক) ষষ্ঠ (খ) সম্মান
(গ) স্বচ্ছ (ঘ) মনোযোগ
উ: (গ)

০৯. নিচের কোনটিতে বিসর্গ 'ও' হয়ে গেছে?
(ক) নীরোগ (খ) আরোগ্য
(গ) তিরোধান (ঘ) ভৌগোলিক
উ: (গ)

১০. নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি কোনটি?
(ক) নায়ক (খ) পিত্রালয়
(গ) শুভেচ্ছা (ঘ) একাদশ
উ: (গ)

SELF TEST MCQ

০১. প্রকৃত বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি কোন নিয়মে হয়ে থাকে?
(ক) সমীভবনের (খ) বিষমীভবনের
(গ) অভিশ্রুতির (ঘ) বিপ্রকর্ষের

০২. বিসর্গ সন্ধি কয় প্রকার?
(ক) তিন (খ) চার
(গ) দুই (ঘ) পাঁচ

০৩. নিচের কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি?
(ক) মার্তণ্ড (খ) ভাবুক
(গ) তন্বী (ঘ) অন্বেষণ

০৪. 'ভাগ্য' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কী?
(ক) ভজ + য (খ) ভা + অগ্য
(গ) ভ + আগ্য (ঘ) ভজঃ + অগ্য

০৫. নিচের কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ?
(ক) কুড়িক (খ) উচ্ছেদ
(গ) তৎকাল (ঘ) দুষ্কর

০৬. বিসর্গ সন্ধি কোন সন্ধির অন্তর্ভুক্ত?
(ক) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি (খ) স্বরসন্ধি
(গ) ব্যঞ্জনসন্ধি (ঘ) কোনোটিই নয়

০৭. 'বিদ্যালয়' সন্ধিতে কোন সূত্রের প্রয়োগ আছে?
(ক) অ + অ (খ) অ + আ
(গ) আ + অ (ঘ) আ + আ

০৮. তৎসম সন্ধি কত প্রকার?
(ক) ৫ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৬

০৯. 'বিপচ্চয়' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?
(ক) বিপৎ + চয় (খ) বিপদ + চয়
(গ) বিপদ + চ্চয় (ঘ) বিপচ + চয়

১০. 'পাগলামি' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে পাওয়া যায়–
(ক) পাগল + লামি (খ) পাগল + মি
(গ) পাগল + আমি (ঘ) পাগল + মি

১১. সন্ধিতে 'র' এবং 'স' এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?
(ক) ; (খ) ঃ
(গ) (ঘ) হ

১২. ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ মিলে কোন সন্ধি হয়?
(ক) স্বরসন্ধি (খ) ব্যঞ্জনসন্ধি
(গ) বিসর্গ সন্ধি (ঘ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি

১৩. ই-কারের পর ঈ-কার মিলে যে ঈ-কার হয়, তার উদাহরণ কোনটি?
(ক) অধীন (খ) রবীন্দ্র
(গ) পরীক্ষা (ঘ) অতীত

১৪. কোনটির নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না?
(ক) গায়ক (খ) আশ্চর্য
(গ) পশ্বধম (ঘ) নদ্যম্বু

১৫. 'জগজ্জীবন' শব্দটি সন্ধির কোন নিয়মানুসারে হয়েছে?
(ক) ত + ঝ (খ) ত + জ
(গ) দ + ঝ (ঘ) দ + জ

OMR				
০১. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫. (ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০. (ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪. (ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫. (ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer							
১৫.খ	১৪.খ	১৩.গ	১২.খ	১১.খ	১০.গ	০৯.খ	০৮.খ
০৭.ঘ	০৬.গ	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.গ	০১.ক	

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. সন্ধি ব্যাকরণের কীসের আলোচ্য বিষয়?
০২. সন্ধি কাকে বলে?
০৩. সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?
০৪. বিসর্গ সন্ধি কোন রীতিতে আলোচিত হয়?
০৫. সন্ধি নির্ণয় কর : পৃথ্বীশ, প্রত্যুপকার, বনস্পতি।

উত্তর :

০১. ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
০২. সন্নিহিত দুটি ধ্বনি মিলিত হয়ে এক ধ্বনিতে রূপান্তরিত হওয়াকে সন্ধি বলে।
০৩. সন্ধি তিন প্রকার। যথা : i. স্বরসন্ধি, ii. ব্যঞ্জনসন্ধি, iii. বিসর্গসন্ধি।
০৪. তৎসম রীতিতে।
০৫. পৃথ্বীশ = পৃথ্বি + ঈশ, প্রত্যুপকার = প্রতি + উপকার, বনস্পতি = বন্ + পতি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১০

শব্দ ও পদের গঠন

শব্দ ও পদের গঠন

এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দের মূল অংশকে শব্দমূল বলে। শব্দমূলের এক নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি দুই ধরনের। যথা : নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি। ক্রিয়াপ্রকৃতির অন্য নাম ধাতু। নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়। নামপ্রকৃতির উদাহরণ : মা, গাছ, শির, লতা ইত্যাদি। ধাতুর উদাহরণ : কর, যা, চল্, ধৃ ইত্যাদি।

নামপ্রকৃতি ও ধাতুর সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোর নাম উপসর্গ ও প্রত্যয়।

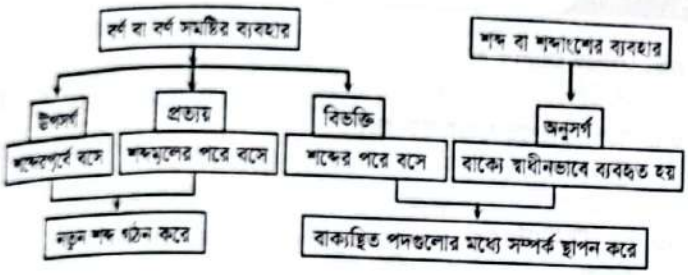

উপসর্গ : যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। 'পরিচালক' শব্দের 'পরি' অংশ একটি উপসর্গ।

প্রত্যয় : যে সকল বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি/শব্দাংশ শব্দমূলের পরে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। 'সাংবাদিক' শব্দের 'ইক' অংশ একটি প্রত্যয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে তৈরি শব্দকে সাধিত শব্দ বলা হয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়া শব্দ গঠনের আরো কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রক্রিয়া হলো সমাস, যার মাধ্যমে একাধিক শব্দ এক শব্দে পরিণত হয়। যেমন 'হাট' ও 'বাজার' শব্দ দুটি সমাসবদ্ধ হয়ে হয় 'হাটবাজার'। এছাড়া কোনো শব্দের দ্বৈত ব্যবহারে নতুন শব্দ গঠিত হলে তাকে বলে শব্দদ্বিত্ব, যেমন 'ঠক' ও 'ঠক' মিলে গঠিত হয় 'ঠকঠক', একইভাবে 'অঙ্ক' ও অনুরূপ ধ্বনি 'টঙ্ক' মিলে হয় 'অঙ্কটঙ্ক'। শব্দ যখন বাক্যের মধ্যে থাকে, তখন তার নাম হয় পদ। পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে কিছু শব্দাংশ যুক্ত হয়, এগুলোর নাম লগ্নক।

প্রকার : লগ্নক চার ধরনের। যথা :

i. বিভক্তি ii. নির্দেশক
iii. বচন ও iv. বলক।

বিভক্তি : যে সকল বর্ণ বা সমষ্টি শব্দের পরে বসে বাক্যস্থিত পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে। বিভক্তি দুই প্রকার : ক্রিয়া-বিভক্তি ও কারক-বিভক্তি। 'করলাম' ক্রিয়াপদের 'লাম' শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং 'কৃষকের' পদের 'এর' শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।

নির্দেশক : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদকে নির্দিষ্ট করে, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। 'লোকটি' বা 'ভালোটুকু' পদের 'টি' বা 'টুকু' হলো নির্দেশকের উদাহরণ।

বচন : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদের সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে বচন বলে। 'ছেলেরা' বা 'বইগুলো' পদের 'রা' বা 'গুলো' হলো বচনের উদাহরণ।

বলক : যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে। 'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।

বাক্যের যেসব পদে লগ্নক থাকে সেগুলোকে সলগ্নক পদ এবং যেসব পদে লগ্নক থাকে না সেগুলোকে অলগ্নক পদ বলে। 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে'-এই বাক্যের 'ছেলেরা' ও 'খেলে' সলগ্নক পদ আর 'ক্রিকেট' অলগ্নক পদ।

শব্দ গঠনের উপায় সমূহ :

১. সন্ধির মাধ্যমে : হিম + অচল = হিমাচল
২. সমাসের মাধ্যমে : জায়া ও পতি = দম্পতি
৩. বহুবচনের মাধ্যমে : (গ্রন্থ থেকে) গ্রন্থাবলি
৪. বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে : লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা
৫. পদ-পরিবর্তনের মাধ্যমে : সুন্দর > সৌন্দর্য
৬. উপসর্গ সহযোগে : দুর্ + অবস্থা = দুরবস্থা
৭. প্রত্যয় সহযোগে : ঘর + আমি = ঘরামি
৮. দ্বিরুক্তি শব্দের সহযোগে : টক্ টক্, ঘ্যান্ ঘ্যান্

শব্দ ও পদের মধ্যকার কয়েকটি পার্থক্য নিচে দেখানো হলো :

শব্দ	পদ
১. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দভান্ডার থাকে। সাধারণত অভিধানে তা সংকলিত হয়।	১. শব্দ যখন বাক্যে স্থান পায়, তখন তার নাম হয় পদ।
২. অভিধানের শব্দগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন।	২. বাক্যের মধ্যে পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৩. শব্দের অংশ উপসর্গ ও প্রত্যয়।	৩. পদের অংশ বিভক্তি, নির্দেশক, বচন ও বলক।
৪. গঠনগতভাবে শব্দ দুই শ্রেণির : মূল শব্দ ও সাধিত শব্দ।	৪. গঠনগতভাবে পদ দুই রকমের: অলগ্নক পদ ও সলগ্নক পদ।
৫. শব্দ শুধু রূপতত্ত্বের আলোচ্য।	৫. পদ একইসঙ্গে রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS ● JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলে? [ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সাইন্স এন্ড মিডওয়াইফারি- ২০২২]
ক পদ খ প্রকৃতি
গ বাক্যাংশ ঘ উপধা
উ: ক

০২. বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে বলা হয়– [ঢাবি, ঘ ইউনিট ১৯৯৮-৯৯]
ক কারক খ পদ
গ বর্ণ ঘ অক্ষর
উ: খ

০৩. বিভক্তিযুক্ত শব্দ মাত্রকেই কী বলা হয়? [জবি, D-ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক বাক্য খ পদ গ সমাস ঘ সন্ধি
উ: খ

০৪. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কী বলে? [রাবি, A-ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক মৌলিক খ যৌগিক গ সাধিত ঘ প্রাতিপদিক
উ: ঘ

০৫. শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কীসে? [রাবি, B-ইউনিট ২০১৪-১৫]
ক ভিন্ন অর্থ প্রকাশক খ মৌলিক অর্থের জন্য
গ ভাবে ভিন্নতা ঘ বাক্যে সম্পর্কহীন ও সম্পর্কযুক্ত
উ: ঘ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'পদ' বলতে কী বোঝায়? [২০তম বিসিএস]
ক কবিতার চরণ খ যে কোনো শব্দ
গ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ধাতু ঘ বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু
উ: ঘ

০২. কোন বাক্যটি দ্বারা অনুরোধ বুঝায়? [১৮তম বিসিএস]
ক তুই বাড়ি যা খ ক্ষমা করা ঘোর অপরাধ গ কাল একবার এসো ঘ দূর হও
উ: গ

০৩. বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতুকে বলে– [১১তম বিসিএস]
ক শব্দ খ কারক
গ পদ ঘ ক্রিয়াপদ
উ: গ

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে কী বলে?
ক পদাণু খ পদ
গ বাক্যাংশ ঘ প্রকৃতি
উ: খ

০২. পদের লগ্নক কত ধরনের?
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ
উ: গ

০৩. কোনটি শব্দের শেষে যুক্ত হয় না?
ক প্রত্যয় খ বিভক্তি গ বলক ঘ উপসর্গ
উ: ঘ

০৪. যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বক্তব্য জোরালো করে তাকে কী বলে?
ক বলক খ প্রত্যয় গ বিভক্তি ঘ উপসর্গ
উ: ক

০৫. কোনটি সাধিত শব্দ?
ক গাছ খ পরিচালক গ মাছ ঘ চাঁদ
উ: খ

০৬. কোনটি মৌলিক শব্দ?
ক চাঁদ খ বন্ধুত্ব গ প্রশাসন ঘ দায়িত্ব
উ: ক

০৭. শব্দের কোথায় প্রত্যয় যুক্ত হয়?
ক প্রথমে খ শেষে
গ মধ্যে ঘ যে কোনো স্থানে
উ: খ

০৮. কোনটি নির্দেশক?
ক রা খ পরি গ টুকু ঘ ই
উ: গ

০৯. কোনটি লগ্নক নয়?
ক প্রত্যয় খ নির্দেশক
গ বলক ঘ বচন
উ: ক

১০. 'নৌকার ছইয়ে নীল মাছরাঙাটি বসে আছে' বাক্যে অলগ্নক পদ কোনটি?
ক নৌকার খ ছইয়ে গ নীল ঘ মাছরাঙাটি
উ: গ

SELF TEST MCQ

০১. উপসর্গ ও প্রত্যয় দিয়ে তৈরি শব্দকে কী বলে?
ক মৌলিক শব্দ খ সাধিত শব্দ
গ যৌগিক শব্দ ঘ তদ্ভব শব্দ

০২. পদে পরিণত হওয়ার সময়ে শব্দের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়, সেগুলোকে কী বলে?
ক লগ্নক খ শব্দমূল
গ উপসর্গ ঘ প্রত্যয়

০৩. নিচের কোনগুলো বলকের উদাহরণ?
ক রা, গুলো খ এর, লাম
গ ই, ও ঘ টি, টুকু

০৪. 'ছেলেরা ক্রিকেট খেলে' এই বাক্যে 'ক্রিকেট' পদটিকে কী বলা যায়?
ক বলক খ বচন
গ সলগ্নক পদ ঘ অলগ্নক পদ

০৫. প্রতিটি জনগোষ্ঠীর শব্দভান্ডার কোথায় সংকলিত হয়?
ক ব্যাকরণে খ সাহিত্যে
গ বাক্যে ঘ অভিধানে

০৬. 'এখনও তুমি বসে আছ।' এ বাক্যে বলক ব্যবহৃত হয়েছে কোন পদে?
ক এখনও খ তুমি
গ বসে ঘ আছ

০৭. 'সবটুকু ওষুধই তোমাকে খেতে হবে।' –এ বাক্যে 'সবটুকু' পদে কোন ধরনের লগ্নক ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বচন খ নির্দেশক
গ বলক ঘ বিভক্তি

০৮. এক বা একাধিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি শব্দের মূল অংশকে কী বলে?
ক শব্দমূল খ নির্দেশক
গ বলক ঘ উপসর্গ

০৯. 'সাংবাদিক' শব্দে 'ইক' অংশটুকু কী?
ক উপসর্গ খ প্রত্যয়
গ বলক ঘ নির্দেশক

১০. নিচের কোনটি ক্রিয়া বিভক্তির উদাহরণ?
ক এর খ লাম
গ গুলো ঘ এ

OMR				
০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ

Answer				
১০.খ	০৯.খ	০৮.ক	০৭.খ	০৬.ক
০৫.ঘ	০৪.ঘ	০৩.গ	০২.ক	০১.খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১১

উপসর্গ দিয়ে শব্দ গঠন
Prefix

উপসর্গের সংজ্ঞা

উপসর্গ : যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে। অজানা (অ + জানা), অভিযোগ (অভি + যোগ), বেতার (বে + তার) প্রভৃতি শব্দের 'অ', 'অভি', 'বে' হলো উপসর্গ। বাংলা ভাষায় অর্ধশতাধিক উপসর্গ রয়েছে।

➢ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, 'প্র, পরা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ধাতুর পূর্বে বসিয়া একই ধাতুর নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করে, ইহাদিগকে উপসর্গ (Prefix) বলে।'

➢ ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, 'যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে বসিয়া শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, সম্প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে।'

➢ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'সংস্কৃতে কতগুলো 'অব্যয়' আছে, যেগুলো ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে ধাতুর অর্থের পরিবর্তন ঘটায়, ধাতুর নতুন অর্থের সৃষ্টি করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর পূর্বে প্রযুক্ত এরূপ অব্যয়কে বলা হয়েছে উপসর্গ'।

➢ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপসর্গ বিষয়ক সংজ্ঞার্থের আলোকে বলা যায় :

i. দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই।
ii. উপসর্গ হচ্ছে অব্যয়সূচক শব্দাংশ।
iii. স্বাধীন পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।
iv. অন্য শব্দের আগে বসে।
v. উপসর্গ শব্দটি বিশেষ্য পদ যার অর্থ অব্যয়সূচক শব্দাংশ।
vi. উপসর্গ শব্দটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ
vii. এটি একটি পারিভাষিক শব্দ
viii. কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ। যার প্রকৃতি-প্রত্যয়– উপ+√সৃজ + অ।
ix. অর্থমূলক দিক বিচারে উপসর্গ শব্দটি রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।
x. উপসর্গ নতুন শব্দ গঠন করে। যেমন : 'মান' একটি শব্দ। এর আগে 'অভি' যুক্ত হলে হয় 'অভিমান'। এভাবে মূল 'মান' শব্দের অর্থ থেকে উপসর্গযোগে তৈরি শব্দগুলো কত আলাদা হতে পারে তা পাশের চিত্রের মাধ্যমে দেখতে পারি।

উপসর্গের কাজ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

উপসর্গের কাজ :
i. শব্দের সংগঠনগত পরিবর্তন করে।
ii. নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন : বি + বাদ্ = বিবাদ, সম্ + বাদ = সংবাদ।
iii. শব্দের অর্থের সংকোচন করে। যেমন : রাজি থেকে নিমরাজি।
iv. শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ করে। যেমন : সম্ + পূর্ণ = সম্পূর্ণ।
v. শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে। যেমন : সু + নজর = সুনজর।
vi. শব্দের বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন : গর + হাজির = গরহাজির।

উপসর্গের বৈশিষ্ট্য : উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। অর্থাৎ উপসর্গগুলোর নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠনে সহায়তা করে থাকে।

• **প্রকারভেদ :** বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা :
১. বাংলা উপসর্গ ২. তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ এবং ৩. বিদেশি উপসর্গ।

০১. **বাংলা উপসর্গ :** বাংলা উপসর্গ মোট একুশটি। যথা : অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (উনা), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

ছন্দে ছন্দে খাঁটি বাংলা উপসর্গ মনে রাখার কৌশল :
বাংলা উপসর্গ : অঘারাম বাস করে অচেনা অজ পাড়াগাঁয়ে। হাশেমের সৎ পুত্র সাহস ভর দুপুরে কদ কুসুমকে বিয়ে করে নিখোঁজ হলো। পরে আড়ালে আবডালে উনচল্লিশ দিন বনের মধ্যে অনাহারে কাটিয়ে আনমনা হয়ে বসেছিল। তার বিরহের এ ইতিহাস শুনে রাজা পাতি রাম আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা সুখী হও।

০২. **তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ :** তৎসম উপসর্গ বিশটি। যথা : প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অপি, অভি, উপ, আ।

ছন্দে ছন্দে তৎসম উপসর্গ মনে রাখার কৌশল :
তৎসম উপসর্গ : যুদ্ধে প্রথম পরাজয়ের সম পরিমাণ অপমান, অবমাননা, অনুতাপ ও উৎপীড়ন নিবারণ করার জন্য দুরন্ত অভি ও অপি নিরন্তর সুদিনের আশায় অতি কষ্টে উপনেতার অধিবেশনে প্রতিদিন আগমন ও বিচরণ করতেন।

কতিপয় উপসর্গের শব্দ গঠন, সাধিত শব্দ, অর্থদ্যোতনা

নিচে কয়েকটি উপসর্গের অর্থদ্যোতনা, সাধিত শব্দ ও বিশ্লেষণ দেখানো হলো।

নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	দ্যোতনা (যে অর্থ প্রকাশ করে।)
অ	অ + কাজ	অকাজ	অনুচিত
	অ + বোধ	অবোধ	অল্প
অতি	অতি + কায়	অতিকায়	বৃহৎ
	অতি + আচার	অত্যাচার	অতিরিক্ত
অধি	অধি + কার	অধিকার	কর্তৃত্ব
	অধি + বাসী	অধিবাসী	মধ্যে
অনা	অনা + বৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	অভাব
	অনা + সৃষ্টি	অনাসৃষ্টি	বাজে
অনু	অনু + গমন	অনুগমন	পিছনে
	অনু + রূপ	অনুরূপ	তুল্য
অপ	অপ + কর্ম	অপকর্ম	মন্দ
	অপ + সংস্কৃতি	অপসংস্কৃতি	বিকৃত

উপসর্গ	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	দ্যোতনা (যে অর্থ প্রকাশ করে।)
অব	অব + দান	অবদান	বিশেষ
	অব + গুণ্ঠন	অবগুণ্ঠন	অল্প
অভি	অভি + জ্ঞ	অভিজ্ঞ	সম্যক
	অভি + জাত	অভিজাত	উত্তম
আ	আ + রক্ত	আরক্ত	ঈষৎ
	আ + খাম্বা	আখাম্বা	সদৃশ
উৎ	উৎ + ক্ষেপণ	উৎক্ষেপণ	ঊর্ধ্বে
	উৎ + বাস্তু	উদ্বাস্তু	পরিত্যক্ত
উপ	উপ + কূল	উপকূল	নিকট
	উপ + ভোগ	উপভোগ	সম্যক
কদ	কদ + বেল	কদবেল	গৌণ
কু	কু + কাজ	কুকাজ	নিন্দনীয়
	কু + পথ	কুপথ	অসৎ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

উপসর্গ	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	দ্যোতনা (যে অর্থ প্রকাশ করে।)
গর	গর + হাজির	গরহাজির	বিপরীত
	গর + ঠিকানা	গরঠিকানা	ভিন্ন
দর	দর + দালান	দরদালান	মধ্যস্থ
	দর + কাঁচা	দরকাঁচা	সামান্য
দুঃ (দুর্/দুস্)	দুঃ + শাসন	দুঃশাসন	মন্দ
	দুর্ + মূল্য	দুর্মূল্য	অধিক
	দুস্ + প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্য	অল্প
না	দুর্ + দিন	দুর্দিন	মন্দ
	না + লায়েক	নালায়েক	অপূর্ণ
	না + হক	নাহক	নেতি
নি	নি + দারুণ	নিদারুণ	অতিশয়
	নি + খাদ	নিখাদ	নেই এমন
নিঃ (নির্/নিস)	নিঃ + শেষ	নিঃশেষ	পুরোপুরি
	নির্ + ধন	নির্ধন	নেই এমন
	নির্ + গমন	নির্গমন	বাইরে
	নিস্ + তরঙ্গ	নিস্তরঙ্গ	নেই এমন
নিম	নিম + খুন	নিমখুন	প্রায়
	নিম + রাজি	নিমরাজি	অর্ধেক
পরা	পরা + জয়	পরাজয়	বিপরীত
	পরা + বাস্তব	পরাবাস্তব	অতিশয়
পরি	পরি + ত্যাগ	পরিত্যাগ	সম্পূর্ণ
	পরি + পন্থি	পরিপন্থী	বিরুদ্ধ
পাতি	পাতি + হাঁস	পাতিহাঁস	ছোটো
প্র	প্র + গতি	প্রগতি	প্রকৃষ্ট
	প্র + কোপ	প্রকোপ	প্রচণ্ড
প্রতি	প্রতি + ধ্বনি	প্রতিধ্বনি	তুল্য
	প্রতি + হিংসা	প্রতিহিংসা	পালটা
বদ	বদ + মেজাজ	বদমেজাজ	উগ্র
	বদ + জাত	বজ্জাত	নিন্দনীয়
বি	বি + ভুঁই	বিভুঁই	ভিন্ন
	বি + জ্ঞান	বিজ্ঞান	বিশেষ
বে	বে + দখল	বেদখল	হৃত
	বে + আইন	বেআইন	বহির্ভূত
ভর	ভর + পেট	ভরপেট	পূর্ণ
	ভর + জোয়ার	ভরজোয়ার	চূড়ান্ত
স	স + ঠিক	সঠিক	সম্পূর্ণ
সম্	সম্ + মুখ	সম্মুখ	অভিমুখে
সু	সম্ + যোজন	সংযোজন	একত্রে
	সু + দিন	সুদিন	ভালো
	সু + কৌশল	সুকৌশল	চমৎকার
হা	হা + ভাত	হাভাত	অভাব

❋ পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী উপসর্গ ❋

বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ, অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
১	অ	নিন্দিত অর্থে	অকাজ, অগোছালো, অকেজো, অপয়া, অকাট, অকাল, অচেনা।
		অভাব/না অর্থে	অচিন, অখুশি, অথৈ, অদেখা, অমিল, অবাঙালি, অজানা।
		ক্রমাগত অর্থে	অঝোর, অঝোরে, অঘোরে।
২	অঘা	বোকা অর্থে	অঘারাম, অঘাচণ্ডী।
৩	অজ	নিতান্ত (মন্দ) অর্থে	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর।
৪	অনা	অভাব অর্থে	অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাদায়।
		ব্যতীত (ছাড়া) অর্থে	অনাছিষ্টি, অনাচার।
		অশুভ অর্থে	অনামুখো।
৫	আ	অভাব (না) অর্থে	আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আচালা, আছাঁটা, আঢাকা।
		বাজে, নিকৃষ্ট অর্থে	আকাঠ (আকাঠা), আগাছা, আকথা, আকাম, আকাল, আঘাটা, আকাট।
৬	আন	না অর্থে	আনকোরা।
		বিক্ষিপ্ত অর্থে	আনচান, আনমনা।
৭	আড়	বক্র অর্থে	আড়চোখে, আড়নয়নে।
		আধা, প্রায় অর্থে	আড়ক্ষ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা।
		বিশিষ্ট অর্থে	আড়কোলা (পাথালিকোলা), আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি।
৮	আব	অস্পষ্টতা অর্থে	আবছায়া, আবডাল।

	উপসর্গ	অর্থদ্যোতকতা	উদাহরণ
৯	ইতি	এ বা এর অর্থে	ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে।
		পুরনো অর্থে	ইতিকথা, ইতিহাস।
১০	ঊন(ঊনা)	কম অর্থে	ঊনপাঁজুরে, ঊনিশ/ঊনিশ (< ঊনবিংশ)।
১১	কদ্	নিন্দিত অর্থে	কদবেল, কদর্য, কদাকার।
১২	কু	কুৎসিত/অপকর্ষ অর্থে	কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ, কুকাজ, কুপথ্য, কুকাম।
১৩	নি	নাই/নেতি অর্থে	নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট, নির্দয়, নিপাট।
১৪	পাতি/পাত	ক্ষুদ্র অর্থে	পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, পাতিকাক।
১৫	বি	ভিন্নতা (নেই বা নিন্দনীয় অর্থে)	বিভুঁই, বিফল, বিপথ।
১৬	ভর	পূর্ণতা অর্থে	ভরপেট, ভরসাঁঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যে, ভরাযৌবন।
১৭	রাম	বড় বা উৎকৃষ্ট অর্থে	রামছাগল, রামশিঙ্গা, রামবোকা, রামদা।
১৮	স	সঙ্গে বা সম্পূর্ণ অর্থে	সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট, সজোরে, সরাজ।
১৯	সা	উৎকৃষ্ট অর্থে	সাজিরা, সাজোয়ান।
২০	সু	উত্তম অর্থে	সুনজর, সুখবর, সুনাম, সুদিন, সুকাজ, সুডৌল।
২১	হা	অভাব অর্থে	হাভাতে, হাঘরে, হাকপাল, হাহুতাশ হাপিত্যেশ।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

তৎসম উপসর্গের প্রয়োগ, অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১	প্র	প্রকৃষ্ট/সম্যক অর্থে	প্রভাব, প্রজ্ঞা, প্রচলন, প্রস্ফুটিত।
		উৎকর্ষ অর্থে	প্রকৃষ্ট, প্রদর্শন, প্রবাদ, প্রমূর্ত, প্রভাত।
		খ্যাতি অর্থে	প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব, প্রকীর্তি, প্রখ্যাত, প্রশংসা।
		আধিক্য অর্থে	প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার, প্রকোপ, প্রখর, প্রচণ্ড, প্রমত্ত।
		সম্মুখ অর্থে	প্রগতি, প্রণতি, প্রণাম, প্রাগ্রসর।
		গতি/ক্রিয়া অর্থে	প্রবেশ, প্রস্থান, প্রকাশ, প্রচার, প্রজনন, প্রদান।
		ধারা পরম্পরা বা অনুগামিতা অর্থে	প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য, প্রজন্ম।
২	পরা	আতিশয্য অর্থে	পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাক্রম, পরাশক্তি।
		বিপরীত অর্থে	পরাজয়, পরাভব, পরাধীন, পরাঙ্মুখ, পরাহত।
৩	অপ	বিপরীত অর্থে	অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ।
		অপকর্ষ অর্থে	অপকীর্তি, অপচেষ্টা, অপদেবতা, অপপ্রচার।
		নিকৃষ্ট অর্থে	অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ।
		স্থানান্তর/ক্রিয়া অর্থে	অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন।
		উৎকৃষ্ট অর্থে	অপরূপ।
		বিকৃত অর্থে	অপমৃত্যু, অপপাঠ, অপভাষা, অপভ্রংশ, অপব্যাখ্যা।
৪	সম্	সম্যকরূপে অর্থে	সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সংগঠন, সংবাদ, সংযম। সমাদর।
		আধিক্য অর্থে	সংক্রম, সন্তাপ, সমুজ্জ্বল, সমুৎসুক, সমৃদ্ধ।
		মিলন অর্থে	সম্বন্ধ, সম্মিলন, সম্মেলন, সংকলন, সংযোজন, সঞ্চয়।
		সম্মুখে অর্থে	সমাগত, সম্মুখ, সমক্ষ, সমুপস্থিত।
৫	নি	নিষেধ অর্থে	নিবৃত্তি।
		সম্যকভাবে অর্থে	নিগূঢ়, নিথর, নিপুণ, নিবিষ্ট, নিবেদন, নিমগ্ন।
		বাজে অর্থে	নিকৃষ্ট।
		আতিশয্য অর্থে	নিদাঘ, নিদারুণ, নিকষ, নিতল, নিবিড়, নিষ্কর, নিপীড়ন।
		নিশ্চয় অর্থে	নিবারণ, নির্ণয়।
		অভাব অর্থে	নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।
৬	অব	হীনতা অর্থে	অবজ্ঞা, অবমাননা, অবহেলা।
		সম্যকভাবে অর্থে	অবরোধ, অবগাহন, অবগত, অবগুণ্ঠন, অবদমন, অবলোকন।
		উৎকর্ষ অর্থে	অবদান।
		নিশ্চয়তা অর্থে	অবধান, অবধারণ।
		নিম্নে/অধোমুখিতা অর্থে	অবতরণ, অবরোহণ, অবতীর্ণ, অবনতি।
		অল্পতা অর্থে	অবশেষ, অবসান, অবশিষ্ট, অবেলা।
		অনাদর অর্থে	অবহেলা।
৭	অপি	ব্যাকরণের সূত্র	অপিনিহিতি।
		আরও অর্থে	অপিচ।
৮	অনু	পশ্চাৎ অর্থে	অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুচর, অনুতাপ, অনুকরণ।
		সাদৃশ্য অর্থে	অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুদান।
		পৌনঃপুন অর্থে	অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন।
		সঙ্গে অর্থে	অনুকূল, অনুকম্পা।
৯	নির্ (নি)	অভাব/নেই অর্থে	নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নিরন্ন, নিরপরাধ, নিরব।
		অতিরিক্ত অর্থে	নিরতিশয়।
		নিশ্চয় অর্থে	নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভয়, নির্দেশ, নির্ভর, নিঃসংশয়, নিঃসন্দেহ, নিরুদ্ধ।
		বাহির/বহির্মুখিতা অর্থে	নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসন।
১০	দুস্ (দুঃ)	মন্দ অর্থে	দুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নাম, দুরাত্মা, দুর্ঘটনা, দুর্জন, দুর্বৃত্ত, দুশ্চরিত্র।
		কষ্টসাধ্য অর্থে	দুরতিক্রম্য, দুর্লভ, দুর্গম, দুরূহ, দুর্জয়, দুর্নিবার, দুর্বোধ্য, দুর্ভেদ্য।
১১	বি	বিশেষরূপে অর্থে	বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিতর্ক, বিচিত্র, বিজ্ঞ, বিদগ্ধ, বিবস্ত্র।
		অভাব অর্থে	বিনিদ্র, বিবর্ণ, বিফল, বিতৃষ্ণা, বিদেহ, বিশৃঙ্খল।
		বিপরীত ভাব অর্থে	বিকর্ষণ, বিক্রয়, বিদেশ, বিরাগ।

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
		গতি অর্থে	বিচরণ, বিক্ষেপ।
		অপ্রকৃতত্ব অর্থে	বিকার, বিপর্যয়।
		সময় অর্থে	বিপল
১২	সু	উত্তম অর্থে	সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুশীল, সুজন, সুপথ, সুফল।
		সহজ অর্থে	সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুপাচ্য, সুবোধ্য।
		আতিশয্য অর্থে	সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, সুদক্ষ, সুবিশাল, সুদর্শন, সুনিপুন।
১৩	উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা অর্থে	উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন, উত্থিত, উদ্বাহু।
		আতিশয্য অর্থে	উচ্ছেদ, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন, উত্তপ্ত।
		প্রাবল্য অর্থে	উচ্ছ্বাস, উদগ্র, উত্তেজনা, উন্মত্ত।
		প্রস্তুতি/বিকাশ অর্থে	উৎপাদন, উচ্চারণ, উত্তীর্ণ, উৎপন্ন।
		অপকর্ষ অর্থে	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট, উদ্ধত, উৎপাত।
১৪	অধি	আধিপত্য অর্থে	অধিকার, অধিপতি, অধিকর্তা, অধীশ্বর, অধিনায়ক, অধিরাজ, অধিবাসী।
		মধ্য বা আয়ত্ত অর্থে	অধিকৃত, অধিগম্য, অধিভুক্ত।
		অতিরিক্ত অর্থে	অধিকর্ম, অধিবর্ষ, অধিহার।
		উপরি অর্থে	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিত্যকা।
		ব্যাপ্তি অর্থে	অধিকার, অধিবাস, অধিগত।
১৫	অতি	আতিশয্য অর্থে	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়।
		অধিক বা অতিরিক্ত অর্থে	অতিচালাক, অতিবুদ্ধি, অতিভক্তি, অতিবৃষ্টি।
		স্বাভাবিকতার বাইরে	অতিলৌকিক।
		পার হওয়া অর্থে	অতিক্রম, অতিক্রান্ত।
		অতিক্রম অর্থে	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত।
১৬	আ	পর্যন্ত অর্থে	আকণ্ঠ, আমরণ, আসমুদ্র।
		ঈষৎ অর্থে	আরক্ত, আভাস।
		বিপরীত অর্থে	আদান, আগমন।
১৭	পরি	বিশেষ রূপ অর্থে	পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিত্যাগ, পরিপক্ব।
		শেষ অর্থে	পরিশেষ, পরিশোধ, পরিসমাপ্তি।
		সুন্দর অর্থে	পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, পরিষ্কার, পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত।
		বিরুদ্ধ অর্থে	পরিত্যাগ, পরিপন্থী, পরিহার।
		সম্যকরূপে অর্থে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ।
		চতুর্দিক অর্থে	পরিমণ্ডল, পরিপার্শ্ব, পরিবৃত, পরিবেশ, পরিবার, পরিক্রমণ, পরিভ্রমণ।
১৮	অভি	সম্যক অর্থে	অভিব্যক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিসার অভিনিবেশ।
		উৎকর্ষ অর্থে	অভিজাত, অভিরাম।
		বিশেষ অর্থে	অভিধান, অভিনয়, অভিনেতা, অভিভাবক।
		গমন অর্থে	অভিযান, অভিসার, অভিকেন্দ্র, অভিবাসী, অভিবাসন।
		সম্মুখ বা দিক অর্থে	অভিমুখ, অভিবাদন, অভিনন্দন।
১৯	প্রতি	সদৃশ অর্থে	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিমা, প্রতিকৃতি, প্রতিনিধি প্রতিচ্ছায়।
		বিরোধ অর্থে	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিকার, প্রতিপক্ষ, প্রতিবিধান, প্রতিশোধ।
		সম্যক অর্থে	প্রতীক্ষা, প্রতিষ্ঠা।
		পৌনঃপুন অর্থে	প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিক্ষণ, প্রতিঘর, প্রতিগ্রাম, প্রতিমুহূর্ত।
		অনুরূপ কাজ অর্থে	প্রতিঘাত, প্রত্যুপকার, প্রতিদান।
২০	উপ	সামীপ্য অর্থে সদৃশ অর্থে মন্দ অর্থে	উপকূল, উপকণ্ঠ, উপনগর। উপদ্বীপ, উপবন। উপদেবতা, উপপতি, উপপত্নী, উপজীবী।
		বিশেষ অর্থে	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ।
		ক্ষুদ্র অর্থে	উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপদ্বীপ, উপনদী, উপজেলা, উপজাতি।
		সম্যক অর্থে	উপকরণ, উপক্রম, উপচার, উপদেশ, উপবেশন, উপযুক্ত, উপহার।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিদেশি উপসর্গ

বিদেশি উপসর্গ : আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি- এসব ভাষার বহু শব্দ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। এর কতকগুলো খাঁটি উচ্চারণে আবার কতকগুলো বিকৃত উচ্চারণে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এ সঙ্গে কতকগুলো বিদেশি উপসর্গও বাংলায় চালু রয়েছে। দীর্ঘকাল ব্যবহারে এগুলো বাংলা ভাষায় বেমালুম মিশে গেছে। 'বেমালুম' শব্দটিতে 'মালুম' আরবি শব্দ আর 'বে' ফারসি উপসর্গ। এরূপ– বেহায়া, বেনজির, বেশরম, বেকার ইত্যাদি।

ফারসি উপসর্গের অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	যে অর্থে ব্যবহৃত	উদাহরণ
১	কার্	কাজ অর্থে	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি।
২	দর্	মধ্যস্থ, অধীন অর্থে	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান।
৩	না	না অর্থে	নারাজ, নামঞ্জুর, নাবালক, নালায়েক, নাচার, নাখোশ।
৪	নিম্	আধা অর্থে	নিমরাজি, নিমমোল্লা, নিমখুন।
৫	ফি	প্রতি অর্থে	ফি রোজ, ফি হপ্তা, ফি বছর, ফি মাস, ফি সন, ফি লোক।
৬	বদ্	মন্দ অর্থে	বদমেজাজ, বদরাগী, বজ্জাত, বদহাল, বদখত, বদমাশ, বদহজম, বদনাম।
৭	বে	না অর্থে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকসুর, বেহায়া, বেকার, বেগতিক, বেতার, বেকায়দা।
৮	বর্	বাইরে, মধ্যে অর্থে	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ।
৯	ব্	সহিত অর্থে	বমাল, বনাম, বকলম।
১০	কম্	স্বল্প অর্থে	কমজোর, কম্‌বখ্‌ত, কমপোখ্‌তো।

ছন্দে ছন্দে ফারসি উপসর্গ মনে রাখার কৌশল :
নারায়ণগঞ্জের বদমাশ, বেহায়া, কম্‌বখ্‌ত ফিরোজ কথার বরখেলাপ করে নিমাইকে বলল, আরো টাকা দর কার।

উর্দু, হিন্দি উপসর্গের অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
১	হর	প্রত্যেক অর্থে	হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা, হরমাহিনা।
২	হরেক	বিবিধ অর্থে	হরেকরকম, হরেকথাবার।

আরবি উপসর্গের অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
১	আম্	সাধারণ অর্থে	আমদরবার, আমমোক্তার।
২	খাস্	বিশেষ অর্থে	খাসমহল, খাসদখল, খাসকামরা, খাসদরবার, খাসখবর।
৩	লা	না অর্থে	লাজওয়াব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা।
৪	গর্	অভাব অর্থে	গরমিল, গরহাজির, গররাজি।
৫	বাজে	বিবিধ অর্থে	বাজেখরচ বাজেকাজ।
৬	খয়ের	ভালো অর্থে	খয়ের খাঁ।

ছন্দে ছন্দে আরবি উপসর্গ মনে রাখার কৌশল :
আমদরবারের হিসাবে গরমিল থাকলে খাসমহল লাটে উঠবে।

ইংরেজি উপসর্গের অর্থবৈচিত্র্য ও শব্দ গঠন

	উপসর্গ	ব্যবহৃত অর্থ	উদাহরণ
১	ফুল	পূর্ণ অর্থে	ফুল-হাতা, ফুল-শার্ট, ফুল-মোজা, ফুল-প্যান্ট।
২	হাফ	আধা	হাফ-হাতা, হাফ-টিকিট, হাফ-স্কুল, হাফ-নেতা, হাফ-প্যান্ট।
৩	হেড	প্রধান	হেড-মাস্টার, হেড-অফিস, হেড-পণ্ডিত, হেড-মৌলভি।
৪	সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-জজ, সাব-ইন্সপেক্টর, সাব-রেজিস্টার।
৫	ডবল/ ডাবল		ডবলডিম/ডাবলডিম, ডবলপরটা/ডাবলপরটা
৬	প্রো		প্রো-উপাচার্য।

বাংলা উপসর্গের মধ্যে চারটি উপসর্গ তৎসম উপসর্গের তালিকাতেও পাওয়া যায়। সেগুলো হলো– আ, সু, বি, নি।

কয়েকটি বাংলা বিশেষ উপসর্গের উদাহরণ :

আ	আধোয়া, আকাঁড়া, আলুনি, আকাঠা, আগাছা।	সু	সুদিন, সুনজর, সুনাম, সুকাজ।
বি	বিপথ, বিফল, বিভুঁই।	নি	নিলাজ, নিখোঁজ, নিখুঁত, নিরেট।

কয়েকটি বিশেষ তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গের উদাহরণ :
সু > সুনীল, সুদর্শন, সুনিপুণ, সুলভ।
বি > বিশুদ্ধ, বিবর্ণ, বিজ্ঞান, বিপুল।
নি > নিষ্কাম, নির্ণয়, নিদাঘ, নিবৃত্তি।

উপসর্গটি যে শব্দের সাথে যোগ হয় সেটি বাংলা হলে উপসর্গটি বাংলা আর শব্দটি তৎসম হলে উপসর্গটি তৎসম। যেমন : আকাশ, সুনজর, বিনামা, নিলাজ বাংলা শব্দ। অতএব উপসর্গ– আ, সু, বি, নি বাংলা।
আবার– আকণ্ঠ, সুতীক্ষ্ণ, বিপক্ষ, নিদাঘ, আগমন, আরক্ত, আভাস ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত উপসর্গগুলো তৎসম।

একাধিক উপসর্গযুক্ত কতিপয় শব্দের দৃষ্টান্ত

অত্যাচার = অতি + আ	সুসংবাদ = সু + সম্
প্রত্যুপকার = প্রতি + উপ	পর্যবেক্ষণ = পরি + অব
সমভিব্যাহার = সম + অভি + বি + আ	অনতিবৃহৎ = অন + অতি
অনুসন্ধান = অনু + সম্	প্রতিসংহার = প্রতি + সম্
নিরপরাধ = নি + অপ	অপর্যাপ্ত = অ + পরি
অপ্রকল্প = অ + প্র	অপরিশুদ্ধ = অ + পরি
অপরিত্যাজ্য = অ + পরি	অত্যুৎকৃষ্ট = অতি + উৎ
অপরিপক্ব = অ + পরি	অত্যাশ্চর্য = অতি + আ
অত্যাসক্ত = অতি + আ	অবিসংবাদ = অ + বি + সম্
পরাগত = পরা + আ	সবিশেষ = স + বি
সন্নিহিত = সম্ + নি	সন্নিপাত = সম্ + নি
বিসঙ্কুল = বি + সম্	বিপ্রকৃষ্ট = বি + প্র
সন্নিকর্ষ = সম্ + নি	অভ্যুত্থান = অভি + উৎ
অসংযত = অ + সম্	ইত্যনুসারে = ইতি + অনু
ইত্যবসরে = ইতি + অব	ইত্যাকার = ইতি + আ
কদাকার = কদ্ + আ	দুর্নিবার = দুর + নি

অনুপ্রবেশ = অনু + প্র	অত্যাশ্চর্য = অতি + আ
অপরিকল্পিত = অ + পরি	অপরিগ্রহ = অ + পরি
অপরিণামদর্শী = অ + পরি	অপ্রজ্বলিত = অ + প্র
অপ্রতিদ্বন্দ্বী = অ + প্রতি	বিপ্রকর্ষ = বি + প্র
সংবিধান = সম্ + বি	অভিব্যক্তি = অভি + বি
অভিসন্ধান = অভি + সম	উপসংহার = উপ + সম্
কদাচার = কদ্ + আ	সম্প্রদান = সম্ + প্র
সম্প্রসারণ = সম্ + প্র	নিরবকাশ = নির + অব
প্রত্যভিজ্ঞা = প্রতি + অভি	প্রত্যাগত = প্রতি + আ
সমাবর্তন = সম্ + আ	সম্প্রচার = সম্ + প্র
উপনিষদ = উপ + নি	উপনিহিত = উপ + নি
অবিচ্ছিন্ন = অ + বি	বিপ্রযুক্ত = বি + প্র
সন্নিবেশ = সম + নি	সন্ন্যাস = সম + নি
প্রত্যাদেশ = প্রতি + আ	প্রত্যাসিক্ত = প্রতি + আ
সুপ্রযুক্ত = সু + প্র	সুসংহত = সু + সম
সুস্বাগত = সু + সু + আ	বিনির্মান = বি + নির্

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যে উপসর্গের প্রয়োগ

০১. 'আমৃত্যু এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে যাবো যে, পরাজয় নিরবচ্ছিন্ন নয়।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৪টি।
ব্যাখ্যা : আমৃত্যু = আ; অভিপ্রায় = অভি; পরাজয় = পরা; নিরবচ্ছিন্ন = নির।

০২. 'রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রপৌত্র সমভিব্যাহারে অনতিবৃহৎ প্রাণী শিকারের অভিপ্রায়ে বনে প্রবেশ করিলেন।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ১১টি।
ব্যাখ্যা : সাতিশয় = স, অতি; আনন্দিত = আ; প্রপৌত্র = প্র; সমভিব্যাহার = সম, অভি, বি, আ; অনতিবৃহৎ = অতি; অভিপ্রায়ে = অভি; প্রবেশ = প্র।

০৩. 'অনতিবৃহৎ নিরপরাধ হরিণ সংহারে নিবৃত্ত হোন।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৫টি।
ব্যাখ্যা : অনতিবৃহৎ = অতি; নিরপরাধ = নির, অপ; সংহারে = সম; নিবৃত্ত = নি।

০৪. 'দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৪টি।
ব্যাখ্যা : দুর্নীতি = দুর; অনুসন্ধান = অনু, সম; অত্যাবশ্যক = অতি।

০৫. 'অঘারাম বাস করে অজপাড়াগাঁয়ে।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ২টি। ব্যাখ্যা : অঘারাম = অঘা; অজপাড়াগাঁয়ে = অজ।

০৬. 'অনতিবিলম্বে সম্রাট সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গম মরুপথে অভিযান করলেন।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৯টি।
ব্যাখ্যা : অনতিবিলম্ব = অতি, বি; সম্রাট = সম; সমভিব্যাহার = সম, অভি, বি, আ; দুর্গম = দুর; অভিযান = অভি।

০৭. 'উপকূলের ঊনত্রিশ জন জেলে অতিশয় অত্যাচারিত হয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিকার চাইলেন।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৭টি।
ব্যাখ্যা : উপকূল = উপ, ঊনত্রিশ = ঊন, অতিশয় = অতি, অত্যাচারিত = অতি + আ, সম্রাট = সম্, প্রতিকার = প্রতি।

০৮. 'সমাগত সুধীজনকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানানো হল।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৬টি।
ব্যাখ্যা : সমাগত = সম্ + আ, সুধী = সু, সাদর (সহ + আ + দর) = আ, সম্ভাষণ = সম্, অভিনন্দন = অভি।

০৯. 'দুর্বলের প্রতি অত্যাচারিত না হয়ে তাদের কল্যাণার্থে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত।'
উত্তর : বাক্যটিতে উপসর্গের সংখ্যা ৬টি।
ব্যাখ্যা : দুর্বল = দুর; অত্যাচারিত = অতি, আ; ব্যতিব্যস্ত = বি, অতি, বি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটিতে খাঁটি বাংলা উপসর্গ যুক্ত হয়েছে? [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ⓚ গরমিল ⓚ অজানা ⓖ বেমালুম ⓖ আভাস উ: খ

০২. 'নির্' উপসর্গটির অর্থদ্যোতনা হচ্ছে .... । [ব্যবসায় : ২৩-২৪]
ⓚ নেতি ⓚ তিক্ত ⓖ অর্ধেক ⓖ নীচ উ: গ

০৩. কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪;ঢাবি : ক-১৫-১৬]
ⓚ পঙ্কজ ⓚ দরদালান ⓖ বিলাসিতা ⓖ দানব উ: খ

০৪. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [ক ২২-২৩]
ⓚ দিগভ্রান্ত ⓚ একাদশ ⓖ শয়ন ⓖ নিমগ্ন উ: ঘ

০৫. নিচের কোনটির অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে? [গ ২২-২৩]
ⓚ অনুসর্গ ⓚ উপসর্গ ⓖ প্রত্যয় ⓖ সমাস উ: খ

০৬. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [ক ১৯-২০]
ⓚ প্রতিপক্ষ ⓚ প্রতিদ্বন্দ্বী ⓖ প্রতিবিম্ব ⓖ প্রতিবাদ উ: গ

০৭. 'বেতিক' শব্দে ব্যবহৃত 'বে' কোন ধরনের উপসর্গ? [ঘ ১৯-২০]
ⓚ বাংলা ⓚ সংস্কৃত ⓖ আরবি ⓖ ফারসি উ: ঘ

০৮. 'খাসমহল' শব্দের 'খাস' উপসর্গটি কোন ভাষা হতে আগত? [ঘ ১৮-১৯]
ⓚ ফারসি ⓚ আরবি ⓖ উর্দু ⓖ হিন্দি উ: খ

০৯. কোন শব্দে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [পুন: ঘ ১৮-১৯]
ⓚ উপকণ্ঠ ⓚ উপনদী ⓖ উপভাষা ⓖ উপধর্ম উ: ক

১০. কোনটি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়? [ক ১৭-১৮]
ⓚ হররোজ ⓚ হরতাল ⓖ হরহামেশা ⓖ হরদম উ: খ

১১. উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি? [গ ১৭-১৮]
ⓚ পঙ্কজ ⓚ জ্বালাতন ⓖ কদবেল ⓖ মাচান উ: গ

১২. নিচের কোনটি বিদেশি উপসর্গ নয়? [ক ৯১-৯২]
ⓚ বাজে ⓚ কদ্ ⓖ বর ⓖ খাস্ উ: খ

১৩. উপসর্গ শব্দের কোথায় যুক্ত হয়? [ঘ ৯৫-৯৬]
ⓚ প্রারম্ভে ⓚ অন্তে ⓖ অভ্যন্তরে ⓖ পার্শ্বে উ: ক

১৪. কোন শব্দটি সংস্কৃত উপসর্গ যোগে গঠিত? [ঘ ৯৬-৯৭]
ⓚ পাঁতিহাস ⓚ প্রভাত ⓖ রামদা ⓖ নিখোঁজ উ: খ

১৫. কোনটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [ক ০১-০২]
ⓚ অনাসৃষ্টি ⓚ বদমেজাজ ⓖ অনুন্নত ⓖ প্রহার উ: ক

১৬. বাংলা উপসর্গ কোনটি? [ক ৯৯-০০]
ⓚ প্র ⓚ কদ্ ⓖ অপ ⓖ নিম উ: ঘ

১৭. নিচের কোনটিতে 'উপ' উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [ঘ ০৩-০৪; গ ১১-১২]
ⓚ উপনদী ⓚ উপকূল ⓖ উপভাষা ⓖ উপবিধি উ: খ

১৮. 'আনকোরা' শব্দে কোন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে? [ক ০৪-০৫]
ⓚ বাংলা ⓚ ফারসি ⓖ ইংরেজি ⓖ আরবি উ: ক

১৯. 'নিলাজ' এর 'নি' উপসর্গটি– [গ ০৫-০৬]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ বাংলা ⓖ সংস্কৃত উ: গ

২০. 'আগমন' শব্দটির 'আ' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [খ ০৫-০৬; জবি ঘ ১৫-১৬]
ⓚ পর্যন্ত ⓚ ঈষৎ ⓖ সদৃশ ⓖ বিপরীত উ: ঘ

২১. একাধিক উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [ক ০৬-০৭]
ⓚ অনতিবৃহৎ ⓚ প্রবিষ্ট ⓖ অবলোকন ⓖ অগণতান্ত্রিক উ: ক

২২. 'প্রসন্ন' শব্দ কীভাবে গঠিত? [ক ০৩-০৪]
ⓚ উপসর্গ সহযোগে ⓚ অনুসর্গ সহযোগে ⓖ সন্ধির দ্বারা ⓖ সমাসের সাহায্যে উ: ক

২৩. 'প্রলয়' শব্দের 'প্র' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত? [খ ০৬-০৭]
ⓚ বিপরীত ⓚ গতি ⓖ আধিক্য ⓖ প্রকৃষ্ট উ: গ

২৪. কোন শব্দটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে? [গ ০৭-০৮]
ⓚ আনকোরা ⓚ প্রকাশ ⓖ পরাজয় ⓖ অপমান উ: ক

২৫. 'নিমরাজি' শব্দের 'নিম' উপসর্গ কী অর্থ নির্দেশ করে? [ঢাবি ক ০৭-০৮]
ⓚ না ⓚ পুরো ⓖ কম ⓖ যথেষ্ট উ: গ

২৬. উপসর্গযুক্ত শব্দ– [ঘ ০৮-০৯; খ ১১-১২; রাবি ০৯-১০]
ⓚ কুজন ⓚ কুসুম ⓖ কুলীন ⓖ কুশল উ: ক

২৭. কোনটি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয়? [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ নির্মাণ ⓚ নির্মূল ⓖ নিলাম ⓖ নিতল উ: গ

২৮. 'অপ' উপসর্গঘটিত কোন শব্দের অর্থ ইতিবাচক? [ঘ ০২-০৩; ইবি ক ১২-১৩]
ⓚ অপমান ⓚ অপসারণ ⓖ অপযশ ⓖ অপরূপ উ: ঘ

২৯. কোনটি তৎসম উপসর্গ নয়? [খ ০২-০৩]
ⓚ প্রতি ⓚ অতি ⓖ প্র ⓖ অন্য উ: ঘ

৩০. সংস্কৃত উপসর্গের উদাহরণ– [খ ০৮-০৯]
ⓚ নিখোঁজ ⓚ নিগ্রহ ⓖ নিখুঁত ⓖ নিলাজ উ: খ

৩১. 'দুর্নীতির কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।' বাক্যটিতে উপসর্গ আছে [খ ০৯-১০]
ⓚ তিনটি ⓚ চারটি ⓖ পাঁচটি ⓖ ছয়টি উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

৩২. 'কদবেল' শব্দে 'কদ' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়েছে- [খ ১০-১১]
ক) তুচ্ছ অর্থে খ) [illegible] অর্থে গ) নিন্দিত অর্থে ঘ) অভাব অর্থে উ: গ

৩৩. '[illegible]' বাক্যটিতে উপসর্গ রয়েছে- [খ ১০-১১]
ক) চারটি খ) পাঁচটি গ) ছয়টি ঘ) সাতটি উ: খ

৩৪. 'হুবহু' কোন উপসর্গ? [খ ১০-১১]
ক) দেশি খ) বিদেশি গ) সংস্কৃত ঘ) খাঁটি বাংলা উ: খ

৩৫. 'অনতিবিলম্বে সম্রাট সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গম মরুপথে অভিযান করলেন।' বাক্যটিতে উপসর্গ রয়েছে [খ ১০-১১]
ক) ছয় খ) দুই গ) সাত ঘ) আট উ: ক

৩৬. 'কমবক্ত' শব্দটি গঠিত হয়েছে- [ক ১০-১১]
ক) সন্ধিযোগে খ) সমাসযোগে গ) উপসর্গযোগে ঘ) প্রত্যয়যোগে উ: গ

৩৭. অভাব বুঝিয়েছে কোন উপসর্গ- [খ ১৬-১৭]
ক) বিতল খ) বিবর্ণ গ) অনুজ ঘ) বিক্ষেপ উ: খ

৩৮. কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত? [ক ১২-১৩]
ক) অবরোধ খ) তরুণ গ) পরীক্ষা ঘ) কলুষ উ: ক

৩৯. কোন জোড় বিদেশি উপসর্গ? [গ ১২-১৩]
ক) নিম, ফি খ) বদ, পরি গ) অপি, সু ঘ) অনা, দুর উ: ক

৪০. 'হামেশা' শব্দে 'হাম' উপসর্গটি ব্যবহৃত- [খ ১২-১৩]
ক) হারানো অর্থে খ) বৃহৎ অর্থে গ) তুচ্ছার্থে অর্থে ঘ) বিশেষ অর্থে উ: ঘ

৪১. 'উৎ' উপসর্গটি কোন শব্দে ক্রিয়ার্থে প্রযুক্ত? [খ ১২-১৩; খবি C-১৩-১৪]
ক) উৎপন্ন খ) উৎকোচ গ) উৎকট ঘ) উৎপাত উ: ক

৪২. কোন শব্দে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে? [খ ১২-১৩]
ক) আবেশ খ) আকাশ গ) আচাকা ঘ) আকর্ণ উ: গ

৪৩. 'পরাভব' শব্দে 'পরা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [গ ১৬-১৭]
ক) নিকৃষ্ট খ) অধীন গ) বিপরীত ঘ) আতিশয্য উ: গ

৪৪. নিচের কোনটিতে বিশেষ অর্থে 'প্র' উপসর্গটি ব্যবহৃত হয়? [গ ১৪-১৫]
ক) প্রবন্ধ খ) প্রশাসন গ) প্রমাণ ঘ) প্রদান উ: ক

৪৫. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ নয় কোনটি? [খ ১৪-১৫]
ক) নিমতিতা খ) আনচান গ) হররোজ ঘ) গরহাজির উ: খ

৪৬. 'প্রতিকৃতি' শব্দটির উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত? [খ-১৫-১৬]
ক) সাদৃশ্য খ) বিপরীত গ) ভিন্ন ঘ) সম্মুখ উ: ক

৪৭. 'উপকূলের উনত্রিশ জন জেলে অতিশয় অত্যাচারিত হয়ে সম্রাটের কাছে প্রতিকার চাইলেন।' এ বাক্যে উপসর্গ রয়েছে কয়টি? [খ ১৬-১৭]
ক) সাতটি খ) পাঁচটি গ) নয়টি ঘ) তিনটি উ: ক

৪৮. কোন শব্দটি উপসর্গ সহযোগে গঠিত নয়- [ঘ ০৯-১০]
ক) প্রত্যক্ষ খ) প্রতিরক্ষা গ) প্রতিরোধ ঘ) প্রতিযোগী উ: ক

৪৯. 'বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে? [ঘ ০৯-১০]
ক) বিশেষভাবে খ) নেতিবাচক গ) সংকোচন ঘ) সারণ উ: ক

৫০. 'উৎকর্ষ' শব্দটি গঠিত হয়েছে- [ঘ ৯৮-৯৯]
ক) প্রত্যয় দ্বারা খ) উপসর্গ দ্বারা গ) প্রত্যয় ও উপসর্গ দ্বারা ঘ) সমাস দ্বারা উ: গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অবহায়' শব্দটির 'আব' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কোনটি? [চ ১৪-১৫; ইবি গ ০৯-১০]
ক) অস্পষ্টতা খ) সামঞ্জস্যহীন গ) আধা ঘ) কম উ: ক

০২. নিচের কোন শব্দে 'আম' উপসর্গটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ক ১৬-১৭]
ক) আমপাড়া খ) আমবাগান গ) কাঁচাআম ঘ) আমজনতা উ: ঘ

০৩. 'অঘরাম বাস করে অজপাড়াগাঁয়ে।' বাক্যটিতে কোন উপসর্গ কতটি আছে? [A ১৭-১৮]
ক) বাংলা ২টি খ) ফারসি, ৩টি গ) হিন্দি, ২টি ঘ) সংস্কৃত, ১টি উ: ক

০৪. কোন শব্দটি বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত? [E ১৭-১৮]
ক) পরীক্ষা খ) প্রভাত গ) অনাবৃষ্টি ঘ) বেহাত উ: ঘ

০৫. 'অভিজ্ঞ' শব্দে 'অভি' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [E ১৭-১৮]
ক) গমন খ) সম্মুখ গ) ব্যাপ্তি ঘ) সম্যক উ: ঘ

০৬. যে উপসর্গঘটিত শব্দে 'ক্ষুদ্র' অর্থ আছে- [ঘ ০৫-০৬]
ক) অনুরাগ খ) নিমরাজি গ) কমজোর ঘ) পাতকুয়া উ: ঘ

০৭. উপসর্গযোগে গঠিত কোন শব্দটির 'অনু' সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত? [চ ১৬-১৭]
ক) অনুগামী খ) অনুবাদ গ) অনুশীলন ঘ) অনুকম্পা উ: খ

০৮. উপসর্গঘটিত শব্দ- [খ ০৫-০৬]
ক) বিহার খ) বিলাত গ) বিমার ঘ) বিষাক্ত উ: ক

০৯. বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ- [খ ০৬-০৭]
ক) সুনাম খ) বিশুদ্ধ গ) নিরেট ঘ) বেনাম উ: ঘ

১০. 'অনতিবৃহৎ' শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত হয়েছে? [খ ০৬-০৭]
ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি উ: খ

১১. 'উপসর্গ' কোন জাতীয় শব্দাংশ? [গ ০৭-০৮]
ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) বিশেষণ ঘ) অব্যয় উ: ঘ

১২. উপসর্গঘটিত শব্দ- [গ ০৮-০৯]
ক) ফাঁকিবাজ খ) উদ্বৃত্ত গ) শৈশব ঘ) গোয়ালা উ: খ

১৩. 'প্রতিসংহার' শব্দটিতে উপসর্গ রয়েছে- [গ ০৯-১০; বশেমুরবিপ্রবি D ১৩-১৪]
ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি ঘ) চারটি উ: খ

১৪. কোনটি আরবি উপসর্গ? [গ ১০-১১]
ক) ফি খ) বদ গ) খাস ঘ) প্রতি উ: গ

১৫. বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ- [খ ১০-১১]
ক) গরহাজির খ) প্রতিবাদ গ) অধিকার ঘ) সুপ্রভাত উ: ক

১৬. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ? [খ ১১-১২]
ক) ফুল খ) নিম গ) আম ঘ) গর উ: ক

১৭. 'প্রত্যুপকার' শব্দে কতটি উপসর্গ আছে? [খ ১১-১২; কুবি B ১৩-১৪]
ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪ উ: খ

১৮. 'সাতিশয়' শব্দে মোট কয়টি উপসর্গ আছে? [ক ১২-১৩]
ক) ০ খ) ১ গ) ২ ঘ) ৩ উ: গ

১৯. 'সুনীল' শব্দের 'সু' কোন প্রকার উপসর্গ? [ক-১৩-১৪]
ক) তৎসম খ) বাংলা গ) ফারসি ঘ) তুর্কি উ: ক

২০. 'প্রজ্ঞা' শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কী অর্থে? [খ-১৩-১৪]
ক) ব্যাপ্তি খ) ইতিবাচক গ) নেতিবাচক ঘ) প্রকৃষ্ট উ: ঘ

২১. 'বিজ্ঞান' শব্দের 'বি' উপসর্গ কোন শ্রেণির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৪-১৫]
ক) গতি খ) সাধারণ গ) বিশেষ ঘ) অতীব উ: গ

২২. 'অনা' উপসর্গটি নিচের কোন শব্দে খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [খ ১৪-১৫]
ক) অনাসৃষ্টি খ) অনাদর গ) অনালোক ঘ) অনাচার উ: ঘ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি তৎসম উপসর্গ নয়? [E : ২৩-২৪;কুবি : C-13-14]
ক) অতি খ) অনা গ) অভি ঘ) প্র উ: খ

০২. 'পৌনঃপুনিক' অর্থে প্রযোজ্য নয় কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) অনুশীলন খ) অনুগমন গ) অনুদিন ঘ) অনুক্ষণ উ: খ

০৩. 'সম্যক' অর্থে প্রযোজ্য নয় কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) অভিভূত খ) অভিজ্ঞ গ) অভিব্যক্তি ঘ) অভিধান উ: ঘ

০৪. 'অতি' কোন উপসর্গ? [D : ২৩-২৪]
ক) তৎসম খ) বাংলা গ) বিদেশি ঘ) ফারসি উ: ক

০৫. 'নিদাঘ' শব্দটি কোন অর্থে প্রযোজ্য? [D : ২৩-২৪;বিএসসি নার্সিং-১৯-২০]
ক) খ্যাতি খ) আতিশয্য গ) হীনতা ঘ) বিকৃত উ: খ

০৬. শব্দের আগে বসে কোনটি?[C1 :২৩-২৪;রাবি : B-18-19;A-16-17; ববিপ্রবি-F-13-14]
ক) উপসর্গ খ) প্রত্যয় গ) অনুসর্গ ঘ) বিভক্তি উ: ক

০৭. প্রকৃষ্ট অর্থে 'প্র' উপসর্গের উদাহরণ কোনটি? [D : ২৩-২৪]
ক) প্রভাত খ) প্রবেশ গ) প্রশাখা ঘ) প্রজন্ম উ: ক

০৮. 'অস্পষ্টতা' কোন অর্থে প্রযোজ্য? [D : ২৩-২৪]
ক) আবডাল খ) আড়চোখে গ) বিফল ঘ) পাতকুয়া উ: ক

০৯. প্রভাত শব্দটিতে "প্র" কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে? [E : ২৩-২৪;মাভাবি ও প্রবি-D-13-14;7 কলেজ-মানবিক-২২-২৩; বাণিজ্য-২২-২৩]
ক) বিভক্তি খ) অনুসর্গ গ) উপসর্গ ঘ) প্রত্যয় উ: গ

১০. উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২ ঢাবি ঙ ০৩-০৪; খ ০৩-০৪]
ক) আবাদ খ) বিবাদ গ) প্রতীক ঘ) পঙ্কজ উ: খ

১১. একাধিক উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২; জবি গ ০৫-০৬; খ ০৭-০৮]
ক) অনুষ্ঠান খ) আদেশ গ) নিরপরাধ ঘ) বিকার উ: গ

১২. নিচের কোন চারটি উপসর্গ বাংলা এবং তৎসম উভয় ক্ষেত্রে দেখা যায়? [B : ২১-২২]
ক) আ, সু, বি, নি খ) অ, আ, বি, সু গ) অ, ব, না, নিম ঘ) আ, সা, সু, হা উ: ক

১৩. 'অভিমত' শব্দটি কীভাবে গঠিত? [B : ২১-২২]
ক) সন্ধিযোগে খ) উপসর্গযোগে গ) প্রত্যয়যোগে ঘ) বিভক্তিযোগে উ: খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৪. উপসর্গজাত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২; ঢাবি ক ০৬-০৭]
ⓚ [illegible] ⓚ অনশন ⓖ অঙ্কুর ⓖ অনাচার উ: গ

১৫. উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২; ঢাবি ক ০৯-১০]
ক) বিধান খ) বিটপ গ) বিজ্ঞান ঘ) বিজলি উ: গ

১৬. 'নিমখুন' শব্দে 'নিম' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [C : ২১-২২]
ক) অর্ধেক খ) অতিশয় গ) পুরোপুরি ঘ) প্রায় উ: ঘ

Note: মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী কর্তৃক রচিত নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বইয়ে 'অর্ধেক' অর্থে এবং বর্তমানে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২১) বইয়ে 'প্রায়' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭. নিচের কোন শব্দে 'অপূর্ণ' অর্থে 'না' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [C : ২১-২২]
ক) [illegible] খ) নায়ক গ) নালায়েক ঘ) নাদাবি উ: গ

১৮. 'ভিন্ন' অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গযুক্ত শব্দটি? [C : ২১-২২]
ক) বিদায় খ) অবগুণ্ঠন গ) বিভুঁই ঘ) পরাবাস্তব উ: গ

১৯. 'পুরোপুরি' অর্থ প্রকাশ করেছে কোন উপসর্গযুক্ত শব্দটি? [C : ২১-২২]
ক) নিদারুণ খ) নির্ধন গ) নিঃশেষ ঘ) নির্গমন উ: গ

২০. 'সম্পূর্ণ' অর্থ প্রকাশ কোন উপসর্গযুক্ত শব্দটি? [C : ২১-২২]
ক) অভিজাত খ) ভরজোয়ার গ) আখাম্বা ঘ) আরক্ত উ: গ

২১. কোনটি বাংলা উপসর্গ নয়? [D : ২১-২২]
ক) সু খ) আব গ) নি ঘ) সম উ: ঘ

২২. 'অনাচার' শব্দের 'অনা' কী অর্থ প্রকাশ করেছে? [D : ২১-২২]
ক) বিক্ষিপ্ত খ) বিশিষ্ট গ) বিকল্প ঘ) বিচিত্র উ: ক

২৩. নিচের কোন শব্দে 'উপ' ক্ষুদ্র অর্থে ব্যবহৃত হয়নি? [D : ২১-২২]
ক) উপগ্রহ খ) উপসাগর গ) উপবন ঘ) উপনেতা উ: গ

২৪. কোন শব্দে 'আড়' বক্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [D : ২১-২২]
ক) আড়চোখে খ) আড়ক্ষ্যাপা গ) আড়মোড়া ঘ) আড়কাঠি উ: ক

২৫. বাংলা উপসর্গ কোনটি? [E : ২১-২২]
ক) সম খ) আম গ) রাম ঘ) নিম উ: গ

২৬. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [E : ২১-২২]
ক) নেতিবাচক খ) বিয়োগাত্মক
গ) নঞর্থক ঘ) অজানা উ: গ

২৭. নিচের কোনটি 'তৎসম' উপসর্গ? [E ১৯-২০]
ক) সু খ) নি গ) আ ঘ) উপ উ: ঘ

Note: সু, নি, আ, উপ– সবগুলো তৎসম উপসর্গ। তবে 'সু, নি, আ'– বাংলা উপসর্গ।

২৮. নিচের কোনটি আরবি উপসর্গ? [E ১৮-১৯]
ক) লা খ) বর গ) ব ঘ) সু উ: ক

২৯. 'উৎ' উপসর্গটি 'অপকর্ষ' অর্থে কোথায় ব্যবহৃত হয়েছে? [F ১৮-১৯]
ক) উচ্ছেদ খ) উৎকোচ গ) উচ্চারণ ঘ) উদ্যম উ: খ

৩০. 'ইতিহাস' শব্দের 'ইতি' কোন উপসর্গ? [I ১৮-১৯]
ক) বাংলা খ) সংস্কৃত গ) ফরাসি ঘ) আরবি উ: ক

৩১. 'বহাল' শব্দের 'ব' উপসর্গ কী অর্থ নির্দেশ করে? [E ১৭-১৮]
ক) বাইরে খ) সহিত গ) অধীন ঘ) প্রতি উ: খ

৩২. 'নিমরাজি' শব্দের 'নিম' কোন উপসর্গ? [E ১৭-১৮]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) সংস্কৃতি ঘ) বাংলা উ: খ

৩৩. উপসর্গ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [I ১৭-১৮]
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) রূপতত্ত্ব গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) বাগর্থতত্ত্ব উ: খ

৩৪. নিচের কোনটি উপসর্গ নয়? [বিবিএ ১০-১১]
ক) প্রতি খ) আনি গ) অপি ঘ) নি উ: খ

৩৫. কোনটি 'হিন্দি' উপসর্গ? [গ, সেট৮ : ১১-১২]
ক) বদ খ) হর গ) গর ঘ) খাস উ: খ

৩৬. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ? [গ, সেট৭ : ১১-১২]
ক) হেড খ) ফি গ) হর ঘ) বে উ: ক

৩৭. কোনটি বাংলা উপসর্গ? [গ, সেট৬ : ১১-১২]
ক) ন খ) উপ গ) দুর ঘ) অনা উ: ঘ

৩৮. 'হর' কী ধরনের উপসর্গ? [A সেট- ০৬, ১২-১৩]
ক) খাঁটি বাংলা খ) সংস্কৃত গ) বিদেশি ঘ) আরবি উ: গ

৩৯. 'পাতিহাঁস' শব্দটিতে 'পাতি' উপসর্গটি কী অর্থ বোঝায়? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক) মন্দ খ) বিজ্ঞা
গ) জল ঘ) ছোট উ: ঘ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বেড়ানো' অর্থ প্রকাশ পেয়েছে কোন উপসর্গযুক্ত শব্দে? [C ২২-২৩]
ক) উপগমন খ) উপহার গ) বিহার ঘ) আহার উ: গ

০২. 'নাচার' শব্দে 'না' কোন ধরনের উপসর্গ? [A : ২১-২২]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) সংস্কৃত ঘ) বাংলা উ: খ

০৩. কোনটি উপসর্গ নয়? [A : ২১-২২]
ক) অতি খ) প্রতি গ) অনু ঘ) অপু উ: ঘ

০৪. কোনগুলো খাঁটি বাংলা উপসর্গ? [A : ২১-২২]
ক) অপ, সম, অধি খ) ফি, খাস, বর গ) অনা, অজ, পাতি ঘ) হেড, ফুল, সাব উ: গ

০৫. 'রাম' উপসর্গটি শব্দের পূর্বে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [B : ২১-২২]
ক) উৎকৃষ্ট খ) নিকৃষ্ট গ) উত্তম ঘ) অধম উ: ক

০৬. উপসর্গযুক্ত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) পঙ্কজ খ) জ্বালাতন গ) কদবেল ঘ) মাচান উ: গ

০৭. বাংলা উপসর্গ নয়– [A : ২১-২২]
ক) আন, আড় খ) উন, নি গ) নির, দুর ঘ) নি, বি উ: গ

০৮. বাংলা উপসর্গ মোট কয়টি? [B ১৯-২০; রাবি ১৮-১৯; C ১৭-১৮]
ক) ১১টি খ) ২২টি গ) ২১টি ঘ) ২০টি উ: গ

০৯. তৎসম উপসর্গের উদাহরণ কোনটি? [B : ১৯-২০; কৃবি C ১২-১৩]
ক) ইতি খ) অনু গ) রাম ঘ) অনা উ: খ

১০. 'হা' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [D১৭-১৮; DU- B- 08 - 09]
ক) কম অর্থে খ) নিকৃষ্ট অর্থে গ) হীনতা অর্থে ঘ) অভাব অর্থে উ: ঘ

১১. কোনটি বিদেশি উপসর্গ? [E ১৭-১৮]
ক) বি খ) বে গ) সা ঘ) নি উ: খ

১২. 'উপ' উপসর্গযোগে গঠিত কোন শব্দটি ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহৃত হয়? [E ১৭-১৮]
ক) উপসাগর খ) উপকণ্ঠ গ) উপবন ঘ) উপকূল উ: ক

১৩. কোনটি বাংলা উপসর্গ? [E ১৭-১৮]
ক) পরা খ) রাম গ) আম ঘ) কম উ: খ

১৪. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি? [০৬-০৭]
ক) নিখুঁত খ) রামদা গ) সুগম ঘ) শয়ন উ: ঘ

১৫. 'বাজে কথা' এর 'বাজে' উপসর্গটি কী অর্থ বোঝায়? [ক ০৭-০৮]
ক) তুচ্ছার্থে খ) সীমার অতিরিক্ত গ) প্রত্যেক ঘ) নিন্দার্থে উ: ক

১৬. 'দুর্নাম' শব্দটি কোন উপসর্গযুক্ত? [০৯-১০]
ক) খাঁটি বাংলা খ) বিদেশি গ) তৎসম ঘ) দেশি উ: গ

১৭. বাংলা উপসর্গের উদাহরণ– [ঙ ১০-১১]
ক) অ + কাজ = অকাজ খ) সম্ + হার = সংহার
গ) বি + হার = বিহার ঘ) পরি + হার = পরিহার উ: ক

১৮. কোনটি বিদেশি উপসর্গ? [খ ১১-১২]
ক) বাজে খ) অভি গ) ইতি ঘ) রাম উ: ক

১৯. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [A ৪, সেট ৩, ১২-১৩]
ক) হররোজ খ) অবমাননা গ) অনুশীলন ঘ) অভিবাদন উ: ক

২০. 'উনচল্লিশ' শব্দটিতে 'উন' উপসর্গটি কী অর্থ দ্যোতনা করে? [E ১৩-১৪]
ক) ঈষৎ খ) ক্রমাগত গ) না ঘ) কম উ: ঘ

২১. কোন শব্দগুলো বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত? [A, Odd, সেট B : ১৪-১৫]
ক) অনাবৃষ্টি, ভরসন্ধ্যা খ) অতিরঞ্জন, অধিদপ্তর
গ) অভিযাত্রা, উপশহর ঘ) অবকাঠামো, পরিভ্রমণ উ: ক

২২. বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ কোনটি? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক) কদবেল খ) আনচান গ) হরদম ঘ) রামদা উ: গ

২৩. তৎসম উপসর্গের উদাহরণ– [D, অবাণিজ্য, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) অভাব খ) খ্যাতি গ) আনমনা ঘ) নিকৃষ্ট উ: ঘ

২৪. 'অপয়া' শব্দের 'অ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) নিন্দা খ) কুৎসিত গ) প্রভাব ঘ) অভাব উ: ক

২৫. প্র, পরা, অপ, উপ এগুলো হলো– [A ১৫-১৬; ইবি খ ০৭-০৮, গ ০৬-০৭]
ক) বাংলা উপসর্গ খ) হিন্দি উপসর্গ গ) উর্দু উপসর্গ ঘ) তৎসম উপসর্গ উ: ঘ

২৬. কোন শব্দটি বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত? [A-১৫-১৬]
ক) নিবারণ খ) বিজোড় গ) সুকীর্তি ঘ) সাব-জজ উ: ঘ

২৭. 'সমভিব্যাহার' শব্দটি কয়টি উপসর্গযোগে গঠিত? [C ১৭-১৮; ঢাবি ক ১২-১৩]
ক) তিনটি খ) চারটি গ) পাঁচটি ঘ) দুইটি উ: খ

২৮. 'বিনির্মাণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৬-১৭]
ক) নতুন খ) নেতিবাচক গ) ইতিবাচক ঘ) প্রসারণ উ: গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি শব্দের আগে বসে? [B1 : ২৩-২৪]
ⓚ উপসর্গ ⓚ অনুসর্গ ⓖ প্রত্যয় ⓖ বিভক্তি উ: ক

০১. কোনটি শব্দের আগে বসে? [B1 : ২৩-২৪]
(ক) উপসর্গ (খ) অনুসর্গ (গ) প্রত্যয় (ঘ) বিভক্তি উ: ক

০২. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি কোন ভাষার? [B1 : ২৩-২৪: জাবি-E-17-18;ইবি-H-17-18]
(ক) ফারর্সি (খ) উর্দু (গ) আরবি (ঘ) হিন্দি উ: গ

০৩. কোন শব্দটি ইতিবাচক? [B : ২১-২২]
(ক) অপব্যয় (খ) অপমান
(গ) অপরূপ (ঘ) অপযশ উ: গ

০৪. গরমিল শব্দটিতে 'গর' কোন উপসর্গ? [D : ২১-২২]
(ক) বাংলা (খ) তৎসম (গ) আরবি (ঘ) ফারসি উ: গ

০৫. শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে কোনটি? [B ১৯-২০]
(ক) অনুসর্গ (খ) বিভক্তি (গ) প্রত্যয় (ঘ) উপসর্গ উ: ঘ

০৬. কোনটি বাংলা উপসর্গের উদাহরণ? [B ১৭-১৮, E-১৫-১৬]
(ক) অঘা, অজ, পাতি (খ) প্র, পরা, অপ
(গ) গর, বদ, বে (ঘ) নিম, হাফ, অন উ: ক

০৭. পৃথিবীর একটি উপগ্রহ আছে। 'উপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [F ১৬-১৭]
(ক) সদৃশ (খ) সামীপ্য (গ) বিশেষ (ঘ) ক্ষুদ্র উ: ঘ

০৮. কোন শব্দটি আরবি উপসর্গযোগে গঠিত? [AP ১৮-১৯]
(ক) গরমিল (খ) হররোজ
(গ) নালায়েক (ঘ) কমজোর উ: ক

০৯. বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ কোনটি? [D ১৭-১৮]
(ক) অঘা, পাতি (খ) প্র, অপ (গ) গর, বদ (ঘ) নিভন্ত, পড়ন্ত উ: গ

১০. কোন শব্দটি ঈষৎ অর্থে ব্যবহৃত? [ঙ ০৮-০৯]
(ক) উপকথা (খ) আবাল্য (গ) আরক্তিম (ঘ) আকর্ণ উ: গ

১১. নিচের কোন বাক্যে 'অতি' উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি? [ঘ ১১-১২]
(ক) তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছেন (খ) বইটি আমার অত্যন্ত প্রয়োজন
(গ) অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে (ঘ) অতি চালাকের গলায় দড়ি উ: ঘ

১২. কোন শব্দটি নেতিবাচক নয়? [ক ১১-১২]
(ক) অবগাহন (খ) অবহেলা
(গ) অবজ্ঞা (ঘ) অবতরণ উ: ক

১৩. কোনটি বি-উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়? [E ১৬-১৭]
(ক) বিপদ (খ) বিদ্বান (গ) বিকাশ (ঘ) বিজয় উ: খ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন দুটি শব্দের উপসর্গদ্বয় বিপরীতধর্মী অর্থ প্রদান করছে? [A : ২৩-২৪]
(ক) প্রচেষ্টা, প্রভাত (খ) উপবন, উপবেশন
(গ) অকুণ্ঠ, অসীম (ঘ) অপরূপ, অপদেবতা উ: ঘ

০২. 'অভাব' অর্থে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে কোন শব্দে? [B : ২৩-২৪]
(ক) অকেজো (খ) আগাছা
(গ) অথই (ঘ) অঘোরে উ: গ

০৩. 'গরহাজির' শব্দের 'গর' কোন ভাষার উপসর্গ? [B ২২-২৩]
(ক) ফরাসি (খ) সংস্কৃত (গ) আরবি (ঘ) বাংলা উ: গ

০৪. 'খাসজমি' শব্দে 'খাস' কোন ভাষার উপসর্গ? [A ২২-২৩]
(ক) ফরাসি (খ) বাংলা (গ) আরবি (ঘ) সংস্কৃত উ: গ

০৫. 'প্রদোষ' শব্দের 'প্র' উপসর্গ মূল শব্দের অর্থকে– [C : ২১-২২]
(ক) সম্প্রসারিত হয়েছে (খ) সংকোচিত করেছে
(গ) স্থির রেখেছে (ঘ) পরিবর্তন করেছে উ: ঘ

০৬. কোনটি ফারসি উপসর্গ? [B : ২১-২২, ইবি C ১৭-১৮; পাবিপ্রবি C; সেট B : ১৪-১৫, বেরোবি C 17-18]
(ক) হর (খ) আম
(গ) নিম (ঘ) সাব উ: গ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ফারসি উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দ কোনটি? [B ১৮-১৯]
(ক) খাসখবর (খ) অধিকার
(গ) লাপাত্তা (ঘ) বেতার উ: ঘ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. সংস্কৃত উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [A ১৯-২০]
(ক) অনাবৃষ্টি (খ) আভাস (গ) অচেনা (ঘ) আগাছা উ: খ

০২. কোনটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [AL ১৮-১৯]
(ক) আনকোরা (খ) পাতিহাঁস (গ) অনাবৃষ্টি (ঘ) সবগুলোই উ: ঘ

০৩. 'সু' উপসর্গ কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [AL ১৮-১৯: রাবি C ১৭-১৮]
(ক) সুন্দর অর্থে (খ) পূর্ণ অর্থে (গ) বিশেষ অর্থে (ঘ) বিবিধ অর্থে উ: খ

০৪. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [AL ১৮-১৯: D ১৭-১৮]
(ক) নিখুঁত (খ) আনমনা (গ) অবহেলা (ঘ) নিমরাজি উ: ঘ

০৫. ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী কোন চারটি উপসর্গের পর 'ন' 'ণ' তে পরিবর্তিত হয়? [AL ১৭-১৮]
(ক) প্র, পরা, পরি, নি (খ) প্র, পরা, অপ, নির
(গ) প্র, সম, পরি, নির (ঘ) প্র, পরা, পরি, নির উ: ঘ

০৬. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [AP ১৭-১৮]
(ক) বিকৃত (খ) অভাব (গ) বিপরীত (ঘ) নিকৃষ্ট উ: গ

০৭. 'বিজ্ঞান' শব্দটি কোন জাতীয় উপসর্গযোগে গঠিত? [গ ১৬-১৭]
(ক) বাংলা (খ) বিদেশি (গ) হিন্দি (ঘ) সংস্কৃত উ: ঘ

০৮. 'বি' কোন উপসর্গ? [ঙ ১৬-১৭]
(ক) তৎসম (খ) বাংলা (গ) তৎসম ও বাংলা (ঘ) তৎসম ও বিদেশি উ: গ

০৯. ফারসি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [AL ১৭-১৮]
(ক) নাচার (খ) অনাচার (গ) কদাচার (ঘ) প্রচার উ: ক

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত হয়নি? [A ১৯-২০]
(ক) অনুবাদ (খ) অষ্টমী (গ) নির্ণয় (ঘ) সম্পূর্ণ উ: খ

০২. 'উনা ভাতে দুনা বল।' বাক্যটিতে কোন উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
(ক) সংস্কৃত উপসর্গ (খ) বাংলা উপসর্গ (গ) বিদেশি উপসর্গ (ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

০৩. কোনগুলো বিদেশি উপসর্গজাত শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) বে-আদব, লাপাত্তা (খ) লাপাত্তা, উপহার
(গ) উপলক্ষ, বেওয়ারিশ (ঘ) বিহার, আহার উ: ক

০৪. 'দুঃসহ' শব্দটি গঠিত হয়েছে কোন নিয়মে? [১১-১২]
(ক) সমাস (খ) উপসর্গ (গ) প্রত্যয় (ঘ) সন্ধির নিয়মে উ: খ

০৫. নিচের কোনটি উপসর্গজাত শব্দ নয়? [খ ১১-১২]
(ক) উপদেশ (খ) অশেষ (গ) নীলাম্বর (ঘ) অফুরন্ত উ: গ

০৬. 'বিচরণ' শব্দে 'বি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [A -১৩-১৪]
(ক) বিশেষণ (খ) বিশেষ (গ) গতি (ঘ) সাধারণ উ: গ

০৭. তৎসম উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) হা-ভাতে (খ) ভরপুর (গ) তৈল (ঘ) অপকার উ: ঘ

০৮. দেশি (বাংলা অর্থে) উপসর্গ কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) উপহার (খ) অকাজ (গ) লাপাত্তা (ঘ) পরিহার উ: খ

০৯. 'অনাদর' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে– [B ১৬-১৭]
(ক) তৎসম (খ) সংস্কৃত (গ) খাঁটি বাংলা (ঘ) বিদেশি উ: গ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [B ১৯-২০]
(ক) পরীক্ষা (খ) অজপাড়াগাঁ (গ) গরমিল (ঘ) বকলম উ: খ

০২. 'আমমোক্তার' কোন ধরনের উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ? [B ১৯-২০]
(ক) আরবি (খ) বাংলা (গ) সংস্কৃত (ঘ) ফারসি উ: ক

০৩. কোনটি বাংলা উপসর্গ? [B ১৭-১৮]
(ক) প্র (খ) আপ (গ) প্রতি (ঘ) আন উ: ঘ

০৪. বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ নিম্নের কোন শব্দে? [ছ ০৪-০৫]
(ক) অপয়া (খ) ফি- বছর (গ) বদনাম (ঘ) গরমিল উ: ক

০৫. কোন শব্দে বাংলা উপসর্গ যোগ হয়েছে? [ঘ ১৪-১৫]
(ক) অতিকায় (খ) আড়মোড়া
(গ) বামাল (ঘ) গরমিল উ: খ

০৬. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য– [B -১৩-১৪]
(ক) অব্যয় ও শব্দাংশ (খ) উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় পেছনে
(গ) নূতন শব্দ গঠনে (ঘ) ভিন্ন অর্থ গঠনে উ: খ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৭. 'উপকূল' শব্দে 'উপ' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৩-১৪]
ক) তুল্য খ) সদৃশ
গ) বিপরীত ঘ) সামীপ্য
উত্তর: ঘ

০৮. উপসর্গযুক্ত শব্দ- [B ১৩-১৪, ১৫-১৬;জবি খ ০৬-০৭]
ক) হরেক খ) বিদেশ
গ) হরেক ঘ) হরেক
উত্তর: খ

০৯. নিচের কোনটি তৎসম উপসর্গ? [C ১৩-১৪]
ক) প্রতি + দান খ) অধঃ + গতি
গ) বদ + নামি ঘ) না + জওয়াব
উত্তর: ক

১০. 'প্রকৃষ্ট' শব্দে 'প্র' উপসর্গ কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [H ১৩-১৪]
ক) ক্ষয়ের দিক অর্থে খ) বিশেষভাবে অর্থে
গ) প্রকৃত বা প্রকৃষ্ট অর্থে ঘ) আধিক্য অর্থে
উত্তর: গ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন অর্থে 'পরা' উপসর্গের উদাহরণ কোনটি? [D 12-13]
ক) পরাভব খ) পরাক্রম
গ) পরাগত ঘ) পরাজয়
উত্তর: ঘ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অনির্বাণ' শব্দে কয়টি উপসর্গ আছে? [ক, খ ১১-১২]
ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) শূন্য
উত্তর: খ

০২. নিচের কোন শব্দে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [ক, খ ১১-১২]
ক) বেহুদা খ) বেশরম গ) বেহুড়ক ঘ) বিপথ
উত্তর: ঘ

০৩. উপসর্গ শব্দের কোন অংশে বসে? [A 12-13]
ক) পূর্বে খ) শেষে গ) মাঝে ঘ) ডানে
উত্তর: ক

০৪. বাংলা ব্যাকরণে কোন উপসর্গ নেই? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) তৎসম খ) দেশি
গ) তদ্ভব ঘ) বিদেশি
উত্তর: গ

০৫. 'তিনি মন্ত্রীর তার দস্তখত গ্রহণ করেননি।' এ বাক্যের 'দস্তখত' শব্দটি- [খ ১৪-১৫]
ক) উপসর্গযুক্ত খ) প্রত্যয়যুক্ত
গ) বিভক্তিযুক্ত ঘ) অনুসর্গযুক্ত
উত্তর: ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. খাঁটি বাংলা উপসর্গ নয় কোনটি? [D ১৯-২০]
ক) পরি খ) অন গ) পাতি ঘ) রাম
উত্তর: ক

০২. উপসর্গজাত শব্দ কোনটি? [F ১৯-২০]
ক) মুর্গি খ) অজিন গ) অধীর ঘ) অগ্রজ
উত্তর: ক

০৩. নিচের কোন শব্দে বাংলা উপসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে? [F ১৯-২০]
ক) হরেক খ) আকাশ গ) আগাছা ঘ) আকর্ণ
উত্তর: গ

০৪. নিচের কোনটি বাংলা উপসর্গ? [C ১৮-১৯; চবি খ ১১-১২]
ক) উপ খ) ভর গ) পর ঘ) দর
উত্তর: খ

০৫. খাঁটি বাংলা উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [D ১৮-১৯]
ক) উনিশ খ) উপকূল গ) দরখাস্ত ঘ) নির্দেশ
উত্তর: ক

০৬. 'নিরন্ন' শব্দটিতে 'নির' উপসর্গ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- [G ১৭-১৮]
ক) মন্দ খ) নিশ্চয়
গ) অভাব ঘ) কষ্টসাধ্য
উত্তর: গ

০৭. 'হরিহরে' শব্দটিতে উপসর্গ রয়েছে? [D ১৩-১৪]
ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: ঘ

০৮. নিচের কোনটি বাংলা উপসর্গ? [D ১৩-১৪]
ক) বিফল খ) আবডাল
গ) নিরক্তি ঘ) খাসকামরা
উত্তর: খ

০৯. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) নিখুঁত খ) আনমনা
গ) অবহেলা ঘ) বদমেজাজ
উত্তর: ঘ

১০. 'বেনামি' কোন বিদেশি উপসর্গের উদাহরণ? [G ১৬-১৭]
ক) ফারসি খ) আরবি গ) উর্দু ঘ) হিন্দি
উত্তর: ক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি ফারসি উপসর্গ- [D, সেট-১ : ১৪-১৫]
ক) দর খ) পরা
গ) পা ঘ) অব
উত্তর: ক

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি বাংলা উপসর্গ? [C ১৬-১৭]
ক) উৎ খ) আব
গ) অব ঘ) নিম
উত্তর: ঘ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি উপসর্গ? [D-১৫-১৬; ইবি খ ০৭-০৮]
ক) অতি খ) থেকে
গ) চেয়ে ঘ) দ্বারা
উত্তর: ক

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রতিধ্বনি' শব্দে 'প্রতি' উপসর্গটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [C ১৩-১৪]
ক) ক্ষুদ্র খ) সদৃশ
গ) ব্যাপ্তি ঘ) সঙ্গে
উত্তর: খ

০২. কোনটি তৎসম উপসর্গের উদাহরণ? [E ১৪-১৫]
ক) অতি খ) পড় গ) হা ঘ) বদ
উত্তর: ক

০৩. 'অনির্বাণ' শব্দে 'অ' কোন জাতীয় উপসর্গ? [G ১৫-১৬]
ক) বাংলা খ) আরবি গ) তৎসম ঘ) ফারসি
উত্তর: গ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রামবোকা' শব্দটিতে 'রাম' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ক) ছোট খ) বৃদ্ধ গ) বড় ঘ) নাবালক ঙ) কৃত্রিম
উত্তর: গ

০২. যার অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে তাকে বলা হয়- [A, ১৪-১৫]
ক) হরতকি খ) অপিনিহিতি
গ) উপসর্গ ঘ) অনুসর্গ ঙ) অব্যয়
উত্তর: গ

০৩. 'বরখেলাপ' শব্দে 'বর' কোন ধরনের উপসর্গ? [A_1, সেট ৫৬ : ১৪-১৫]
ক) তৎসম খ) খাঁটি বাংলা
গ) আরবি ঘ) ফারসি
উত্তর: ঘ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. কোনগুলি তৎসম উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ নয়? [FSSS : ২৩-২৪]
ক) পরাজয়, প্রস্থান খ) নিদাঘ, অনুজ গ) নিরব, নির্ভীক
ঘ) উপদ্বীপ, অভিযান ঙ) নারাজ, কারখানা
উত্তর: ঙ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. বাংলা ভাষায় কয়টি সংস্কৃত উপসর্গ আছে? [A : ২১-২২, ঢাবি C ১৯-২০, A ২২-২৩]
ক) ১২ খ) ২১
গ) ২০ ঘ) ২৪
উত্তর:ঘ

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. উপসর্গ সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি ঠিক? [২১-২২]
ক) নতুন গল্প তৈরি করা উপসর্গের কাজ। খ) উপসর্গ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে।
গ) বাংলা ভাষায় শতাধিক উপসর্গ আছে। ঘ) উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নাই।
উত্তর: খ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'বরখেলাপ' শব্দে 'বর' কোন ধরনের উপসর্গ? [২২-২৩]
ক) তৎসম খ) খাঁটি বাংলা
গ) আরবি ঘ) ফারসি
উত্তর: ঘ

০২. কোনটি তৎসম উপসর্গ? [Humanities : ২১-২২]
ক) ইতি খ) প্রতি
গ) রাম ঘ) খাস
উত্তর: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. বিদেশি উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক বিজ্ঞ খ বিকার গ বকলম ঘ অকাজ উ: গ

০২. 'হররোজ' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক উপসর্গযোগে খ সন্ধিযোগে গ প্রত্যয়যোগে ঘ বিভক্তিযোগে উ: ক

০৩. নিচের কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ রয়েছে? [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক বিদেশ খ কুকাজ গ হরেক ঘ অনাগত উ: গ

০৪. 'অপব্যয়' শব্দটি কীভাবে গঠিত? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক সন্ধিযোগে খ প্রত্যয়যোগে
গ উপসর্গযোগে ঘ বিভক্তিযোগে উ: গ

০৫. 'অপকর্ম' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে? [বাণিজ্য ২২-২৩]
ক উৎকৃষ্ট খ আকৃষ্ট গ নিকৃষ্ট ঘ বিশিষ্ট উ: গ

০৬. 'নিমরাজি' শব্দে 'নিম' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে— [Humanities : ২১-২২]
ক পূর্ণ খ অতিরিক্ত গ একান্তভাবে ঘ আংশিক উ: ঘ

০৭. নিচের যে শব্দটি উপসর্গযোগে গঠিত নয়— [Humanities : ২১-২২, ঢাবি ক ০৭-০৮; রবি গ ১১-১২]
ক অম্ল খ অনিন্দ্য
গ আবেশ ঘ অবেলা উ: ক

০৮. উপসর্গের কাজ কোনটি? [Science : ২১-২২; রাবি B ১৭-১৮; জবি খ ১৬-১৭; হাবিপ্রবি গ ১৪-১৫]
ক শব্দ সংকোচন খ উচ্চারণে সহায়তা
গ নতুন শব্দ গঠন ঘ বর্ণ সংযোজন উ: গ

০৯. 'হর-হামেশা' শব্দের 'হর' কোন ধরনের উপসর্গ? [১৭-১৮]
ক আরবি খ বাংলা
গ ইংরেজি ঘ ফারসি উ: ঘ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'সু' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক সম্পূর্ণ অর্থে খ উত্তম অর্থে
গ পূর্ণতা অর্থে ঘ উৎকৃষ্ট অর্থে উ: খ

০২. বিদেশি উপসর্গ দিয়ে গঠিত শব্দ কোনটি? [BSC Nursing'17-18]
ক বেকার খ বিকার
গ নিদাঘ ঘ নিবার উ: ক

০৩. উপসর্গ সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক? [Diploma Nursing'21-22]
ক নতুন গল্প তৈরি করা উপসর্গের কাজ।
খ উপসর্গ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে।
গ বাংলা ভাষায় শতাধিক উপসর্গ আছে।
ঘ উপসর্গের নিজস্ব অর্থ নাই। উ: খ

০৪. 'অতি' কোন প্রকারের উপসর্গ? [Diploma Midwifery'18-19]
ক বাংলা খ তৎসম
গ আরবি ঘ হিন্দি উ: খ

০৫. 'ইতি' কোন প্রকারের উপসর্গ? [Diploma Midwifery'18-19]
ক তৎসম খ বাংলা
গ আরবি ঘ হিন্দি উ: খ

০৬. নিম্নের কোন উপসর্গটি ফারসি? [Diploma Nursing'13-14]
ক সু খ বি
গ দর ঘ ব উ: গ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. উপসর্গযুক্ত শব্দ— [৪৪তম বিসিএস]
ক বিদ্যা খ বিদ্রোহী
গ বিষয় ঘ বিপুল উ: ঘ

০২. 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি? [৪১তম বিসিএস]
ক অকাজ খ আবছায়া
গ অপুষ্টি ঘ নিখুঁত উ: গ

০৩. কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত? [৩৯তম বিসিএস]
ক উপনেতা খ উপভোগ গ উপগ্রহ ঘ উপসাগর উ: খ

০৪. কোন শব্দ গঠনে বাংলা উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [৩২তম বিসিএস]
ক পরকাষ্ঠা খ অভিব্যক্তি গ পরিশ্রান্ত ঘ অনাবৃষ্টি উ: ঘ

০৫. 'অপ' কী ধরনের উপসর্গ? [৩০তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত খ বাংলা
গ বিদেশি ঘ মিশ্র উ: ক

০৬. বাংলা ভাষায় কয়টি খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে? [২৭তম বিসিএস]
ক উনিশ খ কুড়ি গ একুশ ঘ বাইশ উ: গ

০৭. উপসর্গ কোনটি? [২৬তম বিসিএস]
ক অতি খ থেকে গ চেয়ে ঘ দ্বারা উ: ক

০৮. প্র, পরা, অপ— [২৬তম বিসিএস]
ক বাংলা উপসর্গ খ সংস্কৃত উপসর্গ
গ বিদেশি উপসর্গ ঘ উপসর্গ স্থানীয় অব্যয় উ: খ

০৯. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য— [২৪তম, ১৭তম বিসিএস]
ক অব্যয় ও শব্দাংশ খ উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে
গ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ ঘ নতুন শব্দ গঠন উ: খ

১০. 'লাপাত্তা' শব্দের 'লা' উপসর্গটি কোন ভাষার? [১৭তম বিসিএস]
ক আরবি ভাষা থেকে খ ফরাসি ভাষা থেকে
গ হিন্দি ভাষা থেকে ঘ উর্দু ভাষা থেকে উ: ক

১১. 'অচিন' শব্দের 'অ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৬তম বিসিএস]
ক নেতিবাচক খ বিয়োগাত্মক
গ নঞর্থক ঘ অজানা উ: গ

১২. 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি ঠিক? [১৬তম]
ক শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামোটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
খ শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে
গ দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ দুই রকম
ঘ দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ আপাতবিচারে ভিন্ন হলেও আসলে এক উ: গ

১৩. 'অপমান' শব্দের 'অপ' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত? [১৫তম বিসিএস]
ক বিপরীত খ নিকৃষ্ট
গ বিকৃত ঘ অভাব উ: ক

১৪. কোন শব্দে বিদেশি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [১২তম; ১০ম বিসিএস]
ক নিখুঁত খ আনমনা
গ অবহেলা ঘ নিমরাজি উ: ঘ

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোনটি উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ?
ক প্রবীণ খ ভিখারি
গ বাবুয়ানা ঘ সেলাই উ: ক

০২. নিচের কোন শব্দে অপূর্ণ অর্থে 'না' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক নাহক খ নাজুক
গ নালায়েক ঘ নাদাবি উ: গ

০৩. ঈষৎ অর্থ প্রকাশ করছে কোন উপসর্গ যুক্ত শব্দটি?
ক আখাম্বা খ উপকূল গ অনভিজ্ঞ ঘ আরক্ত উ: ঘ

০৪. নিচের কোনটি উপসর্গ?
ক গুলো খ উপ গ টা ঘ ও উ: খ

০৫. 'পাতি' উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়?
ক ছোটো খ বিপরীত গ নিম্ন ঘ শূন্য উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

SELF TEST MCQ

০১. 'হররোজ, হরকিসিম, হরহামেশা' এ 'হর' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক পূর্ণ অর্থে খ আধা অর্থে গ প্রত্যেক অর্থে ঘ মধ্যম্থ অর্থে

০২. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
ক লা খ হা গ প্র ঘ ভর

০৩. কোনটি বিদেশি উপসর্গের দৃষ্টান্ত?
ক কু খ অপ গ অজ ঘ বদ

০৪. খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোনটি?
ক আম খ আড় গ প্র ঘ নিম

০৫. তৎসম উপসর্গ কোনটি?
ক অজ খ গর গ পরি ঘ পাতি

০৬. 'হর' কোন শ্রেণির উপসর্গ?
ক ইংরেজি খ তৎসম গ খাঁটি বাংলা ঘ ফারসি

০৭. 'ডিঙ্গার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া' এ বাক্যে 'আকাঁড়া' শব্দের 'আ' কোন উপসর্গ ?
ক বাংলা খ বিদেশি গ সংস্কৃত ঘ তৎসম

০৮. 'প্রতি' কোন ভাষার উপসর্গ?
ক আরবি খ বাংলা গ ইংরেজি ঘ সংস্কৃত

০৯. 'অপ' উপসর্গটি 'অপকর্ম' শব্দে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক নিকৃষ্ট খ বিকৃত গ বিপরীত ঘ দুর্নাম

১০. কোন শব্দটিতে উপসর্গ ব্যবহৃত হয়নি?
ক সুগম খ লবণ গ নিখুঁত ঘ দুর্গম

১১. 'পরীক্ষা' শব্দের 'পরি' উপসর্গের অর্থদ্যোতকতা কী?
ক সম্যক খ বিশেষ গ শেষ ঘ চতুর্দিক

১২. উপসর্গ যুক্ত হয় কৃদন্ত বা নাম শব্দের–
ক পূর্বে খ মধ্যে গ পরে ঘ পূর্বে ও পরে

১৩. কোনটি ফারসি উপসর্গ?
ক কার খ কাম গ হয় ঘ হাফ

১৪. কোনটি আরবি উপসর্গ?
ক নিম খ আম গ পরা ঘ সম

১৫. কোনটি সংস্কৃত উপসর্গ?
ক আড় খ অজ গ কদ ঘ পরা

১৬. কোনটি ইংরেজি উপসর্গ?
ক সাব খ কার গ অব ঘ আব

১৭. এতদিন কোথায় নিখোঁজ ছিলেন? এ বাক্যে 'নিখোঁজ' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত?
ক তৎসম খ বাংলা গ বিদেশি ঘ কোনোটিই নয়

১৮. উপসর্গ কী?
ক ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম খ ভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়াবাচক শব্দাংশ
গ ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়সূচক শব্দাংশ ঘ ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়

১৯. 'সুনজর, সুখবর, সুদিন' এ শব্দগুলোতে 'সু' কোন উপসর্গ?
ক তৎসম উপসর্গ খ বাংলা গ সংস্কৃত ঘ কোনোটিই নয়

২০. 'আদান, আগমন' শব্দে 'আ' কোন উপসর্গ?
ক বাংলা খ তৎসম গ ফারসি ঘ আরবি

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ

Answer

২০.খ	১৯.খ	১৮.গ	১৭.খ	১৬.ক	১৫.ঘ	১৪.খ	১৩.ক	১২.ক	১১.ক
১০.খ	০৯.ক	০৮.ঘ	০৭.ক	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.গ	০১.গ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. উপসর্গ কাকে বলে? তৎসম ও বাংলা উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য কী? লেখ।
০২. উপসর্গের কাজ কী? বর্ণনা কর।
০৩. উপসর্গের বৈশিষ্ট্য কী? বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা কী?
০৪. 'সু' বা 'অন' উপসর্গযোগে অর্থসহ পাঁচটি না-বোধক শব্দ নির্দেশ কর।
০৫. উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ?
০৬. "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।" মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।
০৭. 'অতি', 'নি', 'পরি' ও 'সম' উপসর্গের দু'টি করে প্রয়োগ দেখাও?
০৮. বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গের প্রয়োজনীয়তা কী?
০৯. প্রদত্ত উপসর্গগুলো দিয়ে তিনটি করে শব্দগঠন কর : প্র, প্রতি, অতি, অনু।
১০. 'নির', 'দর', 'ফি', 'বদ' উপসর্গের দুটি করে প্রয়োগ দেখাও।
১১. চারটি বিদেশি উপসর্গযোগে দুটি করে শব্দ গঠন কর।
১২. উপসর্গযোগে ছয়টি শব্দ তৈরি করো : গর; প্রতি; অভি; অজ; পাতি; নিম। [ঢাবি বিজ্ঞান : ২৩-২৪]

উত্তর :

০১. ছয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০২. ছয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৩. ছয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৪. ছয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৫. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৬. বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো সুনির্দিষ্ট শব্দখণ্ড বা শব্দাংশ রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন পদ হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না, কিন্তু অর্থবোধক শব্দের পূর্বে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ গঠন করতে সাহায্য করে, এমনকি শব্দের অর্থের পূর্ণতা, সম্প্রসারণ অথবা অর্থের সংকোচন ঘটায়, ভাষায় ব্যবহৃত এসব শব্দাংশের নাম উপসর্গ। যেমন : কাজ একটি শব্দ। এর আগে 'অ' উপসর্গ যুক্ত হলে হয় 'অকাজ' যার অর্থ নিন্দনীয় বা অপ্রয়োজনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে।

অর্থবাচক অর্থ- অর্থ আছে বা বহন করে এমন। যেহেতু উপসর্গের নিজের অর্থ নেই তাই বলা যায় যে উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই। অপরপক্ষে দ্যোতক শব্দের অর্থ প্রকাশক অর্থাৎ যা অর্থ প্রকাশ করে তাই অর্থদ্যোতক। উপসর্গ নিজে অর্থ বহন না করলেও অন্য শব্দের পূর্বে বসে অর্থ প্রকাশ করে। তাই বলা যায়- উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে। যেমন : আ + হার = আহার (খাওয়া); প্র + হার = প্রহার (মারা); বি + হার = বিহার (ভ্রমণ)।

উপসর্গ যুক্ত হলে সাধারণত পাঁচ ধরনের পরিবর্তন ঘটে। যেমন :
i. নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয় ii. শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ হয় iii. শব্দের অর্থ সম্প্রসারিত হয় iv. শব্দের অর্থের সংকোচন হয় v. শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়।

সিদ্ধান্ত : উপসর্গের উপযুক্ত সংজ্ঞার্থ, প্রকৃতি, ভূমিকা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে তাদের যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে উপসর্গগুলো প্রত্যেকটি এক একটি শব্দখণ্ড বা শব্দাংশ। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, কেবল শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন এবং অর্থের বৈচিত্র্য সাধনে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'

০৭. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৮. বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা উপসর্গ যুক্ত হলে একটি শব্দ সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করে এবং অর্থের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন : অপ + কর্ম = অপকর্ম, অপ + রূপ = অপরূপ। উপসর্গ আবার কখনো কখনো শব্দের অর্থের সংকোচন বা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে থাকে। যেমন : অ + কাজ = অকাজ (সংকোচন), পরি + পূর্ণ = পরিপূর্ণ (সম্প্রসারণ)। উপসর্গ শব্দকে প্রাঞ্জল ও সুনির্দিষ্ট অবয়বে উপস্থাপন করে। যেমন : সু + অল্প = স্বল্প (এখানে 'সু' উপসর্গটি 'অল্প' শব্দটিকে আরও প্রাঞ্জল করেছে)।
০৯. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
১০. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
১১. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
১২. **উপসর্গযোগে শব্দ গঠন :**

প্রদত্ত উপসর্গ	গঠিত শব্দ	প্রদত্ত উপসর্গ	গঠিত শব্দ
গর	গরমিল	অজ	অজপুকুর
প্রতি	প্রতিদিন	পাতি	পাতিহাঁস
অভি	অভিসার	নিম	নিমরাজি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১২ ধাতু ও ধাতু প্রকরণ

ধাতুর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

⊡ **ধাতু :** ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় **ধাতু** বা **ক্রিয়ামূল**। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়। যথা : **ক. ধাতু বা ক্রিয়ামূল ও খ. ক্রিয়া বিভক্তি**। ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন : কর্ + এ = করে। এখানে 'কর্' ধাতু এবং 'এ' ক্রিয়া বিভক্তি।

➢ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ক্রিয়ার মূল অর্থ যাতে নিহিত, যার দ্বারা ক্রিয়ার ভাবটি প্রতিপাদিত হয়, তাকে বলে ক্রিয়ার ধাতু।

⊡ **ধাতু সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :**

✧ ক্রিয়ার মূল অর্থ প্রকাশক অবিভাজ্য মৌলিক অংশই ধাতু।

✧ একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন প্রত্যেকটি ক্রিয়াপদেই মূল ধাতুটির অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে।

✧ ধাতু অবিভাজ্য।

⊡ **প্রকারভেদ :** ধাতু প্রধানত তিন প্রকার। যথা : ১. মৌলিক ধাতু ২. সাধিত ধাতু ৩. যৌগিক ধাতু বা সংযোগমূলক ধাতু।

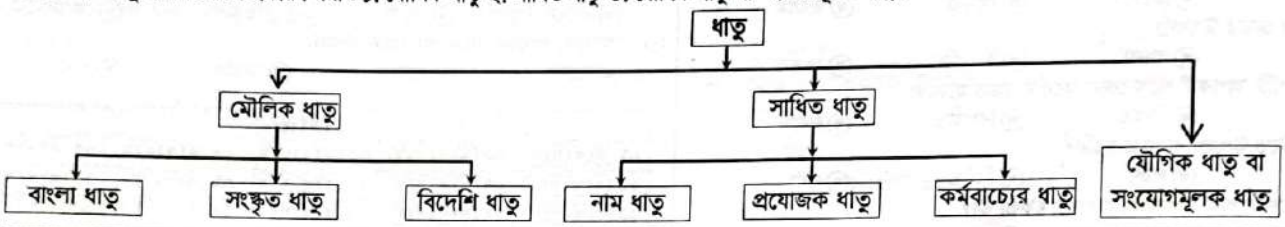

মৌলিক ধাতুর শ্রেণিবিভাগ

০১. **মৌলিক ধাতু :** যেসব ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সেগুলোই মৌলিক ধাতু। এ গুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতুও বলা হয়। যেমন : চল্, পড়্, কর্ ইত্যাদি। উৎস বিচারে মৌলিক ধাতুকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. **বাংলা ধাতু :** যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি সেগুলো হলো বাংলা ধাতু। যেমন : কাট্, কাঁদ্, জান্, নাচ্, কর, ধর্, মর্, হাস্, খা।

খ. **সংস্কৃত ধাতু :** বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন : কৃ, গম্, ধৃ, গঠ্, হ্যা, পঠ্, চল্, চর্, ভজ্, লিখ্, বাধ্।

সংস্কৃত ও বাংলা ধাতু থেকে গঠিত পদ

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক্	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথ্	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন, কর্তিত	কাট্	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর্	করা, করে
ক্রন্দ্	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুনে
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কিন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ্	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গঠ্	গঠিত	গড়্	গড়া, গড়ন
ঘৃষ্	ঘৃষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ্	ঘষা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ্	দেখা, দেখন
ধৃ	ধৃত, ধারণ	ধর্	ধরা, ধরন
পঠ্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়	পড়া, পড়ন
বন্ধ্	বন্ধন	বাঁধ্	বাঁধন, বাঁধা

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
বুধ্	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ্	বুঝা
রক্ষ	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ্	রাখা
শ্রু	শ্রবণ, শ্রুত	শুন্	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা
হস্	হাস, হাসন	হাস্	হাসা, হাসি

গ. **বিদেশি ধাতু :** যে সব ধাতু (প্রধানত হিন্দি, আরবি, ফারসি) বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে, সেগুলো বিদেশি ধাতু বা বিদেশাগত ধাতু নামে পরিচিত। যেমন : ডর্, লটক্। ***অধিকাংশ বিদেশি ধাতু হিন্দি থেকে এসেছে।*** সে ভিক্ষে **মেগে** খায়। এ বাক্যে **'মাগ্'** ধাতু হিন্দি **'মাঙ্'** থেকে আগত। এছাড়া কিছু বিদেশি ধাতু আছে যা কোন দেশ থেকে এসেছে তা নির্ণয় করা যায় না। এ ধরনের ধাতুকে বলা হয় **অজ্ঞাতমূল ধাতু**। যেমন : **'হের** ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' এ বাক্যে 'হের' ধাতুটি কোন ভাষা থেকে আগত তা জানা যায় না। তাই এটি অজ্ঞাতমূল ধাতু। কয়েকটি অজ্ঞাতমূল ধাতু হলো : ভাস্, খস্, গল্, হের্, চট্।

নিম্নে কয়েকটি বিদেশি ধাতুর উদাহরণ দেওয়া হলো :

ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ	ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ
আঁট্	শক্ত করে বাঁধা	ফির্	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
খাট্	মেহনত করা	চাহ্	প্রার্থনা করা
চেঁচ্	চিৎকার করা	বিগড়্	নষ্ট হওয়া
জম্	ঘনীভূত হওয়া	ভিজ্	সিক্ত হওয়া
ঝুল্	দোলা	ঠেল্	ঠেলা
টান্	আকর্ষণ	ডাক্	আহ্বান করা
টুট্	ছিন্ন হওয়া	লটক্	ঝুলানো
ডর্	ভীত হওয়া	বৈঠ্	বসা

সাধিত ধাতুর শ্রেণিবিভাগ

০২. **সাধিত ধাতু :** মৌলিক ধাতু বা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। যেমন : দেখ্ + আ = দেখা, পড়্ + আ = পড়া। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তি যুক্ত করে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন : ঠাকমা নাতীকে গল্প শোনায়। এ বাক্যে 'শুন্' ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে এবং বর্তমান কালের সাধারণ নামপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' যোগ করে 'শোনায়' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে।

➢ **সাধিত ধাতু তিন প্রকার। যথা :**

ক. **নামধাতু :** বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে নাম ধাতু বলে। যেমন : ঘুম্ + আ = ঘুমা। 'ধমক্' থেকে 'ধমকা'। যেমন : আমাকে ধমকিও না।

খ. **প্রযোজক ধাতু :** মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থে অর্থাৎ অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে-'আ' প্রত্যয় যোগ করে প্রযোজক ধাতু বা ণিজন্ত ধাতু গঠিত হয়। যে নিজে করে না, আর একজনকে দিয়ে করায়। ***প্রযোজক ধাতুকে প্রেরণার্থক ধাতুও বলে।*** যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। তিনি ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। দাদি তার নাতিকে ভাত খাওয়াচ্ছেন।

গ. **কর্মবাচ্যের ধাতু :** মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্যমধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। 'কর্মবাচ্যের ধাতু' বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ, এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্ভুক্ত। যেমন : দেখ্ + আ = দেখা, হার্ + আ = হারা। **বাক্যে প্রয়োগ :** কাজটি ভালো দেখায় না। 'যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।' এখানে 'দেখায়' এবং 'হারায়' প্রযোজক ধাতু।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

সংযোগমূলক ধাতু/যৌগিক ধাতু

০. সংযোগমূলক ধাতু : বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর্, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু সংযুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাই সংযোগমূলক ধাতু। যেমন : যোগ (বিশেষ্য পদ) + কর্ (ধাতু) = 'যোগ কর' (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য : তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ করো। সাবধান (বিশেষ্য) + হ (ধাতু) = সাবধান হ (সংযোগমূলক ধাতু)। বাক্য- এখনও সাবধান হও, নতুবা আখেরে খারাপ হবে। সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদ :

০১. কর্- ধাতু যোগে :
ক. বিশেষ্যের সঙ্গে : ভয় কর্, লজ্জা কর্, গুণ কর্।
খ. বিশেষণের সঙ্গে : ভালো কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্।
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে : ক্রয় কর্, দান কর্, দর্শন কর্, রান্না কর্।
ঘ. ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে : সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্।
ঙ. ক্রিয়া-বিশেষণের সঙ্গে : জলদি কর্, তাড়াতাড়ি কর্, একত্র কর্।
চ. অব্যয়ের সঙ্গে : না কর্, হাঁ কর্, হায় হায় কর্, ছি ছি কর্।
ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে : খাঁ খাঁ কর্, বন বন কর্, টন টন কর্।
জ. ধ্বন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে : চট কর্, ধাঁ কর্, হন হন কর্।

০২. হ- ধাতু যোগে : বড় হ, ছোট হ, ভালো হ, রাজি হ, সুখী হ, মানুষ হ, একমত হ।
০৩. দে- ধাতু যোগে : উত্তর দে, ঢাকা দে, দাগা দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে।
০৪. পা- ধাতু যোগে : কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, ব্যথা পা, টের পা, মন পা, সাজা পা।
০৫. খা- ধাতু যোগে : মার খা, হিমশিম খা, ছাক খা, ঘষা খা, মাথা খা, হাবুডুবু খা।
০৬. কাট্- ধাতু যোগে : সাঁতার কাট্, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্।
০৭. ছাড়্- ধাতু যোগে : গলা ছাড়্, ডাক ছাড়্, হাল ছাড়্।
০৮. ধর্- ধাতু যোগে : গলা ধর্, ঘুণে ধর্, পচা ধর্, মাথা ধর্, গোঁ ধর্।
০৯. যা- ধাতু যোগে : অস্ত যা, বাড়ি যা।
১০. বাস্- ধাতু যোগে : ভালো বাস্, মন্দ বাস্।
১১. মার্- ধাতু যোগে : ডুব মার্, ছাপ মার্, লাফ মার্, উঁকি মার্।

অসম্পূর্ণ ধাতু

০. কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতু : বাংলা ভাষায় কয়েকটি ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না। সাধারণত সহকারী ক্রিয়া গঠনে এদের কয়েকটি রূপ পাওয়া যায় মাত্র। যে সকল ধাতুর সকল কালের রূপ পাওয়া যায় না, সে সকল ধাতুকে অসম্পূর্ণ ধাতু বলে। যেমন :

১. আ- আইল > এল, আইলেন > এলেন, আইলে > এলে।
২. বট্ ধাতু (বর্তমান কালে) : বটে, বটেন, বট, বটিস, বটি।
৩. আছ্ ধাতু (বর্তমান কাল) : আছে, আছেন, আছ, আছিয়া, আছি। (অতীত কালে) : ছিল, ছিলেন, ছিলে, ছিলি, ছিলাম।
৪. নহ্ ধাতু (বর্তমান কালে) : নয়, নহে, নহেন, নন, নহ, নও, নহস, নহিস, নস, নহি, নই।
৫. থাক্ (রহ্) ধাতু-(বর্তমান কালে) : থাকে, থাকেন, রহেন, থাক, (রও), থাকিস, (রস, রোস, রহিস), থাকি, (থাকি), (রয়) ইত্যাদি।

ধাতুর গণ

০. ধাতুর গণ : সাধারণত 'গণ' শব্দের অর্থ শ্রেণি। কিন্তু ধাতুর 'গণ' বলতে ধাতুগুলোর গঠনের ধরনকে বোঝায়। ধাতুর গণ ঠিক করতে দুটো বিষয় লক্ষ রাখতে হয়। যেমন : ক. ধাতুটি কয়টি অক্ষরে গঠিত? খ. ধাতুর প্রথম বর্ণে সংযুক্ত স্বরবর্ণটি কী?

০. বাংলা ভাষায় সমস্ত ধাতুকে বিশটি গণে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

০১. হ- আদিগণ : হ (হওয়া), ল (লওয়া), ক্ষ (ক্ষয় পাওয়া) ইত্যাদি।
০২. খা- আদিগণ : খা (খাওয়া), ধা (ধাওয়া), পা (পাওয়া), যা (যাওয়া)।
০৩. দি- আদিগণ : দি (দেওয়া), নি (নেওয়া) ইত্যাদি।
০৪. শু- আদিগণ : শু (শোয়া), চু (চোঁয়ানো), নু (নেয়ানো), ছুঁ (ছোয়া)।
০৫. কর্- আদিগণ : কর্ (করা), কম্ (কমা), গড়্ (গড়া), চল্ (চলা) ইত্যাদি।
০৬. কহ্- আদিগণ : কহ্ (কহা), সহ্ (সহা), বহ্ (বহা) ইত্যাদি।
০৭. কাট্- আদিগণ : গাঁথ্, চাল্, আক্, বাঁধ্, কাঁদ্ ইত্যাদি।
০৮. গাহ্- আদিগণ : চাহ্, বাহ্, নাহ্, (নাহান, স্নান) ইত্যাদি।
০৯. লিখ্- আদিগণ : কিন্, ঘির্, জিত্, ফির্, ভিড়্, চিন্, ইত্যাদি।
১০. উঠ্- আদিগণ : উড়্, শুন্, ফুট্, খুঁজ্, ডুব্, তুল্ ইত্যাদি।
১১. লাফা- আদিগণ : কাটা, ডাকা, বাজা, আগা (অগ্রসর হওয়া) ইত্যাদি।
১২. নাহা- আদিগণ : গাহা।
১৩. ফিরা- আদিগণ : ছিটা, শিখা, ঝিমা, চিরা ইত্যাদি।
১৪. ঘুরা- আদিগণ : উঁচা, লুকা, কুড়া (কুড়াচ্ছে) ইত্যাদি।
১৫. ধোয়া- আদিগণ : শোয়া, খোচা, খোয়া, গোছা, যোগা ইত্যাদি।
১৬. দৌড়- আদিগণ : পৌঁছা, দৌড় ইত্যাদি।
১৭. চটকা- আদিগণ : সমঝা, ধমকা, কচলা ইত্যাদি।
১৮. বিগড়া- আদিগণ : হিঁচড়া, ছিটকা, সিটকা ইত্যাদি।
১৯. উল্টা- আদিগণ : দুমড়া, মুচড়া, উপচা ইত্যাদি।
২০. ছোব্‌লা-আদিগণ : কোঁচ্‌কা, কোঁক্‌ড়া, কোদ্‌লা ইত্যাদি।

ধাতু বা ক্রিয়ামূল নির্ণয়ের উপায়

০. ক্রিয়ার মূল অংশই ধাতু। এই ধাতু নির্ণয় করতে হলে ক্রিয়াটিকে 'আমি' কর্তার উত্তম পুরুষ সাধারণ বর্তমান কালে রূপান্তরিত করে শেষ স্বরটি লোপ করে দিতে হবে। অবশিষ্ট অংশই নির্দিষ্ট ধাতু। যেমন : করিতেছে ক্রিয়াটিকে 'আমি' কর্তার সাধারণ বর্তমান কালে রূপান্তরিত করলে পাওয়া যায় 'করি'। শেষ স্বর 'ই' লোপ করার পর পাই 'কর্'। এটিই ধাতু। অনুরূপভাবে করাইতেছিলেন (করাই > করা)।

০. কখনো কখনো অবশ্য ক্রিয়াটিকে তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের (তুই) বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় রূপান্তরিত করলেও ধাতুটিকে পাওয়া যায়। যেমন : খেলছিল। তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় : তুই খেল্। এখানে 'খেল্'-ই হলো ধাতু। এরূপ : (তুই) কর্, খা, ডাক্, দেখ্, লেখ্ ইত্যাদি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সিদ্ধ ধাতু? [C ১৯-২০]
ⓚ গুন ⓚ চমক ⓖ দেখি ⓖ করা উ: ⓖ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অর্থ ও গঠনরীতির দিক থেকে সাধিত ধাতু কয় প্রকার? [A : ২৩-২৪]
ⓚ পাঁচ প্রকার ⓚ তিন প্রকার ⓖ ছয় প্রকার ⓖ চার প্রকার উ: ⓚ

০২. সিদ্ধ ধাতু- [A ১৮-১৯; জাককানইবি C ১৭-১৮]
ⓚ জন্ ⓚ কহ্ ⓖ আঁক ⓖ হস্ উ: ⓖ

০৩. কোনটি বাংলা ধাতু নয়? [I ১৭-১৮]
ⓚ আঁক্ ⓚ আঁকা ⓖ কহ্ ⓖ পড়্ উ: ⓚ

০৪. বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলে- [D ১৭-১৮]
ⓚ মৌলিক ধাতু ⓚ সংযোগমূলক ধাতু ⓖ নাম ধাতু ⓖ প্রযোজক ধাতু উ: ⓖ

০৫. 'লোকটি ভিক্ষা মেগে খায়।' এ বাক্যে 'মাগ' ধাতুটি কোন ভাষার? [০৯-১০]
ⓚ উর্দু ⓚ বাংলা ⓖ আরবি ⓖ হিন্দি উ: ⓖ

০৬. ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয়- [ক ১৬-১৭; জাককানইবি A ১৮-১৯]
ⓚ বিভক্তি ⓚ ধাতু ⓖ প্রত্যয় ⓖ কৃৎ উ: ⓚ

০৭. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য- [D ১৩-১৪]
ⓚ বাক্যে অলংকার ⓚ শব্দের মিলন ⓖ ভাষা সংশোধন ⓖ নতুন শব্দ গঠন উ: ⓖ

০৮. কোনটি বাংলা ধাতু? [E ১৬-১৭; জাককানইবি A ১৭-১৮]
ⓚ কৃ ⓚ গম্ ⓖ মাগ্ ⓖ কাট্ উ: ⓖ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু থেকে গঠিত? [A&HS : 11-12]
ক দেশি খ বিদেশি গ সংস্কৃত ঘ বাংলা উ: গ

০২. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে যে পদ গঠিত হয় তার নাম কী? [S ১৬-১৭]
ক ক্রিয়াপদ খ নামপদ গ বিশেষ্য পদ ঘ বিশেষণ পদ উ: ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যা কিছু হারায় গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।' এখানে 'হারায়' কোন ধাতু? [C ১৭-১৮]
ক প্রযোজ্য ধাতু খ প্রযোজক ধাতু
গ সংযোগমূলক ধাতু ঘ নাম ধাতু উ: খ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. খাঁটি বাংলা ধাতু কোনটি? [B ১৯-২০; রাবি ক ১৮-১৯]
ক আঁক খ অঙ্ক গ ডর ঘ বধূ উ: ক

০২. কোন ধাতুকে 'ণিজন্ত' ধাতু বলে? [C ১৭-১৮; C ১৬-১৭]
ক সাধিত ধাতু খ প্রযোজক ধাতু গ সংস্কৃত ধাতু ঘ মৌলিক ধাতু উ: খ

০৩. 'শুন্' কোন ধাতুর উদাহরণ? [গ ১১-১২]
ক মৌলিক ধাতু খ যৌগিক ধাতু গ সাধিত ধাতু ঘ সংস্কৃত উ: ক

০৪. 'গজা' কোন ধাতুর উদাহরণ? [১১-১২]
ক মৌলিক ধাতু খ যৌগিক ধাতু গ সাধিত ধাতু ঘ অজ্ঞাতমূল ধাতু উ: গ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধাতু কয় প্রকার? [ক ১৪-১৫]
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ উ: খ

০২. কোনটি খাঁটি বাংলা ধাতু? [গ ১৪-১৫]
ক কৃ খ টান গ হাস্ ঘ আট উ: গ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দের ধাতু বোঝাতে কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়? [B ১৭-১৮]
ক ≠ খ ∉ গ √ ঘ ∠ উ: গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উঁচা' এর আদিগণ কোনটি? [D ১৯-২০]
ক গোছা খ ঘুরা গ শিখা ঘ খোঁচা উ: খ

০২. কোন বাক্যটিতে নাম ধাতুর ক্রিয়াপদ রয়েছে? [D ১৭-১৮]
ক মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছে খ আমরা কুতুবমিনার দর্শন করলাম
গ শিক্ষক ছাত্রকে বেতাচ্ছেন ঘ তুমি যেতে পারো উ: খ

০৩. মূল ক্রিয়ার (এক দল) ধাতুর সঙ্গে কোন প্রত্যয়যোগে প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু গঠিত হয়? [D ১৭-১৮]
ক 'অ' প্রত্যয়যোগে খ 'আ' প্রত্যয়যোগে
গ 'ই' প্রত্যয়যোগে ঘ 'ও' প্রত্যয়যোগে উ: খ

০৪. 'বিগড়' ধাতুটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক প্রণাম করা খ নষ্ট হওয়া গ উঁচু হওয়া ঘ মূর্তি সংক্রান্ত উ: খ

SELF TEST MCQ

০১. 'পড়্, চল্' এ দুটি কোন ধাতু?
ক খাঁটি বাংলা খ স্বয়ংসিদ্ধ গ সংস্কৃত মূল ঘ সাধিত ধাতু

০২. 'ফির্' ধাতুটি কী অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়?
ক প্রার্থনা খ পুনরাগমন গ ঝুলানো ঘ ঠেলা

০৩. 'সাবধান হও নতুবা বিপদে পড়বে।' 'সাবধান হও' ক্রিয়াটি কোন ধাতু জাত?
ক মৌলিক ধাতু খ নাম ধাতু
গ প্রযোজক ধাতু ঘ সংযোগমূলক ধাতু

০৪. মৌলিক ধাতুর অপর নাম কী?
ক নাম ধাতু খ কর্ম ধাতু গ মৌলিক ধাতু ঘ সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু

০৫. মৌলিক ধাতুকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক ৩ ভাগে খ ৪ ভাগে গ ৫ ভাগে ঘ ৬ ভাগে

০৬. খাঁটি বাংলা ধাতু কোনটি?
ক আঁক খ অঙ্ক গ ডর্ ঘ বধূ

০৭. যে সকল ধাতু বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় তাদের নাম কী?
ক বিদেশাগত ধাতু খ নাম ধাতু গ সাধিত ধাতু ঘ মৌলিক ধাতু

০৮. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশি ধাতুগুলো প্রধানত কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক ফারসি খ হিন্দি গ আরবি ঘ উর্দু

০৯. ধাতু ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক বাক্যতত্ত্বে খ রূপতত্ত্বে গ অর্থতত্ত্বে ঘ ধ্বনিতত্ত্বে

১০. ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়াবিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে, তাকে কী বলে?
ক ধ্বনি খ ক্রিয়া বিশেষণ
গ ধাতু ঘ উপসর্গ

১১. ধাতু বা ক্রিয়ামূল চেনার অন্যতম উপায় কোনটি?
ক বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক মধ্যমপুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা যায়।
খ বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় তুচ্ছার্থক উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার রূপ লক্ষ করা যায়
গ ক্রিয়ার মূল দেখে ঘ কোনোটিই নয়

১২. নিচের কোনটি অজ্ঞাতমূল ধাতু?
ক হের্ খ হস্ গ খা ঘ ঘষ্

১৩. মৌলিক ধাতু বা অন্য কোনো নাম শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয়যোগে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে কী বলে?
ক প্রযোজক ধাতু খ নাম ধাতু গ সাধিত ধাতু ঘ সিদ্ধ ধাতু

১৪. গঠনরীতি ও অর্থের দিক থেকে সাধিত ধাতু কয় প্রকার?
ক ৪ প্রকার খ ২ প্রকার গ ৩ প্রকার ঘ ৫ প্রকার

১৫. বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তা কোন ধাতু?
ক সাধিত ধাতু খ নাম ধাতু গ প্রযোজক ধাতু ঘ সিদ্ধ ধাতু

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ

Answer

১৫.খ	১৪.গ	১৩.গ	১২.ক	১১.ক	১০.গ	০৯.খ	০৮.খ
০৭.ঘ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.ঘ	০২.খ	০১.খ	

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. 'কাজটি ভালো দেখায় না।' এখানে 'দেখায়' কোন ধাতুর উদাহরণ :
০২. ধাতু কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ।
০৩. অসম্পূর্ণ ধাতু বলতে কী বোঝ? কয়েকটি অসম্পূর্ণ ধাতুর উদাহরণ দাও।
০৪. 'কর' ধাতু থেকে সকল পুরুষে বর্তমান কালের রূপগুলি দেখাও।
০৫. সংজ্ঞা লেখ : ণিজন্ত ধাতু, সংযোগমূলক ধাতু ও সাধিত ধাতু।
০৬. বিদেশি ধাতু বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর :

০১. এখানে 'দেখায়' কর্মবাচ্যের ধাতুর উদাহরণ।
০২. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৩. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৪. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৫. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১৩

প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন

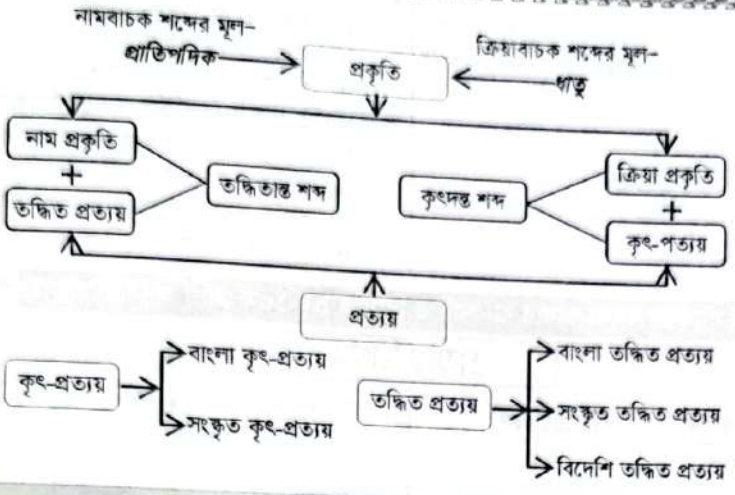

প্রকৃতি

প্রকৃতি : শব্দ বা ধাতু বা পদের মূল অংশকে প্রকৃতি বলে। 'প্রকৃতি' কথাটির অর্থ 'মূল' অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ও শব্দমূল। যেমন : √চল্ + আ; এখানে 'চল' হলো প্রকৃতি বা ধাতু। আর প্রত্যয় হলো 'আ'। ক্রিয়া প্রকৃতি বোঝানোর জন্য ধাতু চিহ্ন হিসেবে '√' ব্যবহার করতে হয়।

প্রকারভেদ : প্রকৃতি ২ প্রকার। যথা : ১. নাম প্রকৃতি ২. ক্রিয়া প্রকৃতি।

নাম প্রকৃতি : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে 'নাম প্রকৃতি/প্রাতিপদিক' বলে। অথবা, নাম পদের মূল অংশকে বলা হয় 'নাম প্রকৃতি'। যেমন : মেয়েটি বড় ভাবিনী। এ বাক্যে 'বড়' এর সঙ্গে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি। অনুরূপ : আমি গোলাপ ফুল ভালোবাসি। এ বাক্যে 'গোলাপ' প্রাতিপদিক।

০২. ক্রিয়া প্রকৃতি : ক্রিয়ার মূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি/ধাতু। যেমন : √নাচ্ + অন = নাচন, এখানে 'নাচ্' হলো ক্রিয়া প্রকৃতি।

প্রকৃতি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :

i. মৌলিক শব্দকে নাম প্রকৃতি বলে।
ii. নাম প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় ও বিভক্তি উভয়ই যুক্ত হতে পারে।
iii. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের রূপতত্ত্ব অংশের আলোচ্য বিষয়।
iv. ক্রিয়ার মূলকে শুধু ধাতু নয়, ক্রিয়া প্রকৃতিও বলে।
v. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

প্রত্যয়

প্রত্যয় : শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে। যেমন : √পঠ্ + অক = পাঠক; দিন + ইক = দৈনিক; √দুল্ + অনা = দোলনা; √কৃ + তব্য = কর্তব্য।

প্রকারভেদ : প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : **১. কৃৎ প্রত্যয় ২. তদ্ধিত প্রত্যয়।**

কৃৎ-প্রত্যয় : ধাতু বা ক্রিয়ামূলের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে 'কৃৎ-প্রত্যয়' বলে। যেমন : √কৃ + তব্য = কর্তব্য।

প্রকারভেদ : কৃৎ প্রত্যয় ২ প্রকার। যথা : ক. সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় খ. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়।

ক. সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় : ধাতুর সাথে সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দকে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন : √গৈ + অক (ণক) = গায়ক।

খ. বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় : বাংলা ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় বলে। যেমন : √কাঁদ + অন = কাঁদন।

তদ্ধিত প্রত্যয় : নাম শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনকে 'তদ্ধিত প্রত্যয়' বলে। যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই, জল + ঈয় = জলীয়।

প্রকার : তদ্ধিত প্রত্যয় ৩ প্রকার। যথা : ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় খ. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় গ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়।

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ব্যতীত বাকি প্রত্যয়গুলোই বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন : মিঠা + আই = মিঠাই।

খ. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় : সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক।

গ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় : শব্দের সাথে যেসব বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : কারি + গর = কারিগর।

প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :

i. 'ঋ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়।
ii. প্রত্যয় শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয়।
iii. প্রত্যয়ের সহায়তায় যেসব শব্দ গঠিত হয় তার উৎস দু'ধরনের যার একটি ধাতু অপরটি শব্দ।
iv. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য নতুন শব্দ গঠন করা।
v. 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না।
vi. ধাতুর পর 'আই' প্রত্যয় যুক্ত হলে ভাববাচক বিশেষ্য হয়।

উপধা : ধাতুর অন্ত্য বা শেষ ধ্বনির আগের ধ্বনিকে উপধা বলে। অর্থাৎ, ধাতুকে ভাঙলে বা বিশ্লেষণ করলে যে বর্ণগুলো পাওয়া যায় সেই বর্ণগুলোর শেষের বর্ণের আগের বর্ণটিকে উপধা বলে। যেমন : পাচক = √পচ্ + ণক। এখানে 'পচ্' হল ধাতু। 'পচ্' কে ভাঙ্গলে বা বিশ্লেষণ করলে আমরা 'প্ + অ + চ্' পাই। এখানে শেষের বর্ণ 'চ্'। শেষের বর্ণ 'চ্' এর আগের বর্ণ হল 'অ'। আর এই 'অ' ই হল উপধা। যেমন : পচ্ = প্ + অ + চ্; এখানে শেষ ধ্বনি 'চ্' এর আগের ধ্বনি অ। 'অ' – উপধা।

প্রত্যয়ের স্বরগত পরিবর্তন :

টি : অদ্যস্বরের পরবর্তী সমুদয় ধ্বনিকে 'টি' বলে।

অর্থাৎ, ধাতুকে ভাঙ্গলে বা বিশ্লেষণ করলে যে বর্ণগুলো পাওয়া যায় সেই বর্ণগুলোর প্রথম বর্ণ ছাড়া বাকি বর্ণগুলোকে একত্রে টি বলে। যেমন : পাচক = √পচ্ + ণক। এখানে 'পচ্' হল ধাতু। 'পচ্' কে ভাঙ্গলে বা বিশ্লেষণ করলে আমরা 'প্ + অ + চ্' পাই। এখানে প্রথম বর্ণ 'প'। প্রথম ছাড়া বাকিগুলো হল 'অ' এবং 'চ্'। তাই 'অ' এবং 'চ্' একত্রে 'অচ্' হয়। আর এই 'অচ্' ই হল টি। যেমন : পচ্ = প্ + অ + চ্; এখানে 'অচ্' হচ্ছে টি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৬ **ইৎ :** প্রত্যয়ের সাথে অধিকাংশ সময় বাড়তি কিছু বর্ণ থাকে; কিন্তু প্রত্যয় সাধিত হওয়ার পর এই বাড়তি অংশ লোপ পায়। বাড়তি অংশের এই লোপকে বলা হয় ইৎ। অর্থাৎ, কৃৎপ্রত্যয়ের যে অংশ কৃদন্ত পদে এসে লোপ পায় সেই অংশকে ইৎ বলা হয়। যেমন : পাচক = √পচ্ + ণক্; এখানে 'ণ' হল ইৎ। কারণ ধাতুর প্রথম বর্ণ 'প' কৃদন্ত পদে আছে। ধাতুর দ্বিতীয় বর্ণ 'চ' কৃদন্ত পদে আছে। কৃৎপ্রত্যয়ের 'ক' কৃদন্ত পদে আছে। কিন্তু কৃৎপ্রত্যয়ের 'ণ' কৃদন্ত পদে নাই। তাই 'ণ' ই হল ইৎ।

৬ **অপশ্রুতি :** প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতু বা শব্দের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরগত কিছু পরিবর্তন ঘটে, এই পরিবর্তনকে অপশ্রুতি বলে। অপশ্রুতি তিন ভাবে সংঘটিত হয়। যথা : গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ।

➤ **গুণ :** এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ই, ঈ স্থলে এ-কার (ে) হয়। যেমন : √চিন্ + আ = চেনা।
ii. উ, ঊ স্থলে ও বা ও-কার (ো) হয়। যেমন : √ধু + আ = ধোয়া।
iii. ঋ স্থলে অর্ হয়। যেমন : √কৃ + অন = করণ।

➤ **বৃদ্ধি :** এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. অ স্থলে আ বা আ কার (া) হয়। যেমন : √পচ্ + অক = পাচক।
ii. ই, ঈ স্থলে ঐ হয়। যেমন : শিশু + ষ্ণ = শৈশব।
iii. উ, ঊ স্থলে ঔ বা ঔ কার (ৌ) হয়। যেমন : যুব + অন = যৌবন।
iv. ঋ স্থলে আর্ হয়। যেমন : √স্মৃ + অক = স্মারক।

➤ **সম্প্রসারণ :** এ প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

i. ব স্থলে উ হয়। যেমন : √বচ্ + ত = উক্ত।
ii. র স্থলে ঋ হয়। যেমন : √গ্রহ্ + ত = গৃহীত।
ii. য স্থলে ই হয়। যেমন : যজ্ + তি = ইষ্টি

৬ **প্রকৃতি-প্রত্যয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি :**

i. প্রকৃতি ও প্রত্যয় শব্দদ্বয় সংস্কৃত শব্দ এবং কৃৎ প্রত্যয় সাধিত।
ii. প্রকৃতি ও প্রত্যয় শব্দ দুটি পারিভাষিক শব্দ।
iii. প্রকৃতি-প্রত্যয় শব্দতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।
iv. 'প্রকৃতি' ও 'প্রত্যয়' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় : প্র + √কৃ + তি = প্রকৃতি এবং প্রতি + √ই + অ = প্রত্যয়।

নতুন ব্যাকরণ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যয়

প্রত্যয় নির্ণয়

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
–অ	শিশু + অ	শৈশব	তদ্ধিত
	√জি + অ	জয়	কৃৎ
–অক	√পঠ্ + অক	পাঠক	কৃৎ
	√নিন্দ্ + অক	নিন্দক	কৃৎ
–অট	দাপ + অট	দাপট	তদ্ধিত
	√কপ্ + অট	কপট	কৃৎ
–অনা	√দুল + অনা	দোলনা	কৃৎ
	√খেল্ + অনা	খেলনা	কৃৎ
–অনীয়	√মান্ + অনীয়	মাননীয়	কৃৎ
	√দৃশ্ + অনীয়	দর্শনীয়	কৃৎ
–অন্ত	√উড়্ + অন্ত	উড়ন্ত	কৃৎ
	√মহ্ + অন্ত	মহন্ত	কৃৎ
–অম	√কর্দ্ + অম	কর্দম	কৃৎ
	√চর্ + অম	চরম	কৃৎ
–আ	বাঘ + আ	বাঘা	তদ্ধিত
	√পড়্ + আ	পড়া	কৃৎ
	√শুন্ + আ	শোনা	কৃৎ
–আই	ঢাকা + আই	ঢাকাই	তদ্ধিত
	√সিল্ + আই	সেলাই	কৃৎ
–আও	√ঘির্ + আও	ঘেরাও	কৃৎ
	√পাকড়্ + আও	পাকড়াও	কৃৎ
–আন	গাড়ি + আন	গাড়োয়ান	তদ্ধিত
	√শী + আন	শয়ান	কৃৎ
–আনা	বিবি + আনা	বিবিয়ানা	তদ্ধিত
	মুনশি + আনা	মুনশিয়ানা	তদ্ধিত
–আনি	বাবু + আনি	বাবুয়ানি	তদ্ধিত
	√শুন্ + আনি	শুনানি	কৃৎ
–আনো	বেত + আনো	বেতানো	তদ্ধিত
	√চাল্ + আনো	চালানো	কৃৎ
–আমি	পাগল + আমি	পাগলামি	তদ্ধিত
	ছেলে + আমি	ছেলেমি	তদ্ধিত
–আরি	ভিখ + আরি	ভিখারি	তদ্ধিত
	ধুন + আরি	ধুনারি	তদ্ধিত
–আরু	বোমা + আরু	বোমারু	তদ্ধিত
	√খোঁজ্ + আরু	খোঁজারু	কৃৎ
–আল	ঘাট + আল	ঘাটাল	তদ্ধিত
	√মাত্ + আল	মাতাল	কৃৎ

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	সাধিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
–আলো	জমক + আলো	জমকালো	তদ্ধিত
	রস + আলো	রসালো	তদ্ধিত
–ই	চাষ + ই	চাষি	তদ্ধিত
	√ভাজ্ + ই	ভাজি	কৃৎ
–ইক	দিন + ইক	দৈনিক	তদ্ধিত
	চরিত্র + ইক	চারিত্রিক	তদ্ধিত
–ইত	কণ্টক + ইত	কণ্টকিত	তদ্ধিত
	√পঠ্ + ইত	পঠিত	কৃৎ
–ইমা	নীল + ইমা	নীলিমা	তদ্ধিত
	গুরু + ইমা	গরিমা	তদ্ধিত
–ইয়া	জাল + ইয়া	জালিয়া>জেলে	তদ্ধিত
	√গা + ইয়া	গাইয়া>গাইয়ে	কৃৎ
–ইল	পঙ্ক + ইল	পঙ্কিল	তদ্ধিত
	√সল্ + ইল	সলিল	কৃৎ
–ইষ্ণু	√চল + ইষ্ণু	চলিষ্ণু	কৃৎ
	√সহ্ + ইষ্ণু	সহিষ্ণু	কৃৎ
–ঈ (ইন্)	প্রাণ + ঈ	প্রাণী	তদ্ধিত
	√স্থা + ঈ	স্থায়ী	কৃৎ
	ছাত্র + ঈ	ছাত্রী	তদ্ধিত
	নর + ঈ	নারী	তদ্ধিত
–ঈন	গ্রাম + ঈন	গ্রামীণ	তদ্ধিত
	সর্বজন + ঈন	সর্বজনীন	তদ্ধিত
–ঈয়	রাষ্ট্র + ঈয়	রাষ্ট্রীয়	তদ্ধিত
	মিশর + ঈয়	মিশরীয়	তদ্ধিত
–উ	ঢাল + উ	ঢালু	তদ্ধিত
	√ঝাড়্ + উ	ঝাড়ু	কৃৎ
–উক	পেট + উক	পেটুক	তদ্ধিত
	√মিশ্ + উক	মিশুক	কৃৎ
–উড়	গর + উড়	গরুড়	তদ্ধিত
	লেজ + উড়	লেজুড়	তদ্ধিত
–উয়া	মাছ + উয়া	মাছুয়া > মেছো	তদ্ধিত
	√পড়্ + উয়া	পড়ুয়া	কৃৎ
–ওয়া	ঘর + ওয়া	ঘরোয়া	তদ্ধিত
	√লাগ্ + ওয়া	লগোয়া	কৃৎ
–ওয়ালা	বাড়ি + ওয়ালা	বাড়িওয়ালা	তদ্ধিত
	রিকশা + ওয়ালা	রিকশাওয়ালা	তদ্ধিত
–ক	ফলা + ক	ফলক	তদ্ধিত
	√চড়্ + ক	চড়ক	কৃৎ
–কর	বাজি + কর	বাজিকর	তদ্ধিত
	কারি + কর	কারিকর	তদ্ধিত

CamScanner

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
-তি	কম + তি	কমতি	তদ্ধিত
	√ঘাট + তি	ঘাটতি	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
-ত্র	√[illegible] + ত্র	[illegible]	কৃৎ
	√নী + ত্র	নেত্র	কৃৎ
-য	চতুর + য	চাতুর্য	তদ্ধিত
	√কৃ + য	কার্য	কৃৎ
-দার	[illegible] + দার	[illegible]	তদ্ধিত
	চুড়ি + দার	চুড়িদার	তদ্ধিত
-নী	মালি + নী	মালিনী	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
	√কাঁদ + না	কান্না	কৃৎ
-পনা	গিন্নি + পনা	গিন্নিপনা	তদ্ধিত
	বেহায়া + পনা	বেহায়াপনা	তদ্ধিত

প্রত্যয়	শব্দ গঠন	গঠিত শব্দ	প্রত্যয়ের ধরন
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	কৃৎ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
[illegible]	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত
	[illegible]	[illegible]	তদ্ধিত

➤ প্রত্যয় যোগ করলে শব্দের অর্থ অনেক সময় বদলে যায়। যেমন:

[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]
[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]	[illegible] অর্থে: [illegible] → [illegible]

❖ পুরাতন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ৯ম-১০ম শ্রেণি' অনুযায়ী প্রত্যয় ❖

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

১. **বাংলা কৃৎ প্রত্যয়:** বাংলা ধাতুর সাথে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাকে বাংলা কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: √কাঁদ্ + অন = কাঁদন। বাংলা শব্দ নির্মাণে কয়েকটি গঠন প্রক্রিয়া নিচে প্রদর্শিত হলো:

২. (০) **শূন্য-প্রত্যয়:** কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহার করা হয়। এরূপ স্থলে (০) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন: এ মোকদ্দমায় তোমার জিত হবে না, হার-ই হবে। গ্রামে খুব ধর পাকড় চলছে।

৩. **অ-প্রত্যয়:** কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √ধর্ + অ = ধর, √মার্ + অ = মার। আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন: √হার্ + অ = হার, √জিত্ + অ = জিত। কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়। যেমন: (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত) √কাঁদ্ + অ = কাঁদকাঁদ (স্বর), √পড়্ + অ = পড়পড়, √মর্ + অ = মরমর (অবস্থা) ইত্যাদি।

৪. **অক-প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'অক' প্রত্যয় হয়। যেমন: √উড়্ + অক = উড়ক, √ঝুল্ + অক = ঝুলক, √জান্ + অক = জানক, ফুটক = √ফুট্ + অক, চলক = √চল্ + অক, ঝুলক = √ঝুল্ + অক, বাড়ক = √বাড়্ + অক, জীবক > জ্যান্ত = √জীব্ + অক, পড়ক = √পড়্ + অক, ফুটক = √ফুট্ + অক, নাচক = √নাচ্ + উক, উঠক = √উঠ্ + অক।

৫. **অনি (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয়:** ভাববাচ্যে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √চির্ + অনি = চিরনি > চিরুনি, √বাঁধ্ + অনি (উনি) = বাঁধনি > বাঁধুনি, √আঁট্ + অনি = আঁটনি > আঁটুনি।

৬. **আ-প্রত্যয়:** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'আ' প্রত্যয় হয়। যেমন: √পড়্ + আ = পড়া (পড়া বই)। এরূপ: বাঁধ (বিশেষ্য), বাঁধা (বিশেষণ), কেনা, বেচা, ফোটা ইত্যাদি।

➤ **বিশেষ নিয়ম:** 'আ' প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: পড়া বই, চোষা আম, ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, পাতা মই, দেখা ঘটনা, শোনা কথা, করা কাজ, চলা পথ।

০৬. **আই-প্রত্যয়:** ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আই' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন: √চড়্ + আই = চড়াই (উর্ধ্বে আরোহণ), √সিল্ + আই = সিলাই > সেলাই, লড়াই = √লড়্ + আই, ঢলাই = √ঢল্ + আই।

০৭. **আও-প্রত্যয়:** ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে 'আও' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √পাকড়্ + আও = পাকড়াও, √চড়্ + আও = চড়াও।

০৮. **আনি বা উনি-প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে আনি বা উনি প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যেমন: √জান্ + আনি = জানানি, √শুন্ + আনি = শুনানি, √উড়্ + আনি = উড়ানি, √উড়্ + উনি = উড়ুনি, √নাচ্ + উনি = নাচুনি।

০৯. **আরি বা আড়ি বিকল্পে রি/উরি-প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √ডুব্ + আরি/উরি = ডুবুরি, √ধুন্ + আরি (উরি) = ধুনারি > ধুনুরি, √পূজ্ + আরি = পূজারি, √শাঁখ্ + আরি = শাঁখারি।

১০. **আল-প্রত্যয়:** বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠনে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √মাত্ + আল = মাতাল, √মিশ্ + আল = মিশাল, √রাখ্ + আল = রাখাল, √নাগ্ + আল = নাগাল।

১১. **ই-প্রত্যয়:** বিশেষ্য গঠনে 'ই' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। যেমন: √ভাজ্ + ই = ভাজি, √বেড়্ + ই = বেড়ি, √হাঁচ্ + ই = হাঁচি, √ফাঁস্ + ই = ফাঁসি, √হাস্ + ই = হাসি, √ঝুঁট্ + ই = ঝুঁটি।

➤ **বিশেষ নিয়ম:** শব্দদ্বয়ের প্রথম অংশে 'আ' এবং দ্বিতীয় অংশে 'ই' প্রত্যয় যোগ করে প্রসার অর্থে বা দ্বিত্ব অর্থে কিছু শব্দ গঠিত হয়। যেমন: √হাস্ + আ + √হাস্ + ই = হাসাহাসি, √বল্ + আ + √বল্ + ই = বলাবলি। এরূপ: দেখাদেখি, পাড়াপাড়ি, কড়াকড়ি, লাফালাফি।

১২. **ইত-প্রত্যয়:** বিশেষণ গঠনে 'ইত' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন: √পাল্ + ইত = পালিত, √কম্প্ + ইত = কম্পিত, √দল্ + ইত = দলিত।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৩. **ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠনে ইয়া/ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন : √মর্ + ইয়া = মরিয়া (মরতে প্রস্তুত), √বল্ + ইয়ে = বলিয়ে (বাকপটু), √নাচ + ইয়ে = নাচিয়ে, √গা + ইয়ে = গাইয়ে, √লিখ + ইয়ে = লিখিয়ে, √বাজ + ইয়ে = বাজিয়ে, √কহ + ইয়ে = কইয়ে।

➤ **বিশেষ নিয়ম :** অসমাপিকা ক্রিয়া বোঝাতে 'ইয়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √পড় + ইয়া = পড়িয়া > পড়ে, √চল + ইয়া = চলিয়া > চলে, √কাঁদ + ইয়া = কাঁদিয়া > কেঁদে, √মর + ইয়া = মরিয়া > মরে, √জাগ + ইয়া = জাগিয়া > জেগে।

১৪. **অক-প্রত্যয় :** বিশেষ্য পদ গঠনে 'অক' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √মুড় + অক = মোড়ক, √ঝল + অক = ঝলক, √পঠ্ + অক = পাঠক।

১৫. **'উয়া' বিকল্পে 'ও' বা 'ওয়া' প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'উয়া' এবং 'ও' বা 'ওয়া' প্রত্যয় হয়। যেমন : √পড় + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো, √উড় + উয়া = উড়ুয়া > উড়ো, √উড় + ও = উড়ো (চিঠি), √লাগ + ওয়া = লাগোয়া, √সাজ + ওয়া = সাজোয়া, √ঝাড় + উয়া = ঝাড়ুয়া > ঝাড়ো, √খা + উয়া = খাউয়া > খাওয়া, √ছা + ওয়া = ছাওয়া।

১৬. **তি-প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'তি' প্রত্যয় হয়। যেমন : √ঘাট + তি = ঘাটতি, √বাড় + তি = বাড়তি, √কাট + তি = কাটতি, √উঠ + তি = উঠতি, √গন + তি = গনতি, √কম + তি = কমতি।

১৭. **না-প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে 'না' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √কাঁদ + না = কাঁদনা > কান্না, √রাঁধ + না = রাঁধনা > রান্না, √ঝর + না = ঝরনা, √মাগ + না = মাগনা।

১৮. **আইত-প্রত্যয় :** কর্তৃবাচ্যের ধাতুর সঙ্গে 'আইত' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √ডাক + আইত = ডাকাইত > ডাকাত, √সঙ্গ + আইত = সাঙ্গাইত > সাঙ্গাত।

১৯. **ড়া-প্রত্যয় :** সমজাতীয় নতুন ধাতু গঠন করে এবং তার দ্বারা ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া-বিশেষ্য গঠনের ক্ষেত্রে 'ড়া' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √চাপ + ড়া = চাপড়া > চাপড়ানো, চাপড়াবে, চাপড়াচ্ছে। √খিচ + ড়া = খিচড়া > খিচড়ানো, খিচড়াবে, খিচড়াচ্ছে।

২০. **আর-প্রত্যয় :** 'আর' প্রত্যয়ের সাহায্যে বিশেষ্যবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন : √ডুব + আর = ডুবার, √সাঁতার + আর = সাঁতার।

২১. **আন (আনো) প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে 'আন/আনো' প্রত্যয় হয়। যেমন : √চল্ + আন = চালান/চালানো, √মান্ + আন = মানান/মানানো, √ভাসা + আন = ভাসান > ভাসানো।

২২. **অন-প্রত্যয় :** ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন : √কাঁদ + অন = কাঁদন (কান্নার ভাব), √নাচ + অন = নাচন, √বাড় + অন = বাড়ন, √ঝুল + অন = ঝুলন, √দুল + অন = দোলন, চলন = √চল্ + অন, বাঁধন = √বাঁধ + অন।

➤ **বিশেষ নিয়ম :**

ক. আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে 'অন' হলে 'ওন' হয়। যেমন : √খা + অন = খাওন, √ছা + অন = ছাওন, √দে + অন = দেওন।

খ. আ-কারান্ত প্রযোজক (ণিজন্ত) ধাতুর পরে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হলে 'আনো' হয়। যেমন : √জানা + আন = জানানো। এরূপ : শোনানো, ভাসানো।

২৩. **কি-প্রত্যয় :** 'কি' প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত হয়। যেমন : √মুড় + কি = মুড়কি, √মুচ + কি = মুচকি।

২৪. **অল-প্রত্যয় :** ভাববাচ্যে 'অল' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √ফাট + অল = ফাটল, √লাঙ্গ + অল = লাঙ্গল, √পিছ + অল = পিছল।

২৫. **ক-প্রত্যয় :** বিশেষ্য শব্দ গঠনে 'ক' প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন : √চড় + ক = চড়ক, √ঝল + ক = ঝলক, √মুড় + ক = মোড়ক। [উল্লেখ্য, শব্দগুলো 'অক' প্রত্যয়ের সাহায্যে গঠন করা যায়।]

২৬. **তা-প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠনে 'তা' প্রত্যয় হয়। যেমন : √ফির + তা = ফিরতা > ফেরতা, √পড় + তা = পড়তা, √বহ + তা = বহতা, √ধর + তা = ধরতা, √জান + তা = জানতা > জান্তা, √চল্ + তা = চলতা।

২৭. **উ-প্রত্যয় :** বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে 'উ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √ডাক + উ = ডাকু, √ঝাড় + উ = ঝাড়ু, √উড় + উ = উড়ু, √ঢাল + উ = ঢালু।

➤ **বিশেষ নিয়ম :** কখনো কখনো দ্বিরুক্তপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ-প্রত্যয় হয়। যেমন : √ডুব + উ = ডুবুডুবু, √উড় + উ = উড়ুউড়ু।

২৮. **অনা-প্রত্যয় :** 'অন' প্রত্যয়ের সম্প্রসারিত রূপ 'অনা'। ভাববাচ্যে এবং কর্মবাচ্যে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √দুল্ + অনা = দুলনা > দোলনা, √খেল্ + অনা = খেলনা, √ছা + অনা = ছানা, √মাঙ্ + অনা = মাঙনা, কান্না = √কাঁদ + অনা, ঢাকনা = √ঢাক্ + অনা, বাজনা = √বাজ্ + অনা, পাওনা = √পা + অনা, রান্না = √রাঁধ + অনা (রান্না এর সন্ধি বিচ্ছেদ = রাঁধ + না)।

২৯. **আকু-প্রত্যয় :** 'আকু' প্রত্যয়যোগে বিশেষণ শব্দ গঠন সম্ভব। যেমন : √লড়্ + আকু = লড়াকু, √উড়্ + আকু = উড়াকু > উড়ুক্কু।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
মথিত	√মথ্ + ইত	মার	√মার্ + অ
দেওন	√দে + অন	খাওন	√খা + অন
ছাওন	√ছা + অন	পড়া	√পড় + আ
আঁটনি > আঁটুনি	√আঁট + অনি	চলন্ত	√চল্ + অন্ত
দোলক	√দুল্ + অক	বাঁধনি	√বাঁধ + অনি
প্যাকড়াও	√প্যাকড় + আও	মোড়ক	√মুড় + অক
চড়াও	√চড় + আও	শুনানি	√শুন্ + আনি
জানানি	√জান + আনি	মাতাল	√মাত +আল
চুরুনি	√চুর + উনি	কাজি	√কাজ + ই
মিশাল	√মিশ + আল	মরিয়া	√মর + ইয়া
বেড়ি	√বেড় + ই	ডাকু	√ডাক + উ
উড়ুয়া > উড়ো	√উড় + উয়া	ঝাড়ু	√ঝাড় + উ
উড়ো (চিঠি)	√উড় + ও	বহতা	√বহ + তা
পড়তা	√পড় + তা	বাড়তি	√বাড় + তি
ঘাটতি	√ঘাট + তি	ডাক	√ডাক + অ
ঝাড়	√ঝাড় + অ	পাওন	√পা + অন
পাওন	√পা + অন	ঝাড়ন	√ঝাড় + অন
মিশুক	√মিশ্ + উক	বাজনা	√বাজ + অনা
মাজন	√মাজ + অন	ঢাকনা	√ঢাক + অনা
কুটনা > কুটনো	√কুট + অনা	পোনা	√পো + অনা
থাকা	√থাক + আ	ঘুমন্ত	√ঘুম + অন্ত
ফোটা	√ফুট + আ	ফুটন্ত	√ফুট্ + অন্ত

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
জীয়ন্ত > জ্যান্ত	√জী + অন্ত	বৈঠক	√বৈঠ্ + অক
বাড়ন্ত	√বাড় + অন্ত	টনক	√টন্ + অক
খোদাই	√খুদ্ + আই	বসা	√বস্ + অ + আ
পিপাসা	√পিপাস্ + অ + আ	কাঁদা	√কাঁদ্ + আ
ভরা	√ভৃ + আ	ঢালাই	√ঢাল + আই
মরিয়া	√মর্ + ইয়া	জাগান	√জাগ + আন
বাঁধান	√বাঁধ + আন	উজান	√উজ্ + আন
ঝাঁকানি	√ঝাঁক + আনি	চালান	√চাল্ + আন
লেখক	√লিখ্ + অক	হাঁচি	√হাঁচ্ + ই
হাসি	√হাস্ + ই	গাইয়ে	√গা + ইয়ে
পিছল	√পিছ্ + অল	সাজোয়া	√সাজ্ + উয়া
বাজিয়ে	√বাজ্ + ইয়ে	কাঁদুক	√কাঁদ + উক
ঝরনা	√ঝর্ + না	বাঁচোয়া	√বাঁচ্ + ওয়া
ধরতা	√ধর্ + তা	চলতা	√চল্ + তা
কাটতি	√কাট্ + তি	উঠতি	√উঠ্ + তি
কমতি	√কম্ + তি	গনতি	√গন্ + তি
মাগনা	√মাগ্ন + আ	দলিত	√দল্ + ইত
বাটনা	√বাট্ + না	ফাটক	√ফাট্ + অক
কেনা	√কেন + আ	রাখাল	√রাখ্ + আল
বেতান > বেতানো	√বেত + আন	যাওয়া	√যা + ওয়া
জুতান > জুতানো	√জুতা + আন	ফোড়ন	√ফোড়্ + অন
ডুবন্ত	√ডুব্ + অন্ত	ফিরতি	√ফির্ + তি
লাঙ্গল	√লাঙ্গ্ + অল	মুড়কি	√মুড়্ + কি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়

➤ **সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় :** ধাতুর সাথে সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দকে সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন : √নী + অক = নায়ক।

➤ **সংস্কৃত প্রত্যয়ের পরিত্যক্ত অংশগুলো ('ইৎ' বা 'অনুবন্ধ') :**
সংস্কৃত এবং বাংলা প্রত্যয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সংস্কৃত প্রত্যয়ের অনেক বাড়তি বর্ণ আছে যা ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বাংলায় লোপ পেয়েছে বা পরিত্যক্ত হয়েছে, এ বাড়তি অংশ যা লোপ পেয়েছে, তাকে ইৎ বা অনুবন্ধ বলে। যেমন : দৃশ্ + অনট = দর্শন। এখানে 'অনট্' প্রত্যয়ের 'অন' বাংলায় রক্ষিত হয়েছে, কেবল লোপ পেয়েছে 'ট্'। সুতরাং 'ট' হচ্ছে 'ইৎ' (লোপ) বা 'অনুবন্ধ'। সংস্কৃত প্রত্যয়াংশগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

সংস্কৃত মূল প্রত্যয়	বর্তমান বাংলা রূপ	বিলুপ্ত অংশ বা ইৎ
কৃৎ প্রত্যয়		
অনট্	অন্	ট্
ঘ্যণ্	য (ʃ)	ঘ্, ণ্
ণক	অক্	ণ্
অল্	অ	ল্
ক্তি	তি	ক্
শানচ্	আন্	শ্, চ্
ণিন্	ইন্ (ঈ)	ণ্
ক্ত	ত্	ক্
ইন	ই	ন্
ন্যৎ	য	ন্, ৎ
ঘঞ্	অ	ঘ্, ঞ্
তৃচ্	তৃ (ণ)	চ্
তদ্ধিত প্রত্যয়		
ষ্ণিক্	ইক্	ষ্ণ্
ষ্ণ	অ	ষ্, ণ্
ইমন্	ইম (ইমা)	ন্
বিন্	বি	ন্
নীয়	ঈয়	ন্
ঈন্	ঈ, ইন্	ন্
বতুপ্	বান	উ্, প্
ষ্ণেয়	এয়	ষ্ণ্
খীন্	ঈন্	ণ্
ষ্ণ্য	য (ʃ)	ষ্ণ্
ষ্ণি	ই	ষ্ণ্
মতুপ্	মান্	উ্, প্

➤ **সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন :**

০১. **(০) শূন্য প্রত্যয় (ক্বিপ্) :** অগ্র + √নী + ক্বিপ্ = অগ্রণী, সম্ + √রাজ্ + ক্বিপ্ = সম্রাট, উৎ + √ভিদ্ + ক্বিপ্ = উদ্ভিদ, শম্ + √ভূ + ক্বিপ্ = শম্ভু, আ + √পদ্ + ক্বিপ্ = আপদ, ইন্দ্র + √জি + ক্বিপ = ইন্দ্রজিৎ, সম্ + √পদ্ + ক্বিপ্ = সম্পদ, স্বয়ম্ √ভূ + ক্বিপ্ = স্বয়ম্ভু, স্ব + √রাজ্ + ক্বিপ্ = স্বরাজ, প্র + √সূ + ক্বিপ্ = প্রসূ, বি + √পদ্ + ক্বিপ, বিদ্যুৎ = বি + √দ্যুৎ + ০/ক্বিপ, উদ্ভিদ = উৎ + √ভিদ্ + ০/ক্বিপ।

০২. **অন (অনট্) প্রত্যয় :** 'ট' ইৎ (বিলুপ্ত) হয়, 'অন' থাকে। কর্তৃবাচ্য, ভাববাচ্য, করণবাচ্য ও অধিকরণবাচ্য গঠনে 'অন' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : বচন = √বচ্ + অন /অনট্, দর্শন = √দৃশ্ + অন /অনট্, চলন = চল্ + অন/অনট্, দান = √দা + অন/অনট্, পতন = √পত্ + অন /অনট্, ভ্রমন = √ভ্রম্ + অন/অনট্, স্থান = √স্থা + অন /অনট্।

i. **কর্তৃবাচ্য :** √নন্দ্ + ই + অন = নন্দন, √সাধ্ + অন = সাধন, √তপ্ + অন = তপন, √বৃধ্ + অন = বর্ধন।

ii. **ভাববাচ্য :** √গম্ + অন = গমন, √শী + অন = শয়ন, √কৃ + অন = করণ, √দৃশ + অন = দর্শন, √ভুজ্ + অন = ভোজন, √নৃত্ + অন = নর্তন, √শ্রু + অন = শ্রবণ।

iii. **করণবাচ্য :** √নী + অন = নয়ন, √চর্ + অন = চরণ।

iv. **অধিকরণবাচ্য :** √স্থা + অন = স্থান, √ভূ + অন = ভুবন, উদ্ + √যা + অন = উদ্যান।

বিশেষ নিয়ম : ভাববাচ্যে 'অন' প্রত্যয়ের পর স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' যুক্ত হয়। যেমন : √গণ্ + অন + আ = গণনা, অভি + √অর্থ + অন + আ = অভ্যর্থনা, উপ + √আস্ + অন + আ = উপাসনা, √বন্দ্ + অন + আ = বন্দনা।

০৩. **ক্ত-প্রত্যয় ('ক্' ইৎ হয়ে 'ত' থাকে) :** √জ্ঞা + ক্ত (√জ্ঞা + ত) = জ্ঞাত, √খ্যা + ত (ক্ত) = খ্যাত।

➤ **বিশেষ নিয়ম 'ক্ত' প্রত্যয় :**

i. ত (ক্ত) বিশেষণ শব্দ গঠন করে। এবং 'ত' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর অন্ত্যস্বর 'ই' কার হয় বা ধাতুর পর 'ই' আগম হয়। যেমন : √পঠ্ + ত (ক্ত) = (পঠ্ + ই + ত) = পঠিত, √লিখ্ + ত = লিখিত, √বিদ্ + ত = বিদিত, √শিক্ষ্ + ত = শিক্ষিত, √ক্ষুধ্ + ত = ক্ষুধিত, √চল্ + ত =চলিত। এরূপ : বেষ্টিত, পতিত, লুণ্ঠিত, শিক্ষিত ইত্যাদি।

ii. ত (ক্ত) প্রত্যয় যুক্ত হলে, ধাতুর অন্তস্থিত 'চ' ও 'জ' এর স্থলে 'ক' হয়। যেমন : √সিচ্ + ত (ক্ত) = (সিক্ + ত) সিক্ত, √মুচ্ + ত (ক্ত) = মুক্ত, √ভুজ + ত (ক্ত) = ভুক্ত।

iii. ত (ক্ত) প্রত্যয় পরে থাকলে ধাতুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয়। যেমন : √গম্ + ক্ত = গত, √গ্রন্থ্ + ক্ত = গ্রথিত, √চূর্ + ক্ত = চূর্ণ, √ছিদ্ + ক্ত = ছিন্ন, √জন্ + ক্ত = জাত, √দা + ক্ত = দত্ত, √দহ্ + ক্ত = দগ্ধ, √বচ্ + ক্ত = উক্ত, √বপ্ + ক্ত = উপ্ত, √মুহ্ + ক্ত = মুগ্ধ, √যুধ্ + ক্ত = যুদ্ধ, √লভ্ + ক্ত = লব্ধ, √স্বপ্ + ক্ত =সুপ্ত, √সৃজ্ + ক্ত = সৃষ্ট, √হন্ + ক্ত = হত, খ্যাত = √খ্যা + ক্ত /ত, তৃপ্ত = √তৃপ্ + ক্ত/ত, শান্ত = √শম্ + ক্ত/ত, দৃষ্ট = √দৃশ্ + ক্ত/ত, শ্রুত = √শ্রু + ক্ত/ত, জ্ঞাত = √জ্ঞা + ক্ত/ত।

০৪. **ক্তি-প্রত্যয় ('ক' ইৎ 'তি' থাকে) বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন :** √গম্ + ক্তি = √গম্ + তি = গতি (এখানে 'ম' লোপ হয়েছে), গতি = √গম্ + ক্তি/তি, খ্যাতি = √খ্যা + ক্তি/তি, তৃপ্তি = √তৃপ্ + ক্তি/তি, মুক্তি = √মুচ্ + ক্তি/তি, উক্তি = √বচ্ + ক্তি/তি, দৃষ্টি = √দৃশ্ + ক্তি/তি, শ্রুতি = √শ্রু + ক্তি/তি, জ্ঞাতি = √জ্ঞা + ক্তি/তি।

➤ **বিশেষ নিয়ম 'তি' (ক্তি) প্রত্যয় :**

i. ক্তি-প্রত্যয় যোগ করলে কোনো কোনো ধাতুর অন্ত ব্যঞ্জন লোপ হয়। যেমন : √মন্ + তি (ক্তি) = মতি, √রম্ + তি (ক্তি) = রতি, √গৈ + ক্তি = গীতি।

ii. কোনো কোনো ধাতুর উপধা অ-কারের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ আ-কার হয়। যেমন : √শ্রম্ + তি (ক্তি) = শ্রান্তি, √শম্ + তি (ক্তি) = শান্তি।

iii. 'চ' এবং 'জ' স্থলে 'ক' হয়। যেমন : √বচ্ + তি (ক্তি) = উক্তি, √মুচ্ + ক্তি = তি (মুক্তি), √ভজ্ + তি (ক্তি) = ভক্তি।

iv. নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয় : √গৈ + তি (ক্তি) = গীতি, √সিধ্ + তি (ক্তি) = সিদ্ধি, √বুধ্ + তি (ক্তি) = বুদ্ধি, √শক্ + তি (ক্তি) = শক্তি।

০৫. **তব্য ও অনীয় প্রত্যয় :**

i. কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে 'তব্য' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √কৃ + তব্য = কর্তব্য, √দা + তব্য = দাতব্য, √পঠ্ + তব্য = পঠিতব্য, √বচ্ + তব্য = বক্তব্য, √দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য, √স্মৃ + তব্য = স্মর্তব্য, √জ্ঞা + তব্য = জ্ঞাতব্য, √ভূ + তব্য = ভবিতব্য, মন্তব্য = √মন্ + তব্য, গন্তব্য = √গম্ + তব্য।

ii. 'যোগ্য' বা 'ঔচিত্য' অর্থে কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে 'অনীয়' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √কৃ + অনীয় = করণীয়, √রক্ষ্ + অনীয় = রক্ষণীয়, √দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, √পা + অনীয় = পানীয়, √শ্রু + অনীয় = শ্রবণীয়, √পাল + অনীয় = পালনীয়, √শুচ্ + অনীয় = শোচনীয়, √রম্ + অনীয় = রমণীয়, √স্মৃ + অনীয় = স্মরণীয়।

০৬. **তা (তৃচ্)-প্রত্যয় ('চ' ইৎ 'তৃ > তা' থাকে) :** 'যে করে' এ অর্থে তৃ/তৃচ্- প্রত্যয় ব্যবহার হয়। এ 'তৃ/তৃচ'- পুরুষবাচকে প্রথমার একবচনে 'তা' এবং স্ত্রীবাচকে 'ত্রী' হয়। যেমন : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়। উল্লেখ্য তা প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যের বিশেষ্য পদ গঠন করে। যেমন : √দা + তৃচ্ = √দা + তা = দাতা, √মা + তা (তৃচ্) = মাতা, √ক্রী + তা (তৃচ্) = ক্রেতা, √শ্রু + তা (তৃচ্) = শ্রোতা, √সৃজ্ + তা (তৃচ্) = স্রষ্টা, √ভ্রাজ্ + তা (তৃচ্) = ভ্রাতা, √ধা + তা (তৃচ্) = ধাত্রী, √নী + তা (তৃচ্) = নেতা/নেত্রী, √কৃ + তা (তৃচ্) = কর্তা, √পা + তা (তৃচ্) = পিতা, বি + √জি + তা = বিজেতা, অভি + √নী + তা = অভিনেতা, √গ্রহ্ + তা = গ্রহীতা।

➤ **বিশেষ নিয়মে :** √যুধ্ + তৃচ = √যুধ্ + তা = যোদ্ধা।

০৭. **শানচ্- প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইৎ, 'আন' বিকল্পে 'মান' থাকে) :** কর্মবাচ্যে ধাতুর শেষে যুক্ত হয়। যেমন : √দীপ্ + মান (শানচ্) = দীপ্যমান, √চল্ + মান (শানচ্) = চলমান, √বৃধ্ + মান (শানচ্) = বর্ধমান, √বৃৎ + মান = বর্তমান, √বৃৎ + শানচ্, বিদ্যমান = √বিদ্ + শানচ্।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

০৮. **বর-প্রত্যয়** : বিশেষ্য শব্দ গঠনকালে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √ঈশ্ + বর = ঈশ্বর, √ভাস্ + বর = ভাস্বর, √নশ্ + বর = নশ্বর, √স্থা + বর = স্থাবর, চত্বর = √চত্ + বর।

০৯. **ইত্র-প্রত্যয়** : করণবাচ্যে 'ইত্র' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √চর্ + ইত্র = চরিত্র, √বহ্ + ইত্র = বহিত্র, √খন্ + ইত্র = খনিত্র, √ঋ + ইত্র = অরিত্র।

১০. **ত্র-প্রত্যয়** : করণবাচ্যে 'ত্র' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √দা + ত্র = দাত্র (ছেদন অর্থে), √নী + ত্র = নেত্র, √ভ + ত্র = ভোত্র, √শ্রু + ত্র = শ্রোত্র, √শাস্ + ত্র = শাস্ত্র।

১১. **অৎ (অত) প্রত্যয়** : কতকগুলো প্রত্যয়হীন শব্দ ক্রিয়া-দ্যোতক বিশেষ্য পদ গঠন করে। যেমন : √মান্ + অত = মানত, √বস্ + অত = বসত, √ফির্ + অত = ফেরত, √মহ + শতৃ > অৎ = মহৎ, √অস্ + শতৃ > অৎ = সৎ।

১২. **য-প্রত্যয়** : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও ঔচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ (ে)- কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন : √দা + য = দা > দে + য > দেয়। √হা + য = হেয়, √জ্ঞা + য = জ্ঞেয়, বি + √ধা + য = বিধেয়, ন + √জি + য = অজেয়, অনু + √মা + য = অনুমেয়, পরি + √মা + য = পরিমেয়।

➤ **বিশেষ নিয়ম** : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর 'য' প্রত্যয় স্থলে য (া) ফলা হয়। যেমন : √গম্ + য = গম্য, √লভ্ + য = লভ্য, √সহ্ + য = সহ্য, √মন্ + য = মান্য, √গ্রহ্ + য = গ্রাহ্য, √ত্যজ্ + য = ত্যাজ্য।

➤ **বিশেষ নিয়ম** :

i. ণক-প্রত্যয় পরে থাকলে ণিজন্ত ধাতুর 'ই' কারের লোপ হয়। যেমন : √পূজি + ণক = পূজক। এরূপ : √জনি + অক (ণক) = জনক, √চালি + অক = চালক।

ii. আ-কারান্ত ধাতুর পরে ণক প্রত্যয় হলে ধাতুর শেষে 'য়' আসে। যেমন : √দা + ণক = দায়ক, বি + √ধা + ণক = বিধায়ক।

১৩. **ইন্ (ণিন্)-প্রত্যয় (ণ ইৎ, ইন্ থাকে এবং ইন্ 'ঈ' কার হয়)** : কর্তৃবাচ্যের ধাতুর সঙ্গে 'ইন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √গ্রহ + ইন্ (ণিন্) = গ্রাহী, √পা + ইন্ (ণিন্) = পায়ী, √কৃ + ইন্ (ণিন্) = কারী, √দ্রুহ + ইন্ (ণিন্) = দ্রোহী, সত্য + √বদ্ + ইন্ (ণিন্) = সত্যবাদী, √স্থা + ইন্ (ণিন্) = স্থায়ী, √ভূ + ইন্ (ণিন্) = ভাবী, √গম্ + ইন্ (ণিন্) = গামী, √মন্ত্র + ইন্ (ণিন্) = মন্ত্রী, √জি + ইন্ (ণিন্) = জিয়ন (জয়ী), √ত্যজ্ + ইন্ (ণিন্) = ত্যাগী, √বদ্ + ইন্ (ণিন্) = বাদী, √যুজ্ + ইন্ (ণিন্) = যোগী, √বন্দ + ইন্ (ণিন্) + ঈ = বন্দিনী, √শ্রম্ + ইন্ = শ্রমী, সম্ + √সৃজ্ + ইন্ = সংসর্গী, √দুষ্ + ইন্ = দোষী, √শম্ + ইন = শমী।

➤ **বিশেষ নিয়ম** : কিন্তু 'ণিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যেমন : আত্ম + √হন্ + ণিন = আত্মঘাতী।

১৪. **র-প্রত্যয়** : বিশেষণবাচক শব্দ গঠন করে। যেমন : √হিন + স্ + র = হিংস্র, √নম্ + র = নম্র, √ক্ষুদ্ + র = ক্ষুদ্র, √ক্ষিপ্ + র = ক্ষিপ্র, √কম্প্ + র = কম্প্র।

১৫. **অ (অল) প্রত্যয় (ল ইৎ, অ থাকে)** : √জি + অ (অল) = জয়, √ক্ষি + অ (অল) = ক্ষয়, √ভি + অ (অল) = ভয়। এরূপ : নি + √চি + অ = নিচয়, বি + √নী + অ = বিনয়, ভি √ভিদ + অ = ভেদ, √বি + লয় = বিলয়। ব্যতিক্রম : √হন্ + অল্ = বধ।

১৬. **উক/ঊক- প্রত্যয়** : বিশেষণবাচক শব্দ গঠন করে। যেমন : √ভূ + ঊক = (ভৌ + ঊক) = ভাবুক, √জাগৃ + ঊক = (জাগর + ঊক) জাগরূক।

১৭. **ঘ্যাণ্-প্রত্যয় [ঘ, ণ-ইৎ, য (য-ফলা) থাকে]** : কর্ম ও ভাববাচ্যে ঘ্যাণ্ হয়। যেমন : √কৃ + য (ঘ্যাণ্) = কার্য্য > কার্য, √ধৃ + য (ঘ্যাণ্) = ধার্য, পরি + √হৃ + য = পরিহার্য, √বচ্ + য = বাচ্য, √ভুজ্ + য = ভোজ্য, √যুজ্ + য = যোগ্য, √হাস্ + য = হাস্য, √সেব + য = সেবা, √সাধ্ + য = সাধ্য, √জন্ + য = জন্য, √রম্ + য = রম্য, বাহ্য = √বহ্ + য, পেয় = √পা + য, বিদ্যা = √বিদ্ + য + আ, চর্য্যা = √চর্ + য + আ, শয্যা = √শী + য + আ।

১৮. **অক (ণক)-প্রত্যয় ('ণ' ইৎ 'অক' থাকে)** : কর্তৃবাচ্যে ধাতুর শেষে 'অক' প্রত্যয়যোগে বিশেষ্যবাচক শব্দ গঠিত হয়। এবং মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থলে 'আ' হয়। যেমন : √পঠ্ + ণক্ = √পঠ্ + অক্ = পাঠক। √নী + অক্ (ণক্) = (নৈ + অক্- প্রথম স্বরের বৃদ্ধি) নায়ক, √গৈ + অক্ (ণক্) = গায়ক, √লিখ্ + অক্ (ণক্) = লেখক, √নিন্দ্ + অক্ (ণক্) = নিন্দক, √বহ্ + অক্ (ণক্) = বাহক, √রনজ্ + অক্ (ণক্) = রঞ্জক, √নৃত্ + অক্ (ণক্) = নর্তক, √হিংস্ + অক্ (ণক্) = হিংসক, কারক = √কৃ + অক/ণক, দর্শক = √দৃশ্ + অক/ণক, জনক = √জনি + ণিচ্ / অক, গ্রাহক = √গ্রহ্ + অক /ণক, পূজক = √পূজ্ + অক/ণক, ঘাতক = √হন্ + অক/ণক, রজক = √ রনজ্ + অক/ণক, সম্পাদক = সম + √পদি + ণক/অক, বিধায়ক = বি + √ধা + ণক/অক।

১৯. **ইষ্ণু-প্রত্যয়** : স্বভাব বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : √চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু, √সহ্ + ইষ্ণু = সহিষ্ণু, √ক্ষি + ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু, √বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু।

২০. **ঘঞ্-প্রত্যয় [ঘ্ এবং ঞ্ ইৎ, 'অ' থাকে]** : কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে অ (ঘঞ্) প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : √বস্ + অ (ঘঞ্) = বাস, √যুজ্ + অ (ঘঞ্) = যোগ, √ক্রুধ্ + অ (ঘঞ্) = ক্রোধ, √খুদ্ + অ (ঘঞ্) = খেদ, √ভিদ্ + অ (ঘঞ্) = ভেদ।

➤ **বিশেষ নিয়ম** : √ত্যজ্ + অ (ঘঞ্) = ত্যাগ, √পচ্ + অ (ঘঞ্) = পাক, √শুচ্ + অ (ঘঞ্) = শোক। কিন্তু, √নন্দি + অন = নন্দন। এক্ষেত্রে আ যোগে 'নন্দনা' হয় না।

২১. **উ-প্রত্যয়** : ইচ্ছা, আগ্রহ অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যেমন : √জিজ্ঞাস্ + উ = জিজ্ঞাসু, √বুভুক্ষ্ + উ = বুভুক্ষু, √পিপাস্ + উ = পিপাসু, √লিপ্স্ + উ = লিপ্সু।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
পরীক্ষা	পরি + √ঈক্ষ্ + অ + আ	মোহ্যমান	√মুহ্ + ণিচ্ + মান
শ্রদ্ধা	শ্রৎ +√ধা + অ + আ	বধ	√হন্ + অ (অল)
ক্রয়	√ক্রী + অ (অল)	অগ্রদূত	অগ্র + √দূ + ত
প্রজ্ঞা	প্র + √জ্ঞা + অ + আ	স্নেহ	√স্নিহ্ + অ
ক্ষমা	√ক্ষম্ + অ + আ	বৃদ্ধি	√বৃধ্ + তি
আজ্ঞা	আ + √জ্ঞা + অ + আ	ক্রোধ	√ক্রুধ্ + অ
বিজ্ঞ	বি + √জ্ঞা + অ	জলদ	জল + √দা + অ
প্রিয়	√প্রী + অ	প্রাঞ্জল	প্র + √অনজ + অল
অভিজ্ঞ	অভি + √জ্ঞা + অ	ভাব	√ভূ + অ
বোধ	√বুধ্ + অ	ভোগ	√ভুজ্ + অ
ঘাত	√হন্ + অ	শাপ	√শপ্ + অ
কারক	√কৃ + অক	মোহ	√মুহ্ + অ
ভাস্কর	ভাস্ + √কৃ + অ	পুত্র	পুৎ + √ত্রৈ + অ
সন্তান	সম্ + √তন্ + অ	ভাগ	√ভজ্ + অ
স্মারক	√স্মৃ + ণিচ্ + অক	ঘাতক	√হন্ + অক
দর্শক	√দৃশ্ + অক	কথক	√কথ্ + অক
প্রার্থনা	প্র + √অর্থ + অন + আ	শ্রাবক	√শ্রু + অক

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নাশক	√নাশি + অক	চালক	√চালি + অক
পাচক	√পচ্ + অক	জনক	√জনি + অক
পাঠ	√পঠ্ + অ	মগ্ন	√মস্জ্ + ত
শ্রবণ	√শ্রু + অন্	জ্ঞান	√জ্ঞা + অন্
যন্ত্রণা	√যন্ত্র + অন + আ	মত্ত	√মদ্ + ত
সন্ধি	সম্ + √ধা + ই	পবিত্র	√পূ + ইত্র
রক্ত	√রনজ্ + ত	ক্রীত	√ক্রী + ত
গীত	√গৈ + ত	হত	√হন্ + ত
গ্রথিত	√গ্রন্থ্ + ত	নিন্দিত	√নিন্দ্ + ত
উপ্ত	√বপ্ + ত	শয়ান	√শী + আন
গ্রহণ	√গ্রহ্ + অন্	মন্তব্য	√মন্ + তব্য
সৃষ্টি	√সৃজ্ + তি (ক্তি)	প্রীতি	√প্রী + তি (ক্তি)
আকাঙ্ক্ষা	আ + √কাঙ্ক্ষ + অ + আ	শ্রুতি	√শ্রু + তি (ক্তি)
হিংসা	√হিন্স্ + অ + আ	ক্লান্তি	√ক্লম্ + তি (ক্তি)
বেত্তা	√বিদ্ + তৃ	চন্দ্র	√চন্দ্ + র
পত্র	√পত্ + ত্র	রাষ্ট্র	√রাজ্ + ত্র
প্রশ্ন	√প্রচ্ছ্ + ন	স্বপ্ন	√

CamScanner

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
[illegible]	[illegible]	সূর্য	√সৃ + য
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ইষ্ট	√ইষ্ + ত
[illegible]	[illegible]	চিত্ত	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)
[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)	দৃষ্ট	√দৃশ্ + ত (ক্ত)
[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)	ছিন্ন	√ছিদ্ + ত (ক্ত)
[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)	[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)
[illegible]	[illegible] + ত (ক্ত)	উক্ত	√বচ্ + ত (ক্ত)
[illegible]	[illegible] + তি (ক্তি)	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	সেনা	√সি + ন + আ
[illegible]	[illegible] + √হন + ইন	সিদ্ধি	√সিধ্ + তি (ক্তি)
[illegible]	[illegible]	ধার্য	√ধৃ + য
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] + অ
[illegible]	[illegible]	সেতু	√সি + তু
[illegible]	[illegible]	কৃষ্টি	√কৃষ্ + তি (ক্তি)
[illegible]	[illegible]	বিদ্বান	√বিদ্ + কৃসু
[illegible]	[illegible]	চরিত্র	√চর্ + ইত্র
[illegible]	[illegible]	সঞ্চয়	সম্ +√চি + অ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
প্রভাকর	প্রভা + √কৃ + অ	[illegible]	[illegible] + অ
সৃষ্ট	√সৃজ্ > √সৃষ্ + ত	[illegible]	[illegible] + শতৃ
[illegible]	[illegible]	বিদ্বান	√বিদ্ + কৃসু
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	তৃপ্ত	[illegible] + ত
[illegible]	[illegible]	কুম্ভকার	কুম্ভ + √কৃ + অ =
[illegible]	[illegible] + √কৃ + অ	শাস্ত্রকার	শাস্ত্র + √কৃ + অ
স্বর্ণকার	স্বর্ণ + √কৃ + অ	ভাষাকার	ভাষা + √কৃ + অ
কর্মকার	কর্ম + √কৃ + অ	সূত্রধার	সূত্র + √ধৃ + অ
সুস্থ	সু + √স্থা + অ	গৃহস্থ	গৃহ + √স্থা + অ
কৃতজ্ঞ	কৃত + √জ্ঞা + অ	ভুজঙ্গ	ভুজ + √গম্ + অ
বিহঙ্গ	বিহ + √গম্ + অ	তুরঙ্গ	তুর + √গম্ + অ
পতঙ্গ	পত + √গম্ + অ	বিশ্বম্ভর	বিশ্ব + √ভৃ + অ
[illegible]	[illegible] + √কৃ + অ	পুরস্কার	পুরস্ + √কৃ + অ
সংস্কার	সম্ + √কৃ + অ	মৃত্যুঞ্জয়	মৃত্যু + √জি + অ
ভয়ংকর	ভয়ম্ + √কৃ + অ	শুভংকর	শুভম্ + √কৃ + অ
সংজ্ঞা	সম্ + √জ্ঞা + অ + আ	শিক্ষা	√শিক্ষ + অ + আ
বাধা	√বাধ্ + অ + আ	রক্ষা	√রক্ষ + অ + আ
জল	√জল্ + অ (অচ্)	লজ্জা	√লজ্জ + অ + আ
ব্যথা	√ব্যথ্ + অ + আ	পূজা	√পূজ্ + অ + আ
দুর্জয়	দুর্ + √জি + অ	প্রণয়	প্র + √নী + অ
পরাভব	পরা + √ভূ + অ	আগম	আ + √গম্ + অ
সংযম	সম্ + √যম্ + অ	সংকল্প	সম্ + √কল্প্ + অ

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ও বিদেশি প্রত্যয় ব্যতীত সবই বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন : মিঠা + আই = মিঠাই।

০১. অ-প্রত্যয়

i. অনুকার শব্দের শেষে এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে (স্বার্থে বা অনাদরে) 'অ' বা 'ও' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : ছলছল + অ (ও) = ছলছলো, কাল + অ = কাল, কাল + অ = কালো (কাল-কেউটে, কাল-সাপ), ঢল + অ (ও) = ঢল > ঢলোঢলো।

ii. প্রাচীনকালে নামের সঙ্গে 'অ' প্রত্যয় যুক্ত হতো। যেমন : শিব + অ = শিব > শিবো (শিবু।)

০২. আ-প্রত্যয় : 'আ' প্রত্যয়ের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i. অল্পতা, নিন্দা (বৈশিষ্ট্য), আদর বা তুচ্ছার্থে বিশেষণ শব্দ গঠনে 'আ' প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। যেমন : চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্টা, পাগল + আ = পাগলা, বামন + আ = বামনা, জন + আ = জনা, রাম + আ = রামা, কান + আ = কানা, ছাগল + আ = ছাগলা।

ii. সদৃশ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে 'আ' প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন : বাঘ + আ = বাঘা, হাত + আ = হাতা, পাত + আ = পাতা, পায় + আ = পায়া, কলম + আ = কলমা।

iii. বহুলার্থে : চিংড় + আ = চিংড়া (সর্বচিংড়া মধুকর)।

iv. 'তাতে আছে' বা 'তার আছে' অর্থে 'আ' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন : জল + আ = জলা, সোন + আ = সোনা, রোগ +আ = রোগা, চাল + আ = চালা, নুন + আ = নুনা > নোনা।

v. সমষ্টি অর্থে : বিশ + আ = বিশা, বাইশ + আ = বাইশা (মাসের বাইশা > বাইশে)।

vi. হীন অর্থে 'আ' প্রত্যয় হয়। যেমন : জট + আ = জটা, চোখ + আ = চোখা, ঢাক + আ = ঢাকা।

vii. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : হাজির + আ = হাজিরা, চাষ + আ = চাষা।

viii. জাত ও আগত অর্থে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : মহিষ > ভইষ > ভয়সা (ভয়সা ঘি, ভইষা গাড়ি), দখিন > দখিনা > দখনে (হাওয়া), পশ্চিম + আ = পশ্চিমা, উত্তর + আ = উত্তরা।

ix. 'আ' প্রত্যয়যোগে অন্যান্য বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় : গোড় + আ = গোড়া ([illegible]), ঝাঁঝল + আ = ঝাঁঝলা, কষ + আ = কষা, ডাল + আ = ডালা, এক + আ = একা, কাঁচ + আ = কাঁচা (কাঁচকলা), [illegible] + আ = [illegible], [illegible] + আ = [illegible]।

০৩. উয়া > উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয় : বিশেষ্য শব্দ গঠনে এ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কাঠ + উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে, হাট + উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে, সাপ + উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, হাত + উড়িয়া = হাতুড়িয়া > হাতুড়ে, ভূত + উড়িয়া = ভুতুড়িয়া > ভুতুড়ে।

০৪. আই-প্রত্যয় :

i. ভাববাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে : চড়া + আই = চড়াই (পাখি অর্থে), সাফ + আই = সাফাই, ঢাল + আই = ঢালাই, ভাঁড়া + আই = ভাঁড়াই, মোগলা + আই = মোগলাই (পরোটা), চোর + আই = চোরাই (মাল), লম্বা + আই = লম্বাই।

ii. আদরার্থে ব্যক্তি নামের সংক্ষেপণ গঠনে। যেমন : কানু + আই = কানাই, নিম + আই = নিমাই, জগা + আই = জগাই, নখ + আই = নখাই, বামন + আই = বামনাই, মাধ + আই = মাধাই।

iii. স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বৈপরীত্য বোঝাতে বা তার স্বামী অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠনে আই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : বোন + আই = বোনাই, ননদ + আই = নন্দাই, জেঠা + আই = জেঠাই (মা), বিবাহ + আই = বৈবাহিক > বেয়াই।

iv. সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠন করে। যেমন : মিঠা + আই = মিঠাই, মাল + আই = মালাই।

v. উৎস বা জাত অর্থে বিশেষণ গঠনে আই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : ঢাকা + আই = ঢাকাই (জামদানি), পাবনা + আই = পাবনাই (শাড়ি)।

০৫. সা-প্রত্যয় : সদৃশ অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : রূপ + সা = রূপসা, মাকড় + সা = মাকড়সা, ভাপ + সা = ভাপসা > ভেপসা।

০৬. অট > ট-প্রত্যয় : বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : ভরা + ট = ভরাট, জমা + ট = জমাট, দাপ (দর্প) + ট = দাপট।

০৭. নি-প্রত্যয় : স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করে। যেমন : উকিল + নি = উকিলনি, কামার + নি = কামারনি, মাস্টার + নি = মাস্টারনি।

০৮. উড়-প্রত্যয় : অর্থহীনভাবে : লেজ + উড় = লেজুড়।

CS CamScanner

০৯. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয় :

i. **ভাব অর্থে :** বিশেষণ বা বিশেষ্য থেকে ভাববাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে বা কর্ম অর্থে **আমি বা আমো** প্রত্যয় ব্যবহার হয়। যেমন : ইতর + আমি = ইতরামি, পাগল + আমি = পাগলামি, চোর + আমি = চোরামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি, ফাজিল + আমো = ফাজলামো, বাঁদর + আমো = বাঁদরামো, পাগল + আমো = পাগলামো, ন্যাকা + আমো = ন্যাকামো, কুঁড়ে + আমো = কুঁড়ামি > কুঁড়েমি।

ii. **বৃত্তি (জীবিকা) অর্থে :** বৃত্তি (জীবিকা) বা তৈরি করে যে এ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন। যেমন : ঠক + আমো = ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব), ঘর + আমি = ঘরামি।

iii. **নিন্দা জ্ঞাপন অর্থে :** জেঠা + আমি = জেঠামি, ছ্যাবলা + আমো/ আমি = ছ্যাবলামো/ছ্যাবলামি, ছেলে + আমি = ছেলেমি, ভাঁড়া + আমো/আমি = ভাঁড়ামো/ভাঁড়ামি, গোঁয়ার + তা + মি = গোঁয়ারতুমি।

১০. মন্ত-প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত, লক্ষ্মী + মন্ত = লক্ষ্মীমন্ত, পয় + মন্ত = পয়মন্ত, বুদ্ধি + মন্ত = বুদ্ধিমন্ত।

১১. ই/ঈ -প্রত্যয় :

i. **ভাব অর্থে :** বাহাদুর + ই = বাহাদুরি, উমেদার + ই = উমেদারি, খেয়ালি + ই = খেয়ালি, কায়েম + ই = কায়েমি, জরুর + ই = জরুরি।

ii. **বৃত্তি বা ব্যবসায় ও পেশা অর্থে :** পেশা বা বৃত্তি অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : ডাক্তার + ই = ডাক্তারি, মোক্তার + ই = মোক্তারি, পোদ্দার + ই = পোদ্দারি, ব্যাপার + ই = ব্যাপারি, চাষ + ই = চাষি, তাঁত + ই = তাঁতি, শিকার + ই = শিকারি।

iii. **মালিক অর্থে :** মালিক অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : জমিদার + ই = জমিদারি, দোকান + ই = দোকানি।

iv. **জাত, আগত বা সম্বন্ধ বোঝাতে :** ভাগলপুর + ই = ভাগলপুরি, মাদ্রাজ + ই = মাদ্রাজি, রেশম + ই = রেশমি (চাদর), সরকার + ই = সরকারি (সম্বন্ধ বাচক), নেপাল + ই = নেপালি (টুপি), শান্তিপুর + ই = শান্তিপুরি (ধুতি), বেনারস + ই = বেনারসি (শাড়ি)।

v. **জাতি বা ভাষা অর্থে :** জাতি বা ভাষা অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন। যেমন : বাঙাল + ই = বাঙালি, মারাঠা + ই = মারাঠি, নেপাল + ই = নেপালি, আরব + ই = আরবি, জাপান + ই = জাপানি, বিলাত + ই = বিলাতি, তিব্বত + ই = তিব্বতি।

vi. **যার আছে অর্থে :** তেজ + ই = তেজি, দাগ + ই = দাগি, ভার + ই = ভারি, দাম + ই = দামি, জেদ + ই = জেদি, মেজাজ + ই = মেজাজি।

vii. **ক্ষুদ্র অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন :** ছোরা + ই = ছুরি, পোটলা + ই = পুটলি, কাঠ + ই = কাঠি, ঝোলা + ই = ঝুলি।

viii. **যা দিয়ে তৈরি বা যার রঙে তৈরি :** পশম + ই = পশমি, জাফরান + ই = জাফরানি, আসমান + ই = আসমানি, গোলাপ + ই = গোলাপি, সুতা + ই = সুতি, বাদাম + ই = বাদামি।

ix. **বৃত্তিজীবী বা দক্ষ অর্থে :** দক্ষ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : করাত + ই = করাতি, ঢাক + ই = ঢাকি, ঢোল + ই = ঢুলি, সেতার + ই = সেতারি।

১২. ইয়া > এ-প্রত্যয় :

i. **তৎকালীনতা বোঝাতে :** সেকাল + এ = সেকেলে, একাল + এ = একেলে, ভাদর + ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে (কইমাছ)।

ii. **উপকরণ বোঝাতে :** পাথর + ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে, মাটি + ইয়া = মাটিয়া > মেটে, বালি + ইয়া = বালিয়া > বেলে।

iii. **উপজীবিকা অর্থে :** জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে, মোট + ইয়া = মোটিয়া > মুটে, না + ইয়া = নাইয়া > নেয়ে।

iv. **নৈপুন্য বোঝাতে :** খুন + ইয়া = খুনিয়া > খুনে, দেমাক + ইয়া = দেমাকিয়া > দেমাকে।

v. **অব্যয়জাত বিশেষণ গঠনে :** টনটন + এ = টনটনে (জ্ঞান), কনকন + এ = কনকনে (শীত), গনগন + এ = গনগনে (আগুন), চকচক + এ = চকচকে (জুতা)।

১৩. উয়া > ও-প্রত্যয় :

i. **রোগগ্রস্ত অর্থে :** জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো, বাত + উয়া = বাতুয়া > বেতো (ঘোড়া)।

ii. **যুক্ত অর্থে :** টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো।

iii. **সেই উপকরণে নির্মিত অর্থে :** খড় + উয়া = খড়ুয়া > খড়ো (খড়োঘর)।

iv. **জাত অর্থে :** ধান + উয়া = ধেনো।

v. **সংশ্লিষ্ট অর্থে :** মাঠ + উয়া =মাঠুয়া > মেঠো, গাঁ + উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো।

vi. **উপজীবিকা অর্থে :** মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো।

vii. **বিশেষ গঠনে :** দাঁত + উয়া = দেঁতো (হাসি), ছাঁদ + উয়া = ছাদুয়া > ছেঁদো (কথা), তেল + উয়া = তেল্লুয়া > তেলো > তেলা (মাথা), কুঁজ + উয়া = কুঁজুয়া > কুঁজো (লোক)।

১৪. বন্ত-প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত, গুণ + বন্ত = গুণবন্ত, ফল + বন্ত = ফলবন্ত।

১৫. ড়া, ড়ি-প্রত্যয় :

i. **ড়া-প্রত্যয় :** সদৃশ অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : খাগ + ড়া = খাগড়া (নলখাগড়া), গাছ + ড়া = গাছড়া, চাম + ড়া = চামড়া, রাজ + ড়া = রাজড়া, চাঙ + ড়া = চাঙড়া।

ii. **ড়ি-প্রত্যয় :** স্বার্থে বা সাদৃশ্য অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : জুয়া + ড়ি = জুয়াড়ি, শ্বশ্রু > শাশ + ড়ি = শাশুড়ি, বহু + ড়ি = বহুড়ি, আঁক + ড়ি = আঁকড়ি।

১৬. উ-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : কল + উ = কলু।

i. আদরার্থে ব্যক্তি নামের সংক্ষিপ্ত রূপদান করার ক্ষেত্রে 'উ' প্রত্যয় বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : কালা + উ = কালু, খুকি + উ = খুকু, দুষ্ট + উ = দুষ্টু, দুখ + উ = দুখু, মামা + উ = মামু, ভীত + উ = ভীতু, শিব + উ = শিবু, হর + উ = হরু।

ii. তুচ্ছার্থে ও বিশেষণ শব্দ গঠনে 'উ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : কল + উ = কলু, কালা + উ = কালু, নীচ + উ = নীচু, ঢাল + উ = ঢালু।

১৭. উক-প্রত্যয় : কর্মসম্পাদনকারী বা কর্মসম্পাদনের প্রকৃতি বোঝাতে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : লাজ + উক = লাজুক, মিশ + উক = মিশুক, মিথ্যা + উক = মিথ্যুক, পেট + উক = পেটুক, ইচ্ছা + উক = ইচ্ছুক।

১৮. আর/আরি/আরী/আরু-প্রত্যয় :

i. **আর-প্রত্যয় :** বৃত্তি বা জীবিকা, কর্ম ও অতিশয় জেদ বা একগুঁয়ে অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠনে 'আরি' প্রত্যয় হয়। যেমন : চর্ম > চাম + আর = চামার, কর্ম > কাম + আর = কামার, ভান্ড + আর = ভান্ডার, ভাঁড় + আর = ভাঁড়ার, সুতা + আর = সুতার > ছুতার, কুম্ভ > কুম + আর = কুমার, গাঁও + আর = গাঁওয়ার > গোঁয়ার।

ii. **আরি-প্রত্যয় :** ব্যবসায়, বৃত্তি, পেশা ও অবস্থান অর্থে কর্তৃবাচক বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : ভিখ + আরি = ভিখারি, কাঁসা + আরি = কাঁসারি, চুন + আরি = চুনারি, জুয়া + আরি = জুয়ারি, পূজা + আরি = পূজারি, শাঁখ + আরি = শাঁখারি।

iii. **আরি-প্রত্যয় :** আকার, প্রকার বা সদৃশ অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : ঝি + আরি = ঝিয়ারি, দিশা + আরি = দিশারি, পিয়া + আরি = পিয়ারি, মাঝ + আরি = মাঝারি, রকম + আরি = রকমারি।

iv. **আরু-প্রত্যয় :** যে করে এ অর্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : খোঁজ + আরু = খোঁজারু, বাক্ + আরু = বাগারু (বাচাল), দুধ + আরু = দুধারু, দিশা + আরু = দিশারু, বোমা + আরু = বোমারু।

১৯. আল/আলো > এল-প্রত্যয় :

i. **সংযোগ, গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্থে :** সংযোগ অর্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : দাঁত + আল = দাঁতাল, আঠা + আল/আলো = আঠাল/আঠালো, ধার + আল = ধারাল (ধারালো), জম + কালো = জমকালো, দুধ + আল = দুধাল > দুধেল।

ii. **বৃত্তি অর্থে :** বৃত্তি অর্থে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : কুঠি + আল = কুঠিআল, কবি + আল = কবিয়াল, কোট + আল = কোটাল, ঘাট + আল = ঘাটাল।

iii. **পরিধেয় অর্থে :** পরিধেয় অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : মাথা + আল = মাথাল।

iv. **অধিবাসী বা জাতি অর্থে :** অধিবাসী বা জাতি অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : বঙ্গ + আল = বঙ্গাল > বাঙাল, চণ্ড + আল = চণ্ডাল।

v. **দক্ষ অর্থে :** দক্ষ অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : লাঠি + আল = লাঠিয়াল > লেঠেল।

v. **অন্যান্য :** পাঁক + আল = পাঁকাল, তেজ + আল = তেজাল, শাঁস + আল = শাঁসাল, মাত + আল = মাতাল, আড় + আল = আড়াল।

২০. অল/লা/উলি-প্রত্যয় : সম্বন্ধ, স্বার্থ, সাদৃশ্য, ঈষৎ ভাব বোঝাতে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : দীর্ঘ > দীঘ + ল = দিঘল, ধাক্কা > ধক + অল = ধকল, হাত + অল = হাতল, আধ + লা = আধলা, এক + লা = একলা, মেঘ + লা = মেঘলা, আধ + উলি = আধুলি > আধলি।

২১. আলি-প্রত্যয় :

i. **কাজ, বৃত্তি বা পেশা অর্থে :** বিশেষ্য শব্দ গঠনে কাজ, বৃত্তি বা পেশা অর্থে 'আলি' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : ঘটক + আলি = ঘটকালি, গৃহস্থ + আলি = গৃহস্থালি, গীত + আলি = গীতালি, ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি।

ii. **ভাবার্থে : ভাবার্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন :** চতুর + আলি = চতুরালি, মিতা + আলি = মিতালি, নাগর + আলি = নাগরালি, মেয়ে + আলি = মেয়েলি।

iii. **সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ বোঝাতে :** সাদৃশ্য বোঝাতে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : বর্ণ + আলি = বর্ণালি, সোনা + আলি = সোনালি, রুপা + আলি = রুপালি, স্বর্ণ + আলি = স্বর্ণালি, গোড়া + আলি = গোড়ালি।

২২. আটিয়া/টে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে : তামা + আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে, ঝগড়া + আটিয়া = ঝগড়াটিয়া > ঝগড়াটে, ভাড়া + আটিয়া = ভাড়াটিয়া > ভাড়াটে, রোগা + আটিয়া = রোগাটিয়া > রোগাটে, এক + টি = একটি, দশ + টি = দশটি।

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
কানাচ	কান + আচ	বোকাপানা	বোকা + পানা
ডিঙা	ডিঙি + আ	বাঘা	বাঘ + আ
ছিঁচকিয়া > ছিঁচকে	ছিঁচ + কিয়া	জলা	জল + আ
বড়াই	বড় + আই	বেঙাচি	বেঙ + আচি
সেমত	সে + মত	পাগলপারা	পাগল + পারা
সতিন	সতী + ন	নামতা	নাম + তা
সাপিনী	সাপ + ইনি	চাকতি	চাক + তি
চড়ক	চড় + ক	লালপানা	লাল + পানা

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
গোদা	গোদ + আ	ঢালু	ঢাল + উ
জ্বরুয়া > জুরো	জ্বর + উয়া	লাজুক	লাজ + উক
বাতুয়া	বাত + উয়া	জীবনভর	জীবন + ভর
ঘরোয়া	ঘর + উয়া	বাটাভরা	বাটা + ভরা
জলুয়া > জলো	জল + উয়া	দিনভর	দিন + ভর
নেওটা (স্নেহ অর্থে)	নেও + টা	চাঁদপারা	চাঁদ + পারা
যেমন	যে + মন	বাঘিনী	বাঘ + ইনি
দুরন্তপনা	দুরন্ত + পনা	জেঠতুতো	জেঠ + তুত

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

➢ **সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় :** সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন : প্রত্যহ + ইক = প্রাত্যহিক।

➢ **কয়েকটি সাধারণ সূত্র :**

ক. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ)-প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন : নগর + ষ্ণ = নাগর।

➢ **বিশেষ নিয়ম :**

বৃদ্ধি : i. অ-স্থানে আ **ii.** ই, ঈ-স্থানে ঐ **iii.** উ, ঊ-স্থানে ঔ এবং **iv.** ঋ- স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

খ. যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কার, ঔ-কারে পরিণত হয়। ও + অ সন্ধিতে 'অব' হয়। যেমন : গুরু + ষ্ণ = গৌরব, লঘু + ষ্ণ = লাঘব, শিশু + ষ্ণ = শৈশব, মধু + ষ্ণ = মাধব, মনু + ষ্ণ = মানব।

গ. দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত সমাসবদ্ধ শব্দের অথবা উপসর্গযুক্ত শব্দের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপসর্গসহ শব্দের বা শব্দ দুটির মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন : পরলোক + ষ্ণিক = পারলৌকিক, সুভগ + ষ্ণ্য = সৌভাগ্য, পঞ্চভূত + ষ্ণিক = পাঞ্চভৌতিক, সর্বভূমি + ষ্ণ = সার্বভৌম, অদিতি + ষ্ণ্য > য = আদিত্য।

➢ **ব্যতিক্রম :** 'বর্ষ' শব্দ পরপদ হলে পূর্বপদের সংখ্যাবাচক শব্দের মূল স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যেমন : দ্বিবর্ষ + ষ্ণিক = দ্বিবার্ষিক। সংখ্যাবাচক শব্দ না থাকলেও নিয়মমতো মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন : বর্ষ + ষ্ণিক = বার্ষিক।

ঘ 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ- এর লোপ হয়। যেমন : সম্ + য = সাম্য, কবি + য = কাব্য, মধুর + য = মাধুর্য, প্রাচী + য = প্রাচ্য। **ব্যতিক্রম :** সভা + য = সভ্য ('সাভ্য' নয়)।

➢ **কয়েকটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ :**

০১. **ইত প্রত্যয় :** উপকরণজাত বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, পুষ্প + ইত = পুষ্পিত, ক্ষুধা + ইত = ক্ষুধিত, নিদ্রা + ইত = নিদ্রিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, সীমা + ইত = সীমিত, পল্লব + ইত = পল্লবিত, ব্যথিত = ব্যথা + ইত, দুঃখিত = দুঃখ + ইত।

০২. **ইমন্ (ইমা) প্রত্যয় :** ভাবার্থে বিশেষ্য গঠন করে। যেমন : নীল + ইমন্ (ইমা)= নীলিমা, মহৎ + ইমন্ (ইমা) = মহিমা, গুরু + ইমন্ (ইমা) = গরিমা, তনু + ইমন্ (ইমা) = তনিমা, দীর্ঘ + ইমন্ (ইমা) = দ্রাঘিমা, রক্ত + ইমন্ (ইমা) = রক্তিমা, লাল + ইমন্ (ইমা) = লালিমা, ভঙ্গি + ইমন্ (ইমা) = ভঙ্গিমা, মধুর + ইমন্ (ইমা) = মধুরিমা, লঘিমা = লঘু + ইমন।

০৩. **ইল্ প্রত্যয় :** আছে বা যুক্ত অর্থে উপকরণজাত বিশেষণ গঠন করে। যেমন : পঙ্ক + ইল্ = পঙ্কিল, ঊর্মি + ইল্ = ঊর্মিল, ফেন + ইল্ = ফেনিল, জটা + ইল্ = জটিল, গ্রন্থ + ইল্ = গ্রন্থিল, শঙ্কা + ইল্ = শঙ্কিল।

০৪. **ল প্রত্যয় :** আছে যার এ অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : শীত + ল = শীতল, বৎস + ল = বৎসল, মাংস + ল = মাংসল, চটু + ল = চটুল।

০৫. **ইষ্ঠ প্রত্যয় :** অতিশায়ন অর্থে শব্দ গঠন করে। যেমন : গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ, ভূমি + ইষ্ঠ = ভূমিষ্ঠ।

০৬. **সাৎ প্রত্যয় :** বিশেষণ শব্দ গঠনে 'সাৎ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : অগ্নি + সাৎ = অগ্নিসাৎ, ধূলি + সাৎ = ধূলিসাৎ, আত্ম + সাৎ = আত্মসাৎ।

০৭. **তা ও ত্ব প্রত্যয় :** বিশেষ্যবাচক শব্দ গঠন করে। যেমন : বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, মধুরতা = মধুর + তা, গ্রাম্যতা = গ্রাম্য + তা, সূর্যতা = সূর্য + তা, সাধুতা = সাধু + তা, চঞ্চলতা = চঞ্চল + তা, সততা = সৎ + তা, কবিত্ব = কবি + ত্ব প্রভুত্ব = প্রভু + ত্ব, মনুষ্যত্ব = মনুষ্য + ত্ব।

০৮. **তর ও তম প্রত্যয় :** অতিশায়ন অর্থে শব্দ গঠন করে। যেমন : মধুর + তর/তম = মধুরতর/মধুরতম। প্রিয় + তর/তম = প্রিয়তর/প্রিয়তম।

০৯. **নীন (ঈন্) প্রত্যয় :** তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : সর্বজন + নীন = সর্বজনীন, কুল + নীন = কুলীন, নব + নীন = নবীন।

১০. **ইন্ (ঈ) প্রত্যয় :** সাধারণ বিশেষণ গঠনে : জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্, সুখ + ইন্ = সুখিন্, গুণ + ইন্ = গুণিন্, মান + ইন্ = মানিন্।

➢ **বিশেষ নিয়ম :**

i. সমাসে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে তৎসম শব্দ থাকলে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্ লোপ পায়। যেমন : জ্ঞানীগণ, গুণিগণ, সুখিগণ, মানিজন।

ii. কর্তৃকারকের এক বচনে ইন্ প্রত্যয় ঈ রূপ গ্রহণ করে। যেমন : জ্ঞান + ইন্ (ঈ) = জ্ঞানী, গুণ + ইন (ঈ) = গুণী ইত্যাদি।

iii. স্ত্রীলিঙ্গে ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের পরে ঈ- যুক্ত হয়ে 'ইনী' রূপ গ্রহণ করে। যেমন : জ্ঞান + ইনী = জ্ঞানিনী, গুণ + ইনী = গুণিনী।

১১. **নীয় (ঈয়) প্রত্যয় :** বিশেষণ গঠন করে। যেমন : জল + নীয় = জলীয়, বায়ু + নীয় = বায়বীয়, বর্ষ + নীয় = বর্ষীয়।

➢ **বিশেষ নিয়ম :** পর – পরকীয়, স্ব – স্বকীয়, রাজা – রাজকীয়।

১২. **বান (বতুপ্) প্রত্যয় :** বিশেষণ পদ গঠন করে এবং স্ত্রীবাচক পদে 'বতী' হয়। যেমন : গুণ + বতুপ্ = গুণবান (বতী), দয়া + বতুপ্ = দয়াবান (বতী), ধন + বান = ধনবান (বতী), পুণ্য + বান = পুণ্যবান (বতী), স্বাস্থ্যবান = স্বাস্থ্য + বান্ / বতুপ।

১৩. **মান (মতুপ্) প্রত্যয় :** বিশেষণ পদ গঠন করে এবং স্ত্রীবাচক পদে 'মতী' হয়। যেমন : শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান (মতী), বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান (মতী), ধী + মান = ধীমান (মতী), বসু + মতী = বসুমতী, শক্তিমান = শক্তি + মান্ / মতুপ।

১৪. **বিন (বী) প্রত্যয় :** আছে অর্থে বিশেষণ গঠন করে। যেমন : মেধা + বিন্ = মেধাবী, মায়া + বিন্ = মায়াবী, তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী, যশঃ + বিন্ = যশস্বী, তপস্ + বিন = তপস্বী।

১৫. **র-প্রত্যয় :** বিশেষ্য গঠনে : মধু + র = মধুর, মুখ + র = মুখর।

১৬. **ষ্ণেয় (এয়) প্রত্যয় :** জাত বা উৎপন্ন এবং পরায়ণ অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়, অগ্নি + ষ্ণেয় = আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়, পাথেয় = পথ + এয়/ষ্ণেয়, আতিথেয় = অতিথি + এয়/ষ্ণেয়, রাধেয় = রাধা + এয়/ষ্ণেয়, গাঙ্গেয় = গঙ্গা + এয়/ষ্ণেয়।

১৭. **ময় প্রত্যয় :** ব্যাপ্তি, সংসর্গ অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : মৃৎ + ময় = মৃন্ময়, মন + ময় = মনময়, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, কাষ্ঠ + ময় = কাষ্ঠময়, স্নেহ + ময় = স্নেহময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়, জগৎ + ময় = জগন্ময়, অন্ন + ময় = অন্নময়, হিরণ্য + ময় = হিরণ্ময়।

CamScanner

১৮. ম-প্রত্যয় : সংখ্যাবাচক বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : দশন্ + ম = দশম, পঞ্চন্ + ম = পঞ্চম, নবন্ + ম = নবম, অষ্টন্ + ম = অষ্টম।

১৯. ষ্ণি (ই) প্রত্যয় : অপত্য বা তার পুত্র অর্থে শব্দ গঠন করে। যেমন : রাবণ + ই (ষ্ণি) = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ + ই (ষ্ণি) = দাশরথি।

২০. অ (ষ্ণ) প্রত্যয় :

i. **অপত্য (পুত্র, পৌত্র, বংশধর) অর্থে :** মনু + অ (ষ্ণ) = মানব, যদু + অ (ষ্ণ) = যাদব, দুহিত + অ (ষ্ণ) = দৌহিত্র, পুত্র + অ (ষ্ণ) = পৌত্র।

ii. **উপাসক অর্থে :** শিব + অ (ষ্ণ) = শৈব, জিন + অ (ষ্ণ) = জৈন, শক্তি + অ (ষ্ণ) = শাক্ত, বুদ্ধ + অ (ষ্ণ) = বৌদ্ধ, বিষ্ণু + অ (ষ্ণ) = বৈষ্ণব।

iii. **অবস্থা বা ভাব অর্থে :** শিশু + অ (ষ্ণ) = শৈশব, গুরু + অ (ষ্ণ) = গৌরব, কিশোর + অ (ষ্ণ) = কৈশোর।

iv. **সম্পর্ক বোঝাতে :** পৃথিবী + অ (ষ্ণ) = পার্থিব, দেব + অ (ষ্ণ) = দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম) + অ (ষ্ণ) = চৈত্র।

v. **দেশবাসী অর্থে :** মগধ + অ (ষ্ণ) = মাগধ।

vi. **অন্যান্য অর্থে :** লাঘব = লঘু + অ/ষ্ণ, বান্ধব = বন্ধু + অ/ষ্ণ, মাধব = মধু + অ/ষ্ণ।

➢ **নিপাতনে সিদ্ধ :** সূর্য + ষ্ণ = সৌর (সাধারণ নিয়মে সুর + ষ্ণ (অ) = সৌর।

২১. য (ষ্ণ্য) প্রত্যয় :

i. **অপত্যার্থে :** মনু + য (ষ্ণ্য) = মনুষ্য, জমদগ্নি + য (ষ্ণ্য) = জামদগ্ন্য।

ii. **ভাবার্থে :** সুন্দর + য (ষ্ণ্য) = সৌন্দর্য, শূর + য (ষ্ণ্য) = শৌর্য, ধীর + য (ষ্ণ্য) = ধৈর্য, কুমার + য (ষ্ণ্য) = কৌমার্য, প্রাচুর্য = প্রচুর + য (ষ্ণ্য), গাম্ভীর্য = গম্ভীর + য (ষ্ণ্য), সৌভাগ্য = সুভগ + য (ষ্ণ্য)।

iii. **বিশেষণ গঠনে :** পর্বত + ষ্ণ্য = পার্বত্য, বেদ + ষ্ণ্য = বৈদ্য, নৌ + য = নাব্য।

iv. **যোগ্যতা, গুণ, বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে।** যেমন : অন্ত + য (ষ্ণ্য) = অন্ত্য, কবি + য (ষ্ণ্য) = কাব্য, এক + য (ষ্ণ্য) = ঐক্য, দরিদ্র + য (ষ্ণ্য) = দারিদ্র্য, বিচিত্র + য (ষ্ণ্য) = বৈচিত্র্য, দিতি + য (ষ্ণ্য) = দৈত্য, বিশিষ্ট + য (ষ্ণ্য) = বৈশিষ্ট্য, সেনা + য (ষ্ণ্য) = সৈন্য।

২২. ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় :

i. **দক্ষ বা বেত্তা, বৃত্তি, পেশা ও তার দ্বারা লব্ধ অর্থে :** সাহিত্য + ইক (ষ্ণিক) = সাহিত্যিক, বেদ + ইক (ষ্ণিক) = বৈদিক, বিজ্ঞান + ইক (ষ্ণিক) = বৈজ্ঞানিক, সংবাদ + ইক (ষ্ণিক) = সাংবাদিক, ইতিহাস + ইক (ষ্ণিক) = ঐতিহাসিক, কায় + ইক (ষ্ণিক) = কায়িক, অর্থ + ইক (ষ্ণিক) = আর্থিক, অণু + ইক (ষ্ণিক) = আণবিক, ভূগোল + ইক (ষ্ণিক) = ভৌগোলিক, ইচ্ছা + ইক (ষ্ণিক) = ঐচ্ছিক, মনু + ইক (ষ্ণিক) = মানবিক, মনস্ + ইক (ষ্ণিক) = মানসিক, পারলৌকিক = পরলোক + ষ্ণিক > ইক, পাঞ্চভৌতিক = পঞ্চভূত + ষ্ণিক > ইক, নাগরিক = নগর + ইক, ঐকিক = এক + ইক, দার্শনিক = দর্শন + ইক, সাপ্তাহিক = সপ্তাহ + ইক, দ্বিবার্ষিক = দ্বিবর্ষ + ইক।

ii. **বিষয়ক অর্থে :** সমুদ্র + ইক (ষ্ণিক) = সামুদ্রিক, নগর + ইক (ষ্ণিক) = নাগরিক, ধর্ম + ইক (ষ্ণিক) = ধার্মিক, সমর + ইক (ষ্ণিক) = সামরিক, সমাজ + ইক (ষ্ণিক) = সামাজিক।

iii. **বিশেষণ গঠনে :** হেমন্ত + ষ্ণিক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ষ্ণিক = আকস্মিক, রবীন্দ্র + ইক (ষ্ণিক) = রাবীন্দ্রিক।

iv. **সময়, ব্যাপ্তি অর্থে :** সময় + ইক (ষ্ণিক) = সাময়িক, দিন + ইক (ষ্ণিক) = দৈনিক, বৎসর + ইক (ষ্ণিক) = বাৎসরিক, বর্ষ + ইক (ষ্ণিক) = বার্ষিক, মাস + ইক (ষ্ণিক) = মাসিক।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
হৈমন্ত	হেমন্ত + অ	শাক্ত	শক্তি + অ
স্মার্ত	স্মৃতি + অ	কৌরব	কুরু + অ
বৈধ	বিধি + অ	তৈল	তিল + অ
সৌহার্দ্য	সুহৃদ্ + অ (য)	যৌবন	যুবন + অ
সৌরভ	সুরভি + অ	শৌচ	শুচি + অ
গৌরব	গুরু + অ	জৈন	জিন + অ
নৈতিক	নীতি + ইক	দৈব	দেব + অ
সৌর	সূর্য + অ	যৌগিক	যোগ + ইক (ষ্ণিক)
সাহিত্য	সহিত + য	নাবিক	নৌ + ইক
বৈমানিক	বিমান + ইক	নাগরিক	নগর + ইক
মৌখিক	মুখ + ইক	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস + ইক
পারত্রিক	পরত্র + ইক	বাণিজ্যিক	বাণিজ্য + ইক
আভিধানিক	অভিধান + ইক	আকস্মিক	অকস্মাৎ + ইক (ষ্ণিক)
হৈমন্তিক	হেমন্ত + ইক	বৈদিক	বেদ + ইক (ষ্ণিক)
লজ্জিত	লজ্জা + ইত	পণ্ডিত	পণ্ডা + ইত
অগ্রিম	অগ্র + ইম	পশ্চিম	পশ্চাৎ + ইম
অন্তিম	অন্ত + ইম	কালিমা	কাল + ইমা (ইমন)
গ্রামীণ	গ্রাম + ঈন্	মানবীয়	মানব + ঈয়
পাথেয়	পথিন্ + এয়	পৈতৃক	পিতৃ + ইক
মাতৃক	মাতৃ + ক	মাতৃত্ব	মাতৃ + ত্ব
গ্রাম্যতা	গ্রাম্য + তা	চঞ্চলতা	চঞ্চল + তা

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
প্রতিযোগিতা	প্রতিযোগিন্ + তা	ন্যূনতা	ন্যূন + তা
স্বল্পতা	স্বল্প + তা	বাগ্মিতা	বাগ্মিন্ + তা
পাশ্চাত্য	পশ্চাৎ + য (ত্য)	একত্র	এক + ত্র
সতীত্ব	সতী + ত্ব	গুরুত্ব	গুরু + ত্ব
জ্যোতিষ্মান	জ্যোতিঃ + মতুপ	মতিমান	মতি + মান্ (মৎ)
ন্যায্য	ন্যায় + য	আদিত্য	অদিতি + য
তারুণ্য	তরুণ + য	প্রাচুর্য	প্রচুর + য
পৌরোহিত্য	পুরোহিত + য	প্রাচ্য	প্রাচ্ + য
আত্মসাৎ	আত্মন্ + সাৎ	ধূলিসাৎ	ধূলি + সাৎ
ভূমিসাৎ	ভূমি + সাৎ	গরীয়ান	গুরু + ঈয়স্
বলিষ্ঠ	বলবৎ + ইষ্ঠ	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্র + তমট
স্থৈর্য	স্থির + য	পার্বত্য	পর্বত + য
তন্মাত্র	তদ + মাত্র	ধোঁয়াটে	ধোঁয়া + টে
গ্রামিক	গ্রাম + ইক	বাদল্লা	বাদল + আ
বৈদ্য	বিদ্যা + অ	সার্বভৌম	সর্বভূমি + অ
সপ্তম	সপ্তন্ + ম	পানতা	পানি + তা
সৌজন্য	সুজন + য	বৈমাত্রেয়	বিমাতৃ + এয়
গোরু	গো + রু	বাগ্মী	বাচ্ + গ্মিন্
কঠিন্য	কঠিন + য	তারল্য	তরল + য
আলস্য	অলস + য	স্বামী	স্ব + আমিন্

CamScanner

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি) :

i. মালিক ও অধিবাসী অর্থে : বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা, দিল্লি + ওয়ালা = দিল্লিওয়ালা, বংশী + ওয়ালা = বংশীওয়ালা, কাবুলি + ওয়ালা = কাবুলিওয়ালা।

ii. বৃত্তি বা পেশা অর্থে : বৃত্তি বা পেশা অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : মাছ + ওয়ালা = মাছওয়ালা, দুধ + ওয়ালা = দুধওয়ালা, ফেরি + ওয়ালা = ফেরিওয়ালা।

২. ওয়ান > আন (হিন্দি) :

i. রক্ষক ও চালক অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠনে : গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান, দার (দ্বার) + ওয়ান = দারোয়ান, কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান।

৩. আনা > আনি (হিন্দি) : ভাব, অভ্যাস বা আচরণ অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : গরিব + আনা = গরিবানা, বাবু + আনা/আনি = বাবুয়ানা/বাবুআনা/আনি, মুরুব্বি + আনা = মুরুব্বিআনা/য়ানা, ঘর + আনা = ঘরানা, মুনশি + আনা = মুনশিয়ানা, বিবি + আনা = বিবিআনা, হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি, সাহেবি + আনা = সাহেবিআনা/য়ানা।

৪. সা (হিন্দি) : পানি + সা = পানসা > পানসে, এক + সা = একসা, কাল (কাল) + সা = কালসা > কালসে।

৫. বন্দি (বন্দ-ফারসি) : বন্দ বা গৃহীত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : জবান + বন্দি = জবানবন্দি, সারি + বন্দি = সারিবন্দি, নজর + বন্দি = নজরবন্দি, কোমর + বন্দ = কোমরবন্দ, নজর + বন্দি = নজরবন্দি, বাক্স + বন্দি = বাক্সবন্দি।

৬. গিরি (মূল প্রত্যয় ফারসি 'গরি' স্বরসঙ্গতিতে 'গিরি') : কর্ম বা হাবভাব অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : বাবু + গিরি = বাবুগিরি, সাধু + গিরি = সাধুগিরি, নেতা + গিরি = নেতাগিরি, কর্তা + গিরি = কর্তাগিরি, কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি, দাদা + গিরি = দাদাগিরি, লাট + গিরি = লাটগিরি, মুচি + গিরি = মুচিগিরি, মুটে + গিরি = মুটেগিরি।

৭. খোর-প্রত্যয় : আসক্ত অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর, হারাম + খোর = হারামখোর, আফিম + খোর = আফিমখোর, গুলি + খোর = গুলিখোর, চশম + খোর = চশমখোর, ঘুষ + খোর = ঘুষখোর, মদ + খোর = মদখোর, তামাক + খোর = তামাকখোর।

৮. দার (ফারসি) : অধিকারী বা বৃত্তি ও ধারক বা কর্তা অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : তাঁবে + দার = তাঁবেদার, খবর + দার = খবরদার, বুটি + দার = বুটিদার, দেনা + দার = দেনাদার, চৌকি + দার = চৌকিদার, পাহারা + দার = পাহারাদার, ছড়ি + দার = ছড়িদার, জোয়ার + দার = জোয়ারদার, চাকলা + দার = চাকলাদার, বাজন + দার = বাজনদার, ফৌজ + দার = ফৌজদার, নজর + দার = নজরদার, সমার + দার = সমান্দার, হাবিল + দার = হাবিলদার।

৯. স্তান (ফারসি) প্রত্যয় : বাসভূমি বা স্থান অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : আফগান + স্তান = আফগানিস্তান, হিন্দু + স্তান = হিন্দুস্তান, তুর্ক + স্তান = তুর্কিস্তান, বালুচ + স্তান = বেলুচিস্তান, পাক + স্তান = পাকিস্তান।

১০. পনা (হিন্দি) প্রত্যয় : গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা, বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা, ছেলে + পনা = ছেলেপনা, ছেনালি + পনা = ছেনালিপনা, সতী + পনা = সতীপনা, গুণ + পনা = গুণপনা, চিট + পনা = চিটপনা, বুড়া + পনা = বুড়াপনা।

১১. গর > কর (ফারসি) : গড়ে (তৈরি করা) বা করে অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : কারি + গর = কারিগর, বাজি + গর/কর = বাজিগর/কর, সওদা + গর = সওদাগর, জাদু + গর/কর = জাদুগর/কর।

১২. বাজ, বাজি (ফারসি) প্রত্যয় : দক্ষ ও অভ্যস্ত অর্থে বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : কলম + বাজ = কলমবাজ, ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ, ধোঁকা + বাজ/বাজি = ধোঁকাবাজ/বাজি, চাল + বাজ/বাজি = চালবাজ/বাজি, ফেরেব + বাজ = ফেরেববাজ, ফাঁকি + বাজ/বাজি = ফাঁকিবাজ/বাজি, চাঁদা + বাজ/বাজি = চাঁদাবাজ/বাজি, ফন্দি + বাজ = ফন্দিবাজ, গলা + বাজি = গলাবাজি (বিশেষ্য)।

১৩. বে (নেই)-প্রত্যয় : বে + ইমান = বেইমান, বে + পর্দা = বেপর্দা, বে + আইনি = বেআইনি, বে + কসুর = বেকসুর।

১৪. দান, দানি (ফারসি) প্রত্যয় : আধার অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : ফুল + দান/দানি = ফুলদান/দানি, কলম + দান/দানি = কলমদানি, আতর + দান/দানি = আতরদান/দানি, শ্যামা + দান/দানি = শ্যামাদান/দানি, নিমক + দান/দানি = নিমকদান/দানি, পা + দান/দানি = পাদান/দানি, ধুপ + দান/দানি = ধুপদান/দানি, পিক + দান = পিকদান।

১৫. নবিশ/নবিস-প্রত্যয় : অভিজ্ঞ বা প্রশিক্ষণার্থী অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : নকল + নবিশ = নকলনবিশ, হিসাব + নবিশ = হিসাবনবিশ, শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ, সেহা + নবিশ = সেহানবিশ, খাস + নবিশ = খাসনবিশ, মহলা + নবিশ = মহলানবিশ।

১৬. চা, চি, চে (তুর্কি ভাষার প্রত্যয়) : ক্ষুদ্র অর্থে প্রযুক্ত। যেমন : বাগ + চা = বাগিচা, ধুনা + চি = ধুনাচি > ধুনুচি, কলম + চি = কলমচি, মশাল + চি = মশালচি, তবল + চি = তবলচি, গালি + চা = গালিচা, খাজনা + চি = খাজাঞ্চি (কর্মী অর্থে), নল + চা = নলিচা, ডেক + চি = ডেকচি, চিলম + চি = চিলমচি, ধুপ + চি = ধুপচি।

১৭. খানা-প্রত্যয় : স্থান বা দোকান অর্থে বিশেষ্য শব্দ গঠন করে। যেমন : ছাপা + খানা = ছাপাখানা, চিড়িয়া + খানা = চিড়িয়াখানা, বৈঠক + খানা = বৈঠকখানা, শুঁড়ি + খানা = শুঁড়িখানা, দস্তর + খানা = দস্তরখানা, দপ্তর + খানা = দপ্তরখানা, পিল + খানা = পিলখানা, মুদি + খানা = মুদিখানা, কার + খানা = কারখানা, মুসাফির + খানা = মুসাফিরখানা, কসাই + খানা = কসাইখানা, গোসল + খানা = গোসলখানা।

১৮. তর (তরো) প্রত্যয় : প্রকার অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : এমন + তর/তরো = এমনতর/তরো, যেমন + তর/তরো = যেমনতর/ তরো, কেমন + তর/তরো = কেমনতর/তরো, গুরু + তর = গুরুতর, বহু + তর = বহুতর।

১৯. সই (সহি)-প্রত্যয় : যোগ্য, উপযুক্ত, প্রমাণ বা পরিমাণ ও মতো অর্থে বিশেষণ শব্দ গঠন করে। যেমন : মানান + সই/সহি = মানানসই/সহি, মাপ + সই = মাপসই, টেক + সই = টেকসই, জুত + সই = জুতসই, চলন + সই = চলনসই, লাগ + সই = লাগসই, প্রমাণ + সই/সহি = প্রমাণসই/সহি, পছন্দ + সই = পছন্দসই, ত + সই = তসই।

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
নজরানা	নজর + আনা	দারোগাগিরি	দারোগা + গিরি
দাতাগিরি	দাতা + গিরি	পাণ্ডাগিরি	পাণ্ডা + গিরি
কর্তাগিরি	কর্তা + গিরি	মাঝিগিরি	মাঝি + গিরি
মাস্তানগিরি	মাস্তান + গিরি	মুটেগিরি	মুটে + গিরি
বাবুগিরি	বাবু + গিরি	দারোয়ান	দ্বার + ওয়ান
পিলখানা	পিল + খানা	মুদিখানা	মুদি + খানা
শুঁড়িখানা	শুঁড়ি + খানা	ছাপাখানা	ছাপা + খানা
মুসাফিরখানা	মুসাফির + খানা	কসাইখানা	কসাই + খানা
দপ্তরখানা	দপ্তর + খানা	দস্তরখানা	দস্তর + খানা
বেশরম	বে + শরম	গালিচা	গালি + চা
চামচা	চাম + চা	বাবুর্চিখানা	বাবুর্চি + খানা
বাতিদান/দানি	বাতি + দান	মজাদার	মজা + দার
ফৌজদার	ফৌজ + দার	অংশীদার	অংশী + দার

মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়	মূল শব্দ	প্রকৃতি ও প্রত্যয়
জমিদার	জমি + দার	নীলচে	নীল + চে
সমঝদার	সমঝ + দার	জোয়ারদার	জোয়ার + দার
গিন্নিপনা	গিন্নি + পনা	খাসনবিশ	খাস + নবিশ
মহলানবিশ	মহলা + নবিশ	শিক্ষানবিশ	শিক্ষা + নবিশ
বোমাবাজ	বোমা + বাজ	ধাপ্পাবাজ	ধাপ্পা + বাজ
বেআইনি	বে + আইনি	লালচে	লাল + চে
বেকসুর	বে + কসুর	বেপর্দা	বে + পর্দা
ফেরিওয়ালা	ফেরি + ওয়ালা	পয়সাওয়ালা	পয়সা + ওয়ালা
কোনাচে	কোনা + চে	ডেকচি	ডেক + চি
কালচে	কাল + চে	পঙ্কজ	পঙ্ক + জ
আড্ডাবাজ	আড্ডা + বাজ	গলাবাজি	গলা + বাজি
মামলাবাজ	মামলা + বাজ	হিসাবনবিশ	হিসাব + নবিশ
পাতঞ্চি	পাতন + চি	চামচা	চাম + চা

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চলনসই' শব্দের 'সই'– [A : ২১-২২]
ক বাংলা কৃৎ প্রত্যয় খ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়
গ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় ঘ বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় উ: খ

০২. বিভক্তিহীন নামশব্দকে কী বলে? [D : ২১-২২]
ক প্রাতিপদিক খ প্রতিপাদিক
গ প্রত্যয়ন ঘ প্রাতিস্বিক উ: ক

০৩. কোনটি ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ? [B : ২১-২২, খ ০৪-০৫, ক-১৩-১৪]
ক মালিকা খ সেবিকা গ নায়িকা ঘ শ্যালিকা উ: ক

০৪. 'জয়' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়-[B : ২১-২২, খ ০৭-০৮; ইবি খ ০৯-১০]
ক জি + অল খ জ + অচ গ জ + অউ ঘ জি + উ উ: ক

০৫. 'বৈশিষ্ট্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [ক ১৯-২০]
ক সন্ধিযোগে খ সমাসযোগে
গ প্রত্যয়যোগে ঘ উপসর্গযোগে উ: গ

০৬. 'ঋত্বি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [ক ১৮-১৯]
ক √ঋত্ব্ + তি খ √ঋহ্ + তি গ √ঋৎ + তি ঘ √ঋহ্ + ধী উ: ক

০৭. বাংলা কৃদন্ত শব্দ কোনটি? [ক ১৭-১৮; জবি ঘ ১০-১১]
ক বহতা খ মৌন গ জ্যান্ত ঘ দাপট
Note : √বহ + তা = বহতা, √জী + অন্ত = জীয়ন্ত > জ্যান্ত (বাংলা কৃৎপ্রত্যয়যোগে গঠিত)।

০৮. 'বাক্য' এর প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [গ ১৭-১৮]
ক √বাক + ত খ √বচ্ + য গ √বাক্ + য ঘ √বাচ্ + য উ: খ

০৯. প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধ শব্দের দৃষ্টান্ত হলো– [খ ১৭-১৮]
ক পুরস্কার খ অর্ধরাত্র গ প্রতিদ্বন্দ্বীতা ঘ স্টেডিয়াম উ: গ

১০. 'উক্ত' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় হবে– [গ ৯১-৯২; জবি B ১৭-১৮]
ক বপ + ত = উক্ত খ উপ + ত = উক্ত
গ বচ্ + ত = উক্ত ঘ উপ + ত = উক্ত উ: গ

১১. শব্দ বা বাক্যের অংশকে আর কোনো বিশেষ বা ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় না, তাকে বলা হয়– [গ ৯২-৯৩]
ক প্রত্যয় খ বর্ণ গ প্রকৃতি ঘ কারক উ: গ

১২. 'বাঙাল' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো- [গ ৯২-৯৩]
ক বাং + আল খ বঙ্গ +আল গ বাংগা + আল ঘ বাংলা + আল উ: খ

১৩. 'জমানো' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো– [গ ৯৩-৯৪]
ক জম + আনো খ জমান + ও গ জমা + আনো ঘ কোনোটিই নয় উ: ক

১৪. 'দর্শনীয়' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো– [গ ৯৩-৯৪; জবি ক ০৯-১০]
ক দৃশ্য + অনীয় খ দৃশ্ + অনীয়
গ দৃশ + নীয় ঘ দৃষ্টি + নীয় উ: খ

১৫. 'কার্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [ক ৯৫-৯৬; রাবি ০৬-০৭]
ক কৃ + র্য খ কৃ + য (ঘ্যণ্) গ করা + য ঘ কৃ + য্য উ: খ

১৬. 'ব্যবসাদার' শব্দের 'দার' কোন প্রত্যয়? [খ ৯৭-৯৮]
ক বাংলা তদ্ধিত-তৎসম খ বাংলা তদ্ধিত-তদ্ভব
গ বিদেশি তদ্ধিত-ফারসি ঘ সংস্কৃত তদ্ধিত উ: গ

১৭. 'ভাস্বর' শব্দ গঠিত হয়েছে– [খ ৯৭-৯৮]
ক সন্ধি দ্বারা খ সমাস দ্বারা গ প্রত্যয় দ্বারা ঘ উপসর্গ দ্বারা উ: গ

১৮. 'দোলনা' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [ক ৯৮-৯৯]
ক সন্ধি দ্বারা খ সমাস দ্বারা গ প্রত্যয় দ্বারা ঘ অনুসর্গ দ্বারা উ: গ

১৯. 'উৎকর্ষতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন? [ঘ ০২-০৩; রাবি ০৬-০৭]
ক য-ত্ব বিধানজনিত খ প্রত্যয়জনিত গ উপসর্গজনিত ঘ সন্ধিজনিত উ: খ

২০. 'ভারসাম্যতা' শব্দটি অশুদ্ধ কেন? [ঘ ০৩-০৪]
ক প্রত্যয়জনিত কারণে খ উপসর্গজনিত কারণে
গ সন্ধিজনিত কারণে ঘ কারকজনিত কারণে উ: ক

২১. 'নিপাতনে সিদ্ধ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দ- [গ ০৩-০৪]
ক চৈত্র খ শৈব গ সৌর ঘ দৈব উ: গ

২২. কোনটি প্রত্যয়ান্ত শব্দ? [ঘ ১৭-১৮]
ক লামা খ জামা গ গামা ঘ হেমা উ: ঘ

২৩. 'বার্ষিক' কথাটি– [গ ০৫-০৬]
ক সাধিত শব্দ খ প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ গ মৌলিক শব্দ ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ উ: খ

২৪. বিদেশি প্রত্যয়যুক্ত শব্দ– [খ ০৫-০৬; রাবি E -১৩-১৪]
ক বাঁদরামি খ অংশীদার গ কর্তব্য ঘ বাছাই উ: খ

২৫. 'দ্রাঘিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [খ ০৬-০৭; ইবি শাপলা ১১-১২]
ক দৈর্ঘ্য + ইমন খ দীর্ঘ + ইমন গ দৈর্ঘ্য + মা ঘ দীর্ঘ + মা উ: গ

২৬. প্রত্যয়যোগে গঠিত– [গ ০৭-০৮]
ক পইপই খ হইচই গ টইটই ঘ লাগসই উ: খ

২৭. 'গ্রহণীয়' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো– [ক ০৭-০৮; রবি B-১৩-১৪]
ক গ্রহ + অনীয় খ গ্রহণ + ঈয় গ গ্রহ + অণীয় ঘ গ্র + অনীয় উ: গ

২৮. 'রক্ত' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হলো– [গ ০৯-১০; রবি গ ১৪-১৫]
ক রজ্ + ত খ রন + ত গ রক্ + ক্ত ঘ রনজ্ +ত উ: গ

২৯. কোনটি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দ? [ক ০৯-১০]
ক রাঁধুনী খ ঘরামি গ ধোলাই ঘ পানীয় উ: খ

৩০. 'আভাসিত' শব্দটির প্রত্যয়– [ক ১০-১১]
ক বাংলা কৃৎ খ সংস্কৃত কৃৎ গ বাংলা তদ্ধিত ঘ সংস্কৃত তদ্ধিত উ: খ

৩১. কোনটি ঠিক? [গ ১১-১২, খ ১৪-১৫]
ক √শুচ্ + ঘঞ্ = শোক খ √বন্দ + অনা = বন্দনা
গ √শম্ + তৃচ = শান্তি ঘ √ পঠ্ + ঘ্যণ = পঠিত উ: ক

৩২. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ– [গ ১১-১২]
ক অরবিন্দ খ তপস্বী গ দাপট ঘ আতরদান উ: গ

৩৩. প্রকৃতি-প্রত্যয় হিসাবে কোনটি শুদ্ধ? [ক ১১-১২; জাবি C ১৭-১৮; রবি গ ১১-১২]
ক অদিতি + অ = আদিত্য খ দয়া + বান = দয়াবান
গ কবি + য = কাব্য ঘ রূপ + অসী = রূপসী উ: গ

৩৪. 'সাহচর্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [ক ১২-১৩]
ক প্রত্যয়যোগে খ ধাতুযোগে গ সন্ধিযোগে ঘ সমাসযোগে উ: ক

৩৫. 'তাণ্ডব' শব্দটি কী দিয়ে গঠিত? [খ ১২-১৩]
ক প্রত্যয় খ সমাস গ সন্ধি ঘ উপসর্গ উ: ক

৩৬. 'দুঃখ + ইত = দুঃখিত' কোন প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ? [গ ১৬-১৭]
ক বাংলা কৃৎ প্রত্যয় খ সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
গ বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় ঘ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় উ: ঘ

৩৭. 'জাগরূক' শব্দটি ধাতু ও প্রত্যয়যোগে সৃষ্ট হয়েছে এভাবে– [খ-১৩-১৪]
ক জাগ + রূক খ জাগৃ + উক
গ জাগ্র + উক ঘ জাগর + উক উ: ঘ

৩৮. 'ইক' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়– [ক-১৫-১৬]
ক অন্য পদকে বিশেষ্য করার জন্য খ বিশেষ্যকে বিশেষণ করার জন্য
গ বিশেষণকে ক্রিয়াবিশেষণ করার জন্য ঘ বিশেষণকে বিশেষ্য করার জন্য উ: খ

৩৯. 'ঐকতান' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [গ ১৬-১৭]
ক একতান + অ খ ঐক্য + তান
গ একতান + জ ঘ একতা + ইন উ: ক

৪০. 'বাবুর্চি' শব্দের 'চি' প্রত্যয়টি– [গ ৯৮-৯৯]
ক ফারসি খ আরবি গ সংস্কৃত ঘ তুর্কি উ: খ

৪১. 'ধার্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [গ ৯৮-৯৯]
ক ধৃ + য্য খ ধৃ + য গ ধা + র্য ঘ ধার + য উ: খ

৪২. শব্দমূল বা নাম শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে–[গ ৯২-৯৩]
ক কৃৎ প্রত্যয় খ উপসর্গ গ তদ্ধিত প্রত্যয় ঘ অনুসর্গ উ: গ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'স্মরণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক √স্ম + অরন খ √স্মৃ + অন গ √স্মর + ণ ঘ √স্মৃ + রণ উ: খ

০২. 'দীক্ষা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [ঘ ১৭-১৮]
ক দীখ্ + অ খ দীক্ষ্ + অ + আ
গ দিক্ষ্ + আ ঘ দী + ক্ষা উ: খ

০৩. কোনটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ? [চ ১৬-১৭]
ক অনাদর খ অরুণোদয় গ বিবিয়ানা ঘ শিক্ষকগণ উ: গ

০৪. 'বধ' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [ক ০৫-০৬]
ক বধ + অল খ হন্ + অল গ বধ + অল ঘ হন + ত উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৫. কোনটি কৃদন্ত শব্দ? [খ ০৬-০৭]
(ক) লিখিত (খ) মুখর (গ) ফুলেল (ঘ) হাতল উ: (ক)

০৬. প্রত্যয়জাত শব্দ– [ক ০৭-০৮]
(ক) অগ্রিম (খ) অভাব (গ) অতীশ (ঘ) অনুতাপ উ: (ক)

০৭. কৃৎ প্রত্যয়জাত শব্দ– [ঘ ০৮-০৯]
(ক) খাজাঞ্চি (খ) নারকীয় (গ) নবীন (ঘ) নেত্র উ: (ঘ)

০৮. প্রত্যয়ান্ত শব্দ– [গ ০৮-০৯]
(ক) ক্ষুধার্ত (খ) উচ্ছেদ (গ) স্থায়ী (ঘ) ব্যবস্থা উ: (গ)

০৯. প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ– [ক ০৮-০৯]
(ক) আগাম (খ) মেছো (গ) কলা (ঘ) অচিন উ: (খ)

১০. 'শারদীয়' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [ঘ ০৯-১০; হাদাবিপ্রবি G ১৫-১৬]
(ক) শার + দীয় (খ) শরৎ + ইয় (গ) শারদ + ঈয় (ঘ) শরৎ + ঈয় উ: (ঘ)

১১. বিদেশি প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ– [গ ০৯-১০]
(ক) জুয়াড়ি (খ) তবলচি (গ) দুর্গম (ঘ) জেঠতুত উ: (খ)

১২. প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধ শব্দ – [খ ০৯-১০]
(ক) তদ্দর্শনে (খ) আবশ্যকীয় (গ) নির্দোষিতা (ঘ) অধীন উ: (গ)

১৩. কোনটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়? [ঘ ১০-১১]
(ক) সাজন (খ) ভাসুর (গ) শারদ (ঘ) ধলো উ: (গ)

১৪. কোনটি 'শিক্ষক' শব্দের শুদ্ধ বিশ্লিষ্ট রূপ? [খ ১১-১২]
(ক) √শিক্ষ্ + ক (খ) √শিক্ষ্ + অক (গ) √শিক্ষ + নক্ (ঘ) √শিক্ষ + অনক উ: (খ)

১৫. 'সৌভাগ্য' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [ক-১৫-১৬]
(ক) সুভগ + ষ্ণ্য (খ) সৌভগ + ষ্ণ (গ) সৌভগ + ষ্ণ্য (ঘ) সুভগ + ষ্ণ উ: (ক)

১৬. 'ফুলদানি' শব্দের 'দানি' এর ভাষিক নাম কী? [খ-১৫-১৬]
(ক) শব্দপ্রত্যয় (খ) শব্দ (গ) শব্দধাতু (ঘ) শব্দবিভক্তি উ: (ক)

১৭. 'দুগ্ধ' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [খ ১৬-১৭]
(ক) √দুক্ + হ (খ) √দুক্ + ধ (গ) √দুহ্ + ক্ত (ঘ) √দুহ্ + ধ উ: (গ)

১৮. 'বান্ধব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [খ ১৬-১৭; জাবি C ১৭-১৮]
(ক) বন্ধ + অ (খ) বন্ধ + ষ্ণ (গ) বন্ধু + অ (ঘ) বন্ধু + ব্য উ: (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বৈশিষ্ট্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [B : ২৩-২৪]
(ক) উপসর্গযোগে (খ) সমাসযোগে (গ) সন্ধিযোগে (ঘ) প্রত্যয়যোগে উ: (ঘ)

০২. 'কাব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো– [B : ২৩-২৪]
(ক) কাব + য (খ) কবি + ব (গ) কাব + হ (ঘ) কবি + য উ: (ঘ)

০৩. নিচের কোন শব্দটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ? [E : ২৩-২৪]
(ক) নীলিমা (খ) নবীন (গ) দয়াবান (ঘ) সার্বভৌম
Note : নীল + ইমন্ = নীলিমা, নব + নীন = নবীন, দয়া + বতুপ্ = দয়াবান, সর্বভূমি + ষ্ণ = সার্বভৌম– সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত। [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : নবম-দশম (পুরাতন)]

০৪. নিচের কোনটি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ? [B ২২-২৩]
(ক) দম্পতি (খ) নারী (গ) ট্যাঁড়শ (ঘ) পড়ুয়া উ: (ঘ)

০৫. নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) সৌর (খ) শৈব (গ) চৈত্র (ঘ) দৈব উ: (ক)

০৬. '√কৃ + অক/ণক' এই প্রকৃতি ও প্রত্যয়টির মূল শব্দ নিচের কোনটি? [B : ২১-২২]
(ক) কারণ (খ) কারক (গ) কৌণিক (ঘ) কোন উ: (খ)

০৭. 'বার্ষিক' কথাটি– [B : ২১-২২]
(ক) মৌলিক শব্দ (খ) সমাসবদ্ধ শব্দ (গ) সাধিত শব্দ (ঘ) প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ উ: (ঘ)

০৮. 'জনতা' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে? [B : ২১-২২, ঢাবি ক ১১-১২]
(ক) প্রত্যয়যোগে (খ) বচনের সাহায্যে (গ) সন্ধিযোগে (ঘ) উপসর্গযোগে উ: (ক)

০৯. 'সৌজন্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B : ২১-২২, রাবি ০৮-০৯]
(ক) সু + জন (খ) সৌজন + অ (গ) সুজন + য (ঘ) সুজন + অন্য উ: (গ)

১০. 'শ্রব্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় করো– [I ১৯-২০]
(ক) শ্রু + ব (খ) শ্র + য (গ) শ্রু + য (ঘ) শ্র + ব উ: (গ)

১১. 'বাঙালি' শব্দটির শেষে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে? [C-I ১৯-২০]
(ক) ই (খ) ঈ (গ) অলি (ঘ) আলি উ: (ঘ)

১২. 'মুক্তি' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C-I ১৯-২০]
(ক) √মুচ্ + ক্তি (খ) √মুচ + ক্তি (গ) √মুচ + তি (ঘ) মুচো + ক্তি উ: (ক)

১৩. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ? [C ১৯-২০; জবি ঘ ০৫-০৬]
(ক) উড়ালি (খ) নেতা (গ) মিত্তক (ঘ) পাঠক উ: (ঘ)

১৪. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ? [C ১৯-২০]
(ক) লিখিত (খ) পশ্চিম (গ) উড়ন্ত (ঘ) গমন উ: (খ)

১৫. প্রত্যয় যুক্ত হয় নিম্নের কোনটির সঙ্গে? [B ১৮-১৯]
(ক) ধাতু (খ) শব্দ (গ) বাক্যাংশ (ঘ) কর্মপদ
Note : শব্দ বা ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।

১৬. 'জলময়' এর প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) জলজ + ময় (খ) জল + য (গ) জল + ময়ট্ (ঘ) জলা + ময় উ: (গ)

১৭. 'শ্রেষ্ঠ' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) শ্র + ইষ্ঠ (খ) শ্রেয় + ঈ (গ) শ্রেয়স্ + ইষ্ঠ (ঘ) শ্রেয়স্ + ঈষ্ঠ উ: (ক)

১৮. 'শ্রদ্ধাবান' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) শ্রদ্ধা + বন (খ) শ্রদ্ধা + বতুপ (গ) শ্রদ্ধা + বাণ (ঘ) শ্রদ্ধ + বান উ: (খ)

১৯. 'উচিত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৭-১৮]
(ক) √বচ + ইত (খ) √উচ + ত (গ) √উচ্ + ইত (ঘ) উচ্ + চিত উ: (খ)

২০. 'হৈমন্তিক' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [জ ১১-১২]
(ক) হেমন্ত + ষ্ণিক/ইক (খ) হৈমন্ত + ষ্ণিক
(গ) হেম + ষ্ণিক (ঘ) হৈম + ষ্ণিক উ: (ক)

২১. 'রাঁধুনি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [জ ১১-১২]
(ক) রাঁধ + আনি (খ) রাঁধ + উনি (গ) রঁধন + নি (ঘ) রাধ + নি উ: (খ)

২২. 'জ্বলন্ত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [গ, সেট৮ : ১১-১২]
(ক) √জ্বল + অন্ত (খ) √জ্বলন + অ (গ) √জ্বলন + ত (ঘ) √জল + অন্ত উ: (ক)

২৩. 'মেধাবী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [গ ১১-১২;ইবি ১১-১২]
(ক) মেধা + বী (খ) মেধা + বিন (গ) মেধ্ + আবী (ঘ) মেধা + বি উ: (খ)

২৪. 'ঝলকানি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [গ, সেট৬ : ১১-১২]
(ক) √ঝলকা + আনি (খ) √ঝলক + আনি (গ) √ঝলকা + নি (ঘ) √ঝল + কানি উ: (খ)

২৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ী 'ভূষণ' শব্দের গঠন প্রক্রিয়া কোনটি? [F ১৪-১৫]
(ক) √ভৌ + অন (খ) √ভূষ + অন (গ) √ভূ + অন (ঘ) √ভব + অন উ: (খ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পানসে' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [A : ২১-২২]
(ক) পানি + স (খ) পানি + সে (গ) পান + সি (ঘ) পানসি + ই
Note : পানি + সা = পানসা > পানসে (বিদেশি প্রত্যয়যোগে গঠিত।)

০২. 'প্রেম' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [A : ২১-২২, বশেমুরবিপ্রবি F ১৭-১৮]
(ক) প্রে + ম (খ) প্রিয় + এম (গ) প্রিয় + ইমন (ঘ) প্রেম + অ + ব উ: (গ)

০৩. 'কৃষ্টি' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [A : ২১-২২]
(ক) কৃষ্ + টি (খ) কৃষ্ + তি (গ) কৃ + ইষ্টি (ঘ) কৃষ্ + ইষ্টি উ: (খ)
Note : √কৃষ্ + তি = কৃষ্টি (সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ)

০৪. 'উক্তি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়–[A : ২১-২২, GST A : ২১-২২, ঢাবি খ ৯৭-৯৮; ইবি B ১৭-১৮]
(ক) উক্ + তি (খ) বচ্ + তিন (গ) বচ্ + তি (ঘ) উদ্ + তি
Note : √বচ্ + তি (ক্তি) = উক্তি (সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় সাধিত)। এরকম : √মুচ্ + তি (ক্তি) = মুক্তি, √ভজ্ + তি (ক্তি) = ভক্তি।

০৫. 'পার্থিব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৯-২০]
(ক) পার্থি + ব (খ) পৃথি + ব (গ) পৃথিবী + থ (ঘ) পৃথিবী + ষ্ণ উ: (ঘ)

০৬. 'বাড়ী + ওয়ালা = বাড়ীওয়ালা' শব্দটি– [B ১৮-১৯]
(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় (খ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
(গ) তৎসম তদ্ধিত প্রত্যয় (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (খ)

০৭. 'প্রাচুর্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [A ১৮-১৯]
(ক) প্রা + চুর্য (খ) প্রচুর + য (গ) প্রাচুর + য্য (ঘ) প্রচুর + য্য উ: (খ)

০৮. 'সৈনিক' শব্দের প্রকৃতি নির্ণয় কর। [A ১৭-১৮]
(ক) সেনা + ষ্ণিক (খ) সৈন্য + ইক (গ) সেনা + ইক (ঘ) সৈন্য + ষ্ণিক উ: (গ)

০৯. 'কৌশিক' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [D ১৭-১৮]
(ক) কৌ + শিক (খ) কুশিক + অ (গ) কুশ + ঈক (ঘ) কৌ + শীক উ: (খ)

১০. 'পানীয়' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [E ১৭-১৮]
(ক) পানি + ইয় (খ) পান + ইয় (গ) পা + অনীয় (ঘ) পা + নীয় উ: (গ)

১১. 'সত্য' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [E ১৭-১৮; কুবি B 13-14]
(ক) সতি + অ (খ) সতি + য (গ) সৎ + অ (ঘ) সৎ + য উ: (ঘ)

CamScanner

১২. 'কাঁদ + অন' কোন প্রত্যয়? [E ১৭-১৮; ইবি B] ১৬-১৭]
ক) সংস্কৃত তদ্ধিত খ) সংস্কৃত কৃৎ গ) বাংলা তদ্ধিত ঘ) বাংলা কৃৎ উ: (ঘ)

১৩. কোনটি কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ? [A ১৭-১৮]
ক) রাখাল খ) ছেলে গ) ঢাকাই ঘ) পড়ন্ত
Note: √রাখ + আল = রাখাল, √পড় + অন্ত = পড়ন্ত – বাংলা কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ।

১৪. নাম শব্দের পরে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে ধাতু গঠিত হয় : [০৩-০৪]
ক) যৌগিক ধাতু খ) সাধিত ধাতু গ) নাম ধাতু ঘ) মৌলিক ধাতু উ: (গ)

১৫. কোন শব্দে ধাতু প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে? [০৩-০৪]
ক) টপ খ) সেলামী গ) পালাস ঘ) পাঠক উ: (গ)

১৬. 'শয়ন' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর- [০৪-০৫]
ক) শী + অনট্/অন খ) শো + অন গ) শ + অন ঘ) শয় + অন উ: (ক)

১৭. 'বিকৃত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর- [০৪-০৫]
ক) বিকৃ + ইত খ) বিকার + ইত গ) বি + কৃত ঘ) বি + √কৃ + ত উ: (ঘ)

১৮. 'চালক' শব্দের প্রত্যয়- [০৫-০৬]
ক) চাল + ইক খ) চালি + অক গ) চাল + অক ঘ) চালক + ইক উ: (খ)
Note: 'চালক' শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় 'চালি + অক' এবং '√চল্ + ণিচ্ + অক' দুটিই গ্রহণযোগ্য।

১৯. 'ধাতু'র আরেক নাম- [০৫-০৬]
ক) সিদ্ধ ধাতু খ) ক্রিয়া প্রকৃতি গ) মৌলিক ধাতু ঘ) ক্রিয়া উ: (খ)

২০. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ? [০৫-০৬]
ক) হাত + ল = হাতল খ) চল্ + অন্ত = চলন্ত
গ) জম + আ = জমা ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

২১. নিচের কোনটি কৃৎ প্রত্যয়? [০৬-০৭]
ক) বচ + তব্য খ) তিল + অ গ) সর্প + ইল ঘ) মেধা + বীন উ: (ক)

২২. 'মুক্ত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [ক ১১-১২; ইবি গ ১১-১২]
ক) মু + ক্ত খ) মুক + ত গ) মুহ্ + ক্ত ঘ) মুচ্ + ক্ত/ত উ: (ঘ)

২৩. 'মেঠো' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় কী? [খ ০৭-০৮]
ক) মাঠ + ইয়া খ) মাঠ + উয়া
গ) মেঠ + ও ঘ) মেঠ + উয়া উ: (খ)

২৪. 'লালিমা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [খ ০৭-০৮]
ক) লাল + ইমা খ) লাল + ইমন গ) লালি + অম ঘ) লালিম + আ উ: (খ)

২৫. 'শৈব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [খ ০৭-০৮]
ক) শৃ + অব খ) শী + অব গ) শিব + অ ঘ) শৈ + অব উ: (গ)

২৬. 'নীতি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [খ ০৭-০৮]
ক) নীত + ই খ) নী + তি গ) নৃ + ইতি ঘ) নৃ + ঈতি উ: (খ)

২৭. 'করণীয়' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় [খ ০৭-০৮]
ক) কর + নীয় খ) কৃ + অনীয় গ) করণ + ঈষ ঘ) কী + অনীয় উ: (খ)

২৮. 'বাদী' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়- [খ ০৭-০৮]
ক) বাদ + ঈ খ) বাদ + ই গ) বদ্ + ইন ঘ) বা + আদি উ: (গ)

২৯. 'স্মরণীয়' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর- [০৮-০৯]
ক) স্মৃ + অনীয় খ) স্মরঃ + নীয় গ) স্ব + অরনীয় ঘ) স্মর + অনীয় উ: (ক)

৩০. কোনটি কৃৎ প্রত্যয়জাত শব্দ? [০৯-১০]।
ক) নয়ন খ) মেটে গ) নিতাই ঘ) চড়াই উ: (ক)

৩১. কোনটি শুদ্ধ প্রকৃতি ও প্রত্যয়? [০৯-১০]
ক) কার + তব্য খ) কর + তব্য গ) কর্ + তব্য ঘ) কৃ + তব্য উ: (ঘ)

৩২. প্রত্যয়সাধিত শব্দ কোনটি? [০৯-১০]।
ক) সুশ্রী খ) সকল গ) জেলে ঘ) মহাত্মা উ: (গ)

৩৩. যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে কী বলে? [০৯-১০]
ক) বিভক্তি খ) কর্তা গ) কর্ম ঘ) প্রত্যয় উ: (ঘ)

৩৪. 'নেওয়া' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [ঙ ১০-১১]
ক) নেও + য়া খ) নেও + আ গ) নী + আ ঘ) নে + ওয়া উ: (গ)

৩৫. 'গৌরব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [E ১৬-১৭ A-৪, সেট ৩, A ১২-১৩]
ক) গুরু + অব খ) গুরু + ষ্ণ/অ গ) গৌর + ব ঘ) গৌ + রব উ: (খ)

৩৬. 'সাংবাদিক' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [D -১৩-১৪]
ক) সংবাদ + ষ্ণিক খ) সংবাদ + ষ্ণীক
গ) সংবাদ + ঈক ঘ) সম + বাদিক উ: (ক)

৩৭. সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় কোনটি? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ক) তাহর্য খ) মন্ত্রণা গ) সৃষ্টি ঘ) কার্য উ: (ক)

৩৮. 'মনুষ্য' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [D, অবাণিজ্য, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) মানব + ষ্য খ) মানব + ইষ্য গ) মনুষ + ষ্য ঘ) মনু + ষ্য উ: (ঘ)

৩৯. শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক) বাক্যে অলঙ্কার খ) ভাষা সংশোধন
গ) শব্দের মিলন ঘ) নতুন শব্দ গঠন উ: (ঘ)

৪০. 'দর্শন' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [A-১৫-১৬]
ক) দৃশ + অন খ) দর্শ + অন গ) দর্শ + ন ঘ) দর + শন উ: (ক)

৪১. কৃৎ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক) বাগ্মী খ) রচনা গ) মহিমা ঘ) মেছো উ: (খ)

৪২. কোন শব্দে প্রত্যয় 'উপজীবিকা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [B ১৬-১৭]
ক) গেঁয়ো খ) টেকো গ) গেছো ঘ) মেছো উ: (ঘ)

৪৩. বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থে ই-প্রত্যয়ের ব্যবহার কোনটিতে হয়েছে? [D ১৬-১৭]
ক) উমেদার-উমেদারি খ) চাষ-চাষি
গ) দোকান-দোকানি ঘ) সরকার-সরকারি উ: (গ)

৪৪. 'প্রতিযোগিতা' শব্দটিতে প্রত্যয় রয়েছে- [E ১৬-১৭]
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) কোনোটিই নয় উ: (গ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ? [D1 : ২৩-২৪;G-16-17,ইবি-খ-০৯-১০]
ক) বাবু + আনা = বাবুআনা খ) পঠ্ + অ = পাঠ
গ) ধন + ঈ = ধনী ঘ) হাত + অল = হাতল উ: (ক)

০২. 'সাহিত্য' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [B : ২৩-২৪;B-17-18]
ক) সাহি + ত্য খ) সহিত + য গ) সাহিত + ইত ঘ) সাহিত্য + য উ: (খ)

০৩. 'বুদ্ধি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [D সেট-৩; ২২-২৩]
ক) বুধ্ + ধি খ) বুধ্ + তি গ) বুধ্ + ই ঘ) বুদ্ + দি উ: (খ)

০৪. 'নেত্র' এর সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [D : ২১-২২]
ক) নেত+র খ) নিত+র গ) নী+ত্র ঘ) নি+ত্র উ: (গ)
Note: √নী + ত্র = নেত্র (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত)।

০৫. 'ইতরামি' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [B1 : ২১-২২]
ক) ইত + রামি খ) ইত + আমি গ) ইতর + আমি ঘ) ইতর + য়ামি উ: (গ)

০৬. প্রত্যয়ের কাজ কী? [B ১৯-২০; A ১৮-১৯]
ক) বাক্যস্থিত শব্দে অন্বয় স্থাপন খ) নতুন শব্দ গঠন
গ) সমস্যমান পদ নির্ণয় ঘ) উচ্চারণ শ্রুতিমধুর করা উ: (খ)

০৭. কোনটি কৃৎপ্রত্যয়? [A ১৮-১৯]
ক) মিঠা + আই = মিঠাই খ) রেশম + ঈ = রেশমী
গ) চল্ + অন্ত = চলন্ত ঘ) লাঠি + আল = লাঠিয়াল উ: (গ)

০৮. তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ কোনটি? [D ১৭-১৮; ঘ-১৩-১৪]
ক) ঘরোয়া, দৈনিক খ) জ্বলন্ত, নিভন্ত গ) চলন, গমন ঘ) নাচন, পড়ন্ত উ: (ক)

০৯. 'রান্না' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি ঠিক? [গ ০৪-০৫]
ক) রান্ + না খ) রাঁধ + না গ) রান্ন + আ ঘ) রাধ + না উ: (খ)

১০. 'কুলীন' শব্দের 'প্রকৃতি ও প্রত্যয়' কোনটি? [ক ০৪-০৫]
ক) কুলা + ইন খ) কুল + ঈন গ) কুলা + নীন ঘ) কুলি + ইন উ: (খ)

১১. 'জ্যান্ত' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [০৬-০৭]
ক) জী + অন্ত খ) জ্যান + ত গ) জ + এ্যান্ত ঘ) জান্ + তঃ উ: (ক)

১২. 'সাংবাদিক' কোন ধরনের শব্দ? [ঘ ১০-১১]
ক) প্রত্যয়ান্ত খ) উপসর্গযুক্ত গ) মৌলিক ঘ) বিভক্তিযুক্ত উ: (ক)

১৩. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোন্‌টি? [ছ ১১-১২]
ক) মাছ + ও খ) মেছ + ঔ গ) মাছি + উয়া > ও ঘ) মাছ + উয়া > ও উ: (ঘ)

১৪. 'সাহিত্য' শব্দটির উৎপত্তিগত রূপ- [ঙ ১১-১২]
ক) সাহাত খ) সহিত গ) সহত ঘ) সাহিতি উ: (খ)

১৫. নিচের কোনটি কৃদন্ত শব্দ? [সি১, ১১-১২]
ক) চলন খ) পাগলামি গ) লোমশ ঘ) বন্য উ: (ক)

১৬. 'রাখাল' কোন প্রত্যয়? [D 12-13]
ক) কৃৎ খ) তদ্ধিত গ) প্রত্যয়সাধিত নয় ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ক)

১৭. 'মানব' শব্দটি কোন প্রত্যয়? [E -১৩-১৪; ইবি B ১৭-১৮]
ক) বাংলা কৃৎ খ) বাংলা তদ্ধিত গ) সংস্কৃত কৃৎ
ঘ) সংস্কৃত তদ্ধিত ঙ) বিদেশি উ: (ঘ)

১৮. যে ধাতুকে প্রকৃতি-প্রত্যয় ভেদে বিশ্লেষণ করা যায় না তাকে বলে- [E ১৩-১৪]
ক) মৌলিক ধাতু খ) নাম ধাতু গ) সাধিত ধাতু ঘ) সমধাতুজ কর্ম **উ: ক**

১৯. মধুর + ইমা = 'মধুরিমা' এর প্রত্যয়ের নাম কী? [F ১৩-১৪]
ক) কৃৎ প্রত্যয় খ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয় গ) তদ্ধিত প্রত্যয় ঘ) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় **উ: গ**

২০. কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত? [C, শেট ক : ১৪-১৫]
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) আলোচক ঘ) চৌকোণিক **উ: ঘ**

২১. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়? [C ১৫-১৬; D ১৬-১৭]
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) পাঠক **উ: খ**

২২. কৃৎ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দের কোন জায়গায় বসে? [E ১৫-১৬]
ক) প্রথমে খ) মধ্যে গ) শেষে ঘ) প্রথমে ও মধ্যে **উ: গ**

২৩. '[illegible]' কোন ধরনের শব্দ? [D ১৬-১৭]
ক) [illegible] খ) উপসর্গযুক্ত গ) সমাসবদ্ধ ঘ) যৌগিক **উ: ক**

২৪. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে গঠিত? [D ১৬-১৭]
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) [illegible] **উ: খ**

২৫. 'ইন্দ্র + ইক = ঐন্দ্রিক' কোন প্রত্যয়? [১ ০৯-১০]
ক) কৃৎ খ) তদ্ধিত গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু ঙ) কোনোটিই নয় **উ: খ**

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মনু + ষ্ণ-এর মূলরূপ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) মানব খ) মানুষ গ) মনুষ্য ঘ) মনস্য **উ: ক**

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রাতিপদিকের যথার্থ প্রতিশব্দ নিচের কোনটি? [B ১৯-২০]
ক) প্রকৃতি খ) নাম শব্দ গ) নাম প্রকৃতি ঘ) ক্রিয়া প্রকৃতি **উ: গ**

০২. 'চৈত্র' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C ১৯-২০]
ক) চৈ + ত্র খ) চৈত্র + অ গ) চিত্রা + অ ঘ) চিত্রা + ষ্ণ **উ: ঘ**

০৩. 'শ্রবণ' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১১-১২; ইবি গ ০৯-১০]
ক) √শ্রু + অনট্ খ) √শ্রু + অন গ) √শ্রব + অনট্ ঘ) √শ্রব + অন

Note: √শ্রু + অনট্ = শ্রবণ/ √শ্রু + অন = শ্রবণ – দুটোই ঠিক।

০৪. 'ব্যয়' এর মূল পরিবর্তিত হলে প্রকৃতিতে কী হয়? [L ১৬-১৭]
ক) ই খ) গুণ গ) বৃদ্ধি ঘ) সম্প্রসারণ **উ: খ**

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. শব্দের অন্ত্য বর্ণের পূর্ব বর্ণকে কী বলে? [C ১৯-২০]
ক) প্রতিপাদক খ) ক্রিয়ন্ত পদ গ) উপধা ঘ) প্রকৃতি **উ: গ**

০২. নিচের কোনটি কৃৎপ্রত্যয়জাত শব্দ? [A ১৭-১৮]
ক) শৈত্য খ) রূপালি গ) সাঁতারু ঘ) ভাবুক **উ: ঘ**

০৩. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা গঠিত শব্দ কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক) মানিক খ) তপস্বী গ) দাপট ঘ) আতরদানি **উ: গ**

০৪. 'দোলনা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [B ১৭-১৮]
ক) দুল্ + না খ) দোল্ + না গ) দোল্ + অনা ঘ) দোলনা + আ

Note: √দুল্ + অন = দুলনা > দোলনা।

০৫. কোনটি প্রত্যয়ঘটিত শব্দ? [B ১৭-১৮]
ক) দুর্নীতি খ) নবীন গ) কোণঠাসা ঘ) কিশোরী **উ: খ**

০৬. কোনগুলো কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
ক) দুল্ + অন, মাস + ইক খ) ঝুল্ + অন, ঢাক্ + অন
গ) দুল্ + অন, অংশী + দার ঘ) ঝুল্ + অন, দাঁত + আল **উ: খ**

০৭. 'ষ্ণ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মূল স্বরের কী হয়? [B ১৭-১৮; ইবি C ১৫-১৬]
ক) বৃদ্ধি খ) গুণ গ) ইক ঘ) আগম **উ: ক**

০৮. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ? [B -১৩-১৪]
ক) গড়া খ) ফোটা গ) হাসি ঘ) দৈনিক **উ: ঘ**

০৯. 'নায়ক' শব্দটির গঠনরূপ কোনটি? [A-১৫-১৬]
ক) না + অক– তদ্ধিত প্রত্যয় খ) √নৈ + ণক > অক– সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
গ) √নী + ণক > অক– সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় ঘ) নী + অক– কৃৎ প্রত্যয় **উ: গ**

১০. কোনটি কৃৎ-প্রত্যয়জাত শব্দ? [A ১৬-১৭]
ক) শারীরিক খ) ভোজনীয় গ) জটিল ঘ) পৈতৃক **উ: খ**

১১. নিচের কোনটি প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ? [B ১৬-১৭]
ক) অনুকূল খ) আজীবন গ) চলন্ত ঘ) মানব

Note: √চল্ + অন্ত = চলন্ত – বাংলা কৃৎপ্রত্যয় সাধিত এবং মনু + ষ (ষ্ণ) = মানব – সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ।

১২. 'অলি' কোন প্রত্যয়? [B ১৬-১৭]
ক) কৃৎ খ) তদ্ধিত গ) বিদেশি ঘ) হিন্দি **উ: ক**

১৩. 'ভবলাটি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [A ১৭-১৮]
ক) তবলা + চি খ) তবল + চি গ) তব + লচি ঘ) তবলাচ + ই **উ: ক**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বাংলা ভাষায় 'ত্ব' যে ধরনের ব্যাকরণিক উপাদান– [C ১৮-১৯; ঢাবি খ ১৭-১৮]
ক) উপসর্গ খ) ফলা গ) প্রত্যয় ঘ) বিশেষণ **উ: গ**

০২. কোনটি 'তা' প্রত্যয়ের অশুদ্ধ প্রয়োগ? [A1 ১৭-১৮]
ক) আলসাতা খ) স্বত্বতা গ) সুন্দরতা ঘ) ক ও খ **উ: ঘ**

০৩. 'দোষী' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক) √দুষ্ + ইন খ) √দুষ + ঈন গ) √দুষ + ইণ ঘ) √দুস + ইন **উ: ক**

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সৃষ্টি' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [B ১৯-২০; ঢাবি E ১৬-১৭]
ক) √সৃশ্ + তি খ) √সৃজ্ + টি গ) √সৃজ্ + তি ঘ) √সৃশ + টি **উ: গ**

০২. 'বিদিত' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়? [B ১৯-২০]
ক) √বিদ্ + ত খ) √বিদি + অ গ) √বিদ্ + তা ঘ) √বিদা + ত **উ: ক**

০৩. 'বুদ্ধি' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৮-১৯; ঢাবি ক-১৩-১৪]
ক) √বুধ্ + তি খ) √বুদ্ + ধি গ) √বুধ + দি ঘ) √বুধ + ই **উ: ক**

০৪. 'সৎ' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক) অস্ + শতৃ খ) দ্রু + ত গ) আস্ + শতৃ ঘ) স + শতৃ **উ: ক**

০৫. 'গ্রাম্যতা' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [গ ০৯-১০]
ক) গৃহ + তা খ) গৃ + তা গ) গ্রাম্য + তা ঘ) গ্রাম + তা **উ: গ**

০৬. 'মাতা' শব্দের শুদ্ধ প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [গ ১০-১১; কুবি ক ১৬-১৭]
ক) মা + তৃচ/অ খ) মা + তা গ) মাতা + তা ঘ) মাতৃ + তৃচ **উ: ক**

০৭. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ? [ক ১০-১১]
ক) সূর্য + ষ্ণ/অ খ) গৈ + ক্তি গ) সিচ্ + ক্ত ঘ) কৃ + তা **উ: ক**

০৮. 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন– [B -১৩-১৪; বেরোবি গ ১৩-১৪]
ক) সহ + চর + র্য খ) সহচর + ষ্ণ্য গ) সহচর + য ঘ) কোনোটিই নয় **উ: খ**

০৯. 'বর্ধিষ্ণু' এর শুদ্ধ প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C -১৩-১৪]
ক) √বৃধি + ষ্ণু খ) √বধ + উষ্ণু গ) √বৃধ্ + ইষ্ণু ঘ) √বর্ধি + ষ্ণু **উ: গ**

১০. 'বুদ্ধিমান' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B-১৫-১৬; পাবিপ্রবি গ ১৬-১৭]
ক) বুদ্ধি + মান খ) বুদ্ধি + বতুপ গ) বুধাই + মান ঘ) বুদ্ধি + মতুপ **উ: ঘ**

১১. 'শৈশব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৭-১৮; খুবি খ ০৬-০৭]
ক) শিশু + ষ্ণ খ) শিশু + অব গ) শিশু + ষ্ণ্য ঘ) শৈ + শব **উ: ক**

১২. 'ছোঁয়াচ' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [B ১৭-১৮]
ক) ছোঁয়া + চ খ) ছোঁয়া + আচ গ) ছোঁয়া + যাচ ঘ) ছোঁয়াচ + অ

Note: প্রদত্ত অপশনে ঠিক উত্তর নেই। শব্দটি যদি 'ছোঁয়াচে' হয় তাহলে এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় হবে 'ছোঁয়া + চে = ছোঁয়াচে'।

১৩. 'ভৃত্য' শব্দের শুদ্ধ প্রকৃতি ও প্রত্যয়– [খ ০৯-১০]
ক) ভৃ + য খ) ভৃত + খ গ) ভৃত + ত ঘ) ভ্রি + ত **উ: ক**

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ কোনটি? [C ১৯-২০]
ক) নি + √দ্রা + আলু খ) ডুব্ + আরি গ) নাচ + অন ঘ) চাম + ড়া **উ: ঘ**

০২. 'সাহিত্যিক' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [C ১৬-১৭]
ক) সাহিত্য + ষ্ণিক খ) সাহিত্য + ইক গ) সাহিত + এক ঘ) সাহিত্য + এক

Note: সাহিত্য + ষ্ণিক = সাহিত্যিক,/সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক – সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় গঠিত উভয় রীতিই শুদ্ধ।

০৩. 'টেকসই' শব্দে 'সই' কোন ধরনের প্রত্যয়? [B ১৮-১৯; ঢাবি খ ০৪-০৫]
ক) বিদেশি তদ্ধিত খ) সংস্কৃত কৃৎ গ) বাংলা কৃৎ ঘ) সংস্কৃত তদ্ধিত **উ: ক**

০৪. নিচের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ? [B-১৫-১৬]
ক) হাত + অল খ) চল + অন্ত গ) সম + রাজ + ক্বিপ ঘ) নী + অক **উ: ক**

CamScanner

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পান্তা' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়- [B 12-13]
ক) পানি + তা খ) পানি + ইতা গ) পান + তা ঘ) পান্ত + আ — উ: ক

০২. কৃৎ প্রত্যয় কত প্রকার? [গ ১৪-১৫]
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ — উ: ক

০৩. 'জাগরিত' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [খ ১৪-১৫]
ক) √জাগৃ + ত খ) √জাগৃ + রিত গ) জাগৃ + ত ঘ) জাগৃ + ইত — উ: ক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দ্রষ্টব্য' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর- [D১৭-১৮]
ক) √দ্রষ্ট + তব্য খ) √দৃষ + তব্য গ) √দৃশ + তব্য ঘ) √দৃশ + য — উ: গ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধাতু বা প্রকৃতির অন্ত্যধ্বনির আগের ধ্বনির নাম কী? [C১৭-১৮]
ক) অনুধা খ) ব্যবধা গ) উপধা ঘ) মতধা — উ: গ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'জেলে' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী? [E -১৩-১৪; শাবিপ্রবি খ ০৭-০৮]
ক) জাল + ইয়া খ) জেল + এ গ) জাল + আ ঘ) জালা + এ — উ: ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. মোট থেকে মুটে কী অর্থে প্রত্যয়? [D : ১৯-২০]
ক) জীবিকা খ) উপজীবিকা গ) বৃত্তি ঘ) ব্যবসা — উ: খ

০২. তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ নয় কোনটি? [C ১৮-১৯]
ক) ঘরামি খ) ব্যাঙাচি গ) হাতল ঘ) মোড়ক — উ: ঘ

০৩. নিচের কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক) হাতল খ) ফুলেল গ) মুখর ঘ) জমা
Note : হাত + অল = হাতল (তদ্ধিত), ফুল + ল > ফুলল > ফুলেল (তদ্ধিত), মুখ + র = মুখর (তদ্ধিত প্রত্যয়); 'জম + আ = জমা' (তদ্ধিত প্রত্যয়)।

০৪. কৃৎপ্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ কোনটি? [E ১৬-১৭]
ক) কেষ্টা খ) হাজির গ) চলমান ঘ) মিঠাই — উ: গ

০৫. 'তা' ও 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হয় --- গঠনে? [E ১৬-১৭]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) ক্রিয়া ঘ) অব্যয় — উ: ক

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. কোনটি প্রাতিপদিকের উদাহরণ? [FSSS : ২৩-২৪]
ক) ব্যাকরণ খ) হাতল গ) বই ঘ) ফুলেল ঙ) মুখর — উ: গ

০২. 'মানানসই' শব্দের 'সই' কোন ধরনের প্রত্যয়? [FASS : ২১-২২; ঢাবি ঘ ১৯-২০]
ক) বিদেশি প্রত্যয় খ) বাংলা কৃৎপ্রত্যয় গ) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় ঘ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় — উ: ক

০৩. প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে? [FASS : ২১-২২, ঢাবি ঘ ১৮-১৯; রাবি D১৭-১৮]
ক) প্রাতিপদিক খ) ধাতু গ) কৃদন্ত ঘ) প্রতিনাম — উ: ক

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. কোনটি বাংলা কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক) ফল্ + অন = ফলন খ) ইচ্ছা + উক = ইচ্ছুক গ) ঢাকা + আই = ঢাকাই ঘ) পানি + তা = পান্তা — উ: ক

০২. নিচের কোন শব্দটি 'উয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত? [BSC Nursing' 21-22]
ক) ঘরোয়া খ) বেহায়া গ) লাগোয়া ঘ) পড়ুয়া — উ: ঘ

০৩. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী? [BSC Nursing' 15-16]
ক) নতুন শব্দ গঠন খ) বাক্যে অলঙ্কার গ) শব্দের মিলন ঘ) ভাষা সংক্ষেপণ — উ: ক

০৪. 'ঘর + আনা = ঘরনা' এর প্রত্যয় নির্ণয় কর- [Diploma Midwifery' 18-19]
ক) দেশি কৃৎপ্রত্যয় খ) তদ্ধিত প্রত্যয় গ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘ) কৃৎপ্রত্যয় — উ: গ

০৫. নিচের কোন শব্দটি 'উয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত? [২১-২২]
ক) ঘরোয়া খ) বেহায়া গ) লাগোয়া ঘ) পড়ুয়া — উ: ঘ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'মহিমা' শব্দের উপযুক্ত প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [মেরিন : ২৩-২৪;কুবি-B-17-18;ঢাবি-ঘ-০৯-১০]
ক) মহি + মা খ) মহা + ইমা গ) মহা + ইমন ঘ) মহৎ + ইমন — উ: ঘ

০২. প্রত্যয় ও সমাস ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [মেরিন : ২৩-২৪;রাবি-B-21-22]
ক) ধ্বনিতত্ত্বে খ) রূপতত্ত্বে গ) বাক্যতত্ত্বে ঘ) অর্থতত্ত্বে — উ: খ

০৩. 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু থেকে গঠিত? [মেরিন : ২৩-২৪]
ক) বাংলা খ) সংস্কৃত গ) দেশি ঘ) বিদেশি — উ: খ

০৪. 'ক্ষয়িষ্ণু' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি? [মেরিন : ২৩-২৪;ইবি-C-13-14;ববি-গ-১৫-১৬]
ক) ক্ষা + ইষ্ণু খ) ক্ষয় + ইষ্ণু গ) ক্ষি + ইষ্ণু ঘ) খি + ইষ্ণু — উ: খ

০৫. 'নোনতা' শব্দে 'তা' প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে- [মেরিন : ২৩-২৪;ঢাবি-ঘ-১১-১২]
ক) সদৃশ্য অর্থে খ) ঈষৎ অর্থে গ) যুক্ত অর্থে ঘ) নিন্দিত অর্থে — উ: খ

০৬. দাপট শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় হবে- [A : ২১-২২; কুবি C ১৮-১৯]
ক) দাপ + আট খ) দাপা + অট গ) দাপ + অট ঘ) দাপা + আট — উ: গ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'সৌন্দর্য' শব্দটি গঠিত হয়েছে-[১৯-২০]
ক) সন্ধিযোগে খ) সমাসযোগে গ) প্রত্যয়যোগে ঘ) উপসর্গযোগে — উ: গ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'বিভক্তিহীন নাম শব্দকে' কী বলে? [Science : ২১-২২]
ক) মৌলিক শব্দ খ) নাম শব্দ গ) প্রাতিপদিক ঘ) কৃদন্ত শব্দ — উ: গ

০২. 'প্রত্যয়' সাধিত শব্দ কোনটি? [১৭-১৮]
ক) পঙ্কজ খ) রাজপুত গ) গোলাপ ঘ) গোলাপি — উ: ঘ

নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের অনুশীলনীর MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের কী বলে?
ক) কৃৎ প্রত্যয় খ) তদ্ধিত প্রত্যয় গ) কৃদন্ত শব্দ ঘ) তদ্ধিতান্ত পদ — উ: ক

০২. তদ্ধিত প্রত্যয় দিয়ে সাধিত শব্দকে কী বলে?
ক) প্রত্যয় খ) প্রকৃতি গ) মৌলিক শব্দ ঘ) তদ্ধিতান্ত শব্দ — উ: ঘ

০৩. নিচের কোনটি তদ্ধিতান্ত শব্দের উদাহরণ?
ক) খেলনা খ) নাগর গ) গমন ঘ) পড়া — উ: খ

০৪. নিচের কোনটির নিজস্ব অর্থ আছে?
ক) প্রত্যয় খ) উপসর্গ গ) শব্দ ঘ) বচন — উ: গ

০৫. নিচের কোনটি কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ?
ক) ভাজি খ) বিবাহিত গ) দৈনিক ঘ) পাগলামি — উ: ক

০৬. নিচের কোন শব্দটি 'উয়া' প্রত্যয় যোগে গঠিত?
ক) লাগোয়া খ) ঘরোয়া গ) পড়ুয়া ঘ) বাড়িওয়ালা — উ: গ

০৭. অবজ্ঞা অর্থে কোন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে?
ক) কানাই খ) গেঁয়ো গ) চোরা ঘ) বেতো — উ: গ

CamScanner

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. কোনটি প্রত্যয় সাধিত শব্দ? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ ভাইবোন ⓚ রাজপথ ⓖ বনবাস ⓖ ঐহিক **উ: ঘ**

০২. 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়– [৪২তম বিসিএস]
ⓚ কৃষ্ + তি ⓚ কৃষ্ + টি ⓖ কৃ + ইষ্টি ⓖ কৃষ + ইষ্টি **উ: ক**

০৩. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
ⓚ কারক ⓚ লিখিত ⓖ বেদনা ⓖ খেলনা **উ: ঘ**

০৪. 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়– [৪০তম বিসিএস]
ⓚ সর্বাঙ্গ + ঈন ⓚ সর্ব + অঙ্গীন ⓖ সর্ব + ঙ্গীন ⓖ সর্বাঙ্গ + ঈন **উ: ঘ**

০৫. 'শ্রদ্ধা' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ শ্রৎ + √ধা + অ + আ ⓚ শ্রৎ + √ধা + আ
ⓖ শ্র + √ধা + আ ⓖ শ্রদ্ + √ধা + আ **উ: ক**

০৬. বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি? [৩৮তম বিসিএস]
ⓚ চামার ⓚ ধারালো ⓖ মোড়ক ⓖ পোষ্টাই **উ: গ**

০৭. 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী? [২৭তম বিসিএস]
ⓚ মাছ + ও ⓚ মেছ + ও
ⓖ মাছি + উয়া > ও ⓖ মাছ + উয়া > ও **উ: ঘ**

০৮. 'দোলনা' শব্দের ঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
ⓚ √দুল্ + অনা ⓚ দোল্ + না
ⓖ দোল্ + অনা ⓖ দোলনা + আ **উ: ক**

Note: 'দোলনা' শব্দের ঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় : √দুল্ + অনা = দুলনা > দোলনা

০৯. কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে? [১১তম বিসিএস]
ⓚ ঠগী ⓚ পানসে
ⓖ পাঠক ⓖ সেলামী **উ: গ**

SELF TEST MCQ

০১. নাম শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলে–
ⓚ শব্দ প্রত্যয় ⓚ কৃৎ প্রত্যয়
ⓖ অন্ত প্রত্যয় ⓖ তদ্ধিত প্রত্যয়

০২. 'চলন্ত' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ⓚ চলন + ত ⓚ চল + ন্ত
ⓖ √চল্ + অন্ত ⓖ চলন + অ

০৩. নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়া কোনটি?
ⓚ কারক ⓚ বাচ্য ⓖ প্রত্যয় ⓖ বচন

০৪. যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে কী বলে?
ⓚ কারক ⓚ বিভক্তি
ⓖ প্রকৃতি ⓖ যতি

০৫. 'চোর' শব্দে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করলে কী অর্থ প্রকাশ করে?
ⓚ সামান্য ⓚ সাদৃশ্য ⓖ অবজ্ঞা ⓖ মিঠাই

০৬. কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কৃৎপ্রত্যয় কোনটি?
ⓚ ভোজ্য ⓚ চলিষ্ণু ⓖ আত্মঘাতী ⓖ শ্রমী

০৭. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?
ⓚ দিন ⓚ সৌর ⓖ দৈব ⓖ চৈত্র

০৮. কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ নয়?
ⓚ ভাবুক ⓚ পঙ্কিল ⓖ গরিব ⓖ বৈজ্ঞানিক

০৯. ভাববাচক বিশেষ্য পদ গঠনে ধাতুর পরে কোন প্রত্যয় যুক্ত হয়?
ⓚ আন ⓚ আল ⓖ ইন ⓖ আই

১০. নিচের কোনটি বাংলা কৃৎপ্রত্যয়?
ⓚ দর্শন ⓚ প্রকৃতি
ⓖ জিত ⓖ জাত

১১. 'শান্তি' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়–
ⓚ √শম + ক্তি/তি ⓚ শমী + ক্তি
ⓖ শম্ + তি ⓖ শান্ত + ঈ

১২. কোন প্রত্যয়যুক্ত পদে মূর্ধন্য 'ষ' হয় না?
ⓚ ষ্ণিক ⓚ ষ্ণেয় ⓖ সাৎ ⓖ সা

১৩. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ⓚ রূপতত্ত্ব ⓚ বাক্যতত্ত্ব ⓖ ধ্বনিতত্ত্ব ⓖ অর্থতত্ত্ব

১৪. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?
ⓚ মেধাবী ⓚ নীলিমা ⓖ গিন্নিপনা ⓖ মেঘলা

১৫. নিচের কোন প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় ঠিক?
ⓚ উত + ভিদ ⓚ উৎ + ভিদ+√ক্বিপ
ⓖ উদ + ভিদ ⓖ উদ্ + ভিদ

১৬. উপসর্গের সঙ্গে প্রত্যয়ের পার্থক্য–
ⓚ নতুন শব্দ গঠনে ⓚ উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে
ⓖ অব্যয় ও শব্দাংশ ⓖ ভিন্ন অর্থ প্রকাশে

১৭. 'ডাকাত' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?
ⓚ √ডাকা + আইত ⓚ √ডাক + আইত
ⓖ √ডক + ইত ⓖ √ডাকা + ইত

১৮. নিচের কোন প্রত্যয়টি 'ভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ লম্বা + আই = লম্বাই ⓚ বঙ্গ + আল = বঙ্গাল > বাঙাল
ⓖ মাদ্রাজ + ই = মাদ্রাজি ⓖ ঘর + আনা = ঘরানা

১৯. 'ফলক' শব্দটির সঠিক শব্দ গঠন কোনটি?
ⓚ ফল + ক ⓚ ফল + অক ⓖ ফলা + অক ⓖ ফলা + ক

২০. 'গেঁয়ো' শব্দটিতে কী অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?
ⓚ যুক্ত ⓚ উপকরণ ⓖ সংশ্লিষ্ট ⓖ অবজ্ঞা

OMR

০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer

২০.গ	১৯.ঘ	১৮.ঘ	১৭.খ	১৬.খ	১৫.খ	১৪.গ	১৩.ক	১২.গ	১১.ক
১০.গ	০৯.ঘ	০৮.গ	০৭.খ	০৬.খ	০৫.গ	০৪.গ	০৩.গ	০২.গ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. প্রকৃতি কাকে বলে? প্রকৃতি কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ লেখ?
০২. বানানে পরিবর্তন আসে এমন দুটি প্রত্যয় উদাহরণসহ লেখ?
০৩. বিদেশি প্রত্যয়যোগে গঠিত চারটি শব্দের উদাহরণ দাও?
০৪. কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
০৫. উদাহরণসহ প্রত্যয় ও বিভক্তির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
০৬. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়যোগে পাঁচটি শব্দ গঠন কর।
০৭. নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর : আগ্নেয়, কাব্য, চলন্ত, জ্যান্ত।
০৮. প্রকৃতি কাকে বলে? প্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

উত্তর :

০১. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০২. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৩. জয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৪. জয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৫. জয়কলি Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৬. সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়যোগে গঠিত পাঁচটি শব্দ : √শ্রু + অন = শ্রবণ, √হন্ + অক = ঘাতক, √সিচ্ + ত (ক্ত) = সিক্ত, √বচ্ + তি (ক্তি) =উক্তি, √জি + অ = জয়।
০৭. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।
০৮. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

CamScanner

অধ্যায় ১৪
শব্দদ্বিত্ব বা দ্বিরুক্ত শব্দ
Word doubles or Duplicate words

শব্দদ্বিত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

শব্দদ্বিত্ব বা দ্বিরুক্ত শব্দ : 'দ্বিরুক্ত' অর্থ : দুবার উক্ত হয়েছে এমন। অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় কোনো শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হলে তাকে শব্দদ্বিত্ব বলে। যেমন : 'আমার জ্বর জ্বর লাগছে।' অর্থাৎ ঠিক জ্বর নয়, জ্বরের ভাব অর্থে প্রয়োগ।

প্রকার : শব্দদ্বিত্ব তিন ধরনের। অনুকার দ্বিত্ব, ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ও পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব।

০১. অনুকার দ্বিত্ব

পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে। এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয় এবং প্রথম শব্দের অনুকরণে তৈরি হয়। এই অনুকরণ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় শব্দের শুরুতে ট, ফ, ব, ম, শ প্রভৃতি ধ্বনি যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাতে শব্দকে খানিকটা অনির্দিষ্ট, সাধারণ বা গুরুত্বহীন করা হয়। প্রকাশ পায় 'এই রকম একটা' ভাব। যেমন : অঙ্ক-টঙ্ক, আম-টাম, কেক-টেক, ঘর-টর, গরু-টরু, ছাগল-টাগল, ঝাল-টাল, হেন-তেন, লুচিফুচি, টাট্টু-ফাট্টু, আগড়ম-বাগড়ম, চাকর-বাকর, এলোমেলো, ঝিকিমিকি, কচর-মচর, ঝিলমিল, শেষ-মেষ, অল্পস্বল্প, বুদ্ধিশুদ্ধি, গুটিশুটি, মোটাসোটা, নরম-সরম, ব্যাপার-স্যাপার, বুঝে-সুঝে।

অনুকার দ্বিত্বে অনেক সময়ে স্বরের পরিবর্তন ঘটে। যেমন : আড়াআড়ি, খোঁজাখুঁজি, ঘোরাঘুরি, চুপচাপ, ঠেকাঠেকি, তাড়াতাড়ি, দলাদলি, দামাদামি, পাকাপাকি, বাড়াবাড়ি, মোটামুটি, টুকরো-টাকরা, ধারধোর, জোগাড়-জাগাড়।

০২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব

কোনো প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণে যেসব শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। যেমন- ঠন একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কোনো ধাতব পদার্থের সঙ্গে অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংঘর্ষে এই ধরনের ধ্বনি তৈরি হয়। ঠন শব্দটি পরপর দুই বার বা কখনো ততোধিক বার ব্যবহৃত হলে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন- সাঁ করে ঢিল ছুটে যায়, সাঁ সাঁ করে তিরগুলো ছুটে যাচ্ছে, সাঁ সাঁ সাঁ করে অসংখ্য তির চারদিকে ছুটে গেল। অনেক সময়ে কল্পিত ধ্বনির ভিত্তিতেও ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব তৈরি হয়। যেমন : ফোড়া টনটন করে, গা ছমছম করে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ : কুট কুট, কোঁত কোঁত, কুটুস-কুটুস, খক খক, খুটুর-খুটুর, টুং টুং, ঠক ঠক, ধুপ ধুপ, দুম দুম, ঢং ঢং, চকচক, জ্বলজ্বল, ঝমঝম, টসটস, পকপকে, ফুসুর ফুসুর, ভটভট, শোঁ শোঁ, হিস হিস।

কিছু ক্ষেত্রে ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন : খপাখপ, গবাগব, ঝটাঝট, ফটাফট, দমাদম, পটাপট।

০৩. পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব

পুনরায় আবৃত্ত হলে তাকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বলে। পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব বিভক্তিহীন বা বিভক্তিযুক্ত হতে পারে। যেমন : জ্বর জ্বর, পর পর, কবি কবি, হাতে হাতে, কথায় কথায়, জোরে জোরে ইত্যাদি।

বিভক্তিহীন পুনরাবৃত্ত : ভালো ভালো (কথা), কত কত (লোক), হঠাৎ হঠাৎ (ব্যথা), ঘুম ঘুম (চোখ), উড়ু উড়ু (মন), গরম গরম (জিলাপি), হায় হায় (করা)।

বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্ত : কথায় কথায় (বাড়া), মজার মজার (কথা), ঝাঁকে ঝাঁকে (চলা), চোখে চোখে (রাখা), মনে মনে (হাসা), সুরে সুরে (বলা), পথে পথে (হাঁটা)।

শব্দের দ্বিরুক্তি বা শব্দদ্বৈত

০১. একই শব্দের পুনরাবৃত্তির দ্বারা অবিকল, প্রকৃত বা অবিকৃত দ্বিরুক্তি : একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করা হয় এবং দুটি শব্দই অবিকৃত থাকে। যেমন :

ক. বিশেষ্যের অবিকল দ্বিরুক্তি : ফোঁটা ফোঁটা, ভার ভার, সারি সারি, দিস্তা দিস্তা, বছর বছর, দিন দিন, ভয় ভয়, গাড়ি গাড়ি, চোর চোর, বিন্দু বিন্দু।

খ. বিশেষণের অবিকল দ্বিরুক্তি : ঘন ঘন, ভালো ভালো, কালো কালো, লাল লাল, বড় বড়, ছোট ছোট, বাছা বাছা, ভূরি ভূরি, শত শত, কাঁচা কাঁচা।

গ. সর্বনামের অবিকল দ্বিরুক্তি : যা যা, যে যে, কে কে, কী কী, কারা কারা, যারা যারা।

ঘ. অব্যয়ের অবিকল দ্বিরুক্তি : আর-আর, না-না, ছি-ছি, হ্যাঁ-হ্যাঁ, হায়-হায়।

০২. সমার্থক বা সহচর শব্দযোগে : মূল শব্দের প্রতিশব্দকে সহচর শব্দ বলে। সহচর শব্দ স্বতন্ত্রভাবে মূল শব্দের একই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : জীবজন্তু, কাজ-কর্ম, জাঁক-জমক, ধন-দৌলত, খেলা-ধুলা, লালন-পালন, খোঁজ-খবর, গা-গতর, ছাই-ভস্ম, চড়-চাপড়, ধর-পাকড়, পাঁজি-পুঁথি, রীতি-নীতি, ঢাক-ঢোল, শোর-গোল, ভয়-ডর, ভুল-চুক, মাথা-মুণ্ডু।

০৩. ভিন্নার্থক বা অনুচর শব্দযোগে : মূল শব্দের পরে যুক্ত ভিন্নার্থক শব্দকে অনুচর শব্দ বলে। যেমন : পথঘাট, দোকানপাট, হাতিঘোড়া, লোক-লস্কর, পাইকপেয়াদা, হাঁড়িকুড়ি, ঘটিবাটি, খালবিল, আলাপ-সালাপ, তালাচাবি, অল্পস্বল্প, চুরি-চামারি, শিলনোড়া, দালানকোঠা, চালচুলা, অস্ত্রশস্ত্র, কলামূলা।

০৪. বিপরীতার্থক বা প্রতিচর শব্দযোগে : মূল শব্দের বিপরীতার্থক শব্দকে প্রতিচর শব্দ বলে। প্রতিচর শব্দ পৃথক অবস্থায় মূল শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু মূল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করলে, ওই দ্বিরুক্ত শব্দ একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন : বিকিকিনি, রদবদল, দিনরাত, লেন-দেন, আয়-ব্যয়, দেনা-পাওনা, টাকা-পয়সা, ধনী-গরিব, বামুনচাঁড়াল, রাজাউজির, নরনারী, হিন্দু-মুসলমান, হারজিত, আদিঅন্ত, শীতগ্রীষ্ম, ভালোমন্দ।

০৫. দ্বিরুক্ত শব্দের একটির আংশিক ধ্বনির পরিবর্তন দ্বারা অর্থাৎ বিকারজাত শব্দযোগে :

ক. মূল স্বরের আদিস্বরের পরিবর্তনের মাধ্যমে : যেমন : চুপচাপ, সোজাসুজি, চিকনচাকন, নাদুসনুদুস, ফুটাফাটা, মিট-মাট, ফিট-ফাট, গল্প-স্বল্প, তোড়-জোড়।

খ. মূল শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তনের মাধ্যমে : যেমন : হাতাহাতি, গলাগলি, বলাবলি, হাঁটাহাঁটি, সরাসরি, চটাচটি, আধাআধি, পিঠাপিঠি, মারামারি।

গ. মূল শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনের মাধ্যমে : যেমন : লুচিমুচি, তেলেমেল, বইটই, হাবুডুবু, ভাতটাত, খাতাফাতা, ফলটল, মুড়িসুড়ি, কাজফাজ।

ঘ. মূল শব্দের স্বরধ্বনির স্থলে ব্যঞ্জনধ্বনিযোগে : যেমন: আশপাশ, উসখুস, আঁকুপাঁকু, অদলবদল, অলিগলি, আলুথালু, এলোমেলো, আঁটসাঁট, আনাচকানাচ।

যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দের গঠন

যুগ্মশব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচলিত অসংখ্য জোড়া শব্দকে যুগ্মশব্দ বা শব্দদ্বৈত বলা হয়। যেমন : চেনা চেনা, মনে মনে, শুনে শুনে।

একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে বলে যুগ্মরীতি। যুগ্মরীতিতে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের কয়েকটি নিয়ম। যেমন :

ক. শব্দের আদি স্বরের পরিবর্তন করে : চুপচাপ, মিটমাট, জারিজুরি।

খ. শব্দের অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন করে : হাতাহাতি, সরাসরি, জেদাজেদি।

গ. সমার্থক সহচর শব্দ যোগে : চালচলন, রীতিনীতি, বনজঙ্গল, ভয়ডর।

ঘ. ভিন্নার্থক শব্দ যোগে : ডালভাত, তালাচাবি, পথঘাট, অলিগলি।

ঙ. বিপরীতার্থক শব্দ যোগে : আসা-যাওয়া, জন্ম-মৃত্যু, আদান-প্রদান।

চ. দ্বিতীয় বার ব্যবহারে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তনে : ছটফট, নিশপিশ।

বাগ্‌ধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ

বিশিষ্টার্থক বাগ্‌ধারায় দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ :

i. ছেলেটিকে চোখে চোখে রেখো। (সতর্কতা)

ii. ফুলগুলো তুই আনবে বাছা বাছা। (ভাবের প্রগাঢ়তা)

iii. থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে। (কালের বিস্তার)

iv. লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। (আধিক্য)

v. খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।

CamScanner

পদের দ্বিরুক্তি

০১. **পদের দ্বিরুক্তি :** বাংলা ভাষায় কখনও কখনও বাক্যমধ্যে বিভক্তিযুক্ত একটি পদের পুনরাবৃত্তি হয়। একে পদদ্বৈত বলে। যেমন : রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। দুই বন্ধুতে গলায় গলায় ভাব। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ হয়।

পদের দ্বিরুক্তি নানা রকমের হতে পারে। যেমন :

ক. দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন : ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভেবেছি। ভালোয় ভালোয় কেটে পড়। মেঘে মেঘে কেটে গেলো বেলা। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। দিনে দিনে সে বেড়ে উঠছে।

খ. দ্বিতীয় পদের আংশিক ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু পদ বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন : চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ

১) **বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার :**
ক. আধিক্য বোঝাতে : রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান।
খ. সামান্য বোঝাতে : আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি। দেখেছো তার কবি কবি ভাব।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
ঘ. অনুরূপ কিছু বোঝাতে : তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই।
ঙ. অগ্রহ বোঝাতে : ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।
চ. পরম্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে : তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ।

২) **বিশেষণ শব্দযুগলের বিশেষণ রূপে ব্যবহার :**
ক. আধিক্য বোঝাতে : ভালো ভালো আম নিয়ে এসো। ছোট ছোট ডাল কেটে ফেল।
খ. তীব্রতা বা সঠিকতা বোঝাতে : গরম গরম জিলাপি, নরম নরম হাত।
গ. সামান্য বোঝাতে : উড়ু উড়ু ভাব, কালো কালো চেহারা।

৩) **সর্বনাম শব্দ :** ক. বহুবচন বা আধিক্য বোঝাতে : কে কে এল? কেউ কেউ বলে।

৪) **ক্রিয়াবাচক শব্দ :**
ক. বিশেষণ রূপে : এ দিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব গেল না।
খ. স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে : দেখতে দেখতে আকাশ কাল হয়ে এল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ : দেখে দেখে যেও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কী ভাবে?
ঘ. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।

৫) **অব্যয়ের দ্বিরুক্তি :**
ক. ভাবের গভীরতা বোঝাতে : তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?
খ. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে : বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
গ. বিশেষণ বোঝাতে : পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
ঘ. অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে : ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
ঙ. ধ্বনিব্যঞ্জনা : ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

পদাত্মক দ্বিরুক্তির গঠন

৬) **পদাত্মক দ্বিরুক্তি :** বিভক্তি যুক্ত পদের দুইবার ব্যবহারকে পদাত্মক দ্বিরুক্তি বলা হয়। পদাত্মক দ্বিরুক্ত দুইভাবে গঠিত হয়। যথা :

ক. **একই পদের পুনরাবৃত্তি :** একই পদের অবিকৃত অবস্থায় দুবার ব্যবহার হয়। যেমন : ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম। হাটে হাটে চলছে অবিরাম বিকিকিনি।

খ. **যুগ্মরীতির সাহায্যে :** যুগ্মরীতিতে গঠিত দ্বিরুক্ত পদের ব্যবহার করে। যেমন : হাতে নাতে, আকাশে-বাতাসে, কাপড়-চোপড়, দলে-বলে ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি

০১. **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি :**
কোন কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুকৃতিবিশিষ্ট শব্দের রূপকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে। এ জাতীয় ধ্বন্যাত্মক শব্দের দুবার প্রয়োগের নাম ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। একে আবার ধ্বন্যাত্মক অনুকার বলে। ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুত্ব, আধিক্য ইত্যাদি বোঝায়।

২) **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ কয়েকটি উপায়ে গঠিত হয়।** যেমন :
ক. **মানুষের ধ্বনির অনুকার :** ভেউ ভেউ– মানুষের উচ্চ স্বরে কান্নার ধ্বনি। এরূপ : ট্যা ট্যা, হি হি ইত্যাদি।
খ. **জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার :** ঘেউ ঘেউ (কুকুরের ধ্বনি), কা কা (কাকের ডাক), মিউ মিউ (বিড়ালের ডাক), কুহু কুহু (কোকিলের ডাক) ইত্যাদি।
গ. **বস্তুর ধ্বনির অনুকার :** ঘচাঘচ (ধান কাটার শব্দ)। এরূপ– মড় মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ), ঝম ঝম (বৃষ্টি পড়ার শব্দ), হু হু (বাতাস প্রবাহের শব্দ) ইত্যাদি।
ঘ. **অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার :** ঝিকিমিকি (ঔজ্জ্বল্য), ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), কুট কুট ধ্বনির অনুকার (শরীরে কামড় লাগার মতো অনুভূতি)। অনুরূপভাবে– মিন মিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির গঠন ও পদরূপে ব্যবহার

১) **ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি গঠন :**
ক. একই (ধ্বন্যাত্মক) শব্দের অবিকৃত প্রয়োগ : ধক ধক, ঝন ঝন, পট পট।
খ. প্রথম শব্দটির শেষে 'আ' যোগ করে : গপাগপ, টপাটপ, পটাপট।
গ. দ্বিতীয় শব্দটির শেষে 'ই' যোগ করে : ধরাধরি, ঝমঝমি, ঝনঝনি।
ঘ. যুগ্মরীতিতে গঠিত ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কিচির মিচির (পাখি বা বানরের শব্দ), টাপুর টুপুর (বৃষ্টি পতনের শব্দ), হাপুস হুপুস (গোগ্রাসে কিছু খাওয়ার শব্দ)।

ঙ. আনি-প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য দ্বিরুক্ত গঠিত হয় : পাখিটার ছটফটানি দেখতে কষ্ট হয়। তোমার বকবকানি আর ভালো লাগে না।

২) **বিভিন্ন পদ রূপে ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার :**
ক. বিশেষ্য : বৃষ্টির ঝমঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে।
খ. বিশেষণ : 'নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়।'
গ. ক্রিয়া : কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ।
ঘ. ক্রিয়া বিশেষণ : 'চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।'

দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার বা অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা

ক. **ব্যাপ্তি বা আধিক্য বোঝাতে :** নীল মাছরাঙা পাখি শ্যাওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে। পাখির দল শেষ বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করছে। নদীর জলে ঠান্ডা ঠান্ডা গন্ধ বেরুচ্ছে। গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের শোভা। এক এক স্থানে নৌকা তীরের অত্যন্ত নিকট দিয়ে যাচ্ছে।

খ. **ধারাবাহিকতা বোঝাতে :** পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির। লোকটা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

গ. **প্রায় বা সামান্যতা বোঝাতে :** আমার জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে।

ঘ. **ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে :** মনে মনে তুলনা করে দেখলাম। দু একটা পাখি ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে। কৃষক বধূ মাঝে মাঝে সলজ্জভাবে আমাদের নৌকার দিকে চাইছে।

ঙ. **পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে :** লিখে লিখে হাত ব্যথা হয়ে গেলো। মায়াভরা এক রাজকন্যা দেখে দেখে তার সাধ মেটে না।

চ. **অনুভূতির ব্যঞ্জনা বোঝাতে :** মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

ছ. **নির্দিষ্টতা বোঝাতে :** যার যার টাকা তাকে তাকে বুঝিয়ে দাও।

CamScanner

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার– [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ক খক খক খ ঘেউ ঘেউ গ পিট পিট ঘ কম ঝম **উ: গ**

০২. কোনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ? [ক ১৯-২০]
ক শীত-শীত খ ঘুম-ঘুম গ জ্বর-জ্বর ঘ টুপটাপ **উ: খ**

০৩. শূন্যতার ভাবজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি– [খ ০৭-০৮]
ক ঠা ঠা খ কা কা গ শাঁ শাঁ ঘ খাঁ খাঁ **উ: খ**

০৪. 'ফোঁটা ফোঁটা' কোন পদের দ্বৈতরূপ? [খ ০৮-০৯]
ক অব্যয় খ বিশেষণ গ ক্রিয়া ঘ বিশেষ্য **উ: খ**

০৫. রুগ্ণতাব্যঞ্জক অব্যয়– [ঘ ০৯-১০]
ক কিনকিন খ ঝিনঝিন গ টিনটিন ঘ মিনমিন **উ: গ**

০৬. দ্রুততাজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ– [ক ০৯-১০]
ক করকর খ তরতর গ মরমর ঘ সরসর **উ: খ**

০৭. 'কেবল কিন্তু কিন্তু করো না।' এখানে 'কিন্তু' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [ঘ ১১-১২]
ক প্রতিবাদ খ সন্দেহ গ বিস্ময় ঘ সংশয় **উ: ঘ**

০৮. 'তখন থেকে যাব যাব করছি।' বাক্যটিতে 'যাব যাব' [ঘ ১১-১২]
ক বিশেষ্যের বিশেষণ খ বিশেষণের বিশেষণ গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ **উ: গ**

০৯. 'মনে মনে তুলনা করে দেখলাম।' এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে– [খ ০৮-০৯]
ক ব্যাপ্তি অর্থে খ আধিক্য বোঝাতে গ বিশেষ্য রূপে ঘ ক্রিয়া বিশেষণরূপে **উ: ঘ**

১০. 'হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে শূন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।' 'খাঁ খাঁ'-র ব্যাকরণিক অভিধা– [গ ১১-১২]
ক ধ্বন্যাত্মক ধাতু খ ধ্বন্যাত্মক বর্ণ গ ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ঘ ধ্বন্যাগম **উ: গ**

১১. 'কাটিতে কাটিতে ধান এল বর্ষা' এখানে 'কাটিতে কাটিতে' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? [গ ১১-১২]
ক নিরন্তরতা খ বিলম্ব গ সমাপ্তি ঘ সম্ভাবনা **উ: ক**

১২. 'বড়ো বড়ো গাছ' কথাটিতে দ্বিরুক্তির ব্যবহার হয়েছে– [ঘ ১২-১৩]
ক বহুবচন বোঝাতে খ বিশেষণ অর্থে
গ সংখ্যা বোঝাতে ঘ সমষ্টিবাচকতা বোঝাতে **উ: ক**

১৩. অতিরিক্ত কথা বলার ভাবজ্ঞাপক দ্বিরুক্তি– [খ-১৩-১৪]
ক চড়চড় খ গড়গড় গ ফড়ফড় ঘ হড়হড় **উ: গ**

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।' এ বাক্যের 'মাঝে মাঝে' দ্বিরুক্ত শব্দটি– [ক ০৭-০৮]
ক ক্রিয়া-বিশেষণ খ বিশেষণ গ বিশেষণীয় বিশেষণ ঘ বিশেষ্য **উ: ক**

০২. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ– [খ ০৮-০৯]
ক বউ বউ খ জ্বর জ্বর গ ঝিম ঝিম ঘ টিম টিম **উ: গ**

০৩. 'জ্বর জ্বর' বলতে বোঝায়– [খ ০৯-১০]
ক জ্বরের ভাব খ খুব জ্বর গ কম জ্বর ঘ জ্বর **উ: ক**

০৪. 'সামান্য' বা 'ঈষৎ' অর্থে কোনটি ব্যবহৃত? [চ ১৬-১৭]
ক শীত শীত ভাব খ বস্তা বস্তা সার
গ হাঁটতে হাঁটতে যায় ঘ দোকান টোকান দাও **উ: ক**

০৫. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।' বাক্যটিতে কোন ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? [ঘ-১৩-১৪]
ক ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি খ অব্যয়ের দ্বিরুক্তি গ পদাত্মক দ্বিরুক্তি ঘ বিশেষ্য দ্বিরুক্তি **উ: ক**

০৬. 'চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাদা।' দ্বিরুক্ত শব্দটি কোন পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে? [ক ১৬-১৭]
ক বিশেষ্যের বিশেষণ খ বিশেষণের বিশেষণ গ অব্যয়ের বিশেষণ ঘ ক্রিয়া-বিশেষণ **উ: ঘ**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তুমি বাড়ি বাড়ি হেঁটে চাঁদা তুলেছ- 'বাড়ি বাড়ি' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [D : ২১-২২]
ক আগ্রহ খ সামান্যতা গ ভাবের গভীরতা ঘ ধারাবাহিকতা **উ: ঘ**

০২. একই শব্দ পর পর দু'বার ব্যবহৃত হয়ে বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করলে তাকে কী বলা হয়? [I ১৯-২০]
ক শব্দ দ্বৈত খ দ্বিরুক্ত শব্দ গ শব্দাত্মক দ্বিরুক্তি ঘ সবগুলো **উ: ঘ**

০৩. কোনটি অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনি? [C ১৯-২০]
ক ঠা ঠা রোদ খ গরম গরম জিলাপি
গ জ্বর জ্বর লাগছে ঘ ভয়ে ভয়ে ছিলাম **উ: ক**

০৪. 'লোকটি হাড়ে হাড়ে শয়তান।' কী অর্থে বাক্যটিতে দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হয়েছে? [F ১৪-১৫]
ক সতর্কতা খ শারীরিক গঠন গ ভাবের প্রগাঢ়তা ঘ আধিক্য **উ: ঘ**

০৫. 'পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।' কোন অর্থে দ্বিরুক্তি? [F ১৪-১৫]
ক ভাবের গভীরতা খ বিশেষণ বোঝাতে গ সামান্যতা ঘ অনুভূতি বোঝাতে **উ: খ**

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধ্বন্যাত্মক শব্দ কোনগুলো? [A : ২১-২২]
ক গলায় গলায় খ হাতাহাতি গ ধীরে ধীরে ঘ টাপুর-টুপুর **উ: ক, ঘ**

০২. 'বই-টই নিয়ে পড়তে বস'। এখানে 'বই-টই' কী? [A : ২১-২২]
ক যথাদ্বিরুক্তি খ অনুচর-দ্বিরুক্তি গ সমার্থক দ্বিরুক্তি ঘ বিপরীতার্থক দ্বিরুক্তি **উ: খ**

০৩. বিশেষণ পদযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ– [A : ২১-২২]
ক লাল লাল ফুল খ জ্বর জ্বর লাগছে গ গ্রামে গ্রামে যাব ঘ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ **উ: ক, গ**

০৪. 'রাশি রাশি' শব্দের দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়? [C; ১৮-১৯: জবি ক ১১-১২]
ক সামান্য খ শূন্য গ বিস্তার ঘ আধিক্য **উ: ঘ**

০৫. 'গলায় গলায়' কী ধরনের দ্বিরুক্ত শব্দ? [E ১৭-১৮]
ক শব্দ দ্বিরুক্তি খ পদ দ্বিরুক্তি গ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি ঘ অনুকার দ্বিরুক্তি **উ: ক**

০৬. 'ঘ্যানর ঘ্যানর' কী ধরনের দ্বিরুক্ত শব্দ? [E ১৭-১৮]
ক ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বিরুক্তি খ পদ দ্বিরুক্তি
গ অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি ঘ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি **উ: ঘ**

০৭. 'ঘচাঘচ' কী ধরনের দ্বিরুক্তি? [E ১৭-১৮]
ক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিরুক্তি খ বস্তুর অনুকার দ্বিরুক্তি
গ পদাত্মক দ্বিরুক্তি ঘ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি **উ: ঘ**

০৮. ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি কোনটি? [০৬-০৭]
ক ধীরে সুস্থে খ রেগে মেগে গ জাঁকজমক ঘ কম ঝম **উ: ঘ**

০৯. ধ্বনিজ্ঞাপক দ্বিরুক্তি শব্দ- [০৬-০৭; E ১৬ - ১৭]
ক দরদর খ মরমর গ কড়কড় ঘ নড়নড় **উ: ঘ**

১০. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দ নয়? [০৯-১০; ০৬-০৭]
ক ফুলে-ফুলে খ রিনি-ঝিনি গ চুলে-চুলে ঘ চড়াৎ **উ: ঘ**

১১. 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।' এখানে 'পাতায় পাতায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? [E ১৬-১৭]
ক ধারাবাহিকতা খ নির্দিষ্টতা গ আধিক্য ঘ পৌনঃপুনিকতা **উ: ঘ**

১২. সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি কোনটি? [B ১৬-১৭]
ক ধন-দৌলত খ ভালো-মন্দ গ তোড়-জোড় ঘ আমির-ফকির **উ: গ**

১৩. ধ্বনির ব্যঞ্জনা বোঝাতে দ্বিরুক্তির উদাহরণ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ক বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর খ ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে
গ বাতি জ্বলে মিটির মিটির ঘ ভয়ে গা ছমছম করছে **উ: ক**

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি নয়? [B : ২১-২২]
ক কল কল খ টন টন গ কম ঝম ঘ লাল লাল **উ: ঘ**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি দ্বিরুক্ত শব্দের উদাহরণ? [ঘ ০৮-০৯]
ক ফিবছর খ বছর বছর গ প্রতিবছর ঘ বছরান্তে **উ: খ**

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'জ্বর' এর সঙ্গে কোন শব্দের দ্বিরুক্তিতে 'সামান্য' অর্থ প্রকাশ পায়? [B ১৮-১৯]
ক জারি খ বিকার গ জ্বর ঘ ব্যাধি **উ: গ**

০২. কোনটি দ্বারা ভাবের আধিক্য বোঝায়? [L ১৬-১৭]
ক চোখে চোখে খ বাছা বাছা গ ভাবতে ভাবতে ঘ হাড়ে হাড়ে **উ: ঘ**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গ্রামে-গ্রামে' দ্বিরুক্তিটি কোন অর্থ প্রকাশ করে? [D ১৮-১৯; D ১৭-১৮]
ক ব্যাপ্তি খ সদৃশ গ সংযোগ ঘ অল্প **উ: ক**

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মিটি মিটি, তিড়িং বিড়িং, হ্যাপুস্ হুপুস্' শব্দগুলো কোন ধরনের? [A ১৯-২০]
ক বহুবচন খ অতিশয়োক্তি গ দ্বিরুক্ত ঘ ধ্বন্যাত্মক **উ: ঘ**

০২. 'ছি ছি, তুমি কী করছো'? এখানে 'ছি ছি' কোন দ্বিরুক্তির উদাহরণ? [A ১৯-২০]
ক বিশেষণের খ সর্বনামের গ ক্রিয়ার ঘ অব্যয়ের **উ: ঘ**

০৩. 'বড় বড় বই' এখানে 'বড় বড়' দ্বিরুক্তি হলো– [১১-১২]
ক শব্দের দ্বিরুক্তি খ পদের দ্বিরুক্তি গ অনুকারের দ্বিরুক্তি ঘ কোনোটিই নয় **উ: খ**

CamScanner

০২. কোনটি অনুকার অব্যয়ের উদাহরণ? [১১-১২]
ⓚ ও ⓚ নাহ্ ⓖ ঝনঝন ⓖ দিয়ে উ: গ

০৩. কোনটি শব্দদ্বৈতের উদাহরণ? [A ১৬-১৭; জবি A ১৩-১৪]
ⓚ ঝোকা-ঝুকি ⓚ কুচকুচে ⓖ ধবধবে ⓖ টনটন উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'থেকে থেকে শিশুটি কাঁদছে।' এখানে 'থেকে থেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [১১-১২]
ⓚ পৌনঃপুনিকতা ⓚ ভাবের প্রগাঢ়তা ⓖ সাধারণ ⓖ কালের বিস্তার উ: ঘ

০২. 'ঝড় গা ছম ছম করছে।' এখানে 'ছম ছম' কোন ধরনের দ্বিরুক্তি? [C-১৩-১৪]
ⓚ ধ্বন্যাত্মক ⓚ অব্যয় বাচক ⓖ ক্রিয়া বাচক ⓖ পদাত্মক উ: খ

০৩. 'বার বার কামান গর্জে উঠল।' এখানে 'বার বার' কোন ধরনের দ্বিরুক্তি? [C ১৬-১৭]
ⓚ ধ্বন্যাত্মক ⓚ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া বাচক ⓖ পদাত্মক উ: ঘ

০৪. 'কনকনে শীত। এখানে 'কনকনে' ব্যবহৃত হয়েছে কোন অর্থে? [B ১৬-১৭]
ⓚ বিদেশি বিশেষণ ⓚ উপসর্গযুক্ত বিশেষণ
ⓖ অনুকার অব্যয়জাত বিশেষণ ⓖ সর্বনামজাত বিশেষণ উ: গ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দ নয় কোনটি? [B ১৯-২০]
ⓚ ঝিন ঝিন ⓚ ঠাঁ ঠাঁ ⓖ কুট কুট ⓖ হাড়ে হাড়ে উ: ঘ

০২. 'একই শব্দ দু'বার ব্যবহার করা হয়, তবুও শব্দ অবিকৃত থাকে' এর উদাহরণ কোনটি? [H-১৩-১৪]
ⓚ ফোঁটা ফোঁটা ⓚ রকম রকম ⓖ লালন-পালন ⓖ ধনী-গরিব উ: ক

০৩. অনুকার দ্বিরুক্তি শব্দ কোনটি? [C-১৫-১৬]
ⓚ ঝম ঝম ⓚ যায় যায় ⓖ দিন দিন ⓖ বকা ঝকা উ: ক

০৪. নিচের কোনটি অনুকার অব্যয়ের দ্বিরুক্তি? [C ১৬-১৭]
ⓚ ঢং ঢং ⓚ মিটির মিটির ⓖ চোর চোর ⓖ গরম গরম উ: ক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কেনা-বেচার পর আয়-ব্যয় হিসেব করা দরকার।' এ বাক্যে কোন ধরনের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে? [A 12-13]
ⓚ সমার্থক দ্বিরুক্তি ⓚ বিপরীতার্থক দ্বিরুক্তি ⓖ যথা দ্বিরুক্তি ⓖ অনুচর দ্বিরুক্তি উ: খ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দ্বিরুক্ত' শব্দগুলো কত প্রকার? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ উ: খ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মহব্বতনগর যাইবেন কে কো' এ বাক্যে 'কে কে' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ⓚ আগ্রহ ⓚ ধারাবাহিকতা ⓖ অনুরূপ ⓖ সামান্য উ: ক

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. বায়বীয় বস্তুর প্রসারণজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?
ⓚ পিকপিকে ⓚ ছিরছিরে ⓖ লকলকে ⓖ ঝরঝরে উ: গ

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'লোকটা ঘাড়ে ঘাড়ে শয়তান।' এখানে 'ঘাড়ে ঘাড়ে' যে অর্থে ব্যবহৃত– [জন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ⓚ আধিক্য ⓚ ভাবের প্রগাঢ়তা ⓖ তীব্রতা ⓖ পৌনঃপুনিকতা উ: ক

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।' এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে? [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ অসহায়ত্ব ⓚ বিরক্তি ⓖ কালের বিস্তার ⓖ পৌনঃপুনিকতা উ: ঘ

০২. 'জ্বর জ্বর লাগছে– জ্বর জ্বর শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে– [৪২তম বিসিএস]
ⓚ দ্বিরুক্ত ⓚ সমার্থক ⓖ যুগ্মশব্দ ⓖ শব্দদ্বিত্ব উ: ক

০৩. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান' এখানে 'টাপুর টুপুর' কোন ধরনের শব্দ? [২০তম বিসিএস]
ⓚ অবস্থাবাচক শব্দ ⓚ বাক্যালঙ্কার শব্দ
ⓖ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ⓖ দ্বিরুক্ত শব্দ উ: গ

SELF TEST MCQ

০১. একই শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়ে অর্থের সম্প্রসারণ ও বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করলে তাকে বলে?
ⓚ শব্দ ⓚ পদ ⓖ দ্বিরুক্ত শব্দ ⓖ বাক্য

০২. ফিরে ফিরে চায়। এখানে 'ফিরে ফিরে' দ্বিরুক্তি হলো–
ⓚ অধিক্য ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓖ আগ্রহ ⓖ সামান্য

০৩. 'লাল লাল ফুল' বাক্যে কী অর্থে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ⓚ লিঙ্গ ⓚ শূন্য ⓖ একবচন ⓖ বহুবচন

০৪. 'ধীরে ধীরে যায়।' দ্বিরুক্তিতে কোন অর্থ প্রকাশ পায়?
ⓚ পদের ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓖ আগ্রহ ⓖ আতিশয্য

০৫. কোন দ্বিরুক্তিটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ?
ⓚ শন শন ⓚ শীত শীত ⓖ পড়ো পড়ো ⓖ হাতে হাতে

০৬. 'জনমত' কোন অর্থের শব্দযোগে দ্বিরুক্ত হয়েছে?
ⓚ সমার্থক ⓚ মিলনার্থক ⓖ বিপরীতার্থক ⓖ ভিন্নার্থক

০৭. 'কবি কবি ভাব কিন্তু ছন্দের অভাব।' 'কবি কবি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ অনুরূপ অর্থে ⓚ পুনরাবৃত্তি অর্থে
ⓖ পৌনঃপুনিকতা অর্থে ⓖ উপহাস অর্থে

০৮. বিভক্তিহীন শব্দ দুবার উক্ত হলে তাকে কী বলা হয়?
ⓚ পদের দ্বিরুক্তি ⓚ শব্দের দ্বিরুক্তি ⓖ অনুকার দ্বিরুক্তি ⓖ কোনোটিই নয়

০৯. বিশেষ্য পদযোগে গঠিত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?
ⓚ লাল লাল ফুল ⓚ জ্বর জ্বর লাগছে
ⓖ গ্রামে গ্রামে যাব ⓖ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ

১০. মানুষের ধ্বনির অনুকার, জীব-জন্তুর ধ্বনির অনুকার, বস্তুর ধ্বনির অনুকার এবং অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকার কোন দ্বিরুক্তির অন্তর্গত?
ⓚ পদাত্মক দ্বিরুক্তি ⓚ ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্তি
ⓖ মানুষের হাসার ধ্বনির ⓖ কোনোটিই নয়

১১. 'ও দাদা দাদা বলে কাঁদছে।' এখানে 'দাদা দাদা' ব্যবহৃত হয়েছে কোন অর্থে?
ⓚ দীনতা ⓚ অপলাপ ⓖ আগ্রহ ⓖ পরম্পরতা

১২. 'ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে।' এখানে 'ঘরে ঘরে' কোন ধরনের দ্বিরুক্ত?
ⓚ শব্দ দ্বিরুক্তি ⓚ পদের দ্বিরুক্তি ⓖ অনুকার দ্বিরুক্তি ⓖ অব্যয়ের দ্বিরুক্তি

১৩. 'হু হু' দ্বারা কীসের শব্দ বোঝানো হয়?
ⓚ বস্তুর ধ্বনির অনুকার ⓚ কাল্পনিক ধ্বনি ⓖ মানুষের ধ্বনি ⓖ অনুভূতি জাত

১৪. অভিন্ন বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দুইবার ব্যবহৃত হওয়া শব্দকে বলে–
ⓚ শব্দ পরিবর্তন ⓚ শব্দদ্বিত্ব ⓖ শব্দ গঠন ⓖ শব্দ প্রয়োগ

১৫. শব্দদ্বিত্ব কত প্রকার?
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ চার ⓖ পাঁচ

১৬. পর পর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে কী বলে?
ⓚ অনুকার দ্বিত্ব ⓚ পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব ⓖ ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্ব ⓖ পদদ্বিত্ব

১৭. কোন ধরনের দ্বিত্বে বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়?
ⓚ অনুকার দ্বিত্বে ⓚ পুনরাবৃত্ত দ্বিত্বে ⓖ ধ্বনাত্মক দ্বিত্বে ⓖ ক ও খ উভয়ই

১৮. কোনটি ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের উদাহরণ?
ⓚ চুপচাপ ⓚ সুরে সুরে ⓖ চোখে চোখে ⓖ ঢং ঢং

১৯. বিভক্তিযুক্ত শব্দদ্বিত্ব কোনটি?
ⓚ ঝাঁকে ঝাঁকে ⓚ হায় হায় ⓖ ঘুম ঘুম ⓖ কত কত

২০. নিচের কোন ধ্বন্যাত্মক দ্বিত্বের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে?
ⓚ খপাখপ ⓚ থকথকে ⓖ ভট ভট ⓖ মজায় মজায়

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer									
২০.ক	১৯.ক	১৮.ঘ	১৭.খ	১৬.ক	১৫.খ	১৪.খ	১৩.ক	১২.খ	১১.গ
১০.খ	০৯.ক	০৮.খ	০৭.ঘ	০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.খ	০৩.ঘ	০২.খ	০১.গ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১৫ সমাস দিয়ে শব্দ গঠন

সমাসের সংজ্ঞা ও অন্যান্য তথ্য

সমাস : [স. সম্ + √অস্ + অ (ঘঞ্)] = সমাস। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন।

- **সমস্তপদ :** সমস্যমান পদগুলো মিলে যে একটি পদ হয়, তাকে সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদ বা সমাসনিষ্পন্ন পদ বলে।
- **সমস্যমান :** যে যে পদে সমাস হয় তাকে সমস্যমান পদ বলে।
- **ব্যাসবাক্য :** যে বাক্য সমস্যমান পদগুলোর পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে অথবা সমস্তপদকে ভাঙলে যে বাক্য পাওয়া যায়, তাকে ব্যাসবাক্য বা সমাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে।
- **পূর্বপদ ও পরপদ :** সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটি পূর্বপদ ও পরেরটি উত্তরপদ বা পরপদ।

নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস চার প্রকার

১. দ্বন্দ্ব সমাস ২. কর্মধারয় সমাস ৩. তৎপুরুষ সমাস ৪. বহুব্রীহি সমাস

পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী সমাস ছয় প্রকার

১. দ্বন্দ্ব সমাস	২. কর্মধারয় সমাস	৩. তৎপুরুষ সমাস
৪. বহুব্রীহি সমাস	৫. দ্বিগু সমাস ও	৬. অব্যয়ীভাব সমাস

উদ্দেশ্য : 'সমাস' শব্দের অর্থ : সংক্ষেপণ। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করাই সমাসের কাজ। সমাসের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়। সমাস ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও গতিশীল করে।

যে সমাসে যে পদ প্রধান :

সমাসের নাম	যে পদ প্রধান	সমাসের নাম	যে পদ প্রধান
দ্বন্দ্ব	উভয়পদ	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু	পরপদ
অব্যয়ীভাব	পূর্বপদ	বহুব্রীহি	কোনো পদই প্রধান নয়।

- সমস্তপদকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি অংশ পাওয়া যায়। যেমন :

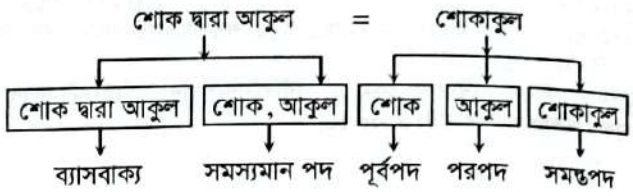

০১. দ্বন্দ্ব সমাস

দ্বন্দ্ব সমাস : যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : তাল ও তমাল = তাল-তমাল, দোয়াত ও কলম = দোয়াত-কলম, সোনা ও রুপা = সোনা-রুপা।

দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের সম্বন্ধ বোঝানোর জন্য ব্যাসবাক্যে এবং, ও, আর– এ তিনটি অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সমজাতীয়, বিপরীত ও অনুরূপ শব্দের সংযোগ ঘটে। যেমন : মা ও বাবা = মা-বাবা; স্বর্গ ও নরক = স্বর্গ-নরক; হাত ও পা = হাত-পা; উনিশ ও বিশ = উনিশ-বিশ; ঝড় ও বৃষ্টি = ঝড়বৃষ্টি; পোটলা ও পুটলি = পোটলা-পুটলি; তুমি ও আমি = তুমি-আমি; আসা ও যাওয়া = আসা-যাওয়া; ধীরে ও সুস্থে = ধীরেসুস্থে; ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ; জমা ও খরচ = জমা-খরচ।

- দ্বন্দ্ব সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন :
  - i. মিলনার্থক শব্দযোগে : মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট, মাতা-পিতা, লুচি-মিষ্টি।
  - ii. বিরোধার্থক শব্দযোগে : দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক, আকাশ-পাতাল।
  - iii. বিপরীতার্থক শব্দযোগে : আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, লাভ-লোকসান, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো।
  - iv. অঙ্গবাচক শব্দযোগে : হাত-পা, নাক-কান, মাথা-মুণ্ড, নাক-মুখ, বুক-পিঠ।
  - v. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে : সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, সাত-সতেরো, উনিশ-বিশ।
  - vi. সমার্থক শব্দযোগে : হাট-বাজার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, নাম-ডাক ঘর-দুয়ার, খাতা-পত্র, লজ্জা-শরম, কাজ-কর্ম।
  - vii. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে : কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধুতি-চাদর।
  - viii. দুটো সর্বনামযোগে : যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, এখানে-সেখানে, তুমি-আমি।
  - ix. দুটো ক্রিয়াযোগে : দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া।
  - x. দুটো ক্রিয়া বিশেষণযোগে : ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে।
  - xi. দুটো বিশেষণযোগে : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া।
  - xii. খাঁটি বাংলা শব্দযোগে : সোনা-রুপা, রাত-দিন।
- **অলুক দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : হাতে ও কলমে = হাতে-কলমে; চলনে ও বলনে = চলনে- বলনে; দেশে ও বিদেশে = দেশে-বিদেশে; চোখে ও মুখে = চোখে-মুখে।

এরূপ : কোলে-পিঠে, সাপে-নেউলে, নয়ে-ছয়ে, জলে-স্থলে, দুধে-ভাতে।

- **বহুপদী দ্বন্দ্ব :** সমস্যমান পদ কখনো কখনো দুইয়ের বেশি হতে পারে। তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন : সাহেব, বিবি ও গোলাম = সাহেব-বিবি-গোলাম; হাত, পা, চোখ ও কান = হাত-পা-চোখ-কান; হাত, পা, নাক, মুখ ও চোখ = হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ; কায়, মন ও বাক্য = কায়মনোবাক্য; ইট, সুরকি, চুন ও কাঠ = ইটসুরকিচুনকাঠ; তেল, নুন ও লকড়ি = তেল-নুন-লকড়ি ইত্যাদি।
- **একশেষ দ্বন্দ্ব :** যে দ্বন্দ্ব সমাসে প্রধান পদটি অবশিষ্ট থেকে অন্য পদগুলো লোপ পায় এবং শেষ পদ অনুসারে শব্দ নির্ধারিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। যেমন : তুমি, সে ও আমি = আমরা। সে ও আপনি = আপনারা।

দ্বন্দ্ব সমাস সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য :

- i. সমস্যমান পদ দুটি সংযোজক অব্যয়– 'এবং, ও, আর' দ্বারা যুক্ত হয়।
- ii. দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত শব্দ পূর্বে বসে। যেমন : গুরু-শিষ্য, প্রভু-ভৃত্য, স্বর্গ-মর্ত্য, রাজা-প্রজা, দেব-দৈত্য, পতি-পত্নী।
- iii. দ্বন্দ্ব সমাসে স্ত্রী-বাচক শব্দ পূর্বে বসে। যেমন : মা-বাপ; সীতা-রাম।
- iv. 'পতি' শব্দ পরে থাকলে 'জায়া' শব্দের স্থানে বিকল্পে 'দম' হয়। যেমন : জায়া ও পতি = দম্পতি।

দ্বন্দ্ব সমাসের আরও উদাহরণ :

অহ ও নিশা = অহর্নিশ	আদব ও কায়দা = আদবকায়দা
আজ ও কাল = আজকাল	উপরি এবং উপরি = উপর্যুপরি
ওষ্ঠ এবং অধর = ওষ্ঠাধর	জন ও মানব = জনমানব
তরু ও লতা = তরুলতা	রক্ত ও মাংস = রক্তমাংস
লেন ও দেন = লেনদেন	হিত ও অহিত = হিতাহিত
শিক্ষক ও ছাত্র = শিক্ষক-ছাত্র	নদী ও নালা = নদী-নালা
জীবন ও মরণ = জীবনমরণ	খেয়াল ও খুশি = খেয়াল-খুশি
বেশ ও ভূষা = বেশভূষা	মাঠ ও ঘাট = মাঠঘাট
আসল ও নকল = আসলনকল	আদি, মধ্য ও অন্ত = আদিমধ্যান্ত
শীত ও উষ্ণ = শীতোষ্ণ	নরম ও গরম = নরমগরম
ভালো ও মন্দ = ভালোমন্দ	শাক ও সবজি = শাকসবজি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০২. কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাস : যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন : নীল যে আকাশ = নীলাকাশ; যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা; গোলাপ নামের ফুল = গোলাপফুল, নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম।

কর্মধারয় সমাস কয়েক প্রকারে সাধিত হয়। যেমন :

সাধারণ কর্মধারয় : সাধারণ কর্মধারয় সমাস কয়েকভাবে গঠিত হতে পারে। এ সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের অবস্থান কয়েক রকম। যেমন : বিশেষণ + বিশেষ্য, বিশেষ্য + বিশেষ্য, বিশেষণ + বিশেষণ।

বিশেষণ + বিশেষ্য :

কিছু কর্মধারয় সমাসের সমস্যমান পদে 'যে' যোজক থাকে। যেমন :

খাস যে জমি = খাসজমি	চিত যে সাঁতার = চিতসাঁতার
সু যে খবর = সুখবর	সৎ যে জন = সজ্জন
কনক যে চাঁপা = কনকচাঁপা	টাক যে মাথা = টাকমাথা
ষড় যে যন্ত্র = ষড়যন্ত্র	মহা যে নদী = মহানদী
মহা যে কাব্য = মহাকাব্য	ক্রীত যে দাস = ক্রীতদাস
কু যে আকার = কদাকার	খণ্ড যে যুদ্ধ = খণ্ডযুদ্ধ
চলমান যে চিত্র = চলচ্চিত্র	উদ্ধত যে শির = উদ্ধত-শির
চরম যে পত্র = চরমপত্র	নব যে পৃথিবী = নবপৃথিবী
নব যে যৌবন = নবযৌবন	ভদ্র যে মহিলা = ভদ্রমহিলা
মহা যে পৃথিবী = মহাপৃথিবী	মিষ্ট যে অন্ন = মিষ্টান্ন
রাম (বড়) যে ছাগল = রামছাগল	ছিন্ন যে ধার = ছিন্নধার
সুদৃঢ় যে সংকল্প = সুদৃঢ়সংকল্প	শ্বেত যে বস্ত্র = শ্বেতবস্ত্র
বহা যে আড়ম্বর = বাহ্যাড়ম্বর	ডুবো যে জাহাজ = ডুবোজাহাজ
শুক্লা যে পঞ্চমী = শুক্লাপঞ্চমী	প্রিয় যে সখা = প্রিয়সখা
হেড যে মাস্টার = হেডমাস্টার	নীল যে উৎপল = নীলোৎপল
সৎ যে লোক = সৎলোক	কাঁচা যে কলা = কাঁচকলা
উড়ো যে জাহাজ = উড়োজাহাজ	মন্দ যে ভাগ্য = মন্দভাগ্য
পাণ্ডু (চলনসই) যে লিপি = পাণ্ডুলিপি	খাস যে মহল = খাসমহল
হেড যে পণ্ডিত = হেডপণ্ডিত	
কু যে পুরুষ = কাপুরুষ (ভীরু), কুপুরুষ (শ্রীহীন)	

এরূপ : করাপাতা, খাস-কামরা, মহানগর, পূণ্যতিথি, পূর্ণচন্দ্র, শ্বেতপদ্ম, নীলকমল, শুভোৎসব, নবপল্লব, দুরাকাঙ্ক্ষা, নষ্টনীড়, বদহজম, রাঙাবউ, ভরাযৌবন, ফুলবাবু, কুশাসন, ক্ষুধিত-পাষাণ, মহাবল, মহারাত্রি, মহোপাধ্যায়, মহারানি।

সমূলপদে কখনো কখনো বিশেষণ পরে আসে, বিশেষ্য আগে যায়। যেমন :

অধম যে নর = নরাধম	সাধারণ যে জন = জনসাধারণ
বুদ্ধ যে ঋষি = ঋষিবুদ্ধ	উত্তম যে পুরুষ = পুরুষোত্তম
কিশোর যে কৃষ্ণ = কৃষ্ণকিশোর	বাটা যে লঙ্কা = লঙ্কাবাটা
ভাজা যে পটোল = পটোলভাজা	ছন্ন যে মতি = মতিচ্ছন্ন
সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ	পোড়া যে কচু = কচুপোড়া
ভাজা যে মাছ = মাছভাজা	উত্তম যে নর = নরোত্তম
ভাজা যে চাল = চালভাজা	ভাজা যে বেগুন = বেগুনভাজা
চঞ্চল যে প্রাণ = প্রাণচঞ্চল	

পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে কর্মধারয় সমাসে সেটি পুরুষবাচক হয়। যেমন : সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি, মহতী যে সভা = মহাসভা, পরমা যে সুন্দরী = পরমসুন্দরী ।

বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে, 'মহৎ' ও 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন : মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান; মহান যে নবি = মহানবি; মহৎ যে জন = মহাজন; মহান যে বীর = মহাবীর।

পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু' স্থানে 'কৎ' হয়। যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ; কু যে আচার = কদাচার।

বিশেষ্য + বিশেষ্য :

দুটি বিশেষ্য পদে একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে। যেমন :

যিনি জজ তিনিই সাহেব = জজসাহেব	যিনি গিন্নি তিনিই মা = গিন্নিমা
যিনি দাদা তিনিই ভাই = দাদাভাই	যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ= চিদানন্দ
যিনি মৌলভি তিনিই সাহেব = মৌলভিসাহেব	যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি
যিনি ডাক্তার তিনিই সাহেব = ডাক্তারসাহেব	যিনি পিতা তিনিই দেব = পিতৃদেব
যিনি কারু তিনিই শিল্পী = কারুশিল্পী	বউ অথচ ঠাকুরানি = বউঠাকুরানি
যিনি মা তিনিই ঠাকরুন = মা-ঠাকরুন	যা হল (hall) তাই ঘর = হলঘর
যিনি দারোগা তিনিই বাবু = দারোগাবাবু	যিনি শিব তিনিই শঙ্কর = শিবশঙ্কর
জ্ঞাতি যিনি শত্রুও তিনি = জ্ঞাতিশত্রু	যিনি গুরু তিনিই দেব = গুরুদেব
খনার যে বচন = খনারবচন	যিনি দেব তিনিই ঋষি = দেবর্ষি
যিনি পণ্ডিত তিনিই সাহেব = পণ্ডিতসাহেব	

এরূপ : ঋষিকবি, মাতৃদেবী, মাস্টারমশায়, রাজসন্ন্যাসী, বৈদ্যনাথ, রামকৃষ্ণ, শিবনাথ, লাটসাহেব।

বিশেষণ + বিশেষণ :

দুটি বিশেষণ পদে একটি বিশেষ্যকে বোঝালে সাধারণ কর্মধারয় সমাস হয়। এক্ষেত্রে দুইটি গুণ একসঙ্গে একই ব্যক্তি বা বস্তুতে বিদ্যমান থাকে। যেমন :

যে চালাক সে চতুর = চালাক-চতুর	যে শান্ত সে শিষ্ট = শান্তশিষ্ট
যিনি গণ্য তিনিই মান্য = গণ্যমাণ্য	কাঁচা অথচ মিঠা = কাঁচামিঠা
যে হৃষ্ট সেই পুষ্ট = হৃষ্টপুষ্ট	যা টক তাই ঝাল = টকঝাল
বিষণ্ন অথচ মধুর = বিষণ্নমধুর	কঠিন অথচ কোমল = কঠিনকোমল
যা স্নিগ্ধ তাই উজ্জ্বল = স্নিগ্ধোজ্জ্বল	ভীষণ অথচ মধুর = ভীষণমধুর
অম্ল অথচ মধুর = অম্লমধুর	যা স্নিগ্ধ তাই সজল = স্নিগ্ধসজল
যা কাঁচা তাই মিঠা = কাঁচামিঠা	

এরূপ : কাঁচাপাকা, গরমভাজা, বাঁধাধরা, মিঠেকড়া, মোটাতাজা, সাদাকালো, মৃদুমন্দ।

বিশেষ নিয়ম :

কার্যে পরম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ পদে সাধারণ কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন : আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়া-মোছা, আগে সুপ্ত পরে উত্থিত = সুপ্তোত্থিত, আগে গত পরে আয়াত = গতায়াত।

পরপদে 'রাজা' শব্দ থাকলে কর্মধারয় সমাসে 'রাজ' হয়। যেমন : মহান যে রাজা = মহারাজ; যিনি রাজা তিনিই ঋষি = রাজর্ষি।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন :

সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন	জ্যোৎস্না শোভিত রাত = জ্যোৎস্নারাত
ঘি মাখানো ভাত = ঘিভাত	চালে জন্মায় যে কুমড়া = চালকুমড়া
পল মিশ্রিত অন্ন = পলান্ন	হাতে পরা হয় যে ঘড়ি = হাতঘড়ি
গণ নিয়ন্ত্রিত তন্ত্র = গণতন্ত্র	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ = প্রীতিভোজ
বরের সাথে যে যাত্রী = বরযাত্রী	আত্মলিখিত জীবনী = আত্মজীবনী
বট নামক বৃক্ষ = বটবৃক্ষ	জীবন নাশের আশঙ্কায় যে বিমা = জীবনবিমা
শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী = শিক্ষামন্ত্রী	ঘোষণা সম্বলিত যে পত্র = ঘোষণাপত্র
প্রাণ যাওয়ার ভয় = প্রাণভয়	ডাক ফেলার বাক্স = ডাকবাক্স
ধর্ম রক্ষার্থে যে ঘট = ধর্মঘট	এণর (মৃগের) অক্ষির ন্যায় অক্ষি = এণাক্ষি
ধর্ম বিহিত কর্ম = ধর্মকর্ম	রেলের উপর চলে যে গাড়ি = রেলগাড়ি
দ্বি অধিক দশ = দ্বাদশ	তুফান তুল্য গতিশীল মেল = তুফানমেল
হাঁটু পরিমাণ জল = হাঁটুজল	আমের গন্ধযুক্ত সন্দেশ = আমসন্দেশ
হাতে চালিত পাখা = হাতপাখা	বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা
হস্ত দ্বারা চালিত শিল্প = হস্তশিল্প	কার্যসাধনের জন্য যে পরিকল্পনা = কার্যপরিকল্পনা
রান্না করার ঘর = রান্নাঘর	লাল রঙের যে সালু (কাপড়) = লালসালু
আয়ের উপর কর = আয়কর	আত্মবিষয়ে যে স্বাতন্ত্র্য = আত্মস্বাতন্ত্র্য
মোম নির্মিত বাতি = মোমবাতি	গৃহের অভ্যন্তরে যে যুদ্ধ = গৃহযুদ্ধ
আক্কেলসূচক দাঁত = আক্কেলদাঁত	সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা
জয়সূচক মুকুট = জয়মুকুট	বৌ পরিবেশন করা ভাত = বৌভাত
মানি রাখার ব্যাগ = মানিব্যাগ	স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ
ভিক্ষা লব্ধ অন্ন = ভিক্ষান্ন	ঘরে আশ্রিত জামাই = ঘরজামাই
রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি = রাষ্ট্রনীতি	মৌ-সঞ্চয়কারী মাছি = মৌমাছি
লাল রঙের ফুল = লালফুল	রাজার অনুসৃত নীতি = রাজনীতি
গীতিপূর্ণ যে নাট্য = গীতিনাট্য	ফোনের মাধ্যমে আলাপ = ফোনালাপ
হাঁটু পরিমাণ জল = হাঁটুজল	বাক্যের মাধ্যমে আলাপ = বাক্যালাপ
চিনি নির্মাণের কল = চিনিকল	জামাইয়ের কল্যাণার্থে ষষ্ঠী = জামাইষষ্ঠী

উপমান কর্মধারয় : 'উপমান' অর্থ তুলনীয় বস্তু। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় অর্থাৎ পরোক্ষ বস্তুকে বলা হয় উপমান। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সঙ্গে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়। সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমানবাচক পদের যে সমাস হয়, তাকে উপমান কর্মধারয় সমাস বলে। উপমান কর্মধারয় সমাসে তুলনাবাচক শব্দ 'মতো', 'ন্যায়' ব্যাসবাক্যের মাঝখানে বসে। এ সমাসে সাধারণ ধর্ম বা গুণের উল্লেখ থাকবে এবং উপমান পদটি প্রথমে বসে। যেমন : ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ = ভ্রমরকৃষ্ণকেশ। এখানে 'ভ্রমর' উপমান এবং 'কেশ' উপমেয়। কৃষ্ণত্ব হলো সাধারণ ধর্ম।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

সাধারণত এ সমাসে উপমেয় পদের কোনো উল্লেখ থাকে না। যেমন : অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা। কিন্তু, ঠিক কোন বস্তুটি অরুণরাঙা তার উল্লেখ নেই। এ সমাসে সমস্তপদটি বিশেষণ হয়। যেমন :

ব্যাসবাক্য (উপমান + সাধারণ ধর্ম/গুণ)	সমস্তপদ (বিশেষণ)
অগ্নির ন্যায় শর্মা	অগ্নিশর্মা
বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	বিড়ালতপস্বী
অরুণের ন্যায় রাঙা	অরুণরাঙা
কাজলের মতো কালো	কাজলকালো
তুষারের ন্যায় শুভ্র	তুষারশুভ্র
মিশির মতো/ন্যায় কালো	মিশকালো
শশের/শশকের মতো ব্যস্ত	শশব্যস্ত
গো-র ন্যায় বেচারি	গো-বেচারি
গজের ন্যায় মূর্খ	গজমূর্খ
বজ্রের ন্যায় কঠোর	বজ্রকঠোর
প্রস্তরের ন্যায় কঠিন	প্রস্তরকঠিন

কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল
তুষারের ন্যায় শীতল = তুষারশীতল
ঘনের ন্যায় শ্যাম = ঘনশ্যাম
হরিণের ন্যায় চপল = হরিণচপল
কুন্দের মতো শুভ্র = কুন্দশুভ্র
নবনীতের ন্যায় কোমল = নবনীতকোমল
দুগ্ধের মতো ধবল = দুগ্ধধবল
বজ্রের ন্যায় কঠিন = বজ্রকঠিন
ধনুকের মতো বাঁকা = ধনুকবাঁকা
সিঁদুরের মতো রাঙা = সিঁদুররাঙা
কমলের ন্যায় কোমল = কমলকোমল
ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ = ভ্রমরকৃষ্ণ
কচুর মতো কাটা = কচুকাটা
বকের ন্যায় ধার্মিক = বকধার্মিক
তুষারের ন্যায় ধবল = তুষারধবল
ফুটির মতো ফাটা = ফুটিফাটা
হিমের ন্যায় শীতল = হিমশীতল
তমালের মতো লতা = তমাললতা
নিমের মতো তেতো = নিমতেতো
লৌহের ন্যায় কঠিন = লৌহকঠিন
শিশিরের ন্যায় স্নিগ্ধ = শিশিরস্নিগ্ধ
জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ = জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ
আলতার মতো রাঙা = আলতারাঙা
শঙ্খের ন্যায় শুভ্র = শঙ্খশুভ্র

৬ **উপমিত কর্মধারয় :** সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমানের যে সমাস হয়, তাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটিকে অনুমান করে নেওয়া হয়। ব্যাসবাক্যে সাধারণত উপমেয় পদটি প্রথমে, এরপর উপমান এবং সবশেষে সাদৃশ্যবাচক পদটি (ন্যায়, মতো, সদৃশ) বসে। অর্থাৎ উপমেয় + উপমান পদ + সাদৃশ্যবাচক শব্দ। সমস্তপদে কোনো বিশেষণ থাকে না। এ সমাসে পূর্বপদ ও পরপদ দুটোই বিশেষ্য পদ হয়। এ সমাসে সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন :

ব্যাসবাক্য (উপমেয় + উপমান)	সমস্তপদ (উপমান + উপমেয়)
মুখ চন্দ্রের ন্যায়	চন্দ্রমুখ
পুরুষ সিংহের ন্যায়	সিংহপুরুষ
আঁখি পদ্মের ন্যায়	পদ্মআঁখি
কুমারী ফুলের ন্যায়	ফুলকুমারী
সন্দেশ আমের মতো	আমসন্দেশ
মুখ সোনার ন্যায়	সোনামুখ
অধর বিম্বের ন্যায়	বিম্বাধর
কপি ফুলের ন্যায়	ফুলকপি
বাবু ফুলের ন্যায়	ফুলবাবু
পোকা কাঁচের মতো	কাঁচপোকা
বৈশাখী কালের (মহাকাল) মতো	কালবৈশাখী

বিদ্র. : উপমিত কর্মধারয় সমাসের সমস্তপদে কখনো কখনো উপমেয় পদটি আগে বসে। যেমন :

ব্যাসবাক্য (উপমেয় + উপমান)	সমস্তপদ (উপমেয় + উপমান)
কর পল্লবের ন্যায়	করপল্লব
পুরুষ সিংহের ন্যায়	পুরুষসিংহ
অধর পল্লবের ন্যায়	অধরপল্লব
বাহু লতার ন্যায়	বাহুলতা
কথা অমৃতের ন্যায়	কথামৃত
চরণ কমলের ন্যায়	চরণকমল
চরণ পদ্মের ন্যায়	চরণপদ্ম
নয়ন পদ্মের ন্যায়	নয়নপদ্ম
বীর সিংহের ন্যায়	বীরসিংহ
মুখ চন্দ্রের ন্যায়	মুখচন্দ্র
কর কমলের ন্যায়	করকমল
পাদ (পা) পদ্মের ন্যায়	পাদপদ্ম
নর সিংহের ন্যায়	নরসিংহ
বদন কমলের ন্যায়	বদনকমল
নর দেবের তুল্য	নরদেব
নয়ন কমলের ন্যায়	নয়নকমল
মুখ চাঁদের ন্যায়	চাঁদমুখ
রক্ত কমলের ন্যায়	রক্তকমল
ব-এর মতো দ্বীপ	বদ্বীপ
পুরুষ ঋষভের ন্যায়	পুরুষর্ষভ
কর পল্লবের ন্যায়	করপল্লব

⊡ **উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস নির্ণয়ের কৌশল :** ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিচের সূত্রটির সাহায্যে খুব সহজেই উপমান ও উপমিত কর্মধারয় সমাস নির্ণয় করা যাবে।

সূত্র/ছন্দ : **ন্যায় মাঝে উপমান, ন্যায় শেষে উপমিত।**

উদাহরণ : বকের **ন্যায়** ধার্মিক = বকধার্মিক। (উপমান কর্মধারয়)
পুরুষ সিংহের **ন্যায়** = সিংহপুরুষ। (উপমিত কর্মধারয়)

বি. দ্র. : পরীক্ষায় ব্যাসবাক্য দেওয়া না থাকলে সমাস নির্ণয়ের জন্য সমস্তপদকে মনে মনে ব্যাসবাক্য বানাতে হবে। তাহলে খুব সহজেই সমাস নির্ণয় করা যাবে।

৭ **রূপক কর্মধারয় :** উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভিন্ন/অভেদ কল্পনা করে উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। এ সমাসে সমস্তপদে দুটোই বিশেষ্য পদ থাকে, কোনো বিশেষণ থাকে না। এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে এবং উপমান পদ পরে বসে এবং অভিন্নতাসূচক 'রূপ' পদটি সর্বদা ব্যাসবাক্যের মাঝে বসে। রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান পদটি প্রাধান্য লাভ করে। এ সমাসে অবস্তুবাচক বা অদৃশ্যমান ধরণ বা অভিজ্ঞতার সাথে দৃশ্যমান বা বস্তুবাচক শব্দের সমাস হয়। এ সমাসের উদাহরণ :

ব্যাসবাক্য (উপমেয় + উপমান)	সমস্তপদ (উপমেয় + উপমান)
ক্রোধ রূপ অনল	ক্রোধানল
বিষাদ রূপ সিন্ধু	বিষাদসিন্ধু
মন রূপ মাঝি	মনমাঝি
ভব রূপ নদী	ভবনদী
অগ্নি রূপ বীণা	অগ্নিবীণা
জীবন রূপ তরী	জীবনতরী
আঁখি রূপ পাখি	আঁখিপাখি
যৌবন রূপ কুসুম	যৌবনকুসুম
বিদ্যা রূপ সাগর	বিদ্যাসাগর
কাল রূপ সিন্ধু	কালসিন্ধু
জীবন রূপ প্রদীপ	জীবনপ্রদীপ
মোহ রূপ নিদ্রা	মোহনিদ্রা
জীবন রূপ বারি	জীবনবারি
দিল রূপ দরিয়া	দিলদরিয়া
পরান রূপ পাখি	পরানপাখি
যৌবন রূপ সূর্য	যৌবনসূর্য
প্রেম রূপ ভোর	প্রেমভোর
প্রাণ রূপ প্রিয়	প্রাণপ্রিয়
সুখ রূপ সাগর	সুখসাগর

৮ **দ্বিগু কর্মধারয় :** কিছু কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হয়, সেগুলোকে দ্বিগু কর্মধারয় বলে। যেমন : তিন ফলের সমাহার = ত্রিফলা, চার রাস্তার মিলন = চৌরাস্তা, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, ত্রি কালের সমাহার = ত্রিকাল।

উদ্দেশ্য, প্রশ্নের অপশনে দ্বিগু কর্মধারয় উল্লেখ থাকলে উত্তর হবে দ্বিগু কর্মধারয়, অন্যথায় শুধু দ্বিগু সমাস উত্তর হবে।

➤ **কর্মধারয় সমাসের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম :** কখনো কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত পূর্বপদের সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, উপসর্গ ও অব্যয়ের সঙ্গে পরপদের বিশেষ্যের মাধ্যমে কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন :

i. **সর্বনাম :** এই যে কাল = একাল, সেই যে কাল = সেকাল, এই যে ক্ষণ = এখন, সেই যে ক্ষণ = সেক্ষণ।
ii. **সংখ্যাবাচক শব্দ :** এক যে জন = একজন, দো যে তলা = দোতলা
iii. **উপসর্গ :** বি যে ভুঁই = বিভুঁই, কু যে কর্ম = কুকর্ম, বি যে কাল = বিকাল, বে যে সুর = বেসুর, বি যে দেশ = বিদেশ, স যে কাল = সকাল।
iv. **অব্যয় (অনুকার অব্যয়) :** ফিস্ ফিস্ যে কথা = ফিস্‌ফিসে কথা।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৩. তৎপুরুষ সমাস

তৎপুরুষ সমাস : সমস্যমান পদের অর্থাৎ পূর্বপদে বিভক্তি (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী পর্যন্ত) ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তার নাম তৎপুরুষ সমাস। এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন : দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত (২য়া বিভক্তির লোপ), ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো (২য়া বিভক্তির লোপ), মামার বাড়ি = মামাবাড়ি (৬ষ্ঠী বিভক্তির লোপ)।

তৎপুরুষ সমাস নয় প্রকার (মুনীর চৌধুরীর মতে) : দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নঞ্, উপপদ ও অলুক তৎপুরুষ সমাস। উল্লেখ্য, বিভক্তি লোপ পায় এমন তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার (দ্বিতীয়া থেকে সপ্তমী তৎপুরুষ)। আবার বিভক্তি লোপ না পেয়ে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে বলা হয় অলুক তৎপুরুষ সমাস।

তৎপুরুষ সমাস নির্ণয়ের সহজ নিয়ম : তৎপুরুষ সমাস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে ব্যাসবাক্যকে সমস্তপদে পরিবর্তন করার সময় পূর্বপদের কোন বিভক্তি বাদ গেছে বা লোপ পেয়েছে। যে বিভক্তি লোপ পাবে সেই বিভক্তির নামানুসারেই তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ হবে। যেমন :

মেঘ দ্বারা লুপ্ত = মেঘলুপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ), কিন্তু মেঘে লুপ্ত = মেঘলুপ্ত (সপ্তমী তৎপুরুষ)। জল দ্বারা মগ্ন = জলমগ্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ), কিন্তু জলে মগ্ন = জলমগ্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)। মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন = মেঘাচ্ছন্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ), কিন্তু মেঘে আচ্ছন্ন = মেঘাচ্ছন্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ/কর্ম তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি (কে, রে) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

গা-কে ঢাকা = গা-ঢাকা	বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন
পরলোকে গত = পরলোকগত	দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত
বয়কে প্রাপ্ত = বয়প্রাপ্ত	স্বর্গকে প্রাপ্ত = স্বর্গপ্রাপ্ত
ভারকে প্রাপ্ত = ভারপ্রাপ্ত	সাহায্যকে প্রাপ্ত = সাহায্যপ্রাপ্ত
কলাকে বেচা = কলাবেচা	হ্রদকে দেখা = হ্রদদেখা
ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা	বীজকে বোনা = বীজবোনা
ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো	নভেলকে পড়া = নভেল-পড়া
রথকে দেখা = রথদেখা	শরণকে আগত = শরণাগত
বেগকে সংবরণ = বেগসংবরণ	আত্মকে হত্যা = আত্মহত্যা
আমকে কুড়ানো = আমকুড়ানো	দেশকে ভক্ত = দেশভক্ত
নবীনকে বরণ = নবীনবরণ	পৃষ্ঠকে প্রদর্শন = পৃষ্ঠপ্রদর্শন
প্রাণকে বধ = প্রাণবধ	বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন
ভারকে অর্পণ = ভারার্পণ	মজ্জাকে গত = মজ্জাগত
রথকে চালন = রথচালন	শরকে নিক্ষেপ = শরনিক্ষেপ
মালাকে বদল = মালাবদল	লোককে দেখানো = লোক-দেখানো

বিশেষ নিয়ম :

i. ব্যাপ্তি অর্থেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী, চির ব্যাপ্ত করে কাল = চিরকাল, চিরদিন ধরে (ব্যাপিয়া) শত্রু = চিরশত্রু, নিত্যকাল ব্যাপিয়া ধারা = নিত্যধারা, চিরকাল ব্যাপিয়া সুন্দর = চিরসুন্দর = চিরসুন্দর, জীবন ব্যাপিয়া আনন্দ = জীবনানন্দ।

ii. ভাবে, রূপে, যথা-তথা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : মৃদুভাবে ভাষী = মৃদুভাষী, ধীর যথা তথা গামী = ধীরগামী, অর্ধরূপে রাজি = নিমরাজি, অর্ধরূপে মৃত = অর্ধমৃত, দ্রুত যথা তথা গামী = দ্রুতগামী।

তৃতীয়া তৎপুরুষ/করণ তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে তৃতীয়া বিভক্তির (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

মন দিয়ে গড়া = মনগড়া	অস্ত্র দ্বারা উপচার = অস্ত্রোপচার
বাক দ্বারা দত্ত = বাগ্‌দত্ত	সমবেদনা দিয়ে ভরা = সমবেদনাভরা
বজ্র দ্বারা আহত = বজ্রাহত	ন্যায় দ্বারা সঙ্গত = ন্যায়সঙ্গত
ধন দ্বারা আঢ্য = ধনাঢ্য	বিজ্ঞান দ্বারা সম্মত = বিজ্ঞানসম্মত
ঘি দ্বারা ভাজা = ঘিভাজা	ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল
বাক দ্বারা বিতণ্ডা = বাগ্‌বিতণ্ডা	রক্ত দ্বারা অক্ত (মিশ্রিত) = রক্তাক্ত
কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ = কণ্টকাকীর্ণ	পোয়া দ্বারা উন = পৌন
গুণ দ্বারা মুগ্ধ = গুণমুগ্ধ	ঢেঁকি দ্বারা ছাটা = ঢেঁকিছাটা
জন দ্বারা আকীর্ণ = জনাকীর্ণ	মাদক দ্বারা আসক্ত = মাদকাসক্ত
রাজা দ্বারা দত্ত = রাজদত্ত	অগ্নি দ্বারা উৎপাত = অগ্ন্যুৎপাত
মন্ত্র দ্বারা মুগ্ধ = মন্ত্রমুগ্ধ	তমসা দ্বারা আচ্ছন্ন = তমসাচ্ছন্ন
শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ	মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন = মেঘাচ্ছন্ন
মেঘ দ্বারা লুপ্ত = মেঘলুপ্ত	শোক দ্বারা আকুল = শোকাকুল
রব দ্বারা আহূত = রবাহূত	পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি = পুষ্পাঞ্জলি
গুরু কর্তৃক দত্ত = গুরুদত্ত	পদ দ্বারা দলিত = পদদলিত
আশার দ্বারা হত = আশাহত	ছাই দিয়ে চাপা = ছাইচাপা
যুক্তি দ্বারা সঙ্গত = যুক্তিসঙ্গত	শোক দ্বারা আর্ত = শোকার্ত

বিশেষ নিয়ম :

I. **উন, হীন, শূন্য :** উন, হীন, শূন্য প্রভৃতি শব্দ উত্তরপদ হলেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : এক দ্বারা উন = একোন, বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন, জ্ঞান দ্বারা বা জ্ঞানে শূন্য = জ্ঞানশূন্য, মাতৃ দ্বারা হীন = মাতৃহীন, পাঁচ দ্বারা কম = পাঁচকম (একশ)।

ii. **উপকরণবাচক বিশেষ্য :** উপকরণবাচক বিশেষ্য পদ পূর্বপদে বসেও তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত = স্বর্ণমণ্ডিত, হীরক দ্বারা খচিত = হীরকখচিত, চন্দন দ্বারা চর্চিত = চন্দনচর্চিত, রত্ন দ্বারা শোভিত = রত্নশোভিত।

সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ :

মধু দিয়ে মাখা = মধুমাখা	বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা
চিনি দিয়ে পাতা = চিনিপাতা	গ্রাম থেকে ছাড়া = গ্রামছাড়া
রান্নার জন্য ঘর = রান্নাঘর	আগা থেকে গোড়া = আগাগোড়া

বিদ্র. *নতুন ব্যাকরণ বইতে তৃতীয়া বিভক্তি বলতে কোনো বিভক্তি নেই। নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী তৃতীয়া, পঞ্চমী বিভক্তিগুলো অনুসর্গের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নে অনুসর্গ লোপ পেয়ে গঠিত সমাস জানতে চাওয়া হলে সেক্ষেত্রে তৃতীয়া, পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসগুলোই উত্তর করতে হবে।*

চতুর্থী তৎপুরুষ/নিমিত্ত-তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে চতুর্থী বিভক্তি (কে, জন্য, নিমিত্ত, উদ্দেশ্য ইত্যাদি) লোপে যে সমাস হয়, তাকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

গুরুকে ভক্তি = গুরুভক্তি	আরামের জন্য কেদারা = আরামকেদারা
মরার জন্য কান্না = মরাকান্না	বসতের নিমিত্ত বাটি = বসতবাটি
শয়নের জন্য ঘর = শয়নঘর	পাঠের জন্য শালা = পাঠশালা
জপের জন্য মালা = জপমালা	চুষবার জন্য কাগজ = চোষকাগজ
জয়ের জন্য যাত্রা = জয়যাত্রা	শিক্ষার জন্য আয়তন = শিক্ষায়তন
মুক্তির জন্য যুদ্ধ = মুক্তিযুদ্ধ	ডাকের নিমিত্ত মাশুল = ডাকমাশুল
মুক্তির জন্য পণ =মুক্তিপণ	শিশুদের জন্য সাহিত্য = শিশুসাহিত্য
পাঠের জন্য আগার = পাঠাগার	মাথার (চুলের) জন্য কাঁটা = মাথারকাটা
আয়ের নিমিত্তে কর = আয়কর	বসতের নিমিত্ত বাড়ি = বসতবাড়ি
গণের নিমিত্ত ভবন = গণভবন	শিশুদের জন্য বিভাগ = শিশুবিভাগ
ছাত্রদের জন্য আবাস = ছাত্রাবাস	শিশুদের জন্য মঙ্গল = শিশুমঙ্গল
স্বদেশের জন্য প্রেম = স্বদেশপ্রেম	বিশ্রামের জন্য আগার = বিশ্রামাগার
খেলার জন্য ঘর = খেলাঘর	ভজনের জন্য আলয় = ভজনালয়
জীবনের জন্য বিমা = জীবনবিমা	হজের উদ্দেশ্যে বা জন্য যাত্রা = হজযাত্রা
মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম	আক্কেলের জন্য সেলামি = আক্কেলসেলামি
তীর্থের জন্য যাত্রা = তীর্থযাত্রা	বিপ্লবের নিমিত্ত অভিযান = বিপ্লব-অভিযান
তপের নিমিত্ত বন = তপোবন	সেচনের নিমিত্ত কলস = সেচন-কলস
মাতাকে ভক্তি = মাতৃভক্তি	যুদ্ধের জন্য যাত্রা = যুদ্ধযাত্রা
যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ = যূপকাষ্ঠ	

এরূপ : মুসাফিরখানা, মাপকাঠি, মেয়েস্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, পাগলাগারদ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ও চতুর্থী তৎপুরুষ নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করো : স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু করা বা কারো উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশিত হলে '-কে' বিভক্তিচিহ্ন থাকলে তা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ না হয়ে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হবে। যেমন :

বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ)

কিন্তু, গুরুকে ভক্তি (গুরুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রদ্ধা-ভক্তি) = গুরুভক্তি, দেবকে দত্ত (দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত) = দেবদত্ত (চতুর্থী তৎপুরুষ/নিমিত্ত-তৎপুরুষ)।

বি.দ্র. : নতুন ব্যাকরণ বইতে চতুর্থী বিভক্তি বলতে কোনো বিভক্তি নেই। নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, হতে, থেকে, চেয়ে, জন্য, পর্যন্ত, অবধি, মাঝে, বিনা, ব্যতীত ইত্যাদি শব্দগুলো অনুসর্গের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নে অনুসর্গ লোপ পেয়ে গঠিত সমাস জানতে চাওয়া হলে সেক্ষেত্রে এই সমাসগুলোই উত্তর করতে হবে।

পঞ্চমী তৎপুরুষ/অপাদান তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে পঞ্চমী বিভক্তি (হতে, থেকে, চেয়ে) লোপে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : খাঁচা থেকে ছাড়া = খাঁচাছাড়া, বিলাত থেকে ফেরত = বিলাতফেরত, ইতি থেকে আদি = ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়ম :

i. সাধারণত চ্যুত, জাত, আগত, ভীত, গৃহীত, বিরত, মুক্ত, উত্তীর্ণ, পালানো, ভ্রষ্ট ইত্যাদি পরপদের সঙ্গে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। এ সমাসকে অপাদান তৎপুরুষ সমাসও বলা হয়। যেমন :

স্কুল থেকে পালানো = স্কুলপালানো	জেল থেকে মুক্ত = জেলমুক্ত
জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ	সত্য হতে ভ্রষ্ট = সত্যভ্রষ্ট
প্রাণ হতে প্রিয়= প্রাণপ্রিয়	লোক হতে ভয় = লোকভয়
ঋণ হতে মুক্ত = ঋণমুক্ত	জেল হতে পলাতক = জেলপলাতক
পদ হতে চ্যুত = পদচ্যুত	ভদ্র হতে ইতর = ভদ্রেতর
বন্ধন হতে মুক্ত = বন্ধনমুক্ত	স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট = স্বর্গভ্রষ্ট
রোগ হতে মুক্ত = রোগমুক্ত	দল হতে ছুট = দলছুট
স্নাতক থেকে উত্তর = স্নাতকোত্তর	ধর্ম হতে ভ্রষ্ট = ধর্মভ্রষ্ট
বোঁটা হতে খসা = বোঁটাখসা	জেল থেকে খালাস = জেলখালাস
শাপ থেকে মুক্ত = শাপমুক্ত	দেশ থেকে পলাতক = দেশপলাতক
মুখ থেকে ভ্রষ্ট = মুখভ্রষ্ট	মেঘ হতে মুক্ত = মেঘমুক্ত
যুদ্ধ থেকে বিরতি = যুদ্ধবিরতি	লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট = লক্ষ্যভ্রষ্ট

ii. কোনো কোনো সময় পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের ব্যাসবাক্যে 'এর', 'চেয়ে', 'অপেক্ষা' ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। যেমন : পরানের চেয়ে প্রিয় = পরানপ্রিয়, প্রাণের চেয়ে অধিক = প্রাণাধিক, সর্ব (সকলের) অপেক্ষা উত্তম = সর্বোত্তম, সর্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট = সর্বোৎকৃষ্ট, সর্ব অপেক্ষা উচ্চ = সর্বোচ্চ, সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ।

বি.দ্র. *নতুন ব্যাকরণ বইতে পঞ্চমী বিভক্তি বলতে কোনো বিভক্তি নেই। নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী দ্বারা, দিয়ে, কর্তৃক, হতে, থেকে, চেয়ে, জন্য, পর্যন্ত, অবধি, মাঝে, বিনা, ব্যতীত ইত্যাদি শব্দগুলো অনুসর্গের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নে অনুসর্গ লোপ পেয়ে গঠিত সমাস জানতে চাওয়া হলে সেক্ষেত্রে এই সমাসগুলোই উত্তর করতে হবে।*

ষষ্ঠী তৎপুরুষ /সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর, দের) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

চায়ের বাগান = চাবাগান	বৃহতের পতি = বৃহস্পতি
ধানের খেত = ধানখেত	যুদ্ধের উত্তর = যুদ্ধোত্তর
অহ্নের পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন	অতিথির সৎকার = অতিথিসৎকার
খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট	জীবনের সঞ্চার = জীবনসঞ্চার
বনের পতি = বনস্পতি	বিদ্যার সাগর = বিদ্যাসাগর
কার্যের আলয় = কার্যালয়	পুষ্পের সৌরভ = পুষ্পসৌরভ
গণের তন্ত্র = গণতন্ত্র	ঝড়ের ঝাপটা = ঝড়-ঝাপটা
ইন্দ্রের ধনু = ইন্দ্রধনু	নাট্যের আলয় = নাট্যালয়
কবিদের গুরু = কবিগুরু	গল্পের প্রেমিক = গল্পপ্রেমিক
গৃহের কর্ত্রী = গৃহকর্ত্রী	পাষাণের স্তূপ = পাষাণস্তূপ
ঝরনার ধারা = ঝরনাধারা	ঘোড়ার দৌড় = ঘোড়দৌড়
প্রজার তন্ত্র = প্রজাতন্ত্র	তমালের তলা = তমালতলা
পরের অধীন = পরাধীন	বনের মধ্যে = বনমধ্যে
বজ্রের সম = বজ্রসম	বিধির লিপি = বিধিলিপি
রাষ্ট্রের পতি = রাষ্ট্রপতি	সন্ধ্যার প্রদীপ = সন্ধ্যাপ্রদীপ
সুখের সময় = সুসময়	কর্ণের কুহর = কর্ণকুহর
ভ্রূর কুটি = ভ্রূকুটি	বিশ্বের কবি = বিশ্বকবি
যাদুর ঘর = যাদুঘর	শিক্ষার গুরু = শিক্ষাগুরু
গ্রন্থের আগার = গ্রন্থাগার	জনের কণ্ঠ = জনকণ্ঠ
উপলের খণ্ড = উপলখণ্ড	ক্রোড়ের পত্র = ক্রোড়পত্র
কর্মের কর্তা = কর্মকর্তা	শ্বশুরের বাড়ি = শ্বশুরবাড়ি
ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ	বনের ফুল = বনফুল
রাজার পুত্র = রাজপুত্র	মাতার মূর্তি = মাতৃমূর্তি

এরূপ : ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, দিল্লীশ্বর, বাঁদরনাচ, পাটক্ষেত, ছবিঘর, বিড়ালছানা ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় :

i. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে 'রাজা' শব্দের স্থলে 'রাজ' হয়। যেমন : রাজার পুত্র = রাজপুত্র, রাজার ধানী (বাসস্থান) = রাজধানী, রাজার দণ্ড = রাজদণ্ড, রাজার কন্যা = রাজকন্যা, রাজার নীতি = রাজনীতি, রাজার রানি = রাজরানি।

ii. ব্যাসবাক্যে শ্রেষ্ঠ অর্থে 'রাজা' শব্দ পরে থাকলে সমস্তপদে তা আগে আসে। যেমন : কবিদের রাজা = রাজকবি, হাঁসের রাজা = রাজহাঁস, মিস্ত্রিদের রাজা = রাজমিস্ত্রি, হংসের রাজা = রাজহংস, পথের রাজা = রাজপথ।

⊡ **ব্যতিক্রম :** ব্যাসবাক্যে 'রাজা' শব্দটি 'রাজা' (King) অর্থে ব্যবহার হলে ও পরে থাকলে সমস্তপদে তা পরেই থাকে, আগে বসে না। যেমন : গজনীর রাজা = গজনীরাজ।

iii. ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে পিতা, মাতা, ভ্রাতা স্থলে যথাক্রমে পিতৃ, মাতৃ, ভ্রাতৃ হয়। যেমন : পিতার ধন = পিতৃধন, মাতার সেবা = মাতৃসেবা, মাতার মঙ্গল = মাতৃমঙ্গল, ভ্রাতার স্নেহ = ভ্রাতৃস্নেহ, মাতার স্নেহ = মাতৃস্নেহ, পিতার স্নেহ = পিতৃস্নেহ।

iv. পরপদে সহ, তুল্য, নিভ, প্রায়, প্রতিম শব্দগুলো থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : পত্নীর সহ = পত্নীসহ, কন্যার সহ = কন্যাসহ, বন্ধুর তুল্য = বন্ধুতুল্য, মৃতের প্রায় = মৃতপ্রায়, পিতার তুল্য = পিতৃতুল্য, ভ্রাতার তুল্য = ভ্রাতৃতুল্য, অনুজের প্রতিম = অনুজপ্রতিম, সহোদরের প্রতিম = সহোদরপ্রতিম/সোদরপ্রতিম।

v. পরপদে রাজি, গ্রাম, বৃন্দ, গণ, যূথ, পাল প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ থাকলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : হস্তীর যূথ = হস্তীযূথ, পুষ্পের রাজি = পুষ্পরাজি, সদস্যের বৃন্দ = সদস্যবৃন্দ, গুণের গ্রাম = গুণগ্রাম, ছাত্রের গণ = ছাত্রগণ, রত্নের রাজি = রত্নরাজি, পঙ্গের পাল = পঙ্গপাল, শিক্ষকের বৃন্দ = শিক্ষকবৃন্দ।

vi. কালের কোনো অংশবোধক শব্দ পরে থাকলে তা পূর্বে বসে। যেমন : অহ্নের (দিনের) পূর্বভাগ = পূর্বাহ্ন, অহ্নের অপর ভাগ = অপরাহ্ন।

vii. 'অর্ধ' বা 'মাঝ' শব্দ পরপদ হলে সমস্তপদে তা পূর্বপদ হয়। যেমন : পথের অর্ধ = অর্ধপথ, সেরের অর্ধ = অর্ধসের, ভাগের অর্ধ = অর্ধভাগ।

viii. শিশু, দুগ্ধ, অণ্ড (ডিম), ডিম্ব ইত্যাদি শব্দ পরে থাকলে এবং ব্যাসবাক্যে স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকলে সমস্তপদে স্ত্রীবাচক শব্দটি পূর্বপদে পুরুষবাচক হয়। যেমন : মৃগীর শিশু = মৃগশিশু, ছাগীর দুগ্ধ = ছাগদুগ্ধ, হংসীর ডিম্ব = হংসডিম্ব, কুকুরীর ছানা = কুকুরছানা ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ/অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদে সপ্তমী বিভক্তি (এ, য়, তে) লোপ পেয়ে যে সমাস হয় তাকে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

গাছে পাকা = গাছপাকা	দিবায় নিদ্রা = দিবানিদ্রা
বাক্যে পটু = বাক্‌পটু	তালে কানা = তালকানা
বস্তায় পচা = বস্তাপচা	বিশ্বে বিখ্যাত = বিশ্ববিখ্যাত
অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু	গোলায় ভরা = গোলাভরা
ভোজনে পটু = ভোজনপটু	দানে বীর = দানবীর
কর্মে নিপুণ = কর্মনিপুণ	জলে মগ্ন = জলমগ্ন
কোটরে স্থিত = কোটরস্থিত	রাতে কানা = রাতকানা
বাক্সে বন্দি = বাক্সবন্দি	মনে মরা = মনমরা
মেঘে লুপ্ত = মেঘলুপ্ত	অকালে পক্ব = অকালপক্ব
বনে ভোজন = বনভোজন	তালিকায় ভুক্ত = তালিকাভুক্ত
যুদ্ধে বিরতি = যুদ্ধবিরতি	রথে আরোহণ = রথারোহণ
সংখ্যায় লঘু = সংখ্যালঘু	সাহিত্যে বিশারদ = সাহিত্যবিশারদ
সলিলে সমাধি = সলিলসমাধি	তমসায় আচ্ছন্ন = তমসাচ্ছন্ন
দানে বীর = দানবীর	পুথিতে গত = পুথিগত
সংখ্যায় লঘিষ্ঠ = সংখ্যালঘিষ্ঠ	সত্যে নিষ্ঠা (আগ্রহ) = সত্যনিষ্ঠা
মাথায় ব্যথা = মাথাব্যথা	ন্যায়ে নিষ্ঠ = ন্যায়নিষ্ঠ

বিশেষ নিয়ম :

i. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে কোনো কোনো সময় ব্যাসবাক্যে পরপদ সমস্তপদের পূর্বে আসে। যেমন : পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, পূর্বে শ্রুত = শ্রুতপূর্ব, পূর্বে অশ্রুত = অশ্রুতপূর্ব, পূর্বে অদৃষ্ট = অদৃষ্টপূর্ব।

ii. ব্যাসবাক্যে তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্যসহ 'মধ্যে' শব্দ থাকলে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন : সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = সর্বশ্রেষ্ঠ, কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ = কবিশ্রেষ্ঠ, নরের মধ্যে অধম = নরাধম, পুরুষের মধ্যে উত্তম = পুরুষোত্তম, লাটদের মধ্যে বড় = বড়লাট, সকলের মধ্যে উত্তম = সর্বোত্তম।

CamScanner

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস : সংস্কৃতে নঞ্ একটি অব্যয়। এর অর্থ 'না'। পূর্বপদে নঞর্থক বা না-বাচক অব্যয় (ন, না, নি, নেই, নাই, নয়, অ, অন, অনা, আ, গর, বি, বে ইত্যাদি) বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন :

ন আচার = অনাচার	ন আদর = অনাদর	ন অতি খর্ব = নাতিখর্ব
নেই তাল = বেতাল	ন সময় = অসময়	ন অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ
ন কাতর = অকাতর	নয় কাতর = অকাতর	নেই চপ্ (মানান) = বেচপ
নয় অশন = অনশন	নেই খুঁত = নিখুঁত	বে (নয়) আইনি = বেআইনি
নয় রাজি = অরাজি	ন আহত = অনাহত	নয় আশ্রিত = অনাশ্রিত
নয় ক্ষত = অক্ষত	ন রাজি = গররাজি	নয় অতি বৃহৎ = অনতিবৃহৎ
ন ঐক্য = অনৈক্য	ন উন্নত = অনুন্নত	ন অতিশীতোষ্ণ = নাতিশীতোষ্ণ
ন এক = অনেক	নাই খরচা = নিখরচা	নয় হাজির = গরহাজির
ন মিল = অমিল	নয় সৃষ্টি = অনাসৃষ্টি	ন (মন্দ অর্থে) গাছ = আগাছা
ন উর্বর = অনুর্বর	নয় রসিক = বেরসিক	ন (নয়) সরকারি = বেসরকারি
নেই হুঁশ = বেহুঁশ	নয় স্থির = অস্থির	নেই অধিকার = অনধিকার
নয় সত্য = অসত্য	নয় ব্যয় = অব্যয়	নয় কৃত্রিম = অকৃত্রিম
ন ভাব = অভাব	নয় আসক্ত = অনাসক্ত	ন সহযোগ = অসহযোগ
ন সুখ = অসুখ	নয় পর্যাপ্ত = অপর্যাপ্ত	নয় বিশ্বাস্য = অবিশ্বাস্য
ন ঠিক = বেঠিক	নয় উচিত = অনুচিত	ন অভিজ্ঞ = অনভিজ্ঞ
নেই হুঁশ = বেহুঁশ	নয় কপট = অকপট	ন অতিদূর = নাতিদূর

বিশেষ নিয়ম :

i. খাঁটি বাংলায় অ, আ, না কিংবা অনা হয়। যেমন : ন কাল = অকাল বা আকাল, ন ধোয়া = আধোয়া, নয় মঞ্জুর = নামঞ্জুর, ন কেজো = অকেজো; নাই জানা = অজানা, নয় চেনা = অচেনা। এরূপ : আলুনি, নাছোড়, অনাবাদি, নাবালক ইত্যাদি।

ii. উত্তর বা পরপদের আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'নঞ্' স্থানে 'অ' হয়। যেমন : ন মিল = অমিল।

iii. উত্তরপদের আদিতে স্বরবর্ণ থাকলে 'নঞ্' স্থানে 'অন' হয়। যেমন : ন আবাদি = অনাবাদি।

iv. কখনো কখনো 'নঞ্' স্থানে 'নয়' হয়। যেমন : নয় বালক = নাবালক।

v. না-বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ অর্থে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন :

যে অর্থে ব্যবহৃত	ব্যাসবাক্য	সমস্তপদ
অভাব	ন বিশ্বাস	অবিশ্বাস
ভিন্নতা	ন লৌকিক	অলৌকিক।
অল্পতা	ন কেশা	অকেশা।
বিরোধ	ন সুর	অসুর।
অপ্রশস্ত	ন কাল	অকাল।
মন্দ	ন ঘাট	অঘাট।
এরূপ : অমানুষ, অসঙ্গত, অভদ্র, অনন্য, অগম্য ইত্যাদি।		

উপপদ তৎপুরুষ সমাস : কৃদন্ত পদের সঙ্গে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : পকেট মারে যে = পকেটমার, জলে চরে যা = জলচর, জল দেয় যে = জলদ। এখানে পকেট, জলে, জল উপপদ এবং 'মারে', 'চরে' ও 'দেয়' কৃদন্ত পদ। এরূপ :

পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ	বনে চরে (বিচরণ করে) যে = বনচর
মনে জন্মে যা = মনোজ	আত্মা হতে জন্মে যে = আত্মজ
মধু করে যে = মধুকর	বসু (ধন) ধরে যে = বসুন্ধরা
স্বর্ণ করে যে = স্বর্ণকার	ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে = জিতেন্দ্রিয়
গুপ্তভাবে চরে যে = গুপ্তচর	অর্থ করা যায় যার দ্বারা = অর্থকরী
অগ্রে জন্মে যে = অগ্রজ	পথ নির্মাণ করে যে = পথিকৃৎ
নীর দান করে যে = নীরদ	সর্বনাশ করে যে = সর্বনাশা
ছেলে ধরে যে = ছেলেধরা	ধামা ধরে যে = ধামাধরা
বাজি করে যে = বাজিকর	পাতা চাটে যে = পাতাচাটা
বাস্তু হারিয়েছে যে = বাস্তুহারা	খ-য়ে (আকাশ) চরে (বিচরণ) যে = খেচর
গৃহে থাকে যে = গৃহস্থ	ক্ষীণভাবে বাঁচে যে = ক্ষীণজীবী
পুথি পড়ে যে = পুথিপোড়ো	একান্নে (এক অন্নে) বর্তে যে = একান্নবর্তী
প্রভা করে যে = প্রভাকর	মন হরণ করে যে (নারী) = মনোহারিণী
বুক ভাঙে যাতে = বুকভাঙা	প্রিয়ম্ বলে যে (নারী) = প্রিয়ংবদা
যাদু করে যে = যাদুকর	সর্ব হারিয়েছে যার/যাদের = সর্বহারা
মধু পান করে যে = মধুপ	তিমিরকে বিদীর্ণ করে যে = তিমিরবিদারী
ছা পোষে যে = ছা-পোষা	পা (শেকড়) দিয়ে পান করে যে = পাদপ (বৃক্ষ)
ভুঁই ফোঁড়ে যে = ভুঁইফোঁড়	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে = ইন্দ্রজিৎ
সত্য বলে যে = সত্যবাদী	নীল করে (চাষ করে) যে = নীলকর
হালুই করে যে = হালুইকর	পাতা ছিঁড়ে যে = পাতাছেঁড়া
পা চাটে যে = পা-চাটা	ভার বহন করে যে = ভারবাহী
গিরিতে থাকে যে = গিরিশ	অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগামী
স্বয়ং জন্মে যে = স্বয়ম্ভু	শাস্ত্র জানেন যিনি = শাস্ত্রজ্ঞ
দেশে জন্মে যা = দেশজ	শত্রুকে জয় করে যে = শত্রুঞ্জয়
বিশ্ব জয় করেছে যে = বিশ্বজিৎ	টনক নড়ে যাতে = টনকনড়া
শত্রুকে বধ করে যে = শত্রুঘ্ন	মনে মরেছে যে = মনমরা

এরূপ : গায়েপড়া, হাড়ভাঙা, মাছিমারা, ছারপোকা, ঘরপোড়া, বর্ণচোরা, গলাকাটা, পাড়াবেড়ানি, ফুলচর, গ্রন্থকার, স্বর্ণকার ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ সমাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি :

i. **উপপদ :** কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে, তাকে উপপদ বলে। যেমন : কুম্ভ করে যে = কুম্ভকার / কুম্ভ + √কৃ + অ = কুম্ভকার। এখানে 'কুম্ভ' উপপদ। অর্থাৎ কোনো পদ বিশ্লেষণ করলে যদি প্রথমে একটি পদ, তারপর একটি ধাতু এবং শেষে একটি প্রত্যয় পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম পদটিকে উপপদ বলে।

অলুক তৎপুরুষ সমাস : যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন : গায়ে পড়া = গায়েপড়া, কলের গান = কলের গান, ঘিয়ে ভাজা = ঘিয়েভাজা, সোনার তরী = সোনার তরী।

অলুক তৎপুরুষ সমাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি :

i. **অলুক সমাস :** [স. অ (নঞ্) + লুক্] = অলুক। ন (নাই) লুক্ (লোপ) যার = অলুক। সমাসের ক্ষেত্রে বলা যায়, যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক সমাস বলে। যেমন : মায়ের দোয়া = মায়ের দোয়া।

তেলে ভাজা = তেলেভাজা	কলে ছাঁটা = কলেছাঁটা
তাঁতে বোনা = তাঁতেবোনা	ঘোড়ার ডিম = ঘোড়ারডিম
মায়ে খেদানো = মায়েখেদানো	গরুর গাড়ি = গরুরগাড়ি
সোনার বাংলা = সোনার-বাংলা	মাটির মানুষ = মাটিরমানুষ
কলুর বলদ = কলুরবলদ	চোখের বালি = চোখের বালি
সোনার প্রতিমা = সোনার প্রতিমা	

এরূপ : তাঁতেবোনা, মায়েখেদানো, পোকায়কাটা (কাপড়), হাতেকাটা (সুতা), পড়ার টেবিল, খেলার মাঠ, বসার ঘর, তেলের শিশি, চায়ের কাপ, চোখের জল, বিদেশ থেকে আসা, দূর থেকে দেখা, তিলের তেল, বৃষ্টির ফোটা, হাতেরপাঁচ, মামারবাড়ি, সাপেরপা, মনেরমানুষ, কলেরগান, সোনায় সোহাগা, মনে রাখা, হাতে আঁকা, অরণ্যে রোদন, নাকে খত, অঙ্কে কাঁচা, দুধে আলতা।

v. ভ্রাতার পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র (**নিপাতনে সিদ্ধ**)।

vii. **অলুক উপপদ তৎপুরুষ সমাস :** বানে ভাসা, জলে ভাসা, গায়ে পড়া।

বিশেষ নিয়ম :

i. গায়ে-হলুদ, হাতে-খড়ি প্রভৃতি সমস্তপদে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ হলুদ বা খড়ি বোঝায় না, অনুষ্ঠান বিশেষকে বোঝায়। সুতরাং এগুলো অলুক তৎপুরুষ নয়, অলুক বহুব্রীহি সমাস।

০৪. বহুব্রীহি সমাস

বহুব্রীহি সমাস : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর (পূর্বপদ বা পরপদ) কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো অর্থ বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার = বহুব্রীহি। এখানে 'বহু' কিংবা 'ব্রীহি' কোনোটিরই অর্থের প্রাধান্য নেই, যার বহু ধান আছে এমন লোককে বোঝাচ্ছে। এরূপ : বউ ভাত পরিবেশন করে যে অনুষ্ঠানে = বউভাত, লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি।

- **বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ :** নতুন ব্যাকরণ বইয়ে বহুব্রীহি সমাসের ছয়টি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। যথা : ১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ৩. পদলোপী বহুব্রীহি ৪. ব্যতিহার বহুব্রীহি ৫. অলুক বহুব্রীহি ৬. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি। অপরদিকে, পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী বহুব্রীহি সমাস আট প্রকার। যথা : ১. সমানাধিকরণ বহুব্রীহি ২. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ৩. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি ৪. ব্যতিহার বহুব্রীহি ৫. অলুক বহুব্রীহি ৬. সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি ৭. নঞ্ বহুব্রীহি ৮. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি।
- **বহুব্রীহি সমাস নির্ণয়ের সহজ কৌশল :** যদি সমস্তপদ বা সমাসবদ্ধ পদকে **'যে', 'যার', 'যাতে', 'সহিত',** কিংবা **'সহ'** শব্দ দ্বারা ব্যাসবাক্যে রূপান্তর করা যায় এবং সমাসবদ্ধ পদটি দ্বারা যদি তৃতীয় কোনো অর্থ প্রকাশ পায় তাহলে সেটি বহুব্রীহি সমাস হবে।
- **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ বিশেষণ ও পরপদ বিশেষ্য হলে সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। এ সমাসে উভয় পদে একই শূন্যবিভক্তি (অ) থাকে বলে এর নাম সমানাধিকরণ। যেমন :

ব্যাসবাক্য পূর্বপদ (বিশেষণ) + পরপদ (বিশেষ্য)	সমস্তপদ
পীত (হলদে) অম্বর (বস্ত্র) যার	পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)
হৃত হয়েছে শ্রী যার	হৃতশ্রী
নীল কণ্ঠ যার	নীলকণ্ঠ (শিব)

পক্ক কেশ যার = পক্বকেশ
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার = তীক্ষ্ণবুদ্ধি
বদ বখ্‌ত যার = বদবখ্‌ত
মহান আত্মা যার = মহাত্মা
চঞ্চল মতি যার = চঞ্চলমতি
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার = দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
নীল বসন যার = নীলবসনা
জবর দস্ত যার = জবরদস্তি
কম বখ্‌ত যার = কমবখ্‌ত
উচ্চ শির যার = উচ্চশির
সুন্দর শ্রী (সৌন্দর্য) যার = সুশ্রী
অল্প প্রাণ যার = অল্পপ্রাণ
বিশাল অক্ষি যার = বিশালাক্ষী
সু বর্ণ যার = স্বর্ণ
বিশিষ্ট লোচন যার = বিলোচন
যুবতি জায়া যার = যুবজানি
মন্দ ভাগ্য যার = মন্দভাগ্য
ধীর বুদ্ধি যার = ধীরবুদ্ধি
বিচিত্র কর্ম যার = বিচিত্রকর্মা

সুন্দর শীল (স্বভাব) যার = সুশীল
আয়ত লোচন যার = আয়তলোচনা
স্বচ্ছ সলিল যার = স্বচ্ছসলিলা
এক গোঁ (জেদ) যার = একগুঁয়ে
করিত (কৃত) কর্ম যার = করিতকর্মা
কৃত হয়েছে বিদ্যা যার = কৃতবিদ্য
বি (গত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক
হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার = হৃতসর্বস্ব
এক দিকে রোখ (জিদ) যার = একরোখা
অন্য দিকে মন যার = অন্যমনস্ক
লাল পাড় যে শাড়ির = লালপেড়ে
খোশ মেজাজ যার = খোশমেজাজ
হরি (হরিদবর্ণ) অক্ষি যার = হর্যক্ষ (সিংহ)
মহাজগৎ সম্পর্কিত যা = মহাজাগতিক
প্রোষিত ভর্তৃকা (স্বামী) যার = প্রোষিতভর্তৃকা
প্রোষিতা ভার্যা (স্ত্রী) যার =প্রোষিতভার্য
বীত (বিগত) হয়েছে স্পৃহা যার = বীতস্পৃহ
স্থির প্রতিজ্ঞা যার = স্থিরপ্রতিজ্ঞ

- পূর্বপদে 'মহৎ' বা 'মহান' স্থানে 'মহা' হয়। যেমন : মহৎ প্রাণ যার = মহাপ্রাণ, মহৎ আশয় (চিত্ত) যার = মহাশয়, মহান মহিমা যার = মহামহিম ।
- 'সমান' শব্দের স্থানে 'স' এবং 'সহ' হয়। যেমন : সমান কর্মী যে = সহকর্মী, সমান বর্ণ যার = সমবর্ণ, সমান উদর যাদের = সহোদর, সমান তীর্থ (গুরু) যার = সতীর্থ, সমান জাতি যার = সজাতি।
- **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি :** পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়ে উভয়পদই বিশেষ্য হয় (কখনো কখনো ক্রিয়াবিশেষ্য), তাকে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে পূর্বপদ ও পরপদে পৃথক বিভক্তিযুক্ত হয়। পূর্বপদ ও পরপদের বিভক্তি পৃথক বলেই এর নাম ব্যধিকরণ (বি + অধিকরণ)। যেমন :

গোঁফে খেজুর যার = গোঁফখেজুরে
কথা সর্বস্ব যার = কথাসর্বস্ব
চক্র পাণিতে যার = চক্রপাণি
বজ্রতে দেহ যার = বজ্রদেহ
নদী মাতা যার = নদীমাতৃক
জল ওক (আশ্রয়) যার = জলৌকা
নিম্নে রেখা যার = নিম্নরেখ

আশীতে (দাঁতে) বিষ যার = আশীবিষ
বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি
শূল পাণিতে যার = শূলপাণি
চন্দ্র চূড়ায় যার = চন্দ্রচূড়
বিশ্ব মিত্র যার = বিশ্বামিত্র
সত্যে নিষ্ঠা আছে যার = সত্যনিষ্ঠ

- পরপদ কৃদন্ত বিশেষণ হলেও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস হয়। যেমন : দুই কান কাটা যার = দুকানকাটা; বোঁটা খসেছে যার = বোঁটাখসা; ছা পোষা যার = ছা-পোষা। অনুরূপভাবে : পা-চাটা, পাতা-চাটা, পাতাছেঁড়া, ধামাধরা ইত্যাদি।
- সমস্ত পদে 'নাভি' শব্দের স্থলে 'নাভ' হয়। যেমন : পদ্ম নাভিতে যার = পদ্মনাভ, উর্ণা নাভিতে যার = উর্ণনাভ।
- **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি :** বহুব্রীহি সমাসের ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত বাক্যাংশের কোনো অংশ যদি সমস্তপদে লোপ পায়, তবে তাকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি বলে। যেমন :

কুলার ন্যায় কান যার = কুলাকানি
চিরুনির মতো দাঁত যার = চিরুনদাঁতি
দশ বছর বয়স যার = দশবছুরে
অগ্নিতে পুড়িয়ে পরীক্ষা = অগ্নিপরীক্ষা
কমলের ন্যায় অক্ষি যার = কমলাক্ষ
কৃত অঞ্জলি যার দ্বারা = কৃতাঞ্জলি
বরাহর (শূকর) ন্যায় খুর যার = বরাখুরে
মেনির মুখের মতো মুখ যার = মেনিমুখো
কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার = কোকিলকণ্ঠী

কাঞ্চনের (সোনা) মতো প্রভা যার = কাঞ্চনপ্রভা
শূর্পের (কুলা) ন্যায় নখ যে নারীর = শূর্পনখা
বিড়ালের চোখের ন্যায় চোখ যার = বিড়ালচোখী
বিড়ালের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার = বিড়ালাক্ষী
কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যার = কপোতাক্ষ
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি
গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
শুচিতা রক্ষার বায়ু রোগ যার = শুচিবেয়ে

বিঃ দ্রঃ *পুরাতন ব্যাকরণ বইতে 'হাতেখড়ি' এবং 'গায়েহলুদ' সমাস দুইটিকে অলুক বহুব্রীহি সমাস হিসেবে দেখানো হয়েছে।*

- পরপদে 'গন্ধ' শব্দের স্থানে 'গন্ধি' বা 'গন্ধা' হয়। যেমন : পদ্মের ন্যায় গন্ধ যার = পদ্মগন্ধি, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যার = মৎস্যগন্ধা
- **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি হয়। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং উত্তরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন :

হাতে হাতে যে যুদ্ধ = হাতাহাতি
পরস্পরকে জানা = জানাজানি
দণ্ডে দণ্ডে যে যুদ্ধ = দণ্ডাদণ্ডি
রক্তে রক্তে যে লড়াই = রক্তারক্তি
গলায় গলায় যে ভাব = গলাগলি
কানে কানে যে কথা = কানাকানি
পরস্পরকে কাটা = কাটাকাটি
পরস্পরকে হানা = হানাহানি
পরস্পর দর হাঁকা = দরাদরি
পরস্পর সরে যাওয়া = সরাসরি
ঘুষিতে ঘুষিতে যে লড়াই = ঘুষাঘুষি
নখে নখে যে ঝগড়া = নখানখি
গলায় গলায় যে মিল = গলাগলি

চুলে চুলে ধরে যে লড়াই = চুলাচুলি
কাড়িতে কাড়িতে যে লড়াই = কাড়াকাড়ি
কেশে কেশে ধরে যে যুদ্ধ = কেশাকেশি
লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি
পরস্পরকে বোঝা (যুদ্ধ করা) = বোঝাবুঝি
পরস্পরের মধ্যে আড়ি = আড়াআড়ি
দেখায় দেখায় যে ক্রিয়া = দেখাদেখি
চোখে চোখে যে ক্রিয়া = চোখাচোখি
হাসিতে হাসিতে যে ক্রিয়া = হাসাহাসি
কোলে কোলে যে মিলন = কোলাকুলি
গালিতে গালিতে যে যুদ্ধ = গালাগালি
গুঁতায় গুঁতায় যে লড়াই = গুঁতাগুঁতি

- **অলুক বহুব্রীহি :** যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব বা পরপদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অলুক বহুব্রীহি বলে। অলুক বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদটি বিশেষণ হয়। যেমন :

গায়ে এসে পড়ে যে = গায়েপড়া
হাতে ছড়ি যার = হাতেছড়ি;
গলায় গামছা যার = গলায়গামছা
কানে খাটো যে = কানেখাটো
মাথায় পাগড়ি যার = মাথায়পাগড়ি
কানে কলম যার = কানে-কলম

গলায় মালা দেওয়া হয় যার = গলায়মালা
গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = গায়েহলুদ
মুখে (প্রথম) ভাত দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = মুখেভাত
হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি
মাথায় ছাতা আছে যার = মাথায়-ছাতা
হাতে বেড়ি যার = হাতে-বেড়ি

উল্লেখ্য, 'গায়েহলুদ', 'মুখেভাত', 'হাতেখড়ি' প্রভৃতিকে অনুষ্ঠানবাচক বহুব্রীহিও বলা হয়।

- **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি :** পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হলে এবং সমস্তপদটি বিশেষণ বোঝালে তাকে সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি বলা হয়। এ সমাসে সমস্তপদে 'আ', 'ই' বা 'ঈ' যুক্ত হয়। যেমন :

চার ভুজ যে ক্ষেত্রের = চতুর্ভুজ
দশ গজ পরিমাণ যার = দশগজি
চার হাত পরিমাণ যা = চারহাতি
দুটি নল যার = দোনলা
এক চাল আছে যে ঘরের = একচালা
এক দিকে রোখ যার = একরোখা
পাঁচ ভরি ওজন যার = পাঁচভরি
পাঁচ সের পরিমাণ যার = পাঁচসেরি
পাঁচ হাত লম্বা যার = পাঁচহাতি

দো (দুই) তলা যে ঘরের = দোতলা
চৌ (চার) চাল যে ঘরের = চৌচালা
তিন পা বিশিষ্ট যা = তেপায়া
দশ ভুজ (হাত) আছে যার = দশভুজা
সপ্ত পদ আছে যার = সপ্তপদী
চার পা আছে যার = চতুষ্পদ
এক দিকে চোখ যার = একচোখা
তিন মণ ওজন যার = তিনমণি

CamScanner

ভিন্ন সমস্তপদটি বিশেষ্য বোঝায় এমন সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস হলো :

এক তার যে যন্ত্রের = একতারা
ত্রি লোচন যার = ত্রিলোচন (শিব)
দুই কথার জ্ঞান যার = দোজাখী
পঞ্চ (পাঁচ) পাড় আছে যার = পাঁচপাড়
পঞ্চ আনন যার = পঞ্চানন (শিব)
সে (তিন) তার যে যন্ত্রের = সেতার
সহস্র লোচন যার = সহস্রলোচন (ইন্দ্র)
দুই তার আছে যে যন্ত্রের = দোতারা
চতুর (চার) মুখ যার = চতুর্মুখ (ব্রহ্মা)
ত্রি নয়ন যার = ত্রিনয়ন (শিব)/ত্রিনয়না (দুর্গা)
দশ আনন (মুখ) যার = দশানন (রাবণ)
দশ ভুজ আছে যার = দশভুজা (দুর্গা)
ষট্ (ছয়) আনন যার = ষড়ানন (কার্তিকেয়)
চতুর্দশ পদ যার = চতুর্দশপদী (কবিতা)

⊡ নঞর্থক/নঞ বহুব্রীহি সমাস : পূর্বপদে নঞর্থক (না-অর্থবোধক) অব্যয় ও পরপদে বিশেষ্য মিলে যে তৃতীয় বিষয়ের ধারণা প্রকাশ পায় তাকেই নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন :

নেই আশ্রয় যার = অনাশ্রিত
নেই পুত্র যার = অপুত্রক
নেই শ্রী যার = বিশ্রী
নেই অসূয়া যার = অনসূয়া
নেই হুঁশ যার = বেহুঁশ
নেই উপায় যার = নিরুপায়
নেই কার যার = বেকার
নেই কলঙ্ক যার = নিষ্কলঙ্ক
নেই প্রভ যার = নিষ্প্রভ
নেই শব্দ যার = নিঃশব্দ
নেই মোহ যার = নির্মোহ
নেই ঈমান যার = বেঈমান
বে (নেই) হেড যার = বেহেড
নেই হক যার = নাহক
নেই বোধ যার = অবুঝ
নেই অন্ত যার = অনন্ত
না কাজের যা = অকেজো
নেই অর্থ যার = নিরর্থক
নেই অন্ত যার = অনন্ত
নি (নেই) ভুল যার = নির্ভুল

ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান
বে (নাই) তার যার = বেতার
না (নয়) জানা যা = অজানা/নাজানা
নেই থৈ (তল) যাতে = অথৈ
বে (নাই) ওয়ারিশ যার = বেওয়ারিশ
নেই পরোয়া (ভয়) যার = বেপরোয়া
বি (গত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক
নেই অপরাধ যার = নিরপরাধ
অক্ষরজ্ঞান নেই যার = নিরক্ষর
নেই দ্বিতীয় যার = অদ্বিতীয়
নেই অন্তর (অবকাশ) যাতে = নিরন্তর
বিগত হয়েছে শ্রদ্ধা যার = বীতশ্রদ্ধ
নেই ঝঞ্ঝাট যার = নির্ঝঞ্ঝাট
না (নাই) চারা (উপায়) যার = নাচার
বি (বিগত) হয়েছে ধব (স্বামী) যার = বিধবা
নাই আমিষ যাতে = নিরামিষ
নয় লৌকিক যা = অলৌকিক।
বিগত হয়েছে রাগ (অনুরাগ) যার = বীতরাগ
নাই কুল যার = নকুল (মহাদেব)

⊡ প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি : যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্তপদে আ, এ, ও ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি। যেমন : এক দিকে চোখ (দৃষ্টি) যার = একচোখা (চোখ+আ), ঘরের দিকে মুখ যার = ঘরমুখো (মুখ+ও)। এরকম :

নি (নেই) খরচ যার = নি-খরচে
দুই দিকে মন যার = দোমনা
দুই দিকে টান যার = দোটানা
এক দিকে গোঁ যার = একগুঁয়ে

কোনো কাজে লাগে না যা = অকেজো
দুই কান কাটা যাহার = দোকানা
দুই মুখ আছে যার = দোমুখো (সাপ)
এক দিকে ঝোঁক যে = একচোখে
উর্ধ্ব গ্রীবা যার = উর্ধ্বগ্রীব

☞ আরো কয়েক প্রকারের বহুব্রীহি সমাস :

⊡ অলুক/ব্যতিহার/অব্যয়পূর্বপদ বহুব্রীহি সমাস : ব্যাসবাক্যের কোনো প্রকার লোপ পেয়ে যে বহুব্রীহি সমাস হয়, তাকে অলুক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : গলে বস্ত্র দিয়ে যার = গলবস্ত্র, তিন কাল পরিমাণ যার = ত্রিকালি।

⊡ সহার্থক বহুব্রীহি সমাস : সহার্থক (অর্থ : সহ বা সহিত অর্থবোধক) পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের বহুব্রীহি সমাস হলে তাকে সহার্থক বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন :

শ্রীর সঙ্গে বর্তমান = সশ্রীক
বান্ধবের বর্তমান = সবান্ধব
আদরের সহিত বর্তমান = সাদর
সম্মানের সহিত বর্তমান = সসম্মান
বিনয়ের সহিত বর্তমান = সবিনয়
ক্রিয়ার সহিত বর্তমান = সক্রিয়

বিনয়ের সঙ্গে বর্তমান = সবিনয়
অর্থের সহিত বর্তমান = সার্থক
অর্থের সহিত বর্তমান = সার্থ
পরিবারের সঙ্গে বর্তমান = সপরিবার
কর্মের সহিত বর্তমান = সকর্মক
পুত্রের সহিত বর্তমান = সপুত্র।

⊡ নিপাতনে সিদ্ধ (কোনো নিয়মের অধীনে নয়) বহুব্রীহি : কোনো নিয়ম অনুসরণ না করেই গঠিত বহুব্রীহি সমাসকে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন : দু দিকে অপ যার = দ্বীপ, অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ, নরাকারের পশু যে = নরপশু, জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত, পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ = পণ্ডিতমূর্খ ইত্যাদি।

☞ ছলে ছলে নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত :

লোকটি পণ্ডিতমূর্খ হলেও অতীতের নরপশুর হাত থেকে জীবন্মৃত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

☞ একনজরে বহুব্রীহি সমাসের পরিবর্তন :

পরপদে থাকলে	সমস্তপদে হয়
মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী	মাতৃক, পত্নীক, পুত্রক, স্ত্রীক।
অক্ষি, নাভি	অক্ষ, নাভ।
জায়া	জানি।
চূড়া, কর্ম	চূড়, কর্মা।
গন্ধ, গন্ধি	গন্ধা।
সহ, সহিত	স।
যেমন : নদীমাতৃক, যুবজানি, বিপত্নীক, চন্দ্রচূড়, সবান্ধব ইত্যাদি।	

০৫. দ্বিগু সমাস

⊡ দ্বিগু সমাস : সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাসে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং উত্তরপদে বিশেষ্য পদ প্রযুক্ত হয়। এবং এ সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়। যেমন : ত্রি কালের সমাহার = ত্রিকাল। সপ্ত অর্ষির সমাহার = সপ্তর্ষি।

যেহেতু নতুন সংস্করণে (৯ম-১০ম শ্রেণি) দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসে অন্তর্ভুক্ত করে 'দ্বিগু কর্মধারয়' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং পরীক্ষায় দ্বিগু সমাস থেকে প্রশ্ন আসলে অপশনে দ্বিগু কর্মধারয় থাকলে উত্তর দ্বিগু কর্মধারয় হবে। অন্যথায় দ্বিগু উত্তর দিবে।

⊡ দ্বিগু সমাসের শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ :

i. পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং পরপদ বিশেষ্য হয়।
ii. দ্বিগু সমাসের সমস্তপদটি বিশেষ্য হয়।
iii. বিশেষ্য সমস্তপদটি দ্বারা সমাহার বোঝায়।
iv. পরপদের অর্থের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

➤ বিশেষ নিয়ম :

i. দ্বিগু সমাস কখনো অ-কারান্ত হলে আ-কারান্ত বা ই-কারান্ত হয়। যেমন : শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, ত্রি (তিন) পদের সমাহার = ত্রিপদী, ত্রি (তিন) ফলের সমাহার = ত্রিফলা, শত বর্ষের সমাহার = শতবার্ষিকী, চৌ (চার) মোহনার সমাহার = চৌমুহনী ইত্যাদি।

☞ দ্বিগু সমাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ :

তিন মাথার সমাহার = তেমাথা।	ত্রি মোহনার সমাহার = ত্রিমোহিনী।
দু আনার সমাহার = দুআনা	পঞ্চ ভূতের সমাহার = পঞ্চভূত।
অষ্ট ধাতুর সমাহার = অষ্টধাতু।	পাঁচ কোড়নের সমাহার = পাঁচফোড়ন।
সাত সমুদ্রের সমাহার= সাতসমুদ্র।	পাঁচ সেরের সমাহার = পসুরি।
চৌ রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা।	চার অঙ্গের সমাহার = চতুরঙ্গ।
চার ভুজের সমাহার = চতুর্ভুজ।	সপ্ত অহের সমাহার = সপ্তাহ।
তের নদীর সমাহার = তেরনদী।	পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ।
ষট্ (ছয়) ঋতুর সমাহার = ষড়ঋতু।	নব (নয়) রত্নের সমাহার = নবরত্ন।
ত্রি (তিন) রত্নের সমাহার = ত্রিরত্ন।	তিন ভুবনের সমাহার = ত্রিভুবন।
চতুর্দশ পদের সমাহার = চতুর্দশপদী।	পঞ্চ প্রদীপের সমাহার = পঞ্চপ্রদীপ।
তিন প্রান্তরের সমাহার = তেপান্তর।	তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত = তিনকড়ি
দুই নয়নের সমাহার = দু'নয়ন।	সপ্ত সুরের সমাহার = সপ্তসুর।
ত্রি লোকের সমাহার = ত্রিলোক।	ষড় ভুজের সমাহার = ষড়ভুজ।
ত্রি (তিন) পিটকের সমাহার = ত্রিপিটক	পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী

CS CamScanner

০৬. অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ীভাব সমাস : 'অব্যয়ীভাব' শব্দের অর্থ : অব্যয় পদের ভাব বিশিষ্ট। পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন : মরণ পর্যন্ত = আমরণ, জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিত (বাহু), যোগ্যকে অতিক্রম না করে = যথাযোগ্য।

➤ **অব্যয়ীভাব সমাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি :**

i. অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।
ii. অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর বা পরপদটি সাধারণত বিশেষ্য হয়।
iii. উপসর্গ যেহেতু এক ধরনের অব্যয়, সেহেতু উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই অব্যয়ীভাব সমাস হতে পারে।
iv. অনু, প্রতি, নিঃ, নির, আ, উপ, যথা, উৎ, পরি, প্র, পর ইত্যাদি অব্যয় দ্বারা সাধারণত অব্যয়ীভাব সমাস গঠিত হয়।
v. সামীপ্য (নৈকট্য), বীপ্সা (পৌনঃপুনিকতা), পর্যন্ত, অভাব, সাদৃশ্য, ক্ষুদ্র, অনতিক্রম্যতা, যোগ্যতা প্রভৃতি নানা অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যেমন : সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল।

➤ **ছন্দে ছন্দে অব্যয়ীভাব সমাসের কিছু উদাহরণ :**

প্রতিদিন অনুক্ষণ প্রপিতামহ এর কথার প্রতিবাদ করে প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে ঘায়েল করতে উপকূল এর সীমানায় নির্ভাবনায় বসে থাকি। উপশহর এর কাছে শত্রুর প্রতিচ্ছবিকে অনুধাবন করে সময় কাটে আমার। নিজের আনত ভাবকে যথাসাধ্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংযত রেখে প্রতিপক্ষকে আপাদমস্তক বেত্রাঘাত করে শান্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না।

➤ **অব্যয় পদযোগে বিভিন্ন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ :**

উপ

সামীপ্য বা কাছে অর্থে	
উপকণ্ঠ = কণ্ঠের সমীপে।	উপকূল = কূলের সমীপে।
উপনগরী = নগরীর সমীপে।	
সাদৃশ্য অর্থে	
উপকথা = কথার সদৃশ।	উপদ্বীপ = দ্বীপের সদৃশ।
উপবন = বনের সদৃশ।	উপলক্ষ্য = লক্ষ্যের সদৃশ।
উপভাষা = ভাষার সদৃশ।	উপমন্ত্রী = মন্ত্রীর সদৃশ।
উপাধ্যক্ষ = অধ্যক্ষের সদৃশ।	উপশহর = শহরের সদৃশ।
উপগ্রহ = গ্রহের তুল্য।	উপবিভাগ = বিভাগের সদৃশ।
উপমাতা = মাতার সদৃশ।	উপজেলা = জেলার সদৃশ।
উপসাগর = সাগরের সদৃশ।	উপশাখা = শাখার সদৃশ।
ক্ষুদ্র অর্থে	
উপগ্রহ = উপ [ক্ষুদ্র] যে গ্রহ।	উপজাতি = উপ [ক্ষুদ্র] যে জাতি।
উপনদী = উপ [ক্ষুদ্র] যে নদী।	উপবিভাগ = উপ [ক্ষুদ্র] যে বিভাগ।
উপসাগর = উপ [ক্ষুদ্র] যে সাগর।	উপপদ = উপ [ক্ষুদ্র] যে পদ।
উপশাখা = উপ [ক্ষুদ্র] যে শাখা।	
সম্যক অর্থে	
সম্যকভাবে ভোগ = উপভোগ।	

প্রতি/অনু

ব্যাপ্তি বা বীপ্সা অর্থে	
প্রতিক্ষণ = ক্ষণ ক্ষণ।	ক্ষণ ক্ষণ = অণুক্ষণ।
প্রতিদিন = দিন দিন।	প্রতিক্ষণে = ক্ষণে ক্ষণে।
প্রতিবার = বার বার।	প্রতিগৃহে = গৃহে গৃহে।
প্রতিমুহূর্ত = মুহূর্ত মুহূর্ত	প্রতিজন = জনে জনে।
বৈপরীত্য অর্থে	
প্রতিকূল = প্রতি [বিপরীত] কূল।	প্রতিদান = প্রতি [বিপরীত] দান।
প্রতিবাদ = প্রতি [বিপরীত] বাদ।	প্রত্যুত্তর = প্রতি [বিপরীত] উত্তর।
প্রতিবাক্য = বাক্যের বিপরীত।	প্রতিবিপ্লব = বিপ্লবের বিপরীত।

প্রতিনিধি বা সাদৃশ্য অর্থে	
প্রতিকৃতি = প্রতি [সদৃশ] কৃতি।	প্রতিমূর্তি = প্রতি [সদৃশ] মূর্তি।
প্রতিচ্ছায়া = প্রতি [সদৃশ] ছায়া।	প্রতিবিম্ব = প্রতি [সদৃশ] বিম্ব।
প্রতিধ্বনি = প্রতি [সদৃশ] ধ্বনি।	প্রতিচ্ছবি = ছবির সদৃশ।
প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধ অর্থে	
প্রতিপক্ষ = বিপরীত/বিরুদ্ধ পক্ষ।	প্রত্যুত্তর = বিপরীত উত্তর।
প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ।	প্রতিকূল = বিরুদ্ধ কূল।
প্রতিযোগ = বিরুদ্ধ যোগ।	

যথা

অনতিক্রম্যতা বা অনুযায়ী অর্থে	
যথাবিধি = বিধিকে অতিক্রম না করে	যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে।
যথানিয়ম = নিয়মকে অতিক্রম না করে	যথেচ্ছা = ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে
যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে	যথাশক্তি = শক্তিকে অতিক্রম না করে
যথাসাধ্য = সাধ্যকে অতিক্রম না করে	যথার্থ = অর্থকে অতিক্রম না করে
উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট অর্থে	
যথাকালে = যথা কালে।	যথাসময়ে = যথা সময়ে।
যথাস্থানে = যথা স্থানে।	

আ

পর্যন্ত অর্থে	
আকণ্ঠ = আ [অবধি] কণ্ঠ	আজানু = জানু পর্যন্ত
আকর্ণ = আ [অবধি] কর্ণ	আসমুদ্রহিমাচল = সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত।
আমৃত্যু = আ [অবধি] মৃত্যু	আপাদমস্তক = পা থেকে মাথা পর্যন্ত।
আজীবন = জীবন পর্যন্ত	আসমুদ্র = সমুদ্র পর্যন্ত।
আকৈশর = কৈশর পর্যন্ত	আজন্ম = জন্ম (–এর বিনাশ) পর্যন্ত।
যাবজ্জীবন = জীবন পর্যন্ত	আবাল্য = বাল্যের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত।
আমূল = মূল পর্যন্ত	আপামরজনসাধারণ = পামর থেকে জনসাধারণ পর্যন্ত
আবক্ষ = বক্ষ পর্যন্ত	আমরণ = মরণ পর্যন্ত
আশৈশব = শৈশব অবধি	
অভাব অর্থে	
আলুনি = নুনের অভাব।	হাভাত = ভাতের অভাব।
ঈষৎ বা কম অর্থে	
আনত = ঈষৎ নত।	আরক্তিম = ঈষৎ রক্তিম।
সমষ্টি অর্থে : আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা = বালবৃদ্ধ থেকে বনিতা সবাই।	

দুঃ

মন্দ অর্থে	
দুর্ভাগ্য = দুঃ (যে) ভাগ্য।	দুর্জন = দুঃ (যে) জন।
দুরাশা = দুঃ (যে) আশা।	দুষ্কৃতি = দুঃ (যে) কৃতি।
দুর্নাম = দুঃ (যে) নাম।	দুষ্প্রাপ্য = দুঃ (যে) প্রাপ্য।

নিঃ = নির

অভাব অর্থে	
নিরামিষ = আমিষের অভাব।	নির্ভাবনা = ভাবনার অভাব।
নিরুৎসাহ = উৎসাহের অভাব।	নির্মক্ষিক = মক্ষিকার অভাব।
নির্ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝাটের অভাব।	নির্জল = জলের অভাব।
নির্বিঘ্ন = বিঘ্নের অভাব।	নির্জন = জনের অভাব।

উৎ

অতিক্রান্ত অর্থে	
উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রান্ত।	উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত।
উত্তুঙ্গ = অত্যন্ত তুঙ্গ।	উদ্বাস্তু = বাস্তু থেকে উৎখাত।

CamScanner

[illegible] = [illegible]কে অতিক্রান্ত।	
অনু	
পশ্চাৎ অর্থে	
অনুগমন = পশ্চাৎ গমন।	অনুধাবন = পশ্চাৎ ধাবন।
অনুতাপ = পশ্চাৎ তাপ।	অনুসরণ = পশ্চাৎ সরণ।
অনুকরণ = পশ্চাৎ করণ।	

➤ নিপাতনে সিদ্ধ অব্যয়ীভাব সমাস :

সমক্ষ = অক্ষির সমীপে
প্রত্যক্ষ = অক্ষির অভিমুখে
পরোক্ষ = অক্ষির অগোচরে
অধ্যাত্ম = আত্মাকে অধি
অধিভূত = ভূতকে অধিকার করে
অধিদৈব = দৈবকে অধিকার করে
দুর্গতি = দুঃ-কে (দুঃখকে) গত
প্রদক্ষিণ = দক্ষিণকে প্রগত

➤ আরও কিছু অব্যয়ীভাব সমাস :

বেমানান = মানানের অভাব
বেবন্দোবস্ত = বন্দোবস্তের অভাব
হাভাত = ভাতের অভাব
হা-ঘর = ঘরের অভাব
উপদেবতা = হীন দেবতা
ফিকানীল = ঈষৎ নীল
ফিকালাল = ঈষৎ লাল
অনুরূপ = রূপের যোগ্য
[illegible] = নিরন্তর
সমস্তরাত = রাতভর
বেহায়া = হায়ার অভাব
বেকার = কাজের অভাব
বিশ্রী = শ্রীর অভাব
প্রত্যহ = অহ অহ
প্রত্যঙ্গ = ক্ষুদ্র অঙ্গ
অন্যায় = ন্যায়ের অভাব
দুর্ভিক্ষ = ভিক্ষার অভাব
অতিমাত্রা = মাত্রাকে অতিক্রান্ত
অনুভব = ভবের যোগ্য
গরমিল = মিলের অভাব
প্রত্যুষ = উষার সদৃশ
হররোজ = রোজ রোজ
না-উক না-ছিরি = উক্তের অভাব ছিরির অভাব

সমাসের অন্যান্য প্রকারভেদ

➤ **নিত্য সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের দরকার হয় না, তাকে নিত্য সমাস বলে। তদর্থবাচক ব্যাখ্যামূলক শব্দ বা বাক্যাংশ যোগে এগুলোর অর্থ বিশদ করতে হয়। যেমন :

অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর। পূজার নিমিত্ত = পূজার্থ। কেবল জল = জলমাত্র। অন্য উপায় = উপায়ান্তর।
অন্য দেশ = দেশান্তর। এই ঘর = ঘরখানা। কেবল তা = তন্মাত্র। অন্য পাঠ = পাঠান্তর।
কেবল দর্শন = দর্শনমাত্র। অনেক মানুষ = মানুষগুলি। অন্য মনু = মন্বন্তর। অন্য মত = মতান্তর।
সমগ্র গ্রাম = গ্রামসুদ্ধ। কাল কুলা সাপ = কালসাপ। কেবল লেখা = লেখালেখি। অন্য জায়গায় = অন্যত্র।
অন্য গৃহ = গৃহান্তর। তুমি, আমি ও সে = আমরা। দুই এবং নব্বই = বিরানব্বই। প্রায় মার্তণ্ড = মার্তণ্ডপ্রায়।
অন্য কাল = কালান্তর। অন্য রূপ = রূপান্তর। অন্য স্থান = স্থানান্তর। কেবল একটি = একটিমাত্র।
অন্য যুগ = যুগান্তর। অন্য ধর্ম = ধর্মান্তর। অন্য দ্বীপ = দ্বীপান্তর। অন্য গ্রহ = গ্রহান্তর।
অন্য লোক = লোকান্তর। অন্য বাক্য = বাক্যান্তর।

➤ **সুপসুপা সমাস :** এ সমাস বাংলা নয়, সংস্কৃতে আলোচ্য। সংস্কৃত ব্যাকরণে সু, ঔ, যস্ প্রভৃতি বিভক্তির নাম সুপ্। বিভক্তিযুক্ত পদকে সুবন্ত পদ বলে। একটি সুবন্ত পদের সঙ্গে আর একটি সুবন্ত পদের যে সমাস হয় অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত অন্যপদের যে সমাস হয় তাকে সুপসুপা বা সহসুপা সমাস বলে। বাংলায় তৎপুরুষ বা কর্মধারয় পর্যায়ে এ ধরনের কিছু সমাস আলোচিত হয়। যেমন :

পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব। অতি দীর্ঘ নয় = নাতিদীর্ঘ। অতি দূর নয় = নাতিদূর। পূর্বে গত = পূর্বগত।
রাত্রির মধ্য = মধ্যরাত্র। রাত্রির পূর্ব = পূর্বরাত্র। প্রত্যক্ষে দৃষ্ট = প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

➤ **ছদ্মবেশী সমাস :** প্রথমেই বলে রাখা ভালো, 'ছদ্মবেশী সমাস' বলে বাংলা ব্যাকরণে স্বীকৃত কিছু নেই। সমাসের কোনো কোনো সমস্তপদ অতি ব্যবহারে সংক্ষিপ্ততর হয়ে পড়ে। তখন তাদের চেনাই কষ্ট হয়। এ ধরনের সমস্তপদের সমাসকে ছদ্মবেশী সমাস বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ ('এগুলোকে ছদ্মবেশী সমাস বলতে ইচ্ছে করে।' – (জ্যোতিভূষণ চাকী)।
উদাহরণ : অঘ্রান, বাসর, আমানি, পোলাও, ভাশুর, আঁষটে।

➤ **প্রাদি সমাস :** প্র, প্রতি, অনু প্রভৃতি অব্যয়ের সঙ্গে যদি কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্যের সমাস হয়, তাকে বলে প্রাদি সমাস। যেমন :

কু (কুৎসিত) পুরুষ = কাপুরুষ। পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ = পরিভ্রমণ। প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) গতি = প্রগতি। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন।
উদ্গত নিদ্রা = উন্নিদ্র। অনুতে (পশ্চাতে) যে তাপ = অনুতাপ প্র যে শিক্ষিত = প্রশিক্ষিত। অভিমুখ গত = অভিমুখ।
উদ্গত বেলা = উদ্বেল। প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত = প্রভাত। প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) যে ভাব = প্রভাব। প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) বন্ধ = প্রবন্ধ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ– [খ ২২-২৩]
ⓚ প্রশিক্ষিত ⓚ যথারীতি ⓖ জনৈক ⓖ সপ্তাহ উ: (খ)

০২. 'পঙ্কজ' কোন সমাস? [ক ২২-২৩]
(ক) রূপক কর্মধারয় (খ) উপপদ তৎপুরুষ (গ) অলুক বহুব্রীহি (ঘ) নিত্য সমাস উ: (খ)

০৩. 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন সমাস? [গ ২১-২২; রাবি F, সেট ১ : ১৪-১৫]
(ক) রূপক কর্মধারয় (খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) উপমান কর্মধারয় (ঘ) উপমিত কর্মধারয় উ: (ক)

০৪. 'নয়নকমল' এর যথার্থ ব্যাসবাক্য হলো– [খ : ১৯-২০]
(ক) নয়নের ন্যায় কমল (খ) নয়ন কমলের ন্যায়
(গ) নয়নে কমল (ঘ) নয়ন ও কমল উ: (খ)

০৫. যে সমাসের পূর্বপদ উপসর্গ কিংবা অব্যয়যোগে এবং উত্তরপদ বিশেষ্য দ্বারা গঠিত হয়? [গ : ১৯-২০]
(ক) কর্মধারয় সমাস (খ) অব্যয়ীভাব সমাস (গ) তৎপুরুষ সমাস (ঘ) দ্বন্দ্ব সমাস উ: (খ)

০৬. 'সর্বনাশ করে যে' এ ব্যাসবাক্যটি কোন সমাস? [ক ১৮-১৯]
(ক) মধ্যপদলোপী (খ) বহুব্রীহি (গ) উপপদ তৎপুরুষ (ঘ) কর্মধারয় উ: (গ)

০৭. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) সজল (খ) একগুঁয়ে (গ) সুশ্রী (ঘ) স্বপ্ন উ: (ঘ)

০৮. 'উদগত বাহু যার' এর ব্যাসবাক্যটির সমাস হবে– [গ ৯২-৯৩]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) তৎপুরুষ উ: (খ)

০৯. 'পণ্ডিতমূর্খ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ৯৬-৯৭]
(ক) পণ্ডিত সেজে আছে যে মূর্খ (খ) যিনি পণ্ডিত তিনিই মূর্খ
(গ) পণ্ডিত অথচ মূর্খ (ঘ) পণ্ডিত ও মূর্খ উ: (গ)

১০. দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [গ ৯৭-৯৮]
(ক) ঘি-ভাত (খ) নদী-নালা (গ) ভব-নদী (ঘ) কাঁচা-মিঠা উ: (খ)

১১. 'কথাসর্বস্ব' কোন ধরনের বহুব্রীহি সমাস? [খ ৯৭-৯৮]
(ক) সমানাধিকরণ (খ) ব্যধিকরণ (গ) ব্যতিহার (ঘ) মধ্যপদলোপী উ: (খ)

১২. 'সংবাদপত্র' কোন সমাস? [গ ৯৮-৯৯]
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (খ) দ্বন্দ্ব সমাস (গ) অব্যয়ীভাব সমাস (ঘ) বহুব্রীহি সমাস উ: (ক)

১৩. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি? [গ ৯৮-৯৯]
(ক) অনুমান (খ) সেতার (গ) অজানা (ঘ) বিপদাপন্ন উ: (ক)

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৪. এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা। এ বাক্যের 'রঙ্গভরা' কোন সমাস? [খ ৯৮-৯৯]
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি গ তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব উ: গ

১৫. কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ? [গ ৯৯-০০]
ক শতবার্ষিকী খ মধুমাখা গ পলান্ন ঘ দিনকতক উ: ক

১৬. 'ফুলকুমারী' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য- [খ ৯৯-০০]
ক ফুল ও কুমারী খ ফুল যে কুমারী
গ ফুল কুমারীর ন্যায় ঘ কুমারী ফুলের ন্যায় উ: ঘ

১৭. 'চিনিপাতা' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ক ৯৯-০০]
ক যা চিনি তা-ই পাতা খ চিনি ও পাতা
গ চিনিযুক্ত পাতা ঘ চিনির দ্বারা পাতা উ: ঘ

১৮. 'মহাকীর্তি' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [গ ৯৪-৯৫, ক ৯৫-৯৬]
ক মহান যে কীর্তি খ মহৎ যে কীর্তি গ মহতী যে কীর্তি ঘ মহা যে কীর্তি উ: গ

১৯. 'অনুতাপ' শব্দের সমাস কোনটি? [গ ০১-০২]
ক প্রাদি সমাস খ উপপদ তৎপুরুষ সমাস
গ কর্মধারয় সমাস ঘ উপমান কর্মধারয় সমাস উ: ক

২০. 'আম-কুড়ানো' কোন সমাস? [গ ০২-০৩, ক ১১-১২]
ক দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ ষষ্ঠী তৎপুরুষ গ চতুর্থী তৎপুরুষ ঘ তৃতীয়া তৎপুরুষ উ: ক

২১. 'বিপদাপন্ন' শব্দের ব্যাসবাক্য- [খ ০২-০৩]
ক বিপদে আপন্ন খ বিপদকে আপন্ন
গ বিপদকে আপন করে যে ঘ বিপদ রূপ আপন্ন উ: খ

২২. 'যুবজানি' সমাসের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ক ১৭-১৮]
ক যুবতী জানি যার খ যুব জানি যার গ যুবতী জায়া যার ঘ যুবক পতি যার উ: গ

২৩. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস? [গ ১৭-১৮; বরি E ১৭-১৮]
ক প্রিয়ংবদা খ প্রাণভয় গ মুখচোরা ঘ নবযৌবন উ: ক

২৪. 'ক্ষুরকাটা'র ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ০২-০৩; বরি গ ১৩-১৪]
ক ক্ষুর মতো কাটা খ ক্ষুরে কাটা গ ক্ষুর ও কাটা ঘ ক্ষুরকাটা উ: খ

২৫. 'হলুদবাটা' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য- [খ ০৩-০৪]
ক হলুদ বাটা খ হলুদকে বাটা গ বাটা যে হলুদ ঘ বাটা হয়েছে যে হলুদ উ: খ

২৬. রূপক কর্মধারয়ের উদাহরণ- [খ ৯৫-৯৬]
ক কুসুমকোমল খ রাজর্ষি গ দুঃখসাগর ঘ বিড়ালতপস্বী উ: গ

২৭. 'বাগবিতণ্ডা' কোন সমাস সাধিত শব্দ? [গ ১১-১২; বরি F ১৬-১৭]
ক কর্মধারয় খ দ্বন্দ্ব গ তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব উ: খ

২৮. 'হাই নিয়ে চলা' এর সমাস হলো- [ক ৯৫-৯৬]
ক কর্মধারয় খ তৎপুরুষ গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব উ: খ

২৯. কোনটি তৎপুরুষ সমাস? [খ ০৫-০৬]
ক জন্মান্ধ খ মহাকাব্য গ শতাব্দী ঘ মহাযুদ্ধ উ: ক

৩০. দ্বন্দ্ব সমাসবদ্ধ পদ- [গ ০৫-০৬]
ক দম্পতি খ মধুমাখা গ রাজপথ ঘ পলান্ন উ: ক

৩১. 'অতিমাত্রা' সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যাসবাক্য- [খ ০৫-০৬]
ক অতি ও মাত্র খ অতিক্রান্ত মাত্রা যা গ মাত্রাকে অতিক্রান্ত ঘ না অতি না মাত্রা উ: গ

৩২. নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ? [গ ৯৬-৯৭]
ক সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন খ কুলের গাছ = কুলগাছ
গ পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী ঘ বনে চরে যে = বনচর উ: গ

৩৩. 'প্রাণভয়' এর ব্যাসবাক্য হবে- [গ ০৯-১০; ইবি গ ০৯-১০]
ক প্রাণের ভয় খ প্রাণ যাওয়ার ভয় গ প্রাণ হতে ভয় ঘ প্রাণ ও ভয় উ: খ

৩৪. বহুব্রীহি সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ- [খ ০৮-০৯]
ক রাজেন্দ্র খ পাদপদ্ম গ পকেটমার ঘ হৃতসর্বস্ব উ: ঘ

৩৫. 'হাতাহাতি' শব্দটি কোন সমাস? [ক ০৮-০৯]
ক ব্যতিহার বহুব্রীহি খ উপপদ তৎপুরুষ
গ বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: ক

৩৬. 'বনেবাদাড়ে' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ? [গ ০৮-০৯]
ক দ্বন্দ্ব খ ষষ্ঠী তৎপুরুষ গ বহুব্রীহি ঘ অলুক দ্বন্দ্ব উ: ঘ

৩৭. 'আগাপাশতলা'র ব্যাসবাক্য [খ ০৮-০৯]
ক আগা থেকে পাছার তলা পর্যন্ত খ আগ, পিছু ও তলা
গ আগা থেকে পাছ ও তলা পর্যন্ত ঘ আগে, পেছনে ও তলায় উ: ঘ

৩৮. 'হা-ভাত' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [গ ০৯-১০; বরি ০৯-১০; কুবি গ ১২-১৩]
ক হা ও ভাত খ ভাতের অভাব গ হাতে ভাত ঘ হায় ভাত যার উ: ঘ

৩৯. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ- [গ ১১-১২]
ক গাড়িভাড়া খ সিংহাসন গ জলখাবার ঘ কাজললতা উ: ঘ

৪০. 'হা-ঘরে' কোন সমাস? [খ-১৫-১৬]
ক দ্বন্দ্ব খ তৎপুরুষ গ বহুব্রীহি ঘ অব্যয়ীভাব উ: গ

৪১. 'মহানদী' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ০৮-০৯]
ক মহান যে নদী খ মহা যে নদী গ মহৎ যে নদী ঘ মহতী যে নদী উ: ঘ

৪২. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ [খ ১২-১৩]
ক দশানন খ দিগম্বর গ দামোদর ঘ নাতিদীর্ঘ উ: গ

৪৩. 'তুষারধবল' কোন সমাসের উদাহরণ? [ক ১২-১৩]
ক সাধারণ কর্মধারয় খ উপমান কর্মধারয়
গ উপমিত কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: খ

৪৪. 'কাঁচকলা' কোন সমাসভুক্ত? [গ ১২-১৩]
ক দ্বন্দ্ব খ কর্মধারয় গ অব্যয়ীভাব ঘ বহুব্রীহি উ: খ

৪৫. কর্মধারয় সমাস কোনটি? [খ-১৩-১৪]
ক দেশত্যাগ খ মহর্ষি গ অনুদান ঘ অন্তর্নিহিত উ: খ

৪৬. 'আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি।' 'আশৈশব' কোন সমাস? [গ-১৩-১৪]
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি গ অব্যয়ীভাব ঘ তৎপুরুষ উ: গ

৪৭. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত? [ক ১৪-১৫]
ক রবি-শশী খ অহি-নকুল গ খাওয়া-পরা ঘ ধনী-দরিদ্র উ: ঘ

৪৮. 'পুষ্পাঞ্জলি' শব্দটি কীভাবে গঠিত? [ক ০৩-০৪]
ক প্রত্যয়যোগে খ সন্ধিযোগে গ উপসর্গযোগে ঘ সমাসযোগে উ: ঘ

Note: 'পুষ্প + অঞ্জলি = পুষ্পাঞ্জলি (সন্ধি সাধিত), পুষ্প দিয়ে অঞ্জলি = পুষ্পাঞ্জলি (সমাস সাধিত)।

৪৯. 'গার্হস্থ্য' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ঘ ০৩-০৪]
ক গৃহে থাকেন যিনি খ গৃহে স্থিত যে গ গৃহে স্থিতি যার ঘ গৃহে অবস্থিত যে উ: গ

৫০. 'গৃহান্তর' কোন সমাস? [গ ১৪-১৫]
ক নিত্য সমাস খ দ্বন্দ্ব সমাস গ বহুব্রীহি সমাস ঘ প্রাদি সমাস উ: ক

৫১. 'কালস্রোত' কোন সমাসের উদাহরণ? [ক-১৫-১৬]
ক উপমান কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: গ

৫২. 'নাত-জামাই' সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য- [খ ১৬-১৭]
ক নাতনির জামাই খ নাতির জামাই
গ যে নাতি সে-ই জামাই ঘ নাতি রূপ জামাই উ: ক

৫৩. 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [গ-১৫-১৬]
ক কর্মধারয় খ অপাদান তৎপুরুষ গ করণ তৎপুরুষ ঘ সম্বন্ধ তৎপুরুষ উ: খ

৫৪. কোনটি 'ঈষৎ' অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস? [গ-১৫-১৬]
ক আরক্তিম খ আজীবন গ আপাদমস্তক ঘ আগমন উ: ক

৫৫. 'উপমান' শব্দের অর্থ- [খ-১৫-১৬]
ক তুলনা খ তুলনীয় বস্তু গ সাদৃশ্য ঘ প্রত্যক্ষ বস্তু উ: খ

৫৬. 'তপোবন' কোন সমাস? [গ ১৬-১৭]
ক রূপক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি গ দ্বিগু ঘ চতুর্থী তৎপুরুষ উ: ঘ

৫৭. 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ' এটি কোন সমাস- [গ ৯৩-৯৪]
ক উপমান কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: খ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ নয় নিচের কোন সমস্তপদটি? [A ১৭-১৮]
ক অমর খ মধুমাখা গ বটতলা ঘ বিলাত ফেরত উ: ক

০২. 'তৃষ্ণার্ত' কোন সমাসের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
ক কর্মধারয় খ তৎপুরুষ গ দ্বিগু ঘ বহুব্রীহি উ: খ

০৩. 'শিশিরসিক্ত' কোন সমাস? [খ ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১৩-১৪]
ক তৎপুরুষ খ দ্বন্দ্ব গ বহুব্রীহি ঘ দ্বিগু উ: ক

০৪. 'বেতার' কোন সমাসের উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ক দ্বন্দ্ব খ দ্বিগু গ নঞ বহুব্রীহি ঘ নঞ তৎপুরুষ উ: গ

০৫. 'জোরদার' কোন সমাসের উদাহরণ? [খ ১৭-১৮]
ক দ্বন্দ্ব খ তৎপুরুষ গ কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব উ: খ

০৬. পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ [গ ০৫-০৬]
ক নবযৌবন খ রীতিপদ্ধতি গ বৃন্তচ্যুত ঘ সমাজ-সংস্কারক উ: গ

০৭. বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত [খ ০৫-০৬]
ক পুষ্পোদ্যান খ তপোবন গ প্রিয়ংবদা ঘ অনসূয়া উ: ঘ

০৮. সমাসবদ্ধ শব্দ- [খ ০৫-০৬]
ক মাতুলালয় খ তিরস্কার গ দৃষ্টিবহির্ভূত ঘ অবগুণ্ঠিত

Note: মাতুলের আলয় = মাতুলালয়, দৃষ্টির বহির্ভূত যা = দৃষ্টিবহির্ভূত।

০৯. 'গোলাপফুল' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য- [খ ০৬-০৭]
ক গোলাপ নামের ফুল খ গোলাপের ফুল
গ গোলাপি ফুল ঘ গোলাপি রঙের ফুল উ: ক

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১০. 'বাণিজ্যবিদ্যা' শব্দটি কোন সমাস সাধিত? [গ ০৯-১০]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) অব্যয়ীভাব উ. (ক)

১১. 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যাসবাক্য [খ ০৯-১০]
ক) গণ ও তন্ত্র খ) গণ রূপ তন্ত্র গ) গণ হইতে তন্ত্র ঘ) গণের তন্ত্র উ. (ঘ)

১২. নঞ্ তৎপুরুষ সমাস কোনটি? [ঘ ১০-১১]
ক) তালকানা খ) অভাগা গ) তন্দ্রাজ ঘ) খনার বচন উ. (খ)

১৩. 'শালশিল্প' এটি কোন সমাসের উদাহরণ? [খ ১০-১১]
ক) অলুক দ্বন্দ্ব খ) কর্মধারয় গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু উ. (খ)

১৪. 'ছাগদুগ্ধ' এ সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [ক ১০-১১; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক) ছাগের দুগ্ধ খ) ছাগ ও দুগ্ধ গ) ছাগী হতে দুগ্ধ ঘ) ছাগীর দুগ্ধ উ. (ঘ)

১৫. 'উপজেলা' সমস্তপদটির 'উপ' পূর্বপদটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ঘ ১১-১২]
ক) ক্ষুদ্র খ) বৃহৎ গ) সদৃশ ঘ) সমীপে উ. (গ)

১৬. সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [খ ১২-১৩]
ক) আকাশ খ) ছাড়পত্র গ) মৃত্তিকা ঘ) সাগর উ. (খ)

১৭. কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [A Unit, ১৪-১৫]
ক) বর্ণচোরা খ) দলনেতা গ) গালভরা ঘ) ঘরহারা উ. (ক)

১৮. 'গিরিশ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ১৪-১৫]
ক) গিরিতে অবস্থিত খ) গিরিতে যিনি অবস্থান করেন
গ) গিরি হতে এসেছেন যিনি ঘ) গিরি যার প্রাণ উ. (খ)

১৯. বিপরীতার্থক শব্দের মিলনে কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি গঠিত? [খ ১৪-১৫]
ক) ভাই-বোন খ) ধন-দৌলত গ) আয়-ব্যয় ঘ) দা-কুমড়া উ. (গ)

২০. কোনটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [খ ১৪-১৫]
ক) গুরুভক্তি খ) শ্রমলব্ধ গ) বস্তাপঁচা ঘ) পদচ্যুত উ. (ক)

২১. 'সোনার বাংলা' কোন সমাসের উদাহরণ? [খ ১৬-১৭]
ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) অলুক কর্মধারয় গ) উপমান কর্মধারয় ঘ) উপমিত কর্মধারয়

Note: সোনার বাংলা = সোনার-বাংলা (অলুক তৎপুরুষ সমাস)

২২. নিচের কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [গ ১৬-১৭]
ক) ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী খ) অরুণের মতো রাঙা = অরুণরাঙা
গ) হাসি মাখা মুখ = হাসিমুখ ঘ) ঘর থেকে ছাড়া = ঘরছাড়া উ. (গ)

২৩. 'বেওয়ারিশ' কোন সমাসের উদাহরণ? [গ ১৬-১৭]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু উ. (গ)

২৪. জনাকীর্ণ কোন সমাস? [ঘ ১৬-১৭]
ক) দ্বন্দ্ব খ) কর্মধারয় গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ উ. (ঘ)

২৫. বন্যার্ত কোন সমাসের উদাহরণ? [চ ১৬-১৭]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) তৃতীয়া তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি উ. (গ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [E : ২৩-২৪]
ক) বেপরোয়া খ) মাতার সেবা গ) মনের মানুষ ঘ) পথের রাজা উ. (গ)

০২. 'সাহেব, বিবি ও গোলাম' কী সমাস? [E : ২৩-২৪;রাবি D -১৩-১৪]
ক) অলুক দ্বন্দ্ব খ) বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব গ) বহুপদী দ্বন্দ্ব ঘ) মিলনার্থক দ্বন্দ্ব উ. (গ)

০৩. নিচের কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ নয়? [B : ২৩-২৪]
ক) খেচর খ) ভূতপূর্ব গ) থরেবিথরে ঘ) বিঘ্নহন্তা উ. (গ)

০৪. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [C : ২৩-২৪]
ক) খেয়াঘাট খ) জনশ্রুতি গ) অনুতাপ ঘ) উচ্ছ্বাস উ. (খ)

০৫. 'পঙ্কভূত' একটি —— শব্দ। [B : ২৩-২৪]
ক) সমাসবদ্ধ খ) সন্ধিজাত গ) উপসর্গজাত ঘ) প্রত্যয়নিষ্পন্ন উ. (ক)

০৬. 'বহুব্রীহি' শব্দটি কোন সমাস? [C1 : ২৩-২৪; রাবি D -১৩-১৪]
ক) দ্বন্দ্ব খ) তৎপুরুষ গ) দ্বিগু ঘ) বহুব্রীহি উ. (ঘ)

০৭. 'মন্বন্তর' কোন সমাসের উদাহরণ? [C : ২৩-২৪]
ক) তৎপুরুষ খ) অব্যয়ীভাব গ) বহুব্রীহি ঘ) নিত্য সমাস উ. (ঘ)

০৮. 'ধামাধরা' কোন সমাসের উদাহরণ? [C : ২৩-২৪]
ক) বহুব্রীহি সমাস খ) অব্যয়ীভাব সমাস গ) তৎপুরুষ সমাস ঘ) কোনোটিই নয়

Note: 'ধামা ধরে যে = ধামাধরা' এ সমাসটি একই সাথে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ও উপপদ তৎপুরুষ সমাস।

০৯. 'বনফুল' কোন সমাসের উদাহরণ? [C : ২৩-২৪]
ক) তৎপুরুষ সমাস খ) বহুব্রীহি সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস উ. (ক)

১০. 'গণতন্ত্র' কোন সমাসের উদাহরণ? [C : ২৩-২৪]
ক) অব্যয়ীভাব সমাস খ) অলুক বহুব্রীহি সমাস
গ) নিত্য সমাস ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস উ. (ঘ)

১১. নিচের কোনটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস নয়? [A; সেট-I ২২-২৩]
ক) গুরুভক্তি খ) দেশভঙ্গ গ) চিরসুখী ঘ) রথচালন উ. (ক)

১২. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাস? [C ২২-২৩]
ক) শিশিরসিক্ত খ) বধূবরণ গ) শ্বেতপত্র ঘ) উপরের সবগুলোই উ. (ক)

১৩. 'স্বচ্ছসলিলা' কোন সমাসের উদাহরণ? [C1 ২২-২৩]
ক) তৎপুরুষ খ) বহুব্রীহি গ) দ্বন্দ্ব ঘ) দ্বিগু উ. (খ)

১৪. উপপদ তৎপুরুষ সমাস নয় কোনটি? [D ২২-২৩]
ক) কলে ছাটা খ) পাতাচাটা গ) মাছিমারা ঘ) ছারপোকা উ. (ক)

১৫. 'মন দিয়ে গড়া = মন গড়া' কোন তৎপুরুষ সমাস? [E ২২-২৩]
ক) দ্বিতীয়া খ) তৃতীয়া গ) চতুর্থী ঘ) পঞ্চমী উ. (খ)

১৬. 'রদবদল' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব খ) অব্যয়ীভাব গ) তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয় উ. (ক)

১৭. 'আটপৌরে' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) বহুব্রীহি খ) অব্যয়ীভাব গ) তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয় উ. (ক)

১৮. 'পাণ্ডুলিপি' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব খ) নিত্য গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব উ. (গ)

১৯. 'দীর্ঘসূত্র' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) অব্যয়ীভাব খ) তৎপুরুষ গ) কর্মধারয় ঘ) বহুব্রীহি উ. (গ)

২০. 'দেবদারু' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) কর্মধারয় ঘ) নিত্য উ. (গ)

২১. 'রূপসাগর' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) কর্মধারয় খ) বহুব্রীহি গ) তৎপুরুষ ঘ) নিত্য উ. (গ)

২২. 'ফুলকুমারী' কোন ধরনের সমাস? [A : ২১-২২]
ক) তৎপুরুষ খ) কর্মধারয় গ) দ্বন্দ্ব ঘ) বহুব্রীহি উ. (খ)

২৩. 'মানবহৃদয়' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ? [B : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব খ) তৎপুরুষ গ) অলুক দ্বন্দ্ব ঘ) বহুব্রীহি উ. (খ)

২৪. 'কর্ণকুহর' কোন সমাস? [B : ২১-২২]
ক) তৎপুরুষ খ) কর্মধারয় গ) দ্বন্দ্ব ঘ) বহুব্রীহি উ. (ক)

২৫. 'প্রতিবাদ' শব্দটি কোন সমাসযোগে নিষ্পন্ন? [B : ২১-২২]
ক) অব্যয়ীভাব খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) দ্বিগু উ. (ক)

২৬. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [C : ২১-২২]
ক) সেতার খ) তেতলা গ) চিনিপাতা ঘ) অর্ধপথ উ. (ক)

২৭. বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি? [B : ২১-২২]
ক) দাবানল খ) দায়বদ্ধ গ) দামোদর ঘ) দিগভ্রান্ত উ. (গ)

২৮. 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাস সাধিত? [B : ২১-২২]
ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ
গ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ঘ) উপপদ তৎপুরুষ উ. (ক)

২৯. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [C : ২১-২২]
ক) ডাকঘর খ) অধর্ম গ) অপার্থিব ঘ) করপল্লব উ. (ক)

৩০. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [C : ২১-২২]
ক) চোখের বালি খ) গল্পপ্রেমিক গ) বনফুল ঘ) কাঁচামিঠা উ. (ঘ)

৩১. কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [C : ২১-২২]
ক) কাজলকালো খ) বিদ্যাধন গ) পদ্মাসন ঘ) রক্তলাল উ. (খ)

৩২. নিচের কোনটি প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ নয়? [D : ২১-২২]
ক) ঘরমুখো খ) দোলনা গ) অকেজো ঘ) অনন্ত উ. (ঘ)

৩৩. 'বর্ণচোরা' কোন সমাসের উদাহরণ? [D : ২১-২২]
ক) কর্মধারয় খ) উপপদ তৎপুরুষ গ) প্রাদি ঘ) নিত্য উ. (খ)

৩৪. কোনটি নিত্য সমাস? [E : ২১-২২]
ক) কলেছাঁটা খ) জলমাত্র গ) জয়ধ্বনি ঘ) ভবনদী উ. (খ)

৩৫. নিচের কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [C : ২১-২২]
ক) বজ্জাত খ) সলজ্জ গ) অন্যমনা ঘ) মহাকীর্তি উ. (ক)

৩৬. 'মেহেদিরাঙা' এর ঠিক ব্যাসবাক্য কী? [D : ২১-২২]
ক) রাঙা যে মেহেদি খ) মেহেদি যে রাঙা
গ) মেহেদি ও রাঙা ঘ) মেহেদি রূপ রাঙা উ. (ক)

৩৭. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস নয়? [D : ২১-২২]
ক) সত্যবাদী খ) পকেটমার গ) কলের গান ঘ) ছারপোকা উ. (গ)

৩৮. নিচের কোনটি 'নিপাতনে সিদ্ধ' সমাসের উদাহরণ? [E : ২১-২২; E ১৯-২০]
ক) বেপরোয়া খ) খোশমেজাজ
গ) কানে-খাটো ঘ) পণ্ডিতমূর্খ উ. (ঘ)

৩৯. 'প্রত্যহ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [I ১৯-২০]
ক) প্রত্যেক দিন খ) প্রতি অহন্ গ) প্রতি অহ ঘ) প্রত্যেক অহ উ. (গ)

৪০. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ নয়? [E ১৯-২০]
ক) তালতমাল খ) দোয়াত-কলম গ) চালাকচতুর ঘ) জমাখরচ উ. (গ)

৪১. নিচের কোনটি নঞ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [E ১৯-২০]
ক) বেতাল খ) বাঁদরনাচ গ) তেলেভাজা ঘ) চন্দনচর্চিত উ. (ক)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪২. 'উদ্ধত-শির' কোন সমাসের উদাহরণ? [C-1 ১৯-২০]
ক) তৎপুরুষ খ) কর্মধারয় গ) দ্বন্দ্ব ঘ) দ্বিগু উ:(খ)

৪৩. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস? [C ১৯-২০]
ক) অধোমুখ খ) মধুকর গ) মনোমুগ্ধ ঘ) অকপট উ:(খ)

৪৪. সাধারণত কোন অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয় না? [F ১৯-২০]
ক) [illegible] খ) যোগ্যতা গ) অনতিক্রম্য ঘ) আধিক্য উ:(ঘ)

৪৫. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস নয়? [F ১৯-২০]
ক) গৃহস্থ খ) বাজিকর গ) অনশন ঘ) সর্বহারা উ:(গ)

৪৬. 'শম্বুকায়' সমস্তপদটির ঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [F ১৯-২০]
ক) শম্বু ও কায়া খ) শম্বু যে কায়া গ) শম্বু রূপ কায়া ঘ) শম্বুর কায়া উ:(ঘ)

৪৭. নিচের কোনটি উপমিত কর্মধারয় সমাস? [F ১৯-২০]
ক) চন্দ্রমুখ খ) চাঁদমুখ গ) মুখচন্দ্র ঘ) সবগুলোই উ:(ঘ)

৪৮. সমাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক) বিগ্রহ বাক্য খ) সমস্ত বাক্য গ) সমাস বাক্য ঘ) ব্যাসবাক্য উ:(খ)

৪৯. 'অবুঝ, নাচার, নির্গুণ, বেতার।' এগুলো কোন সমাস? [C, ১৮-১৯]
ক) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি খ) নঞ বহুব্রীহি গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি উ:(খ)

৫০. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ক) হাতেখড়ি খ) অনাদর গ) পাটখেত ঘ) মাছিমারা উ:(ঘ)

৫১. 'অনাশ্রিত' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ? [E ১৭-১৮]
ক) প্রাদি খ) নিত্য গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু উ:(গ)

৫২. 'বজ্রকণ্ঠ' কোন সমাসের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ:(গ)

৫৩. 'মেঘলুপ্ত' কোন জাতীয় সমাসবদ্ধ পদ? [E ১৭-১৮]
ক) সপ্তমী তৎপুরুষ খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ) বহুব্রীহি ঘ) রূপক কর্মধারয় উ:(ক)

Note: মেঘে লুপ্ত = মেঘলুপ্ত (সপ্তমী তৎপুরুষ), মেঘ দ্বারা লুপ্ত = মেঘলুপ্ত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)।

৫৪. 'অল্পপ্রাণ' কোন সমাস? [আইবিএ ১০-১১]
ক) কর্মধারয় খ) বহুব্রীহি গ) তৎপুরুষ ঘ) প্রাদি উ:(খ)

৫৫. 'রক্তারক্তি' কোন সমাস? [ক ১০-১১]
ক) দ্বন্দ্ব খ) দ্বিগু গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ উ:(গ)

৫৬. 'শিক্ষার্থী' কোন সমাস? [ক ১০-১১]
ক) অলুক বহুব্রীহি খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় গ) সমার্থক দ্বন্দ্ব ঘ) চতুর্থী তৎপুরুষ উ:(ঘ)

৫৭. সমাস নির্ণয় কর : মুখ সোনার ন্যায়– সোনামুখ। [গ, সেট ৮ : ১১-১২]
ক) উপমান কর্মধারয় খ) উপমিত কর্মধারয়
গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ:(খ)

৫৮. 'শতাব্দী' কোন সমাস? [D, সেট ৩ : ১৪-১৫; রাবি I ১৬-১৭; কভ ১১-১২]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) দ্বিগু ঘ) বহুব্রীহি উ:(গ)

৫৯. 'খেয়াঘাট' শব্দটি কোন সমাস? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) অলুক তৎপুরুষ উ:(খ)

৬০. 'খাসমহল' কোন সমাস? [G-১৫-১৬]
ক) কর্মধারয় খ) দ্বিগু গ) বহুব্রীহি ঘ) নিত্য সমাস উ:(ক)

৬১. 'শহিদ স্মরণে পালনীয় দিবস = শহিদদিবস' কোন সমাস? [F, ১৪-১৫]
ক) উপমান কর্মধারয় খ) রূপক কর্মধারয়
গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) দ্বিগু সমাস উ:(গ)

৬২. 'সে পা চাটা কুকুর' এখানে 'পা চাটা' কোন সমাসের উদাহরণ? [F, ১৪-১৫]
ক) অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ খ) সপ্তমী তৎপুরুষ গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ) উপপদ তৎপুরুষ উ:(ঘ)

৬৩. 'উপবন' কোন সমাসের উদাহরণ? [E ১৮-১৯]
ক) দ্বন্দ্ব খ) তৎপুরুষ গ) অব্যয়ীভাব ঘ) দ্বিগু উ:(গ)

৬৪. একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস এর উদাহরণ কোনটি? [F ১৮-১৯]
ক) চরাচর খ) নারী-পুরুষ গ) আমরা ঘ) ধুতি-চাদর উ:(গ)

৬৫. 'পাণ্ডুলিপি' কোন সমাস? [G ১৮-১৯]
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) অব্যয়ীভাব ঘ) কর্মধারয় উ:(ঘ)

৬৬. সমাস নির্ণয় কর : পদ্মনাভ = পদ্ম নাভিতে যার [গ, সেট ৭ : ১১-১২]
ক) উপমিত কর্মধারয় খ) বহুব্রীহি গ) রূপক কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব উ:(খ)

৬৭. সমাস নির্ণয় কর : বিদ্যা দ্বারা হীন = বিদ্যাহীন। [গ, সেট৬ : ১১-১২]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) দ্বিগু উ:(খ)

৬৮. 'মালগাড়ি' কোন সমাস? [A সেট- ০৬, ১২-১৩]
ক) তৎপুরুষ খ) দ্বন্দ্ব গ) দ্বিগু ঘ) কর্মধারয়

Note: মাল বহন করে যে গাড়ি = মালগাড়ি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস), মালের গাড়ি = মালগাড়ি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।

৬৯. 'কতিপয় সুখ = কতিসুখ।' কোন সমাসের উদাহরণ? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক) বহুব্রীহি খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব উ:(গ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাগবিতণ্ডা' শব্দটির সমাস- [B : ১৩-১৪]
ক) দ্বন্দ্ব খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ) রূপক কর্মধারয় ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ:(ক)

০২. 'মেঘলুপ্ত' শব্দটির সমাস– [B : ১৩-১৪]
ক) তৃতীয়া তৎপুরুষ খ) রূপক কর্মধারয়
গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ) উপপদ তৎপুরুষ উ:(ক)

০৩. প্রাদি সমাস কোনটি? [A : ১৩-১৪; হাজোদানিপ্রবি C Unit : ১৪-১৫]
ক) উজ্জ্বল খ) প্রভাত গ) প্রবীণ ঘ) চতুরঙ্গ উ:(খ)

০৪. 'কানাকানি' কোন সমাস? [A : ১৩-১৪]
ক) দ্বন্দ্ব খ) দ্বিগু গ) অব্যয়ীভাব ঘ) বহুব্রীহি উ:(ঘ)

০৫. 'দেশান্তর' শব্দটির সমাস নির্ণয় করো- [A : ১৩-১৪; A ১৮-১৯; জবি চ ১৬-১৭]
ক) নিত্য সমাস খ) প্রাদি সমাস গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) কোনোটিই নয় উ:(ক)

০৬. 'ঊর্ণনাভ' শব্দের সমাস নির্ণয় করো- [A : ১৩-১৪]
ক) প্রাদি সমাস খ) দ্বিগু সমাস গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) কোনোটিই নয় উ:(গ)

০৭. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাস? [A : ১৩-১৪]
ক) জন্মমৃত্যু খ) অকালমৃত্যু গ) ছিন্নধার ঘ) জেলে ধরা উ:(খ)

০৮. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [A : ১৩-১৪]
ক) একাদশ খ) হাটবাজার গ) সাম্যবাদ ঘ) বিপদাপন্ন উ:(খ)

০৯. 'পদ্মআঁখি' শব্দের ব্যাসবাক্য কী? [A : ১৩-১৪]
ক) আঁখি পদ্মের ন্যায় খ) আঁখির মতো পদ্ম
গ) পদ্ম রূপ আঁখি ঘ) পদ্মের ন্যায় আঁখি উ:(ক)

১০. 'ঘানির তেল' কোন সমাস? [A ২২-২৩]
ক) উপপদ তৎপুরুষ খ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
গ) নিত্য তৎপুরুষ ঘ) অলুক পঞ্চমী তৎপুরুষ উ:(ঘ)

১১. 'জীবনমরণ' কোন সমাস? [C ২২-২৩]
ক) কর্মধারয় সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস উ:(খ)

১২. 'চৌমুহনী' কোন সমাস? [A : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব খ) দ্বিগু গ) কর্মধারয় ঘ) তৎপুরুষ উ:(খ)

১৩. 'প্রধানমন্ত্রী' শব্দের 'প্রধান' ও 'মন্ত্রী' অংশ যুক্ত হয়-[A : ২১-২২]
ক) প্রত্যয়ের মাধ্যমে খ) উপসর্গের মাধ্যমে
গ) বিভক্তির মাধ্যমে ঘ) সমাসের মাধ্যমে উ:(ঘ)

১৪. 'মনমাঝি' শব্দটির ব্যাসবাক্য–[A : ২১-২২]
ক) মন ও মাঝি খ) মন মাঝির ন্যায় গ) মন রূপ মাঝি ঘ) মন যে মাঝি উ:(গ)

১৫. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [B : ২১-২২]
ক) বহুব্রীহি খ) স্বভাবসিদ্ধ গ) নবযৌবন ঘ) অতিমাত্রা উ:(খ)

১৬. 'আনত' শব্দের সমাস হলো-[B : ২১-২২]
ক) অব্যয়ীভাব খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
গ) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ঘ) দ্বন্দ্ব তৎপুরুষ উ:(ক)

১৭. 'খেয়াল-খুশি' কোন সমাস? [A : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব খ) কর্মধারয় গ) তৎপুরুষ ঘ) বহুব্রীহি উ:(ক)

১৮. 'কোলে ও পিঠে = কোলেপিঠে' এটি কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ? [B : ১৯-২০]
ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব গ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব উ:(ঘ)

১৯. 'ইত্যাদি' শব্দটি কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন? [A ১৮-১৯; মাভাবিপ্রবি D ১৪-১৫]
ক) কর্মধারয় খ) তৎপুরুষ গ) দ্বন্দ্ব ঘ) বহুব্রীহি উ:(ঘ)

২০. 'বালিকাবিদ্যালয়' কোন সমাস? [A ১৮-১৯]
ক) সাধারণ কর্মধারয় খ) চতুর্থী তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ উ:(খ)

২১. 'দেবদত্ত' কোন সমাস? [C, ১৮-১৯]
ক) চতুর্থী তৎপুরুষ খ) প্রাদি তৎপুরুষ গ) তৃতীয়া তৎপুরুষ ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ উ:(গ)

২২. সমাসবদ্ধ পদের প্রথম অংশকে কী বলা হয়? [C, ১৮-১৯]
ক) পূর্বপদ খ) উপপদ গ) পরপদ ঘ) বিশেষ্যপদ উ:(ক)

২৩. 'মুখচন্দ্র' কোন ধরনের সমাস? [F ১৭-১৮, I ১৭-১৮; নোবিপ্রবি D ১৫-১৬]
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ:(গ)

২৪. উপমান-উপমেয়ের যে সমাস হয় তাকে কোন সমাস বলে? [K ১৭-১৮]
ক) নিত্য সমাস খ) প্রাদি সমাস গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) দ্বিগু সমাস উ:(গ)

২৫. 'হাটবাজার' কোন অর্থে দ্বন্দ্ব সমাস? [০৩-০৪]
ক) মিলনার্থে খ) বিরোধার্থে গ) সমার্থে ঘ) বিপরীতার্থে উ:(গ)

২৬. কোনটি নিত্য সমাস? [০৩-০৪; জাককানইবি ক ১৬-১৭]
ক) পঞ্চনদ খ) বেয়াদব গ) দেশান্তর ঘ) পদ্মনাভ উ:(গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

২৭. দ্বিগু সমাসের উদাহরণ- [০৪-০৫]
ⓚ শতবার্ষিকী ⓚ মধুমাখা ⓖ পলান্ন ⓖ দিনকতক উ: (ক)

২৮. রোজ রোজ = হররোজ। সমাসটির নাম- [০৪-০৫]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖ তৎপুরুষ উ: (গ)

২৯. কোনটি নঞ্‌ তৎপুরুষ নয়? [০৪-০৫]
ⓚ অপরাহ্ণ ⓚ অনিষ্ট ⓖ অনৈক্য ⓖ অনেক উ: (ক)

৩০. 'জলমগ্ন' সমস্ত পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [০৪-০৫]
ⓚ জলে মগ্ন ⓚ জল হতে মগ্ন ⓖ জল দ্বারা মগ্ন ⓖ জলে মগ্ন যা

Note : জল দ্বারা মগ্ন = জলমগ্ন (তৃতীয়া তৎপুরুষ), জলে মগ্ন = জলমগ্ন (সপ্তমী তৎপুরুষ)।

৩১. 'উপশহর' শব্দটি কোন সমাস? [০৪-০৫]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ দ্বিগু ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖ কর্মধারয় উ: (গ)

৩২. 'বিস্ময়াপন্ন' এর ব্যাসবাক্য- [০৫-০৬; ইবি B ১৮-১৯]
ⓚ বিস্ময় দ্বারা আপন্ন ⓚ বিস্ময়ে আপন্ন
ⓖ বিস্ময়কে আপন্ন ⓖ বিস্ময় দ্বারা আচ্ছন্ন উ: (গ)

৩৩. 'ঘর-দুয়ার' কোন ধরনের সমাসবদ্ধ পদ? [০৫-০৬]
ⓚ দ্বিগু সমাস ⓚ সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস ⓖ কর্মধারয় ⓖ মিলনার্থক দ্বন্দ্ব উ: (খ)

৩৪. 'মনগড়া' কোন সমাস? [০৫-০৬, ০৪-০৫]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ ⓖ দ্বন্দ্ব উ: (গ)

৩৫. 'স্মৃতিসৌধ' কোন সমাস? [০৬-০৭; জাবি ঘ সেট১ ১৪-১৫; ইবি (শাপলা) ১১-১২]
ⓚ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ⓚ উপমান কর্মধারয়
ⓖ উপমিত কর্মধারয় ⓖ রূপক কর্মধারয় উ: (ক)

৩৬. 'ঝড়-ঝাপটা' এর সমাস নির্ণয় কর- [খ ০৭-০৮]
ⓚ অলুক দ্বন্দ্ব ⓚ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ⓖ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ উ: (ঘ)

৩৭. 'উপাচার্য' শব্দটি কোন সমাস সাধিত? [খ ০৯-১০; শাবিপ্রবি G ১৬-১৭]
ⓚ উপপদ তৎপুরুষ ⓚ অব্যয়ীভাব ⓖ বহুব্রীহি ⓖ কর্মধারয় উ: (খ)

৩৮. 'কর্ণকুহর' কোন সমাস? [E ১৪-১৫; ইবি ১১-১২; বশেমুরবিপ্রবি B ১৭-১৮]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ দ্বন্দ্ব ⓖ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ উ: (ঘ)

৩৯. 'পৃষ্ঠপ্রদর্শন' কোন সমাস? [খ ০৭-০৮]
ⓚ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ⓚ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓖ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓖ পঞ্চমী তৎপুরুষ উ: (ক)

৪০. 'বাগদত্তা' কোন সমাস? [০৮-০৯; জাককানবি গ ১৬-১৭]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓖ কর্মধারয় ⓖ অব্যয়ীভাব উ: (খ)

৪১. 'যাবজ্জীবন' কোন সমাস? [০৮-০৯]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓚ দ্বন্দ্ব ⓖ কর্মধারয় ⓖ বহুব্রীহি উ: (ক)

৪২. ব্যাপ্তি বুঝালে কোন সমাস হয়? [০৮-০৯]
ⓚ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ⓚ চতুর্থী তৎপুরুষ ⓖ পঞ্চমী তৎপুরুষ ⓖ সপ্তমী তৎপুরুষ উ: (ক)

৪৩. 'নরাধম' কোন্ সমাসের উদাহরণ? [A ১৭-১৮; I ১৬-১৭]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ তৎপুরুষ ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖ বহুব্রীহি উ: (ক)

৪৪. 'অস্থির' কোন সমাস? [০৯-১০]
ⓚ উপমান কর্মধারয় ⓚ উপপদ তৎপুরুষ ⓖ নঞ্‌ তৎপুরুষ ⓖ বহুব্রীহি উ: (গ)

৪৫. তৎপুরুষ সমাসে কোন পদ প্রধান? [০৯-১০]
ⓚ পরপদ ⓚ অন্যপদ ⓖ উভয়পদ ⓖ কোনো পদ নয় উ: (ক)

৪৬. 'জমা-খরচ' সমস্ত পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [B ১৮-১৯; ঢাবি গ ৯১-৯২]
ⓚ জমার খরচ ⓚ জমাকে খরচ ⓖ জমা হতে খরচ ⓖ জমা ও খরচ উ: (ঘ)

৪৭. 'নবরত্ন' পদটি কোন সমাস? [০৯-১০; হামোদাবিপ্রবি C-১৫-১৬]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ ⓖ দ্বিগু উ: (ঘ)

৪৮. 'বিদ্যাধন' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [০৯-১০]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ অব্যয়ীভাব ⓖ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ উ: (গ)

৪৯. 'সমাস' শব্দের অর্থ কী? [A ১৭-১৮; ঢাবি গ ৯৩-৯৪; জাবি ০৪-০৫]
ⓚ বিশ্লেষণ ⓚ সংক্ষেপণ ⓖ সংযোজন ⓖ সংশ্লেষণ উ: (খ)

৫০. সমাসের রীতি কোন ভাষা হতে আগত? [০৯-১০; হামোদাবিপ্রবি G-১৫-১৬]
ⓚ বার্মিজ ⓚ সংস্কৃত ⓖ হিন্দি ⓖ উর্দু উ: (খ)

৫১. ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস- [ঙ ১০-১১]
ⓚ সহোদর ⓚ কথাসর্বস্ব ⓖ নিরুপায় ⓖ সুশ্রী উ: (খ)

৫২. 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' (সন্ধ্যার প্রদীপ) যে সমাস : [ক ১০-১১]
ⓚ রূপক কর্মধারয় ⓚ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓖ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ উ: (গ)

৫৩. কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাস? [খ ১১-১২]
ⓚ কলুর বলদ ⓚ কাপুরুষ ⓖ বিদ্যালয় ⓖ দশানন উ: (ক)

৫৪. 'কুশীলব' শব্দটি কোন সমাসবদ্ধ শব্দ? [খ ১১-১২]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ উপপদ তৎপুরুষ ⓖ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ উ: (ক)

৫৫. নিচের কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি? [খ ১১-১২; ইবি B - ১৩-১৪]
ⓚ মুখচন্দ্র ⓚ কানাকানি ⓖ আশীবিষ ⓖ সোনামুখো উ: (খ)

৫৬. 'ত্রিভুজ' কোন সমাস? [কও : ১১-১২; চবি ঙ ০৭-০৮; ইবি B ১৩-১৪]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ কর্মধারয় ⓖ দ্বিগু উ: (ঘ)

৫৭. 'সঘন' শব্দটি- [বাণিজ্য, সেট ৩, ১২-১৩]
ⓚ অলুক সমান ⓚ দ্বন্দ্ব সমাস
ⓖ তৎপুরুষ সমাস ⓖ বহুব্রীহি সমাস উ: (ঘ)

৫৮. কোনটি নিত্য সমাস? [A -১৩-১৪]
ⓚ কালসাপ ⓚ তেলেভাজা ⓖ নিখরচা ⓖ নীলকণ্ঠ উ: (ক)

৫৯. 'অন্যগ্রাম' পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [A -১৩-১৪]
ⓚ ভিন্ন গ্রাম ⓚ স্বতন্ত্র গ্রাম ⓖ দূরের গ্রাম ⓖ গ্রাম গ্রাম

Note : অন্য গ্রাম = গ্রামান্তর (নিত্য সমাস)। প্রদত্ত প্রশ্নে গ্রামান্তর-এর ব্যাসবাক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

৬০. কোন সমাসে কোনো পদের অর্থ প্রাধান্য পায় না? [A -১৩-১৪]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ অব্যয়ীভাব ⓖ কর্মধারয় উ: (খ)

৬১. 'তুষারধবল' এটি হলো- [E -১৩-১৪]
ⓚ মৌলিক শব্দ ⓚ সমাস-সাধিত শব্দ
ⓖ প্রত্যয়-সাধিত শব্দ ⓖ কোনোটিই নয় উ: (খ)

৬২. রূপক কর্মধারয় সমাস কোনটি? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ⓚ মিশকালো ⓚ চিরসুখী ⓖ রথদেখা ⓖ শোকানল উ: (ঘ)

৬৩. 'কানাকানি' 'লাঠালাঠি' যে সমাসের অন্তর্গত- [D ১৪-১৫; F ১৪-১৫]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ অলুক দ্বন্দ্বসমাস ⓖ রূপক কর্মধারয় ⓖ ব্যতিহার বহুব্রীহি উ: (ঘ)

৬৪. সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস নয় কোনটি? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ মাপকাঠি ⓚ বিশ্ববিখ্যাত ⓖ বস্তাপচা ⓖ মনমরা উ: (ক)

৬৫. 'সমাহার' ব্যাসবাক্য থাকে কোন সমাসে? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ প্রাদি ⓖ নিত্য ⓖ দ্বিগু উ: (ঘ)

৬৬. অলুক সমাসের উদাহরণ- [D-১৫-১৬]
ⓚ গায়েপড়া ⓚ কাঁচাপাকা ⓖ বৌভাত ⓖ মুক্তিযুদ্ধ উ: (ক)

৬৭. 'মহানবী' কোন সমাস? [E-১৫-১৬]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ দ্বন্দ্ব ⓖ কর্মধারয় ⓖ বহুব্রীহি উ: (গ)

৬৮. 'জীবনপ্রদীপ' (জীবন রূপ প্রদীপ) যে সমাস- [০৯-১০; চবি ক ০৯-১০]
ⓚ বহুব্রীহি ⓚ রূপক কর্মধারয় ⓖ দ্বিগু ⓖ অব্যয়ীভাব উ: (খ)

৬৯. উপমান কর্মধারয় সমাস কোনটি? [০৯-১০]
ⓚ মনমাঝি ⓚ সিংহপুরুষ ⓖ গ্রামান্তর ⓖ ঘনশ্যাম উ: (ঘ)

৭০. নিচের কোন শব্দটি দ্বন্দ্ব সমাস? [A ১৬-১৭]
ⓚ বেশভূষা ⓚ নিঃসহায় ⓖ মানবহৃদয় ⓖ শতাব্দী উ: (ক)

৭১. 'ভূতপূর্ব' কোন সমাসের উদাহরণ? [A ১৬-১৭]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ অব্যয়ীভাব ⓖ তৎপুরুষ ⓖ বহুব্রীহি উ: (গ)

৭২. 'দেবদত্ত' কোন সমাস? [B ১৬-১৭;০৯-১০]
ⓚ চতুর্থী তৎপুরুষ ⓚ প্রাদি তৎপুরুষ ⓖ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓖ পঞ্চমী তৎপুরুষ উ: (ক)

৭৩. কোনটি ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস? [E ১৬-১৭, ০৯-১০]
ⓚ রাখীভাই ⓚ বীণাপাণি ⓖ নিখোঁজ ⓖ চুলাচুলি উ: (খ)

৭৪. 'বেআইনি'র ব্যাসবাক্য কোনটি? [E ১৬-১৭]
ⓚ আইনি নয় ⓚ নয় আইনি ⓖ যা আইনি নয় ⓖ নহে আইনি উ: (খ)

৭৫. 'সচিত্র' কোন ধরনের সমাস? [E ১৬-১৭]
ⓚ দ্বিগু ⓚ দ্বন্দ্ব ⓖ বহুব্রীহি ⓖ নিত্য উ: (গ)

৭৬. 'সংখ্যালঘু' শব্দটি কোন সমাস? [I ১৬-১৭]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓚ বহুব্রীহি ⓖ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ উ: (ঘ)

৭৭. কোনটি দ্বিগু সমাস নয়? [I ১৬-১৭; মাভাবিপ্রবি D সেট-১: ১৪-১৫]
ⓚ পঞ্চনদ ⓚ ত্রিফলা ⓖ শতাব্দী ⓖ চৌচালা উ: (ঘ)

৭৮. 'জীবনবিমা' কোন সমাস? [A ১৭-১৮]
ⓚ উপমান কর্মধারয় ⓚ উপমিত কর্মধারয়
ⓖ রূপক কর্মধারয় ⓖ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: (ঘ)

৭৯. 'আলুনি' সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [B ১৭-১৮; খুবি, কলা ও মানবিক ১২-১৩]
ⓚ আলু নেই যাতে ⓚ নেই আলু ⓖ লবণের অভাব ⓖ আলোর অভাব উ: (গ)

৮০. কোনটি অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
ⓚ দর্শনমাত্র ⓚ আমৃত্যু ⓖ জীবন্মৃত ⓖ সফল উ: (খ)

৮১. 'বুদ্ধিদীপ্ত' কোন ধরনের সমাস? [D ১৭-১৮]
ⓚ তৎপুরুষ ⓚ কর্মধারয় ⓖ নিত্য ⓖ প্রাদি উ: (ক)

৮২. 'ক্ষুধিতপাষাণ' কোন সমাস? [E ১৭-১৮; চবি ঙ ০৯-১০]
ⓚ কর্মধারয় ⓚ বহুব্রীহি ⓖ তৎপুরুষ ⓖ দ্বন্দ্ব উ: (ক)

৮৩. 'রসাভিষিক্ত' কোন সমাসের উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ⓚ তৃতীয়া তৎপুরুষ ⓚ ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ⓖ অলুক তৎপুরুষ ⓖ উপপদ তৎপুরুষ উ: (ক)

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৮৪. 'হাতে কলমে' কোন ধরনের সমাস? [E ১৭-১৮]
ⓚ অলুক দ্বন্দ্ব ⓛ রূপক কর্মধারয় ⓖ অলুক তৎপুরুষ ⓘ অলুক বহুব্রীহি উ:(ক)

৮৫. 'যিনি রাজা তিনিই বাহাদুর' কোন সমাস? [E ১৭-১৮]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ দ্বিগু ⓖ তৎপুরুষ ⓘ কর্মধারয় উ:(ঘ)

৮৬. 'দুর্ভিক্ষ'র ব্যাসবাক্য কোনটি? [A ১৬-১৭]
ⓚ খাদ্যের অভাব ⓛ ভিক্ষার অভাব ⓖ ভীষণ খাদ্যাভাব ⓘ ভিক্ষুকের অভাব উ:(খ)

৮৭. 'বিরানব্বই' কোন সমাস? [E ১৭-১৮; কুবি B ১৩-১৪]
ⓚ প্রাদি ⓛ নিত্য ⓖ অলুক তৎপুরুষ ⓘ উপপদ তৎপুরুষ উ:(খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি প্রাদি সমাসের উদাহরণ? [B : ২৩-২৪]
ⓚ প্রভাত ⓛ প্রাকৃত ⓖ অন্বয় ⓘ জগজ্জননী উ:(ক)

০২. 'প্রেমডোর' কোন সমাস? [B1 : ২৩-২৪]
ⓚ তৎপুরুষ ⓛ দ্বন্দ্ব ⓖ রূপক কর্মধারয় ⓘ বহুব্রীহি উ:(গ)

০৩. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ⓚ অরুণরাঙা ⓛ কুসুমকোমল ⓖ তুষারশুভ্র ⓘ বিড়ালতপস্বী

Note : অরুণের ন্যায় রাঙা = অরুণরাঙা, কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল, তুষারের ন্যায় শুভ্র = তুষারশুভ্র, বিড়ালের ন্যায় তপস্বী = বিড়ালতপস্বী– সবগুলোই উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ।

০৪. 'সেতার' কোন সমাস? [D : ২৩-২৪; খুবি L ১৬-১৭]
ⓚ অলুক বহুব্রীহি ⓛ সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
ⓖ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ⓘ সমানাধিকরণ বহুব্রীহি উ:(খ)

০৫. কোলাকুলি কোন সমাস? [B সেট-১; ২২-২৩]
ⓚ অলুক বহুব্রীহি ⓛ মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
ⓖ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ⓘ ব্যতিহার বহুব্রীহি উ:(ঘ)

০৬. 'কৃতবিদ্য' কোন সমাস? [A ২২-২৩]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ ⓘ বহুব্রীহি উ:(ঘ)

০৭. 'তেলেভাজা' কোন সমাস? [A ২২-২৩]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ ⓘ বহুব্রীহি উ:(গ)

০৮. 'প্রভাব' শব্দটি কোন সমাস? [D সেট-৩; ২২-২৩]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ প্রাদি ⓖ তৎপুরুষ ⓘ নিত্য উ:(খ)

০৯. 'গাছপাকা' এটি কোন সমাস? [D : ২১-২২]
ⓚ সপ্তমী তৎপুরুষ ⓛ অলুক তৎপুরুষ
ⓖ উপপদ তৎপুরুষ ⓘ নঞ্ তৎপুরুষ উ:(ক)

১০. কোনটি নঞ্ তৎপুরুষ-এর উদাহরণ? [B1 : ২১-২২]
ⓚ অকালপক্ব ⓛ অবুঝ ⓖ আজকাল ⓘ আত্মরক্ষা উ:(খ)

১১. 'সপ্তাহ' শব্দটি কোন সমাস সাধিত? [B : ২১-২২]
ⓚ প্রাদি ⓛ বহুব্রীহি ⓖ দ্বিগু ⓘ কর্মধারয় উ:(গ)

১২. 'পথের রাজা' কোন সমাসের ব্যাসবাক্য? [B : ২১-২২]
ⓚ তৎপুরুষ ⓛ বহুব্রীহি ⓖ কর্মধারয় ⓘ দ্বিগু উ:(ক)

১৩. 'শত অব্দের সমাহার' এটি কোন সমাসের ব্যাসবাক্য? [A : ২১-২২]
ⓚ বহুব্রীহি ⓛ দ্বিগু ⓖ তৎপুরুষ ⓘ কর্মধারয় উ:(খ)

১৪. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [B : ১৯-২০; D : ১৯-২০]
ⓚ বাবা-মা ⓛ সপ্তাহ ⓖ অভাব ⓘ পলান্ন উ:(ক)

১৫. তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি? [B ১৭-১৮]
ⓚ তালতমাল ⓛ রাঙামাটি ⓖ শতবার্ষিকী ⓘ শ্রমলব্ধ উ:(ঘ)

১৬. 'কালান্তর' কোন সমাসের ব্যাসবাক্য? [D ১৭-১৮; রাবি B ১৬-১৭]
ⓚ কর্মধারয় ⓛ বহুব্রীহি ⓖ অব্যয়ীভাব ⓘ নিত্য উ:(ঘ)

১৭. 'রক্তনেত্র' এর ব্যাসবাক্য হবে– [ঘ ০৩-০৪]
ⓚ রক্তের মত লাল নেত্র ⓛ রক্তের ন্যায় নেত্র যার
ⓖ যার নেত্র রক্ত রূপ ⓘ রক্ত নেত্র যার উ:(খ)

১৮. উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ – [গ ০৪-০৫]
ⓚ আমরা ⓛ গুণীজন ⓖ সপ্তাহ ⓘ পঙ্কজ উ:(ঘ)

১৯. 'বিশ্ববিদ্যালয়' এর ব্যাসবাক্য কী? [গ ০৪-০৫; সি১, ১১-১২; H ১৬-১৭]
ⓚ বিশ্বের বিদ্যালয় ⓛ বিশ্ববিদ্যার আলয় ⓖ বিশ্বস্ত আলয় ⓘ বিশ্বরূপ আলয় উ:(ক)

২০. 'হাতেখড়ি' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ০৫-০৬]
ⓚ হাতের খড়ি ⓛ হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে
ⓖ হাতে যে খড়ি ⓘ হাতে খড়ি যার ⓙ হাতে আছে যে খড়ি উ:(খ)

২১. 'রাজপথ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [খ ১১-১২; B_1, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ রাজার পথ ⓛ রাজধানীতে যাওয়ার পথ
ⓖ পথের রাজা ⓘ রাজার জন্য পথ উ:(গ)

২২. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [সি৩, ১১-১২]
ⓚ সহজসরল ⓛ মরণবীণ ⓖ পুষ্পশূন্য ⓘ পথহারা উ: [illegible]

২৩. 'গোলাপফুল' শব্দটি কোন সমাস? [B1 12-13]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ দ্বিগু ⓖ অব্যয়ীভাব ⓘ কর্মধারয় উ: [illegible]

২৪. 'কুসুমের মতো কোমল' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের? [E 12-13]
ⓚ উপমিত কর্মধারয় ⓛ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ⓖ রূপক কর্মধারয় ⓘ উপমান কর্মধারয় উ: [illegible]

২৫. 'প্রকৃষ্ট যে ভাত' কোন সমাস? [D 12-13]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ কর্মধারয় ⓖ নিত্য সমাস ⓘ কোনোটাই নয় উ: [illegible]

২৬. 'অন্যদিন' কোন সমাসের ব্যাসবাক্য? [ঘ-১৩-১৪]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ কর্মধারয় ⓖ বহুব্রীহি ⓘ নিত্য উ: [illegible]

২৭. কোনটি উপমিত কর্মধারয় সমাস? [E -১৩-১৪]
ⓚ নরসিংহ ⓛ কাজলকালো ⓖ নদীমাতৃক ⓘ সুশীল উ: [illegible]

২৮. কোনটি অব্যয়ীভাব সমাস? [H_1 -১৩-১৪]
ⓚ নবরত্ন ⓛ ভবনদী ⓖ হস্তীমূর্খ ⓘ অনুক্ষণ উ: [illegible]

২৯. 'আদি নেই যার = অনাদি' কোন সমাস? [F -১৩-১৪]
ⓚ বহুব্রীহি ⓛ অব্যয়ীভাব ⓖ কর্মধারয় ⓘ দ্বন্দ্ব উ: [illegible]

৩০. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাস? [C_3 -১৩-১৪]
ⓚ গায়ে হলুদ ⓛ দশানন ⓖ মুখেভাত ⓘ রাজর্ষি উ: [illegible]

৩১. আমি, তুমি ও সে = আমরা। এটি কোন সমাসের উদাহরণ? [B_1, ১৪-১৫]
ⓚ মিলনার্থক দ্বন্দ্ব ⓛ অলুক দ্বন্দ্ব ⓖ সাধারণ দ্বন্দ্ব ⓘ একশেষ দ্বন্দ্ব উ: [illegible]

৩২. 'প্রভাব' শব্দটি কোন সমাস? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ প্রাদি ⓖ তৎপুরুষ ⓘ নিত্য উ: [illegible]

৩৩. 'ফুলকপি' কোন ধরনের কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ উপমিত ⓛ উপমান ⓖ রূপক ⓘ মধ্যপদলোপী উ: [illegible]

৩৪. 'পূজার্থ' কোন সমাস? [ক ০৩-০৪]
ⓚ নিত্যসমাস ⓛ বহুব্রীহি ⓖ ষষ্ঠী তৎপুরুষ ⓘ কর্মধারয় উ: [illegible]

৩৫. দ্বন্দ্ব সমাসে– [ঘ ০৩-০৪]
ⓚ পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় ⓛ উভয় পদের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ পায়
ⓖ উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য বজায় থাকে ⓘ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় উ: [illegible]

৩৬. তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি? [খ ০৫-০৬]
ⓚ দেখানোহাসি ⓛ বিয়েপাগলা ⓖ ঘরে-বাইরে ⓘ নীলাকাশ উ: [illegible]

৩৭. 'দুধেভাতে' কোন সমাসের উদাহরণ? [গ ০৫-০৬]
ⓚ অলুক তৎপুরুষ ⓛ অলুক দ্বন্দ্ব
ⓖ সমার্থক দ্বন্দ্ব ⓘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: [illegible]

৩৮. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ অধরপল্লব ⓛ কুসুমকোমল ⓖ গোবেচারা ⓘ মিশকালো উ: [illegible]

৩৯. 'গুণমুগ্ধ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [E-১৫-১৬]
ⓚ করণ তৎপুরুষ ⓛ কর্ম তৎপুরুষ ⓖ সম্বন্ধ তৎপুরুষ ⓘ নিমিত্ত তৎপুরুষ উ: [illegible]

৪০. সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস নয় কোনটি? [B2-8 ১৬-১৭; B3 ১৬-১৭; B ১৬-১৭]
ⓚ লোকজন ⓛ ছোটবড় ⓖ ঘরবাড়ি ⓘ চিঠিপত্র উ: [illegible]

৪১. 'প্রবন্ধ' শব্দটি কোন সমাস সাধিত? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ কর্মধারয় ⓛ প্রাদি ⓖ অব্যয়ীভাব ⓘ নিত্য উ: [illegible]

৪২. 'লোকান্তর' শব্দটি কোন সমাসসাধিত? [D3 ১৬-১৭]
ⓚ বহুব্রীহি ⓛ কর্মধারয় ⓖ নিত্য ⓘ দ্বিগু উ: [illegible]

৪৩. পূর্বপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি লোপ পায় কোন সমাসে? [F ১৬-১৭]
ⓚ কর্মধারয় ⓛ তৎপুরুষ ⓖ দ্বিগু ⓘ বহুব্রীহি উ: [illegible]

৪৪. 'মাঠঘাট' শব্দটি কোন সমাস? [H ১৬-১৭]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ কর্মধারয় ⓖ তৎপুরুষ ⓘ বহুব্রীহি উ: [illegible]

৪৫. 'কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ' কোন সমাস? [J ১৬-১৭; রাবি খ ০৭-০৮]
ⓚ অব্যয়ীভাব ⓛ দ্বিগু ⓖ কর্মধারয় ⓘ তৎপুরুষ উ: [illegible]

৪৬. জয়পতাকা– [ঙ ০৫-০৬; হামোদাবিপ্রবি C Unit : ১৪-১৫]
ⓚ দ্বন্দ্ব সমাস ⓛ মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ⓖ তৎপুরুষ সমাস ⓘ দ্বিগু সমাস উ: [illegible]

৪৭. 'রাজরানী' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো– [ক ০৭-০৮]
ⓚ রাজার রানী ⓛ রাজ রানী ⓖ রাজা ও রানী ⓘ রাজা রানী উ: [illegible]

৪৮. 'দুর্ভিক্ষ' কোন সমাস? [ঘ ০৯-১০]
ⓚ দ্বিগু ⓛ দ্বন্দ্ব ⓖ অব্যয়ীভাব ⓘ তৎপুরুষ উ: [illegible]

৪৯. 'মিঠেকড়া' কোন সমাস? [গ ০৯-১০]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ তৎপুরুষ ⓖ কর্মধারয় ⓘ বহুব্রীহি উ: [illegible]

৫০. 'ত্রিপিটক' কোন সমাস? [খ ১০-১১]
ⓚ দ্বন্দ্ব ⓛ দ্বিগু ⓖ কর্মধারয় ⓘ অব্যয়ীভাব উ: [illegible]

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'মহৎ' শব্দটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) প্রত্যয় (গ) সমাস (ঘ) উপসর্গ

[illegible] এবং 'মন্ত্র' = [illegible] (পদ্ম শাসিত যার)। [illegible]

[illegible] এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [A -১৩-১৪; [illegible]]
(ক) [illegible] সমাহার (খ) মন যে [illegible]
(গ) [illegible] (ঘ) [illegible] **উ:(গ)**

[illegible] শব্দের ব্যাসবাক্য ও সমাস নির্ণয় নিচের কোনটি? [illegible]
(ক) [illegible] তৎপুরুষ (খ) [illegible] = মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) [illegible] = [illegible] তৎপুরুষ (ঘ) [illegible] ও মুড়ি = দ্বন্দ্ব **উ:(খ)**

[illegible] বহুব্রীহি সমাসে পরস্পরের মধ্যে একই ধরনের কাজ বোঝায়? [F : ১৪-১৫]
(ক) [illegible] বহুব্রীহি (খ) সমার্থক বহুব্রীহি
(গ) [illegible] বহুব্রীহি (ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি **উ:(ক)**

[illegible] কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [G, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) [illegible] (খ) মুখচন্দ্র (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] **উ:(খ)**

[illegible] সহযোগে গঠিত সাধিত শব্দ কোনটি? [illegible]
(ক) [illegible] (খ) [illegible] (গ) দেশত্যাগ (ঘ) উদ্যোগ **উ:(গ)**

[illegible] কোন ধরনের কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [illegible]
(ক) উপমান (খ) উপমিত (গ) রূপক (ঘ) মধ্যপদলোপী **উ:(খ)**

[illegible] শব্দের অর্থ- [illegible ১১-১২]
(ক) [illegible] (খ) জোড়া (গ) শান্তি (ঘ) মীমাংসা **উ:(ক)**

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. [illegible] সমাসের উদাহরণ কোনটি? [B : ২৩-২৪ [illegible], সেট ৩, ১২-১৩; [illegible] E ১৩-১৪]
(ক) [illegible] (খ) পরাজয় (গ) পকেটমার (ঘ) প্রগতি **উ:(খ)**

'[illegible]-লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না।' 'রাজভয়' ও 'লোকভয়' শব্দ দুটি কোন ধরনের সমাস? [B ২২-২৩]
(ক) [illegible] (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) দ্বিগু **উ:(গ)**

'[illegible]' শব্দটি গঠিত হয়েছে— [A ২২-২৩]
(ক) [illegible] (খ) সমাসযোগে (গ) উপসর্গযোগে (ঘ) সন্ধিযোগ **উ:(খ)**

'[illegible]' শব্দটি কোন ধরনের সমাস? [A ২২-২৩]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) দ্বন্দ্ব **উ:(গ)**

[illegible] সমাসের পূর্বপদে স্ত্রীবাচক বিশেষণ থাকলে সমাসঘটিত শব্দ পুরুষবাচক হয়। [C ২২-২৩]
(ক) বহুব্রীহি (খ) দ্বিগু (গ) কর্মধারয় (ঘ) তৎপুরুষ **উ:(গ)**

'[illegible]' কোন ধরনের সমাস? [B : ২১-২২]
(ক) [illegible] বহুব্রীহি (খ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
(গ) অলুক বহুব্রীহি (ঘ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি **উ:(গ)**

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ এবং পরপদ কোনোটিই যদি বিশেষণ না হয়, তাকে কী বলে? [illegible]
(ক) সমানাধিকরণ (খ) ব্যধিকরণ (গ) ব্যতিহার (ঘ) প্রত্যয়ান্ত **উ:(খ)**

০২. '[illegible]' শব্দটি কী জাতীয় সমাস? [C : ১৯-২০; জবি F ১৪-১৫]
(ক) নিত্য সমাস (খ) অলুক দ্বন্দ্ব (গ) উপপদ তৎপুরুষ (ঘ) অলুক বহুব্রীহি **উ:(ক)**

'[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [স. বি. ১০-১১]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) দ্বিগু (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব **উ:(খ)**

'[illegible] যে ঘট' ব্যাসবাক্যটির সমাস কী? [ক. মা. ১০-১১]
(ক) তৎপুরুষ (খ) বহুব্রীহি (গ) কর্মধারয় (ঘ) অব্যয়ীভাব **উ:(গ)**

'[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [SSS : 11-12]
(ক) দ্বিগু (খ) দ্বন্দ্ব (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি **উ:(খ)**

'সুলতা' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [A&HS : 11-12]
(ক) সুন্দর যে লতা (খ) যে লতা সুন্দর
(গ) সুন্দরী যে লতা (ঘ) যে লতা সুন্দরী **উ:(গ)**

'[illegible]' ও 'রক্তলাল' শব্দ দুটি কোন কোন কর্মধারয় সমাস? [কলা ও মানবিক ১২-১৩]
(ক) উপমান ও উপমিত (খ) রূপক ও উপমান
(গ) উপমিত ও উপমান (ঘ) উপমিত ও রূপক **উ:(গ)**

[illegible] ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে কী বলে? [S, সেট B : ১৪-১৫]
(ক) সমস্যমান বাক্য (খ) সমস্ত বাক্য (গ) বিগ্রহ বাক্য (ঘ) সমস্য বাক্য **উ:(গ)**

'[illegible]' সমস্তপদটি কোন সমাসের উদাহরণ? [S-১৫-১৬]
(ক) [illegible] তৎপুরুষ (খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি **উ:(খ)**

'[illegible]' কোন সমাস? [S ১৬-১৭; [illegible] খ-১৫-১৬]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) তৎপুরুষ (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) দ্বিগু **উ:(গ)**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. '[illegible]' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [A ১৯-২০]
(ক) [illegible] (খ) অব্যয়ীভাব (গ) কর্মধারয় (ঘ) বহুব্রীহি **উ:(গ)**

০২. '[illegible]' কোন সমাস? [illegible]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) তৎপুরুষ **উ:(খ)**

০৩. '[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [AL ১৭-১৮]
(ক) নিত্য সমাস (খ) দ্বিগু সমাস (গ) দ্বন্দ্ব সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস **উ:(ক)**

০৪. সমাসবদ্ধ পদ '[illegible]' এর ব্যাসবাক্য— [illegible]
(ক) শত তারা [illegible] (খ) [illegible]
(গ) বহু লোকের রক্তপাত (ঘ) [illegible] **উ:(খ)**

০৫. 'শিক্ষামন্ত্রী' সমাসবদ্ধ শব্দটির ব্যাসবাক্য [illegible]
(ক) শিক্ষা দেন যে মন্ত্রী (খ) শিক্ষার জন্য মন্ত্রী
(গ) শিক্ষিত যে মন্ত্রী (ঘ) শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী **উ:(ঘ)**

০৬. '[illegible]' শব্দটি কোন সমাস— [B ১৬-১৭]
(ক) [illegible] তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) [illegible] তৎপুরুষ (ঘ) উপমান কর্মধারয় **উ:(খ)**

০৭. উপমিত কর্মধারয় সমাসে সাধারণ গুণটি— [D ১৭-১৮]
(ক) বাদ দেয়া হয় (খ) অনুমান করা হয় (গ) যোগ করা হয় (ঘ) তুলনা করা হয় **উ:(ক)**

০৮. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [AL ১৭-১৮]
(ক) মহারাজ (খ) [illegible] (গ) [illegible] (ঘ) [illegible] **উ:(ক)**

০৯. কর্মধারয় সমাস কোনটি? [AL ১৭-১৮]
(ক) দেশত্যাগ (খ) হতশ্রী (গ) অনুমান (ঘ) [illegible] **উ:(খ)**

১০. কোনটি উপমান কর্মধারয়? [C ১৭-১৮]
(ক) প্রিয়সখা (খ) নীলপদ্ম (গ) [illegible] (ঘ) নির্ভুল **উ:(গ)**

১১. 'মৌমাছি' কোন সমাস? [C ১৭-১৮, [illegible] ১৬-১৭; [illegible] A & HS ১১-১২]
(ক) দ্বিগু (খ) বহুব্রীহি (গ) উপপদ তৎপুরুষ (ঘ) কর্মধারয় **উ:(ঘ)**

১২. 'জলদ' কোন সমাস? [AP ১৭-১৮]
(ক) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (খ) উপপদ তৎপুরুষ (গ) দ্বিগু (ঘ) দ্বন্দ্ব **উ:(খ)**

১৩. নিচের কোনটি নঞ্‌ বহুব্রীহি সমাস? [D ১৭-১৮]
(ক) হেডমাস্টার (খ) ত্রিফলা (গ) হাতেখড়ি (ঘ) [illegible] **উ:(ঘ)**

১৪. 'জজসাহেব' কোন সমাসের উদাহরণ? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) দ্বিগু (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বন্দ্ব (ঘ) বহুব্রীহি **উ:(খ)**

১৫. 'মহাজ্ঞান' কোন সমাস? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বিগু **উ:(ক)**

১৬. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [E -১৩-১৪; H ১৭-১৮, [illegible] H-১৭-১৮; [illegible] ০৯-১০]
(ক) সিংহাসন (খ) ভাইবোন (গ) কানাকানি (ঘ) [illegible] **উ:(খ)**

১৭. 'তুষারশুভ্র' কোন কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [E -১৩-১৪]
(ক) উপমান (খ) উপমিত (গ) মধ্যপদলোপী (ঘ) রূপক **উ:(ক)**

১৮. কোন সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না? [ক-১৫-১৬; চবি ক ১০-১১; [illegible] E -১৩-১৪]
(ক) প্রাদি (খ) অলুক (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) নিত্য **উ:(ঘ)**

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নীল যে পদ্ম = নীলপদ্ম' কোন সমাস? [B ১৯-২০]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) তৎপুরুষ (গ) দ্বিগু (ঘ) কর্মধারয় **উ:(ঘ)**

০২. কোন বাক্যটিকে দ্বিগু সমাসের নিয়মে সমাসবদ্ধ করা সম্ভব? [A-১৫-১৬]
(ক) তে (তিন) মাথার সমাহার (খ) বেলাকে অতিক্রান্ত
(গ) প্রকৃষ্ট যে গতি (ঘ) সন্ধ্যায় জ্বালানো হয় যে প্রদীপ **উ:(ক)**

০৩. 'বিগত হয়েছে পত্নী যার' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের? [A ১৭-১৮]
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (খ) নঞ্‌ তৎপুরুষ
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) নিত্য সমাস **উ:(গ)**

০৪. নিচের কোনটি সমাসনিষ্পন্ন শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) মনোযোগ (খ) উপহার (গ) মহানগর (ঘ) উচ্চারণ **উ:(গ)**

০৫. 'দেখে দেখে যে কাজ' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের? [A ১৭-১৮]
(ক) প্রাদি সমাস (খ) বহুপদী দ্বন্দ্ব (গ) ব্যতিহার বহুব্রীহি (ঘ) উপপদ তৎপুরুষ **উ:(গ)**

০৬. 'আয়ের উপর অর্পিত কর' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের? [A ১৭-১৮]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) দ্বন্দ্ব (গ) কর্মধারয় (ঘ) তৎপুরুষ **উ:(গ)**

০৭. 'যৌবনবেগ' কোন সমাস? [B ১৭-১৮]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) কর্মধারয় (গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব **উ:(গ)**

CamScanner

০৮. অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ কোনটি? [B১৭-১৮]
(ক) অহিনকুল (খ) আমরা (গ) উপকূল (ঘ) বহুব্রীহি উ:গ

০৯. 'জ্যোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [B১৭-১৮; রাবি A ১৪-১৫]
(ক) পঞ্চমী তৎপুরুষ (খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (ঘ) উপমান কর্মধারয় উ:খ

১০. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
(ক) রাষ্ট্র অনুসৃত নীতি (খ) অকালে মৃত্যু (গ) গুরুকে ভক্তি (ঘ) সহজাতি যার উ:ক

১১. 'বিদ্যার নিমিত্ত ভবন' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাসের– [B ১৭-১৮]
(ক) বহুপদী দ্বন্দ্ব (খ) প্রাদি সমাস
(গ) অলুক তৎপুরুষ (ঘ) চতুর্থী তৎপুরুষ উ:ঘ

১২. কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস? [১১-১২]
(ক) দম্পতি (খ) আমরা (গ) বাঘে-মহিষে (ঘ) গায়ে হলুদ উ:গ

১৩. 'প্রিয়ংবদা' শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়? [১১-১২]
(ক) প্রত্যয়ের সাহায্যে (খ) বিভক্তির সাহায্যে
(গ) বাক্য সংকোচনের মাধ্যমে (ঘ) সমাসের মাধ্যমে উ:ঘ

১৪. 'উদ্বাস্তু' কোন সমাসের উদাহরণ? [C সেট ১, ১২-১৩]
(ক) অলুক তৎপুরুষ (খ) বহুব্রীহি (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) প্রাদি উ:খ

১৫. নিচের কোনটি সমানাধিকরণ বহুব্রীহি? [B -১৩-১৪]
(ক) নীলকণ্ঠ (খ) পাতাছেঁড়া (গ) দ্বীপ (ঘ) দোতালা উ:ক

১৬. 'মুক্তিযুদ্ধ' কোন সমাস? [B ১৬-১৭]
(ক) সপ্তমী তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয়
(গ) তৃতীয়া তৎপুরুষ (ঘ) চতুর্থী তৎপুরুষ উ:ঘ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'প্রাণভয়' কোন প্রকার সমাস? [B ১৯-২০]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) রূপক কর্মধারয়
(গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (ঘ) উপমিত কর্মধারয় উ:গ

০২. 'মৎস্যগন্ধা' কোন সমাসের উদাহরণ? [B ১৯-২০; ঢাবি খ ১৭-১৮]
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:গ

০৩. কোনটি তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [B ১৯-২০]
(ক) বহুব্রীহি (খ) স্বভাবসিদ্ধ (গ) নবযৌবন (ঘ) অতিমাত্র উ:খ

০৪. 'জলে-স্থলে' কোন সমাস? [B ১৯-২০]
(ক) সমার্থক দ্বন্দ্ব (খ) বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব (গ) অলুক দ্বন্দ্ব (ঘ) একশেষ দ্বন্দ্ব উ:গ

০৫. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ? [B ১৮-১৯]
(ক) স্বয়ংসিদ্ধ (খ) অনামুখ (গ) বিমূশ্যকারী (ঘ) বজ্রনখ উ:গ

০৬. 'বাঁশেবাঁধা' কোন তৎপুরুষ? [B ১৮-১৯]
(ক) অলুক ষষ্ঠী (খ) অলুক পঞ্চমী (গ) অলুক চতুর্থী (ঘ) অলুক তৃতীয়া উ:ঘ

০৭. 'চিরসুখী' কোন সমাস? [C -১৩-১৪]
(ক) বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:গ

০৮. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [B-১৫-১৬]
(ক) চা-বিস্কুট (খ) মহাত্মা (গ) তেমাথা (ঘ) মনগড়া উ:খ

০৯. 'গজানন' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [B১৭-১৮]
(ক) গজ ও আনন (খ) গজের আনন (গ) গজ আনন যার (ঘ) যে গজ সে আনন উ:গ

১০. 'হাতেখড়ি' কোন সমাস? [B১৭-১৮]
(ক) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি (খ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি
(গ) অলুক বহুব্রীহি (ঘ) ব্যতিহার বহুব্রীহি উ:ক

১১. 'শশব্যস্ত' কোন সমাস? [B ১৭-১৮; বেরোবি B ১৬-১৭]
(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:ক

১২. 'এক দ্বারা ঊন' কোন সমাস? [B ১৭-১৮]
(ক) ৩য়া তৎপুরুষ (খ) ২য়া পুরুষ (গ) ৪র্থী তৎপুরুষ (ঘ) ৫মী তৎপুরুষ উ:ক

১৩. 'ফি বছর' কোন সমাসের উদাহরণ? [H১৭-১৮]
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) বহুব্রীহি উ:গ

১৪. 'চায়ের বাগান' কোন সমাস? [C১৭-১৮]
(ক) উপপদ তৎপুরুষ (খ) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ (গ) ৫মী তৎপুরুষ (ঘ) ৭মী তৎপুরুষ উ:খ

১৫. কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস? [গ ০৯-১০]
(ক) কাগজ-কলম (খ) রাজা-প্রজা (গ) তেলে-বেগুনে (ঘ) ছেলে-মেয়ে উ:গ

১৬. 'মৃগশিশু' কোন সমাস? [খ ০৯-১০]
(ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:খ

১৭. 'লম্বাটে' কোন সমাস? [গ ১০-১১]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) কর্মধারয় (গ) তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি উ:ঘ

১৮. 'মহারাজ' কোন সমাস? [খ ১০-১১]
(ক) দ্বন্দ্ব সমাস (খ) দ্বিগু সমাস (গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস উ:ঘ

১৯. 'সাহিত্যচর্চা' শব্দটির ব্যাসবাক্য– [B -১৩-১৪]
(ক) সাহিত্যকে নিয়ে চর্চা (খ) সাহিত্য কে সাথে নিয়ে চর্চা
(গ) সাহিত্যের চর্চা (ঘ) সাহিত্যের উপর চর্চা

২০. 'ন্যায়সঙ্গত' কোন সমাসের উদাহরণ? [B ১৩-১৪; ববি A ১২-১৩]
(ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয় (গ) দ্বিগু (ঘ) বহুব্রীহি উ:গ

২১. 'তুইফোঁড়' কোন সমাস? [C ১৩-১৪]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:গ

২২. কোনটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [C -১৩-১৪]
(ক) গণতন্ত্র (খ) মুক্তকচ্ছ (গ) গজানন (ঘ) অস্থির উ:গ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ঘোড়ার ডিম' কোন সমাস? [A ১৯-২০; বেরোবি খ ১২-১৩]
(ক) অলুক বহুব্রীহি (খ) অলুক তৎপুরুষ (গ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ (ঘ) অলুক দ্বন্দ্ব উ:গ

০২. প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ কোনটি? [B ১৯-২০; A ১৮-১৯]
(ক) কানে-খাটো (খ) নরপশু (গ) ঘরমুখো (ঘ) তেপায়া উ:গ

০৩. 'ঘিয়ে ভাজা' শব্দটি কোন সমাস? [C ১৯-২০]
(ক) অলুক দ্বন্দ্ব (খ) অলুক বহুব্রীহি (গ) অলুক তৎপুরুষ (ঘ) নিত্য সমাস উ:গ

০৪. 'আশীবিষ' কোন ধরনের সমাস? [C ১৮-১৯; চবি চ ঘ ০৫-০৬; রাবি ০৯-১০; ইবি ১১-১২]
(ক) অব্যয়ীভাব (খ) তৎপুরুষ (গ) বহুব্রীহি (ঘ) কর্মধারয় উ:গ

০৫. নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [B ১৮-১৯]
(ক) আমরা (খ) দা-কুমড়া (গ) হাতে-কলমে (ঘ) প্রতিকূল উ:গ

০৬. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [B ১৮-১৯]
(ক) চৌচালা (খ) চন্দ্রমুখ (গ) কায়মনোবাক্য (ঘ) রেলগাড়ি উ:গ

০৭. 'চৌকাঠ' কোন সমাস? [A ১৬-১৭]
(ক) দ্বিগু সমাস (খ) প্রাদি সমাস (গ) নঞ্ বহুব্রীহি (ঘ) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি
Note : চৌ (চার) কাঠের সমাহার = চৌকাঠ (দ্বিগু সমাস) এবং চৌ (চার) কাঠের সমাহার যাতে = চৌকাঠ (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস)

০৮. 'বাহুল্লতা' শব্দটির সমাস হলো- [C ১৬-১৭]
(ক) উপমান কর্মধারয় (খ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
(গ) উপমিত কর্মধারয় (ঘ) সাধারণ কর্মধারয় উ:গ

০৯. 'পাপমুক্ত' কোন সমাস? [D 12-13]
(ক) কর্মধারয় (খ) বহুব্রীহি (গ) তৎপুরুষ (ঘ) অব্যয়ীভাব উ:গ

১০. 'স্নাতকোত্তর' কোন সমাস? [C -১৩-১৪]
(ক) তৎপুরুষ সমাস (খ) দ্বন্দ্ব সমাস (গ) বহুব্রীহি সমাস (ঘ) কর্মধারয় সমাস উ:ক

১১. 'প্রবচন' শব্দটি কোন প্রকার সমাসের উদাহরণ? [C-১৫-১৬]
(ক) নিত্য সমাস (খ) প্রাদি সমাস
(গ) অব্যয়ীভাব সমাস (ঘ) উপপদ তৎপুরুষ সমাস উ:গ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ- [গ-১৫-১৬]
(ক) মাতামাতি (খ) ক্ষুরধার (গ) অনুর্বর (ঘ) অন্যমনা উ:ক

০২. কোনটি উপমান কর্মধারয়ের উদাহরণ? [গ-১৫-১৬]
(ক) কাজলকালো (খ) চাঁদমুখ (গ) পুরুষসিংহ (ঘ) আকাশবাণী উ:খ

০৩. নিচের কোনটি নিত্য সমাসের দৃষ্টান্ত? [গ ১১-১২]
(ক) হস্তান্তর (খ) বিশ্বামিত্র (গ) আলুনি (ঘ) অপয়া উ:ক

০৪. 'বুদ্ধিজীবী' কোন সমাস? [B 12-13]
(ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (খ) উপপদ তৎপুরুষ
(গ) সমানাধিকরণ বহুব্রীহি (ঘ) সমার্থক দ্বন্দ্ব উ:গ

০৫. 'মন্দভাগ্য' কোন সমাস? [D -১৩-১৪]
(ক) দ্বন্দ্ব (খ) দ্বিগু (গ) তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি উ:গ

০৬. 'ডাকমাস্তল' কোন সমাসের উদাহরণ? [ক ১৪-১৫]
(ক) কর্মধারয় (খ) চতুর্থী তৎপুরুষ (গ) পঞ্চমী তৎপুরুষ (ঘ) বহুব্রীহি উ:গ

০৭. কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) মহানবী (খ) মৃগনয়না (গ) তেমাথা (ঘ) মনগড়া উ:খ

০৮. 'নীলকর' কোন সমাসভুক্ত? [গ ১৪-১৫]
(ক) উপপদ তৎপুরুষ (খ) অলুক দ্বন্দ্ব
(গ) প্রত্যয়ান্ত বহুব্রীহি (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ:গ

CamScanner

০৯. 'মালগাড়ি' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [ঘ ১৪-১৫]
ⓚ মাল ও গাড়ি ⓚ মালের গাড়ি
ⓖ মাল বহনকারী গাড়ি ⓖ মাল বহন করে যে গাড়ি

Note: মাল বহনকারী গাড়ি = মালগাড়ি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস), মালের গাড়ি = মালগাড়ি (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস)।

১০. নিচের কোন শব্দ সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন নয়? [খ-১৫-১৬]
ⓚ আশীবিষ ⓚ হস্তী ⓖ বিপত্নীক ⓖ গ্রন্থাবলি উ: ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. '[illegible]' কোন সমাস? [১৯-২০; যবিপ্রবি D ১৭-১৮; রাবি ০৯-১০]
ক) বহুব্রীহি খ) তৎপুরুষ গ) দ্বিগু ঘ) নিত্য সমাস উ: ঘ

০২. কোনটি নিত্য সমাস? [D : ১৯-২০]
ক) গ্রামান্তর খ) জজসাহেব গ) মনমাঝি ঘ) জলে স্থলে উ: ক

০৩. '[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [F : ১৯-২০; চবি ঘ ০৬-০৭; চাবি গ ০৪-০৫]
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ: খ

০৪. 'কলকণ্ঠ' কোন সমাস? [F : ১৯-২০; চাবি খ ১৫-১৬]
ক) উপমান কর্মধারয় খ) উপমিত কর্মধারয় গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ উ: খ

০৫. 'অমিল' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [D ১৮-১৯]
ক) অ-মিল খ) ন-মিল গ) স-মিল ঘ) মিল নেই উ: ঘ

০৬. দ্বিগু সমাসে কোন পদের প্রাধান্য থাকে? [D ১৮-১৯; পাবিপ্রবি C ১৬-১৭]
ক) পূর্বপদ খ) উভয়পদ গ) পরপদ ঘ) অন্যপদ উ: গ

০৭. যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে কী বলে? [E ১৭-১৮]
ক) উপমান খ) উপমেয় গ) উপমিত ঘ) তুলনামূলক শব্দ উ: ক

০৮. দ্বিগু সমাসে নিষ্পন্ন শব্দটি কোন পদ হয়? [F ১৭-১৮]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) কৃদন্ত ঘ) সর্বনাম উ: ক

০৯. কোন সমাসে ব্যাসবাক্য হয় না? [F ১৭-১৮]
ক) প্রাদি সমাস খ) নিত্য সমাস গ) দ্বন্দ্ব সমাস ঘ) অলুক সমাস উ: খ

১০. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [G ১৭-১৮]
ক) তেমাথা খ) ছেলে মেয়ে গ) ঘরপিছু ঘ) দিনভর উ: খ

১১. 'সবর্ণ' কোন সমাস? [D ১৬-১৭]
ক) উপপদ তৎপুরুষ খ) তৎপুরুষ গ) বহুব্রীহি ঘ) কর্মধারয় উ: গ

১২. কোনটি রূপক কর্মধারয় সমাস? [F ১৬-১৭]
ক) ক্রোধানল খ) তুষারশুভ্র গ) অরুণরাঙা ঘ) সাহিত্যসভা উ: ক

১৩. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় এর দৃষ্টান্ত– [E -১৩-১৪]
ক) হাসি মাখা মুখ খ) ঘর থেকে ছাড়া
গ) অরুণের মতো রাঙা ঘ) ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী উ: ক

১৪. 'উদ্বেল' কোন সমাস? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) দ্বিগু সমাস খ) বহুব্রীহি সমাস গ) অব্যয়ীভাব সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস উ: গ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি তৎপুরুষ সমাস? [D -১৩-১৪]
ক) জনমানব খ) মহাকাব্য গ) শতাব্দী ঘ) মন্ত্রমুগ্ধ উ: ঘ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দিগ্দর্শন' শব্দটি কোন সমাস? [E -১৩-১৪]
ক) নিত্য সমাস খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ) উপমান কর্মধারয় ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: ঘ

০২. দ্বন্দ্ব সমাসের ঠিক বিপরীত সমাস কোনটি? [C-১৫-১৬; রাবি ০৪-০৫]
ক) অব্যয়ীভাব সমাস খ) কর্মধারয় সমাস গ) তৎপুরুষ সমাস ঘ) বহুব্রীহি সমাস উ: ঘ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'দেহপিঞ্জর' শব্দটি কোন সমাস দ্বারা গঠিত? [A ১৭-১৮]
ক) রূপক কর্মধারয় খ) উপমিত কর্মধারয়
গ) উপমান কর্মধারয় ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: ক

০২. 'নিয়ম-কানুন' কোন সমাস? [A ১৬-১৭]
ক) অলুক দ্বন্দ্ব খ) নঞ তৎপুরুষ গ) সমার্থক দ্বন্দ্ব ঘ) সহচর দ্বন্দ্ব উ: গ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ? [D, সেট I : ১৪-১৫]
ক) সবিনয় খ) ছ্যাকড়া গাড়ি গ) সুবর্ণকণ্ঠী ঘ) [illegible] উ: ঘ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অরুণরাঙা' কোন সমাসের উদাহরণ? [C ১৭-১৮]
ক) উপমান কর্মধারয় খ) উপমিত কর্মধারয়
গ) রূপক কর্মধারয় ঘ) উপপদ তৎপুরুষ উ: ক

০২. 'বাটাভরা' কোন সমাস– [C ১৩-১৪]
ক) দ্বন্দ্ব খ) দ্বিগু গ) বহুব্রীহি ঘ) তৎপুরুষ উ: ঘ

০৩. 'পঙ্কজ' কোন সমাসের উদাহরণ? [C -১৩-১৪]
ক) অলুক তৎপুরুষ খ) উপপদ তৎপুরুষ
গ) উপমান কর্মধারয় ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: খ

০৪. কোন শব্দটি উপপদ তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ? [C, সেট B : ১৪-১৫]
ক) জলদ খ) আশীবিষ গ) রাজপথ ঘ) পঙ্কজাক্ষী উ: ক

০৫. 'বীরসিংহ' এটি কোন সমাসের উদাহরণ? [C-১৫-১৬]
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ) উপমান কর্মধারয়
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ: গ

০৬. উপগ্রহ, উপনদী কোন অর্থে অব্যয়ীভাব? [C ১৬-১৭]
ক) সদৃশ অর্থে খ) ক্ষুদ্রার্থে গ) বৃহদার্থে ঘ) পশ্চাৎ অর্থে উ: খ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি তৎপুরুষ সমাস? [B ১৭-১৮]
ক) রাজপথ খ) মহারাজ গ) ত্রিপদী ঘ) আনত উ: ক

০২. 'রাঙামাটি' কোন সমাস? [A-১৫-১৬]
ক) বহুব্রীহি খ) নিত্য গ) কর্মধারয় ঘ) অব্যয়ীভাব উ: গ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'আসমুদ্রহিমাচল' কোন সমাসের উদাহরণ? [FSSS : ২৩-২৪]
ক) দ্বন্দ্ব খ) বহুব্রীহি গ) অব্যয়ীভাব
ঘ) নিত্য ঙ) প্রাদি উ: গ

০২. 'আম-কুড়ানো' কোন সমাস? [FASS : ২১-২২]
ক) ৪র্থী তৎপুরুষ খ) ২য়া তৎপুরুষ গ) ৭মী তৎপুরুষ ঘ) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ উ: খ

০৩. 'সংবাদপত্র' কোন ধরনের সমাস? [FASS : ২১-২২]
ক) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) অব্যয়ীভাব সমাস ঘ) বহুব্রীহি সমাস উ: ক

০৪. উভয় পদের প্রাধান্য পায় কোন সমাসে? [FSSS : ২১-২২]
ক) দ্বিগু খ) দ্বন্দ্ব গ) তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয় উ: খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. নিত্য সমাসের উদাহরণ– [FMGP : ২১-২২]
ক) অপব্যয় খ) বাগদত্তা গ) দেশান্তর ঘ) বনজ উ: গ

০২. 'কাঁচামিঠা' কোন সমাস? [FMGP : ২১-২২]
ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) বহুব্রীহি সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস উ: গ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'কাজলের মতো কালো' = কাজলকালো, কোন সমাস? [মেরিন : ২৩-২৪; চবি ঘ ১২-১৩, F ১৬-১৭]
ক) উপমান কর্মধারয় খ) উপমান বহুব্রীহি
গ) উপমিত কর্মধারয় ঘ) রূপক কর্মধারয় উ: ক

০২. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ? [A : ২১-২২]
ক) তেমাথা খ) মনগড়া গ) চা-বিস্কুট ঘ) হাতাহাতি উ: ঘ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কোন দ্বন্দ্ব সমাসটি দুটো ক্রিয়া-বিশেষণযোগে গঠিত হয়েছে? [Humanities : ২১-২২]
ক) বই-পড়া খ) ভালো-মন্দ গ) ধীরে-সুস্থে ঘ) দয়া-মায়া উ: গ

CamScanner

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. কোনটি বহুব্রীহি সমাসের দৃষ্টান্ত? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
ক অকাল খ চলমান গ সুশীল ঘ অর্ধপথ উ: গ

০২. 'যথাসাধ্য' সমস্তপদটি কোন সমাসের? [কলা ও সামাজিক : ২৩-২৪; বঙ্গবন্ধুবিপ্রবি D -১৩-১৪]
ক তৎপুরুষ খ বহুব্রীহি
গ কর্মধারয় ঘ অব্যয়ীভাব উ: ঘ

০৩. 'অন্তরীণ' শব্দটি কোন সমাসের উদাহরণ? [মানবিক ২২-২৩]
ক অব্যয়ীভাব খ কর্মধারয়
গ তৎপুরুষ ঘ বহুব্রীহি উ: ঘ

০৪. 'কুসুমের ন্যায় কোমল' ব্যাসবাক্যটি কোন সমাস? [মানবিক ২২-২৩]
ক উপমিত কর্মধারয় খ উপমান কর্মধারয়
গ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ঘ তৎপুরুষ কর্মধারয় উ: খ

০৫. কোনটি কর্মধারয় সমাস? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ক হাতেহাতে খ মাতৃসেবা গ নীলাকাশ ঘ মনগড়া উ: গ

০৬. 'রক্তকমল' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [Business : ২১-২২]
ক কর্মধারয় খ দ্বিগু গ তৎপুরুষ ঘ অব্যয়ীভাব উ: ক

০৭. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [Science : ২১-২২]
ক সমাপ্ত খ দম্পতি গ অভাব ঘ সিংহাসন উ: খ

০৮. '[illegible]' যে সমাসের উদাহরণ– [১৭-১৮]
ক উপমান কর্মধারয় খ উপমিত কর্মধারয়
গ রূপক কর্মধারয় ঘ মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উ: ক

০৯. 'মানবশিশু' সমস্তপদটির ব্যাসবাক্য কোনটি? [১৭-১৮]
ক মানবের শিশু খ মানবীর শিশু
গ মানুষের শিশু ঘ মনুর শিশু উ: ক

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক কূলের সমীপে = উপকূল খ বই, খাতা ও কলম = বই-খাতা-কলম
গ চৌ রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা ঘ চিরকাল ব্যাপী কুমার = চিরকুমার উ: গ

০২. 'নদী মাতা যার = নদীমাতৃক' এটি কোন সমাস? [বিএসসি : ২৩-২৪; জাককানইবি D -১৩-১৪]
ক বহুব্রীহি সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস
গ নিত্য সমাস ঘ দ্বন্দ্ব সমাস উ: ক

০৩. 'কাজলকালো' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক কাজলের ন্যায় কালো খ কালো যে কাজল
গ কাজল রূপ কালো ঘ কাজল ও কালো উ: ক

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. 'দম্পতি' (জয়া ও পতি) এটি কোন সমাসের উদাহরণ? [২২-২৩]
ক বহুব্রীহি সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস গ নিত্য সমাস ঘ দ্বন্দ্ব সমাস উ: ঘ

০২. 'মনমাঝি' এর ব্যাসবাক্য কোনটি? [২২-২৩]
ক মন ও মাঝি খ মন রূপ মাঝি গ মন যে মাঝি ঘ মন মাঝির ন্যায় উ: খ

০৩. "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" এখানে 'জয়ধ্বনি' কোন সমাসের উদাহরণ? [২২-২৩]
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয় গ দ্বন্দ্ব ঘ অব্যয়ীভাব উ: ক

০৪. সমাস শব্দের অর্থ কোনটি? [২২-২৩]
ক বিভাজন খ সংক্ষেপ গ বিস্তার ঘ বিশ্বাস উ: খ

০৫. 'রাজপথ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি? [২২-২৩]
ক রাজ যে পথ খ রাজ রূপ পথ
গ পথের রাজা ঘ রাজার পথ উ: ঘ

HSC পরীক্ষার বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নোত্তর

❑ যে কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর : [চ.বো.২৩] ৫
নরাধম, দুধে-ভাতে, গজানন, তপোবন, চৌরাস্তা, উদ্বেল, লোকান্তর, কালঘুম।

ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয়	
অধম যে নর = নরাধম	সাধারণ কর্মধারয় সমাস
দুধে ও ভাতে = দুধে-ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব সমাস
গজের মতো আনন যার = গজানন	বহুব্রীহি সমাস
তপের নিমিত্তে বন = তপোবন	চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস
চৌ (চার) রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা	দ্বিগু সমাস
বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল	অব্যয়ীভাব সমাস
অন্য লোক = লোকান্তর	নিত্য সমাস
কাল রূপ ঘুম = কালঘুম	রূপক কর্মধারয় সমাস

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. 'পকেটমার' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [[illegible] বিসিএস]
ক দ্বন্দ্ব খ বহুব্রীহি গ নিত্য ঘ উপপদ তৎপুরুষ উ: ঘ

০২. 'বহুব্রীহি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [[illegible] বিসিএস]
ক অব্যয়ীভাব খ দ্বিগু গ বহুব্রীহি ঘ দ্বন্দ্ব উ: গ

০৩. '[illegible]' কোন সমাস? [[illegible] বিসিএস]
ক কর্মধারয় খ বহুব্রীহি গ অব্যয়ীভাব ঘ তৎপুরুষ উ: ক

০৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? [[illegible] বিসিএস]
ক সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন খ মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
গ কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল ঘ জায়া ও পতি = দম্পতি উ: ক

০৫. উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? [[illegible] বিসিএস]
ক শশব্যস্ত খ [illegible] গ [illegible] ঘ বহুব্রীহি উ: ক

০৬. কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ? [[illegible] বিসিএস]
ক অজানা খ দোটানা গ আশীর্বিষ ঘ কানাকানি উ: ঘ

০৭. '[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [[illegible] বিসিএস]
ক তৎপুরুষ খ কর্মধারয় গ অব্যয়ীভাব ঘ বহুব্রীহি উ: ক

০৮. বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি? [[illegible] বিসিএস]
ক দম্পতি খ [illegible] গ [illegible] ঘ তপোবন উ: ক

০৯. '[illegible]' কোন সমাসের উদাহরণ? [[illegible] বিসিএস]
ক দ্বিগু খ কর্মধারয় গ দ্বন্দ্ব ঘ বহুব্রীহি উ: ক

১০. 'আলো-আঁধার' শব্দটি কোন সমাসের অন্তর্গত? [[illegible] বিসিএস]
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস গ তৎপুরুষ সমাস ঘ কর্মধারয় সমাস উ: ক

১১. সমাসবদ্ধ শব্দ 'আনত' কোন সমাসের উদাহরণ? [৩১তম বিসিএস]
ক বহুব্রীহি খ কর্মধারয় গ সুপসুপা ঘ অব্যয়ীভাব উ: ঘ

১২. 'জ্যোৎস্নারাত' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? [৩০তম বিসিএস]
ক মধ্যপদলোপী কর্মধারয় খ ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গ পঞ্চমী তৎপুরুষ ঘ উপমান কর্মধারয় উ: ক

১৩. সমাস ভাষাকে– [২৯তম, ১১তম বিসিএস]
ক সংকোচন করে খ সংক্ষেপ করে গ অর্থবোধক করে ঘ বিস্তৃত করে উ: খ

১৪. প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয়– [২৭তম বিসিএস]
ক উপমিত খ উপমান গ উপমেয় ঘ রূপক উ: গ

১৫. 'লাঠালাঠি' কোন সমাস? [২৬তম, ১৭তম বিসিএস]
ক প্রাদি সমাস খ ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস
গ তৎপুরুষ সমাস ঘ কর্মধারয় সমাস উ: খ

১৬. যে সমাসের ব্যাসবাক্য হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে বলা হয়– [২৩তম বিসিএস (মুক্তিযোদ্ধা সন্তান)]
ক দ্বন্দ্ব সমাস খ অব্যয়ীভাব সমাস গ কর্মধারয় সমাস ঘ নিত্য সমাস উ: ঘ

১৭. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ? [২০তম বিসিএস]
ক সিংহাসন খ ভাই-বোন গ কানাকানি ঘ গাছপাকা উ: খ

১৮. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের দৃষ্টান্ত [১৩তম বিসিএস]
ক ঘর থেকে ছাড়া - ঘরছাড়া খ অরুণের মতো রাঙা - অরুণরাঙা
গ হাসি মাখা মুখ - হাসিমুখ ঘ ক্ষণব্যাপী স্থায়ী - ক্ষণস্থায়ী উ: গ

CamScanner

SELF TEST MCQ

০১. অর্থসঙ্গতি বিশিষ্ট একাধিক পদের একপদে পরিণত হওয়ার নাম কী?
ক) সমাস খ) কারক গ) বচন ঘ) বাচ্য

০২. সমাসবদ্ধ পদটির নাম কী?
ক) ব্যাসবাক্য খ) বিগ্রহ বাক্য গ) সমস্যমান পদ ঘ) সমস্তপদ

০৩. 'খড়মপা' কোন সমাস?
ক) রূপক কর্মধারয় সমাস খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) নিত্য সমাস ঘ) তৎপুরুষ সমাস

০৪. সপ্তমী তৎপুরুষের উদাহরণ কোনটি?
ক) মাতৃসেবা খ) তালকানা গ) মনগড়া ঘ) শাপমুক্ত

০৫. 'হাঁসপাখি' কোন সমাস?
ক) দ্বন্দ্ব সমাস খ) কর্মধারয় সমাস
গ) তৎপুরুষ সমাস ঘ) বহুব্রীহি সমাস

০৬. কোনটি বিরোধার্থক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক) দা-কুমড়া খ) আয়-ব্যয় গ) জমা-খরচ ঘ) মাসি-পিসি

০৭. কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে কোন সমাস বলে?
ক) উপমান তৎপুরুষ খ) উপপদ তৎপুরুষ
গ) ৪র্থী তৎপুরুষ ঘ) নঞ তৎপুরুষ

০৮. 'বহুব্রীহি' শব্দের অর্থ কী?
ক) বহু গম খ) বহু ধান গ) বহু চাল ঘ) বহু পাট

০৯. কোনটি নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ?
ক) নরাধম খ) দ্বীপ গ) বর্ণচোরা ঘ) দোলন

১০. 'স্কুলপালানো' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ
গ) চতুর্থী তৎপুরুষ ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ

১১. 'অনুতাপ' কোন ধরনের সমাসের উদাহরণ?
ক) নিত্য সমাস খ) প্রাদি সমাস
গ) উপপদ সমাস ঘ) অলুক তৎপুরুষ সমাস

১২. নিচের কোনটি উপপদ তৎপুরুষ সমাস?
ক) তেমাথা খ) প্রতিকূল গ) নির্জল ঘ) পকেটমার

১৩. 'প্রতিবাদ' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) প্রতির বাদ খ) প্রতির নিমিত্তে বাদ
গ) বিরুদ্ধ বাদ ঘ) প্রতিকে বাদ

১৪. 'পলান্ন' এর ব্যাসবাক্য কোনটি?
ক) পল মিশ্রিত অন্ন খ) পল অন্ন গ) পলের অন্ন ঘ) পলের সহিত অন্ন

১৫. 'ঘরজামাই' কোন সমাস?
ক) তৎপুরুষ খ) উপমিত কর্মধারয়
গ) রূপক কর্মধারয় ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

১৬. 'হরবেলা' কোন সমাস?
ক) দ্বিগু খ) বহুব্রীহি গ) উপপদ তৎপুরুষ ঘ) কর্মধারয়

১৭. সমাসের মাধ্যমে গঠিত হয়–
ক) নতুন শব্দ খ) নতুন বাক্য গ) নতুন বর্ণ ঘ) নতুন ধ্বনি

১৮. ব্যাসবাক্য কাকে ব্যাখ্যা করে?
ক) পূর্বপদ খ) পরপদ গ) সমস্তপদ ঘ) সমস্যমান পদ

১৯. 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষার সময়সূচি স্কুল-কলেজে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন' এ বাক্যে সময়সূচি কোন পদ?
ক) সমস্তপদ খ) সমস্যমান পদ গ) পূর্বপদ ঘ) পরপদ

২০. অর্থের প্রাধান্যের ভিত্তিতে বাংলা সমাস কত প্রকার?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২১. নিচের কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?
ক) নয়-ছয় খ) খাসজমি
গ) কনকচাঁপা ঘ) ত্রিফলা

২২. নিচের কোনটি কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ?
ক) হাতঘড়ি খ) চোখে-মুখে গ) সেতার ঘ) তেলেভাজা

২৩. নিচের কোনটির ব্যাসবাক্যে 'যে' যোজক রয়েছে?
ক) বেগুনভাজা খ) ত্রিফলা গ) ঘরজামাই ঘ) হাতঘড়ি

২৪. মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক) চৌরাস্তা খ) ঘিভাত গ) চালাকচতুর ঘ) টাকমাথা

২৫. উপমিত কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক) চাঁদমুখ খ) শশব্যস্ত
গ) হাতঘড়ি ঘ) বিষাদসিন্ধু

২৬. নিচের কোনটিতে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে?
ক) কাজলকালো খ) মনমাঝি গ) তুষারশুভ্র ঘ) চৌরাস্তা

২৭. বিভক্তি লোপ পাওয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ কোনটি?
ক) ছেলে-ভুলানো খ) তেলেভাজা
গ) গরুরগাড়ি ঘ) হাতে কাটা

২৮. নিচের কোনটি অলুক তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ?
ক) গ্রামছাড়া খ) গাছপাকা
গ) ধানক্ষেত ঘ) গরুরগাড়ি

২৯. কোন সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কিছু বোঝায়?
ক) দ্বিগু সমাস খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) বহুব্রীহি সমাস ঘ) কর্মধারয় সমাস

৩০. যে বহুব্রীহি সমাসে সমস্তপদে পূর্বপদের বিভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তাকে কী বলে?
ক) সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি খ) ব্যতিহার বহুব্রীহি
গ) পদলোপী বহুব্রীহি ঘ) অলুক বহুব্রীহি

OMR

০১.ক খ গ ঘ	০২.ক খ গ ঘ	০৩.ক খ গ ঘ	০৪.ক খ গ ঘ	০৫.ক খ গ ঘ
০৬.ক খ গ ঘ	০৭.ক খ গ ঘ	০৮.ক খ গ ঘ	০৯.ক খ গ ঘ	১০.ক খ গ ঘ
১১.ক খ গ ঘ	১২.ক খ গ ঘ	১৩.ক খ গ ঘ	১৪.ক খ গ ঘ	১৫.ক খ গ ঘ
১৬.ক খ গ ঘ	১৭.ক খ গ ঘ	১৮.ক খ গ ঘ	১৯.ক খ গ ঘ	২০.ক খ গ ঘ
২১.ক খ গ ঘ	২২.ক খ গ ঘ	২৩.ক খ গ ঘ	২৪.ক খ গ ঘ	২৫.ক খ গ ঘ
২৬.ক খ গ ঘ	২৭.ক খ গ ঘ	২৮.ক খ গ ঘ	২৯.ক খ গ ঘ	৩০.ক খ গ ঘ

Answer

৩০.ঘ	২৯.গ	২৮.ঘ	২৭.ক	২৬.খ	২৫.ক	২৪.খ	২৩.ক	২২.ক	২১.ক
২০.গ	১৯.ক	১৮.গ	১৭.ক	১৬.খ	১৫.ঘ	১৪.ক	১৩.গ	১২.ঘ	১১.খ
১০.ঘ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.খ	০৪.খ	০৩.ক	০২.ঘ	০১.ক

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. দ্বন্দ্ব সমাস কাকে বলে?
০২. 'বাংলা ভাষার প্রায় সমাসেরই নাম এদের নিজ বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক' ব্যাখ্যা কর।
০৩. উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
০৪. বিগ্রহ বাক্য কাকে বলে?
০৫. সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাসের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কী? লেখ।
০৬. উপমান ও রূপক কর্মধারয় সমাসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
০৭. টীকা লিখন : একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস ও বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস।
০৮. কর্মধারয় সমাসের শ্রেণিবিভাগগুলো লেখ।

উত্তর :

০১. যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের সমান প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে।
০২. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৩. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৪. সমস্ত পদকে ভেঙ্গে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে বিগ্রহ বাক্য বলে।
০৫. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৭. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৮. আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১৬
নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ
Masculine & feminine words

নরবাচক ও নারীবাচক শব্দ

➤ **নর ও নারীবাচক শব্দ** : সব ভাষায় লিঙ্গভেদে শব্দভেদ আছে, বাংলা ভাষায়ও আছে। বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য শব্দ ও কিছু বিশেষণ শব্দ রয়েছে যাদের কোনোটিতে নরবাচক ও কোনোটিতে নারীবাচক বোঝায়। বিশেষ্য ও বিশেষণের এই নর-নারীভেদের নাম লিঙ্গ। যে শব্দে পুরুষ বোঝায় তাকে নরবাচক শব্দ আর যে শব্দে স্ত্রী বোঝায় তাকে নারীবাচক শব্দ বলে। ব্যাকরণে শব্দের নর ও নারীবাচকতাকে সংক্ষেপে 'পুং' ও 'স্ত্রী' দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন : বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে কেউই মৃত্যুর সময় তার কাছে ছিল না। এ বাক্যে বাপ, ভাই ও ছেলে নরবাচক (পুংলিঙ্গ) শব্দ; আর মা, বোন ও মেয়ে নারীবাচক (স্ত্রীলিঙ্গ) শব্দ। নরবাচক ও নারীবাচক উভয়কে বোঝায় এমন সজীব বিশেষ্য শব্দকে উভয়লিঙ্গ বলে। যেমন : সন্তান, মন্ত্রী। আবার নরবাচক বা নারীবাচক কোনোটাকেই বোঝায় না এমন অজীব বিশেষ্য শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন : ঘর, গাড়ি, টেবিল। নরবাচক ও নারীবাচক শব্দকে 'লৈঙ্গিক শব্দ'ও বলা হয়। **ব্যাকরণে 'লিঙ্গ' একটি পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ : চিহ্ন।**

বাংলায় নর ও নারীবাচক শব্দ

➤ সাধারণ নারীবাচক শব্দ দুই ধরনের। যথা : পত্নীবাচক এবং অপত্নীবাচক।

ক. **স্বামী ও পত্নীবাচক অর্থে** : পিতা-মাতা, জেলে-জেলেনি, গুরু-গুরুপত্নী, আব্বা-আম্মা, চাচা-চাচি, কাকা-কাকি, জেঠা-জেঠি, দাদা-দাদি, নানা-নানি, নন্দাই-ননদ, দেওর-জা, ভাই-ভাবি/বৌদি, বাবা-মা, মামা-মামি ইত্যাদি।

খ. **স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না বোঝালে (সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে) অপত্নীবাচক হয়।** যেমন : খোকা-খুকি, পাগল-পাগলি, ঋষি-ঋষিকা, বামন-বামনী, বিধাতা-বিধাত্রী, ভেড়া-ভেড়ি, মোরগ-মুরগি, বালক-বালিকা, ব্রহ্মা-ব্রহ্মাণী, দেওর-ননদ, ভব-ভবানী, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কৃষান-কৃষানি, এঁড়ে-বকনা, নাতি-নাতনি, পুত্র-কন্যা, যুবক-যুবতি, শ্যালক-শ্যালিকা।

নরবাচক শব্দকে নারীবাচক শব্দে রূপান্তরের নিয়ম

➤ বাংলায় পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত করার কয়েকটি নিয়ম আছে। যেমন :

ক. **স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে** : আ, ই, ঈ, আনি, (আনী), ইনি, ঈনী, নি, অতী, বতী, মতী প্রভৃতি স্ত্রী-প্রত্যয়যোগে নরবাচক শব্দকে নারীবাচক শব্দে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন : বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মামা-মামি, কিশোর-কিশোরী, চাকর-চাকরানি, ভিখারি-ভিখারিনি, যোগী-যোগিনী, জেলে-জেলেনি, সৎ-সতী, গুণবান-গুণবতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী।

খ. **ভিন্ন শব্দ দ্বারা** : সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে নরবাচক শব্দকে নারীবাচক শব্দে রূপান্তরিত করা যায়। এসব নারীবাচক শব্দের সঙ্গে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল থাকে না। যেমন : কর্তা-গিন্নি, চাকর-ঝি, হুলা/হুলো-মেনি, ভাই-বোন, জনক-জননী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, বর-বধূ, বর-কনে, বাদশা-বেগম ইত্যাদি।

গ. **শব্দের পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যুক্ত করে** : নারী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝায় এমন শব্দকে স্ত্রীবাচক করার সময় শব্দটির পূর্বে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়। যেমন : কবি-মহিলা কবি, লোক-স্ত্রীলোক, শ্রমিক-নারী শ্রমিক, শিল্পী-মহিলা বা নারী শিল্পী, ডাক্তার-মহিলা ডাক্তার, সভ্য-মহিলা সভ্য, কর্মী-মহিলা কর্মী, চিকিৎসক-মহিলা চিকিৎসক, সৈন্য-নারীসৈন্য, পুলিশ-মহিলা পুলিশ ইত্যাদি।

ঘ. **শব্দের পুরুষবাচক অংশটিকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিবর্তিত করে** : এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে নারীবাচক শব্দে রূপান্তর করার জন্য শব্দের পুরুষবাচক অংশটির পরিবর্তে স্ত্রীবাচক শব্দ যুক্ত করতে হয়। যেমন : বেটাছেলে – মেয়েছেলে, পুরুষ মানুষ – মহিলা মানুষ, পুরুষ যাত্রী – মহিলা যাত্রী, হুলো বিড়াল – মেনি বিড়াল ইত্যাদি।

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ

➤ পুরুষবাচক শব্দের সাথে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়, সেই বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে স্ত্রী-প্রত্যয় বলা হয়।

বাংলা স্ত্রী প্রত্যয় : পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে কতকগুলো প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। এগুলো হলো : ই, ইনি, আনি, নি।

ক. **ই-প্রত্যয়** :

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
জেঠা	জেঠি	অভাগা	অভাগি
ভেড়া	ভেড়ি	বোষ্টম	বোষ্টমি
পাগলা	পাগলি	দাদা	দাদি
শাহজাদা	শাহজাদি	সখা	সখি

খ. **ইনি-প্রত্যয়** :

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
কাঙাল	কাঙালিনি	গোয়াল	গোয়ালিনি
পাগল	পাগলিনি	বাঘ	বাঘিনি

গ. **আনি-প্রত্যয়** :

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
চাকর	চাকরানি	নাপিত	নাপিতানি
ঠাকুর	ঠাকুরানি	মেথর	মেথরানি

ঘ. **নি-প্রত্যয়** :

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
বেদে	বেদেনি	কুমার	কুমারনি
ধোপা	ধোপানি	মজুর	মজুরানি/মজুরনি
জেলে	জেলেনি	জমাদার	জমাদারনি

ঙ. **আলাদা শব্দের সাহায্যে** :

অনেক ক্ষেত্রে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ বোঝাতে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন :

পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ	স্ত্রীবাচক শব্দ
গোলাম	বাঁদি	চাকর	ঝি
কর্তা	গিন্নি	খানসামা	আয়া
নবাব/বাদশা	বেগম	সাহেব	বিবি/মেম
ভূত	পেত্নি	বলদ	গাই
বেয়াই	বেয়াইন	বর	কনে
বাবা	মা	শুক	সারী (শারি)/শুকী
নানা	নানি	দাদা	দাদি/দিদি

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ

৬. **সংস্কৃত স্ত্রী প্রত্যয় :** তৎসম পুরুষবাচক শব্দের পরে আ, ঈ, আনী, ঈ, ইকা প্রভৃতি প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন :

আ- প্রত্যয় যোগে

০১. ক. **সাধারণ অর্থে :** অনাথ-অনাথা, কল্যাণীয়-কল্যাণীয়া, বিবাহিত-বিবাহিতা, মৃত-মৃতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রিয়-প্রিয়া, প্রথম-প্রথমা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা, বয়স্ক-বয়স্কা, পূজনীয়-পূজনীয়া, মহাশয়-মহাশয়া ইত্যাদি।

খ. **জাতি বা শ্রেণিবাচক :** অজ-অজা, কোকিল-কোকিলা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া, শূদ্র-শূদ্রা ইত্যাদি।

ঈ-প্রত্যয়যোগে

০২. ক. **সাধারণ অর্থে :** নর-নারী, নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, কিশোর- কিশোরী, রজক-রজকী, সুন্দর-সুন্দরী, চতুর্দশ-চতুর্দশী, ষোড়শ-ষোড়শী ইত্যাদি।

খ. **জাতি বা শ্রেণিবাচক :** সিংহ-সিংহী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, মানব-মানবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কুমার-কুমারী, ময়ূর-ময়ূরী, দেব-দেবী, কপোত-কপোতী ইত্যাদি।

০৩. **ইনী, নী প্রত্যয়যোগে :** বিজয়ী-বিজয়িনী, তেজস্বী-তেজস্বিনী, যোগী-যোগিনী, মায়াবী-মায়াবিনী, কুহক-কুহকিনী, মেধাবী-মেধাবিনী, দুঃখী-দুঃখিনী, মানী-মানিনী, যামী-যামিনী, তপস্বী-তপস্বিনী, ধনী-ধনিনী, গুণী-গুণিনী ইত্যাদি।

০৪. **অক থেকে ইকা-প্রত্যয়যোগে :**

ক. যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'অক' রয়েছে সেসব শব্দে 'অক' স্থলে 'ইকা' হয়। যেমন : অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা, পাচক-পাচিকা, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ইত্যাদি। কিন্তু গণক-গণকী, নর্তক-নর্তকী, চাতক-চাতকী, রজক-রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

খ. **ক্ষুদ্রার্থে ইকা যোগ হয়।** যেমন : নাটক-নাটিকা, একাঙ্ক-একাঙ্কিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, ঘট-ঘটি(ঘটিকা) ইত্যাদি। (এগুলো স্ত্রী প্রত্যয় নয়, ক্ষুদ্রার্থক প্রত্যয়)।

০৫. **আনী প্রত্যয় যোগ করে :**

ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, মাতুল-মাতুলানী, আচার্য-আচার্যানী (কিন্তু আচার্যের কর্মে নিয়োজিত অর্থে আচার্য)। এরূপ : শূদ্র-শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক)/শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী), ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ানী ইত্যাদি।

➢ **আনী প্রত্যয়যোগে কোনো কোনো সময় অর্থের পার্থক্য ঘটে।** যেমন : অরণ্য -অরণ্যানী (বৃহৎ অরণ্য), হিম-হিমানী (তুষারপুঞ্জ)।

নিত্য পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ

৬. **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ :** ঢাকি, দলপতি, কাপুরুষ, কবিরাজ, কৃতদার, অকৃতদার, মৃতদার, রাষ্ট্রপতি, যোদ্ধা, বিচারপতি, সেনাপতি, ত্রৈণ, পুরোহিত, বিপত্নীক, ঘরজামাই, জামাতা, লম্পট, জল্লাদ ইত্যাদি।

৬. **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ :** কতকগুলো শব্দ নিত্য স্ত্রীবাচক। এগুলোর পুরুষবাচক শব্দ নেই। যেমন : সতিন, ললনা, লক্ষ্মী, অর্ধাঙ্গী, ডাইনি, বাইজি, শাঁকচুন্নি, অনূঢ়া, বিমাতা, অঙ্গনা, কলঙ্কিনী, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা, বিধবা, গর্ভবতী, বারবনিতা, রজঃস্বলা, পুরন্ধ্রী, ধাত্রী, প্রতিমা, অন্তঃসত্ত্বা, সজনী, ধনি, অসূর্যম্পশ্যা, রূপসি, শাঁখিনী।

৬. **নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ :** সতিন, অর্ধাঙ্গিনী (অর্ধাঙ্গী), কুলটা, বিধবা, সপত্নী, অসূর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া ইত্যাদি।

৬. **নিত্য পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ মনে রাখার কৌশল :**

➢ **নিত্য পুরুষবাচক শব্দ :** রাষ্ট্রপতির ঘোষণার পর যোদ্ধা ঢাকি ঢাক পিটিয়ে কাপুরুষ অকৃতদার কবিরাজদের কৃতদার হতে বলল।

➢ **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ :** সধবা হোক আর বিধবা হোক সপত্নী হওয়া সত্ত্বেও সতিনেরা একে অন্যকে শাঁকচুন্নি, ডাইনি, বাইজি, কলঙ্কিনী ও কুলটা বলে গালি দেয়। ওদিকে অসূর্যম্পশ্যা শাখিনী অন্তঃস্বত্ত্বা, তাই সৎমা এয়ো দাই খুঁজতে গেল। শাখিনীর মা বলল, 'সুজলা, সুফলা রূপসি অরক্ষণীয়া' খাঁটি অর্ধাঙ্গী পেতে ললনাদের সুরক্ষা করা উচিত।

বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ

➢ যেসব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচক বোঝাতে সেসব শব্দে 'ত্রী' হয়। যেমন : নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী, ধাতা-ধাত্রী, দাতা-দাত্রী, প্রণেতা-প্রণেত্রী, রচয়িতা-রচয়িত্রী ইত্যাদি।

➢ কোনো কোনো পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন : সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, রাজা-রানি, যুবক-যুবতি, শ্বশুর-শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী ইত্যাদি।

➢ পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত্, বান্, মান্, ঈয়ান থাকলে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন : সৎ-সতী, গুণবান-গুণবতী, ধনবান-ধনবতী, পুণ্যবান-পুণ্যবতী, আয়ুষ্মান-আয়ুষ্মতী, রূপবান-রূপবতী, শ্রীমান-শ্রীমতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরীয়সী, মহৎ-মহতী, বর্ষীয়ান-বর্ষীয়সী, মহীয়ান-মহীয়সী ইত্যাদি।

৬. **বিশেষ অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ মনে রাখার কৌশল :**

রানি সম্রাজ্ঞী নারী হলেও শিক্ষয়িত্রী, সভানেত্রী এবং যুবতি শ্বশ্রূ, জা এবং প্রজার স্ত্রী, পত্নীরা তাকে সম্মান করেন। নেত্রী তার কর্ত্রী, ধাত্রী ও শ্রোত্রী নিয়ে রাজ্য ঘুরতে গেল।

উভয়লিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ

৬. **উভয়লিঙ্গবাচক শব্দ**

➢ নরবাচক ও নারীবাচক উভয়কে বোঝায় এমন সজীব (প্রাণিবাচক) শব্দকে উভলিঙ্গ (উভয়লিঙ্গ) বলে। যেমন : সন্তান, মন্ত্রী, জন, পাখি, শিশু, শিক্ষিত, অন্ধ, জনতা, মানুষ, অভিভাবক, সাথি, শিক্ষার্থী, পরীক্ষার্থী, শিল্পী, শত্রু, কেরানি, অপত্য, পূর্বপুরুষ, ঔপন্যাসিক, বাস্তুহারা, মালিক, রাঁধুনি, রাগী, চালাক, কীর্তনীয়া, রাজ্যপাল, সচ্চা, গোয়েন্দা, পুলিশ ইত্যাদি। যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।

➢ সকল সর্বনাম উভলিঙ্গবাচক হয়ে থাকে। যেমন : আমি, তুমি, আপনি, সে, তিনি, উনি, তারা, আমরা ইত্যাদি। লিঙ্গভেদে সর্বনামের রূপভেদ হয় না।

➢ কতকগুলো শব্দকে উভয়লিঙ্গ হিসেবে ধরা হয়। যেমন : কবি, সম্পাদক।

৬. **ক্লীবলিঙ্গবাচক শব্দ**

➢ নরবাচক বা নারীবাচক কোনোটাকেই বোঝায় না এমন অজীব (অপ্রাণিবাচক) বিশেষ্য শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন : ঘর, বাড়ি, গাড়ি, টেবিল, চেয়ার, গাছ, ফুল, ফল, দোয়াত, কলম, বই, জামা, জুতা ইত্যাদি।

➢ অপ্রাণিবাচক বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত সকল সর্বনাম ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন : এটা, ওটা, এগুলো, সেগুলো, ইহা, উহা, যাহা, তাহা, যা, তা ইত্যাদি।

➢ তবে এ, এটা, এটি, ও, ওটা কখনো কখনো পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গও হয়। যেমন :
– এটি আমাদের করিমের মেয়ে **রিমি** (স্ত্রীলিঙ্গ)।
– **ওকে** আপনি-আপনি বলছেন কেন, বাবা? ও তো আপনারই ছাত্র **অভিজিৎ** (পুংলিঙ্গ)।

কতকগুলো বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রী ও পুরুষবাচক শব্দ

ক. কিছু পুরুষবাচক শব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে। যেমন : দেবর-ননদ (দেবরের বোন)/জা (দেবরের স্ত্রী), ভাই-বোন এবং ভাবি (ভাইয়ের স্ত্রী), শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী (পেশা অর্থে) এবং শিক্ষকপত্নী (শিক্ষকের স্ত্রী), বন্ধু-বান্ধবী (মেয়ে বন্ধু) এবং বন্ধুপত্নী (বন্ধুর স্ত্রী), দাদা-দিদি (বড় বোন) এবং বৌদি (দাদার স্ত্রী), পুত্র – কন্যা, পুত্রবধূ (পত্নী অর্থে)।

খ. বাংলা ভাষায় বিধেয় বিশেষণ অর্থাৎ বিশেষ্যের পরবর্তী বিশেষণও স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে ('পাগলি' হবে না)। আসমা ভয়ে অস্থির ('অস্থিরা' হবে না)।

গ. কুল-উপাধিরও স্ত্রীবাচকতা রয়েছে। যেমন : ঘোষ (পুরুষ)–ঘোষজা (কন্যা অর্থে), ঘোষজায়া (পত্নী অর্থে)।

ঘ. পুরুষকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, মান্যবরেষু, বন্ধুবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, স্নেহভাজনেষু, কল্যাণীয়েষু, স্নেহাস্পদেষু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

ঙ. মহিলাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাস্পদাসু, মাননীয়াসু, সুচরিতাসু, কল্যাণীয়াসু, প্রীতিভাজনীয়াসু, স্নেহভাজনীয়াসু প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

চ. বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের বিশেষণ স্ত্রীবাচক হয় না। যেমন : সুন্দর বলদ–সুন্দর গাই, সুন্দর ছেলে–সুন্দর মেয়ে, মেজ খুড়ো–মেজ খুড়ি ইত্যাদি।

বিবিধ

- **বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাকে নারীবাচক করা হয় না।** যেমন : নার্গিস আখতার একজন সহকারী শিক্ষক। নমিতা রায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি।
- **বিদেশি স্ত্রীবাচক শব্দ :** খান-খানম, মরদ-জেনানা, মালেক-মালেকা, মুহতারিম-মুহতারিমা, সুলতান-সুলতানা, বেগ-বেগম ইত্যাদি।
- **শব্দের আগে বা পরে পুরুষ/নারীবাচক শব্দ যোগ করে :**

ক. কতকগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা ইত্যাদি পুরুষবাচক শব্দ এবং স্ত্রী, মাদি, মাদা ইত্যাদি স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষবাচক ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : নর/মদ্দা/হুলো বিড়াল-মেনি/মাদি বিড়াল, এঁড়ে বাছুর-বকনা বাছুর, ভাইপো-ভাইঝি, মদ্দা হাঁস-মাদি হাঁস, নর হাতি-মাদি হাতি, নর চিল-মাদি চিল, মদ্দা ঘোড়া-মাদি ঘোড়া, পুরুষ লোক- মেয়েলোক/স্ত্রীলোক, পুরুষ কয়েদি-স্ত্রী/মেয়ে কয়েদি, বলদ গরু-গাই গরু ইত্যাদি।

খ. কতকগুলো শব্দের শেষে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। যেমন : বোনপো-বোনঝি, ঠাকুর দাদা/ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, ঠাকুরপো-ঠাকুরঝি, গয়লা-গয়লা বউ, জেলে-জেলে বউ, ছেলে-ছেলে বউ ইত্যাদি।

- নি-প্রত্যয়যোগে অবজ্ঞাসূচক কয়েকটি স্ত্রী-বাচক শব্দ : ডাক্তার-ডাক্তারনি, দারোগা-দারোগানি, জমিদার-জমিদারনি, মাস্টার-মাস্টারনি।
- **গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ :**

রাজন – রাজ্ঞী | কলু – কলুনি | তনু – তন্বী
শার্দূল – শার্দূলী | গুরু – গুর্বী | কুরঙ্গ – কুরঙ্গী

ডোম – ডোমনী | ধোপা – ধোপানি | সারমেয় – সারমেয়ী
অচল – অচলা | যশস্বী – যশস্বিনী | ডাক – ডাকিনী
মানুষ – মানুষী | গো – গবী | বিধাতা – বিধাত্রী
পসারি – পসারিণী | যবন – যবনী | হরিণ – হরিণী
খানসামা – আয়া | ছিঁচকাঁদুনে – ছিঁচকাঁদুনি | লুণ্ঠিত – লুণ্ঠিতা
হুজুর – হুজুরাইন | মৎস্য – মৎসী | মনুষ্য – মনুষী
গৃহস্বামী – গৃহস্বামিনী | ষণ্ড – গাভি | ডাহুক – ডাহুকী
ষাঁড় – গাভি | ব্যাঙমা – ব্যাঙমি

- **কিছু নরবাচক শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গে একাধিক শব্দরূপ দেখা যায়। যেমন :**

ঠাকুর – ঠাকুরন/ঠাকরুন/ঠাকুরানি | সুকেশ – সুকেশা/সুকেশী/সুকেশিনী
তাউই/তাওই – মাউই/মাওই | চন্দ্রমুখ – চন্দ্রমুখী/চন্দ্রমুখা
সুনয়ন – সুনয়নী/সুনয়না | হেমাঙ্গ – হেমাঙ্গী/হেমাঙ্গা/হেমাঙ্গিনী
কৃশোদর – কৃশোদরী/কৃশোদরা | মৃগনয়ন – মৃগনয়নী/মৃগনয়না
চন্দ্রবদন – চন্দ্রবদনী/চন্দ্রবদনা | সুকণ্ঠ – সুকণ্ঠী/সুকণ্ঠা
রজক – রজকী/রজকিনি | বিহঙ্গ – বিহঙ্গী/বিহঙ্গিনি
গোপ – গোপী/গোপিনী/গোপিকা | দেবর – ননদ/ননদিনি/ননদি/ননদা
সিংহ – সিংহী/সিংহিনী | অভাগা – অভাগী/অভাগিনী
বীর – বীরনারী/বীরাঙ্গনা | মাতঙ্গ –মাতঙ্গী/মাতঙ্গিনী
ঋষি – ঋষ্যানী/ঋষিকা | দুলহা – দুলাইন/দুলহিন

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৩. পুরুষ বা স্ত্রীবাচক শব্দ রূপান্তরের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৪. পাঁচটি নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ লেখ।
উত্তর : পাঁচটি নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ : সতিন, কুলটা, বিধবা, অসূর্যম্পশ্যা, সপত্নী।

০৫. পাঁচটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ লেখ।
উত্তর : পাঁচটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ : রাষ্ট্রপতি, যোদ্ধা, ঢাকি, কাপুরুষ, কৃতদার।

০৬. তৎসম শব্দের পরে কী কী প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়?
উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৭. নারীকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এমন পাঁচটি শব্দ লেখ।
উত্তর : শ্রদ্ধাস্পদাসু, মাননীয়াসু, সুচরিতাসু, কল্যাণীয়াসু, স্নেহভাজনীয়াসু।

০৮. পুরুষবাচক শব্দগুলোর স্ত্রীবাচক শব্দ লেখ : রাজন, শার্দূল, গুরু, সারমেয়, ডোম, কলু।
উত্তর : পুরুষবাচক শব্দের স্ত্রীবাচক রূপ :

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক	পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
রাজন	রাজ্ঞী	শার্দূল	শার্দূলী
গুরু	গুর্বী	সারমেয়	সারমেয়ী
ডোম	ডোমনী	কলু	কলুনি

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. লিঙ্গান্তর হয় না, এমন শব্দ কোনটি? [ব্যবসায় : ২৩-২৪; রাবি A : ২১-২২]
ⓚ সাহেব ⓛ বেয়াই ⓖ কবিরাজ ⓘ সঙ্গী উ: (গ)

০২. নিচের কোনটির পুরুষবাচক শব্দ নেই? [গ ১৮-১৯; বশেমুরবিপ্রবি F ১৬-১৭]
ⓚ ঠাকুরানি ⓛ এয়ো ⓖ দুলাইন ⓘ জেনানা উ: (খ)

০৩. পুরুষবাচক শব্দ নয়- [খ ১৭-১৮]
ⓚ বেগম ⓛ দীর্ঘাঙ্গী ⓖ বর্ষীয়ান ⓘ দুঃখী উ: (খ)

০৪. ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয়যোগে গঠিত- [ঘ ০৪-০৫]
ⓚ নায়িকা ⓛ সেবিকা ⓖ মালিকা ⓘ শ্যালিকা উ: (গ)

০৫. কোন শব্দটির পুরুষবাচক রূপ নেই? [ক ১৩-১৪]
ⓚ নেত্রী ⓛ ঠাকুরন ⓖ ঝি ⓘ বিধবা উ: (ঘ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বৃহৎ' অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [খ ০৬-০৭]
ⓚ যোগিনী ⓛ ক্ষত্রিয়ানী ⓖ অরণ্যানী ⓘ গীতিকা উ: (গ)

০২. 'পুস্তিকা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়? [খ ১২-১৩]
ⓚ স্ত্রীলিঙ্গ ⓛ উভয়লিঙ্গ ⓖ ক্ষুদ্রার্থে ⓘ বৃহদার্থে উ: (গ)

০৩. কোন শব্দটির স্ত্রীবাচক শব্দ নেই? [ক-১৩-১৪]
ⓚ সিংহ ⓛ কাপুরুষ ⓖ নর ⓘ সম্রাট উ: (খ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটির আগে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করতে হয়? [D : ২১-২২]
ⓚ নেতা ⓛ দাতা ⓖ কবি ⓘ বাদশা উ: (গ)

০২. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ নয়? [D : ২১-২২]
ⓚ দাই ⓛ এয়ো ⓖ শূদ্রা ⓘ সতীন উ: (গ)

০৩. 'ঠাকুর' শব্দের ঠিক স্ত্রীবাচক শব্দ নয় কোনটি? [F ১৯-২০]
ⓚ ঠাকুরুন ⓛ ঠাকরুন ⓖ ঠাকুরন ⓘ ঠাকুরানী উ: (ক)

০৪. 'গৃহস্বামী' শব্দের ঠিক স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [F ১৯-২০]
ⓚ গৃহস্ত্রী ⓛ গৃহিণী ⓖ গৃহস্বামিনী ⓘ গৃহকর্ত্রী উ: (গ)

০৫. খাঁটি বাংলায় পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
ⓚ মিত্র ⓛ ডাক্তার ⓖ বামন ⓘ মানব উ: (গ)

০৬. 'ঘোষজা' কোন অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ? [F ১৯-২০]
ⓚ কন্যা অর্থে ⓛ পত্নী অর্থে ⓖ জাতি অর্থে ⓘ সাধারণ অর্থে উ: (ক)

০৭. 'হেমাঙ্গ' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নয় কোনটি? [F ১৮-১৯]
ⓚ হেমাঙ্গী ⓛ হেমিঙ্গী ⓖ হেমাঙ্গা ⓘ হেমাঙ্গিনী উ: (খ)

CS CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২]
ⓚ রজকী ⓚ মায়াবী ⓖ অজা ⓖ শ্রোত্রী উ: খ

০২. 'চঞ্চল' এর স্ত্রী লিঙ্গ কী? [A : ২১-২২]
ⓚ চঞ্চলা ⓚ চঞ্চলময়ী
ⓖ চঞ্চলবতী ⓖ চঞ্চলমতি উ: ক

০৩. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২]
ⓚ অর্ধাঙ্গিনী ⓚ হেমাঙ্গিনী ⓖ সুকেশী ⓖ ননদী উ: ক

০৪. 'গুরু'র স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [A : ২১-২২, ইবি B ১৯-২০; চবি B ১৬-১৭]
ⓚ গুরুমা ⓚ গুরুমাতা ⓖ গুর্বী ⓖ গুর্বিণী উ: গ

০৫. 'প্রণেতা' এর স্ত্রীবাচক রূপ কোনটি? [B ১৯-২০]
ⓚ প্রণয়িনী ⓚ প্রণেত্রী ⓖ প্রণতি ⓖ প্রণিতা উ: খ

০৬. 'চতুর্দশ' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [B ১৮-১৯]
ⓚ চতুর্দশি ⓚ চতুর্দশা ⓖ চতুর্দশী ⓖ চতুর্দশক উ: গ

০৭. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ? [E ১৭-১৮]
ⓚ দুলা ⓚ ঠাকুরণ ⓖ বিবি ⓖ সধবা উ: ঘ

০৮. লিঙ্গান্তর হয় না কোন শব্দটির? [F ১৭-১৮]
ⓚ ডাক্তার ⓚ ধোপা ⓖ কেরানি ⓖ নাপিত উ: গ

০৯. কোন শব্দটির পুরুষবাচক শব্দ নেই? [A ১৭-১৮; ঢাবি ঘ ১২-১৩]
ⓚ সতী ⓚ ঠাকুরন ⓖ ঝি ⓖ ষোড়শী

Note: অপশনে প্রদত্ত প্রতিটি শব্দেরই পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে। যেমন : সৎ-সতী, ঠাকুর-ঠাকরুন, চাকর-ঝি, ষোড়শ-ষোড়শী।

১০. কোনটি স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গ? [A ১৭-১৮]
ⓚ নন্দাই ⓚ দেবর ⓖ স্বামী ⓖ জামাই উ: ক

১১. 'রজক' এর স্ত্রী লিঙ্গ- [০৫-০৬]
ⓚ রজকিনী ⓚ মহিলা রজক ⓖ রজকা ⓖ রজকী

Note: পুরাতন ব্যাকরণ অনুসারে, 'রজক'-এর স্ত্রী লিঙ্গ 'রজকী (বাংলায়) রজকিনী।

১২. কোন শব্দটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে? [০৬-০৭]
ⓚ শ্রীমান ⓚ শিক্ষক ⓖ বুদ্ধিমান ⓖ রজক

Note: রজক-রজকী/রজকিনী; শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী/শিক্ষকপত্নী।

১৩. স্ত্রীজাতীয় কাউকে সম্বোধনে ব্যবহৃত হয়- [E ১৬-১৭]
ⓚ সুজনেসু ⓚ কল্যাণীয়েষু ⓖ সুজনীয়াসু ⓖ সুজনিয়াষু উ: গ

১৪. কোনটির স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দ? [০৬-০৭]
ⓚ বিদ্বান ⓚ জেলে ⓖ নানা ⓖ কোকিল উ: ক

১৫. নিম্নের যে শব্দটি অন্যগুলি থেকে আলাদা- [গ ০৭-০৮]
ⓚ বিধবা ⓚ সজনী ⓖ ললনা ⓖ ননদ উ: ক

১৬. 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ? [০৮-০৯; ইবি গ ০৫-০৬]
ⓚ সুখী ⓚ সারী ⓖ সুকী ⓖ শুকা

Note: 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক সারী (শারি)/শুকী।

১৭. 'নাপিত' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? [A ১৬-১৭]
ⓚ নাপিতানি ⓚ নাপিতা ⓖ নাপিত বৌ ⓖ নাপিতিনী উ: ক

১৮. 'সমিতি' কোন লিঙ্গ? [E ১৬-১৭]
ⓚ স্ত্রীলিঙ্গ ⓚ পুরুষলিঙ্গ ⓖ ক্লীবলিঙ্গ ⓖ উভয়লিঙ্গ উ: গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য পুরুষবাচক শব্দের উদাহরণ কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ⓚ সপত্নী ⓚ কুলটা ⓖ কৃতদার ⓖ সতিন উ: গ

০২. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? [B1 : ২১-২২]
ⓚ ঢাকি ⓚ কুলটা ⓖ কুলি ⓖ কামিন উ: ক

০৩. 'শূদ্র' এর স্ত্রী লিঙ্গ কোনটি? [ঙ ০৪-০৫; রাবি ০৯-১০]
ⓚ শূদ্রাণী ⓚ শূদ্রা ⓖ শূদ্রানী ⓖ শূদ্রী

Note: শূদ্র-শূদ্রা (শূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোক), শূদ্রানী (শূদ্রের স্ত্রী)।

০৪. কোনটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে? [ঙ ০৫-০৬]
ⓚ শুক ⓚ গায়ক ⓖ প্রিয়া ⓖ কোনোটিই নয়

Note: 'শুক' শব্দের স্ত্রীবাচক সারী (শারি)/শুকী।

০৫. কোনটি উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দ? [০৬-০৭; ইবি গ ০৫-০৬, গ ০৫-০৬]
ⓚ শিশু ⓚ বৃদ্ধ ⓖ প্রৌঢ় ⓖ নাবালক উ: ক

০৬. কোনটি স্ত্রীবাচক? [খ ১১-১২]
ⓚ যোগী ⓚ ভোগী ⓖ মহতী ⓖ মায়াবী উ: গ

০৭. 'নাটিকা' শব্দটি কোন অর্থে স্ত্রী বাচক? [ঙ ১১-১২; জবি ঘ ১১-১২]
ⓚ সমার্থে ⓚ বিপরীত অর্থে ⓖ ক্ষুদ্রার্থে ⓖ সংলাপ অর্থে উ: গ

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি নিত্য পুরুষবাচক শব্দ? [A : ২৩-২৪]
ⓚ শিক্ষক ⓚ সন্তান ⓖ ডাক্তার ⓖ অকৃতদার উ: ঘ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটিতে ক্লীবলিঙ্গ বোঝায়? [A সেট ২, ১২-১৩]
ⓚ ছেলে ⓚ বর ⓖ খাতা ⓖ মালা উ: গ

০২. 'গণক' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? [C সেট ১, ১২-১৩]
ⓚ গণিকা ⓚ গণকী ⓖ গণকিনী ⓖ গণকা উ: খ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি অবজ্ঞাসূচক স্ত্রীবাচক শব্দ? [H ১৭-১৮]
ⓚ চন্দ্রমুখী ⓚ দারোগাগিনী ⓖ সুকেশিনী ⓖ যামিনী উ: খ

০২. 'মানুষ' কোন লিঙ্গ? [গ ০৪-০৫]
ⓚ পুংলিঙ্গ ⓚ স্ত্রীলিঙ্গ ⓖ ক্লীবলিঙ্গ ⓖ উভয়লিঙ্গ উ: ঘ

০৩. 'সাধু' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি? [খ ১০-১১]
ⓚ সাধ্বি ⓚ সাধ্বী ⓖ সাধিকা ⓖ সাধনী উ: খ

০৪. কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গ? [শাপলা ১১-১২]
ⓚ গরু ⓚ ঢাকী ⓖ দাতা ⓖ সাধু উ: খ

০৫. কোনটি বিশেষ নিয়মে সাধিত স্ত্রীবাচক শব্দ? [C ১৬-১৭]
ⓚ সম্রাজ্ঞী ⓚ ব্রাহ্মণী ⓖ চতুর্দশী ⓖ ঠাকুরন উ: ক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি? [C ১৬-১৭]
ⓚ অন্তঃসত্ত্বা ⓚ চৌধুরানী ⓖ ননদিনী ⓖ বন্ধুপত্নী উ: ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটির দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে? [C ১৯-২০]
ⓚ শুক ⓚ দেবর ⓖ খোকা ⓖ কুলি

Note: 'দেবর-ননদ/জা'। উল্লেখ্য, 'শুক' শব্দেরও আলাদা দুটি স্ত্রীবাচক রূপ রয়েছে: সারী (শারি)/শুকী।

০২. নিচের কোনটি বৈশিষ্ট্যগতভাবে আলাদা? [B ১৮-১৯]
ⓚ সতিন ⓚ ননদি ⓖ সৎমা ⓖ দাইমা উ: খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ⓚ বারবনিতা ⓚ পুরোহিত ⓖ মহীয়সী ⓖ রাষ্ট্রপতি উ: ক

০২. নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি? [D -১৩-১৪]
ⓚ অরক্ষণীয়া ⓚ মুহতারিমা ⓖ সভানেত্রী ⓖ হিমানী উ: ক

০৩. দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? [F, সেট ৩ : ১৪-১৫; ইবি খ ০৮-০৯]
ⓚ ননদ ⓚ প্রিয়া ⓖ শিষ্যা ⓖ আয়া উ: ক

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি? [D, সেট-I : ১৪-১৫]
ⓚ যামী ⓚ দারোগা ⓖ মাতঙ্গ ⓖ কৃতদার উ: ঘ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কুলি' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [C ১৩-১৪; খুবি ক ১০-১১; জাককানবি ঙ ১৬-১৭]
ⓚ কামিনী ⓚ কুলিনী ⓖ কুলিনা ⓖ কামিন উ: ঘ

০২. কোনটির স্ত্রীবাচক শব্দ নেই? [C-১৫-১৬]
ⓚ কবিরাজ ⓚ ঢাকী ⓖ কৃতদার ⓖ সবগুলো উ: ঘ

CamScanner

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ? [C ১৭-১৮]
ⓚ নাটিকা ⓚ অর্ধাঙ্গিনী ⓖ বিরহিণী ⓖ বেগম
উ: খ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটি দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী দুই-ই বোঝায়? [A ১৮-১৯]
ক কবিরাজ খ নদী গ কৃতদার ঘ শিক্ষিত
উ: ঘ

০২. 'পত্নী' অর্থে ব্যবহৃত স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি? [খ ০৭-০৮; জাহাঙ্গীরনগর E ১৩-১৪]
ক স্ত্রী খ বিদুষী গ নারী ঘ কিশোরী
উ: ক

০৩. কোনটি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ নয়? [খ ০৭-০৮]
ক পুরোহিত খ কৃতদার গ [illegible] ঘ পাগল
উ: ঘ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

০১. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ– [FMGP : ২১-২২]
ক হরিণ খ মদ্দা গ পিতা ঘ অকৃতদার
উ: ঘ

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ নয় কোনটি?
ক দাই খ রজকী গ সধবা ঘ সতিন
উ: খ

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দের উদাহরণ? [Business : ২১-২২]
ক কল্যাণী খ সপত্নী গ সুস্মিতা ঘ সুন্দরী
উ: খ

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ কোনটি? [১৮তম বিসিএস]
ক সাহেব খ বেয়াই গ সতী ঘ কবিরাজ
উ: ঘ

০২. দুটি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে কোনটির? [১৮তম বিসিএস]
ক ননদ খ প্রিয়া গ শিষ্যা ঘ আয়া
উ: খ

SELF TEST MCQ

০১. বিশেষ্য ও বিশেষণের নারী ও নরভেদের নাম কী?
ক বাচ্য খ নির্দেশক গ বচন ঘ লিঙ্গ

০২. নিচের কোন শব্দটি উভলিঙ্গ প্রকাশক?
ক সন্তান খ ছেড়ি গ ছাত্র ঘ ঘর

০৩. 'ক্লীব লিঙ্গ' শব্দ কোনটি?
ক গাড়ি খ মা গ মানুষ ঘ পাখি

০৪. কোন শব্দটি অপত্যবাচক?
ক মাতা খ দাদি গ চাচি ঘ শিক্ষিকা

০৫. নিচের কোনটি নিত্য নরবাচক শব্দ?
ক কৃতদার খ ছেলে গ নেতা ঘ বাবা

০৬. নিচের কোনটি নিত্য নারীবাচক শব্দ?
ক শিক্ষিকা খ জেলেনি গ মেয়ে ঘ সতিন

০৭. '-অক' প্রত্যয় দিয়ে গঠিত নরবাচক শব্দকে নারীবাচক করার সময়ে '-অক' এর জায়গায় কী হয়?
ক -এয়া খ ওকা গ -ইকা ঘ -আকা

০৮. নিচের কোন নারীবাচক শব্দের সাথে নরবাচক শব্দের গঠনগত মিল নেই?
ক বেগম খ ভাইঝি গ মেয়ে বউ ঘ গায়িকা

০৯. 'লিঙ্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক শব্দতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব গ অর্থতত্ত্ব ঘ বাক্যতত্ত্ব

১০. 'হুজুর' শব্দের স্ত্রীবাচক কোনটি?
ক হুজুরনী খ হুজুরাইন গ হুজুরানী ঘ হুজুরুইন

১১. কোনটি ক্লীবলিঙ্গের উদাহরণ?
ক শিশু খ চাকি গ সতিন ঘ ঝরনা

১২. 'কুহক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কী?
ক কুহক খ কুহকী গ কুহকিনি ঘ কুহকিনী

১৩. 'গরীয়ান' স্ত্রীলিঙ্গে কী হবে?
ক গরিয়সী খ গরিয়ানী গ গরিয়াণী ঘ গরীয়সী

১৪. 'বিদুষী' এর পুংলিঙ্গ কোনটি?
ক বিদ্যান খ বিদ্দান গ বিদ্ধান ঘ বিদ্বান

১৫. যেসব শব্দের দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, প্রাণী বা জড় পদার্থ বুঝায়, তাদেরকে বলে-
ক বচন খ লিঙ্গ গ প্রবাদ ঘ বাচ্য

১৬. 'সেবক' এর স্ত্রীলিঙ্গ কী?
ক সেবকী খ সেবকা গ সেবিকা ঘ সেবীকা

১৭. কোনটি ক্লীবলিঙ্গের উদাহরণ?
ক শিশু খ ছাত্র গ কলম ঘ সতিন

১৮. নিত্য পুরুষবাচক শব্দ কোনটি?
ক কবিরাজ খ ধনবান গ পৃথিবী ঘ শ্রীমান

১৯. বাংলা ব্যাকরণ কোন পদে সংস্কৃতের লিঙ্গের নিয়ম মানে না?
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ অব্যয় ঘ ক্রিয়া

২০. কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?
ক ছাত্রী খ দাদি গ আয়া ঘ সংজ্ঞা

২১. নিচের কোনটি পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়েছে?
ক গীত-গীতিকা খ নর্তক-নর্তকী গ শ্বশুর-শ্বশ্রূ ঘ হিম-হিমানী

২২. কোনটি জমানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক বরফ খ হিমানী গ ঠান্ডা ঘ শীত

OMR

০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ
২১.ⓚⓚⓖⓖ	২২.ⓚⓚⓖⓖ	২৩.ⓚⓚⓖⓖ	২৪.ⓚⓚⓖⓖ	২৫.ⓚⓚⓖⓖ

Answer

২২.খ	২১.গ	২০.খ	১৯.ঘ	১৮.ক	১৭.গ	১৬.গ	১৫.খ
১৪.ঘ	১৩.ক	১২.ঘ	১১.ঘ	১০.খ	০৯.ক	০৮.ক	০৭.গ
০৬.ঘ	০৫.ক	০৪.ঘ	০৩.ক	০২.ক	০১.ঘ		

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১৭

সংখ্যাবাচক শব্দ
Cardinal numeral

সংখ্যাবাচক শব্দ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

যেসব শব্দ দিয়ে সংখ্যা বোঝায়, সেগুলোকে সংখ্যাবাচক শব্দ বা সংখ্যাশব্দ বলে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ– এগুলো এখানে কথায় লেখা হয়েছে। আবার বিশেষ কিছু বর্ণ বা সংকেত দিয়ে এগুলো প্রকাশ করা যায়, যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ প্রভৃতি সংখ্যাশব্দ– এগুলো এখানে অঙ্কে বা সংখ্যাবর্ণে লেখা হয়েছে। দূরত্ব, দৈর্ঘ্য, আয়তন, খণ্ড, তাপমাত্রা ইত্যাদি পরিমাপের ক্ষেত্রে সংখ্যাশব্দের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

সংখ্যাবাচক শব্দ দুই রকমের : ক্রমবাচক ও পূরণবাচক। ক্রমবাচক, যথা : এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। পূরণবাচক, যথা : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম।

০১. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ

একের পর এক যে সংখ্যাগুলো আসে, সেগুলো ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ। যেমন : ১ (এক), ২ (দুই), ৩ (তিন), ৪ (চার), ৫ (পাঁচ), ৬ (ছয়), ৭ (সাত), ৮ (আট), ৯ (নয়), ১০ (দশ), ১১ (এগারো), ১২ (বারো), ১৩ (তেরো), ১৪ (চোদ্দ), ১৫ (পনেরো), ১৬ (ষোলো), ১৭ (সতেরো), ১৮ (আঠারো), ১৯ (উনিশ), ২০ (বিশ) ইত্যাদি।

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য :

◇ ক্রমবাচক সংখ্যাবর্ণের সুবিধা হলো এতে ১ থেকে ৯ এবং ০ দিয়ে অসীম সংখ্যার পূর্ব পর্যন্ত ক্রম তৈরি করা যায়।

◇ ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দের এক বা একাধিক প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো কখনো স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়, কখনো সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'দুই' সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ 'দ্বি', 'দু', এবং 'দো'। 'তিন' সংখ্যাশব্দের প্রতিশব্দ 'ত্রি' এবং 'তে'।

০২. পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ

পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ দিয়ে কোনো সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান ও পরিমাণকে বোঝায়। যেমন 'এক' সংখ্যার ক্রমিক অবস্থান 'প্রথম', 'প্রথমা', 'পহেলা' ইত্যাদি। এগুলোকে পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ বলে। পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ তিন ধরনের হয়: ১. সাধারণ পূরণবাচক ২. তারিখ পূরণবাচক ও ৩. ভগ্নাংশ পূরণবাচক।

সাধারণ পূরণবাচক : ক্রমবাচক সংখ্যার পর্যায় বা অবস্থানকে নির্দেশ করতে সাধারণ পূরণবাচক হয়ে থাকে। যেমন : প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ বা এগারোতম ইত্যাদি। সাধারণ পূরণবাচক সংক্ষিপ্ত রূপেও লেখা যায়। যেমন : ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম ইত্যাদি।

১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যার পূর্ণ পূরণবাচক ও সংক্ষিপ্ত পূরণবাচক দুই রকম: একাদশ (১১শ) ও এগারোতম (১১তম), দ্বাদশ (১২শ) ও বারোতম (১২তম), ত্রয়োদশ (১৩শ) ও তেরোতম (১৩তম), চতুর্দশ (১৪শ) ও চোদ্দতম (১৪তম), পঞ্চদশ (১৫শ) ও পনেরোতম (১৫তম), ষোড়শ (১৬শ) ও ষোলোতম (১৬তম), সপ্তদশ (১৭শ) ও সতেরোতম (১৭তম), অষ্টাদশ (১৮শ) ও আঠারোতম (১৮তম)।

১৯ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার সংক্ষিপ্ত পূরণবাচকে শুধু 'তম' প্রত্যয় যোগ করা হয়। যথা: উনিশতম বা ঊনবিংশতিতম (১৯তম), বিশতম বা বিংশতিতম (২০তম), একুশতম বা একবিংশতিতম (২১তম), আটাশতম বা অষ্টাবিংশতিতম (২৮তম), উনপঞ্চাশতম বা ঊনপঞ্চাশত্তম (৪৯ তম), আশিতম বা অশীতিতম (৮০তম), নব্বইতম বা নবতিতম (৯০তম), নিরানব্বইতম বা নবনবতিতম (৯৯তম) ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সাধারণ পূরণবাচকের নারীবাচক রূপের ব্যবহার আছে। যেমন : প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী), সপ্তমী (৭মী), অষ্টমী (৮মী), নবমী (৯মী), দশমী (১০মী), একাদশী (১১শী), দ্বাদশী (১২শী), ত্রয়োদশী (১৩শী), চতুর্দশী (১৪শী), পঞ্চদশী (১৫শী), ষোড়শী (১৬শী), সপ্তদশী (১৭শী), অষ্টাদশী (১৮শী) ইত্যাদি।

তারিখ পূরণবাচক : বাংলা ভাষায় তারিখ নির্দেশ করার জন্য সংখ্যাশব্দের পূরণবাচকে নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যথা: পহেলা বা পয়লা (১লা), দোসরা (২রা), তেসরা (৩রা), চৌঠা (৪ঠা), পাঁচই (৫ই), ছয়ই (৬ই), সাতই (৭ই), আটই (৮ই), নয়ই (৯ই), দশই (১০ই), এগারোই (১১ই), বারোই (১২ই), তেরোই (১৩ই), চোদ্দই (১৪ই), পনেরোই (১৫ই), ষোলোই (১৬ই), সতেরোই (১৭ই), আঠারোই (১৮ই), উনিশে (১৯শে), বিশে (২০শে), একুশে (২১শে), বাইশে (২২শে), তেইশে (২৩শে), চব্বিশে (২৪শে), পঁচিশে (২৫শে), ছাব্বিশে (২৬শে), সাতাশে (২৭শে), আটাশে (২৮শে), উনত্রিশে (২৯শে), ত্রিশে (৩০শে), একত্রিশে (৩১শে)।

জ্ঞাতব্য: তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকিগুলো বাংলা ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

ভগ্নাংশ পূরণবাচক : কখনো পূর্ণসংখ্যার থেকে খানিকটা কম বা খানিকটা বেশি বোঝাতে ভগ্নাংশ পূরণবাচক হয়। যেমন : আধ, সাড়ে, পোয়া, সোয়া, দেড়, আড়াই, তেহাই, চৌথা ইত্যাদি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য

➢ **ন্যূনতা** : চৌথা, সিকি, পোয়া, তেহাই, অর্ধ বা আধা এবং পৌনে কোনো পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতাজ্ঞাপক। যেমন : আধ, অর্ধ বা আধা $= \frac{১}{২}$ (এক এককের দুই ভাগের এক ভাগ)। $\frac{১}{৪}$ = চৌথা, সিকি বা পোয়া (এক চতুর্থাংশ বা এক এককের চার ভাগের এক ভাগ)। $\frac{১}{৩}$ = তেহাই (এক তৃতীয়াংশ বা এক এককের তিনভাগের এক ভাগ)। $\frac{১}{৮}$ = আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ। তেমনি, এক পঞ্চমাংশ ($\frac{১}{৫}$), এক দশমাংশ ($\frac{১}{১০}$), তিন চতুর্থাংশ ($\frac{৩}{৪}$) তিন অষ্টমাংশ ($\frac{৩}{৮}$)। 'পৌনে' দ্বারাও কোনো সংখ্যার ন্যূনতা প্রকাশিত হয়। 'পৌনে' শব্দের অর্থ পোয়া বা এক সিকি বা এক চতুর্থাংশ ($\frac{১}{৪}$) কম। এক এককের ($\frac{৩}{৪}$) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়। অর্থাৎ, পৌনে = $(১-\frac{১}{৪}) = \frac{৩}{৪}$। যেমন : পৌনে তিন = $২\frac{৩}{৪}$, পৌনে চার = $৩\frac{৩}{৪}$, পৌনে ছয় = $৫\frac{৩}{৪}$, পৌনে সাত = $৬\frac{৩}{৪}$ ইত্যাদি।

➢ **আধিক্য** : সওয়া বা সোয়া, দেড়, আড়াই, সাড়ে এগুলো দ্বারা কোনো পূর্ণসংখ্যার আধিক্য প্রকাশ পায়।

সওয়া/সোয়া : সোয়া শব্দের অর্থ সিকিভাগ ($\frac{১}{৪}$) সহ। পূর্ণ সংখ্যার অতিরিক্ত এক চতুর্থাংশকে ($\frac{১}{৪}$) বাংলায় সওয়া (< সপাদ) হিসেবে ধরা হয়। সোয়া (এক) = $১\frac{১}{৪}$, সোয়া তিন = $৩\frac{১}{৪}$, সোয়া বারো = $১২\frac{১}{৪}$। দেড় = এক এবং অর্ধ (দ্বি-অর্ধ) = $১\frac{১}{২}$ = $\frac{১}{২}$ কম ২। আড়াই = < অর্ধ-তৃতীয় = $২\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$ কম ৩।

এগুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত ($\frac{১}{২}$) সংখ্যাকে 'সাড়ে' বলা হয়। সাড়ে = স + অর্ধ; কোনো সংখ্যার সঙ্গে অর্ধযুক্ত থাকলে সেই সংখ্যাটির আগে 'সাড়ে' বসে। যেমন : $৩\frac{১}{২}$ = সাড়ে তিন, $৪\frac{১}{২}$ = সাড়ে চার, $৫\frac{১}{২}$ = সাড়ে পাঁচ।

▪ পুরাতন ব্যাকরণ (৯ম-১০ম শ্রেণি) অনুযায়ী

ক্রমবাচক, সাধারণ ও তারিখ পূরণবাচক সংখ্যাশব্দ

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ		সাধারণ পূরণবাচক		তারিখ পূরণবাচক	
১	এক	প্রথম	১ম	পহেলা	১লা
২	দুই	দ্বিতীয়	২য়	দোসরা	২রা
৩	তিন	তৃতীয়	৩য়	তেসরা	৩রা
৪	চার	চতুর্থ	৪র্থ	চৌঠা	৪ঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	৫ম	পাঁচই	৫ই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	৬ষ্ঠ	ছউই	৬ই
৭	সাত	সপ্তম	৭ম	সাতই	৭ই
৮	আট	অষ্টম	৮ম	আটই	৮ই
৯	নয়	নবম	৯ম	নউই	৯ই
১০	দশ	দশম	১০ম	দশই	১০ই
১১	এগারো	একাদশ	১১শ/তম	এগারোই	১১ই
১২	বারো	দ্বাদশ	১২শ/তম	বারোই	১২ই
১৩	তেরো	ত্রয়োদশ	১৩শ/তম	তেরোই	১৩ই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	১৪শ/তম	চৌদ্দই	১৪ই
১৫	পনেরো	পঞ্চদশ	১৫শ/তম	পনেরোই	১৫ই
১৬	ষোলো	ষোড়শ	১৬শ/তম	ষোলোই	১৬ই
১৭	সতেরো	সপ্তদশ	১৭শ/তম	সতেরোই	১৭ই
১৮	আঠারো	অষ্টাদশ	১৮শ/তম	আঠারোই	১৮ই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	১৯তম	উনিশে	১৯শে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	২০তম	বিশে	২০শে
২১	একুশ	একবিংশ	২১তম	একুশে	২১শে
২২	বাইশ	দ্বাবিংশ	২২তম	বাইশে	২২শে
২৩	তেইশ	ত্রয়োবিংশ	২৩তম	তেইশে	২৩শে
২৪	চব্বিশ	চতুর্বিংশ	২৪তম	চব্বিশে	২৪শে
২৫	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	২৫তম	পঁচিশে	২৫শে
২৬	ছাব্বিশ	ষড়বিংশ	২৬তম	ছাব্বিশে	২৬শে
২৭	সাতাশ	সপ্তবিংশ	২৭তম	সাতাশে	২৭শে
২৮	আটাশ	অষ্টাবিংশ	২৮তম	আটাশে	২৮শে
২৯	উনত্রিশ	ঊনত্রিংশ	২৯তম	উনত্রিশে	২৯শে

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ		সাধারণ পূরণবাচক		তারিখ পূরণবাচক	
৩০	ত্রিশ	ত্রিংশ	৩০তম	ত্রিশে	৩০শে
৩১	একত্রিশ	একত্রিংশ	৩১তম	একত্রিশে	৩১শে

ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ		সাধারণ পূরণবাচক শব্দ	
৩২	বত্রিশ	দ্বাত্রিংশ	৩২তম
৩৩	তেত্রিশ	ত্রয়স্ত্রিংশ	৩৩তম
৩৪	চৌত্রিশ	চতুস্ত্রিংশ	৩৪তম
৩৫	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ	৩৫তম
৩৬	ছত্রিশ	ষট্ত্রিংশ	৩৬তম
৩৭	সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ	৩৭তম
৩৮	আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশ	৩৮তম
৩৯	উনচল্লিশ	ঊনচত্বারিংশ	৩৯তম
৪০	চল্লিশ	চত্বারিংশ	৪০তম
৪১	একচল্লিশ	একচত্বারিংশ	৪১ তম
৪২	বিয়াল্লিশ	দ্বিচত্বারিংশ	৪২তম
৪৩	তেতাল্লিশ	ত্রিচত্বারিংশ	৪৩তম
৪৪	চুয়াল্লিশ	চতুশ্চত্বারিংশ	৪৪তম
৪৫	পঁয়তাল্লিশ	পঞ্চচত্বারিংশ	৪৫তম
৪৬	ছেচল্লিশ	ষট্চত্বারিংশ	৪৬তম
৪৭	সাতচল্লিশ	সপ্তচত্বারিংশ	৪৭তম
৪৮	আটচল্লিশ	অষ্টচত্বারিংশ	৪৮তম
৪৯	উনপঞ্চাশ	ঊনপঞ্চাশত্তম	৪৯তম
৫০	পঞ্চাশ	পঞ্চাশত্তম	৫০তম
৫১	একান্ন	একপঞ্চাশত্তম	৫১তম
৫২	বায়ান্ন	দ্বাপঞ্চাশত্তম	৫২তম
৫৩	তেপান্ন	ত্রিপঞ্চাশত্তম	৫৩তম
৫৪	চুয়ান্ন	চতুঃপঞ্চাশত্তম	৫৪তম
৫৫	পঞ্চান্ন	পঞ্চপঞ্চাশত্তম	৫৫তম
৫৬	ছাপান্ন	ষট্পঞ্চাশত্তম	৫৬তম

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৫৭	সাতান্ন	সপ্তপঞ্চাশত্তম	৫৭তম
৫৮	আটান্ন	অষ্টপঞ্চাশত্তম	৫৮তম
৫৯	ঊনষাট	ঊনষষ্টিতম	৫৯তম
৬০	ষাট	ষষ্টিতম	৬০তম
৬১	একষট্টি	একষষ্টিতম	৬১তম
৬২	বাষট্টি	দ্বাষষ্টিতম	৬২তম
৬৩	তেষট্টি	ত্রিষষ্টিতম	৬৩তম
৬৪	চৌষট্টি	চতুঃষষ্টিতম	৬৪তম
৬৫	পঁয়ষট্টি	পঞ্চষষ্টিতম	৬৫তম
৬৬	ছেষট্টি	ষটষষ্টিতম	৬৬তম
৬৭	সাতষট্টি	সপ্তষষ্টিতম	৬৭তম
৬৮	আটষট্টি	অষ্টষষ্টিতম	৬৮তম
৬৯	ঊনসত্তর	ঊনসপ্ততিতম	৬৯তম
৭০	সত্তর	সপ্ততিতম	৭০তম
৭১	একাত্তর	একসপ্ততিতম	৭১তম
৭২	বাহাত্তর	দ্বিসপ্ততিতম	৭২তম
৭৩	তিয়াত্তর	ত্রিসপ্ততিতম	৭৩তম
৭৪	চুয়াত্তর	চতুঃসপ্ততিতম	৭৪তম
৭৫	পঁচাত্তর	পঞ্চসপ্ততিতম	৭৫তম
৭৬	ছিয়াত্তর	ষটসপ্ততিতম	৭৬তম
৭৭	সাতাত্তর	সপ্তসপ্ততিতম	৭৭তম
৭৮	আটাত্তর	অষ্টসপ্ততিতম	৭৮তম
৭৯	উনআশি	ঊনাশীতিতম	৭৯তম

৮০	আশি	অশীতিতম	৮০তম
৮১	একাশি	একাশীতিতম	৮১তম
৮২	বিরাশি	দ্ব্যশীতিতম	৮২তম
৮৩	তিরাশি	ত্র্যশীতিতম	৮৩তম
৮৪	চুরাশি	চতুরশীতিতম	৮৪তম
৮৫	পঁচাশি	পঞ্চাশীতিতম	৮৫তম
৮৬	ছিয়াশি	ষড়শীতিতম	৮৬তম
৮৭	সাতাশি	সপ্তাশীতিতম	৮৭তম
৮৮	আটাশি/অষ্টাশি	অষ্টাশীতিতম	৮৮তম
৮৯	ঊননব্বই	ঊননবতিতম	৮৯তম
৯০	নব্বই	নবতিতম	৯০তম
৯১	একানব্বই	একনবতিতম	৯১তম
৯২	বিরানব্বই	দ্বিনবতিতম	৯২তম
৯৩	তিরানব্বই	ত্রিনবতিতম	৯৩তম
৯৪	চুরানব্বই	চতুর্নবতিতম	৯৪তম
৯৫	পঁচানব্বই	পঞ্চনবতিতম	৯৫তম
৯৬	ছিয়ানব্বই	ষন্নবতিতম	৯৬তম
৯৭	সাতানব্বই	সপ্তনবতিতম	৯৭তম
৯৮	আটানব্বই	অষ্টনবতিতম	৯৮তম
৯৯	নিরানব্বই	নবনবতিতম	৯৯তম
১০০	একশ	শততম	১০০তম
১০০০	হাজার/সহস্র	সহস্রতম	১০০০তম

পুরাতন ব্যাকরণ (৯ম–১০ম শ্রেণি) অনুযায়ী

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার। যথা : ১. অঙ্কবাচক ২. পরিমাণ বা গণনাবাচক ৩. ক্রম বা পূরণবাচক ৪. তারিখবাচক। নিচে অঙ্কবাচক, পরিমাণ বা গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো :

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই
১১	এগারো	একাদশ	এগারোই
১২	বারো	দ্বাদশ	বারোই
১৩	তেরো	ত্রয়োদশ	তেরোই
১৪	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
১৫	পনেরো	পঞ্চদশ	পনেরোই
১৯	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
২০	বিশ/কুড়ি	বিংশ	বিশে
২১	একুশ	একবিংশ	একুশে

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পূরণবাচক শব্দ কোনটি? [গ ২২-২৩]
ক একে　খ এক
গ প্রথম　ঘ পহেলা　উ. গ

০২. কোনটি গণনাবাচক? [খ ০৩-০৪; বেরোবি ক ১৬-১৭]
ক ৭　খ সাত
গ ৭ই　ঘ সপ্তম

Note: '৭' এবং 'সাত' ক্রমবাচক সংখ্যা শব্দ; '৭ই' তারিখ পূরণবাচক এবং 'সপ্তম' শব্দটি পূরণবাচক সংখ্যা। উল্লেখ্য, পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুসারে 'সাত'- গণনাবাচক।

০৩. '[illegible]' শব্দটি– [খ ০৫-০৬]
ক অঙ্কবাচক　খ গণনাবাচক
গ পূরণবাচক　ঘ তারিখবাচক　উ. গ

০৪. 'চৌঠা' কোন বাচক শব্দ? [খ'০৯-১০]
ক অঙ্কবাচক　খ গণনাবাচক　গ তারিখবাচক　ঘ ক্রমবাচক　উ. গ

০৫. $\frac{১}{৪}$ এর সংখ্যাবাচক শব্দ নয়– [খ ১২-১৩]
ক চৌথাই　খ সিকি　গ পোয়া　ঘ পৌনে　উ. ঘ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'ষোল' সংখ্যাটির ক্রমবাচক রূপ কোনটি? [ক ১২-১৩]
ক ১৬　খ ছয়　গ ষোলই　ঘ ষোড়শ

Note: নতুন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুসারে, ১৬ (ষোলো) ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ এবং পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম) অনুসারে, 'ষোড়শ' ক্রম বা পূরণবাচক।

০২. 'চত্বারিংশ' শব্দটি কোন সংখ্যাজ্ঞাপক? [খ ১২-১৩; ইবি খ ১১-১২]
ক চাকিশ　খ চৌত্রিশ
গ চল্লিশ　ঘ চৌচল্লিশ　উ. গ

CamScanner

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি পূরণবাচক শব্দ- [A : ২১-২২]
ক একবিংশ খ পঁচিশ গ হাজার ঘ ১১ **উ(ক)**

০২. পূরণবাচক শব্দের উদাহরণ-[A : ২১-২২]
ক দ্বিতীয় খ দুই গ চার ঘ দ্বিত্ব **উ(ক)**

০৩. কোনটি ক্রমবাচক সংখ্যা? [E ১৭-১৮]
ক চৌঠা খ চতুর্থ
গ ৪ ঘ চৌথ
Note : নতুন ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি : ২০২১ সাল থেকে পাঠ্য) অনুসারে, ৪ ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ এবং পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) অনুসারে, 'চতুর্থ' ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা।

০৪. 'প্রথম, ষষ্ঠ ও একবিংশ' শব্দ তিনটি কোন বাচক? [I ১৭-১৮]
ক সংখ্যাবাচক খ গণনাবাচক
গ পূরণবাচক ঘ তারিখবাচক **উ(গ)**

০৫. কোনটি পরিমাণবাচক শব্দ? [০৩-০৪]
ক সাতই খ পোয়া
গ পঞ্চদশ ঘ সবগুলোই **উ(খ)**

০৬. 'দশম শ্রেণি' এখানে 'দশম' কী ধরনের নাম বিশেষণ? [E-১৫-১৬]
ক সংখ্যাবাচক খ পরিমাণবাচক
গ পূরণবাচক ঘ নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক **উ(গ)**

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সপ্ততিতম' সমান কত? [C ১৯-২০]
ক ৭০ খ ৭৭
গ ৭০০ ঘ ১৭ **উ(ক)**

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটিতে ক্রমবাচক বিশেষণের উদাহরণ আছে? [ঘ ০৭-০৮]
ক সাত দিন খ তৃতীয় অধ্যায়
গ অর্ধেক সম্পত্তি ঘ এই দিন **উ(ক)**

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চৌঠা' কোন বাচক শব্দ? [B : ২১-২২]
ক অঙ্কবাচক খ তারিখবাচক গ পূরণবাচক ঘ গণনাবাচক **উ(গ)**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'একবিংশ' কোন ধরনের শব্দ? [AL ১৮-১৯]
ক গণনাবাচক খ পূরণবাচক গ তারিখবাচক ঘ সংখ্যাবাচক **উ(খ)**

০২. কোনটি ক্রমবাচক সংখ্যা? [C ১৭-১৮]
ক পাঁচই খ সপ্তম গ এগারো ঘ একুশে
Note : নতুন ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি: ২০২১ সাল থেকে পাঠ্য) অনুসারে, 'এগারো' ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ এবং পুরাতন ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি) অনুসারে, 'সপ্তম' ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ।

০৩. সার্ধশত জন্মবার্ষিকী। এখানে 'সার্ধশত' কোন ধরনের শব্দ- [ক ১৬-১৭]
ক তারিখবাচক খ সংখ্যাবাচক
গ পূরণবাচক ঘ আধিক্যবাচক **উ(গ)**

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'একবিংশ' কোন ধরনের শব্দ? [FASS : ২১-২২]
ক গণনাবাচক শব্দ খ তারিখবাচক শব্দ
গ পূরণবাচক শব্দ ঘ সংখ্যাবাচক শব্দ **উ(গ)**

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. কোনটি ক্রমবাচক শব্দ? [১৭-১৮]
ক অর্ধ খ এক
গ প্রথম ঘ পহেলা
Note : নতুন ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি: ২০২১ সাল থেকে পাঠ্য অনুসারে, 'এক' ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ এবং পুরাতন ব্যাকরণ (নমব-দশম শ্রেণি) অনুসারে, 'প্রথম' ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ।

SELF TEST MCQ

০১. তারিখজ্ঞাপক সংখ্যা কোনটি?
ক তিন খ তেসরা
গ ষষ্ঠ ঘ পঞ্চম

০২. সংখ্যা গণনার মূল একক কী?
ক দুই খ বিজোড় সংখ্যা
গ তিন ঘ এক

০৩. ক্রমবাচক শব্দ কোনটি?
ক ১২তম খ বারো গ ১৯ শে ঘ বারই

০৪. তারিখজ্ঞাপক সংখ্যা নয় কোনটি?
ক পহেলা খ তেসরা গ একত্রিশে ঘ অষ্টাদশী

০৫. কোনটি সংখ্যা বোঝায় না?
ক পরিমাণ খ পোয়া গ তারিখ ঘ সমূহ

০৬. 'চতুর্দশ' শব্দটি-
ক অঙ্কবাচক খ গণনাবাচক
গ পূরণবাচক ঘ তারিখবাচক

০৭. 'চতুঃসপ্ততি' শব্দটি কোন সংখ্যাজ্ঞাপক?
ক চল্লিশ খ চৌত্রিশ গ চুয়াত্তর ঘ চৌচল্লিশ

০৮. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ কোনটি?
ক পঁচিশে খ ৩ গ নউই ঘ নয়

০৯. 'দশম' হচ্ছে-
ক গণনাবাচক শব্দ খ পূরণবাচক শব্দ
গ তারিখবাচক শব্দ ঘ সংখ্যাবাচক শব্দ

১০. ক্রমবাচক সংখ্যাশব্দ কোনটি?
ক তেহাই খ চৌঠা গ বিশ ঘ বারই

১১. কোনটি পরিমাণবাচক শব্দ নয়?
ক গ্যালন খ হালি গ পোয়া ঘ দ্বাদশ

১২. 'অশীতিতম' সমান কত?
ক ৮০ খ ৮১ গ ৮৭ ঘ ৮৮

১৩. 'চতুশ্চত্বারিংশ' সমান কত?
ক ৪০ খ ৪১ গ ৪৪ ঘ ৫৪

১৪. '৭৩' সংখ্যাটির পূরণবাচক রূপ কোনটি?
ক তিয়াত্তর খ ত্র্যশীতিতম
গ সপ্তত্রিংশ ঘ ত্রিসপ্ততিতম

১৫. 'আটাশে' কোন বাচক শব্দ?
ক গণনাবাচক শব্দ খ পূরণবাচক শব্দ
গ তারিখপূরণবাচক শব্দ ঘ সংখ্যাবাচক শব্দ

OMR

০১.কখগঘ	০২.কখগঘ	০৩.কখগঘ	০৪.কখগঘ	০৫.কখগঘ
০৬.কখগঘ	০৭.কখগঘ	০৮.কখগঘ	০৯.কখগঘ	১০.কখগঘ
১১.কখগঘ	১২.কখগঘ	১৩.কখগঘ	১৪.কখগঘ	১৫.কখগঘ

Answer

১৫.গ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.ক	১১.ঘ	১০.গ	০৯.খ	০৮.খ
০৭.গ	৬.গ	৫.ঘ	৪.ঘ	০৩.খ	০২.ঘ	০১.খ	

CamScanner

অধ্যায় ১৮

শব্দের শ্রেণিবিভাগ
Classification of words

শব্দের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

- শব্দ : ভাষার মুখ্য উপাদান শব্দ। এক বা একাধিক অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় শব্দ, কিংবা অর্থ আছে এমন ধ্বনি হলো শব্দ। যেমন : কোরান, ত্রিপিটক, বাইবেল। শব্দের সাম্মিলিত রূপেই গড়ে ওঠে ভাষার বাক্য কাঠামো। সেজন্য শব্দকে বলা হয় বাক্যের একক।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাগযন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত অর্থবিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ (Word) বলে। যেমন : 'কলম' তিনটি ধ্বনির সমবায়ে গঠিত একটি শব্দ।

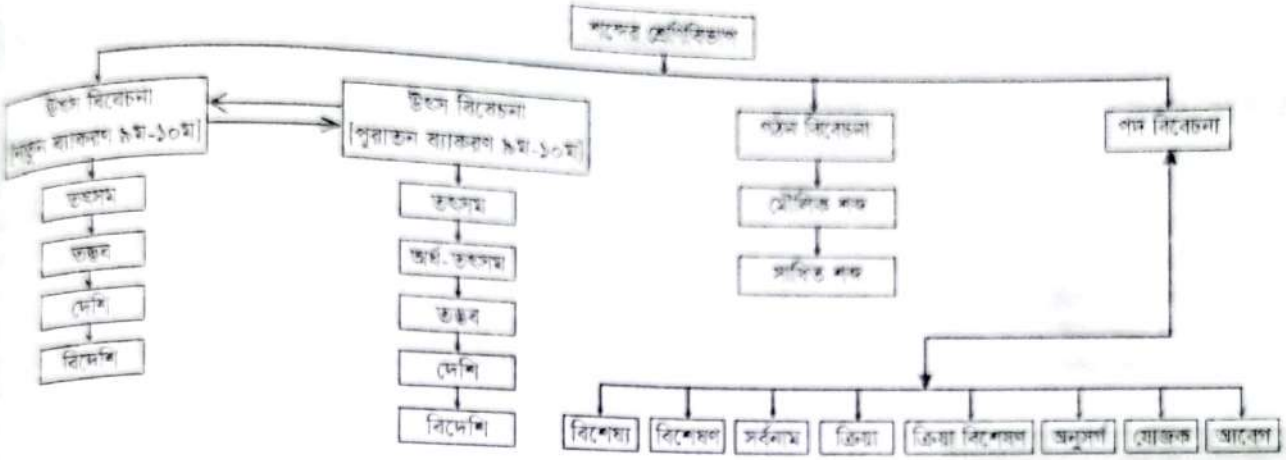

তৎসম ও অর্ধ-তৎসম শব্দ

- তৎসম শব্দ : তৎসম শব্দের 'তৎ' অর্থ : তার এবং 'সম' অর্থ : সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন : অদ্য, অন্ন, অপরাহ্ণ, অর্পণ, আকাশ, আজ্ঞা, কর্ম, কিংবা, কুণ্ডল, ক্ষতি, ক্ষমা, ক্ষমতা, ক্ষুধা, খাদ্য, গৃহ, গাভী, গ্রহ, ঘৃত, চর্ম, চন্দ্র, তক্ষক, জল, জলদ, দীক্ষিত, দুর্গা, দেশীয়, নক্ষত্র, নক্ষত্র, নিমন্ত্রণ, নীল, পত্র, পাত্র, পদ্ম, পুত্র, পিতা, পৃথিবী, প্রস্তর, বন্য, বিড়াল, বৃক্ষ, ভবন, ভবিষ্যৎ, ভোজন, ভ্রাতা, মধ্যাহ্ন, মনুষ্য, মাতা, রবি, শয়ন, শশী, সত্য, সূর্য, স্বামী, গৃহ। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে গঠিত পারিভাষিক শব্দকেও তৎসম শব্দ বলে। যেমন : অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী, মহাপরিচালক, সচিবালয়।

ছন্দে ছন্দে তৎসম শব্দ মনে রাখার কৌশল :

পর্বত ও নদী অঞ্চলে সুন্দর বৃক্ষলতা ও পুষ্প পদের গৃহ দেখা যায়, সেখানে তাপসী কৃষ্ণ ও মানব কন্যা বর্ষার রাত্রিতে নৌকায় চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে নৃত্য করে এবং সকাল বিকাল চর্মকার স্বামী ও সম্রাট প্রখর সূর্যের নিচে তাদের জীবনমৃত গৃহিণীকে বৈষ্ণব পত্রিতে ধর্ম কর্ম করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে।

- অর্ধ-তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমন : ছেরাদ্দ, গিন্নি, কুচ্ছিত, গেরাম- এ শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃত শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, কুৎসিত, গ্রাম শব্দ থেকে আগত।

তৎসম শব্দ	>	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম শব্দ	>	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য	>	সুরুজ	পুত্র	>	পুত্তুর
কন্যা	>	কন্নে	তারকা	>	তারাপ
রাত্রি	>	রাত্তির	রত্ন	>	রতন
কৃষ্ণ	>	কেষ্ট	শ্রাদ্ধ	>	ছেরাদ্দ
প্রাণ	>	পরান	ক্ষুধা	>	খিদে
নিমন্ত্রণ	>	নেমন্তন্ন	প্রণাম	>	পেন্নাম
জ্যোৎস্না	>	জোছনা/জোচ্ছনা	বৈষ্ণব	>	বোষ্টম
তৃষ্ণা	>	তেষ্টা	উৎসন্ন	>	উচ্ছন্ন
মহোৎসব	>	মোচ্ছব	পুরোহিত	>	পুরুত
চন্দ্র	>	চন্দর	পত্র	>	পত্তর
প্রীতি	>	পিরিতি	মিত্র	>	মিত্তির
কীর্তন	>	কেত্তন	দধি	>	দই
রৌদ্র	>	রোদ্দুর	স্বাদ	>	সোয়াদ
স্বর্ণ	>	সোনা	প্রদীপ	>	পিদিম
বৃষ্টি	>	বিষ্টি	বৃহস্পতি	>	বেস্পতি

গুরুত্ব বিবেচনায় পুরাতন ৯ম-১০ম শ্রেণির ব্যাকরণ অনুসারে এখানে দেওয়া হয়েছে।

তদ্ভব শব্দ

- তদ্ভব শব্দ : প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বিবর্তিত যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে সেগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলা হয়। তদ্ভবকে পারিভাষিক ও খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়। 'তদ্ভব' এর অর্থ [তৎ (তার) + ভব (উৎপন্ন)] তার থেকে উৎপন্ন অর্থাৎ সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন। যেমন : আঁখি, আঁচল, আট, আধ, ইঁদারা, উনান, ওঝা, কনুই, কান, কামার, কিনে, কুমির, ঘর, ঘোড়া, চাক, চাকা, চাল, চামার, ছাতা, জিভ, ঠাঁই, ঢাক, ধাম, দই, দাঁত, দুধ, দেওর, দোর, নাক, নাচে, পুত, পা, পাখি, পাথর, পাপড়, বাঁশি, বাছা, বাড়ি, বাড়, বিয়ে, বেগুনি, বুক, বৌ, ভাত, ভুল, মাছ, মাঝ, মাটি, মাথা, মিছা, ঘোলো, সাঁঝ, সাপ, সোহাগ, হাত, হাতি।

- পারিবারিক শব্দ : মা, ভাই, বোন।

তৎসম শব্দ	>	প্রাকৃত শব্দ	>	তদ্ভব শব্দ
অদ্য	>	অজ্জ	>	আজ
চন্দ্র	>	চন্দ	>	চাঁদ
হস্ত	>	হত্থ	>	হাত
কৃষ্ণ	>	কহ্ন	>	কানু
কর্ম	>	কজ্জ	>	কাজ
বধূ	>	বহু	>	বউ

দেশি শব্দ

▣ **দেশি শব্দ :** বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত হয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : কুড়ি, পেট, চাল, চুলা, কালো, কুলা, ডাব, ঢুলা, টোপর, ঢেঁকি, গঞ্জ, ডাগর, ডাল, চোঙ্গা, টোপর (এই শব্দগুলো নবম-দশম বোর্ড ব্যাকরণভুক্ত)। ডিঙা, ঢোল, চাউল, ডিঙি, চাঙারি, কয়লা, কাঁচা, কামড়, ডাঁসা, গয়না (গয়নার নৌকা অর্থে), পয়লা, খড়, ঝানু, ঝামা, ঝিনুক, ঢেউ, বাওড়া, বাড়ি (আঘাত অর্থে), বাঙ্গি, মুগেল, লাঠি, লম্বা, ডাঁটি, ডাহা, ইচা, মামা, মামি।

ছন্দে ছন্দে দেশি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

ডাগর ডাগর ছেলেরা টোপর মাথায় দিয়ে ডাঁসা পেয়ারা কামড় দিয়ে খেয়ে পরে ডিঙা নিয়ে গঞ্জে গেল। তারা কুড়ি টাকা দিয়ে এক পেট খেয়ে সাথে চুলা, কুলা, ঝানু, ঢেঁকি, ঢোল, ঝামা, কয়লা, খড়, বাওড়া, বাঙ্গি, মুগেল ও লম্বা লাঠি নিয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বাড়িতে এসে ঝিনুক মামির কাছে গেল।

*[*** বি.দ্র. : দেশি শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির মুখস্থপাঠ বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]*

বিদেশি শব্দ

▣ **বিদেশি শব্দ :** ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হওয়ায় সেসব দেশের বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, এই শব্দগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে।

আরবি শব্দ

➤ **আরবি শব্দের উদাহরণ :** ■ আল্লাহ, আকবর, আদালত, আলেম, আমলা, আমিন, আলাদা, আসল, আসবাব, আসামি, আমানত। ■ ইসলাম, ইনকিলাব, ইনসাফ, ইশতাহার, ইনসান, ইহুদি, ইনাম, ইজতেমা, ইজারা, ইজ্জত, ইজারাদার, ইজ্জত, ইনজিল, ইমান, ইদ, । ■ উজির, উকিল। ■ ওজু, ওজর, ওকালত। ■ এজলাস, এলেম। ■ কলম, কানুন, কুরআন, কোরবানি, কাফন, কাফের, কালাম, কলিয়া, কেচ্ছা, কৈফিয়ত, কেরামতি, কদম (পা অর্থে), কুদরত, কিতাব, কদর, কেবলা, কসাই, কেয়ামত। ■ খবর, খারাপ, খাসি, খারিজ, খাজনা। ■ গজল, গরিব, গোসল, গায়েব। ■ জাকাত, জেহাদ, জান্নাত, জাহান্নাম, জরিমানা, জল্লাদ, জলসা, জাহাজ, জুলুম। ■ তওবা, তালাক, তসবি, তুফান। ■ দোয়াত, দৌলত, দুনিয়া, দাখিল, দালাল। ■ নবাব, নগদ। ■ ফরজ, ফকির। ■ বাকি, বকেয়া। ■ মশকরা, মশগুল, মুন্সেফ, মোক্তার, মসজিদ, মনিব, মহকুমা, মলম, মসনদ, মুর্শিদ, মুসাফির, মোল্লা। ■ রায় ■ লোকসান ■ শয়তান ■ সিন্দুক ■ হজ, হারাম, হালাক, হালাল, হাদিয়া, হেফাজত।

ছন্দে ছন্দে আরবি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

আলেমগণ কুরআন ও হাদিস থেকে ইসলামের নানা কানুন ইনকিলাবে ইশতাহার দিলেন। হারাম বর্জন করে হালাল পথে থেকে ঠিকভাবে ওজু গোসল করে এলেমের সাথে জাকাত হজ পালন করলে আল্লাহ ইনাম স্বরূপ কেয়ামতের দিন জাহান্নামের পরিবর্তে জান্নাত ইজারা দিবেন। যারা গরিবদেরকে বই, কিতাব, দোয়াত, কলম, তসবি দিয়ে সাহায্য করবে আল্লাহর আদালতের এজলাসে ইনসাফের রায়ে তাদের নগদ, বাকি সব খারিজ হয়ে যাবে। দালাল, ইহুদি, উকিল, উজির, মোক্তার, মুন্সেফ, শয়তানদের কবরে খবর হবে।

[বি.দ্র. : আরবি শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির মুখস্থপাঠ বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]

ফারসি শব্দ

➤ **ফারসি শব্দের উদাহরণ :** ■ আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম (সুখ অর্থে), আসমান, আদমি। ■ কাগজ, কাবুলি, কারবার, কারখানা, কামিজ, কমান (ধনুক অর্থে)। ■ খোদা, খবিশ, খরগোশ, খুশি, খানসামা। ■ গরম, গালিচা, গোমস্তা, গোরস্থান, গোলাপ, গুনাহ, গর্দান। ■ চশমা, চাকরি, চাকুরি, চাদর, চাঁদা (সংগৃহীত অর্থ সংক্রান্ত)। ■ জবানবন্দি, জিন্দা, জমি, জর্দা, জানোয়ার, জাম (বড়ো পেয়ালা অর্থে), জামা, জায়গা, জঙ্গি, জামদানি। ■ তোশক, তারিখ, তরমুজ। ■ দরজা, দফতর, দস্তখত, দৌলত, দরিয়া, দোজখ, দরবেশ, দরবার, দোকান, দামামা, দারোয়ান, দেওয়াল, দরজি। ■ নালিশ, নার্গিস, নামাজ, নমুনা, নামি, নাশতা। ■ পোশাক, পাঞ্জাবি, পেয়াদা, পেশকার, পয়গম্বর, পাইকারি। ■ ফেরেশতা, ফরমান। ■ বালিশ, বেতার, বাদশাহ, বান্দা, বদমাশ, বাগান, বাগিচা, বরফ, বাজার, বাদাম, বিবি, বেহেশত, বরখাস্ত। ■ মোহর, ময়দা, মাহিনা, মেথর। ■ রোজা, রসদ, রফতানি, রোজ ■ লাল (রঙ অর্থে)। ■ শরম। ■ সুদ, সফেদ, সেতার, সরকার। ■ হিন্দু, হাজার, হাঙ্গামা, হাদিস।

ছন্দে ছন্দে ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

ক. বাদশাহ একদা দরবারে এক বান্দাকে সরকারি (সরকার) চাকুরি দিতে চাইলেন। কিন্তু সে মেথর সম্প্রদায়ের লোক হওয়ায় দফতরে'র কয়েকজন বদমাশ জানোয়ার বলে হাঙ্গামা শুরু করলেন। এতে বাদশাহ দস্তখতকৃত নালিশ গ্রহণ করে তাদের বরদাস্ত না করে জামদানি বখশিশের পরিবর্তে বরখাস্ত করে বললেন আদমিদের জিন্দা গর্দান কাটা হোক।

খ. কারিগররা চশমা তৈরি করে কারখানায়। কারখানাটি ঢাকার গুলশানে অবস্থিত। চশমা বিক্রি করে বাজারের দোকানে। কারিগর চশমা তৈরির জন্য কাঁচামাল আমদানি করে এবং ভালোভালো চশমা রপ্তানি করে। আর এই চশমা সে খুচরা ও পাইকারি দুই ভাবেই বিক্রি করে।

[বি.দ্র. : ফারসি শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির মুখস্থপাঠ বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]

ইংরেজি ও পর্তুগিজ শব্দ

ইংরেজি শব্দ : চেয়ার, টেবিল, কলেজ, স্কুল (school), পেনসিল, ব্যাগ, ফুটবল, ক্রিকেট, হাসপাতাল (Hospital), বাক্স (Box), বোতল, ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, ইউনিক, ইউনিফর্ম, টিন, নভেল, নোট, মাস্টার, লাইব্রেরি, আফিম (opium), অফিস (office), কামান (আগ্নেয়াস্ত্র অর্থে), ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, ইঞ্জিন, হাইকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, এনামেল, পাউডার, বোনাস, টেনিস, ক্লাস, কোম্পানি, উইল, লেবেল, জাঁদরেল, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, ক্লাব, ডজন, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, নম্বর, টিকিট, বুরুশ, টিফিন, টিপাই, সান্ত্রি, লণ্ঠন, কাস্টমস, তোরঙ্গ, ডেপুটি, দিনেমার ইত্যাদি।

পর্তুগিজ শব্দ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, পাউরুটি, গুদাম, চাবি, পাদ্রি (পাদরি), বালতি, আতা, বেহালা, আয়া, মাস্তুল, নিলাম, গরাদ, মিস্ত্রি, ইস্পাত, যিশু, কপি (বাঁধা কপি অর্থে), পেঁপে, আলকাতরা, কামরা, জানালা, বোতাম, পেয়ারা, কেদারা (একজনের বসার উপযোগী উঁচু আসনবিশেষ), পেরেক, তোয়ালে, আচার (তেল মসলা সহযোগে তৈরি টক ঝাল মিষ্টি খাদ্যবস্তু), ইস্তিরি, ফিতা, চোকা (শুকনো পাতা অর্থে), গামলা, সালসা, বোম্বেটে, ইংরেজ, ইংরেজি ইত্যাদি।

[বি.দ্র. : ইংরেজি ও পর্তুগিজ শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির মুখস্থপাঠ বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]

CamScanner

ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি ও জাপানি শব্দ

- **ফরাসি** : আঁতাত, আঁতেল, ওলন্দাজ, কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, গ্যারাজ, ডিপো, বুর্জোয়া, রেস্তোরাঁ।

ছন্দে ছন্দে ফরাসি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

- ওলন্দাজ ও দিনেমারের বুর্জোয়া ছাত্ররা আঁতাত করে কার্তুজ নগরীর ডিপো ক্যাফে গ্যারাজ রেস্তোরাঁ সর্বত্র কুপন ছাড়লো।

- **হিন্দি** : পানি, ধোসা, লাগাতার, সমঝোতা, কাহিনি, টহল, ডেরা, তাঞ্জাম, ধাক্কা, ছিটকানি (খিল বা হুড়কো অর্থে), চারা (পশু বা মাছের খাদ্য), চিকনাই, খানা (খাদ্য অর্থে), ঠান্ডা, হল্লা, চিড়িতন, জরু, তাগড়া, ঝাড়ু, জঞ্জাল, চাচা, চাচি, নানা, নানি ইত্যাদি।

ছন্দে ছন্দে হিন্দি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

- জরু মিঠাই খেয়ে কমলা রঙের জামা পরলে তাকে তাগড়া দেখাচ্ছিল। এমন সময় সমেলি তাকে ডেরা করে ছিটকানি দিয়ে মার দেয়। টহল পুলিশ বার্তা পেয়ে জলদি ধরতে এলে তাদের ধাপ্পাবাজ ভেবে ঝাড়ু হাতে তুলে দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করালো।

- **তুর্কি** : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, কুর্নিশ, কুলি (মুটে, শ্রমিক অর্থে), খোকা, বাবুর্চি, বাহাদুর, লাশ (মরাদেহ অর্থে), মোগল, সওগাত, বাবা ইত্যাদি।

ছন্দে ছন্দে তুর্কি শব্দ মনে রাখার কৌশল :

- মোগল খান বাহাদুরের লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক উর্দি পরা কোঁতকা দারোগা কঞ্চি হাতে লাশ তালাশ করছিল। তালাশ করে সে খুঁজে পেল চাকু, কাঁচি, যা চকমক ঝকমক করছে। চিক এর আড়ালে বাবুর্চি খাঁ সাহেবের খোকার জন্য কোর্মা রান্না করছিল। বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আপনি আমার বাবা সওগাত আমি কিছুই জানি না। এখানে বাস করে চাকর, কুলিরা। আপনি তোপ দেন, তারা কাবু হয়ে সব বলে দিবে।
- **জাপানি শব্দ** : হারাকিরি, রিক্সা, জুডো, ক্যারাটে, সুনামি, সুশি ইত্যাদি।

*[বি.দ্র. : ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি ও জাপানি শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির **মুখস্থপাঠ** বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]*

অন্যান্য বিদেশি শব্দ

- **চীনা শব্দ** : চা, লিচু, সাম্পান ইত্যাদি।
- **ওলন্দাজ** : টেক্কা, রুইতন, হরতন, তুরুপ, ইস্কাপন।
- **বর্মি শব্দ** : ফুঙ্গি, লাঙ্গি, প্যাগোডা, চঙ্ (মঠ) ইত্যাদি।
- **সাঁওতালি** : কামড়, কাঙাল, ঢিলা, হাঁড়িয়া, গোর্দ।
- **ইতালীয়** : ক্যাসিনো, পিৎজা, সোপ্রানো, মাফিয়া।
- **গুজরাটি** : খদ্দর, হরতাল, খাদি, গরবা।
- **স্পেনিশ** : এল নিনিও, কুইনাইন, ডেঙ্গু।
- **মৈথিলি** : মুঝ, তুম, পহুঁ, ভেল।
- **কোল** : বোঙ্গা।
- **তামিল** : চুরুট।
- **পাঞ্জাবি** : শিখ, খালসা, গুরুদুয়ার, গুরুমুখি, চাহিদা।
- **জার্মান** : নাৎসি, কিন্ডারগার্টেন।
- **নিউজিল্যান্ডের মাওরি** : ক্যাঙ্গারু।
- **দক্ষিণ আফ্রিকান** : জিরাফ, জেব্রা।
- **এস্কিমো** : ইগলু, কায়াক।
- **সিংহলি** : সিডর, বেরিবেরি।
- **গ্রিক শব্দ** : দাম, সুড়ঙ্গ, কেরোসিন, ফটোগ্রাফ।
- **রুশ** : কমরেড, ভোদকা
- **মালয়** : কিরিচ, কাকাতুয়া।

সূত্র : বাংলা একাডেমি : প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ

*[*** বি.দ্র. : অন্যান্য বিদেশি শব্দের বিস্তারিত আলোচনার জন্য জয়কলির **মুখস্থপাঠ** বইয়ের শব্দের শ্রেণিবিভাগ অধ্যায়টি দেখো।]*

মিশ্র শব্দ

- **মিশ্র শব্দ** : দেশি ও বিদেশি অথবা দুটো ভিন্ন জাতীয় ভাষার শব্দ একত্র হয়ে যে শব্দ গঠন করে তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন :

খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি + তৎসম) | হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম) | হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি)
ফুলদানি (বাংলা + ফারসি) | রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি) | পকেট-মার (ইংরেজি + বাংলা)
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি + ফারসি) | হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি) | কালি-কলম (সংস্কৃত + আরবি)

এরকম : চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরবি); বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'চৌহদ্দি' (বাংলা + ফারসি)। অংশীদার (তৎসম + ফারসি), আইনকানুন (ফারসি + আরবি), আইনজীবী (ফারসি + তৎসম), আড্ডাবাজ (হিন্দি + ফারসি), আদমশুমারি (আরবি + ফারসি), আবহাওয়া (ফারসি + আরবি), কটকবালা (বাংলা + আরবি), কাতারবন্দি (আরবি + ফারসি), কাবুলিওয়ালা (ফারসি + হিন্দি), কিস্তিটুপি (ফারসি + হিন্দি), কুচকাওয়াজ (ফারসি +আরবি), গরমকাল (ফারসি + তৎসম), গুরুগিরি (তৎসম + ফারসি), চাবিকাঠি (পর্তুগিজ + বাংলা), জলসাঘর (আরবি + বাংলা), জেলাশহর (আরবি + ফারসি), ঝড়তুফান (দেশি + আরবি), ডাকটিকিট (হিন্দি + ইংরেজি), ডাকপিওন (হিন্দি + পর্তুগিজ), ডেপুটিগিরি (ইংরেজি + ফারসি), নিমকহারাম (ফারসি + আরবি), ফুলমোজা (ইংরেজি + ফারসি), বেআমল (ফারসি + ইংরেজি), বেটাইম (ফারসি + ইংরেজি), বোমাবাজ (পর্তুগিজ + ফারসি), মাস্টারমশাই (ইংরেজি + তৎসম), রাজাউজির (তৎসম + আরবি), শাকসবজি (তৎসম + ফারসি), শ্রমিক-মালিক (তৎসম + আরবি), সোনার হরিণ (বাংলা + তৎসম), হিন্দুসমাজ (ফারসি + তৎসম)।

শব্দের উৎসগত যত মতভেদ

শব্দ	নতুন ব্যাকরণ	পুরাতন ব্যাকরণ	আধুনিক বাংলা অভিধান	বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ'
জঙ্গল	–	–	তৎসম	ফারসি
কুলা	দেশি	দেশি	তদ্ভব	–
গম্ভ	–	দেশি	ফারসি	–
চোঙ্গা	–	দেশি	হিন্দি	–
ঢেঁকি	দেশি	দেশি	হিন্দি	–
তারিখ	ফারসি	ফারসি	আরবি	–
বেগম	–	ফারসি	তুর্কি	তুর্কি
দারোগা	তুর্কি	তুর্কি	ফারসি	–
আতা	–	–	তদ্ভব	–

শব্দ	নতুন ব্যাকরণ	পুরাতন ব্যাকরণ	আধুনিক বাংলা অভিধান	বাংলা একাডেমি 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'
চকোলেট	–	–	ফরাসি	মেক্সিকোর স্পেনীয়
চাহিদা	–	পাঞ্জাবি	বাংলা	–
সুড়ঙ্গ	–	–	তদ্ভব	গ্রিক
শিখ	–	পাঞ্জাবি	তদ্ভব	–
টেক্কা	ওলন্দাজ	ওলন্দাজ	দেশি	–
তুরুপ	ওলন্দাজ	ওলন্দাজ	পর্তুগিজ	–
লুঙ্গি	–	বর্মি	ফারসি	বর্মি
কার্তুজ	ফরাসি	ফরাসি	পর্তুগিজ	ফরাসি
চিনি	–	চীনা	তদ্ভব	–

CamScanner

গঠনগত শ্রেণিবিভাগ

০১. গঠনগত শ্রেণিবিভাগ : গঠনগত দিক থেকে শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত। যথা : ক. মৌলিক শব্দ খ. সাধিত শব্দ।

ক. মৌলিক শব্দ : যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই হচ্ছে ভাষার মূল উপকরণ। যেমন : কলম, গাছ, গোলাপ, চুল, তিন, নাক, পা, পাখি, ফুল, বক, বই, মা, মুখ, লাল, হাত।

খ. সাধিত শব্দ : যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। সাধারণত একাধিক শব্দের সমাস হয়ে কিংবা প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ হয়ে সাধিত শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। যেমন : চাঁদমুখ (চাঁদের মতো মুখ), নীলাকাশ (নীল যে আকাশ), ডুবুরি (ডুব + উরি), চলন্ত (চল + অন্ত), প্রশাসন (প্র + শাসন), গরমিল (গর + মিল)। **এরকম :** কলমি, গোলাপি, পরিচালক, ফুলেল, সম্পাদকীয়, সংসদ সদস্য, ফিসফিস, ধুমাধুম, সরস্বতী, পঞ্চানন, হাতা।

অর্থগত শ্রেণিবিভাগ

০২. অর্থগত শ্রেণিবিভাগ : অর্থগতভাবে শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত।
ক. যৌগিক শব্দ খ. রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও গ. যোগরূঢ় শব্দ

ক. যৌগিক শব্দ : যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই রকম, সেগুলোকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন :

মিতালি	= মিতা + আলি	– অর্থ : মিতার ভাব বা বন্ধুত্ব।
গায়ক	= গৈ + নক (অক)	– অর্থ : গান করে যে।
কর্তব্য	= √কৃ + তব্য	– অর্থ : যা করা উচিত।
বাবুয়ানা	= বাবু + আনা	– অর্থ : বাবুর ভাব।
পাঠক	= √পঠ্ + অক (<ণক)	– অর্থ : পাঠ করে যে।
মধুর	= মধু + র	– অর্থ : মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।
পাগলামি	= পাগল + আমি	– অর্থ : পাগলের ভাব।
দৌহিত্র	= দুহিতা + ষ্ণ্য	– অর্থ : কন্যার পুত্র, নাতি।
চিকামারা	= চিকা + মারা	– অর্থ : দেওয়ালে লিখন।
রাঁধুনি	= √রাঁধ + উনি	– অর্থ : যে রাঁধে বা রান্না করে।

এরকম : গুণবান, গোলাপি, চালক, নায়ক, নয়ন, পক্ষী, পিতৃহীন, শয়ন, বাঁদরামি, ভাড়াটে, মেয়েলি, সুখদ।

☞ **ছন্দে ছন্দে যৌগিক শব্দ মনে রাখার কৌশল :**
পিতৃহীন মিতালি চিকামারাতে গিয়ে কর্তব্য পালন না করে বাবুয়ানা ভাব দেখিয়ে দৌহিত্রকে পাঠান। তারপর সে এক গায়কের মধুর কণ্ঠের গান শুনে পাগলামি করে।

খ. রূঢ়ি শব্দ : যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলে। যেমন : হস্তী (হস্ত + ইন) অর্থ : হস্ত আছে যার, কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুকে বোঝায়। গবেষণা (গো + এষণা) অর্থ : গরু খোঁজা। বর্তমান অর্থ ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা।

☞ **এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ :**

- ❖ **বাঁশি–** বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়।
- ❖ **তৈল–** শুধু তিলজাত স্নেহ পদার্থ নয়, শব্দটি যে কোনো উদ্ভিজ্জ পদার্থজাত স্নেহ পদার্থকে বোঝায়। যেমন : বাদাম-তেল।
- ❖ **প্রবীণ–** শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- ❖ **সন্দেশ–** শব্দটির প্রত্যয়গত অর্থ 'সংবাদ'। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে 'মিষ্টান্ন বিশেষ'।
- ❖ **কুশল–** (কুশ + √লা + অ) শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থ যজ্ঞের জন্য কুশ আহরণ করে যে। কিন্তু লোকপ্রচলিত অর্থ নিপুণ, দক্ষ বা মঙ্গল।
- ❖ **অতিথি–** শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যার কোনো তিথি নেই'। কিন্তু প্রচলিত অর্থ মেহমান।

এরকম : অর্ধাঙ্গিনী, অন্ন, কদর্য, কারচুপি, গবাক্ষ, জ্যাঠামি, ঝি, থ, বৎস, দুহিতা, পলাশ, পাঞ্জাবি, ফলাহার, মন্দির, মাংস, রাখাল, শুশ্রূষা, শ্বশুর, স্বতন্ত্র, স্নাতক, হরিণ।

☞ **ছন্দে ছন্দে রূঢ়/রূঢ়ি শব্দ মনে রাখার কৌশল :**
একদা এক প্রবীণ গবেষণা ছেড়ে তেলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে পাঞ্জাবি পরে হস্তীর পিঠে চড়ে বাঁশি বাজাতে লাগলেন।

গ. যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন যে সকল শব্দ সম্পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাদের যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন :

- ❖ **পঙ্কজ–** পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)। শৈবাল, শালুক, পদ্মফুল প্রভৃতি নানাবিধ উদ্ভিদ পঙ্কে জন্মে থাকে। কিন্তু 'পঙ্কজ' শব্দটি কেবল 'পদ্মফুল' অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তাই 'পঙ্কজ' একটি যোগরূঢ় শব্দ।
- ❖ **রাজপুত–** 'রাজার পুত্র' অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে অর্থ হয়েছে 'জাতিবিশেষ'।
- ❖ **মহাযাত্রা–** মহাসমারোহে যাত্রা অর্থ পরিত্যাগ করে যোগরূঢ় শব্দ হিসেবে 'মহাযাত্রা' শব্দটি কেবল 'মৃত্যু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ❖ **জলধি–** 'জল ধারণ করে এমন' অর্থ পরিত্যাগ করে কেবল 'সমুদ্র' অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

এরকম : অচল, অসুখ, আদিত্য, উদ্ভিদ, গোঁফখেজুরে, জলদ, তুরঙ্গম, দশানন, পরিবার, বলদ, বহুব্রীহি, বেতার, সরোজ, সুহৃৎ।

☞ **ছন্দে ছন্দে যোগরূঢ় শব্দ মনে রাখার কৌশল :**
রাজপুত পঙ্কজ সরোজকে জানিয়ে দিলেন যে তিনি অন্ন ধ্বংস না করে বলদ নিয়ে জলধির দিকে মহাযাত্রা করবেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'গ্যারেজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ⓚ ফরাসি ⓚ ফারসি ⓖ স্প্যানিশ ⓖ পর্তুগিজ উ: ক

০২. 'চৌহদ্দি' শব্দদ্বৈতটি যে যে ভাষার শব্দের মিলনে তৈরি– [চারুকলা : ২৩-২৪; বশেমুরবিপ্রবি E ১৬-১৭]
ক) আরবি-ফারসি খ) ফারসি-আরবি গ) ফরাসি-আরবি ঘ) আরবি-ফরাসি উ: খ

Note : 'চৌহদ্দি' (ফারসি + আরবি) [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ : নবম-দশম শ্রেণি]। 'চৌহদ্দি' (বাংলা + ফারসি) [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]।

০৩. 'জাঁদরেল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [খ ২২-২৩]
ক) ফারসি খ) তুর্কি গ) পর্তুগিজ ঘ) ইংরেজি উ: ঘ

০৪. কোনটি দেশি শব্দ নয়? [ক ২২-২৩]
ক) ঢেঁকি খ) ঘুড়ি গ) গরিব ঘ) ডিঙি উ: গ

০৫. 'ইতিমধ্যে আরদালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' 'অপরিচিতা' গল্পের এই বাক্যে বিদেশি শব্দের সংখ্যা– [ক ২১-২২]
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ উ: খ

০৬. 'আদম-শুমারি' শব্দের উৎস- [ক ২১-২২]
ক) আরবি-ফারসি খ) ফারসি-তুর্কি গ) আরবি-হিন্দি ঘ) আরবি-বাংলা উ: ক

০৭. 'নগদ' কোন ভাষার শব্দ? [গ ২১-২২, জাবি E ১৯-২০]
ক) ফরাসি খ) আরবি গ) ওলন্দাজ ঘ) হিন্দি উ: খ

০৮. কোনটি মিশ্র শব্দের দৃষ্টান্ত? [ঘ ২১-২২]
ক) অংশীদার খ) অংশুমালী গ) অংশুমান ঘ) অংশভাগী উ: ক

০৯. 'জাদু' শব্দটি যে-ভাষা থেকে এসেছে– [E ২১-২২, গ ১৯-২০; রাবি A ১৮-১৯]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) উর্দু ঘ) বাংলা উ: খ

১০. 'আজব' শব্দটি কোন বিদেশি শব্দ? [ক ১৯-২০]
ক) আরবি খ) ফরাসি গ) হিন্দি ঘ) উর্দু উ: ক

১১. 'ডেঙ্গু' শব্দের উৎস ভাষা– [ঘ ১৯-২০]
ক) ইংরেজি খ) গুজরাটি গ) তামিল ঘ) স্প্যানিশ উ: ঘ

১২. অর্থগত দিক থেকে 'হরিণ' কোন শ্রেণির শব্দ? [গ ১৯-২০; বেরোবি A ১৩-১৪]
ক) মৌলিক খ) যৌগিক গ) রূঢ়ি ঘ) যোগরূঢ় উ: গ

১৩. নিচের শব্দগুলোর মধ্যে কোনটি রূঢ়ি শব্দ? [ক ১৮-১৯; বেরোবি A ১৩-১৪]
ক) হরিণ খ) জলদ গ) উজান ঘ) মাননীয় উ: ক

CamScanner

[illegible] শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে– [খ ১৮-১৯]
ক) [illegible] খ) ফারসি গ) তুর্কি ঘ) সংস্কৃত উ: (খ)

[illegible] কোন ভাষার শব্দ? [গ ১৭-১৮; চবি গ ১৩-১৪, খ ০৩-০৪]
ক) [illegible] খ) ফারসি গ) হিন্দি ঘ) আরবি উ: (খ)

'তামাকু' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [খ ১৭-১৮]
ক) [illegible] খ) ফারসি গ) পর্তুগিজ ঘ) স্প্যানিশ

Note: 'তামাকু' (তামাক) দেশি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান] বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুসারে 'সাবান' পর্তুগিজ ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

[illegible] কীরূপ শব্দ? [খ ০০-০১]
ক) [illegible] খ) বিদেশি গ) সংস্কৃত ঘ) মিশ্র উ: (ঘ)

[illegible] কোন ভাষার শব্দ? [ক ০০-০১, খ ০৪-০৫]
ক) পর্তুগিজ খ) ইংরেজি গ) ফরাসি ঘ) ওলন্দাজ উ: (ক)

'সাবান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [ক ০০-০১; ক ১০-১১]
ক) [illegible] খ) ইংরেজি গ) ফরাসি ঘ) পর্তুগিজ

Note: 'সাবান' আরবি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

[illegible] শব্দ কোনটি? [খ ০১-০২; কুবি B ১৬-১৭]
ক) [illegible] খ) ছুটি গ) কাব্য ঘ) দ্বীপ উ: (ক)

[illegible] শব্দ দিয়ে কী বোঝানো হয়? [খ ০১-০২]
ক) সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন খ) তদ্ভব থেকে উৎপন্ন গ) পাহাড় সমান ঘ) দেশি শব্দ উ: (ক)

[illegible] শব্দের তৎসম রূপ– [খ ০২-০৩]
ক) [illegible] খ) কর্জ্জ গ) কর্ম ঘ) করণীয় উ: (গ)

[illegible] শব্দটি কোন ভাষার? [ক ০২-০৩]
ক) ইংরেজি খ) ফরাসি গ) ওলন্দাজ ঘ) পর্তুগিজ উ: (ঘ)

কোনটি তদ্ভব শব্দ? [ক ০২-০৩]
ক) [illegible] খ) মহিষ গ) হাতি ঘ) হরিণ উ: (গ)

[illegible] কোন ভাষার শব্দ? [ঙ ০৩-০৪]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) হিন্দি ঘ) তুর্কি উ: (ক)

[illegible] শব্দ কোনটি? [ঘ ০৩-০৪]
ক) [illegible] খ) চাবি গ) কুটুম্ব ঘ) খড় উ: (ঘ)

[illegible] শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে? [খ ০৩-০৪]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) পর্তুগিজ ঘ) সংস্কৃত উ: (ক)

[illegible] শব্দটি কোন দুইয়ের যোগফল? [ঘ ০৪-০৫]
ক) তৎসম + ফারসি খ) ফারসি + তৎসম
গ) তদ্ভব + তৎসম ঘ) তৎসম + আরবি উ: (খ)

[illegible] উত্তরী অলে মাঘের সন্ন্যাসী ... গিয়াছে চলিয়া ...' এখানে 'উত্তরী' কোন শব্দ? [গ ০৪-০৫]
ক) তৎসম খ) অর্ধ-তৎসম গ) তদ্ভব ঘ) দেশি উ: (ক)

কোন শব্দটি সংস্কৃত-ফারসির মিশ্রণ? [ঘ ০৫-০৬]
ক) [illegible] খ) হাসিঠাট্টা গ) হাসিতামাশা ঘ) হাসিখুশি উ: (ঘ)

'[illegible] রাতের শ্রান্ত সফর শেষে/কোন দরিয়ার কালো দিগন্তে আমরা পড়েছি এসে।' এখানে 'দরিয়া' শব্দটি– [গ ০৫-০৬]
ক) দেশি খ) বিদেশি গ) তদ্ভব ঘ) অর্ধ-তৎসম উ: (খ)

[illegible] শব্দটির উৎস ভাষা– [খ ০৫-০৬]
ক) আরবি খ) সংস্কৃত গ) তুর্কি ঘ) পর্তুগিজ উ: (খ)

অর্ধ-তৎসম শব্দ কোনটি? [ক ০৫-০৬]
ক) [illegible] খ) হাসপাতাল গ) রতন ঘ) ষাঁড় উ: (গ)

কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ? [গ ০৫-০৬]
ক) [illegible] খ) হাত গ) চর্মকার ঘ) গিন্নি উ: (খ)

'[illegible]' ও '[illegible]' শব্দ দুটো– [ঘ ০৬-০৭]
ক) তুর্কি খ) হিন্দি গ) ফারসি ঘ) আরবি উ: (ঘ)

[illegible] শব্দটি [ঘ ০৭-০৮; রাবি ঙ ১০-১১]
ক) তামিল খ) তেলেগু গ) সিংহলি ঘ) মালয় উ: (গ)

দেশি শব্দ নয়– [খ ০৭-০৮; জাবি E ১৬-১৭]
ক) [illegible] খ) ফিঙা গ) মুড়কি ঘ) মাছি উ: (ঘ)

[illegible] 'তুরঙ্গম' কোন ধরনের শব্দ? [খ ০৭-০৮]
ক) যোগরূঢ় খ) রূঢ় গ) যৌগিক ঘ) অর্থহীন উ: (ক)

কোনটি সংকর শব্দ? [খ ০৭-০৮]
ক) [illegible] খ) কালিকলম গ) সন্ধ্যাপ্রদীপ ঘ) আদব-কায়দা উ: (খ)

কোনটি দেশি শব্দ নয়? [ক ০৭-০৮]
ক) কুলি খ) ঢেঁকি গ) চিড়া ঘ) মই

Note: 'কুলি' ভার বহনকারী পেশা বা মুটে-মজুর অর্থে তুর্কি শব্দ। কুলি করা অর্থে কুলি দেশি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

৪১. 'সন্দেশ' অর্থগত দিক দিয়ে কোন শ্রেণির শব্দ? [ক ০৭-০৮; বশেমুরবিপ্রবি D ১৬-১৭]
ক) মৌলিক শব্দ খ) যৌগিক শব্দ গ) রূঢ়ি শব্দ ঘ) যোগরূঢ় উ: (গ)

৪২. 'খানসামা রেস্তোরাঁয় টাইমলি হাজির' এ বাক্যটিতে আছে যথাক্রমে– [০৮-০৯]
ক) ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি ও আরবি শব্দ খ) আরবি, ফরাসি, ইংরেজি ও ফারসি শব্দ
গ) আরবি, ইংরেজি, ফরাসি ও ফারসি শব্দ ঘ) ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি ও আরবি শব্দ উ: (ক)

৪৩. আরবি ভাষা থেকে আগত শব্দ– [ক ০৯-১০]
ক) আলমারি খ) আলোকন গ) আলপিন ঘ) আলামত উ: (ঘ)

৪৪. 'কবর' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [গ ১০-১১]
ক) সংস্কৃত খ) পালি গ) ফারসি ঘ) আরবি উ: (ঘ)

৪৫. মৌলিক শব্দ কোনটি? [গ ১০-১১]
ক) দেশান্তর খ) গায়ে হলুদ গ) নাক ঘ) বাড়ি

Note: যে শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন: নাক, বাড়ি।

৪৬. 'পাকা' শব্দের তৎসম রূপ কোনটি? [খ ৯৬-৯৭]
ক) পক্ব খ) পক্ক গ) পক্ষ ঘ) পদ্ম উ: (ক)

৪৭. 'আইলা' ও 'কিরিচ' কোন ভাষার শব্দ? [ঘ ১২-১৩; জবি ঘ ১৭-১৮]
ক) মেক্সিকান খ) মালয় গ) ফরাসি ঘ) ইতালীয় উ: (খ)

৪৮. 'চোগা' শব্দটি কোন উৎস থেকে আগত? [খ ১৩-১৪]
ক) তুর্কি খ) ফারসি গ) আরবি ঘ) হিন্দি উ: (ক)

৪৯. 'আয়না' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [গ ১৬-১৭]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) ফরাসি ঘ) হিন্দ উ: (খ)

৫০. 'বুরুশ' শব্দটি কোন ভাষার প্রভাবে তৈরি? [ঘ-১৩-১৪]
ক) ফারসি খ) চিনা গ) ইংরেজি ঘ) ফরাসি উ: (গ)

৫১. 'বেচারা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [ক ১৪-১৫]
ক) ফারসি খ) ফরাসি গ) আরবি ঘ) হিন্দি উ: (ক)

৫২. 'কামরা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [খ ১৪-১৫]
ক) পর্তুগিজ খ) ফারসি গ) আরবি ঘ) সংস্কৃত উ: (ক)

৫৩. কোনটি খাঁটি বাংলা শব্দ? [গ ১৪-১৫]
ক) গিন্নি খ) দোকান গ) চর্মকার ঘ) বাতাসা উ: (ঘ)

৫৪. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [ক-১৫-১৬]
ক) সন্দেশ খ) লাবণ্য গ) শাখামৃগ ঘ) জলীয় উ: (গ)

৫৫. দ্রাখমে > দ্রম্য > দাম শব্দটির বিবর্তন হলো যেভাবে– [ঘ-১৫-১৬]
ক) প্রাচীন পারসিক থেকে বাংলা খ) প্রাচীন দ্রাবিড় থেকে বাংলা
গ) প্রাচীন গ্রিক থেকে বাংলা ঘ) প্রাচীন অস্ট্রিক থেকে বাংলা উ: (গ)

৫৬. 'চাবি' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [গ-১৫-১৬; চবি খ ০৫-০৬, C1 ১২-১৩]
ক) আরবি খ) ফারসি গ) পর্তুগিজ ঘ) তামিল উ: (গ)

৫৭. নিচের কোন গুচ্ছ অর্ধ-তৎসম শব্দ? [ক ১৬-১৭]
ক) ভক্তি, ধুলো খ) ঘাম, শপথ গ) রোদ, জনম ঘ) নদী, লবণ উ: (গ)

৫৮. নিচের কোনটি দেশি শব্দ? [ক ১৬-১৭]
ক) ফুফা খ) হিল্লে গ) বিবি ঘ) কানুন উ: (ক)

৫৯. 'হিন্দি' শব্দটি মূলত কোন ভাষা থেকে গৃহীত? [খ ১৬-১৭; ঘ ১৩-১৪]
ক) ফারসি খ) সংস্কৃত গ) হিন্দি ঘ) প্রাকৃত উ: (ক)

৬০. মৌলিক শব্দ কোনটি? [ঘ ৯৬-৯৭]
ক) মা খ) পবন গ) ভাবুক ঘ) বিহার উ: (ক)

৬১. 'সাঁওতাল' কোন ধরনের শব্দ? [ক ৯৯-০০; খ ০১-০২]
ক) তৎসম খ) তদ্ভব গ) দেশি ঘ) মুণ্ডারি

Note: 'সাঁওতাল' হিন্দি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ফারসি থেকে আগত শব্দ– [খ ০৫-০৬]
ক) ঠান্ডা খ) বরফ গ) শীত ঘ) হিম উ: (খ)

০২. 'কেচ্ছা' কোন ভাষার শব্দ? [ঘ ০৬-০৭]
ক) গুজরাটি খ) আরবি গ) দেশি ঘ) তুর্কি উ: (খ)

০৩. সাধিত শব্দ নয়– [ঘ ০৯-১০]
ক) দায়িত্ব খ) দয়ালু গ) রাজপুত্র ঘ) সমাধি উ: (ঘ)

০৪. 'এল নিনিও' শব্দটি– [খ ০৯-১০]
ক) পর্তুগিজ খ) স্প্যানিশ গ) জার্মানি ঘ) সুইডিশ উ: (খ)

০৫. বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দগুলি এসেছে কোন ভাষা থেকে? [ক ০৯-১০]
ক) সংস্কৃত খ) পালি গ) আরবি ঘ) ফরাসি উ: (ক)

০৬. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ নয়? [ঘ ১০-১১]
ক) তৈল খ) জলধি গ) পঙ্কজ ঘ) সরোজ উ: (ক)

CamScanner

০৭. **কোনটি তদ্ভব শব্দ নয়?** [খ ১০-১১; C ১৩-১৪]
ⓚ ছাতা ⓚ বোন ⓖ নদী ⓖ রাখাল — উ: (গ)

০৮. **কোনটি সংকর শব্দ?** [খ ১১-১২]
ⓚ সাংবাদিক ⓚ ফুলদানি ⓖ সংক্রমণ ⓖ তৃণক্ষেত্র — উ: (খ)

০৯. **'অজুহাত' শব্দটি মূল কোন ভাষার?** [খ ১১-১২]
ⓚ আরবি ⓚ উর্দু ⓖ ফারসি ⓖ দেশি — উ: (ক)

১০. **কোনটি যোগরূঢ় শব্দ?** [খ ১১-১২; রাবি F ১৬-১৭; চবি ক ০৩-০৪]
ⓚ বাঁশি ⓚ পাঞ্জাবি ⓖ বাবুয়ানা ⓖ পঙ্কজ — উ: (ঘ)

১১. **'রাজপুত' কোন ধরনের শব্দ?** [খ ১৩-১৪]
ⓚ যৌগিক শব্দ ⓚ রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ⓖ যোগরূঢ় শব্দ ⓖ কোনোটিই নয় — উ: (গ)

১২. **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত '—' শব্দ বিদেশি শব্দ নয়। শূন্যস্থানে কী বসবে?** [খ ১৪-১৫]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ উর্দু ⓖ সংস্কৃত — উ: (ঘ)

১৩. **কোনটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?** [খ ১৪-১৫]
ⓚ জলধি ⓚ পাঞ্জাবি ⓖ নিন্দুক ⓖ বাঁশি — উ: (গ)

১৪. **'ময়নাতদন্ত' শব্দের 'ময়না' কোন ভাষার শব্দ?** [চ ১৬-১৭]
ⓚ খাঁটি বাংলা ⓚ সংস্কৃত ⓖ আরবি ⓖ ফারসি — উ: (গ)

১৫. **'মেয়াদ' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?** [ঘ ১৭-১৮]
ⓚ সংস্কৃত ⓚ ফারসি ⓖ তুর্কি ⓖ আরবি — উ: (ঘ)

১৬. **কোনটি অর্ধতৎসম শব্দ?** [খ-১৫-১৬]
ⓚ বচ্ছর ⓚ কুৎসিত ⓖ মিথ্যা ⓖ প্রত্যয় — উ: (ক)

১৭. **'ফোয়ারা' শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে–** [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ ফারসি থেকে ⓚ আরবি থেকে ⓖ তুর্কি থেকে ⓖ হিন্দি থেকে — উ: (খ)

১৮. **'জলধি' কী ধরনের শব্দ?** [খ ১৬-১৭; ববি গ ১৪-১৫; ইবি ০৯-১৯]
ⓚ যোগরূঢ় ⓚ রূঢ়ি ⓖ যৌগিক ⓖ প্রতিশব্দ — উ: (ক)

১৯. **'চিড়িয়াখানা' শব্দটির উৎস ভাষা–** [খ ১৬-১৭]
ⓚ হিন্দি ⓚ ফারসি ⓖ হিন্দি ও ফারসি ⓖ তুর্কি ও হিন্দি — উ: (গ)

২০. **'রুমাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে?** [গ ১৬-১৭]
ⓚ ফারসি ⓚ আরবি ⓖ পর্তুগিজ ⓖ হিন্দি — উ: (ক)

২১. **তুর্কি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে কোন শব্দটি?** [গ ১৬-১৭; শাবিপ্রবি ক ১০-১১]
ⓚ পোলাও ⓚ বিরিয়ানি ⓖ কোর্মা ⓖ জর্দা — উ: (গ)

২২. **'ডিঙি' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?** [গ ১৬-১৭]
ⓚ আরবি ⓚ তুর্কি ⓖ দেশি ⓖ কোনোটিই নয় — উ: (গ)

২৩. **'নক্ষত্র' কী ধরনের শব্দ?** [ঘ ১৭-১৮]
ⓚ তৎসম ⓚ বিদেশি ⓖ তদ্ভব ⓖ দেশি — উ: (ক)

২৪. **নিচের কোনটি ফারসি শব্দ?** [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ সিপাহি ⓚ গোলমাল ⓖ গুলি ⓖ খবর — উ: (ক)

২৫. **'তেজারত' শব্দটি–** [গ ০৫-০৬; জাককানইবি D ১৭-১৮]
ⓚ আরবি ⓚ তুর্কি ⓖ পর্তুগিজ ⓖ হিন্দি — উ: (ক)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. **কোনটি শব্দের উৎসমূলক শ্রেণিবিভাগ?** [E : ২৩-২৪]
ⓚ মৌলিক ⓚ তদ্ভব ⓖ রূঢ়ি ⓖ যৌগিক — উ: (খ)

০২. **কোনটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ?** [E : ২৩-২৪; রাবি-A : ১৮-১৯]
ⓚ পাঞ্জাবি ⓚ জলধি ⓖ তৈল ⓖ বাবুয়ানা — উ: (ঘ)

০৩. **'কুশল' একটি — শব্দ** [B : ২৩-২৪]
ⓚ রূঢ় ⓚ যোগরূঢ় ⓖ যৌগিক ⓖ কোনোটিই নয় — উ: (ক)

০৪. **বাংলা ভাষায় শব্দের শ্রেণিবিভাগ কত প্রকার?** [E : ২৩-২৪; জ : ১১-১২; ঢাবি ৭ কলেজ-বিজ্ঞান : ২২-২৩]
ⓚ ২ প্রকার ⓚ ৩ প্রকার ⓖ ৪ প্রকার ⓖ ৫ প্রকার — উ: (খ)

০৫. **'তুরুপ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?** [B : ২১-২২, ইবি ১৩-১৪]
ⓚ আরবি ⓚ ওলন্দাজ ⓖ ফরাসি ⓖ পর্তুগিজ — উ: (খ)

Note : 'তুরুপ'– পর্তুগিজ শব্দ [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান] উল্লেখ্য, নবম-দশম শ্রেণির (নতুন + পুরাতন) ব্যাকরণ বইয়ে 'তুরুপ' ওলন্দাজ শব্দ।

০৬. **'বরফ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?** [B : ২১-২২]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ তুর্কি ⓖ পর্তুগিজ — উ: (খ)

০৭. **'খরগোশ' শব্দটি একটি–** [B : ২১-২২]
ⓚ গুজরাটি শব্দ ⓚ ফারসি শব্দ ⓖ পর্তুগিজ শব্দ ⓖ তুর্কি শব্দ — উ: (খ)

০৮. **'জোছনা' কোন ধরনের শব্দ?** [B : ২১-২২]
ⓚ তৎসম ⓚ অর্ধ-তৎসম ⓖ যৌগিক ⓖ দেশি — উ: (খ)

০৯. **মৌলিক শব্দ কোনটি?** [C : ২১-২২]
ⓚ ওলকপি ⓚ সামাজিক ⓖ বই ⓖ পরিচালক — উ: (গ)

১০. **মৌলিক শব্দ নয় কোনটি?** [C : ২১-২২]
ⓚ কলম ⓚ ফুল ⓖ গাছ ⓖ দরদি — উ: (ঘ)

১১. **'নারী' কোন শ্রেণির শব্দ?** [C : ২১-২২]
ⓚ দেশি ⓚ তদ্ভব ⓖ তৎসম ⓖ অর্ধ-তৎসম — উ: (গ)

১২. **'কলম' শব্দের উৎস ভাষা–** [C : ২১-২২]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ পর্তুগিজ ⓖ সংস্কৃত — উ: (ক)

১৩. **'তরমুজ' শব্দটির উৎস ভাষা-** [C : ২১-২২]
ⓚ আরবি ⓚ সংস্কৃত ⓖ তুর্কি ⓖ ফারসি — উ: (ঘ)

১৪. **নিচের কোনগুলো ফারসি ভাষার শব্দ?** [১৯-২০]
ⓚ পছন্দ, পলক, পেশা ⓚ মজুর, মজবুত, মজলিস
ⓖ গরিব, গোয়েন্দা, গোলাপ ⓖ সবুজ, সেরা, সিন্দুক — উ: (ক)

১৫. **'চুলা' মূলত দেশি শব্দ, কোন ভাষা থেকে এসেছে?** [I ১৯-২০]
ⓚ কোল ভাষা ⓚ তামিল ভাষা ⓖ মুণ্ডারী ভাষা ⓖ তেলেগু ভাষা — উ: (গ)

১৬. **'সাবান, ফিতা, চাবি' কোন ভাষা থেকে আগত?** [I ১৯-২০]
ⓚ পর্তুগিজ ⓚ ওলন্দাজ ⓖ জাপানি ⓖ চিনা — উ: (ক)

Note : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে, 'সাবান' আরবি শব্দ।

১৭. **'উজবুক' কোন ভাষার শব্দ?** [E ১৯-২০; জাবি E ১৮-১৯]
ⓚ আরবি ⓚ পর্তুগিজ ⓖ ফারসি ⓖ তুর্কি — উ: (ঘ)

১৮. **'পাদ্রি' কোন ভাষার শব্দ?** [E ১৯-২০]
ⓚ পর্তুগিজ ⓚ ফারসি ⓖ ইংরেজি ⓖ ফরাসি — উ: (ক)

১৯. **নিচের কোনগুলো দেশি শব্দের উদাহরণ?** [C ১৯-২০]
ⓚ ঢেঁকি, ঝিঙ্গা, ঝোল, মুচি ⓚ ঢেঁকি, কুলা, মুচি, গঞ্জ
ⓖ ঢেঁকি, কুলা, গঞ্জ, ঝোল ⓖ ঢেঁকি, মুচি, দাম, ঝিঙ্গা — উ: (গ)

২০. **'সাঁওতাল' শব্দের সংস্কৃত রূপ কোনটি?** [C ১৯-২০]
ⓚ সামন্তপাল ⓚ সাঁওনতাল ⓖ সাঁতাল ⓖ সান্তাল — উ: (ক)

২১. **রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ- রাজউক। এখানে 'রাজউক' কোন শব্দ?** [C ১৯-২০]
ⓚ সংক্ষিপ্ত শব্দ ⓚ মুণ্ডমাল শব্দ ⓖ সংযুক্ত শব্দ ⓖ উদ্ভাবিত শব্দ — উ: (খ)

২২. **উকিল, মোক্তার, মামলা– কোন জাতীয় শব্দ?** [F ১৮-১৯; জবি খ ১৪-১৫]
ⓚ উর্দু ⓚ ফারসি ⓖ আরবি ⓖ হিন্দি — উ: (গ)

২৩. **'দাম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?** [H ১৮-১৯; গ, সেট ৮ : ১১-১২]
ⓚ চীনা ⓚ তুর্কি ⓖ গ্রিক ⓖ জাপানি — উ: (গ)

২৪. **নিচের কোনটি বাংলায় ব্যবহৃত জাপানি ভাষার শব্দ?** [I ১৮-১৯; ঢাবি ক ৯৯-০০]
ⓚ শিমুল ⓚ হাসনাহেনা ⓖ জবা ⓖ চম্পা

Note : 'হাসনুহানা' (জাপানি) > 'হাসনাহেনা' (বাংলা) [সূত্র : বাংলা একাডেমি 'আধুনিক বাংলা অভিধান']

২৫. **নিচের কোনটি বিদেশি শব্দের উদাহরণ?** [B ১৭-১৮]
ⓚ দাম ⓚ কুড়ি ⓖ লাউ ⓖ গঞ্জ — উ: (ক)

২৬. **'আফিম' কোন ধরনের শব্দ?** [B ১৭-১৮; B৬, সেট ১: ১৪-১৫]
ⓚ আরবি ⓚ ইংরেজি ⓖ ফারসি ⓖ তুর্কি — উ: (খ)

Note : পরিবর্তিত উচ্চারণে ইংরেজি শব্দ : অফিস, বাক্স, বোতল, হাসপাতাল। [সূত্র : নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড ব্যাকরণ]। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'আফিম' আরবি শব্দ।

২৭. **নিচের কোনটি আরবি শব্দের উদাহরণ?** [B ১৭-১৮]
ⓚ আসমান ⓚ ছবি ⓖ বেগম ⓖ খানা — উ: (খ)

২৮. **'ধর্ম' শব্দটি–** [আইবিএ ১০-১১; রাবি ০৬-০৭; ইবি গ ১৬-১৭]
ⓚ তৎসম শব্দ ⓚ তদ্ভব শব্দ ⓖ দেশি শব্দ ⓖ বিদেশি শব্দ — উ: (ক)

২৯. **অর্থগত বিবেচনায় বাংলা ভাষার শব্দ কত প্রকার?** [গ, সেট৮ : ১১-১২]
ⓚ দুই ⓚ তিন ⓖ পাঁচ ⓖ চার — উ: (খ)

৩০. **কোনটি 'ফারসি' ভাষার শব্দ?** [গ, সেট৭ : ১১-১২]
ⓚ ডাগর ⓚ পঙ্কজ ⓖ আক্রে ⓖ ফাটক — উ: (গ)

৩১. **'পরাজয়' কী জাতীয় শব্দ?** [F আইন, ১২-১৩]
ⓚ উর্দু ⓚ হিন্দি ⓖ তৎসম ⓖ তদ্ভব — উ: (গ)

৩২. **'পাউরুটি' শব্দটি কোন ভাষা হতে এসেছে?** [F ১৪-১৫; রাবি ০৬-০৭]
ⓚ ফরাসি ⓚ বাংলা ⓖ পর্তুগিজ ⓖ আরবি — উ: (গ)

৩৩. **নিচের কোন শব্দগুচ্ছ খাঁটি বাংলা শব্দ?** [F, সেট-4 : ১৪-১৫]
ⓚ ঘোমটা, তেলাপোকা ⓚ চাকু, চাকর

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

(ক) ...ময়দা, হালুয়া (ঘ) মেথর, জানোয়ার

Note: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে, 'খাটো' হিন্দি শব্দ এবং '...' তত্ভব/খাঁটি বাংলা শব্দ। 'চাকর'- ফারসি এবং 'চাকু' - তুর্কি শব্দ। '...ময়দা, হালুয়া' - ফারসি শব্দ। 'মেথর, জানোয়ার'- ফারসি শব্দ।

...অর্থপূর্ণ শব্দ বিভাজন কোনটি? [C, সেট ১ : ১৪-১৫]
(ক) ...শব্দ (খ) যৌগিক শব্দ (গ) সাধিত শব্দ (ঘ) তদ্ভব শব্দ উ: খ

...খুন, কদর, তুফান কোন দেশি শব্দ? [F, সেট-3 : ১৪-১৫]
(ক) ফারসি (খ) তুর্কি (গ) আরবি (ঘ) পর্তুগিজ উ: গ

...নিচের কোন শব্দগুচ্ছ আরবি ভাষা থেকে আগত নয়? [F, সেট-4 : ১৪-১৫]
(ক) ...বেহেশত, বেহেশত (খ) নগদ, বাকি
(গ) টিকিট, রায় (ঘ) কলম, কেচ্ছা উ: ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

...'...' কোন ভাষা হতে আগত শব্দ? [B : ২৩-২৪]
(ক) ফারসি (খ) তুর্কি (গ) ফারসি (ঘ) হিন্দি উ: ঘ

...'...' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [B : ২৩-২৪; চবি-খ : ১১-১২]
(ক) ফারসি (খ) হিন্দি (গ) উর্দু (ঘ) আরবি উ: ঘ

...'...' কোন শ্রেণির শব্দ? [A : ২৩-২৪]
(ক) যৌগিক শব্দ (খ) যোগরূঢ় শব্দ (গ) রূঢ়ি শব্দ (ঘ) কোনোটিই নয় উ: গ

...'...' কোন শ্রেণির শব্দ? [A : ২৩-২৪]
(ক) যোগরূঢ় শব্দ (খ) যৌগিক শব্দ (গ) রূঢ়ি শব্দ (ঘ) মৌলিক শব্দ উ: ক

...গঠনগত দিক বিবেচনায় শব্দকে কতভাবে ভাগ করা যায়? [A : ২৩-২৪]
(ক) ৩ (খ) ২ (গ) ৪ (ঘ) ৫ উ: খ

...কোনটি যোগরূঢ় শব্দের দৃষ্টান্ত? [A : ২৩-২৪]
(ক) ... (খ) নীলিমা (গ) গোলাপ (ঘ) বিশেষণ উ: ক

...'...' কোন শ্রেণির শব্দ? [A : ২৩-২৪]
(ক) ... (খ) অর্ধ- তৎসম (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি উ: গ

...'লুঙ্গি' কোন শব্দ? [C : ২৩-২৪]
(ক) ... (খ) বার্মিজ (গ) পর্তুগিজ (ঘ) আসামি উ: খ

Note: নবম-দশম শ্রেণির পুরাতন ব্যাকরণ এবং বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ব্যবহারিক ব্যাকরণ অনুযায়ী 'লুঙ্গি' বর্মি শব্দ। কিন্তু বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'লুঙ্গি' ফারসি শব্দ।

...কোনটি তদ্ভব শব্দ নয়? [A ২২-২৩]
(ক) ... (খ) পা (গ) কান (ঘ) পেট উ: ঘ

...'...' কোন প্রকারের শব্দ? [A ২২-২৩]
(ক) যৌগিক (খ) রূঢ় (গ) যোগরূঢ় (ঘ) সাধিত উ: খ

...কোনটি পর্তুগিজ শব্দ? [A : ২১-২২]
(ক) আওয়াজ (খ) লুঙ্গি (গ) টাকা (ঘ) পয়সা

Note: আওয়াজ, লুঙ্গি– ফারসি, টাকা– তদ্ভব, পয়সা– হিন্দি শব্দ [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]

...'...' শব্দটি– [A : ২১-২২]
(ক) তৎসম (খ) দেশি (গ) বিদেশি (ঘ) মিশ্র উ: ঘ

Note: '...' (ইংরেজি + তৎসম) মিশ্র শব্দ।

...কোন শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না? [A : ২১-২২]
(ক) যৌগিক শব্দ (খ) যোগরূঢ় শব্দ (গ) রূঢ় শব্দ (ঘ) মৌলিক শব্দ উ: ঘ

...'...' কী ধরনের শব্দ? [A : ২১-২২]
(ক) রূঢ় (খ) মৌলিক (গ) যৌগিক (ঘ) যোগরূঢ় উ: ক

...'...' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [B : ২১-২২, ঢাবি ক ১৭-১৮]
(ক) আরবি (খ) তুর্কি (গ) হিন্দি (ঘ) ফারসি উ: ঘ

...কোন দুটি যৌগিক শব্দ? [A : ২১-২২]
(ক) ..., ... (খ) গায়ক, বাবুয়ানা
(গ) রাজপুত, সহযাত্রা (ঘ) ঢাকা, গোলাপ উ: খ

...'...' কোন ধরনের শব্দ? [A ১৮-১৯]
(ক) যৌগিক (খ) রূঢ়ি (গ) যোগরূঢ় (ঘ) মৌলিক উ: খ

...কোনটি তৎসম শব্দ? [C₁ ১৮-১৯]
(ক) ... (খ) হস্ত (গ) বেগম (ঘ) গিন্নি উ: খ

...'...' শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে? [E ১৭-১৮]
(ক) সংস্কৃত (খ) পালি (গ) ফারসি (ঘ) উর্দু উ: ক

২০. কোনটি রূঢ়ি শব্দ? [E ১৭-১৮]
(ক) জলধি (খ) মধুর (গ) কর্তব্য (ঘ) প্রবীণ উ: ঘ

২১. তদ্ভব শব্দ কোনটি? [E ১৭-১৮]
(ক) চোঙ্গা (খ) গিন্নী (গ) পত্র (ঘ) চামার উ: ঘ

২২. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [E ১৭-১৮]
(ক) গায়ক (খ) তৈল (গ) অসুখ (ঘ) পাঞ্জাবি উ: গ

২৩. কোন শব্দটি তৎসম? [E ১৭-১৮]
(ক) ভবন (খ) চশমা (গ) গোসল (ঘ) চাবি উ: ক

২৪. কোনটি যৌগিক শব্দ? [E ১৭-১৮]
(ক) চিকামারা (খ) মহাযাত্রা (গ) সন্দেশ (ঘ) রাজপুত উ: ক

২৫. 'কুড়ি' কোন শ্রেণির শব্দ? [I ১৭-১৮]
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি উ: গ

২৬. 'জবানবন্দি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [A ১৭-১৮]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ফরাসি (ঘ) পর্তুগিজ উ: খ

২৭. 'গল্প' শব্দটি সংস্কৃত কোন শব্দ থেকে এসেছে? [A ১৭-১৮]
(ক) স্বল্প (খ) অল্প (গ) কল্প (ঘ) জল্প উ: ঘ

২৮. নিচের কোনটি দেশি শব্দ? [A ১৭-১৮; জবি ক ১৫-১৬]
(ক) সবজি (খ) ঢেঁকি (গ) খাজনা (ঘ) কাগজ উ: খ

২৯. 'ম্যালেরিয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [০৬-০৭]
(ক) ইতালি (খ) ফরাসি (গ) ইংরেজি (ঘ) রুশ উ: ক

৩০. 'কফি' কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? [০৮-০৯]
(ক) আরবি (খ) চীনা (গ) জাপানি (ঘ) তুর্কি উ: ক

৩১. কোনটি আরবি শব্দ নয়? [০৯-১০]
(ক) আবাদ (খ) আমল (গ) আজব (ঘ) আদর উ: ক

৩২. কোনটি দেশি শব্দ নয়? [E ১৬-১৭]
(ক) ধুতি (খ) ঢেঁকি (গ) কুলা (ঘ) মামি উ: ক

৩৩. 'মহাযাত্রা' কোন জাতীয় শব্দ? [০৯-১০ বশেমুরবিপ্রবি E; সেট ৩: ১৪-১৫]
(ক) যৌগিক (খ) যোগরূঢ় (গ) রূঢ় (ঘ) মৌলিক উ: খ

৩৪. 'নামাজ' কোন ভাষার শব্দ? [০৯-১০]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ওলন্দাজ (ঘ) গুজরাটি উ: খ

৩৫. কোনটি তৎসম শব্দ? [০৯-১০; ইবি ১১-১২]
(ক) চাঁদ (খ) চন্দ্র (গ) চন্দ (ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

৩৬. মৌলিক শব্দ কোনটি? [ঙ ১০-১১]
(ক) কবিতা (খ) কাব্য (গ) পদ্য (ঘ) কলম উ: ঘ

৩৭. কোনটি তদ্ভব শব্দ নয় ? [ঙ ১০-১১]
(ক) নীরব (খ) ফাগুন (গ) আঁখি (ঘ) আজ উ: ক

৩৮. 'গৃহ' শব্দটি কোন শ্রেণিভুক্ত? [ক ১০-১১]
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি উ: ক

৩৯. কোনটি তদ্ভব শব্দ? [কও : ১১-১২, ক-4, সেট-৩, ১১-১২, ঙ ১৩-১৪]
(ক) চাঁদ (খ) সূর্য (গ) নক্ষত্র (ঘ) গগন উ: ক

৪০. কোনটি মৌলিক শব্দ? [E ১৩-১৪, ঙ ১৬-১৭]
(ক) লোনা (খ) ডিঙা (গ) ফুল (ঘ) ঢাকা উ: গ

৪১. আরবি শব্দ নয় কোনটি? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) নামাজ (খ) হারাম (গ) সালাত (ঘ) কলম উ: ক

৪২. বিদেশি শব্দ নয় : [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) পেয়ারা (খ) আলপিন (গ) দরজা (ঘ) কচু উ: ঘ

৪৩. কোনটি যৌগিক শব্দ? [F, সেট ১ : ১৪-১৫]
(ক) সন্দেশ (খ) রাজপুত (গ) পাঠক (ঘ) হস্তী উ: গ

৪৪. 'পকেটমার' শব্দটি কোন প্রকারের? [A-১৫-১৬]
(ক) মিশ্র (খ) দেশি (গ) তৎসম (ঘ) বিদেশি উ: ক

৪৫. বিদেশি শব্দ কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) হাত (খ) ডাগর (গ) হায়াত (ঘ) ডিঙি উ: গ

৪৬. বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দ কত প্রকার? [০৩-০৪]
(ক) তিন (খ) চার (গ) পাঁচ (ঘ) ছয় উ: ক

৪৭. 'সওদাগর' শব্দের 'গর' যে ভাষা থেকে আগত– [০৪-০৫]
(ক) বর্মি (খ) হিন্দি (গ) উর্দু (ঘ) ফারসি

Note: 'সওদাগর' শব্দটি ফারসি শব্দ হলেও 'গর' আরবি ভাষা থেকে আগত।

৪৮. 'হাওয়া' শব্দটি– [০৪-০৫]
(ক) বাংলা (খ) উর্দু (গ) আরবি উর্দুর মিশ্রণ (ঘ) আরবি উ: ঘ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৪৯. কোনটি বিদেশি শব্দ? [০৫-০৬]
(ক) চাকু (খ) কুলা (গ) টোপর (ঘ) চুলা উ: (ক)

৫০. 'কাহার' শব্দটি- [০৫-০৬]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) উর্দু (ঘ) পর্তুগিজ উ: (খ)

৫১. কোনটি যৌগিক শব্দ? [০৬-০৭; ১৬-১৭]
(ক) তৈল (খ) রেশম (গ) মহাযাত্রা (ঘ) দৌহিত্র উ: (ঘ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পোশাক' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [D : ২৩-২৪; GST A ২৩-২৪]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) তুর্কি উ: (খ)

০২. 'কামান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [D : ২১-২২]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) চীনা (ঘ) তুর্কি উ: (ঘ)

০৩. 'আদালত' কোন ভাষার শব্দ? [D : ২১-২২]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) হিন্দি উ: (ক)

০৪. 'গবেষণা' কী ধরনের শব্দ? [D : ২১-২২; ঢাবি B ১৮-১৯; ইবি B ১৩-১৪]
(ক) যৌগিক শব্দ (খ) রূঢ়ি শব্দ (গ) যোগরূঢ় শব্দ (ঘ) মৌলিক শব্দ উ: (গ)

০৫. 'মহুয়া' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [D : ২১-২২]
(ক) তুর্কি (খ) ফারসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) আরবি উ: (খ)

০৬. 'প্যাগোডা' কোন ভাষার শব্দ? [B : ২১-২২; বেরোবি C ১৬-১৭]
(ক) আরবি (খ) তুর্কি (গ) জাপানি (ঘ) ফারসি

Note : বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী 'প্যাগোডা' বর্মি শব্দ। এবং বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (খণ্ড : ২) অনুসারে 'প্যাগোডা' ইংরেজি শব্দ।

০৭. 'কার্তুজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? [B ১৯-২০; ইবি B ১৬-১৭]
(ক) ফরাসি (খ) ফারসি (গ) তুর্কি (ঘ) উর্দু উ: (ক)

Note : নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ (নতুন + পুরাতন) অনুসারে, 'কার্তুজ' ফরাসি শব্দ। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে, 'কার্তুজ' পর্তুগিজ শব্দ।

০৮. 'আলখাল্লা' কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে? [B ১৯-২০]
(ক) তুর্কি (খ) আরবি (গ) উর্দু (ঘ) ফারসি উ: (খ)

০৯. 'তালা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [B ১৯-২০; চবি ঘ ১৩-১৪]
(ক) পর্তুগিজ (খ) কন্নড় (গ) তামিল (ঘ) ভুটানি

Note : আকস্মিক উচ্চ নাদ বা বায়ুর লঘুচাপজনিত সাময়িক বধিরতা (যেমন : কানে তালা লাগা) অর্থে 'তালা' দেশি শব্দ। বাকস, কপাট প্রভৃতি আটকানোর জন্য ব্যবহৃত চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন সরঞ্জামবিশেষ অর্থে 'তালা' সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ।

১০. সুপারিশ করা এক ধরনের দুর্বলতা। 'সুপারিশ' শব্দটি- [B ১৭-১৮]
(ক) আরবি (খ) বাংলা (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ফারসি উ: (ঘ)

১১. কোনটি 'সহচর' শব্দজোড় নয়? [B ১৭-১৮]
(ক) পত্রপল্লব (খ) কাগজ কলম (গ) শাকসবজি (ঘ) কালিকলম উ: (ক)

১২. 'আইন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [D ১৭-১৮]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) উর্দু (ঘ) হিন্দি উ: (খ)

১৩. 'সাংবাদিক' শব্দটি একটি- [ঘ ০৩-০৪]
(ক) মৌলিক শব্দ (খ) সাধিত শব্দ (গ) যৌগিক শব্দ (ঘ) প্রাতিপদিক উ: (খ)

১৪. কোনটি বিদেশি শব্দ? [C3 ১৬-১৭]
(ক) পাটি (খ) চা (গ) ডাব (ঘ) হাতি উ: (খ)

১৫. 'খিচিখেউড়' কোন ভাষার শব্দ? [ঙ ০৬-০৭]
(ক) সংস্কৃত (খ) বাংলা (গ) ফারসি (ঘ) আরবি

Note : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে 'খিস্তিখেউড়' শব্দটিকে আলাদাভাবে (অর্থাৎ 'খিস্তি' এবং 'খেউড়') বাংলা শব্দ হিসেবে দেখানো হয়েছে। 'খিস্তি-খেউর' অর্থ : অমার্জিত ভাষায় গালাগালি। (সূত্র : বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান। উল্লেখ্য, এ অভিধানে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়নি)।

১৬. 'বালতি', 'গামলা', 'চাবি' এগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে? [ঘ ০৯-১০]
(ক) ফরাসি (খ) তুর্কি (গ) চীনা (ঘ) পর্তুগিজ উ: (ঘ)

১৭. 'পকেটমার' কোন কোন শব্দের মিলনে তৈরি হয়েছে? [ঙ ১০-১১]
(ক) ইংরেজি ও বাংলা (খ) ইংরেজি ও হিন্দি
(গ) ইংরেজি ও ফারসি (ঘ) ইংরেজি ও সংস্কৃত উ: (ক)

১৮. কোনটি ফারসি শব্দ? [ঙ ১১-১২]
(ক) আদালত (খ) জামিন (গ) এজলাস (ঘ) কারিগর উ: (ঘ)

১৯. কোনটি দেশি শব্দ? [খ ১১-১২]
(ক) বংশ (খ) চন্দ্র (গ) ঢেঁকি (ঘ) সূর্য উ: (গ)

২০. 'ঝাল্লি' কোন ধরনের শব্দ? [খ ১১-১২]
(ক) তৎসম (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি

২১. 'কোরবানি' কোন ভাষার শব্দ? [খ ১১-১২]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) উর্দু

২২. 'এজলাস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [সি৩, ১১-১২]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) হিন্দি (ঘ) উর্দু

২৩. বাংলা ভাষায় নিচের কোন প্রকার শব্দের পরিমাণ সর্বাধিক? [সি৩, ১১-১২]
(ক) তৎসম (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি

২৪. কোনটি মিশ্র বা সংকর শব্দের উদাহরণ? [A 12-13]
(ক) বাদশা-বেগম (খ) হেড-মৌলভি (গ) চন্দ্র-সূর্য (ঘ) চাকর-বাকর

২৫. 'হারাকিরি' কোন ভাষার শব্দ? [A 12-13]
(ক) জাপানি (খ) বর্মি (গ) হিন্দি (ঘ) চৈনিক

২৬. বাংলা ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের উৎস কোন ভাষা? [B1 12-13]
(ক) হিন্দি (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) সংস্কৃত

২৭. যে সকল শব্দ ব্যুৎপত্তি দ্বারা অথবা সমাস দ্বারা গঠিত হয়, তাকে বলে- [E 12-13]
(ক) মৌলিক শব্দ (খ) যৌগিক শব্দ (গ) সাধিত শব্দ (ঘ) রূঢ়ি শব্দ

২৮. 'চা' কোন দেশি শব্দ? [D 12-13]
(ক) চীন (খ) জাপান (গ) চেকোস্লোভাকিয়া (ঘ) পর্তুগাল

২৯. 'তুফান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [ক-১৩-১৪]
(ক) আরবি (খ) চীনা (গ) হিন্দি (ঘ) জাপানি

৩০. কোনটি মৌলিক শব্দের উদাহরণ? [ক-১৩-১৪]
(ক) উপহার (খ) সন্দেশ (গ) চাঁদ (ঘ) বাঁশি

৩১. 'ফরমান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [০৬-০৭]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ফরাসি (ঘ) হিন্দি

৩২. 'উকিল' ও 'মক্কেল' শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে- [ঙ ০৬-০৭]
(ক) তুর্কি ভাষা হতে (খ) আরবি ভাষা হতে
(গ) ফরাসি ভাষা হতে (ঘ) পর্তুগিজ ভাষা হতে

৩৩. 'কাছারি' কোন দেশি শব্দ? [E -১৩-১৪]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) তুর্কি (ঘ) চীনা

Note : 'কাছারি' (কচহরী > কাছারি) শব্দটি হিন্দি।

৩৪. 'মর্সিয়া' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [G, ১৩-১৪]
(ক) আরবি (খ) ফারসি (গ) ফরাসি (ঘ) হিন্দি

৩৫. কোনটি মিশ্র শব্দ নয়? [F ১৩-১৪]
(ক) পকেটমার (খ) চৌহদ্দি (গ) খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) হেডমাস্টার

৩৬. কোনটি সাধিত শব্দের উদাহরণ? [B ১৩-১৪]
(ক) হাসান (খ) প্রশাসনিক (গ) ঝনঝন (ঘ) গোলাপ

৩৭. 'চন্দ্র' কোন ধরনের শব্দ? [B -১৩-১৪]
(ক) তৎসম (খ) বিদেশি (গ) দেশি (ঘ) তদ্ভব

৩৮. বাংলায় 'কুড়ি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [D, সেট ২ : ১৪-১৫]
(ক) তামিল (খ) সংস্কৃত (গ) মাগধী (ঘ) কোল

৩৯. 'চা-নাশতা' শব্দবন্ধটি কোন দু'টি বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণ? [E ১৪-১৫]
(ক) জাপানি-আরবি (খ) জাপানি-ফারসি (গ) চৈনিক-আরবি (ঘ) চৈনিক-ফারসি

৪০. আদালত, হাকিম, কলম, হরফ– কোন ভাষার শব্দ? [E ১৫-১৬]
(ক) বাংলা (খ) উর্দু (গ) হিন্দি (ঘ) আরবি

৪১. 'চাবি, গুদাম, বালতি' এগুলি কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে? [গ ০৫-০৬]
(ক) পর্তুগিজ (খ) জাপানি (গ) রুশ (ঘ) চীনা

৪২. বাংলা ভাষায় 'সাত্রী' শব্দটি এসেছে —— হতে। [A ১৬-১৭]
(ক) ইংরেজি (খ) ফারসি (গ) আরবি (ঘ) হিন্দি

৪৩. 'হেডপণ্ডিত' কোন শ্রেণির শব্দ? [B1 ১৬-১৭]
(ক) দেশি (খ) মিশ্র (গ) বিদেশি (ঘ) তৎসম

৪৪. 'কামান' কোন দেশি শব্দ? [ক ০৩-০৪]
(ক) ফারসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ফরাসি (ঘ) আরবি

Note : 'ধনুক' অর্থে 'কামান' ফারসি এবং 'আগ্নেয়াস্ত্র' অর্থে 'কামান' ইংরেজি শব্দ।

৪৫. 'গেরাম' কোন জাতীয় শব্দ? [ঙ ০৩-০৪]
(ক) অর্ধ-তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) তৎসম

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মুমেরাং' শব্দটি কোন দেশীয়? [A : ২৩-২৪; খুবি-S : ১৬-১৭]
(ক) জাপানিজ (খ) চৈনিক (গ) পর্তুগিজ (ঘ) অস্ট্রেলীয় উ: (ঘ)

০২. 'ইংরেজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [A : ২৩-২৪; খুবি-ক : ১৬-১৭]
(ক) ইংরেজি (খ) ফরাসি (গ) পর্তুগিজ (ঘ) ফারসি উ: (গ)

০৩. 'গালিচা' কোন ভাষা হতে আগত শব্দ? [C : ২৩-২৪; ইবি B : ১৫-১৬; ঢাবি ঘ : ০২-০৩; রাবি ক : ১০-১১]
(ক) বার্মিজ (খ) তিব্বতি (গ) তুর্কি (ঘ) মালয়ি উ: (গ)

Note: 'গালিচা' ছাড়াও ফারসি ভাষার কিছু শব্দ : গরম, গজ, গুজব, গুনাহ, গোয়েন্দা, গোর, গোলাপ, চশমা, চাকর, চাকলাদার, চাদর, চাবুক।

০৪. রূঢ়ি শব্দের উদাহরণ কোনটি? [B : ২৩-২৪]
(ক) সমারূঢ় (খ) পঙ্কজ (গ) সন্দেশ (ঘ) জলদ উ: (গ)

০৫. 'পেঁপে' শব্দটির ভাষা-উৎস কোনটি? [B : ২৩-২৪; ইবি-H : ১৬-১৭; হাদানিপ্রবি-C : ১৩-১৪]
(ক) ফরাসি (খ) ইংরেজি (গ) তুর্কি (ঘ) পর্তুগিজ উ: (ঘ)

০৬. 'গ্রামা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [A : ২১-২২]
(ক) গ্রিক (খ) ইংরেজি (গ) ফরাসি (ঘ) লাতিন উ: (ঘ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শাকসবজি' শব্দটি কোন কোন ভাষাযোগে গঠিত? [B ১৯-২০; ঢাবি ঘ ০৩-০৪]
(ক) বাংলা + ফারসি (খ) তৎসম + ফারসি
(গ) ফারসি + আরবি (ঘ) ফারসি + বাংলা উ: (ঘ)

০২. 'আইলা ও কিরিচ' কোন ভাষার শব্দ? [C ১৭-১৮]
(ক) মেক্সিকীয় (খ) মালয় (গ) ফরাসি (ঘ) ইতালীয় উ: (খ)

০৩. যে শব্দ প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে মূল শব্দের অর্থের অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে তাকে কী শব্দ বলে? [C ১৭-১৮]
(ক) রূঢ়ি (খ) যৌগিক (গ) যোগরূঢ় (ঘ) যোগরূঢ়ি উ: (ক)

০৪. 'তারিখ' কোন ভাষার শব্দ ? [ক ১৬-১৭; গার্হস্থ্য অর্থ. ১৬-১৭]
(ক) ফারসি (খ) আরবি (গ) তুর্কি (ঘ) দেশি উ: (ক)

Note: 'তারিখ' ফারসি শব্দ। (সূত্র : নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড ব্যাকরণ)। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে, 'তারিখ' আরবি শব্দ।

০৫. 'ব্যাকরণ' শব্দটি হলো– [ঘ ১৬-১৭]
(ক) তৎসম (খ) অর্ধ-তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি উ: (ক)

০৬. 'খ্রিষ্টাব্দ' শব্দটি এসেছে : [ঘ ১৬-১৭]
(ক) বুদ্ধের জন্ম থেকে (খ) যিশু খ্রিষ্টের জন্ম থেকে
(গ) ইংরেজি ভাষার উদ্ভব থেকে (ঘ) শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে উ: (খ)

০৭. কোনটি 'তদ্ভব' শব্দ? [গ ০৯-১০]
(ক) চাঁদ (খ) সূর্য (গ) নক্ষত্র (ঘ) গগন উ: (ক)

০৮. 'পোলাও' শব্দটি– [E -১৩-১৪; ঢাবি গ ৯৯-০০]
(ক) ফারসি (খ) সংস্কৃত (গ) বাংলা (ঘ) আরবি উ: (ক)

০৯. কোনটি ফারসি শব্দ? [ক-১৫-১৬]
(ক) আকাশ (খ) কুপন (গ) মহকুমা (ঘ) দোকান উ: (ঘ)

১০. নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ? [SSS : ১১-১২]
(ক) বাঁশি (খ) সুপ্রভাত (গ) ঢালাই (ঘ) ঢাকা উ: (ঘ)

১১. দেশি শব্দ কোনটি? [S, B : ১৪-১৫; জাককানইবি ক ১৬-১৭; ইবি ১৬-১৭]
(ক) কাগজ (খ) ডাব (গ) চাঁদ (ঘ) চশমা উ: (খ)

১২. 'কারসাজি' কোন ভাষার শব্দ? [S-১৫-১৬]
(ক) ফারসি (খ) পর্তুগিজ (গ) ইংরেজি (ঘ) আরবি উ: (ক)

১৩. 'বিলাতি' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোন ভাষা থেকে? [L ১৬-১৭]
(ক) আরবি (খ) পর্তুগিজ (গ) ফরাসি (ঘ) ফারসি উ: (ঘ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন শব্দটি দেশি? [AL ১৭-১৮]
(ক) আচার (খ) মরিচ (গ) হালুয়া (ঘ) ঢোল উ: (ঘ)

০২. 'মাঠি ও চাউল' শব্দ দুটি কোন জাতীয়? [AL ১৭-১৮]
(ক) বিদেশি শব্দ (খ) দেশি শব্দ (গ) তৎসম শব্দ (ঘ) তদ্ভব শব্দ উ: (খ)

০৩. কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ? [AL ১৭-১৮]
(ক) হস্তী (খ) জলদ (গ) বাঁশি (ঘ) সন্দেশ উ: (খ)

০৪. 'ফিরিঙ্গি' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [AL ১৭-১৮]
(ক) ফারসি (খ) উর্দু (গ) হিন্দি (ঘ) ফরাসি উ: (ক)

০৫. যৌগিক শব্দ কোনটি? [AP ১৭-১৮; রাবি ০৯-১০]
(ক) জলধি (খ) তৈল (গ) প্রবীণ (ঘ) গায়ক উ: (ঘ)

০৬. 'মধুর' শব্দটি কোন ধরনের শব্দ? [AP ১৭-১৮]
(ক) যৌগিক (খ) পরিশব্দ (গ) যোগরূঢ় (ঘ) রূঢ়ি উ: (ক)

০৭. 'কাঁটা' কোন ধরনের শব্দ? [C ১৭-১৮]
(ক) বিদেশি (খ) তৎসম (গ) তদ্ভব (ঘ) দেশি উ: (গ)

০৮. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [D ১৭-১৮; রাবি F ১৭-১৮]
(ক) রাজপুত (খ) বাঁশি (গ) প্রবীণ (ঘ) গায়ক উ: (ক)

০৯. আনারস : গির্জা : : তুরুপ : ----? [E -১৩-১৪]
(ক) চাবি (খ) ডিপো (গ) ইস্কাপন (ঘ) ফুন্সি উ: (গ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'খানদানি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [A ১৯-২০]
(ক) ফারসি (খ) ফরাসি
(গ) আরবি (ঘ) হিন্দি উ: (ক)

০২. 'বালতি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [C ১৯-২০; জাককানইবি AL ১৮-১৯]
(ক) ফরাসি (খ) ওলন্দাজ
(গ) গুজরাটি (ঘ) পর্তুগিজ উ: (ঘ)

০৩. 'হরিণ, হস্তী, সন্দেশ' এগুলো কী ধরনের শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) সাধিত (খ) মৌলিক
(গ) যোগরূঢ় (ঘ) রূঢ়ি উ: (ঘ)

০৪. নিচের কোনগুলো ওলন্দাজ শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) এলাচি, চিনি (খ) লিচু, ভদকা
(গ) রুইতন, হরতন (ঘ) লুঙ্গি, ফুঙ্গি উ: (গ)

০৫. নিচের কোনগুলো পর্তুগিজ ভাষার শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) আচার, আনারস (খ) আপিস, পুলিশ
(গ) কুলি, কেদারা (ঘ) হাজত, হেফাজত উ: (ক)

০৬. নিচের কোনগুলো ফারসি শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) হাকিম, আদালত (খ) জাঁদরেল, জেল
(গ) আইন, জর্দা (ঘ) লকেট, আতা উ: (গ)

০৭. নিচের কোনগুলো আরবি শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) বরাত, বেচারা (খ) আলপিন, আতা
(গ) আমানত, আদালত (ঘ) চপল, আরদালি উ: (গ)

০৮. নিচের কোনগুলো যোগরূঢ় শব্দ? [A ১৭-১৮]
(ক) অতিথি, প্রবীণ (খ) হস্তী, প্রবীণ
(গ) মিতালি, মেয়েলি (ঘ) পঙ্কজ, জলদ উ: (ঘ)

০৯. রূঢ়ি শব্দ কোনগুলো? [B ১৭-১৮]
(ক) করণীয়, মিতালি, হস্তি (খ) গবাক্ষ, মিতালি, হস্তি
(গ) গবাক্ষ, হস্তি, হরিণ (ঘ) গবাক্ষ, মিতালি, হরিণ উ: (গ)

১০. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [B ১৭-১৮; Diploma Narsing '13-14]
(ক) বাবুয়ানা (খ) জলধি (গ) তৈল (ঘ) পাঞ্জাবি উ: (খ)

১১. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ? [B ১৭-১৮]
(ক) অর্ধ-তৎসম শব্দ (খ) তৎসম শব্দ
(গ) তদ্ভব শব্দ (ঘ) দেশি শব্দ উ: (ঘ)

১২. নিচের কোন শব্দটি তদ্ভব নয়? [১১-১২]
(ক) বউ (খ) মা (গ) কানু (ঘ) খোকা উ: (ঘ)

১৩. নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ? [খ ১১-১২, গ ১২-১৩]
(ক) হাত (খ) পাদুকা
(গ) রূপালি (ঘ) জেলে উ: (ক)

১৪. 'হংস' কোন ধরনের শব্দ? [খ ১১-১২]
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি উ: (ক)

১৫. 'ডেঙ্গু' কোন দেশীয় শব্দ? [C ১৩-১৪]
(ক) জার্মান (খ) ফরাসি (গ) স্পেনীয় (ঘ) ইংরেজি উ: (গ)

১৬. কোনগুলো ফারসি শব্দ? [A-১৫-১৬]
(ক) খুশি, নকশা (খ) চশমা, মুশকিল
(গ) খানসামা, শয়তান (ঘ) খোশ, চশমা উ: (ঘ)

১৭. 'ওয়াকিবহাল' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [A ১৬-১৭]
(ক) ফারসি (খ) হিন্দি
(গ) উর্দু (ঘ) আরবি উ: (ঘ)

CamScanner

১৮. 'মেয়েলি' কোন জাতীয় শব্দ? [A ১৬-১৭]
ক রূঢ়ি খ যৌগিক গ যোগরূঢ় ঘ সন্ধিজাত — উ: খ

১৯. কোনটি তদ্ভব শব্দ? [A ১৬-১৭]
ক নিষ্কাম খ নিগূঢ় গ নিখুঁত ঘ নিক্ষেপ — উ: গ

২০. 'বেটাইম' শব্দটি গঠিত হয়েছে– [B ১৬-১৭]
ক ফারসি ও ইংরেজি শব্দ যোগে খ ফরাসি ও ইংরেজি শব্দযোগে
গ ফারসি ও ফরাসি শব্দ যোগে ঘ ফারসি ও হিন্দি শব্দ যোগে — উ: ক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি সাধিত বাংলা শব্দ? [B ১৯-২০]
ক দরদি খ লাল গ বই ঘ গাছ — উ: ক

০২. কোনটি যোগরূঢ় শব্দ? [B ১৯-২০]
ক সন্দেশ খ হরিণ গ পঙ্কজ ঘ কর্তব্য — উ: গ

০৩. 'বুর্জোয়া' শব্দটির উৎস-ভাষা কোনটি? [B ১৮-১৯]
ক ওলন্দাজ খ ফরাসি গ জার্মান ঘ সুইডিশ — উ: খ

০৪. বাংলা ভাষায় পর্তুগিজ শব্দ আছে কয়টি? [B ১৮-১৯]
ক ১০০ থেকে ১১০ টি খ ২০০ থেকে ২১০ টি
গ ৩০০ থেকে ৩১০ টি ঘ ৪০০ থেকে ৪১০ টি — উ: ক

০৫. 'আনারস' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [B ১৭-১৮; জাবি ক ১০-১১]
ক হিন্দি খ উর্দু গ পর্তুগিজ ঘ গ্রিক — উ: গ

০৬. কোনটি দেশি শব্দ? [B ১৭-১৮; কুবি A -১৩-১৪; বশেমুরবিপ্রবি D ১৭-১৮]
ক রিকশা খ চা গ কিতাব ঘ কুলা — উ: খ

০৭. যে সকল শব্দের অর্থ তাদের প্রকৃতি ও প্রত্যয় অনুযায়ী হয় তাকে বলে : [B ১৭-১৮]
ক যৌগিক খ মৌলিক গ রূঢ়ি ঘ যোগরূঢ় — উ: ক

০৮. কোনটি তৎসম শব্দ? [H ১৭-১৮]
ক জোছনা খ বৃক্ষ গ হাত ঘ পরান — উ: খ

০৯. 'সনদ' শব্দটি কোন ভাষার? [B ১৭-১৮]
ক ফারসি খ আরবি গ পর্তুগিজ ঘ ওলন্দাজ — উ: খ

১০. 'বোম্বেটে' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [B-১৫-১৬; ঢাবি ঘ ০১-০২]
ক ফরাসি খ স্প্যানিশ গ পর্তুগিজ ঘ ইংরেজি — উ: গ

১১. 'দুহিতা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? [B ১৬-১৭]
ক হিতসাধনকারিণী খ মঙ্গলকারিণী গ দুগ্ধদোহনকারিণী ঘ অনিষ্টকারিণী — উ: গ

১২. 'খদ্দর' কোন ভাষা থেকে আগত? [B ১৬-১৭]
ক গুজরাটি খ সাঁওতালি গ তামিল ঘ ফারসি — উ: ক

১৩. 'দারোগা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [C ১৬-১৭]
ক ফারসি খ পর্তুগিজ গ তুর্কি ঘ পাঞ্জাবি
Note : নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ (নতুন + পুরাতন) অনুসারে 'দারোগা'– তুর্কি শব্দ এবং বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধানে 'দারোগা'– ফারসি শব্দ।

১৪. 'বেকার' শব্দটি– [C ১৬-১৭]
ক ফারসি খ আরবি গ পর্তুগিজ ঘ দেশি — উ: ক

১৫. 'রাজপুত্তুর' কী ধরনের শব্দ? [খ ০৯-১০]
ক তৎসম খ অর্ধ-তৎসম গ দেশি ঘ তদ্ভব — উ: খ

১৬. কোনটি রূঢ় শব্দের উদাহরণ? [খ ০৯-১০]
ক জ্যেঠা + আমি = জ্যেঠামি খ পঙ্কজ
গ গাড়ি + ওয়ালা = গাড়িওয়ালা ঘ রাশি রাশি — উ: ক

১৭. 'খ্রিষ্টাব্দ' শব্দে কোন দুই ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে? [খ ১১-১২, খ ১৩-১৪]
ক ইংরেজি + ফারসি খ পর্তুগিজ + বাংলা
গ পর্তুগিজ + সংস্কৃত ঘ ইংরেজি + সংস্কৃত — উ: ঘ

১৮. 'দিওয়ানা' কোন ভাষার শব্দ? [B ১৩-১৪]
ক ফারসি খ আরবি গ উর্দু ঘ হিন্দি — উ: ক

১৯. 'শাড়ি' শব্দের উৎস– [খ ০৮-০৯]
ক সংস্কৃত 'শাটী' খ প্রাকৃত 'শাকি' গ মাগধি 'সারি' ঘ গৌড়ী 'শাঢ়ি' — উ: ক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মামলা' শব্দটির উৎস কোন ভাষায়? [B ১৯-২০; বেরোবি B ১৬-১৭]
ক গ্রিক খ হিন্দি গ আরবি ঘ পর্তুগিজ — উ: গ

০২. 'হরতাল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [C ১৮-১৯; কুবি খ ১৫-১৬]
ক ওলন্দাজ খ আরবি গ গুজরাটি ঘ তুর্কি — উ: গ

০৩. নিচের কোনটি রূঢ়ি শব্দ? [B ১৬-১৭; ইবি খ ১৩-১৪]
ক জলদ খ প্রবীণ গ সুহৃদ ঘ জ্যাঠামি
Note : 'প্রবীণ'শব্দটির অর্থ হওয়া উচিত ছিল প্রকৃষ্টরূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'জ্যাঠামি'(জেঠামি) প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ 'জেঠার ভাব'-কে না বুঝিয়ে শব্দটি চপলতা বোঝায়। সুতরাং, 'প্রবীণ ও জেঠামি' দুটিই রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।

০৪. নিচের কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ? [খ + গ ০৮-০৯]
ক আদিত্য খ বালার্ক গ অরণি ঘ অর্ণব — উ: ক

০৫. 'পেরেশান' শব্দটি– [D ১২-১৩; বশেমুবিপ্রবি D ১৪-১৫]
ক আরবি শব্দ খ হিন্দি শব্দ গ ফারসি শব্দ ঘ বাংলা শব্দ — উ: গ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি দেশি শব্দ? [খ-১৫-১৬]
ক ফুফা খ কলিজা গ উস্তা ঘ কানুন — উ: ক

০২. 'ফালতু' শব্দটি এসেছে– [খ-১৫-১৬]
ক আরবি থেকে খ ফারসি থেকে গ পর্তুগিজ থেকে ঘ হিন্দি থেকে — উ: ঘ

০৩. কোনটি মিশ্র শব্দ নয়? [গ-১৫-১৬]
ক পিতামহ খ শাকসব্জি গ জবাবদিহি ঘ আইনজীবী — উ: ক

০৪. 'সাম্পান' শব্দটির উৎস-ভাষা– [গ ১৪-১৫]
ক দেশি খ চীনা গ পর্তুগিজ ঘ তুর্কি — উ: খ

০৫. কোনটি তদ্ভব শব্দ নয়? [C -১৩-১৪]
ক ছাতা খ বোন গ নদী ঘ রাখাল — উ: গ

০৬. 'দোকান' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [D -১৩-১৪]
ক আরবি খ ফারসি গ উর্দু ঘ হিন্দি — উ: খ

০৭. 'কাকাতুয়া' শব্দ কোন ভাষা থেকে এসেছে? [খ, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক বর্মি খ মালয়ি গ চৈনিক ঘ তামিল — উ: খ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'উর্দি' শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে কোন ভাষা থেকে? [F ১৯-২০]
ক তুর্কি খ ফারসি গ উর্দু ঘ আরবি — উ: ক

০২. 'লবণ' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ? [D ১৮-১৯]
ক সংস্কৃত খ পাঞ্জাবি গ হিন্দি ঘ বাংলা — উ: ক

০৩. বাংলা ভাষার প্রচলিত 'তারিখ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [D ১৮-১৯]
ক তুর্কি খ আরবি গ ফারসি ঘ পর্তুগিজ — উ: গ
Note : নবম-দশম (নতুন + পুরাতন) শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ে 'তারিখ' ফারসি শব্দ। বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান এবং বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'তারিখ' আরবি শব্দ।

০৪. 'চন্দ্র' শব্দটির অনুসৃত বিবর্তনের প্রক্রিয়া কোনটি? [F ১৮-১৯]
ক (চন্দ < চন্দ্র) খ (চন্দ্র > চন্দ্র)
গ (চন্দ্র < চন্দ) ঘ (চন্দ্র > চন্দ) — উ: ঘ

০৫. তুর্কি ভাষার শব্দ কোনগুলো? [F ১৮-১৯]
ক চা, চিনি খ হজ, ওজু গ চশমা, রসদ ঘ চাকু, তোপ — উ: ঘ

০৬. 'সফেদ' শব্দের অর্থ ও ভাষা উৎস– [E -১৭-১৮; ববি C -১৩-১৪]
ক স্বচ্ছ, আরবি খ সাদা, ফারসি গ শুভ্র, তুর্কি ঘ সুঁচালো, বর্মি — উ: খ

০৭. বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'আতশবাজি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [D ১৭-১৮]
ক তুর্কি খ আরবি গ ফারসি ঘ পর্তুগিজ — উ: গ

০৮. কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ? [E ১৭-১৮]
ক চিকামারা খ বাবুয়ানা গ মহাযাত্রা ঘ গবেষণা — উ: গ

০৯. ফারসি 'পশম' শব্দটি কোন শব্দের পরিবর্তে বর্তমান বাংলা ভাষায় প্রচলিত? [E ১৭-১৮]
ক রাতা খ শয়তান গ রোঁয়া ঘ কাঁখতলি — উ: গ

১০. 'লেফাফাদুরস্ত' মিশ্র শব্দটি কোন কোন ভাষার সংমিশ্রণে গঠিত? [E ১৭-১৮]
ক আরবি + আরবি খ আরবি + ফারসি
গ ফারসি + ফরাসি ঘ ফরাসি + ফারসি — উ: খ

১১. বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি শব্দ এসেছে কোন ভাষা থেকে? [G ১৭-১৮]
ক আরবি ভাষা খ হিন্দি ভাষা গ ফারসি ভাষা ঘ উর্দু ভাষা — উ: গ

১২. 'দফতর' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [D ১৭-১৮]
ক আরবি খ ফরাসি গ ইংরেজি ঘ ফারসি — উ: খ

১৩. নিচের কোনটি পর্তুগিজ শব্দ? [G ১৭-১৮]
ক আতা খ কাপ্তান গ আতর ঘ আদায় — উ: ক

CamScanner

১৪. 'সুনামি' কোন দেশি শব্দ? [E -১৩-১৪]
ⓚ শ্রীলঙ্কা ⓚ চিনা ⓖ ইন্দোনেশিয়া ⓖ জাপানি উ:(ঘ)

১৫. নিচের কোনটি ফারসি শব্দ? [F ১৬-১৭]
ⓚ নালিশ ⓚ আদালত ⓖ কলম ⓖ নগদ উ:(ক)

১৬. 'হিজম' কোন ভাষার শব্দ? [E ১৬-১৭]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ ফরাসি ⓖ ওলন্দাজ উ:(খ)

১৭. 'তালাশ' কোন দেশি শব্দ? [E ১৬-১৭]
ⓚ জাপানি ⓚ বর্মি ⓖ তুর্কি ⓖ ফারসি উ:(গ)

Note : 'তালাশ' তুর্কি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান] বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'তালাশ'– আরবি শব্দ।

১৮. নিচের কোনটি রূঢ়ি শব্দ? [D ১৬-১৭; প্রবি (১৩-১৪)]
ⓚ জলযান ⓚ অন্ন ⓖ বাঁশি ⓖ গায়ক

Note : বাঁশি – বাঁশ দিয়ে তৈরি যে কোনো বস্তু নয়, শব্দটি সুরের বিশেষ বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়। অন্ন – ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আহার্য বস্তু। কিন্তু শব্দটি যে কোনো আহার্য বস্তুকে না বুঝিয়ে শুধু 'ভাত'-কে বোঝায়। সুতরাং 'অন্ন ও বাঁশি' দুটিই রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ।

১৯. কোনটি দেশি শব্দ? [D -১৩-১৪; রাবি E ১৩-১৪]
ⓚ চাহিদা ⓚ ডাগর ⓖ লুঙ্গি ⓖ খদ্দর উ:(খ)

২০. 'বাড়ি' কোন ধরনের শব্দ? [E -১৩-১৪]
ⓚ দেশি ⓚ মিশ্র ⓖ তদ্ভব ⓖ তৎসম উ:(গ)

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি ইংরেজি শব্দ নয়? [D, সেট-1 : ১৪-১৫]
ⓚ কালচার ⓚ লিটারেচার ⓖ মেডিসিন ⓖ কোরবান উ:(ঘ)

০২. 'রেনেসাঁ' কোন দেশি শব্দ? [D -১৩-১৪; রাবি ০৯-১০; চবি ০৯-১০]
ⓚ আরবি ⓚ পর্তুগিজ ⓖ ফরাসি ⓖ ইংরেজি উ:(গ)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি মৌলিক শব্দ নয়? [C ১৩-১৪]
ⓚ গোলাপ ⓚ গৌরব ⓖ নাক ⓖ তিন উ:(খ)

০২. নিচের কোনটি আরবি শব্দ? [E ১৩-১৪]
ⓚ নামাজ ⓚ হজ্জ্ব ⓖ রোযা ⓖ খোদা উ:(খ)

০৩. নিচের কোনটি তুর্কি শব্দ? [C ১৫-১৬]
ⓚ আচার ⓚ রেস্তোরাঁ ⓖ সাগু ⓖ বাবুর্চি উ:(ঘ)

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রোজগার' কোন ভাষার শব্দ? [D ১৭-১৮]
ⓚ ফরাসি ⓚ ফারসি ⓖ আরবি ⓖ তুর্কি উ:(খ)

০২. 'জলা' কোন ভাষার শব্দ? [D সেট 1 : ১৪-১৫]
ⓚ ওলন্দাজ ⓚ ফরাসি ⓖ পর্তুগিজ ⓖ ফারসি উ:(ঘ)

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বাঁশি' অর্থানুসারে কোন শ্রেণির শব্দ? [C ১৭-১৮]
ⓚ যৌগিক শব্দ ⓚ যোগরূঢ় শব্দ ⓖ রূঢ়ি শব্দ ⓖ মৌলিক শব্দ উ:(গ)

০২. 'বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না।' এ বাক্যে 'বাকি' শব্দটি কোন ভাষার? [A ১৫-১৬]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ হিন্দি ⓖ তুর্কি উ:(ক)

০৩. কোনটি তৎসম শব্দের উদাহরণ? [C ১৬-১৭]
ⓚ নক্ষত্র ⓚ চামার ⓖ গিন্নী ⓖ কুচ্ছিত উ:(ক)

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. 'রেস্তোরাঁ, রসদ এবং তুরুপ' শব্দত্রয়ের উৎস ভাষাসমূহ যথাক্রমে : [FSSS : ২৩-২৪]
ⓚ ফারসি, ফরাসি, ডাচ ⓚ ফরাসি, ফারসি, ডাচ ⓖ ফারসি, ডাচ, ফরাসি
ⓖ ডাচ, ফরাসি, ফারসি ⓤ ডাচ, ফারসি, ফরাসি উ:(খ)

Note : নবম-দশম শ্রেণির (পুরাতন + নতুন) ব্যাকরণ অনুসারে 'তুরুপ' ডাচ (ওলন্দাজ) ভাষার শব্দ এবং বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে 'তুরুপ' পর্তুগিজ শব্দ।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

০১. 'হরতন' কোন দেশি শব্দ? [A : ২১-২২]
ⓚ ফরাসি ⓚ ওলন্দাজ ⓖ পর্তুগিজ ⓖ তুর্কি উ:(খ)

ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি

০১. কোনটি দেশি শব্দের উদাহরণ? [২১-২২]
ⓚ লুঙ্গি ⓚ খোকা ⓖ সম্রাট ⓖ ঝিনুক উ:(খ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. 'রিকশা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [Humanities : ২১-২২; ঢাবি গ ৯৯-০০, চ ১৪-১৫]
ⓚ তুর্কি ⓚ ফারসি ⓖ জাপানি ⓖ ইংরেজি উ:(গ)

০২. কোনটি যোগরূঢ় শব্দের উদাহরণ? [Humanities : ২১-২২]
ⓚ চালক ⓚ পঙ্কজ ⓖ হরিণ ⓖ কুশল উ:(খ)

০৩. কোনটি ফারসি শব্দ নয়? [১৯-২০]
ⓚ সফর ⓚ সফেদ ⓖ সবজি ⓖ সবুজ উ:(ক)

০৪. কোনটি পর্তুগিজ শব্দ নয়? [১৯-২০; ঢাবি ক ১৫-১৬]
ⓚ আলপিন ⓚ আলবোলা ⓖ আলমারি ⓖ আনারস উ:(খ)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'জ্বালাতন' শব্দের উৎস-ভাষা কোনটি? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪; ঢাবি ক ১৮-১৯]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ সংস্কৃত ⓖ পর্তুগিজ

Note : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'জ্বালাতন' বাংলা শব্দ। বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (১ম খণ্ড) অনুসারে, 'জ্বালাতন' ফারসি শব্দ।

০২. 'জাঁদরেল' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [বাণিজ্য : ২৩-২৪; ঢাবি-গ : ২২-২৩]
ⓚ ফারসি ⓚ তুর্কি ⓖ জাপানি ⓖ ইংরেজি উ:(ঘ)

০৩. 'রেস্তোরাঁ' শব্দটির উৎস কোন ভাষা থেকে? [বিজ্ঞান ২২-২৩; রাবি গ : ০৩-০৪]
ⓚ তদ্ভব ⓚ গুজরাটি ⓖ ফরাসি ⓖ চীনা উ:(গ)

০৪. উৎস বিবেচনায় বাংলা শব্দভান্ডার কত প্রকার? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ⓚ তিন ⓚ চার ⓖ পাঁচ ⓖ ছয় উ:(খ)

০৫. 'হাসপাতাল' শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে– [Humanities : ২১-২২]
ⓚ ফরাসি ⓚ ফারসি ⓖ ইংরেজি ⓖ পর্তুগিজ উ:(গ)

০৬. কোনটি মৌলিক শব্দ? [Science : ২১-২২; বশেমুরবিপ্রবি D ১৩-১৪; রাবি ঙ ১৬-১৭; BSC Nursing'20-21]
ⓚ গোলাপ ⓚ শীতল ⓖ ঢাকাই ⓖ কান্না উ:(ক)

০৭. 'গোলাপ' শব্দটির উৎস কোন ভাষা থেকে? [Science : ২১-২২; রাবি A ১৩-১৪]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ ফরাসি ⓖ তুর্কি উ:(খ)

০৮. 'সাদা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [ক ১৭-১৮]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ বাংলা ⓖ পর্তুগিজ উ:(খ)

০৯. দেশি শব্দ নয়– [১৭-১৮]
ⓚ ডিঙ্গি ⓚ কুলা ⓖ কাঁচি ⓖ টোপর

Note : ডিঙ্গি, কুলা, টোপর– দেশি শব্দ। অপরদিকে, কাঁচি' কাটার যন্ত্র হিসেবে তুর্কি শব্দ এবং 'কাঁচি' ঠাসবুননসম্পন্ন অর্থে দেশি শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]।

১০. নিচের কোন শব্দটি তৎসম শব্দের উদাহরণ? [১৭-১৮]
ⓚ হাতি ⓚ হস্ত ⓖ আদালত ⓖ আনারস উ:(খ)

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. 'নদী' কোন ধরনের শব্দ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ⓚ দেশি শব্দ ⓚ তদ্ভব শব্দ
ⓖ তৎসম শব্দ ⓖ বিদেশি শব্দ উ:(গ)

০২. কোনটি দেশি শব্দ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ⓚ বাদুড় ⓚ শিশি ⓖ গরিব ⓖ কেরানি উ:(ক)

০৩. কোনটি দেশি শব্দ? [২২-২৩]
ⓚ কলম ⓚ চুলা ⓖ তোশক ⓖ মুন্সেফ উ:(খ)

Note : নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ (নতুন) অনুসারে 'চুলা' দেশি শব্দ। 'কলম, মুন্সেফ'– আরবি; 'তোশক'– ফারসি এবং 'চুলা'– তদ্ভব শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান]।

০৪. 'চশমা' কোন ভাষার শব্দ? [২২-২৩]
ⓚ আরবি ⓚ পর্তুগিজ ⓖ ফারসি ⓖ বাংলা উ:(গ)

০৫. 'নামাজ' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে? [BSC Nursing'20-21]
ⓚ ওলন্দাজ ⓚ গ্রিক ⓖ ফারসি ⓖ পর্তুগিজ উ:(গ)

CamScanner

০৬. 'হেড-মৌলবি' শব্দটি কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে? [BSC Nursing'19-20]
ⓚ ইংরেজি + ফারসি ⓚ তুর্কি + আরবি
ⓖ ইংরেজি + তুর্কি ⓖ ইংরেজি + পর্তুগিজ **উ: ক**

০৭. কোনটি দেশি শব্দের উদাহরণ? [Diploma Nursing'21-22]
ⓚ লুচি ⓚ খোকা
ⓖ মুড়ি ⓖ বিদ্যুৎ **উ: খ**

০৮. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [Diploma Nursing'20-21]
ⓚ ধ্বনি ⓚ বর্ণ
ⓖ চিহ্ন ⓖ শব্দ **উ: ঘ**

০৯. 'রিক্সা' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত? [Diploma Nursing'20-21]
ⓚ তুর্কি ⓚ জাপানি ⓖ ফরাসি ⓖ চীনা **উ: [illegible]**

১০. ফরাসি ভাষার শব্দের উদাহরণ কোনটি? [Diploma Nursing'18-19; রাবি C ১৮-১৯; ইবি খ ১৮-১৯]
ⓚ হরতাল ⓚ পাদ্রি ⓖ কুপন ⓖ তোপ **উ: [illegible]**

১১. নিচের কোনটি জোড়কলম শব্দের দৃষ্টান্ত? [Diploma Nursing'15-16]
ⓚ নিমকদানি ⓚ হাসজারু ⓖ ফুলকুসুম ⓖ ফুলদান **উ: [illegible]**

১২. নিচের কোনটি আরবি শব্দ নয়? [Diploma Nursing'15-16]
ⓚ খোদা ⓚ ইমান
ⓖ আদালত ⓖ দোয়াত **উ: [illegible]**

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলা শব্দ ভান্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ– [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ তৎসম ⓚ তদ্ভব ⓖ দেশি ⓖ বিদেশি **উ: গ**

০২. যৌগিক শব্দ কোনটি? [৪৬তম বিসিএস]
ⓚ কলম ⓚ মলম ⓖ বাঁশি ⓖ শাখামৃগ **উ: খ**

০৩. আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ? [৪৫তম]
ⓚ পাঞ্জাবি ⓚ ফারসি ⓖ গ্রিক ⓖ স্পেনিশ **উ: গ**

০৪. 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৩তম বিসিএস]
ⓚ পর্তুগিজ ⓚ ফরাসি ⓖ আরবি ⓖ ফারসি **উ: ঘ**

০৫. কোনটি ইংরেজি শব্দ? [৪২তম বিসিএস]
ⓚ ম্যাজেস্টি ⓚ পিস্তল ⓖ আলমারি ⓖ কমা **উ: ঘ**

০৬. 'হাকেম হাকিম' কী শব্দ? [২৬তম বিসিএস]
ⓚ ফারসি ⓚ উর্দু ⓖ আরবি ⓖ ইংরেজি **উ: ক**

০৭. কোন শব্দটি ফারসি? [২৬তম বিসিএস]
ⓚ মুসাফির ⓚ তকদির
ⓖ পেরেশান ⓖ মজলুম **উ: গ**

০৮. 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [৪৪তম বিসিএস]
ⓚ পর্তুগিজ ⓚ হিন্দি
ⓖ গুজরাটি ⓖ ফরাসি **উ: গ**

০৯. 'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? [৪১তম; ৩৮তম বিসিএস]
ⓚ তৎসম ⓚ তদ্ভব ⓖ ফারসি ⓖ তুর্কি **উ: ঘ**

১০. 'পির্জা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ? [৪০তম বিসিএস]
ⓚ ফারসি ⓚ পর্তুগিজ ⓖ ওলন্দাজ ⓖ পাঞ্জাবি **উ: খ**

১১. 'উজবুক' শব্দটি কোন ভাষা হতে বাংলা ভাষায় এসেছে? [৩১তম বিসিএস]
ⓚ ফারসি ⓚ তুর্কি ⓖ পর্তুগিজ ⓖ আরবি **উ: খ**

১২. গ্রিক শব্দ কোনটি? [২৭তম বিসিএস]
ⓚ তুফান ⓚ লুঙ্গি ⓖ কুপন ⓖ দাম **উ: ঘ**

১৩. 'কাঁচি' কোন ধরনের শব্দ? [২৪তম বিসিএস (বাতিলকৃত)]
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ হিন্দি ⓖ তুর্কি **উ: ঘ**

১৪. 'পেয়ারা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ? [২৩তম বিসিএস]
ⓚ পর্তুগিজ ⓚ ফারসি ⓖ গুজরাটি ⓖ উর্দু **উ: ক**

১৫. পর্তুগিজ ভাষা থেকে নিম্নোক্ত একটি শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ করা হয়েছে? [১৭তম বিসিএস]
ⓚ টেবিল ⓚ চেয়ার
ⓖ বালতি ⓖ শরবত **উ: গ**

১৬. 'হেড-মৌলভি' কোন কোন ভাষার শব্দযোগে গঠিত? [১৩ তম বিসিএস]
ⓚ ইংরেজি + ফারসি ⓚ ইংরেজি + আরবি
ⓖ তুর্কি + আরবি ⓖ ইংরেজি + পর্তুগিজ **উ: ক**

SELF TEST MCQ

০১. 'ছাদ' কোন শব্দের উদাহরণ?
ⓚ দেশি ⓚ তৎসম শব্দ ⓖ অর্ধ-তৎসম শব্দ ⓖ তদ্ভব শব্দ

০২. 'মনুষ্য' কোন শব্দের উদাহরণ?
ⓚ অর্ধ-তৎসম শব্দ ⓚ তৎসম শব্দ ⓖ তদ্ভব শব্দ ⓖ বিদেশি শব্দ

০৩. 'তায়ারি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ⓚ পাঞ্জাবি ⓚ জাপানি ⓖ চীনা ⓖ লাতিন

০৪. 'মুৎসুদ্দি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে আগত?
ⓚ দেশি ⓚ তদ্ভব ⓖ তৎসম ⓖ আরবি

০৫. 'হিবাচি' শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ⓚ ফারসি ⓚ জাপানি ⓖ আরবি ⓖ ওলন্দাজ

০৬. 'তদ্ভব' কোন ধরনের শব্দ?
ⓚ সংস্কৃত শব্দ ⓚ আরবি শব্দ ⓖ মিশ্র শব্দ ⓖ পারিভাষিক শব্দ

০৭. 'পেটি' (উদর) দেশি শব্দ হিসেবে পরিচিত হলেও এর মূলে রয়েছে কোন ভাষা?
ⓚ কোল ভাষা ⓚ মুণ্ডারি ভাষা ⓖ তামিল ভাষা ⓖ গুজরাটি ভাষা

০৮. 'নমুনা, রসদ' কোন ভাষা থেকে আগত?
ⓚ হিন্দি ⓚ পর্তুগিজ ⓖ আরবি ⓖ ফারসি

০৯. 'রাহ, তর্সি' শব্দগুলো কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ⓚ ফরাসি ⓚ ইংরেজি
ⓖ পর্তুগিজ ⓖ আরবি

১০. 'তুম' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি?
ⓚ মৈথিলী ⓚ মারাঠি ⓖ পাঞ্জাবি ⓖ গুজরাটি

১১. নিচের কোনটি দেশি শব্দ?
ⓚ ডাল ⓚ কলম ⓖ কৃপণ ⓖ কপি

১২. 'হাকুর' এর অর্থ কী?
ⓚ মূল ⓚ স্বাভাবিক ⓖ পুরাতন ⓖ নতুন

১৩. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ৪ ভাগে ⓚ ৫ ভাগে ⓖ ৩ ভাগে ⓖ ২ ভাগে

১৪. অনার্যদের সৃষ্ট শব্দগুলো কোন ধরনের শব্দ?
ⓚ অর্ধ-তৎসম শব্দ ⓚ তৎসম শব্দ ⓖ তদ্ভব শব্দ ⓖ দেশি শব্দ

১৫. 'অ্যালজেবরা' শব্দটির উৎস ভাষা কোনটি? [বিজ্ঞান ২২-২৩]
ⓚ ফারসি ⓚ আরবি ⓖ ফরাসি ⓖ পর্তুগিজ

১৬. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?
ⓚ গ্রহ ⓚ কুড়ি ⓖ কলম ⓖ পাখি

১৭. কোন শ্রেণির বাংলা শব্দের লিখিত চেহারা সংস্কৃতের অনুরূপ?
ⓚ তৎসম ⓚ তদ্ভব ⓖ দেশি ⓖ বিদেশি

১৮. গঠন বিবেচনায় শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা–
ⓚ দেশি ও অর্ধ-তৎসম ⓚ রূঢ় ও যৌগিক
ⓖ মৌলিক ও সাধিত ⓖ তৎসম ও তদ্ভব

১৯. 'পাপড়' কোন ধরনের শব্দ?
ⓚ আরবি ⓚ ফারসি ⓖ তদ্ভব ⓖ তৎসম

২০. 'রোদ্দুর' কোন ধরনের শব্দ?
ⓚ তৎসম ⓚ তদ্ভব ⓖ দেশি ⓖ অর্ধ-তৎসম

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer									
২০.ঘ	১৯.গ	১৮.গ	১৭.ক	১৬.ক	১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.ঘ	১২.খ	১১.ক
১০.ক	০৯.ঘ	০৮.ঘ	০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.খ	০৪.ঘ	০৩.ঘ	০২.খ	০১.ক

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ১৯

বাংলা ভাষার ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (পদ)

পদের সংজ্ঞা

পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত শব্দকেই পদ বলা হয়। যেমন : এ কলমে (কলম + এ) লেখে ভালো।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদ) সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন এভাবে : 'প্রাতিপদিকের পর বিভক্তি যুক্ত হইয়া তবে বাক্যে প্রযুক্ত 'পদ' (inflected words) সৃষ্ট হয়।" যেমন : ১. আকাশে সূর্যের দেখা নাই ২. রাস্তায় লোকজন দৌড়াইতেছে। এখানে 'আকাশ', 'সূর্য', 'রাস্তা', 'দৌড়ানো' শব্দের সঙ্গে 'এ', 'এর', 'য়', 'ইতেছে' বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে আকাশ, সূর্য, রাস্তা, দৌড়ানো একেকটি পদে পরিণত হয়েছে।

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদের) শ্রেণিবিভাগ

ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণির (পদের) শ্রেণিবিভাগ : শব্দের ব্যাকরণগত অবস্থান এবং তাদের বিভাজনকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি বলে। প্রচলিত ব্যাকরণে বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে কয়েকটি শব্দশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১. বিশেষ্য ২. বিশেষণ ৩. সর্বনাম ৪. ক্রিয়া ও ৫. অব্যয়। **পুরাতন ব্যাকরণ ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুসারে**

➤ 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' গ্রন্থে মুখ্যত ব্যাকরণগত ভূমিকা অনুযায়ী বাংলা শব্দের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। সে অনুযায়ী শব্দশ্রেণি আট ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. বিশেষ্য ২. সর্বনাম ৩. বিশেষণ ৪. ক্রিয়া ৫. ক্রিয়াবিশেষণ ৬. যোজক ৭. অনুসর্গ ও ৮. আবেগ-শব্দ। **বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৯ম-১০ম শ্রেণির ক্ষেত্রে এই ভাগ দেখানো হয়েছে।**

০১. বিশেষ্য পদ

বিশেষ্য : কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা প্রাণীর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন : নজরুল, বাঘ, ঢাকা, ভোজন, সততা ইত্যাদি।

প্রকারভেদ : বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার। যথা : i. নাম বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ii. জাতিবাচক বিশেষ্য iii. দ্রব্য বা বস্তুবাচক বিশেষ্য iv. সমষ্টিবাচক বিশেষ্য v. ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য ও vi. গুণবাচক বিশেষ্য।

নামবাচক বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, ভৌগোলিক স্থান বা সংজ্ঞা এবং গ্রন্থ বিশেষের নাম বোঝায়, তাকে নামবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন :

ক. **ব্যক্তিনাম :** হাবিব, সজল, লতা, শম্পা, নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল।

খ. **স্থাননাম :** ঢাকা, বাংলাদেশ, হিমালয়, পদ্মা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা।

গ. **কালনাম :** জানুয়ারি, সোমবার, বৈশাখ, রমজান।

ঘ. **সৃষ্টিনাম বা গ্রন্থের নাম :** গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, দেশে বিদেশে, বিশ্বনবি, ইত্তেফাক, অপরাজেয় বাংলা।

জাতিবাচক বিশেষ্য : যে পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী বা পদার্থের সাধারণ নাম বোঝায়, তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : মানুষ, গরু, ছাগল, ফুল, ফল, সাপ, পাখি, গাছ, পর্বত, নদী, ইংরেজ ইত্যাদি।

iii. **বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য :** যে পদে কোনো উপাদানবাচক পদার্থের নাম বোঝায়, তাকে বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য বলে। এ জাতীয় বস্তুর সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। যেমন : ইট, লবণ, আকাশ, টেবিল, বই, খাতা, কলম, কাগজ, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, পানি, লেখনী ইত্যাদি।

iv. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য :** যে পদে কোনো দল বা গোষ্ঠীর একক বা সমষ্টি বোঝায়, তা-ই সমষ্টিবাচক বিশেষ্য। যেমন : জনতা, পরিবার, ঝাঁক, গোষ্ঠী, শ্রেণি, সংঘ, বাহিনী, মিছিল, সভা, সমিতি, পঞ্চায়েত, মাহফিল, বহর, দল।

v. **ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য পদে কোনো ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ক্রিয়া বা ভাববাচক বিশেষ্য বলে। যেমন : পঠন (পড়ার কাজ), গমন (যাওয়ার ভাব বা কাজ), দর্শন (দেখার কাজ), ভোজন (খাওয়ার কাজ), শয়ন (শোয়ার কাজ), করা, করানো, পাঠানো, নেওয়া, দেখা, শোনা, ধরন, করণ, চলন, বলন ইত্যাদি।

vi. **গুণবাচক বিশেষ্য :** যে বিশেষ্য দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষ্য। যেমন : মধুরতা (মধুর মিষ্টত্বের গুণ), তারল্য (তরল দ্রব্যের গুণ), তিক্ততা (তিক্ত দ্রব্যের দোষ বা গুণ), তারুণ্য (তরুণের গুণ) ইত্যাদি। **অদ্রূপ :** সরলতা, দয়া, আনন্দ, গুরুত্ব, দীনতা, ধৈর্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ, সৌন্দর্য, মনুষ্যত্ব, ভীরুতা, ক্ষমা ইত্যাদি।

০২. সর্বনাম পদ

সর্বনাম : বিশেষ্যের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে। সর্বনাম সাধারণত বিশেষ্যের প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দ। যেমন : হস্তী প্রাণিজগতের সর্ববৃহৎ প্রাণী। তার শরীরটি যেন বিরাট এক মাংসের স্তূপ।

দ্বিতীয় বাক্যে 'তার' শব্দটি প্রথম বাক্যের 'হস্তী' বিশেষ্য পদটির প্রতিনিধি স্থানীয় শব্দরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই 'তার' শব্দটি সর্বনাম পদ। বিশেষ্য পদ অনুক্ত থাকলে ও ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন :

ক. শিমুল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত। তাই **সে** পরীক্ষায় ভালো করেছে।

খ. **যারা** দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, **তারাই** তো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।

গ. যান ভানতে **যারা** শিবের গীত গায়, **তারা** স্থির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ : সর্বনামকে নয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

০১. **ব্যক্তিবাচক :** ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ব্যক্তিনামের পরিবর্তে বসে। এই সর্বনাম তিন ধরনের। যথা :

ক. বক্তা পক্ষের সর্বনাম	আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের ইত্যাদি।
খ. শ্রোতা পক্ষের সর্বনাম	তুমি, তোমরা, তুই, তোরা, আপনি, আপনারা, তোমাকে, তোকে, আপনাকে ইত্যাদি।
গ. অন্য পক্ষের সর্বনাম	সে, তারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ওর, ওদের ইত্যাদি।

ঘ. শ্রোতাপক্ষ ও অন্যপক্ষের সর্বনামকে মর্যাদা অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : সাধারণ সর্বনাম (তুমি, সে), মানী সর্বনাম (আপনি, তিনি, ইনি, উনি) ও ঘনিষ্ঠ সর্বনাম (তুই, এ, ও)।

০২. **আত্মবাচক :** কর্তা নিজেই কোনো কাজ করছে, এ ভাবটি জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য যে ধরনের সর্বনাম ব্যবহার হয়, তাকে আত্মবাচক সর্বনাম বলে। যেমন : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি। আর এ ধরনের সর্বনাম বাক্যের কর্তার সঙ্গে অভিন্নতা নির্দেশ করে। যেমন : সে **নিজে** অঙ্কটা করেছে। তিনি **স্বয়ং** আমাকে দেখতে আসবেন। যাত্রীরা **স্ব স্ব** আসনে গিয়ে বসলেন।

০৩. **নির্দেশক সর্বনাম :** যে সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে, তাকে নির্দেশক সর্বনাম বলে। যেমন : নিকট নির্দেশক : এ, এই, এরা, ইনি; দূর নির্দেশক : ও, ওই, ওরা, উনি। ঐ, ঐসব, সব দূরত্ববাচক সর্বনাম দূরের কিছু বোঝায়।

০৪. **অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক :** অনির্দিষ্ট বা পরিচয়হীন কিছু বোঝাতে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাকে অনির্দিষ্ট সর্বনাম বলে। যেমন : কেউ, কোনো, কোথাও, কিছু, একজন (একজন এসে খবরটা দেয়)। **কেউ** কোথাও আছে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ ঘটনাটা জানবেন ইত্যাদি।

➤ তির্যক উল্লেখে বা পরিচয়ে গোপন করার লক্ষ্যেও অনেক সময়ে এ ধরনের শব্দাবলি অনির্দিষ্ট সর্বনামের মতো ব্যবহার হয়। যেমন : **একজন** এসেছিল। **একটা কেউ** যাবে।

০৫. **প্রশ্নবাচক :** প্রশ্ন তৈরির জন্যে প্রশ্নবাচক সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়। যেমন : কে (ওখানে কে?, কে এ মুখোশধারী?), কারা (**কারা** দেশের সর্বনাশ করতে চায়?), কাকে, কার (টাকাটা কার কাছে দিয়েছ?), কাহার, কিসে? কি, কী (**কী** দিয়ে ভাত খায়?) ইত্যাদি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

০৬. **সাপেক্ষ বা প্রতিনির্দেশক সর্বনাম :** পরস্পর নির্ভরশীল দুটি সর্বনামকে সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। অর্থাৎ পরস্পর শর্ত বা সম্পর্কযুক্ত একাধিক সর্বনাম পদ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যের সংযোগ সাধন করলে, তাদের সাপেক্ষ সর্বনাম বলে। যেমন :

যত চাও **তত** লও।	**যত** চেষ্টা করবে **ততই** সাফল্যের সম্ভাবনা।
যে আসবে **সে** পাবে	**যারা** ভালো মানুষ **তারা** সুখী
যেমন কর্ম **তেমন** ফল।	জোর **যার** মুল্লুক **তার**।
যেই কথা **সেই** কাজ।	**যে** আগে আসবে **সে** আগে পাবে।

০৭. **পারস্পরিক বা ব্যতিহারিক :** দুপক্ষের সহযোগ বা পারস্পরিক নির্ভরতা বোঝালে ব্যতিহারিক বা পারস্পরিক সর্বনাম হয়। যেমন : তোমরা **নিজেরা নিজেরা** সমস্যাটি মিটিয়ে ফেল। কয়েকটি ব্যতিহারিক সর্বনাম : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।

০৮. **সকল বা সাকুল্যবাচক :** ব্যক্তি, বস্তু বা ভাবের সমষ্টি বোঝাতে সকলবাচক সর্বনাম হয়। যেমন : সব, সবাই, সকলকে, সকলে, সমস্ত, সমুদয় (তাবৎ, সমস্ত), সবার। **সকলেই** ত্রাণসামগ্রী পেয়েছেন।

০৯. **অন্যবাচক বা অন্যাদিবাচক :** অন্য, অপর, পর, অমুক ইত্যাদি অর্থাৎ নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে অন্যবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন : **অন্যে** সমালোচনা করবে, তা আমি সইব না।

❀ পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী কয়েকটি সর্বনামের উদাহরণ ❀

⊡ **যৌগিক সর্বনাম (অনিশ্চয়তাবাচক) :** একাধিক শব্দ একত্র হয়ে একটি সর্বনাম তৈরি করে, তখন তাকে যৌগিক সর্বনাম বলে। যেমন : অন্য-কিছু, অন্য-কেউ, আর-কিছু, আর-কেউ, কেউ-না, কেউ-বা, যা-কিছু, যে-কোনো ইত্যাদি।

যৌগিক সর্বনাম	প্রায়োগিক ব্যবহার
কেউ-বা	এই বৃষ্টিতে **কেউ-বা** আসবে?
আর-কেউ	**আর-কেউ** যাবে?
আর-কিছু	**আর-কিছু** চাই আপনার?
অন্য-কিছু	আমার যা আছে তা-ই দিলাম, **অন্য কিছু** চেয়ো না।
অন্য-কেউ	একথা তুমি ছাড়া **অন্য-কেউ** জানে না।
কেউ-না-কেউ	**কেউ-না-কেউ** তো সংবাদ দিয়েছেই, নইলে সে আসবে কেন?
যে-কেউ	**যে-কেউ** এ কাজ করতে পারে।

⊡ **সংযোগজ্ঞাপক :** যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা ইত্যাদি। দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায়। যেমন : স্টেশনে এসে দেখি **যে**, ট্রেনটা চলে গেছে।

সর্বনামের পুরুষ

➤ **সর্বনামের রূপভেদ :**

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম পুরুষভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন :

সাধারণ অর্থে	
উত্তম পুরুষ	আমি, আমরা, আমাকে, আমার, আমাদিগকে, আমাদের (কবিতায়- মোর, মোরা)।
মধ্যম পুরুষ	তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমার, তোমাদের।
নাম পুরুষ	সে, তারা, তাহারা, তাকে, তাহাকে।
সম্মানাত্মক অর্থে	
মধ্যম পুরুষ	আপনি, আপনারা, আপনাকে, আপনার, আপনাদের।
নাম পুরুষ	তিনি, তাঁরা, তাঁদের, তাঁদেরকে, তাঁকে, ইনি, এঁর, এঁদের, এঁকে, উনি, ওঁর, ওঁরা, ওঁদের।
তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠতাজ্ঞাপক অর্থে	
মধ্যম পুরুষ	তুই, তোরা, তোর, তোদের, তোকে।
নাম পুরুষ	ইহা, ইহারা, এই, এ, এরা, উহা, উহারা, ও, ওরা, ওদের।

০৩. বিশেষণ পদ

⊡ **বিশেষণ :** যে শব্দ দিয়ে বিশেষ্য ও সর্বনামের গুণ, দোষ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ বলে। যেমন : সুন্দর ফুল। বাজে কথা। পঞ্চাশ টাকা। হাজার সমস্যা। তাজা মাছ। **সুন্দর** বাগান। **চটপটে** ছেলে।

❀ নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশেষণের প্রকারভেদ ❀

⊡ **প্রকারভেদ :** বিশেষণকে নানা নামে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

০১. **বর্ণবাচক বা রূপবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে রং নির্দেশ করা হয়, তাকে বর্ণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **নীল** আকাশ, **সবুজ** মাঠ, **লাল** ফিতা, **কালো** মেঘ।

০২. **গুণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়, তা-ই গুণবাচক বিশেষণ। যেমন : **চালাক** ছেলে, **ঠান্ডা** পানি, **চৌকস** লোক, **দক্ষ** কারিগর, **গরম** জল, **সৎ** লোক।

০৩. **অবস্থাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে অবস্থা বোঝায়, তাকে অবস্থাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **চলন্ত** ট্রেন, **তরল** পদার্থ, **তাজা** মাছ, **রোগা** ছেলে, **খোঁড়া** পা, **মুমূর্ষু** রোগী।

০৪. **ক্রমবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে ক্রমসংখ্যা বোঝায়, তাকে ক্রমবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এক** টাকা, **আট** দিন, **সত্তর** পৃষ্ঠা, **হাজার** লোক, **দশ** দশা, **শ** টাকা।

০৫. **পূরণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পূরণসংখ্যা বোঝায়, তাকে পূরণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **তৃতীয়** প্রজন্ম, **৩৫তম** অনুষ্ঠান, **সত্তরতম** পৃষ্ঠা, **প্রথমা** কন্যা।

০৬. **পরিমাণবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে পরিমাণ বা আয়তন বোঝায়, তাকে পরিমাণবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **আধা** কেজি চাল, **অনেক** লোক, **বিঘাটেক** জমি, **পাঁচ শতাংশ** ভূমি, **হাজার টনী** জাহাজ, **এক** কেজি চাল, **দু** কিলোমিটার রাস্তা, **অর্ধেক** সম্পত্তি, **ষোলো আনা** দখল, **সিকি** পথ।

০৭. **উপাদানবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে উপাদান নির্দেশ করে, তাকে উপাদানবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **বেলে** মাটি, **মেটে** কলসি, **পাথুরে** মূর্তি, **স্বর্ণময়** পাত্র।

০৮. **প্রশ্নবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে প্রশ্নবাচকতা নির্দেশিত হয়, তাকে প্রশ্নবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **কেমন** গান? **কতক্ষণ** সময়? **কত** দূর পথ? **কেমন** অবস্থা?

০৯. **নির্দিষ্টতাবাচক :** যে বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাকে নির্দিষ্টতাবাচক বিশেষণ বলে। যেমন : **এই** দিনে, **সেই** সময়, **এই** লোক, **সেই** ছেলে, **ছাব্বিশে** মার্চ।

১০. **ভাববাচক বিশেষণ :** যেসব বিশেষণ বাক্যের অন্তর্গত অন্য বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেসব বিশেষণকে ভাববাচক বিশেষণ বলে। এটিকে বিশেষণের বিশেষণও বলা হয়। যেমন : '**খুব** ভালো খবর' ও 'গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে'।

১১. **বিধেয় বিশেষণ :** বাক্যের বিধেয় অংশে যেসব বিশেষণ বসে, সেসব বিশেষণকে বিধেয় বিশেষণ বলে। যেমন : 'লোকটা **পাগল**' বা 'এই পুকুরের পানি **ঘোলা**'।

❀ পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী বিশেষণের প্রকারভেদ ❀

⊡ **প্রকারভেদ :** বিশেষণ পদ প্রধানত ২ প্রকার। যথা : ১. নাম বিশেষণ ও ২. ভাব বিশেষণ।

০১. **নাম বিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম পদকে বিশেষিত করে, তাকে নাম বিশেষণ বলে। যেমন :

ক. সর্বনামের বিশেষণ : সে **রূপবান** ও **গুণবান**।

খ. বিশেষ্যের বিশেষণ : **সুস্থ-সবল** দেহকে কে না ভালোবাসে?

➤ **বিবিধ উপায়ে নাম-বিশেষণ গঠনের উপায় :**

✎ **নাম-বিশেষণ বিভিন্নভাবে গঠিত হয়। যেমন :**

ক্রিয়াজাত	**খাবার** পানি, **হারানো** সম্পত্তি, **অনাগত** দিন ইত্যাদি।
অব্যয়জাত	**আচ্ছা** মানুষ, **উপরি** পাওনা, **হঠাৎ** বড়লোক ইত্যাদি।
সর্বনামজাত	**কবেকার** কথা, **কোথাকার** কে, **স্বীয়** সম্পত্তি ইত্যাদি।
সমাসসিদ্ধ	**বেকার**, **নিয়ম-বিরুদ্ধ**, **জ্ঞানহারা**, **চৌচালা** ঘর ইত্যাদি।
বীপ্সামূলক	**হাসিহাসি** মুখ, **কাঁদোকাঁদো** চেহারা, **ডুবুডুবু** নৌকা ইত্যাদি।
অনুকার অব্যয়জাত	**কনকনে** শীত, **শনশনে** হাওয়া, **ধিকিধিকি** আগুন, **টসটসে** ফল, **তকতকে** মেঝে ইত্যাদি।
কৃদন্ত	**কৃতী** সন্তান, **জানাশোনা** লোক, **পায়ে-চলা** পথ, **অতীত** কাল, **মৃত** সম্পত্তি ইত্যাদি।
তদ্ধিতান্ত	**জাতীয়** সম্পদ, **মেঠো** পথ, **নৈতিক** বল ইত্যাদি।
উপসর্গযুক্ত	**নিখুঁত** কাজ, **নির্জলা** মিথ্যে, **অপহৃত** সম্পদ ইত্যাদি।
বিদেশি	**নাস্তানাবুদ** অবস্থা, **বেওয়ারিশ** মাল, **লাখেরাজ** সম্পত্তি, **দরপত্তনি** তালুক।

০২. **ভাব বিশেষণ :** যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। যেমন : গাড়িটা **বেশ** জোরে চলছে।

➤ **প্রকারভেদ :** ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা : ক. ক্রিয়া বিশেষণ খ. বিশেষণের বিশেষণ গ. অব্যয়ের বিশেষণ ঘ. বাক্যের বিশেষণ।

ক. **ক্রিয়া বিশেষণ :** যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন :

i. ক্রিয়া সংঘটনের ভাব : ধীরে ধীরে বায়ু বয়।

ii. ক্রিয়া সংগঠনের কাল : পরে একবার এসো।

iii. ক্রিয়া সংঘটনের স্থান : আমার সামনে দাঁড়াও। এখানে বস ইত্যাদি।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ক্রিয়া-বিশেষণের বিবিধ/গঠনরূপ :

i. **বিভক্তিহীন শব্দযোগে :** ক্রিয়া-বিশেষণ বিভক্তিহীনও হতে পারে। যেমন :

ভাবজ্ঞাপক	সে অবশ্য আসবে। তুমি ঠিক জান না ইত্যাদি।
সময়জ্ঞাপক	ক্রমাগত ভুল করো না। আজ তুমি যাও ইত্যাদি।
স্থানবাচক	হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

ii. **'এ' বিভক্তিযোগে :** বিশেষ্য পদ থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ গঠন করে। যেমন :

বিশেষ্য	ভাবজ্ঞাপক ক্রিয়া-বিশেষণ
তাল (তাল মিলিয়ে চলা)	তালে (সমান তালে চলা)
সুখ (সুখ চাই শুধু)	সুখে (সুখে থাকতে চাই)

iii. নাম-বিশেষণ থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ :

নাম বিশেষণ	ক্রিয়া বিশেষণ
সমান	সমানে (সমানে সমানে তর্ক)
চরম	চরমে ইত্যাদি (চরমে উঠেছে যুদ্ধ)

iv. -রূপে, -ভাবে, -সহকারে, -পূর্বক, -ইত্যাদি পদ দ্বারা সমাস করেও ক্রিয়াবিশেষণ গঠন করা হয়। যেমন : উত্তম রূপে, সুন্দরভাবে, মনোযোগ সহকারে, প্রদর্শনপূর্বক ইত্যাদি।

v. -ত, -থা, -ধা, -শ, -মতো, -এ প্রত্যয়ান্ত পদ দ্বারাও ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়। যেমন : সাধারণত, দৃশ্যত, অন্যথা, শতধা, প্রায়শ, ক্রমশ, সর্বত্র, একত্র, দণ্ডবৎ, মৎস্যবৎ, ঠিকমতো, ভালোমতো ইত্যাদি।

vi. বিশেষ্য বা বিশেষণের সাথে -করে, -ইয়ে যোগ করেও ক্রিয়া-বিশেষণ গঠন করা হয়। যেমন : ভালো করে, হঠাৎ করে, ফলিয়ে, তলিয়ে, ছলছলিয়ে ইত্যাদি।

বিশেষণের বিশেষণ : যে পদ নাম-বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে। যেমন :

i. **নাম-বিশেষণের বিশেষণ :** সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

ii. **ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ :** রকেট অতি দ্রুত চলে।

বাক্যে ক্রিয়া-বিশেষণের ব্যবহার :

i. **ক্রিয়া-সংঘটনের ভাব :** কাজটি কেমনভাবে সংঘটিত হলো তা বোঝায়। যেমন : সে দ্রুত দৌড়াতে পারে, এটা ভালোভাবে বোঝা যাবে না ইত্যাদি।

ii. **ক্রিয়া-সংঘটনের সময় :** আজ যখন সে আসবে তখন তাকে থাকতে বলো। সেদিন তোমাকে পাই নি ইত্যাদি।

অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব-বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যথা : ধিক্ তারে, শত ধিক্ নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো কোনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন : **দুর্ভাগ্যক্রমে** দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন : বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ের তুলনায় একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝিয়ে থাকে, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। যেমন : যমুনা একটি **দীর্ঘ** নদী, পদ্মা **দীর্ঘতর**, কিন্তু মেঘনা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে তুলনায় সূর্য **বৃহত্তম**, পৃথিবী চন্দ্রের চেয়ে **বৃহত্তর** এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা **ক্ষুদ্রতর**।

বিশেষণের তুলনা বা অতিশায়ন : নিচের বাক্যগুলো লক্ষ কর :

করিম সৎ লোক। করিম রহিমের চেয়ে সৎ। করিম সবার মধ্যে সবচেয়ে সৎ।

উপর্যুক্ত প্রথম বাক্যে 'সৎ' বিশেষণটি শুধু করিমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে 'সৎ' বিশেষণটি করিম এবং রহিমের সততার তারতম্য বোঝাতে, তৃতীয় বাক্যে সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে দেখা যায় যে, একই 'সৎ' বিশেষণটি তিনটি বাক্যে তিনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে : সৎ, চেয়ে সৎ, সবচেয়ে সৎ। বিশেষণের এরূপ ব্যবহারকে বিশেষণের অতিশায়ন বলে।

তাহলে বলা যায়, বিশেষণ পদ যখন দুই বা ততোধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে দোষ, গুণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে তুলনায় তারতম্য (অর্থাৎ একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ) বোঝায়, তখন তাকে বলে বিশেষণের অতিশায়ন।

অতিশায়নের নিয়ম :

ক. খাঁটি বাংলা বিশেষণের অতিশায়ন :

i. বাংলা শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে চাইতে, চেয়ে, হতে, অপেক্ষা, থেকে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে উপমান বিশেষ্যটি প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হয়ে থাকে এবং মূল বিশেষণের রূপটির কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন : হাতি বাঘের **চেয়ে** বড়/বাঘের **চেয়ে** হাতি বড়। গরুর [দামের] **থেকে** ঘোড়ার দাম বেশি। বাঘের **চেয়ে** সিংহ বলবান।

ii. দুটি বিশেষ্যের মধ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষের মাত্রা জোর দিয়ে বোঝাতে হলে বিশেষণের আগে ভিন্ন পদ বা অল্প, কম, একটু, একটুখানি, অনেকটা ইত্যাদি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যেমন : মোষ গরুর চেয়ে **একটু** বড়/ গরুর চেয়ে মোষ **একটু** বড়। গাধা ছাগলের চেয়ে **অনেক** বড়/ ছাগলের চেয়ে গাধা **অনেক** বড়। বিভা সুমনের চেয়ে **একটু** বেশি লম্বা/ সুমনের চেয়ে বিভা **একটু** বেশি লম্বা ইত্যাদি।

iii. **বহুর মধ্যে অতিশায়ন :** অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝাতে মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। মূল বিশেষণের পূর্বে সবচেয়ে, সবচাইতে, সবথেকে, সর্বাপেক্ষা, সর্বাধিক ইত্যাদি শব্দ যোগ করে নিতে হয়। যেমন : ইভা, বিভা, সুভা এ তিন বোনের মধ্যে ইভা **সবচেয়ে** বড়। এই পরিবারে খোকা **সবচেয়ে** মেধাবী। শৃগাল **সর্বাপেক্ষা** চালাক প্রাণী ইত্যাদি।

খ. **তৎসম শব্দে বিশেষণের অতিশায়ন :**

i. বাংলা-রীতিতে বিশেষণের অতিশায়নের সময় বিশেষণের সঙ্গে নতুন কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয় না, শুধু তার আগে বিভিন্ন শব্দ বা বিভক্তি যুক্ত হয়। কিন্তু ইংরেজির মতো সংস্কৃতে এসব ক্ষেত্রে বিশেষণ পদের সাথে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন :

দীর্ঘ	দীর্ঘতর	দীর্ঘতম
বৃহৎ	বৃহত্তর	বৃহত্তম
প্রিয়	প্রিয়তর	প্রিয়তম
উচ্চ	উচ্চতর	উচ্চতম
নিম্ন	নিম্নতর	নিম্নতম

ii. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন : মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী। দেশসেবার মহত্তম ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

iii. কিছু কিছু সংস্কৃত তর, তম- যুক্ত বিশেষণ পদ বাংলায় তাদের তুলনার ভাব হারিয়ে সাধারণ বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : হত্যা করা **গুরুতর** অপরাধ। সেবা একটি **উত্তম** কাজ।

iv. তৎসম শব্দে দুয়ের মধ্যে তুলনায় আবার পুংলিঙ্গ 'ঈয়স' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈয়সী' এবং বহুর মধ্যে তুলনায় 'ইষ্ঠ' যুক্ত হয়। বাংলায় শুধু 'ইষ্ঠ' দ্বারা নিষ্পন্ন বিশেষণগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন :

মূল বিশেষণ	বহুর মধ্যে তুলনায়
লঘু	লঘিষ্ঠ
গুরু	গরিষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেষ্ঠ

v. দুয়ের মধ্যে তুলনাবাচক 'য়স' বাংলায় ব্যবহৃত না হলেও 'ঈয়সী' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা আর তুলনা বোঝায় না, সাধারণ বিশেষণের মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন : প্রেয়সী, মহীয়সী, ভূয়সী ইত্যাদি।

➤ **নির্ধারক বিশেষণ :** দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহার করে যখন একের বেশি কোনো কিছুকে বোঝানো হয়, তখন তাকে নির্ধারক বিশেষণ বলে। যেমন :

i. **রাশি রাশি** ভারা ভারা ধান।

ii. **লাল লাল** কৃষ্ণচূড়ায় গাছ ভরে আছে।

iii. নববর্ষ উপলক্ষে **ঘরে ঘরে** সাড়া পড়ে গেছে।

iv. এত **ছোট ছোট** উত্তর লিখলে হবে না।

v. এত **বড় বড়** কথা বলতে নেই।

vi. **কালো কালো** মেঘ জড় হয়েছে।

ঙ. **বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তন :**

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
গৌরবান্বিত	গৌরব	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
অতিশয়	আতিশয্য	বৈয়াকরণ	ব্যাকরণ
রক্তিম	রক্তিমতা	দীন	দীনতা, দৈন্য
দরিদ্র	দারিদ্র্য	দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা	বেহায়া	বেহায়াপনা
শিথিল	শৈথিল্য	ঋজু	ঋজুতা, আর্জব
অভিজাত	আভিজাত্য	দুরন্ত	দুরন্তপনা
সুস্থ	স্বাস্থ্য	স্বাদিত	স্বাদ
হ্রস্ব	হ্রাস	সাধিত	সাধন

CamScanner

০৪. ক্রিয়াপদ

❋ নতুন ব্যাকরণ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ❋

⊡ **ক্রিয়াপদ :** বাক্যে উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয়, তা নির্দেশ করা হয় যে পদ দিয়ে তাকে ক্রিয়া বলে। যেমন : রাজীব খেলছে। বৃষ্টি হতে পারে।

⊡ **ক্রিয়াপদের গঠন :** ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন : পড় + ই = পড়ি, পড় + এ = পড়ে, পড়+ ছে = পড়ছে, পড় + বে = পড়বে।

⊡ পক্ষ (পুরুষ) এবং কাল ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়। যেমন :
পক্ষভেদ : আমি পড়ি, আমরা পড়ি, তুমি পড়ো, তোমরা পড়ো, সে পড়ে, তারা পড়ে।
কালভেদ : আমি পড়ি, আমি পড়ছি, আমি পড়েছি, আমি পড়েছিলাম, আমি পড়ছিলাম, আমি পড়ব।

⊡ **ক্রিয়ার প্রকারভেদ ;** ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে, বাক্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে এবং গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়া দুই প্রকার। যথা :

১. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে ভাব সম্পূর্ণ হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশোনা করবে।

২. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া ভাব সম্পূর্ণ করতে পারে না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে।

⊡ অসমাপিকা ক্রিয়া তিন ধরনের। যথা :
১. ভূত অসমাপিকা ২. ভাবী অসমাপিকা এবং ৩. শর্ত অসমাপিকা। যথা :
ভূত অসমাপিকা : সে গান করে আনন্দ পায়।
ভাবী অসমাপিকা : সে গান শিখতে রাজশাহী যায়।
শর্ত অসমাপিকা : গান করলে তার মন ভালো হয়।

⊡ বাক্যের মধ্যে কর্মের উপস্থিতির ভিত্তিতে ক্রিয়া তিন প্রকার। যথা :

১. **অকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম না থাকলে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : সে ঘুমায়। এই বাক্যে কোনো কর্ম নেই।

২. **সকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : সে বই পড়ছে। এই বাক্যে 'পড়ছে' হলো সকর্মক ক্রিয়া। 'বই' হলো 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্ম।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** বাক্যের মধ্যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন : শিক্ষক ছাত্রকে বই দিলেন। এই বাক্যে 'দিলেন' একটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া। 'কী দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় মুখ্য কর্ম ('বই'), আর 'কাকে দিলেন' প্রশ্নের উত্তর দেয় গৌণ কর্ম ('ছাত্রকে')।

খ. গঠন বিবেচনায় ক্রিয়া পাঁচ রকম :

১. **সরল ক্রিয়া :** একটিমাত্র পদ দিয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয় এবং কর্তা এককভাবে ক্রিয়াটি সম্পন্ন করে, তাকে সরল ক্রিয়া বলে। যেমন : সে লিখছে । ছেলেরা মাঠে খেলছে। এখানে লিখছে ও খেলছে - এগুলো সরল ক্রিয়া।

২. **প্রযোজক ক্রিয়া :** কর্তা অন্যকে দিয়ে কাজ করালে তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন : তিনি আমাকে অঙ্ক করাচ্ছেন; রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়- এখানে 'করাচ্ছেন' ও 'খাওয়ায়' প্রযোজক ক্রিয়া।

৩. **নামক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের শেষে -আ বা -আনো প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে নামক্রিয়া বলে। যেমন : বিশেষ্য চমক শব্দের সঙ্গে -আনো যুক্ত হয়ে হয় চমকানো: আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়; বিশেষণ কম শব্দের সঙ্গে -আ যুক্ত হয়ে হয় কমা: বাজারে সবজির দাম কমছে না; ধ্বন্যাত্মক ছটফট শব্দের সঙ্গে - আনো যুক্ত হয়ে হয় ছটফটানো : জবাই করা মুরগি উঠানে ছটফটায়।

৪. **সংযোগ ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের পরে করা, কাটা, হওয়া, দেওয়া, ধরা, পাওয়া, খাওয়া, মারা প্রভৃতি ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগ ক্রিয়া গঠিত হয়। করা ক্রিয়া যোগে: গান করা, গরম করা, ঠনঠন করা, ব্যাট করা; কাটা ক্রিয়া যোগে : সাঁতার কাটা, বিপদ কাটা; হওয়া ক্রিয়া যোগে: উদয় হওয়া, বড়ো হওয়া, রাজি হওয়া; দেওয়া ক্রিয়া যোগে: কথা দেওয়া, মন দেওয়া, দোষ দেওয়া; ধরা ক্রিয়া যোগে : ভাঙন ধরা, মরচে ধরা, ক্যাচ ধরা; পাওয়া ক্রিয়া যোগে: লজ্জা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া; খাওয়া ক্রিয়া যোগে: আছাড় খাওয়া, মার খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া; মারা ক্রিয়া যোগে: উঁকি মারা, পকেট মারা।

৫. **যৌগিক ক্রিয়া :** অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যখন একটি ক্রিয়া গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন : মরে যাওয়া, কমে আসা, এগিয়ে চলা, হেসে ওঠা, উঠে পড়া, পেয়ে বসা, সরে দাঁড়ানো, বেঁধে দেওয়া, বুঝে নেওয়া, বলে ফেলা, করে তোলা, চেপে রাখা ইত্যাদি।

❋ পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী ক্রিয়াপদ ❋

⊡ **ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ :** ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. সমাপিকা ক্রিয়া খ. অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক. **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের (বা মনোভাবের) পরিসমাপ্তি ঘটে, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশোনা করবে। নাদিয়া বই পড়ছে।
সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন : সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে।

খ. **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া দিয়ে বাক্যের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বক্তার কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন : ভালো করে পড়াশোনা করলে- এখানে **'করলে'** ক্রিয়াপদ দ্বারা মনের ভাব শেষ হয়নি; মনের ভাব সম্পূর্ণ হতে আরও শব্দের প্রয়োজন। তাই **'করলে'** একটি অসমাপিকা ক্রিয়া।

৬ **অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা :**
এক কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক বা অভিন্ন হতে পারে। যথা : তুমি চাকরি পেলে আর কি দেশে আসবে? 'পেলে' (অসমাপিকা ক্রিয়া) এবং 'আসবে' (সমাপিকা ক্রিয়া) উভয় ক্রিয়ার কর্তা এখানে 'তুমি'।
অসমান কর্তা : বাক্যস্থিত সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা এক না হলে সেগুলো কর্তাগুলোকে অসমান কর্তা বলে।

ক. **শর্তাধীন কর্তা :** এ জাতীয় কর্তাদের ব্যবহার শর্তাধীন হতে পারে। যেমন : তোমরা বাড়ি এলে আমি রওনা হব। এখানে 'এলে' অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'তোমরা' এবং 'রওনা হব' সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা 'আমি'। তোমাদের বাড়ি আসার ওপর আমার রওনা হওয়া নির্ভরশীল বলে এ জাতীয় বাক্যে কর্তৃপদের ব্যবহার শর্তাধীন।

খ. **নিরপেক্ষ কর্তা :** শর্তাধীন না হয়েও সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপদ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম কর্তৃপদটিকে বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা। যেমন : সূর্য অস্তমিত হলে যাত্রীদল পথ চলা শুরু করল। এখানে 'যাত্রীদলের' পথ চলার সঙ্গে 'সূর্য' অস্তমিত হওয়ার কোনো শর্ত বা সম্পর্ক নেই বলে 'সূর্য' নিরপেক্ষ কর্তা।

[বি. দ্র. : প্রযোজ্য ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হলে অকর্মক প্রযোজক ক্রিয়া সকর্মক হয়]

৬ **অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন :** ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ -ইয়া (য়ে), -ইতে (তে) অথবা -ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।

১. **'ইলে' > 'লে' বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার**
ক. কার্য পরম্পরা বোঝাতে : চারটা বাজলে স্কুল ছুটি হবে।
খ. প্রশ্ন বা বিস্ময় জ্ঞাপনে : একবার মরলে কি কেউ ফেরে?
গ. সম্ভাব্যতা অর্থে : এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে।
ঘ. সাপেক্ষতা বোঝাতে : তিনি গেলে কাজ হবে।
ঙ. দার্শনিক সত্য প্রকাশে : জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা-কবে?
চ. বিধি নির্দেশে : এখানে প্রচারপত্র লাগালে ফৌজদারিতে সোপর্দ হবে।
ছ. সম্ভাবনায় বিকল্পে : আজ গেলেও যা, কাল গেলেও তা।
জ. পরিণতি বোঝাতে : বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে।

২. **'ইয়া' > 'এ' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :**
ক. অনন্তরতা বা পর্যায় বোঝাতে : হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বস।
খ. হেতু অর্থে : ছেলেটি কুসঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে গেল।
গ. ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে : চেঁচিয়ে কথা বলো না।
ঘ. ক্রিয়ার অবিচ্ছিন্নতা বোঝাতে : হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গাহিয়া গান।
ঙ. ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : সেখানে গিয়ে আর কাজ নেই।
চ. অব্যয় পদের অনুরূপ : ঢাকা গিয়ে বাড়ি যাব।

৩. **'ইতে'> 'তে' বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার :**
ক. ইচ্ছা প্রকাশে : এখন আমি যেতে চাই।
খ. উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত অর্থে : মেলা দেখতে ঢাকা যাব।
গ. সামর্থ্য বোঝাতে : খোকা এখন হাঁটতে পারে।
ঘ. বিধি বোঝাতে : বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করতে হয়।
ঙ. দেখা বা জানা অর্থে : রমলা গাইতে জানে।
চ. আবশ্যকতা বোঝাতে : এখন ট্রেন ধরতে হবে।
ছ. সূচনা বোঝাতে : রানি এখন ইংরেজি পড়তে শিখেছে।
জ. বিশেষণ বাচকতায় : লোকটাকে দৌড়াতে দেখলাম।
ঝ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : তোমাকে তো এ গ্রামে থাকতে দেখি নি।
ঞ. অনুসর্গ রূপে : কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল।
ট. বিশেষ্যের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : দেখিতে বাসনা মাগো তোমার চরণ।
ঠ. বিশেষণের সঙ্গে অন্বয় সাধনে : পদ্মফুল দেখতে সুন্দর।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

'তে' বিভক্তি যুক্ত ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ

ক. নিরন্তরতা প্রকাশে : কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।
খ. সমকাল বোঝাতে : সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে।

টীকা : রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া অনুপস্থিত থেকে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে বাক্য গঠিত হতে পারে। যেমন : গরু মেরে জুতা দান। আঙুল ফুলে কলাগাছ।

ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ : কর্মপদের ভূমিকা অনুসারে ক্রিয়াপদকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. সকর্মক ক্রিয়া ২. অকর্মক ক্রিয়া ৩. দ্বিকর্মক ক্রিয়া ৪. প্রযোজক ক্রিয়া।

১. **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্মপদ আছে তা-ই সর্কমক ক্রিয়া। ক্রিয়াকে কী বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা-ই ক্রিয়ার কর্মপদ। কর্মপদযুক্ত ক্রিয়াই সকর্মক ক্রিয়া। যেমন : বাবা আমাকে একটি কলম কিনে দিয়েছেন।
এখানে ক্রিয়াকে 'কী দিয়েছেন' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় **কলম (কর্মপদ)** এবং 'কাকে দিয়েছেন' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় **আমাকে (কর্মপদ)**। সুতরাং 'দিয়েছেন' ক্রিয়াপদটির কর্মপদ থাকায় এটি সকর্মক ক্রিয়া।

২. **অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্ম নেই বা কর্মপদ গ্রহণ করে না, তা অকর্মক ক্রিয়া। যেমন : মেয়েটি হাসে। সে রোজ এখানে আসে। সে ভালো দৌড়ায়। এখানে 'হাসে', 'আসে', 'দৌড়ায়'- অকর্মক ক্রিয়া, এদের কোনো কর্ম নেই। এসব ক্রিয়াকে অবলম্বন করে 'কী' বা 'কাকে' প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।
আরো কিছু অকর্মক ক্রিয়া হলো : ডোবা, থামা, নামা, মরা, নাচা, ওঠা, হাটা, বসা, থাকা, ওড়া, বেড়ানো, ঘুমানো, দৌড়ানো, চমকানো ইত্যাদি।

৩. **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটো কর্মপদ থাকে এবং তার একটি মুখ্যকর্ম ও অপরটি গৌণকর্ম হলে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার বস্তুবাচক কর্ম পদটিকে **মুখ্য বা প্রধান কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক কর্ম পদটিকে **গৌণ কর্মপদ** বলে। 'বাবা আমাকে একটি কলম দিয়েছেন'- এ বাক্যে **'কলম' (বস্তু) মুখ্যকর্ম** এবং **'আমাকে' (ব্যক্তি) গৌণ কর্ম**।

৪. **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া একজনের প্রযোজনা বা চালনায় অন্য কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। প্রযোজক ক্রিয়ার দুটো কর্তা থাকে। যথা : **ক.** প্রযোজক কর্তা **খ.** প্রযোজ্য কর্তা

ক. **প্রযোজক কর্তা :** যে ক্রিয়া প্রযোজনা করে, তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : সাপুড়ে সাপ খেলায়। এখানে 'সাপুড়ে' প্রযোজক কর্তা এবং 'সাপ' প্রযোজ্য কর্তা।
খ. **প্রযোজ্য কর্তা :** যাকে দিয়ে ক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন : মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এখানে **'মা'** প্রযোজক কর্তা ও **'শিশু'** প্রযোজ্য কর্তা।

সমধাতুজ কর্ম : বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে। যেমন : আর কত খেলা খেলবে। মূল 'খেল' ধাতু থেকে ক্রিয়াপদ 'খেলবে' এবং কর্মপদ 'খেলা' উভয়ই গঠিত হয়েছে তাই, 'খেলা' পদটি সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম। সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে সকর্মক করে। যেমন : এমন সুখের **মরণ** কে মরতে পারে? বেশ এক **ঘুম** ঘুমিয়েছি। আর **মায়াকান্না** কেঁদো না গো বাপু। তুমি মণিপুরী **নাচ** নাচবে।

সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক রূপ : প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যে সকর্মক ক্রিয়াও অকর্মক হতে পারে। যেমন :

অকর্মক : আমি চোখে দেখিনে।	**সকর্মক :** আকাশে চাঁদ দেখিনে।
অকর্মক : আমি রাতে খাব না।	**সকর্মক :** আমি রাতে ভাত খাব না।

নামধাতু ও নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। নামধাতুর সঙ্গে পুরুষ বা কালসূচক ক্রিয়া-বিভক্তি যোগে নামধাতুর ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন :
ক. বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা (নামধাতু)।
যেমন : শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।
খ. বাঁক (বিশেষণ) + আ (প্রত্যয়) = বাঁকা (নামধাতু)।
যেমন : কঞ্চিটি বাঁকিয়ে ধর (নামধাতুর ক্রিয়াপদ)।
গ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : কন কন– দাঁতটি ব্যথায় **কনকনাচ্ছে**। ফোঁস– অজগরটি **ফোঁসাচ্ছে**।

ব্যতিক্রম : আ-প্রত্যয় যুক্ত না হয়েও কয়েকটি নামধাতু বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুর মতো ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ফল- বাগানে বেশ কিছু লিচু **ফলেছে**।	টক- তরকারি বাসি হলে **টকে**।
ছাপা- আমার বন্ধু বইটা **ছেপেছে**।	

ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ : গঠন বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়াপদকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : **১. একশাব্দিক ক্রিয়া ও ২. বহুশাব্দিক ক্রিয়া।**

১. **একশাব্দিক ক্রিয়া :** এক শব্দের ধাতু দিয়ে গঠিত ক্রিয়াকে একশাব্দিক ক্রিয়া বলে। একশাব্দিক ক্রিয়া নানাভাবে গঠিত হতে পারে।
ক. এক ধ্বনিদল ধাতুর সাহায্যে : যা-, খা-, নে-, দে- ইত্যাদি।
খ. বহু ধ্বনিদল ধাতুর সাহায্যে : খাওয়া-, দেখা-, পড়া-, শোনা- ইত্যাদি।

২. **বহুশাব্দিক ক্রিয়া :** একাধিক শব্দযোগে গঠিত ক্রিয়াকে বহুশাব্দিক ক্রিয়া বলে। বহুশাব্দিক ক্রিয়া দু ধরনের। যথা : **ক. যৌগিক ক্রিয়া ও খ. যুক্ত বা মিশ্র ক্রিয়া।**

ক. **যৌগিক ক্রিয়া :** একটি অসমাপিকা ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া একত্রে বসে যে ক্রিয়া গঠিত হয়, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন :
ক. তাগিদ দেওয়া অর্থে : ঘটনাটা **শুনে রাখ**।
খ. নিরন্তরতা অর্থে : তিনি **বলতে লাগলেন**।
গ. কার্যসমাপ্তি অর্থে : ছেলেমেয়েরা **শুয়ে পড়ল**।
ঘ. আকস্মিকতা অর্থে : সাইরেন **বেজে উঠল**।
ঙ. অভ্যস্ততা অর্থে : শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত **হয়ে থাকে**।
চ. অনুমোদন অর্থে : এখন **যেতে পার**।

বিভিন্ন ধাতুর সাহায্যে যৌগিক ক্রিয়ার গঠন ও বাক্যে প্রয়োগ :

➤ **যা-ধাতু**

ক. সমাপ্তি অর্থে : বৃষ্টি **থেমে গেল**।	গ. অবিরাম অর্থে : গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন**।
খ. ক্রমশ অর্থে : চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে**।	ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : এখন যাওয়া **যেতে পারে**।

➤ **পড়্-ধাতু**
ক. সমাপ্তি অর্থে : এখন **শুয়ে পড়**।
খ. ব্যাপ্তি অর্থে : কথাটা **ছড়িয়ে পড়েছে**।
গ. আকস্মিকতা অর্থে : এখনই তুফান **এসে পড়বে**।
ঘ. ক্রমশ অর্থে : কেমন যেন মনমরা **হয়ে পড়েছি**।

➤ **দেখ্-ধাতু**

পরীক্ষা অর্থে : লবণটা **চেখে দেখ**।	ফল সম্ভাবনায় : সাহেবকে **বলে দেখ**।
মনোযোগ আকর্ষণে : এ দিকে **চেয়ে দেখ**।	

➤ **আস্-ধাতু**
ক. সম্ভাবনায় : আজ বিকেলে বৃষ্টি **আসতে পারে**।
খ. অভ্যস্ততায় : আমারা এ কাজই **করে আসছি**।
গ. আসন্ন সমাপ্তি অর্থে : ছুটি **ফুরিয়ে আসছে**।
ঘ. নিরাশ অর্থে : ওরা আজ **আসতে পারবে না**।

➤ **দি-ধাতু**
ক. অনুমতি অর্থে : আমাকে **যেতে দাও**।
খ. পূর্ণতা অর্থে : কাজটা শেষ **করে দিলাম**।
গ. সাহায্য প্রার্থনায় : আমাকে অঙ্কটা **বুঝিয়ে দাও**।

➤ **নি-ধাতু**
ক. নির্দেশ জ্ঞাপনে : এ বার কাপড়-চোপড় **গুছিয়ে নাও**।
খ. পরীক্ষা অর্থে : কষ্টি পাথরে সোনাটা **কষে নাও**।

➤ **ফেল্-ধাতু**
ক. সম্পূর্ণতা অর্থে : সন্দেশগুলো **খেয়ে ফেল**।
খ. আকস্মিকতা অর্থে : ছেলেরা **হেসে ফেলল**।
গ. খাওয়া অর্থে : তাড়াতাড়ি **খেয়ে ফেল**।

➤ **উঠ্-ধাতু**
ক. ক্রমান্বয়তা বোঝাতে : ঋণের বোঝা ভারি **হয়ে উঠছে**।
খ. অভ্যাস অর্থে : শুধু শুধু তিনি **রেগে ওঠেন**।
গ. আকস্মিকতা অর্থে : সে হঠাৎ **চেঁচিয়ে উঠল**।
ঘ. সম্ভাবনা অর্থে : আমার আর থাকা **হয়ে উঠল** না।
ঙ. সামর্থ্য অর্থে : এসব কথা আমার সহ্য **হয়ে ওঠে** না।

➤ **লাগ্-ধাতু**
ক. অবিরাম অর্থে : মেয়েটি কাঁদতে লাগল।
খ. সূচনা নির্দেশে : এখন কাজে লাগ তো দেখি।

➤ **থাক্-ধাতু**
ক. নিরন্তরতা অর্থে : এবার **ভাবতে থাক**।
খ. সম্ভাবনায় : তিনি হয়তো **বলে থাকবেন**।
গ. সন্দেহ প্রকাশ : সে-ই কাজটা **করে থাকবে**।
ঘ. নির্দেশে : আর দরকার নেই, এবার **বসে থাক**।

খ. **যুক্ত বা মিশ্র ক্রিয়া :** বিশেষ্য, বিশেষণ, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে মৌলিক ধাতু (যেমন : কর্, হ্, দে, পা, ছাড়, ধর্ ইত্যাদি) যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে মিশ্র ক্রিয়া বলে। যেমন :
ক. বিশেষ্যের উত্তর (পরে) : আমরা তাজমহল **দর্শন করলাম**। এখন **গোল্লায় যাও**।
খ. বিশেষণের উত্তর (পরে) : তোমাকে দেখে বিশেষ **প্রীত হলাম**।
গ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের উত্তর (পরে) : মাথা **ঝিম ঝিম করছে**। **ঝম্ ঝম্ করে** বৃষ্টি পড়ছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

০৫. ক্রিয়া বিশেষণ

⊡ **ক্রিয়াবিশেষণ :** যে বিশেষণ পদ ক্রিয়ার বিশেষ অবস্থা বা ক্রিয়া কীরূপে সম্পন্ন হয়েছে তা জানিয়ে দেয়, তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষণ (adverb) বাক্যের ক্রিয়াকে বিশেষিত করে থাকে। এটি ক্রিয়ার গুণ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অর্থ প্রকাশক শব্দ হিসেবে কাজ করে এবং ক্রিয়ার সময়, স্থান, প্রকার, উৎস, তীব্রতা, উপকরণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থার অর্থগত ধারণা দেয় (ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে বসে)। যেমন : মেয়েটি গুনগুনিয়ে গান গাচ্ছিল। ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়। লোকটি ধীরে হাঁটে।

⊡ অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে '-এ', '-তে' ইত্যাদি বিভক্তি এবং '-ভাবে', '-বশত', '-মতো' ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত হয়ে ক্রিয়াবিশেষণ তৈরি হয়। যেমন - ততক্ষণে, দ্রুতগতিতে, শান্তভাবে, ভ্রান্তিবশত, আচ্ছামতো ইত্যাদি।

☞ ক্রিয়াবিশেষণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

০১. ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (adverb of manner) : কোনো ক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়, ধরনবাচক ক্রিয়াবিশেষণ তা নির্দেশ করে। যেমন : টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ঠিকভাবে চললে কেউ কিছু বলবে না। আমরা নির্ভয়ে গুহায় ঢুকলাম।

➤ এ ধরনের ক্রিয়াবিশেষণের রূপতাত্ত্বিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর বেশিরভাগ গঠিত হয় বিশেষণের সঙ্গে 'ভাবে' বা 'রূপে' শব্দযোগে। যেমন : কাজটা ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

➤ এ ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ খুব, অত্যন্ত ইত্যাদি তীব্রক দ্বারা বিশেষিত হতে পারে। যেমন : কাজটা খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
এর আরেকটি প্রচলিত রূপ গঠিত হয় বিশেষণের সঙ্গে 'করে' অসমাপিকা যোগ করে। যেমন : লোকটা হনহন করে হাঁটছে।

০২. কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ (adverb of time) : এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ক্রিয়া সম্পাদনের কাল নির্দেশ করে। যেমন : আজকাল ফলের চেয়ে ফুলের দাম বেশি। যথাসময়ে সে হাজির হয়। বাবা এখনি ঘরে ফিরবেন।

০৩. স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ : ক্রিয়ার স্থান নির্দেশ করে স্থানবাচক ক্রিয়াবিশেষণ। যেমন : মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড় চাচা ঢাকায় থাকেন। সাপটা ওখানে লুকিয়েছে। তুমি কবে ঢাকা যাচ্ছ? ছেলেমেয়েরা এধার-ওধার ঘোরাফেরা করছে। ওরা পাহাড়ের কোলে বসতি গড়েছে। লোকটা সাঁকোর ওপরে হাঁটছে।

০৪. নেতিবাচক ক্রিয়াবিশেষণ : না, নি ইত্যাদি দিয়ে ক্রিয়ার নেতিবাচক অবস্থা বোঝায়। এগুলো সাধারণত ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন : সে এখন যাবে না। তিনি বেড়াতে যাননি। এমন কথা আমার জানা নেই। আমটা মিষ্টি নয়। তিনি গতকাল ঢাকায় যান নি।

০৫. পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ : বাক্যের মধ্যে বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন না করলেও 'কি', 'যে', 'বা', 'না', 'তো' প্রভৃতি পদাণু ক্রিয়াবিশেষণ হিসেবে কাজ করে। যেমন : কি : আমি কি যাব? যে : খুব যে বলেছিলেন আসবেন! বা : কখনো বা দেখা হবে। না : একটু ঘুরে আসুন না, ভালো লাগবে। তো : মরি তো মরব।

০৬ সংযোজক ক্রিয়াবিশেষণ (linking adverb) : ক্রিয়াবিশেষণ কখনও কখনও দুটি বাক্যের সংযোগে অংশ নেয়। যেমন : তোমার কথা হয়তো সত্যি, অবশ্য আমি তা মানতে পারছি না। কাজে তার মন নেই, তাছাড়া সে কাজ পারেও না।

☞ **ক্রিয়াবিশেষণের পদ সংগঠন :** গঠন বিবেচনায় ক্রিয়াবিশেষণকে একপদী ও বহুপদী- এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. একপদী ক্রিয়াবিশেষণ : আস্তে, জোরে, চেঁচিয়ে, সহজে, ভালোভাবে, রেগে, সরবে, সাগ্রহে, অনায়াসে, নির্বিঘ্নে, যথাযথভাবে, শান্তভাবে ইত্যাদি একপদী ক্রিয়াবিশেষণ।
বাক্যে প্রয়োগ : ছেলেটা জোরে চিৎকার করে উঠল।

খ. বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ পদবন্ধ : ভয়ে ভয়ে, চুপি চুপি, আস্তে আস্তে, জোরে জোরে, ঢেকেঢুকে, থেকে থেকে ইত্যাদি বহুপদী ক্রিয়াবিশেষণ।
বাক্যে প্রয়োগ : আমরা ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছিলাম।

০৬. যোজক

⊡ **যোজক :** যে পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন (পৃথককরণ) অথবা সংকোচন ঘটায়, তাকে যোজক বলে। যেমন : ও, এবং, আর, অথবা, তবু, সুতরাং, কারণ, তবে- প্রভৃতি যোজক। যেমন : ফুলদানিটা ভালো করে ধরো, নইলে পড়ে যাবে।

⊡ **যোজকের শ্রেণিবিভাগ :** বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোজককে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. সাধারণ যোজক : এ ধরনের শব্দশ্রেণি দুটি শব্দ কিংবা বাক্যকল্পকে জুড়ে দেয়। এবং, ও, আর সাধারণ যোজক শব্দ। যেমন : রহিম ও করিম এই কাজটি করেছে। সুখ ও সমৃদ্ধি কে না চায়? জলদি দোকানে যাও এবং পাউরুটি কিনে আনো। আমাদের সমাজ আর ওদের সমাজ একরকম নয়।

খ. বিকল্প যোজক (alternative connectives) : এ ধরনের যোজক একাধিক শব্দ বা বাক্যকল্প বা বাক্যের মধ্যে বিকল্প নির্দেশ করে। যেমন : লাল বা নীল কলমটা আনো। সারাদিন খুঁজলাম, অথচ বইটা পেলাম না। চা না-হয় কফি খান।

গ. বিরোধ যোজক (adversative contrasting connectives) : এ ধরনের যোজক দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটিয়ে দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রথম বাক্যের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ নির্দেশ করে। যেমন : এত পরিশ্রম করলাম, তবু ফল পেলাম না। এত পড়লাম, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করতে পারলাম না। তাকে আসতে বললাম, তবু এল না।

ঘ. কারণবাচক যোজক (causal connectives) : এটি দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়, যার একটি অন্যটির কারণ। যেমন : জিনিসের দাম বেড়েছে, কারণ চাহিদা বেশি। বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে। যেহেতু ঠান্ডা লেগেছে, তাই আইসক্রিম খাচ্ছি না। এগুলোতে শর্তের অর্থও ফুটে ওঠে। যেমন : তুমি তাড়াতাড়ি রওনা দাও, নইলে ট্রেন ধরতে পারবে না।

ঙ. সাপেক্ষ যোজক (correlative/conditional connectives) : এ ধরনের যোজক একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলো শর্তবাচক বা সাপেক্ষ বা নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় নামে পরিচিত। কয়েকটি পরস্পর নির্ভরশীল যুগ্ম শব্দ (যদি.. তবে, যত... তত) পারস্পরিক যোজকরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : যদি রোদ ওঠে, তবে রওনা দেব। যত পড়ছি, ততই নতুন করে জানছি। যদি তুমি পরিশ্রম করো, তবে ভালো ফল পাবে। যত গর্জে তত বর্ষে না।

০৭. অনুসর্গ

⊡ **অনুসর্গ :** 'অনুসর্গ' শব্দটির 'অনু' অর্থ : পরে বা পশ্চাতে, আর 'সর্গ' মানে সৃষ্টি বা ব্যবহার। যেসব শব্দ কোনো শব্দের পরে বসে শব্দটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, সেসব শব্দকে অনুসর্গ বলে। বাংলা ভাষায় এক ধরনের সহায়ক শব্দ বাক্যে অন্য কোনো পদের পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত করে কিংবা বিভক্তির মতো কাজ করে। এগুলো অনুসর্গ (post position) নামে পরিচিত। পদের পরে ব্যবহৃত হয় বলে এগুলোকে পরসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ও বলা হয়ে থাকে।
সে কাজ ছাড়া কিছুই বোঝে না।-এই বাক্যে 'ছাড়া' একটি অনুসর্গ।
কোন পর্যন্ত পড়েছ? -এই বাক্যে 'পর্যন্ত' একটি অনুসর্গ।

⊡ কয়েকটি অনুসর্গের উদাহরণ :
অপেক্ষা, অবধি, অভিমুখে, আগে, উপরে, করে, কর্তৃক, কাছে, কারণে, ছাড়া, জন্য, তরে, থেকে, দরুন, দিকে, দিয়ে, দ্বারা, ধরে, নাগাদ, নিচে, পর্যন্ত, পানে, পাশে, পিছনে, প্রতি, বদলে, বনাম, বরাবর, বাইরে, বাদে, বাবদ, বিনা, ব্যতীত, ভিতরে, মতো, মধ্যে, মাঝে, লেগে, সঙ্গে, সম্মুখে, সাথে, সামনে, হতে ইত্যাদি।

⊡ যেসব শব্দের পরে অনুসর্গ বসে, সেসব শব্দের সঙ্গে -'কে' '-র', '-ইত্যাদি বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন : তোমাকে দিয়ে এ কাজ সম্ভব। সে পরীক্ষার জন্য পড়ছে।

☞ অনুসর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: সাধারণ অনুসর্গ ও ক্রিয়াজাত অনুসর্গ।

⊡ **সাধারণ অনুসর্গ**
যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে তৈরি হয়, সেগুলোকে সাধারণ অনুসর্গ বলে। যেমন:
উপরে : মাথার উপরে নীল আকাশ।
কাছে : কার কাছে গেলে জানা যাবে?
জন্যে : হারানো ঘড়িটার জন্য অনেক কেঁদেছি।
দ্বারা : এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না।
বনাম : আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা।

⊡ **ক্রিয়াজাত অনুসর্গ**
যেসব অনুসর্গ ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে, সেগুলোকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন :
করে : ভালো করে খেয়ে নাও।
থেকে : ঢাকা থেকে বরিশাল যেতে পদ্মা নদী পার হতে হয়।
দিয়ে : মন দিয়ে লেখাপড়া করা দরকার।
ধরে : বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।
বলে : সে সঙ্গে যাবে বলে তৈরি হয়ে এসেছে।

CS CamScanner

অনুসর্গের সংজ্ঞা

অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ

অনুসর্গের প্রয়োগ

০৮. আবেগ শব্দ

⊡ **আবেগ শব্দ :** আবেগ (interjection) শব্দের সাহায্যে মনের নানা ভাব বা আবেগকে প্রকাশ করা হয়। যেমন : ছি ছি, আহা, বাহ্, শাবাশ, হায় হায়। প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে অনন্বয়ী, মনোভাববাচক বা অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়ও বলা হয়। এ ধরনের শব্দ বাক্যের অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নানাবিধ ভাব প্রকাশে সাহায্য করে।

➢ **আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ :** নিচে বিভিন্ন ধরনের আবেগ শব্দের প্রয়োগ দেখানো হলো :

ক. **সিদ্ধান্ত আবেগ (assertive interjection) :** এ জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে অনুমোদন, সম্মতি, সমর্থন ইত্যাদি-ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন : হ্যাঁ, আমাদের জিততেই হবে। হুঁ, যুক্তিটা মন্দ মনে হচ্ছে না। বেশ, তাই হবে। বেশ, তবে যাওয়াই যাক।

খ. **প্রশংসাবাচক আবেগ-শব্দ (appreciative interjection) :** এ ধরনের আবেগ-শব্দ প্রশংসা বা তারিফের মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন : শাবাশ! একটা খেলার মতো খেলা দেখালে। বাহ্! বড় চমৎকার ছবি এঁকেছ তো।

গ. **বিরক্তিসূচক আবেগ-শব্দ (interjection of disgust) :** এ ধরনের আবেগ শব্দ অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিরক্তি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ছি ছি! তুমি এত নীচ! কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না। জ্বালা! তোমাকে নিয়ে আর পারি না!

ঘ. **বিস্ময়সূচক আবেগ-শব্দ (interjection of surprise) :** এ ধরনের আবেগ শব্দ বিস্মিত বা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন : আরে, তুমি আবার কখন এলে! আহ্, কী চমৎকার দৃশ্য!

ঙ. **আতঙ্ক আবেগ শব্দ (interjection of fear or suffering)** এ ধরনের আবেগ শব্দ ভয়, আতঙ্ক, যন্ত্রণা, কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন : ■ উহ্, কী যন্ত্রণা! ■ আহ্! কী বিপদ। ■ বাপরে বাপ্! কী ভয়ঙ্কর ছিল রাক্ষসটা। ■ উহ্, কী বিপদে পড়া গেল।

চ. **সম্বোধনবাচক আবেগ-শব্দ (vocative interjection) :** এ ধরনের আবেগ-শব্দ সম্বোধন বা আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন : হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। 'ওগো, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে। ওরে, তুই কোথায় চললি? ওহে বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।

ছ. **করুণাবাচক আবেগ-শব্দ (interjection of pity) :** এ ধরনের আবেগ-শব্দ করুণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করে। যেমন : ■ আহা! বেচারার এত কষ্ট। ■ হায় হায়! ওর এখন কী হবে! ■ হায়! হায়! এখন ওদের কে দেখবে! ■ হায় হায়! বাংলাদেশের ক্রিকেটের এ কী হাল? ■ আহা! এতিম ছেলেটির এখন কী হবে? ■ হায়! আমার কপালে যে কী আছে কে জানে। ■ আহা! ছেলেটির মাথা ট্রেনে কাটা পড়েছে।

জ. **অলংকার আবেগ-শব্দ (figurative interjection) :** এ ধরনের আবেগ-শব্দ বাক্যের অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কোমলতা, মাধুর্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এবং সংশয়, অনুরোধ, মিনতি ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : দূর! এ কথা কি বলতে আছে? যাকগে, ওসব কথা বলে লাভ নেই। দুর পাগল! এ কথা কী বলতে আছে। যাকগে, ওসব কথা থাক। মা গো মা! লোকে এমন হাসাতেও পারে!

অধ্যায় সংশ্লিষ্ট সংযোজন : পুরাতন ব্যাকরণ অনুযায়ী অব্যয় পদ

অব্যয় পদ

⊡ **অব্যয় পদ :** ন ব্যয় = অব্যয়। যার ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ যা অপরিবর্তনীয় শব্দ তাই অব্যয়। যে পদ সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকে কখনো বাক্যের শোভা বর্ধন করে, কখনো একাধিক পদের, বাক্যাংশের বা বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটায়, তাকে অব্যয় পদ বলে।

➢ **অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য :**

i. অব্যয় পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয় না।
ii. অব্যয় পদের একবচন বা বহুবচন হয় না।
iii. অব্যয় পদের স্ত্রী ও পুরুষবাচকতা নির্ণয় করা যায় না।

➢ **প্রকার :** বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। যথা : বাংলা অব্যয় শব্দ, তৎসম অব্যয় শব্দ এবং বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১. **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হ্যাঁ, না ইত্যাদি।
২. **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।
৩. **তৎসম অব্যয় শব্দ :** যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

➢ **বিবিধ উপায়ে গঠিত অব্যয় শব্দ :**

১. **একাধিক অব্যয় শব্দযোগে :** কদাপি, নতুবা, অতএব, অথবা ইত্যাদি।
২. **আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশক একই শব্দের দুইবার প্রয়োগে :** ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।
৩. **দুটি ভিন্ন শব্দযোগে :** মোটকথা, হয়তো, যেহেতু, নইলে ইত্যাদি।
৪. **অনুকার শব্দযোগে :** কুহু কুহু, গুন গুন, ঘেউ ঘেউ, শন শন, ছল ছল, কন কন ইত্যাদি।

➢ **অব্যয়ের প্রকারভেদ :**

অব্যয় পদ প্রধানত চার প্রকার। যথা :

১. সমুচ্চয়ী ২. অনন্বয়ী
৩. অনুসর্গ ৪. অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

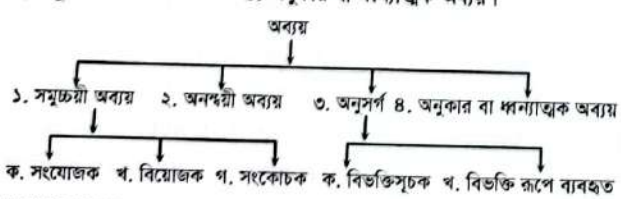

১. **সমুচ্চয়ী অব্যয় :** যে অব্যয় পদ একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের অথবা বাক্যস্থিত একটি পদের সঙ্গে অন্য একটি পদের সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন ঘটায়, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ক. সংযোজক অব্যয়

i. উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে, 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।
ii. তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই' অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে। আর, অধিকন্তু, সুতরাং শব্দগুলোও সংযোজক অব্যয়।

খ. বিয়োজক অব্যয়

i. হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম এবং কাসেমের বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে)।
ii. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি বাক্যাংশের বিয়োজক। আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক। বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক অব্যয় : তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

➢ **অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় :** যে, যদি, যদিও, যেন প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ সংযোজক অব্যয়ের কাজ করে থাকে বলে এদেরকে অনুগামী সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। যেমন :

১. তিনি এত পরিশ্রম করেন যে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।
২. আজ যদি (শর্ত বাচক) পারি, একবার সেখানে যাব।
৩. এভাবে চেষ্টা করবে যেন কৃতকার্য হতে পার।

২. **অনন্বয়ী অব্যয় :** যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে। যেমন :

ক. **উচ্ছ্বাস প্রকাশে :** মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।
খ. **স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে :** হ্যাঁ, আমি যাব। না, আমি যাব না।
গ. **সম্মতি প্রকাশে :** আমি আজ আলবত যাব। নিশ্চয়ই পারব।
ঘ. **অনুমোদনবাচকতায় :** আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।
ঙ. **সমর্থনসূচক জবাবে :** আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।
চ. **যন্ত্রণা প্রকাশে :** উঃ! পায়ে বড্ড লেগেছে। নাঃ! এ কষ্ট অসহ্য।
ছ. **ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে :** ছি ছি, তুমি এত নীচ। ■ কী আপদ! লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
জ. **সম্বোধনে :** 'ওগো' আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।'
ঝ. **সম্ভাবনায় :** 'সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।'

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বাক্যালংকার অব্যয় : কয়েকটি অব্যয় শব্দ নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের শোভাবর্ধন করে, এদের বাক্যালংকার অব্যয় বলে। যেমন : ১. কত না হারানো স্মৃতি জেগে ওঠে মনে। ২. 'হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।'

অনুসর্গ অব্যয় : যে সকল অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় বসে কারকবাচকতা প্রকাশ করে, তাদের অনুসর্গ অব্যয় বলে। যেমন : তাকে দিয়ে হবে না। (দিয়ে অনুসর্গ অব্যয়)। অনুসর্গ অব্যয় 'পদান্বয়ী অব্যয়' নামেও পরিচিত।

প্রকার : অনুসর্গ অব্যয় দুই প্রকার। যথা : ক. বিভক্তিসূচক অব্যয় এবং খ. বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত অনুসর্গ।

অনুকার অব্যয় : যে সকল অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, তাদের অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় বলে। যেমন :

বজ্রের ধ্বনি- কড় কড়	মেঘের গর্জন- গুড় গুড়
বৃষ্টির মুষল শব্দ- ঝম ঝম	সিংহের গর্জন- গর গর
স্রোতের ধ্বনি- কল কল	ঘোড়ার ডাক- চিঁহি চিঁহি
বাতাসের গতি- শন শন	কাকের ডাক- কা কা
শুকনো পাতার শব্দ- মর মর	কোকিলের রব- কুহু কুহু
নূপুরের আওয়াজ- রুম ঝুম	চুড়ির শব্দ- টুং টাং

➤ অনুভূতিমূলক অব্যয়ও অনুকার অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ঝাঁ ঝাঁ (প্রখরতাজ্ঞাপক), খাঁ খাঁ (শূন্যতাজ্ঞাপক), কচ কচ, কট কট, টল মল, ছল ছল, চক চক, ঝক ঝক, টন টন, খাঁ খাঁ ইত্যাদি।

➤ **অব্যয় পদ সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় :**

ক. **অব্যয় বিশেষণ :** কতগুলো অব্যয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে নাম বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ এবং বিশেষণীয় বিশেষণের অর্থদ্যোতকতা প্রকাশ করে থাকে। এদের অব্যয় বিশেষণ বলা হয়। যেমন :

নাম- বিশেষণ : অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।
ভাব- বিশেষণ : আবার যেতে হবে।
ক্রিয়া- বিশেষণ : অন্যত্র চলে যায়।

খ. **নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় :** কতগুলো যুগ্মশব্দ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় রূপে পরিচিত। যেমন : যথা-তথা, যত-তত, যখন-তখন, যেমন-তেমন, যেরূপ-সেরূপ ইত্যাদি। যেমন : যথা ধর্ম তথা জয়। যত গর্জে তত বর্ষে না।

গ. **ত (সংস্কৃত তস্) প্রত্যয়যুক্ত অব্যয় :** এরকম তৎসম অব্যয় বাংলায় ব্যবহৃত হয়। যেমন : ধর্মত বলছি। দুর্ভাগ্যবশত পরীক্ষায় ফেল করেছি। অন্তত তোমার যাওয়া উচিত। জ্ঞানত মিথ্যা বলিনি।

একই অব্যয় শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

১. যেন- উপমায় : মুখ যেন পদ্মফুল।
প্রার্থনায় : খোদা যেন তোমার মঙ্গল করেন।
তুলনায় : উঃ, ঠান্ডা যেন বরফ।
অনুমানে : লোকটা যেন আমার পরিচিত মনে হলো।
সতর্কীকরণে : সাবধানে চল, যেন পা পিছলে না পড়।
ব্যঙ্গ প্রকাশে : ছেলে তো নয় যেন ননির পুতুল।

২. না- নিষেধ অর্থে : এখন যেও না।
বিকল্প প্রকাশে : তিনি যাবেন, না হয় আমি যাব।
আদর বা অনুরোধ প্রকাশে : আর একটি মিষ্টি খাও না খোকা। আর একটা গান গাও না। আর একটা ছক্কা মার না বাবা।
সম্ভাবনায় : তিনি না কি ঢাকায় যাবেন।
বিস্ময়ে : কী করেই না দিন কাটাচ্ছ।
তুলনায় : ছেলে তো না, যেন একটা হিটলার।

৩. ও- সংযোগ অর্থে : করিম ও রহিম দুই ভাই।
সম্ভাবনায় : আজ বৃষ্টি হতেও পারে।
তুলনায় : ওকে বলাও যা, না বলাও তা।
স্বীকৃতি জ্ঞাপনে : যেতে যাবো? গেলেও হয়।
হতাশা জ্ঞাপনে : এত চেষ্টাতেও হলো না।

৪. আর- পুনরাবৃত্তি অর্থে : ও দিকে আর যাব না।
নির্দেশ অর্থে : বল, আর কী চাও?
নিরাশায় : সে দিন কি আর আসবে?
বাক্যালংকারে : আর কি বাজবে বাঁশি?

৫. কি/ কী- জিজ্ঞাসায় : তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ?
বিরক্তি প্রকাশে : কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না।
সাকুল্য অর্থে : কি আমীর কি ফকির, একদিন সকলকেই যেতে হবে।
বিড়ম্বনা প্রকাশে : তোমাকে নিয়ে কী মুশকিলেই না পড়লাম।

পদ পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অণু	আণবিক	আলাপ	আলাপি	চন্দ্র	চান্দ্র
অবগতি	অবগত	অবসাদ	অবসন্ন	অনুগমন	অনুগত
অর্থ	আর্থিক	আকাশ	আকাশি	চীন	চৈনিক
অঙ্গ	আঙ্গিক	আনন্দ	আনন্দিত	বিষাদ	বিষণ্ণ
অংশ	আংশিক	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	ভয়	ভীত
অগ্নি	আগ্নেয়	ইতিহাস	ঐতিহাসিক	শ্রম	শ্রান্ত
অধুনা	আধুনিক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	আলোড়ন	আলোড়িত
অনুরাগ	অনুরক্ত	পুষ্প	পুষ্পিত	সামর্থ্য	সমর্থ
অভ্যাস	অভ্যস্ত	উৎসর্গ	উৎসর্গীকৃত	হর্ষ	হৃষ্ট
অবধান	অবহিত	উদ্যম	উদ্যত	হৃদি	হৃদ্য
অভিধান	আভিধানিক	উপকার	উপকৃত	সারল্য	সরল
অতীত	অতীত	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	সাধুতা	সাধু
অরণ্য	আরণ্য	উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বাসিত	সার্বভৌম	সার্বভৌমিক
উক্তি	উক্ত	উচ্চারণ	উচ্চারিত	উজ্জ্বলতা	উজ্জ্বল
উত্তাপ	উত্তপ্ত	উত্তোলন	উত্তোলিত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট
উদয়	উদিত	উদ্ধৃতি	উদ্ধৃত	উন্নয়ন	উন্নীত
অর্জন	অর্জিত	উপনিবেশ	ঔপনিবেশ	সৌষ্ঠব	সুষ্ঠ
আসন	আসীন	ঐশ্বর্য	ঐশ্বর্যশালী	সমগ্রতা	সমগ্র
আদি	আদ্য/আদিম	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	সাহায্য	সহায়
আদর	আদৃত	কায়	কায়িক	সততা	সৎ
আয়ু	আয়ুষ্মান	ইতরামি	ইতর	ঈর্ষা	ঈর্ষান্বিত
ইন্দ্রিয়	ঐন্দ্রিক	ইন্দ্রজাল	ঐন্দ্রজালিক	ঈপ্সা	ঈপ্সু

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ঋণ	ঋণী	ক্রোধ	ক্রোধী	জয়	জয়ী
আশ্বাস	আশ্বস্ত	চলন	চলিত	সত্যবাদিতা	সত্যবাদী
আকর্ষণ	আকৃষ্ট	চালাকি	চালাক	স্বাস্থ্য	সুস্থ
ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	চোর	চোরাই	সাম্য	সম
ক্রয়	ক্রীত	চরিত্র	চারিত্রিক	সৌকুমার্য	সুকুমার
খণ্ড	খণ্ডিত	ছেদন	ছিন্ন	হেমন্ত	হৈমন্তিক
খেয়াল	খেয়ালি	জন্ম	জাত	হাস্য	হাস্যকর
গাছ	গেছো	জল	জলীয়	অলসতা	অলস
গো	গব্য	ছেদন	ছিন্ন	দাঁত	দেঁতো
জ্ঞান	জ্ঞান	জয়	জেয়	ক্ষয়	ক্ষীয়
নাক	নেকো	ধান	ধেনো	ধ্যান	ধ্যেয়
তেজ	তেজী	ভোজন	ভুক্ত	নৌ	নাব্য
গাঁ	গেঁয়ো	গিরি	গৈরিক	কৃশতা	কৃশ
গঙ্গা	গাঙ্গেয়	গ্রাম	গ্রাম্য/গ্রামীণ	আসক্তি	আসক্ত
গুরু	গরিষ্ঠ	গোলাপ	গোলাপি	ঔজ্জ্বল্য	উজ্জ্বল
ঘর	ঘরোয়া	ঘৃণা	ঘৃণ্য, ঘৃণিত	ঔদার্য	উদার
ঘোলা	ঘোলাটে	চক্ষু	চাক্ষুষ	উচ্চারণ	উচ্চারিত
তালু	তালব্য	তাপ	তপ্ত	ঐক্য	এক
তরঙ্গ	তরঙ্গিত	ব্যথা	ব্যথিত	রক্ষা	রক্ষিত
দোষ	দুষ্ট/দূষিত	কণ্টক	কণ্টকিত	জীবন	জীবনী
গৃহ	গৃহী	কর্ম	কর্মী	বিনয়	বিনয়ী
ঢাকা	ঢাকাই	দাহ	দগ্ধ	ভেদ	ভিন্ন

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মান	মান্য	বিনাশ	বিনষ্ট	বাবু	বাবুয়ানা
তামা	তামাটে	ত্যাগ	ত্যাগী	কৈশোর	কিশোর
দেহ	দৈহিক	কার্পণ্য	কৃপণ	সৌজন্য	সুজন
দহন	দগ্ধ	দূষণ	দূষিত	কুটিলতা	কুটিল
দর্শন	দৃষ্ট	দেশ	দেশীয়/দেশি	কৃপণতা	কৃপণ
দৈন্য	দীন	দান	দত্ত	গাম্ভীর্য	গম্ভীর
দুঃখ	দুঃখী/দুঃখিত	দেব	দৈব	গতি	গত
দয়া	দয়াল	দোষ	দোষী	প্রাবল্য	প্রবল
দাগ	দাগি	দিন	দৈনিক	প্রাচী	প্রাচ্য
ধর্ম	ধর্মী/ধার্মিক	ধার	ধারালো	আহ্বান	আহূত
পুষ্প	পুষ্পিত	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত	বীর্য, বীরত্ব	বীর
প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ	প্রভাব	প্রভূত	বার্ধক্য	বৃদ্ধ
প্রমাণ	প্রমাণিত/প্রামাণ্য	প্রতীতি	প্রতীত	বিশ্বাস	বিশ্বস্ত
প্রেম	প্রেমিক	পঙ্ক	পঙ্কিল	বুদ্ধিমত্তা	বুদ্ধিমান
পরলোক	পারলৌকিক	পতন	পতিত	বিধি	বৈধ
প্রীতি	প্রীত	পিতা	পৈতৃক	মাতলামি	মাতাল
সুখ	সুখী	ভোগ	ভোগী	লোভ	লোভী
কেন্দ্র	কেন্দ্রী	বিরোধ	বিরোধী	উৎসাহ	উৎসাহী
নগর	নাগরিক	দেশ	দেশীয়	হিংসা	হিংসুক
পাহাড়	পাহাড়ি	জাতি	জাতীয়	মালিন্য	মলিন
অঙ্গ	আঙ্গিক	ঝগড়া	ঝগড়াটে	চতুরতা	চতুর
খড়	খোড়ো	তর্ক	তার্কিক	সৌ	সাম্য
অলংকার	অলংকৃত	তন্ত্র	তান্ত্রিক	ন্যায়	ন্যায্য
তৃষ্ণা	তৃষ্ণার্ত	ত্যাগ	ত্যাজ্য	নগর	নাগরিক
তেজ	তেজি	প্রতীচী	প্রতীচ্য	নীতি	নৈতিক
মাতৃ	মাতৃক	ধন	ধনী	নীলিমা	নীল
পর্বত	পার্বত্য	নিশা	নৈশ	চঞ্চলতা	চঞ্চল
পরিবার	পারিবারিক	নিদ্রা	নিদ্রালু	চেতনা	চেতন
পর	পরকীয়	পান	পানীয়	প্রত্যয়	প্রতীত
পাপ	পাপী	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত	পাঠ	পাঠ্য
পেট	পেটুক	মিথ্যা	মিথ্যুক	নিন্দা	নিন্দুক
উপধান	উপধানিত	বিস্ময়	বিস্মিত	কুসুম	কুসুমিত
প্রাণ	প্রাণময়	প্রকৃতি	প্রাকৃত/প্রাকৃতিক	পঙ্ক	পঙ্কিল
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	গুণ	গুণতা	জটিলতা	জটিল
প্রসাদ	প্রসন্ন	পশম	পশমি	তারল্য	তরল
বপন/উপ্তি	উপ্ত	পুর	পৌর	দ্বন্দ্ব	দ্বৈত
বিপদ	বিপন্ন	পাথর	পাথুরে	দুষ্টামি/দুষ্টুমি	দুষ্ট
ব্যবহার	ব্যবহারিক	পৃথিবী	পার্থিব	দারিদ্র্য	দরিদ্র
বন	বন্য/বুনো	বিমান	বৈমানিক	দুর্গতি	দুর্গত
বল	বলী/বলীয়ান	বিবাহ	বৈবাহিক	নবীনতা	নবীন
বায়ু	বায়বীয়	ব্যবহার	ব্যবহৃত	রচনা	রচিত
পেট	পেটুক	বিধান	বিধায়ক	আট	আটুরে
ফেন	ফেনিল	ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	আনুগত্য	অনুগত
বরণ	বরণীয়/বৃত	বসন্ত	বাসন্তী	আতিশয্য	অতিশয়
বিষয়	বৈষয়িক	বর্ষ	বার্ষিক	উত্তরণ	উত্তর
ভয়	ভয়ংকর	শিলা	শৈল	শৌর্য	শূর
মন	মানসিক	বিলাস	বিলাসী	উন্নতি	উন্নত
মুখ	মৌখিক	ফুল	ফুলেল	ঔচিত্য	উচিত
মঙ্গল	মাঙ্গলিক	বধ	বধ্য/হত	ঔদ্ধত্য	উদ্ধত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মাংস	মাংসল	বন্ধু	বান্ধব	মসৃণতা	মসৃণ
রোষ	রুষ্ট, রোষিত	মধু	মধুর/মধুময়	কারুণ্য	করুণ
মাস	মাসিক	মাঠ	মেঠো	কুঁড়েমি	কুঁড়ে
রূপা	রুপালি	মাছ	মেছো	কপটতা	কপট
রেশম	রেশমি	মাটি	মেটে	কোমলতা	কোমল
মৃত্যু	মৃত	মূল	মৌলিক	গৌরব	গুরু
রোদ	রোদেলা	মৎস্য	মাৎস্য	ভাত	ভেতো
যশ	যশস্বী	লোম	লোমশ	লালন	লালিত
সৌন্দর্য	সুন্দর	মরম	মরমি	গৌড়	গৌড়ীয়
সমর	সামরিক	মেয়ে	মেয়েলি	ঘর	ঘরোয়া
সূর্য	সৌর	রক্ত	রক্তিম	চাতুর্য	চতুর
সমুদ্র	সামুদ্রিক	রোগ	রোগী/রুগ্‌ণ	প্রভাব	প্রভূত
সপ্তাহ	সাপ্তাহিক	সোনা	সোনালি	ভীতি	ভীত
সংসার	সাংসারিক	স্নায়ু	স্নায়বিক	বিষ	বিষাক্ত
সাহিত্য	সাহিত্যিক	স্পর্শ	স্পৃষ্ট/ স্পিষ্ট	লাঘব	লঘু
শ্রাবণ	শ্রাবণী	সময়	সাময়িক	লালিত্য	ললিত
ভোজন	ভুক্ত	স্বর্গ	স্বর্গীয়	শঠতা	শঠ
মদ	মত্ত	সুখ	সুখী	শৈথিল্য	শিথিল
লোক	লৌকিক	সাহেব	সাহেবি	তিরোধান	তিরোহিত
লোভ	লোভী	বিদ্যা	বিদ্বান	শ্যামলী	শ্যামল
লয়	লীন	ভূত	ভৌতিক	বিজ্ঞতা	বিজ্ঞ
শহর	শহুরে	ভূগোল	ভৌগোলিক	মাধুর্য	মধুর
শরীর	শারীরিক	লাজ	লাজুক	মহত্ত্ব/মহিমা	মহৎ
শক্তি	শাক্ত	লোম	লোমশ	মহিমা	মহান
শান্তি	শান্ত	লাভ	লভ্য	চিন্তা	চিন্তিত
শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়	লজ্জা	লজ্জিত	তারুণ্য	তরুণ
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	শখ	শৌখিন	দৃঢ়তা	দৃঢ়
স্ত্রী	স্ত্রৈণ	শ্রী	শ্রীমান	দৈর্ঘ্য	দীর্ঘ
শৈত্য	শীত	শব্দ	শাব্দিক	ধৈর্য	ধীর
শোয়া	শায়িত	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	শ্রবণ	শ্রুত
শিক্ষকতা	শিক্ষক	শ্রম	শ্রান্ত	স্নেহ	স্নেহী
শৌর্য	শূর	শাঁস	শাঁসালো	নব্য	নব
হেম	হৈম	শীত	শীতল	লালিমা	লাল
ভরণ	ভৃত	সর্বনাশ	সর্বনাশা	সন্ধ্যা	সান্ধ্য
হুঁশ	হুঁশিয়ার	অভ্যন্তর	অভ্যন্তরীণ	অভিশাপ	অভিশপ্ত
ঐক্য	ঐক্য	উত্তোলন	উত্তোলিত	কৌতূহল	কৌতূহলী
পরাভব	পরাভূত	শিল্প	শৈল্পিক	চিত্র	চিত্রিত
বিপ্লব	বৈপ্লবিক	বৈদগ্ধ্য	বিদগ্ধ	অনুবাদ	অনূদিত
শিশু	শৈশব	সংগ্রাম	সংগ্রামী	তিরস্কার	তিরস্কৃত
শরৎ	শারদীয়	শঠতা	শঠ	শিথিল	শিথিলতা
সততা	সৎ	সংখ্যা	সংখ্যেয়	সমর	সামরিক
স্পর্শ	স্পৃষ্ট	সিন্ধু	সৈন্ধব	সহায়তা	সহায়ক
তত্ত্বা	তত	অর্পণ	অর্পিত	তত্ত্ব	তত্ত্বগত
হিত	হিতকর	হেমন্ত	হৈমন্তিক	হৃদয়	হার্দ্য
দ্রবতা	দ্রব	হ্রী	হ্রীণ	হ্লাদ	হ্লাদী

বাক্যে পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

পুণ্য	বিশেষণ	তোমার এ পুণ্য প্রচেষ্টা সফল হোক।
	বিশেষ্য	পুণ্যে মতি হোক।
নিশীথ	বিশেষণ	নিশীথ রাতে বাজে বাঁশি।
	বিশেষ্য	গভীর নিশীথে প্রকৃতি সুপ্ত।
শীত	বিশেষণ	শীতকালে কুয়াশা পড়ে।
	বিশেষ্য	শীতের সকালে চারদিক কুয়াশায় অন্ধকার।
ঠান্ডা	বিশেষ্য	আমরা বেশি ঠান্ডা সইতে পারি না।
	বিশেষণ	ঠান্ডা শরবতটুকু খেয়ে নাও।

সত্য	বিশেষণ	সত্য পথে থেকে সত্য কথা বল।
	বিশেষ্য	এ এক বিরাট সত্য।
ভালো	বিশেষণ	ভালো লোক সবার প্রিয়।
		ভালো বাড়ি পাওয়া কঠিন।
	বিশেষ্য	আপন ভালো সবাই চায়।
		নিজের ভালো কে না চায়?

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

মন্দ	বিশেষণ	মন্দ লোককে শাস্তি পেতে হয় না।
		মন্দ কথা বলতে নাই।
	বিশেষ্য	মন্দকে মন্দ বলতে দোষ কী?
ধনী	বিশেষণ	ধনী লোকের খয়ের খাঁর অভাব নেই।
	বিশেষ্য	ধনীকেও একদিন মরতে হবে।
বৃদ্ধ	বিশেষণ	বৃদ্ধ লোকটিকে মন্দ কথা বলো না।
	বিশেষ্য	বৃদ্ধকে সম্মান করতে শেখো।
বড়	বিশেষণ	টাকা থাকলেই বড় লোক হয় না।
	বিশেষ্য	বড় ছোট ভেদাভেদ আমার নেই।
নীল	বিশেষণ	নীল আকাশে চাঁদ শোভা পাচ্ছে।
	বিশেষ্য	নীল একটি রঙের নাম।
বুদ্ধিমান	বিশেষণ	বুদ্ধিমান লোক কম কথা বলে।
	বিশেষ্য	বুদ্ধিমানেরাই উপদেশের মর্ম বোঝেন।
মূর্খ	বিশেষণ	মূর্খ লোকের মতো এসব কি বলছ?
	বিশেষ্য	মূর্খকে উপদেশ দিয়ে লাভ নেই।
পাপ	বিশেষ্য	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।
	বিশেষণ	পাপ কাজে সুখ নেই।
তিন, সাত, দশ	বিশেষ্য	তিন আর সাতে দশ।
	বিশেষণ	তিন টাকা আর সাত টাকায় দশ টাকা।
কুশল	বিশেষ্য	মাতাপিতা সন্তানের কুশল কামনা করে।
	বিশেষণ	তিনি রাজনীতিতে কুশল।

সাধু	বিশেষণ	সে সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি।
	বিশেষ্য	সাধুগণ কখনো অন্যের ক্ষতি করে না।
আপন	সর্বনাম	আপন চেয়ে পর ভালো।
	বিশেষণ	আপন ভালো পাগলেও বোঝে।
চেনা	বিশেষণ	এ যে আমাদের চেনা লোক।
	বিশেষ্য	চেনাই অচেনা হয়ে যায়।
পড়া	বিশেষণ	পড়া বই বারবার পড়তে ভালো লাগে না।
	বিশেষ্য	ছেলেটি তার পড়া তৈরি করছে।
শেষ	বিশেষ্য	এ তর্কের শেষ ঠেকাও।
	বিশেষণ	এটাই কি তোমার শেষ কথা?
মিথ্যা	বিশেষণ	মিথ্যা কথা বিপদ টেনে আনে।
	বিশেষ্য	মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিলে জীবনে ঠকতে হয়।
অতীত	বিশেষণ	অতীত কালে মানুষের জীবনে শান্তি ছিল।
	বিশেষ্য	অতীতকে ভুলে যাও, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবো।
দেখা	বিশেষ্য	রথ দেখা আর কলা বেচা একই সঙ্গে হলো।
	বিশেষণ	ওটা আমার দেখা শহর।
রাঁধা	বিশেষ্য	ভাত রাঁধাই মেয়েদের একমাত্র কাজ নয়।
	বিশেষণ	রাঁধা ভাত না খেয়ে চলে যেয়ো না।
ধরা	বিশেষ্য	মাছ ধরা জেলেদের পেশা।
	বিশেষণ	ধরা মাছ কি কেউ ছেড়ে দেয়?
অল্প	বিশেষণ	এত অল্প ভাতে পেট ভরবে না।
	বিশেষ্য	অল্পে সন্তুষ্ট থাকা ভালো।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' – এখানে 'কতটুকু' কোন পদ? [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]
ⓚ সর্বনাম ⓚ বিশেষণ ⓖ ক্রিয়াবিশেষণ ⓖ অনুসর্গ উ: (গ)

২. 'বন্যার দিনে *মগরা-মগরা* ধান আসে' স্ফীত হরফ-চিহ্নিত পদটি হলো– [খ ২২-২৩]
(ক) সাপেক্ষ সর্বনাম (খ) ধ্বন্যাত্মক অব্যয়
(গ) সমধাতুজ কর্ম (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ উ: (খ)

৩. 'নিশ্চয়ই পারব।' বাক্যটিতে 'নিশ্চয়ই' পদটি হলো– [খ ২১-২২]
(ক) প্রত্যয়াত্ত অব্যয় (খ) অনুসর্গ অব্যয় (গ) সমুচ্চয়ী অব্যয় (ঘ) অনন্বয়ী অব্যয় উ: (ঘ)

৪. 'তাজা মাছ' এ 'তাজা' কোন ধরনের বিশেষণ? [ঘ ২১-২২]
(ক) রূপবাচক (খ) গুণবাচক (গ) অবস্থাবাচক (ঘ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উ: (গ)

৫. কোন বিশেষ্য-বিশেষণ জোড় শুদ্ধ নয়? [ঘ ১৯-২০]
(ক) শৈথিল্য-শিথিল (খ) সরলতা-সারল্য (গ) হৃদয়-হার্দিক (ঘ) প্রতীচী-প্রতীচ্য উ: (খ)

৬. 'তুমি যে বড় এলে না' এখানে 'বড়'– [ক ১৮-১৯]
(ক) অব্যয় (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া (ঘ) বিশেষ্য উ: (ক)

৭. 'হন্যমান' যে শব্দের বিশেষণ– [খ ১৮-১৯]
(ক) হরণ (খ) হনন (গ) হন্যে (ঘ) হতাশা উ: (খ)

৮. 'ছেলেটি মাকে চিঠি লিখছে।' এ বাক্যে 'লিখছে' যে ধরনের ক্রিয়া– [খ ১৮-১৯]
(ক) অকর্মক (খ) অসমাপিকা (গ) দ্বিকর্মক (ঘ) প্রযোজক উ: (গ)

৯. 'স্ফীতি' বিশেষ্য পদের বিশেষণ– [পুন: ঘ ১৮-১৯]
(ক) স্ফুরণ (খ) স্ফুট (গ) স্ফীত (ঘ) স্ফূর্ত উ: (গ)

১০. নিচের কোন বাক্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [ক ১৭-১৮]
(ক) মাথা ঝিমঝিম করছে। (খ) শিক্ষক ছাত্রটিকে বেতাচ্ছেন।
(গ) তিনি বলতে লাগলেন। (ঘ) খোকাকে কাঁদিও না। উ: (গ)

১১. কোনটি মৌলিক বিশেষণ? [ক ১৭-১৮; জবি ঘ ১০-১১]
(ক) গুণী (খ) ফুটন্ত (গ) সুপ্ত (ঘ) কালো উ: (ঘ)

১২. কোনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের উদাহরণ? [ক ১৭-১৮]
(ক) [illegible] (খ) টুপটাপ (গ) কাছাকাছি (ঘ) চোখে চোখে উ: (খ)

১৩. 'শত ধিক্! জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?' এখানে 'ধিক' হলো : [গ ১৭-১৮; জবকনজইবি A১৭-১৮]
(ক) অব্যয় বিশেষণ (খ) সর্বনাম (গ) পদান্বয়ী অব্যয় (ঘ) অনন্বয়ী অব্যয় উ: (ক)

১৪. 'এক যে ছিল রাজা।' এ বাক্যে 'যে' এর ব্যাকরণিক নাম কী? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) অন্বয়ী অব্যয় (খ) বাক্যালংকার অব্যয়
(গ) পদান্বয়ী অব্যয় (ঘ) ধ্বন্যাত্মক অব্যয় উ: (খ)

১৫. বাক্যের ক্রিয়া ও কর্মপদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে বলে– [গ ৯১-৯২]
(ক) দ্বিকর্মক ক্রিয়া (খ) সমধাতুজ কর্ম (গ) নামধাতু (ঘ) মিশ্র কর্ম উ: (খ)

১৬. পূর্ববর্তী পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অব্যয়কে বলে– [গ ৯২-৯৩]
(ক) সংযোজক অব্যয় (খ) নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়
(গ) সমুচ্চয়ী অব্যয় (ঘ) পদান্বয়ী অব্যয় উ: (ঘ)

১৭. যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে তাকে বলে– [গ ৯৩-৯৪]
(ক) যৌগিক ক্রিয়া (খ) দ্বিত্ব ক্রিয়াপদ (গ) ণিজন্ত ক্রিয়া (ঘ) কোনোটিই নয় উ: (ঘ)

১৮. 'আমরা বাঁচতে চাই।' বাক্যের ক্রিয়াপদের ব্যবহার কী অর্থে? [ক ৯৫-৯৬]
(ক) নিমিত্ত অর্থে (খ) বিধি অর্থে (গ) আবশ্যকতা অর্থে (ঘ) ইচ্ছা অর্থে উ: (ঘ)

১৯. চলতি ভাষায় কোন পদের সঙ্কোচন হয়? [ক ৯৬-৯৭]
(ক) ক্রিয়া (খ) বিশেষ্য (গ) বিশেষণ (ঘ) অব্যয় উ: (ক)

২০. 'সে সকাল থেকে যাই যাই করছে।' এ বাক্যে 'যাই যাই' কোন ধরনের পদ? [ক ০৭-০৮]
(ক) ক্রিয়া (খ) ক্রিয়া-বিশেষ্য (গ) ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ উ: (ঘ)

২১. 'দরিদ্র' বিশেষণ শব্দটির বিশেষ্য রূপ কী? [ঘ ৯৬-৯৭]
(ক) দারিদ্র (খ) দারিদ্র্য (গ) দারিদ্র্যতা (ঘ) দারিদ্রতা উ: (খ)

২২. 'সব সুন্দর আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে।' এ বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [ঘ ৯৬-৯৭]
(ক) বিশেষণ (খ) সর্বনাম (গ) বিশেষ্য (ঘ) অব্যয় উ: (গ)

২৩. সমধাতুজ কর্মপদ অকর্মক ক্রিয়াকে কোন ক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে? [গ ৯৬-৯৭]
(ক) সমাপিকা ক্রিয়ায় (খ) দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় (গ) সকর্মক ক্রিয়ায় (ঘ) অসমাপিকা ক্রিয়ায় উ: (গ)

২৪. বিশেষ্য 'শিশু' এর বিশেষণ কোনটি? [ঘ ৯৭-৯৮]
(ক) শৈশব (খ) কৈশোর (গ) শিশুকাল (ঘ) শিষ্য উ: (ক)

২৫. 'এদেশে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতেছে, ভ্রান্ত ভ্রান্তকে উপদেশ দিতেছে।' এ বাক্যে 'অন্ধ' ও 'ভ্রান্ত' শব্দ দুটি কোন পদ? [ঘ ৯৭-৯৮; জবি ক ০৫-০৬]
(ক) বিশেষণ (খ) সর্বনাম (গ) অব্যয় (ঘ) বিশেষ্য উ: (ক)

২৬. 'হোক গে' এ যৌগিক ক্রিয়াপদটি কী নিয়মে গঠিত হয়েছে? [খ ৯৭-৯৮]
(ক) অসমাপিকা + সমাপিকা (খ) সমাপিকা + অসমাপিকা
(গ) সমাপিকা + সমাপিকা (ঘ) মিশ্র ক্রিয়া উ: (খ)

২৭. 'কী বিপদ! ভিখারি যে পিছু ছাড়ে না।' এ বাক্যে 'কী' অব্যয়ের ভাব– [ঘ ৯৮-৯৯]
(ক) বিরক্তি (খ) রাগ (গ) হতাশা (ঘ) দুঃখ উ: (ক)

২৮. বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দকে বলা হয়– [ঘ ৯৮-৯৯]
(ক) কারক (খ) পদ (গ) বর্ণ (ঘ) অক্ষর উ: (খ)

২৯. ক্রিয়ার সাধারণ অর্থ কোন বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে? [খ ৯৮-৯৯]
(ক) পুলিশ চোর ধরেছে। (খ) তার মাথা ধরেছে।
(গ) কথাটা আমার মনে ধরেছে। (ঘ) তাকে ওষুধে ধরেছে। উ: (ক)

CS CamScanner

৩০. 'নিজের ভাল কে না চায়?' বাক্যটিতে 'ভাল' কোন পদ? [ক ৯৮-৯৯]
ⓚ বিশেষণ ⓚ বিশেষ্য ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া উ: খ

৩১. বাক্যে ব্যবহৃত কোন ধরনের পদে বিভক্তি বা প্রত্যয় যোগ করা যায় না? [ক ৯৯-০০]
ⓚ ক্রিয়া ⓚ ক্রিয়াজাত বিশেষণ ⓖ অব্যয় ⓖ অপ্রাণিবাচক সর্বনাম উ: গ

৩২. 'এই লোকটিকে যেন আগে কোথায় দেখেছি।' এ বাক্যের 'যেন' অব্যয় পদের অর্থ- [ঘ ৯৯-০০]
ⓚ সন্দেহ ⓚ অবিশ্বাস ⓖ অনুমান ⓖ দ্বিধা উ: গ

৩৩. 'শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে।' বাক্যটিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদটি- [গ ৯৫-৯৬]
ⓚ মিশ্র ক্রিয়া ⓚ যৌগিক ক্রিয়া ⓖ প্রযোজক ক্রিয়া ⓖ অনুক্ত ক্রিয়া উ: খ

৩৪. 'সে জানে আমি কেমন?' এ বাক্যের 'আমি কেমন'- [ঘ ৯৯-০০]
ⓚ বিশেষ্য স্থানীয় ⓚ বিশেষণ স্থানীয় ⓖ সর্বনাম স্থানীয় ⓖ ক্রিয়া স্থানীয় উ: ক

৩৫. 'কবেকার কথা' এখানে 'কবেকার' বিশেষণটি- [খ ৯৯-০০]
ⓚ ক্রিয়াজাত ⓚ অব্যয়জাত ⓖ সর্বনামজাত ⓖ সমাসজাত উ: গ

৩৬. 'যে' কোন শ্রেণির সর্বনাম? [ক ০০-০১]
ⓚ সংযোগজ্ঞাপক ⓚ সাকুল্যবাচক ⓖ আত্মবাচক ⓖ অনিশ্চয়তাসূচক উ: ক

৩৭. 'ভালো মানুষ' এর 'ভালো' শব্দটি কোন ধরনের বিশেষণ? [ঘ ০২-০৩; কুবি ০৭-০৮]
ⓚ আহ্বাবাচক ⓚ রূপবাচক ⓖ গুণবাচক ⓖ নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক উ: গ

৩৮. নিম্নের কোন শব্দটি বিশেষ্য? [খ ০২-০৩; ক ১১-১২]
ⓚ আশুত্ত ⓚ অধুনা ⓖ আধুনিক ⓖ আরণ্য উ: খ

৩৯. 'ব্যাঘাত' এর বিশেষণ- [খ ০৩-০৪]
ⓚ বিঘ্ন ⓚ ব্যাহত ⓖ বিধেয় ⓖ প্রতিঘাত উ: খ

৪০. 'তুমি কিন্তু না বল না।' বাক্যে 'কিন্তু' এর ব্যবহার [ক ০৩-০৪]
ⓚ নিশ্চয়তাসূচক ⓚ সংশয়সূচক ⓖ অলঙ্কারবাচক ⓖ পদপূরণবাচক উ: ঘ

৪১. 'বাজারে প্রচুর তাজা ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে' এখানে 'তাজা' কোন পদ? [ঘ ০৪-০৫]
ⓚ গুণবাচক বিশেষণ ⓚ রূপবাচক বিশেষণ
ⓖ অবস্থাবাচক বিশেষণ ⓖ অব্যয়ের বিশেষণ উ: গ

৪২. 'বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা।' এ চরণে পৃথিবীর রূপ বোঝাতে কটি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে? [ঘ ০৪-০৫]
ⓚ দুটি ⓚ তিনটি ⓖ চারটি ⓖ পাঁচটি উ: ক

৪৩. 'কী' বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কোন বাক্যে? [খ ০৪-০৫]
ⓚ এই যে আসুন, তারপর কী খবর? ⓚ খবর কী, কেমন আছেন?
ⓖ নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল
ⓖ কী সহজে বলা হয়ে গেল উ: ক

৪৪. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' বাক্যে 'যত-তত' অব্যয়ের ব্যবহার কোন অর্থে? [খ ০৪-০৫]
ⓚ তুলনা ⓚ পরিণাম ⓖ কার্যকারণ ⓖ বৈপরীত্য উ: ক

৪৫. কোনটি অবস্থাবাচক বিশেষণ? [ঘ-১৩-১৪]
ⓚ সবুজ মাঠ ⓚ খোঁড়া পা ⓖ চৌকস লোক ⓖ এই ছেলে উ: খ

৪৬. বাক্য-মধ্যে পূর্বে ব্যবহৃত, অথবা অজ্ঞাত, কোনও সংজ্ঞা বা নামের পরিবর্তে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হয়, সেগুলোকে বলে- [গ ০৫-০৬]
ⓚ কারক ⓚ সমাস ⓖ রূপ-তত্ত্ব ⓖ সর্বনাম উ: ঘ

৪৭. 'নদী তীরে বালি চিকচিক করছে।' এ বাক্যে 'চিকচিক' [খ ০৫-০৬]
ⓚ ক্রিয়া ⓚ ভাব বিশেষণ ⓖ অনুকার অব্যয় ⓖ দ্বিরুক্ত শব্দ উ: খ

৪৮. বাংলা ভাষায় অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ- [ঘ ০৫-০৬]
ⓚ তিনটি ⓚ চারটি ⓖ পাঁচটি ⓖ ছয়টি উ: ক

৪৯. 'মন্দকে মন্দ বলতেই হবে'। এ বাক্যের দুই 'মন্দ' [ঘ ০৬-০৭; জবি B ১৭-১৮]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ প্রথমটি বিশেষ্য, দ্বিতীয়টি বিশেষণ
ⓖ বিশেষণ ⓖ প্রথমটি বিশেষণ, দ্বিতীয়টি বিশেষ্য উ: খ

৫০. 'ধিক্ তারে, শত ধিক্, নির্লজ্জ যে জন' এ বাক্যে 'শত' কোন পদ? [০৭-০৮]
ⓚ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ⓚ অব্যয়ের বিশেষণ
ⓖ বাক্যের বিশেষণ ⓖ বাক্যালংকার অব্যয় উ: খ

৫১. 'কেউ কেউ কথাটা জেনে গেছে।' এ বাক্যে 'কেউ কেউ' কোন ধরনের পদ? [ক ০৭-০৮]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম ⓖ অব্যয় উ: গ

৫২. 'সব ক'টা জানালা খুলে দাও না'। বাক্যে 'না' এর ব্যবহার- [খ ০৮-০৯]
ⓚ নঞর্থক ⓚ অস্ত্যর্থক ⓖ নিরর্থক ⓖ অলঙ্কারসূচক উ: ঘ

৫৩. 'চটপট কাজ সেরে নাও'। এখানে 'চটপট' কোন পদ? [খ ০৮-০৯]
ⓚ ক্রিয়া ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓖ অনুকার অব্যয় ⓖ ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ উ: খ

৫৪. 'বাজখাঁই' শব্দটি- [ঘ ০৮-০৯; জবি চ ১৬-১৭]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম ⓖ ক্রিয়া উ: খ

৫৫. 'কী নিস্পৃহ' এখানে 'কী' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [ঘ ০৯-১০]
ⓚ বিস্ময় ⓚ বিশেষ্য ⓖ ক্রিয়াবিশেষণ ⓖ বিশেষণ উ: ঘ

৫৬. নিচের কোনটি বিশেষণ? [ঘ ০৯-১০]
ⓚ গণবিরোধী ⓚ গণ-অভ্যুত্থান ⓖ গণ-আন্দোলন ⓖ শিক্ষার্থীগণ উ: ক

৫৭. 'ফুল কি ফোটে নি শাখে?' এখানে 'নি' হচ্ছে- [খ ০৯-১০; জবি খ ১৩-১৪]
ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓚ বিশেষণ
ⓖ অলংকার ⓖ ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ উ: ক

৫৮. অপরিবর্তনীয় শব্দকে কী বলে? [গ ০৮-০৯]
ⓚ অনুক্ত ক্রিয়াপদ ⓚ বিশেষ্য পদ ⓖ অব্যয় পদ ⓖ ক্রিয়াপদ উ: গ

৫৯. 'তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস্ পুটুস্ চাও?' এ বাক্যে 'পুটুস পুটুস' শব্দটি কোন পদ? [ঘ ৯৯-০০]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া উ: গ

৬০. 'পৃথিবী' শব্দের বিশেষণ- [ক ০৯-১০; গ ১৩-১৪]
ⓚ জগৎ ⓚ নিসর্গ ⓖ পার্থিব ⓖ নিখিল উ: গ

৬১. 'তুমি না সেদিন আবৃত্তি করেছিলে?' এখানে 'না' কোন অর্থে ব্যবহৃত? [খ ১০-১১]
ⓚ সন্দেহ ⓚ বিস্ময় ⓖ অনুমান ⓖ নিশ্চয়তা উ: গ

৬২. 'দেখিবারে চাই।' এখানে 'দেখিবারে'- [ঘ ১১-১২]
ⓚ নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া ⓚ ক্রিয়া বিশেষ্য
ⓖ ক্রিয়াদ্বিত্ব ⓖ অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষণ উ: ক

৬৩. 'চা জুড়িয়ে যাচ্ছে' বাক্যটিতে যৌগিক ক্রিয়ার ব্যবহার- [খ ১১-১২]
ⓚ অবিরাম অর্থে ⓚ সমাপ্তি অর্থে ⓖ সম্ভাবনা অর্থে ⓖ ক্রমশ অর্থে উ: ঘ

৬৪. 'টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।' এ বাক্যে 'টিপ্ টিপ্' এর ব্যাকরণিক নাম কী? [চ ১৬-১৭]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ ক্রিয়া-বিশেষণ ⓖ অব্যয় ⓖ অসমাপিকা ক্রিয়া উ: গ

৬৫. 'পিপাসিত' শব্দের বিশেষ্য রূপ- [ক ১২-১৩]
ⓚ পিপাসী ⓚ পিপাসু ⓖ পিপাসা ⓖ পিয়াসী উ: গ

৬৬. 'আহত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ- [ঘ ১২-১৩]
ⓚ আক্রমণ ⓚ আক্রান্ত ⓖ নির্যাতন ⓖ আঘাত উ: ঘ

৬৭. কোনটি বিশেষণ?
ⓚ দিন ⓚ দিনান্ত ⓖ দিন-রাত ⓖ দীন উ: ঘ

৬৮. 'যাদের শাসনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।' এখানে বিশেষণ কতটি? [গ-১৩-১৪]
ⓚ ৪টি ⓚ ৩টি ⓖ ২টি ⓖ ১টি উ: খ

৬৯. 'এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে' এখানে 'তবু' হচ্ছে- [ক ১৪-১৫]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম ⓖ অব্যয় উ: ঘ

৭০. নিচের কোনটি অনির্দেশক সর্বনাম? [ঘ ১৪-১৫]
ⓚ কেউ ⓚ এটা ⓖ কবে ⓖ নিজে উ: ক

৭১. অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারে 'তিনি গেলে কাজ হবে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ক-১৫-১৬]
ⓚ কার্যপরম্পরা ⓚ বিস্ময়জ্ঞাপন ⓖ সাপেক্ষতা ⓖ ক্রিয়া বিশেষণ উ: গ

৭২. কোনটি একই সঙ্গে বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে ও বিশেষণের মতোও কাজ করে? [ক ১৫-১৬]
ⓚ সাপেক্ষ সর্বনাম ⓚ নির্দেশক সর্বনাম
ⓖ অব্যয় ⓖ ক্রিয়া বিশেষণ উ: খ

৭৩. কোন বাক্যে সমধাতুজ ক্রিয়া রয়েছে? [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ সে হাসিয়া উঠিল। ⓚ সে হাসিতেছিলো।
ⓖ তার হাসিতে বিস্ময় ছিল। ⓖ সে বিস্ময়ের হাসি হাসিল। উ: ঘ

৭৪. ধ্বন্যাত্মক অব্যয় নয় কোনটি? [ঘ-১৫-১৬]
ⓚ তির তির ⓚ শির শির ⓖ মড় মড় ⓖ ধড়ফড় উ: ক

৭৫. উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের উদাহরণ কোনটি? [ক ১৬-১৭]
ⓚ বলেছ, করেছ ⓚ করেছি, খেয়েছি
ⓖ বলেছিস, খেয়েছিস ⓖ এসেছেন, করেছেন উ: খ

৭৬. নিচের কোনটি অবস্থাবাচক নাম-বিশেষণের উদাহরণ? [ক ১৬-১৭]
ⓚ হলুদ ফসল ⓚ মেটে কলসি ⓖ তাজা মাছ ⓖ চৌকস লোক উ: গ

৭৭. 'রুগ্‌ণ' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ- [খ ১৬-১৭; জাককানইবি গ ১৬-১৭]
ⓚ রোগী ⓚ রোগীণী ⓖ রোগাটে ⓖ রোগ উ: ঘ

৭৮. নিচের কোনটি অশুদ্ধ বিশেষ্য? [গ ১৬-১৭]
ⓚ একত্র ⓚ জবাবদিহি ⓖ উৎকর্ষতা ⓖ সহমর্মিতা উ: গ

৭৯. 'মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন' এখানে 'মা' কোন কর্তা? [গ ১৬-১৭]
ⓚ মুখ্য কর্তা ⓚ গৌণ কর্তা ⓖ প্রযোজক কর্তা ⓖ প্রযোজ্য কর্তা উ: গ

৮০. 'ধ্বস্ত' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ- [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ ধস ⓚ ধ্বস ⓖ ধ্বংস ⓖ ধাষ্ট্য উ: গ

৮১. 'শুনে বুকটা তার টিপটিপ করেছিল।' এখানে 'টিপটিপ'- [ঘ ১৬-১৭]
ⓚ অনুকার অব্যয় ⓚ সমুচ্চয়ী অব্যয়
ⓖ অনন্বয়ী অব্যয় ⓖ অনুসর্গ অব্যয় উ: ক

৮২. 'গদ্যভাষায় রচিত এ গ্রন্থে লেখকের আধুনিক মনোভাব, পরিমিতিবোধ, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও শৈল্পিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।' বাক্যটিতে বিশেষণ রয়েছে- [খ ১০-১১]
ⓚ চারটি ⓚ পাঁচটি ⓖ ছয়টি ⓖ সাতটি উ: ক

৮৩. 'রাতে তিনি ভাতের বদলে সবজি খান।' এ বাক্যে 'বদলে' শব্দটির ব্যাকরণিক পরিচয় কী? [চ ১৭-১৮]
ⓚ অনুসর্গ ⓚ অব্যয় ⓖ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম উ: ক

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

১৪. কোনটি অনুসর্গ? [ক ০৯-১০]
(ক) এর (খ) এরে (গ) তরে (ঘ) রে উ: (গ)

১৫. 'ছালি দিয়ে ঘরটাকে ভরিয়ে রাখতো সে।' বাক্যটিতে 'দিয়ে' হলো। [ক-১৩-১৪]
(ক) অব্যয় (খ) প্রত্যয় (গ) অনুসর্গ (ঘ) উপসর্গ উ: (গ)

১৬. অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধুরীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিতরীতিতে সংক্ষিপ্ত রূপ- [খ ১৩-১৪]
(ক) হয় না (খ) কখনো কখনো হয় (গ) হয় (ঘ) কখনোই হয় না উ: (গ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'খুব বাঁচা বেঁচেছি' বাক্যটিতে 'বাঁচা' কোন ধরনের শব্দ? [B ১৭-১৮]
(ক) ক্রিয়া (খ) সমধাতুজ কর্ম (গ) মুখ্য কর্ম (ঘ) পদান্বয়ী অব্যয় উ: (খ)

০২. 'ভয়ে লোকটি কাঁপল, বাঘ আসছে।' এখানে নিম্নরেখ পদটি কোন বিশেষণের উদাহরণ? [B ১৭-১৮]
(ক) ক্রিয়া বিশেষণ (খ) বিশেষণের বিশেষণ
(গ) নাম বিশেষণ (ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ উ: (ক)

০৩. 'চলো কোথাও ঘুরে আসি।' নিম্নরেখ পদটি কী ধরনের সর্বনাম? [B ১৭-১৮]
(ক) সকলবাচক (খ) সংযোগবাচক (গ) অনির্দিষ্ট (ঘ) প্রশ্নবাচক উ: (গ)

০৪. 'বা' কোন জাতীয় শব্দ? [B ১৭-১৮: কুবি B ১৩-১৪]
(ক) অব্যয় (খ) সর্বনাম (গ) বিশেষ্য (ঘ) ক্রিয়া উ: (ক)

০৫. নিচের কোনটি সংকোচক অব্যয় নয়? [ঘ ১৭-১৮]
(ক) অথচ (খ) কিন্তু (গ) ও (ঘ) বরং উ: (গ)

০৬. 'যা ভেবেছি তাই হয়েছে।' 'তাই' কোন ধরনের সর্বনাম? [E ১৭-১৮]
(ক) ব্যক্তিবাচক (খ) সাপেক্ষ (গ) প্রশ্নবাচক (ঘ) সংযোগবাচক উ: (খ)

০৭. অব্যক্ত ভাব প্রকাশক অব্যয়- [খ ০৫-০৬]
(ক) ঝম ঝম (খ) শন শন (গ) খাঁ খাঁ (ঘ) ঢং ঢং উ: (গ)

০৮. 'মিট মিট করে তারা জ্বলছে।' এ বাক্যের 'মিট মিট করে' হলো- [ঘ ০৬-০৭]
(ক) বিশেষণীয় বিশেষণ (খ) ক্রিয়া বিশেষণ
(গ) গুণবাচক বিশেষণ (ঘ) বিধেয় বিশেষণ উ: (খ)

০৯. 'সুন্দর সবসময় মানুষকে আকৃষ্ট করে।' বাক্যের 'সুন্দর' পদটি- [ক ০৬-০৭]
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) সর্বনাম (ঘ) অব্যয় উ: (ক)

১০. বাক্যালঙ্কার অব্যয় আছে যে বাক্যে- [গ ০৮-০৯]
(ক) ছিঃ, তোকে এটা মানায় না (খ) অসুস্থ ছিলাম বলে আসতে পারিনি
(গ) বুকটা ধড়ফড় করছে (ঘ) সে তো আর বলা যায় না উ: (ঘ)

১১. সাপেক্ষ সর্বনাম বিশিষ্ট বাক্য- [ক ০৮-০৯]
(ক) এর মাথাটি মোটা (খ) তাকে নিয়ে বেজায় মুশকিল
(গ) যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা (ঘ) কেউ আসেন কেউ যান উ: (গ)

১২. গুণবাচক বিশেষণ- [ঘ ০৯-১০]
(ক) একশত (খ) চৌকস (গ) প্রথমা (ঘ) কোনো উ: (খ)

১৩. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য- [ঘ ০৯-১০]
(ক) কর (খ) ফলন (গ) পদার্পণ (ঘ) পাওয়া উ: (ঘ)

১৪. 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।' 'বিহনে' কোন শ্রেণির অব্যয়? [গ ০৯-১০]
(ক) পদান্বয়ী (খ) সমুচ্চয়ী (গ) অনন্বয়ী (ঘ) বাক্যালঙ্কার উ: (ক)

১৫. কোনটি বিশেষণ? [ক ০৯-১০]
(ক) চতুরালি (খ) চাতুর্য (গ) চতুর (ঘ) চতুরতা উ: (গ)

১৬. গরম লাগছিল, তাই পাখাটি চালিয়ে দিলাম। এ বাক্যে 'তাই' কী ধরনের পদ? [খ ১১-১২]
(ক) অব্যয় (খ) ক্রিয়া-বিশেষণ (গ) সম্বন্ধ পদ (ঘ) বিশেষণ উ: (ক)

১৭. 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।' এখানে 'দারিদ্র্য' কোন পদ? [ক ১১-১২]
(ক) বিশেষণ (খ) নির্দেশক (গ) বিশেষ্য (ঘ) সর্বনাম উ: (গ)

১৮. বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয় কোন শব্দটি? [ক-১৩-১৪]
(ক) অতিশয় (খ) এক (গ) চতুর (ঘ) ঐকিক উ: (খ)

১৯. নিচের কোন বাক্যে 'আর' অব্যয়টি পুনরাবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [ঘ-১৩-১৪]
(ক) ও দিকে আর যাবে না (খ) বল, আর কী চাও?
(গ) সে দিন কি আর আসবে? (ঘ) আর কি বাজবে বাঁশি উ: (ক)

২০. 'তীর্থ' কোন ধরনের পদ? [ঘ ১৬-১৭]
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া-বিশেষণ (ঘ) অনুসর্গ উ: (খ)

২১. কোন বাক্যটি প্রযোজক ক্রিয়া দ্বারা গঠিত? [ঘ ১৩-১৪]
(ক) মাথা ঝিমঝিম করছে। (খ) তোমার পরিশ্রমের ফল ফলেছে।
(গ) মা শিশুকে হাসান। (ঘ) শিশুটি কাঁদে। উ: (গ)

২২. 'নির্ধারক বিশেষণ' এর উদাহরণ কোনটি? [ক ১৪-১৫]
(ক) অনেক দিন বাড়ি যাই না (খ) এক এক করে সবাই চলে গেল
(গ) রাশি রাশি ভারা ভারা ধান (ঘ) লাল কৃষ্ণচূড়া গাছ উ: (গ)

২৩. 'এ এক বিরাট সত্য।' এ বাক্যে 'সত্য' কোন পদ? [খ ১৪-১৫; রাবি ঙ ১৩-১৪]
(ক) সর্বনাম (খ) বিশেষ্য (গ) বিশেষণ (ঘ) অব্যয় উ: (খ)

২৪. কোনটি বিশেষণ পদ? [খ ১৪-১৫]
(ক) ইন্দ্রজাল (খ) শক্তি (গ) গভা (ঘ) সামর্থ্য উ: (গ)

২৫. 'রহিম কিংবা করিম এর জন্য দায়ী।' এখানে 'কিংবা' কী ধরনের অব্যয়? [খ ১৬-১৭]
(ক) সংযোজক (খ) সমুচ্চয়ী (গ) বিয়োজক (ঘ) সংকোচক উ: (গ)

২৬. কোন কোন পদের দ্বারা গুরুচণ্ডালী দোষ নিরূপিত হয়? [চ ১৪-১৫]
(ক) বিশেষ্য ও ক্রিয়া (খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম (গ) অব্যয় ও বিশেষ্য (ঘ) সর্বনাম ও বিশেষ্য উ: (খ)

২৭. 'জনতা' শব্দটি কোন জাতীয় অর্থদ্যোতকতা নির্দেশ করে? [ক-১৫-১৬]
(ক) জাতিবাচকতা (খ) সমষ্টিবাচকতা (গ) নামবাচকতা (ঘ) ভাববাচকতা উ: (খ)

২৮. 'যত গর্জে তত বর্ষে না।' এ বাক্যটি কীসের উদাহরণ? [ক-১৫-১৬]
(ক) ক্রিয়া বিশেষণ (খ) সাপেক্ষ সর্বনাম (গ) নির্ধারক বিশেষণ (ঘ) বিশেষণের বিশেষণ উ: (খ)

২৯. নিচের কোনটি বিশেষ্য? [খ-১৫-১৬]
(ক) দরিদ্রতা (খ) দরিদ্র (গ) এক (ঘ) সমর্থ

Note : 'দরিদ্র, সমর্থ'– বিশেষণবাচক শব্দ, 'দরিদ্রতা' বিশেষ্যবাচক শব্দ, 'এক'– '১' সংখ্যাবিশিষ্ট অর্থে বিশেষ্য এবং একটিমাত্র অর্থে বিশেষণবাচক শব্দ। [সূত্র : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]।

৩০. 'দেখেশুনে রাস্তা পার হবে।' বাক্যে কোনটি ক্রিয়াবিশেষণ? [খ-১৫-১৬]
(ক) দেখেশুনে (খ) পার (গ) হবে (ঘ) রাস্তা উ: (ক)

৩১. হায়রে ভাগ্য, হায়রে লজ্জা, কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা' বাক্যটিতে অব্যয় পদের কী অর্থ প্রকাশ পেয়েছে? [ঘ-১৫-১৬]
(ক) যন্ত্রণা (খ) বিরক্তি (গ) সংশয় (ঘ) নিরর্থকতা উ: (গ)

৩২. 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' পঙ্ক্তির 'যেন' কোন পদ? [খ ১৬-১৭]
(ক) সংযোজক অব্যয় (খ) পদান্বয়ী অব্যয় (গ) অনন্বয়ী অব্যয় (ঘ) ভাব বিশেষণ উ: (খ)

৩৩. 'ভিক্ষুকটা যে পিছনে লেগেই রয়েছে, কী বিপদ।' এ বাক্যের 'কী' কোন ভাব প্রকাশ করছে? [খ ১৬-১৭]
(ক) ভয় (খ) রাগ (গ) বিরক্তি (ঘ) বিপদ উ: (গ)

৩৪. 'মরি মরি।' কী সুন্দর প্রভাতের রূপ।' এ বাক্যে 'মরি মরি' কোন শ্রেণির অব্যয়? [খ ১৬-১৭]
(ক) সমুচ্চয়ী (খ) অনন্বয়ী (গ) পদান্বয়ী (ঘ) অনুকার উ: (খ)

৩৫. জাতিবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত কোনটি? [গ ১৬-১৭]
(ক) নদী (খ) পানি (গ) মিছিল (ঘ) সমাজ উ: (ক)

৩৬. 'কেবল তোমার জন্যই আমার এ দুর্ভোগ।' এ বাক্যে 'কেবল' হচ্ছে- [গ ১০-১১]
(ক) উপসর্গ (খ) অনুসর্গ (গ) ধাতু (ঘ) প্রকৃতি উ: (খ)

৩৭. 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু।' এখানে কোনটি অনুসর্গবাচক পদ? [চ ১৪-১৫]
(ক) সুখের (খ) লাগিয়া (গ) ঘর (ঘ) বাঁধিনু উ: (খ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. জাতিবাচক বিশেষ্য নয় কোনটি? [B : ২৩-২৪]
(ক) রাজা (খ) ফুল (গ) ঝাঁক (ঘ) শিক্ষক উ: (গ)

০২. 'এখনো বিস্ময় জাগে মানুষের মনে' এখানে বিস্ময়- [B : ২১-২২]
(ক) বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) ক্রিয়া বিশেষণ (ঘ) যোজক উ: (ক)

০৩. 'আমাদের যাত্রা সমুদ্র অভিমুখে'। এখানে 'অভিমুখে' একটি- [B : ২১-২২]
(ক) বিশেষণ (খ) অনুসর্গ (গ) সর্বনাম (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উ: (ঘ)

০৪. "জোর যার মুলুক তার" এখানে 'যার' হচ্ছে- [B : ২১-২২]
(ক) যোজক (খ) বিশেষ্য (গ) সর্বনাম (ঘ) অনুসর্গ উ: (গ)

০৫. "কেউ বোধ হয় এসেছিল।" বাক্যটিতে 'কেউ' শব্দটি হলো-[B : ২১-২২]
(ক) সাধারণ বিশেষ্য (খ) বিশেষণ (গ) অনির্দিষ্ট সর্বনাম (ঘ) যোজক উ: (গ)

০৬. 'ওরা পরস্পর বন্ধু' এখানে 'পরস্পর'- [B : ২১-২২]
(ক) বিশেষ্য (খ) সর্বনাম (গ) যোজক (ঘ) অনুসর্গ উ: (খ)

০৭. 'শৈলী এখনই পড়তে বসবে' এখানে 'এখনই' হচ্ছে- [B : ২১-২২]
(ক) অনুসর্গ (খ) ক্রিয়া (গ) যোজক (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উ: (ঘ)

০৮. 'উক্ত' শব্দের বিশেষ্য রূপ কোনটি? [I ১৯-২০]
(ক) উক্তি (খ) উল্লিখিত (গ) বচন (ঘ) উল্লেখ্য উ: (ক)

০৯. কোনো কাজ নিজে না করে অন্যের দ্বারা করানো হলে, সেই ক্রিয়াকে কী বলে? [I ১৮-১৯]
(ক) সমাপিকা ক্রিয়া (খ) ণিজন্ত ক্রিয়া (গ) অসমাপিকা ক্রিয়া (ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ উ: (খ)

১০. নিচের কোন দুটো বিশেষণ ? [I ১৮-১৯]
(ক) একা, একাগ্র (খ) একজন, ঐক্য (গ) এক, একাকী (ঘ) একা, ঐকতান উ: (গ)

১১. 'ন্যায়' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) ন্যায্য (খ) ন্যায (গ) ঠিক (ঘ) যথার্থ উ: (ক)

১২. 'দেশ' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) দেশিয় (খ) দেশি (গ) দেশ (ঘ) দেশীয় উ: (ঘ)

১৩. 'অধ্যয়ন' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) অধিত (খ) অধীত (গ) অধৃত (ঘ) আধীত উ: (খ)

১৪. 'প্রত্যহ' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
(ক) প্রাতস্থিক (খ) প্রতিনিয়ত (গ) প্রাত্যহিক (ঘ) অহরহ উ: (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

১৫. 'আসন' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক) আসীন খ) অসীন গ) অসিন ঘ) অসন উ: ক

১৬. 'ঋণ' শব্দটি কোন পদ? [গ, সেট৮ : ১১-১২]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) অব্যয় উ: ক

১৭. 'ধন অপেক্ষা জ্ঞান বড়।' এখানে 'অপেক্ষা' হলো– [F আইন, ১২-১৩]
ক) উপসর্গ খ) অনুসর্গ গ) প্রত্যয় ঘ) অব্যয় উ: খ

১৮. 'অভ্যস্ত' শব্দটি কোন পদ? [গ, সেট ৭ : ১১-১২]
ক) সর্বনাম খ) অব্যয় গ) বিশেষ্য ঘ) বিশেষণ উ: ঘ

১৯. 'মন' শব্দটি কোন পদ? [গ, সেট- ৬ : ১১-১২]
ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) অব্যয় ঘ) বিশেষণ উ: ক

২০. কোন বাক্যে ক্রিয়া সকর্মক? [C সেট- ০৩, ১২-১৩]
ক) আকাশে চাঁদ উঠেছে খ) চুপ করে থাক
গ) আকাশের চাঁদ যেন মাটিতে এলো ঘ) শিশুটি কাঁদে উ: ক

২১. কোন বাক্যে প্রযোজক কর্তা রয়েছে? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) ছেলেরা ফুটবল খেলছে। খ) বিশুদ্ধ ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।
গ) রাখাল গরুকে ঘাস খাওয়ায়। ঘ) মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। উ: গ

২২. কোনটি সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম? [E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক) যারা খ) এরা গ) তোরা ঘ) কারা উ: ক

২৩. কোন বাক্যে সকর্মক ক্রিয়া উপস্থিত রয়েছে? [F, সেট-3 : ১৪-১৫]
ক) আমি রাতে খাব না খ) এখন যেতে পার
গ) ছেলেটি কানে শোনে না ঘ) বাবাকে আমার খুব ভয় করে উ: ঘ

২৪. 'অনির্দিষ্ট' সর্বনামের উদাহরণ কোনটি? [F, সেট-4 : ১৪-১৫]
ক) চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি খ) কে এই মুখোশধারী
গ) জোর যার মুলুক তার ঘ) সবাই রাঙ্গামাটি যাবে উ: ক

২৫. 'দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে' বাক্যটিতে 'দুর্ভাগ্যক্রমে' কোন প্রকার বিশেষণ? [F, সেট-4 : ১৪-১৫]
ক) অব্যয়ের বিশেষণ খ) বিশেষণীয় বিশেষণ
গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) বাক্যের বিশেষণ উ: ঘ

২৬. নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি ঠিক নিয়ম প্রকাশ করে? [B ১৯-২০]
ক) উপসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে খ) অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে
গ) বিভক্তির নিজস্ব অর্থ আছে
ঘ) অনুসর্গ ও বিভক্তি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। উ: খ

২৭. নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি ঠিক নিয়ম প্রকাশ করে? [B ১৯-২০]
ক) শব্দের আগে অনুসর্গ যুক্ত হয় খ) অনুসর্গ অব্যয় জাতীয় পদ
গ) শুধু পদ ও ধ্বনি দ্বিরুক্তি শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ঘ) অনুজ্ঞা কেবল ভবিষ্যৎ ও অতীত কালে ব্যবহৃত হয় উ: খ

২৮. 'তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া।' এখানে 'তরে' অনুসর্গটির অর্থ : [বিবিএ ১০-১১]
ক) মত খ) হেতু গ) নিমিত্ত ঘ) নিকট উ: গ

২৯. 'শরতের পর আসে বসন্ত।' এখানে 'পর' অনুসর্গটি কী অর্থ প্রকাশ করে? [C ১২-১৩]
ক) দীর্ঘ বিরতি খ) বিরতি গ) অল্প বিরতি ঘ) কোনোটিই নয় উ: ক

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'যেমন কর্ম তেমন ফল'- বাক্যে 'যেমন' এবং 'তেমন' কোন ধরনের সর্বনাম? [A : ২৩-২৪; রবি-C_1 : ১৮-১৯]
ক) আত্মবাচক খ) সাপেক্ষ গ) পারস্পরিক ঘ) অনির্দিষ্টজ্ঞাপক উ: খ

০২. 'সন্দেহ' কোন প্রকারের বিশেষ্য? [A ২২-২৩]
ক) ভাববাচক খ) সমষ্টিবাচক গ) পরিমাণবাচক ঘ) সংজ্ঞাবাচক উ: ক

০৩. অব্যয়জাত বিশেষণ- [A ২২-২৩]
ক) হারানো সম্পত্তি খ) উপরি পাওনা
গ) কাঁদো কাঁদো চেহারা ঘ) কৃতী সন্তান উ: খ

০৪. 'ইচ্ছা' শব্দের বিশেষণ রূপ কোনটি? [C ২২-২৩; জাক্কানইবি D ১৮-১৯; হাবোদাবিপ্রবি E ১৪-১৫]
ক) ইচ্ছুক খ) ঐচ্ছিক গ) ইচ্ছামত ঘ) ইচ্ছাধীন উ: খ

০৫. অব্যয় কোনটি? [B ২২-২৩]
ক) তবে খ) যদি গ) এবং ঘ) হঠাৎ

Note: 'তবে'- বাংলা অব্যয়; 'যদি, এবং, হঠাৎ'- তৎসম অব্যয়।

০৬. অনুসর্গ অব্যয় কত প্রকার? [B ২২-২৩]
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ উ: ক

০৭. কোন পদটি বিশেষ্য নয়? [A : ২১-২২]
ক) দারিদ্র্য খ) দীন গ) দরিদ্রতা ঘ) সভ্যতা উ: খ

০৮. অনির্দিষ্টজ্ঞাপক শব্দ কোনগুলো? [A : ২১-২২]
ক) যে, যিনি, যারা খ) অন্য, অপর, পর
গ) কোন, কেউ, কিছু ঘ) ওই, উহা, উনি উ: গ

০৯. 'বৃষ্টি আসে আসুক' এটি কোন প্রকার ক্রিয়ার ভাব? [A : ২১-২২]
ক) অনুজ্ঞা খ) আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক গ) সাপেক্ষ ঘ) নির্দেশক উ: খ

১০. 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' এখানে 'উঠিয়া' কোন পদ? [A : ২১-২২]
ক) অসমাপ্ত ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া গ) অসমাপিকা ক্রিয়া ঘ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া উ: গ

১১. 'এবং' কোন পদের শব্দ? [A ১৯-২০]
ক) সর্বনাম খ) ক্রিয়া গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উ: গ

১২. এখন যেতে পার। এখানে 'যেতে পার' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ? [B ১৯-২০]
ক) মিশ্র ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া গ) সমাপিকা ক্রিয়া ঘ) প্রযোজক ক্রিয়া উ: খ

১৩. 'নীল আকাশ' এখানে 'নীল' হলো– [B ১৮-১৯; E ১৭-১৮]
ক) রূপবাচক বিশেষণ খ) অবস্থাবাচক বিশেষণ
গ) পরিমাণবাচক বিশেষণ ঘ) গুণবাচক বিশেষণ উ: ক

১৪. 'পরস্পর' কোন ধরনের সর্বনাম? [A ১৮-১৯; জবি চ ১৪-১৫]
ক) ব্যক্তিবাচক খ) সংখ্যাবাচক গ) সমষ্টিবাচক ঘ) ব্যতিহারিক উ: ঘ

১৫. 'চন্দ্র' এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [C, ১৮-১৯]
ক) চান্দ্র খ) চাঁদ গ) চন্দ্রা ঘ) চান্দ্রা উ: ক

১৬. বিভক্তিযুক্ত শব্দকে কী বলা হয়? [C, ১৮-১৯; ঢাবি গ ০৪-০৫; জবি ঘ ১৬-১৭]
ক) বাক্য খ) সমাস গ) সন্ধি ঘ) পদ উ: ঘ

১৭. 'তোমার কবি কবি ভাব গেল না।' 'কবি কবি' কোন পদ? [A ১৭-১৮]
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য গ) ক্রিয়া ঘ) অব্যয় উ: ক

১৮. কোনটি অনুকার অব্যয়? [B ১৭-১৮]
ক) রুমঝুম খ) ওগো গ) পরন্তু ঘ) সুতরাং উ: ক

১৯. 'সত্যবাদী' শব্দটি কোন পদ? [E ১৭-১৮, ক ১০-১১]
ক) বিশেষ্য খ) সর্বনাম গ) বিশেষণ ঘ) ক ও খ উভয়ই উ: গ

২০. 'সুন্দর মাত্রেরই একটা আকর্ষণ শক্তি আছে।' এখানে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [E ১৭-১৮]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) বিশেষ্য বিশেষণ ঘ) বিশেষণের বিশেষণ উ: ক

২১. 'তোমার তরে এনেছি মালা গাঁথিয়া।' এখানে 'তরে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ক) মত খ) নিমিত্ত গ) হেতু ঘ) নিকট উ: খ

২২. 'চিরন্তন' শব্দটি কোন পদ? [E ১৭-১৮]
ক) বিশেষ্য খ) অব্যয় গ) বিশেষণ ঘ) বিশেষ্য বিশেষণ উ: গ

২৩. 'আপন ভালো সবাই চায়।' এখানে 'ভালো' কোন পদ? [F ১৭-১৮, E ১৫-১৬]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া উ: ক

২৪. কোন বাক্যে অসমান কর্তা আছে? [K ১৭-১৮]
ক) সে যেতে যেতে থেমে গেল খ) সে কেঁদে কেঁদে বলল
গ) সে গান করতে পারে ঘ) সে এলে আমি যাব উ: ঘ

২৫. 'সে কত না দিনের কথা' 'না' কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত? [০৩-০৪]
ক) না বোঝাতে খ) সময় বোঝাতে গ) বিকল্প অর্থে ঘ) পদ পূরণে উ: ঘ

২৬. 'প্রাসঙ্গিক' শব্দটি কোন পদ? [ক ০৩-০৪]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) অব্যয় ঘ) বিশেষ্যের বিশেষণ উ: খ

২৭. 'পলাশ দেখতে সুন্দর বটে কিন্তু গন্ধহীন' এখানে 'কিন্তু' যে ধরনের অব্যয়– [০৬-০৭]
ক) সংকোচক খ) পদান্বয়ী গ) বিয়োজক ঘ) সংযোজক উ: ক

২৮. 'আকস্মিক' বিশেষণের বিশেষ্য কোনটি? [০৬-০৭]
ক) অকস্মমতি খ) অকস্মর্ত গ) আকস্মিকতা ঘ) অকস্মাৎ উ: গ

২৯. কোন শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়? [০৬-০৭]
ক) দর্শনীয় খ) দার্শনিক গ) দৃষ্ট ঘ) দ্রষ্টা উ: গ

৩০. অব্যয় কত প্রকার? [০৬-০৭]
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫ উ: গ

৩১. 'তার ভিতরের মানুষটি জেগে উঠলো' কোন ধরনের বিশেষ্য? [খ ০৭-০৮]
ক) ভাববাচক খ) গুণবাচক গ) জাতিবাচক ঘ) বস্তুবাচক উ: খ

৩২. কোনটি বিশেষণ? [খ ০৭-০৮; চবি B1 ২১-২২;জাককানইবি ১৮-১৯]
ক) রক্ষ খ) রক্ষা গ) রক্ষী ঘ) রাক্ষস উ: গ

৩৩. কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য? [০৯-১০]
ক) কিশোর খ) তারুণ্য গ) রোগা ঘ) পাথুরে উ: খ

৩৪. 'ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন খুব সহজ' এখানে 'খুব' কোন পদ? [০৯-১০]
ক) ক্রিয়া খ) ক্রিয়া বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) কোনোটিই নয় উ: খ

৩৫. 'বেলে-মাটি' পদের প্রথম অংশটি কীরূপ বিশেষণ? [০৯-১০]
ক) উপাদানবাচক খ) গুণবাচক গ) রূপবাচক ঘ) ভাববাচক উ: ক

৩৬. 'ব্যাঘাত' এর বিশেষ্য রূপ কোনটি? [০৯-১০; জাককানবি E -১৩-১৪]
ক) বিঘ্ন খ) ব্যাহত গ) বিধেয় ঘ) প্রতিঘাত উ: ক

৩৭. 'মদ' এর বিশেষণ পদ কোনটি? [০৯-১০]
ক) মাদকীয় খ) মদন গ) মত্ত ঘ) নেশা উ: গ

৩৮. 'ছেলেটি কাজে ভাল' এখানে 'ছেলেটি' কোন পুরুষ? [ঙ ১০-১১]
ক) উত্তম খ) মধ্যম গ) প্রথম ঘ) দ্বিতীয় উ: গ

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

[illegible] 'ছি' শব্দটি- [ক ৪ : ১১-১২]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ ক্রিয়া ⓘ অব্যয় উ: ⓖ

[illegible] বাক্যের অন্তর্নিহিত অংশ কোনটি? [ক-৩ : ১১-১২]
ⓚ পদার্থ ⓚ বিশেষণ ⓖ ক্রিয়া ⓘ বিশেষ্য উ: ⓖ

[illegible] বাংলা ভাষায় একই পদ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে তার উদাহরণ কোনটি? [A, ৩, সেট ১, ১২-১৩]
ⓚ [illegible] ⓚ মেঘনা বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী
ⓖ [illegible] সবাই চায় ⓘ সাধু সবাই শ্রেষ্ঠ নাকি উ: ⓖ

[illegible] শব্দটির বিশেষ্য পদ কোনটি? [A-৪, সেট ৩, ১২-১৩; বুবি গ ০৯-১০]
ⓚ শ্যামলিমা ⓚ শ্যামলা ⓖ শ্যামলিকা ⓘ শ্যামলম উ: ⓚ

[illegible] ক্রিয়া দ্বারা গঠিত বাক্য- [বাণিজ্য, সেট ৩, ১২-১৩]
ⓚ [illegible] গল্প শোনে ⓚ সাপুড়ে সাপ নাচায়
ⓖ [illegible] পানি ঝিলমিলায় ⓘ ঘটনা শুনে রাখ উ: ⓚ

[illegible] বিধেয় বিশেষণ বসে- [বাণিজ্য, সেট ৩, ১২-১৩]
ⓚ বিশেষ্যের পূর্বে ⓚ সমাপিকার পরে ⓖ বিশেষ্যের পরে ⓘ কর্মের পরে উ: ⓖ

[illegible] লোকে কিছু বলে। নিম্নরেখ পদটি- [D ১৩-১৪]
ⓚ অনুসর্গ অব্যয় ⓚ অনন্বয়ী অব্যয় ⓖ বিয়োজক অব্যয় ⓘ সমুচ্চয়ী অব্যয় উ: ⓘ

[illegible] নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা।' 'নইলে' শব্দটি- [E ১৩-১৪]
ⓚ [illegible] ⓚ অনুসর্গ ⓖ উপসর্গ ⓘ ক্রিয়াপদ উ: ⓘ

[illegible] ভাই বাড়ি যাবে' বাক্যটি কোন পদের উদাহরণ? [E ১৩-১৪]
ⓚ [illegible] পদ ⓚ বিশেষ্য পদ ⓖ ক্রিয়া বিশেষণ ⓘ ক্রিয়াপদ উ: ⓚ

[illegible] বর্ষে না' এ বাক্যে কোন ধরনের অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে? [E ১৩-১৪]
ⓚ [illegible] ⓚ নিত্য সম্বন্ধীয় ⓖ অনুসর্গ ⓘ সমুচ্চয়ী উ: ⓚ

[illegible] হয় লও' কোন পদের দৃষ্টান্ত? [A, Even, সেট A : ১৪-১৫]
ⓚ [illegible] সর্বনাম ⓚ নির্ধারক বিশেষণ
ⓖ [illegible] অব্যয় ⓘ দ্বিরুক্ত সর্বনাম উ: ⓚ

[illegible] কোন ধরনের বিশেষ্য? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ [illegible] ⓚ সমষ্টিবাচক ⓖ গুণবাচক ⓘ ব্যক্তিবাচক উ: ⓖ

[illegible] সুন্দর ফুল ফুটেছে!' এখানে 'কী' কোন পদ? [E, Even, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ সর্বনাম ⓚ অব্যয় ⓖ বিশেষণ ⓘ বিশেষ্য উ: ⓖ

[illegible] নির্ধারক বিশেষণ নয়? [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ [illegible] ⓚ শনশন ⓖ ঘরে ঘরে ⓘ ছোট ছোট উ: ⓚ

[illegible] সকলে বোঝে।' এখানে 'আপন' পদটি- [E, Odd, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম ⓘ অব্যয় উ: ⓚ

[illegible] এর বিশেষণ রূপ কোনটি? [B ১৬-১৭]
ⓚ [illegible] ⓚ অনাদৃত ⓖ আদর ⓘ আদৃত উ: ⓘ

[illegible] শুধু নীল আর নীল। এ বাক্যে 'আর' হচ্ছে- [D ১৬-১৭]
ⓚ [illegible] ⓚ অব্যয় ⓖ অনেক ⓘ বিশেষ্য উ: ⓚ

[illegible] শব্দটি বাক্যে কোথায় বসে? [E ১৬-১৭]
ⓚ সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে ⓚ সমাপিকা ক্রিয়ার পরে
ⓖ অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে ⓘ বিশেষণের পরে উ: ⓚ

[illegible] কোন পদ? [E ১৬-১৭, A ১৩-১৪]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓖ অব্যয় ⓘ সর্বনাম উ: ⓖ

[illegible] না দিন কাটাচ্ছি।' বাক্যটিতে 'না' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [০৫-০৬]
ⓚ বিস্ময় প্রকাশে ⓚ ব্যঙ্গ প্রকাশে ⓖ বিরক্ত প্রকাশে ⓘ আক্ষেপ প্রকাশে উ: ⓚ

[illegible] শব্দের বিশেষ্য- [০৫-০৬]
ⓚ ক্ষণ ⓚ ক্ষণিকা ⓖ ক্ষণা ⓘ ক্ষণো উ: ⓚ

[illegible] শব্দের বিশেষণ- [০৫-০৬]
ⓚ ক্ষণ ⓚ ক্ষণিকা ⓖ ক্ষণা ⓘ ক্ষণো উ: ⓚ

[illegible] অনুসর্গ কী? [C ১৮-১৯]
ⓚ শব্দ বিভক্তি ⓚ অব্যয় ⓖ উপসর্গ ⓘ ক্রিয়া বিভক্তি

Note: বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বলে। [সূত্র : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (পুরাতন); নবম-দশম শ্রেণি]।

[illegible] বিনা দুখ লাভ হয় কি মহীতে?' 'বিনা' শব্দটি- [E ১৭-১৮]
ⓚ অনুসর্গ ⓚ অব্যয় ⓖ সর্বনাম ⓘ উপসর্গ উ: ⓚ

[illegible] তুমি প্রভু জগৎ মাঝারে।' এখানে 'মাঝারে' অনুসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮; L ১৬-১৭; ইবি B ১৭-১৮]
ⓚ বাইরে ⓚ মধ্যে ⓖ সঙ্গে ⓘ ব্যাপ্তি উ: ⓘ

[illegible] গরিবের পক্ষে কথা বলার লোক নেই।' এখানে 'পক্ষে' অনুসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮]
ⓚ সহায় ⓚ সক্ষমতা ⓖ অসহায় ⓘ ন্যায় উ: ⓚ

৬৫. অনুসর্গ কোনটি? [F -১৩-১৪]
ⓚ অবধি ⓚ আকাঙ্ক্ষা ⓖ উহা ⓘ আড়না উ: ⓚ

৬৬. অনুসর্গ কোনটি? [B, Even, সেট ৪ : ১৪-১৫]
ⓚ পাছে ⓚ মারামারি ⓖ হাসিহাসি ⓘ ইঁচড় উ: ⓚ

৬৭. কোনটি উপসর্গ অনুসর্গ নয়? [F, Even, সেট ১ : ১৪-১৫]
ⓚ অবধি ⓚ জন্য ⓖ সকালে ⓘ বিহনে উ: ⓖ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বিশেষ্য? [D1 : ১৩-১৪]
ⓚ মানুষ ⓚ মন্দ ⓖ অপর ⓘ কিন্তু উ: ⓚ

০২. 'চিকচিক করে বালি কোথা নাই কাদা।' এখানে বিরুক্ত শব্দ 'চিকচিক' কোন ধরনের পদ? [B ১৭-১৮; ঢাবি গ ৯৮-৯৯]
ⓚ বিশেষ্যের বিশেষণ ⓚ অব্যয়ের বিশেষণ
ⓖ বিশেষণের বিশেষণ ⓘ ক্রিয়া বিশেষণ উ: ⓘ

০৩. 'মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি।' এ চরণে নিম্নরেখ পদটি- [খ ০৩-০৪]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সমাপিকা ক্রিয়া ⓘ অসমাপিকা ক্রিয়া উ: ⓘ

০৪. ছি! ছি! তুমি এত খারাপ? এখানে ছি! ছি!' কী অর্থ প্রকাশ করে? [ঙ ০৩-০৪]
ⓚ অনুভূতি ভাব ⓚ পৌনঃপুনিকতা ⓖ তীব্রতা ⓘ ভাবের গভীরতা উ: ⓘ

০৫. 'আহা! তার মা মারা গেছে' এখানে 'আহা' কী ধরনের অব্যয়? [জ ০৬-০৭]
ⓚ সমুচ্চয়ী ⓚ পদান্বয়ী ⓖ সংযোজক ⓘ অনন্বয়ী উ: ⓘ

০৬. কোনটি মিথ্যা? [ঙ ১০-১১]
ⓚ চোখে চোখে রেখ। এখানে 'চোখে চোখে' সতর্কতা অর্থে ব্যবহৃত
ⓚ থেকে থেকে কাঁদছে। এখানে 'থেকে থেকে' কালের বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত
ⓖ গা ছম ছম করছে। এখানে 'ছম ছম' ধারাবাহিকতা অর্থে ব্যবহৃত
ⓘ লোকটা হাড়ে হাড়ে শয়তান। এখানে 'হাড়ে হাড়ে' আধিক্য অর্থে ব্যবহৃত
ⓙ কোনোটিই নয় উ: ⓖ

০৭. 'চাঁদ হাসে' এ বাক্যে নিম্নরেখ পদটি একটি- [জ ১১-১২]
ⓚ সকর্মক ক্রিয়া ⓚ অকর্মক ক্রিয়া ⓖ দ্বিকর্মক ক্রিয়া ⓘ অসমাপিকা উ: ⓚ

০৮. তিনি সৎ, তাই সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে।' এখানে 'তাই' অব্যয়টি- [ছ ১১-১২]
ⓚ সংযোজক অব্যয় ⓚ বিয়োজক অব্যয়
ⓖ সমুচ্চয়ী অব্যয় ⓘ অনুচ্চার্য অব্যয় উ: ⓖ

০৯. যে বিশেষণ নাম পদ, সর্বনাম পদ এবং বিশেষ্য পদের সঙ্গে যুক্ত হয় তাকে বলে- [E 12-13]
ⓚ ক্রিয়া বিশেষণ ⓚ একপদময় বিশেষণ
ⓖ যৌগিক বিশেষণ ⓘ নাম বিশেষণ উ: ⓘ

১০. 'ভালো লোক সবার প্রিয়।' 'ভালো' কোন পদ? [B, B2, B3-১৬-১৭]
ⓚ সর্বনাম ⓚ বিশেষ্য ⓖ ক্রিয়া ⓘ বিশেষণ উ: ⓘ

১১. 'গ্রাম্যতা' শব্দটি- [B, B2-৪, B3 ১৬-১৭]
ⓚ সর্বনাম ⓚ বিশেষণ ⓖ বিশেষ্য ⓘ প্রত্যয়ান্ত উ: ⓖ

১২. সংযোজক ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে? [E ১৬-১৭]
ⓚ নির্ভয়ে, দ্রুত ⓚ সকালে, দুপুরে
ⓖ সামনে, পিছনে ⓘ অবশ্য, বরং উ: ⓘ

১৩. নির্দেশক সর্বনামের উদাহরণ কোনটি? [E ১৬-১৭]
ⓚ আমি, আপনি ⓚ এ, সে ⓖ যত...তত... ⓘ কেউ, কেউ উ: ⓚ

১৪. 'মহাজাগতিক' শব্দটি কোন পদ? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ বিশেষ্য ⓚ বিশেষণ ⓖ সর্বনাম ⓘ অব্যয় উ: ⓚ

১৫. ক্রিয়াবিশেষ্যের উদাহরণ কোনটিতে রয়েছে? [D1 ১৬-১৭]
ⓚ ঢাকা, শনিবার ⓚ জনতা, বাহিনী ⓖ জুতো, পানি ⓘ পড়া, খাওয়া উ: ⓘ

১৬. 'যার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করতে পারে' বাক্যটিতে কোন ধরনের অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে? [A₃, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ⓚ শর্তবাচক ⓚ বিরোধমূলক ⓖ নঞর্থক
ⓘ সংযোগমূলক ⓙ নিত্য সম্বন্ধীয় উ: ⓙ

১৭. নিম্নের কোন বাক্যটিতে অনন্বয়ী অব্যয় পদ রয়েছে? [ছ ০৮-০৯]
ⓚ তাকে দিয়ে একাজ হবে না ⓚ হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী
ⓖ উঃ! বড্ড লেগেছে ⓘ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম উ: ⓖ

১৮. 'লোকটি চলে গেল।' এ বাক্যের ক্রিয়াটি কোন ধরনের ক্রিয়া? [খ ০৯-১০, গ ০৩-০৪]
ⓚ দ্বিত্ব ক্রিয়া ⓚ প্রযোজক ক্রিয়া ⓖ ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া
ⓘ যৌগিক ক্রিয়া ⓙ দ্বিকর্মক ক্রিয়া উ: ⓘ

১৯. কোনটি নির্দেশক সর্বনাম? [B1 ১৬-১৭]
ⓚ তুমি, সে ⓚ কেউ, কোনো ⓖ এ, ঐ ⓘ সকলে, সবাই উ: ⓖ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিশীথ রাতে বাজছে বাঁশি।'–এখানে 'নিশীথ' কোন পদ? [A : ২৩-২৪; রাবি-E : ১৪-১৫]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ ক্রিয়া ঘ ক্রিয়াবিশেষণ **উ: খ**

০২. ভাব-বিশেষ্য কোনটি? [B : ২৩-২৪]
ক সন্দেহ খ কাগজ গ বিড়াল ঘ পানি **উ: ক**

০৩. 'ছেলেটি কাঁদতে লাগল'– বাক্যটির চিহ্নিত ক্রিয়াপদ কোন অর্থে ব্যবহৃত? [B : ২৩-২৪]
ক অবিরাম খ আকস্মিকতা গ সূচনা ঘ সমাপ্তি **উ: ক**

০৪. 'কেউ', 'কোথাও', 'কিছু'– কী জাতীয় সর্বনাম? [B : ২৩-২৪]
ক সামীপ্যবাচক খ অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক গ ব্যতিহার ঘ ব্যক্তিবাচক **উ: খ**

০৫. 'এ এক বিরাট সত্য'- এই বাক্যে 'সত্য' কোন পদ? [A : ২১-২২]
ক বিশেষণ খ অব্যয় গ ক্রিয়া ঘ বিশেষ্য **উ: ঘ**

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পুণ্যে মতি হোক।' বাক্যে 'পুণ্যে' শব্দটি কোন পদ? [B ১৯-২০; চবি ঘ ০৫-০৬]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ ক্রিয়া ঘ বিশেষণের অতিশায়ন **উ: ক**

০২. তিনি কোথায় যেন চলে গেলেন। বাক্যে চিহ্নিত শব্দযুগল কোন ক্রিয়া? [B ১৯-২০]
ক প্রযোজক খ দ্বিকর্মক গ যৌগিক ঘ মিশ্র **উ: গ**

০৩. 'সুখ' কোন পদ? [খ ১০-১১]
ক ভাববাচক বিশেষ্য খ গুণবাচক বিশেষ্য
গ বস্তুবাচক বিশেষ্য ঘ গুণবাচক বিশেষণ **উ: খ**

০৪. তুমি সকালে কী খেয়েছ? বাক্যে 'কী' কোন পদ? [A&HS : ১১-১২]
ক বিশেষ্য খ সর্বনাম গ অব্যয় ঘ বিশেষণ **উ: খ**

০৫. 'ঝড় আসছে হু হু করে।' বাক্যটির 'হু হু' কোন পদ? [S, সেট B : ১৪-১৫]
ক সর্বনাম খ ক্রিয়া বিশেষণ গ বিশেষণ
ঘ বিশেষণীয় বিশেষণ ঙ কোনোটিই নয় **উ: খ**

০৬. একটি অসমাপিকা ক্রিয়ার সাথে একটি সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে পদ গঠন করে তাকে কী বলে? [S, সেট B : ১৪-১৫]
ক মিশ্র ক্রিয়া খ যৌগিক ক্রিয়া গ যুক্ত ক্রিয়া ঘ প্রযোজক ক্রিয়া **উ: খ**

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এখানে 'কিংবা' কোন ধরনের অব্যয় পদ? [A ১৯-২০]
ক অনুকার খ সংযোজক গ সমুচ্চয়ী ঘ বিয়োজক **উ: ঘ**

০২. 'কেবল কিন্তু কিন্তু করো না।' এখানে 'কিন্তু' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [AL ১৮-১৯]
ক প্রতিবাদ খ সন্দেহ গ বিস্ময় ঘ সংশয় **উ: ঘ**

০৩. 'তাজা তাজা' বিশেষণটি কোন শব্দটির পূর্বে বসানো ঠিক হবে? [AL ১৮-১৯]
ক ঘাস খ আম গ পাতা ঘ মাছ **উ: ঘ**

০৪. 'হু হু' দ্বারা কীসের শব্দ বোঝানো হয়? [AP ১৮-১৯]
ক অনুভূতিজাত খ কাল্পনিক ধ্বনি
গ মানুষের ধ্বনির অনুবাদ ঘ বস্তুর ধ্বনির অনুকার **উ: খ**

০৫. কোন বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে? [AP ১৮-১৯]
ক আমি ভাত খাচ্ছি খ আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাব
গ আমি দুপুরে ভাত খাই ঘ তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ **উ: খ**

০৬. 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।' এ বাক্যে টাপুর টুপুর কোন পদ? [AL ১৮-১৯; রাবি C ১৭-১৮]
ক বিশেষ্য খ অব্যয় গ ক্রিয়া ঘ সর্বনাম **উ: খ**

০৭. 'মানুষ' পদের বিশেষণ কোনটি? [AP ১৭-১৮; ঢাবি গ ১২-১৩]
ক মনুষ্য খ মানস গ মানুষিক ঘ মনুষ্যত্ব **উ: গ**

০৮. 'শৈত্য' শব্দের বিশেষণ পদ কোনটি? [C ১৭-১৮]
ক শীতার্ত খ শীত গ শীততাপ ঘ শৈত্যপ্রবাহ **উ: খ**

০৯. নির্ধারক বিশেষণ কোনটি? [D ১৭-১৮]
ক ভারা ভারা খ ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই
গ যত-তত ঘ যেমন-তেমন **উ: ক**

১০. 'ঘোড়া খুব দ্রুত দৌড়ায়।' এখানে 'খুব'– [D ১৭-১৮]
ক ক্রিয়া-বিশেষণের বিশেষণ খ ক্রিয়া বিশেষণ
গ নাম বিশেষণ ঘ অব্যয়ের বিশেষণ **উ: ক**

১১. 'সৌন্দর্য সকলকেই আকর্ষণ করে।' এ বাক্যে 'সৌন্দর্য' কোন পদ? [A -১৩-১৪]
ক বিশেষণ খ সর্বনাম গ বিশেষ্য ঘ অব্যয় **উ: গ**

১২. 'আমরা তাজমহল দর্শন করলাম' কোন ক্রিয়ার উদাহরণ? [E -১৩-১৪]
ক যৌগিক ক্রিয়া খ মৌলিক ক্রিয়া
গ মিশ্র ক্রিয়া ঘ নাম ধাতুর ক্রিয়া **উ: গ**

১৩. 'এখানে কী মন্দটা তুমি দেখলে।' 'মন্দটা' কোন পদ? [ক-১৫-১৬]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ সর্বনাম ঘ ক্রিয়া

১৪. 'তিনি বিদ্বান অথচ সৎ ব্যক্তি নন' বাক্যে ব্যবহৃত অব্যয়টি হলো : [ক ১৬-১৭]
ক সংযোজক খ বিয়োজক গ সংকোচক ঘ অন্বয়ী

১৫. 'খারাপকে ভালো বলার কোনো মানে নেই' বাক্যে 'খারাপ' হলো : [ক ১৬-১৭]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ
গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ বিশেষণীয় বিশেষণ

১৬. 'এ যে আমাদের চেনা লোক।' বাক্যটিতে 'চেনা' কোন পদ? [ঘ ১৬-১৭]
ক বিশেষ্য খ অব্যয় গ ক্রিয়া ঘ বিশেষণ

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। নিম্নরেখ শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি? [C ১৯-২০]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ সর্বনাম ঘ যোজক

০২. 'যারা দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তারাই তো সত্যিকারের পুরুষ' এখানে 'তারা' কোন ধরনের পদ? [C ১৯-২০; চাবি গ ০৪-০৫]
ক সর্বনাম খ বিশেষণ গ সংযোজক অব্যয় ঘ বিশেষ্য

০৩. 'আ-মরি বাংলা ভাষা' শব্দগুচ্ছে কোন অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৭-১৮]
ক অনুকার অব্যয় খ অনন্বয়ী অব্যয় গ অনুসর্গ অব্যয় ঘ পদান্বয়ী অব্যয়

০৪. নিচের কোনগুলো অনুকার অব্যয়? [A ১৭-১৮]
ক চটপটে, ধবধবে খ সঙ্গে, আগে গ আ-মরি, হায় রে ঘ এবং, ও

০৫. নিচের কোনটি ক্রিয়া বিশেষণ? [B ১৭-১৮]
ক বড় বড় খ হালকা নীল গ ঈর্ষণীয় ঘ ধীরে ধীরে

০৬. বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে ধাতু যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে বলে– [B ১৭-১৮]
ক যৌগিক ক্রিয়া খ মিশ্র ক্রিয়া গ প্রযোজক ক্রিয়া ঘ নাম ধাতুর ক্রিয়া

০৭. ক্রিয়ার প্রধান ভাব কোনগুলো? [১১-১২]
ক নির্দেশক, অনুজ্ঞা, আকাঙ্ক্ষা খ অস্তিবাচক, নেতিবাচক, সমধাতুজ
গ সমাপিকা, অসমাপিকা ঘ মিশ্র, যৌগিক, প্রযোজক

০৮. 'কড়কড়' কোন অব্যয়? [B সেট ২, ১২-১৩]
ক সমুচ্চয়ী খ অনন্বয়ী গ অনুসর্গ ঘ অনুকার

০৯. 'হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে শূন্য বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে।' এখানে 'খাঁ খাঁ' এর ব্যাকরণিক অভিধা কোনটি? [C -১৩-১৪]
ক ধ্বন্যাত্মক ধাতু খ ধ্বন্যাত্মক বর্ণ গ ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ঘ ধ্বনিবিহার

১০. 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি' এখানে 'তুমি' কোন পদ? [A ১৬-১৭]
ক সর্বনাম খ অব্যয় গ ক্রিয়া ঘ বিশেষণ

১১. সাপেক্ষ সর্বনাম কোনটি? [A ১৬-১৭]
ক নীল নীল আকাশ। খ ঘরে ঘরে কান্না।
গ যেই কথা সেই কাজ। ঘ যে সে কোল নায়।

১২. নিচের কোন শব্দগুলো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য? [A ১৬-১৭]
ক জনতা, বহর খ বাঙালি, ইংরেজি
গ বীরত্ব, প্রতিভা ঘ ভোজন, দর্শন

১৩. 'রাতে ভাতের বদলে রুটি খাবেন।' এখানে 'বদলে' শব্দটির পরিচয় কোনটি? [A ১৯-২০]
ক অনুসর্গ খ অব্যয় গ বিশেষণ ঘ সর্বনাম

১৪. কোনগুলো অনুসর্গের উদাহরণ? [B ১৯-২০]
ক হেতু, বিনা খ কে,রে গ ইয়ে, আল ঘ প্রতি, অতি

১৫. কোথায় অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে? [A-১৫-১৬]
ক বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে তপু খ তার চোখে নেই রাগ, অভিমান
গ ক্যাপিটালে আমাদের আলাপ হয়েছিল ঘ ছেলেবুড়ো এসে জমায়েত হল

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'হো হো' শব্দটির ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি? [B ১৯-২০]
ক অনুসর্গ খ উপসর্গ গ ক্রিয়া বিশেষণ ঘ বিশেষণ

০২. 'চলো, কোথাও একটু ঘুরে আসি।' 'কোথাও' শব্দটির ব্যাকরণিক শ্রেণি কোনটি? [B ১৯-২০]
ক অনুসর্গ খ ক্রিয়া বিশেষণ গ বিশেষণ ঘ অব্যয়

০৩. ব্যতিহারিক সর্বনামের উদাহরণ কোনটি? [A ১৮-১৯]
ক আপসে খ স্বয়ং গ সমুদয় ঘ অপর

০৪. অনুকার অব্যয় কোনটি? [A ১৮-১৯]
ক উঃ খ ওগো গ মর মর ঘ মরি মরি

০৫. তুমি তো আচ্ছা মানুষ। এখানে 'আচ্ছা' ব্যবহৃত হয়েছে– [C ১৬-১৭]
ক নাম বিশেষণ অর্থে খ ক্রিয়া বিশেষণ অর্থে
গ বিশেষ্য অর্থে ঘ উপসর্গ অর্থে

০৬. 'সুন্দর মানুষকে নিজের দিকে টানে।' এ বাক্যে 'সুন্দর' শব্দটি কোন পদ? [H ১৭-১৮]
ক বিশেষ্য খ বিশেষণ গ সর্বনাম ঘ বিশেষণের বিশেষণ

CamScanner

[illegible]

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] [B 12-13]

[illegible] [B 12-13]

[illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি বিশেষণ? [B 12-13]

[illegible]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'নিরতিশয়' কোন পদের উদাহরণ? [illegible]

ক) সর্বনাম খ) বিশেষণের অতিশায়ন
গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ

০২. 'সার্থ' কোন পদের শব্দ? [illegible]

ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) বিশেষণের বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া

০৩. ভাব বিশেষণের উদাহরণ না কোনটি? [D 18-19]

ক) নতুন সুন্দর দেখাচ্ছে। খ) খুব সাবধানে থেকো।
গ) গাড়িটা বেশ জোরে চলছে। ঘ) কোনোটিই না।

০৪. সংযোগবাচক সর্বনামের উদাহরণ কোনটি? [D 18-19]

ক) এই বিপদে কাকে বিশ্বাস করব। খ) যৌবনে এসে দেখি যে, দুনিয়া বদলে গেছে।
গ) যে আগে আসবে, সে আগে পাবে। ঘ) কোনোটিই না।

০৫. 'মহ' শব্দটির বিশেষ্য– [illegible]

ক) মহ খ) মাহা গ) [illegible] ঘ) [illegible]

০৬. 'ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।' 'ওগো' কোন শ্রেণির অব্যয় শব্দ? [D 18-19]

ক) সমুচ্চয়ী অব্যয় খ) অনুসর্গ গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) অনুকার অব্যয়

০৭. নিচের কোনটি সাপেক্ষ সংযোজক ক্রিয়ার উদাহরণ? [F 18-19]

ক) সবাই চুপ করে বসলে সভা শুরু হবে খ) আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো?
গ) মা তোমাকে চিঠি লিখবেন ঘ) সে আবৃত্তি করবে

০৮. বিয়োগমূলক যোজকের উদাহরণ নিচের কোন বাক্যটিতে রয়েছে? [D 18-19]

ক) তিনি হয় ট্রেনে না হয় বাসে যাবেন খ) এত বৃষ্টি হলো, তবু গরম গেল না
গ) সারাদিন খুঁজলাম, অথচ বইটা পেলাম না
ঘ) সময় নেই তাই যেতে পারছি না

০৯. নিচের কোনটি ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ? [F 18-19]

ক) [illegible] কাজ করেন খ) বহুদিন [illegible] পরে তিনি [illegible] দিবেন
গ) আমার সুন্দর, তোমার সুন্দর [illegible] ঘ) [illegible]

১০. বাক্যে বিশেষ্য-বিশেষণ কোথায় বসে? [C 18-19]

ক) প্রথমে খ) শেষে
গ) বিশেষণের পরে ঘ) বিশেষ্যের পর

১১. বাংলায় সাধারণ পদক্রম হলো– [F 18-19]

ক) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম খ) ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা গ) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া ঘ) কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া

১২. কোনটি বিশেষণবাচক শব্দ? [D, শিফট ২ : 18-19]

ক) জীবন খ) জীবনী গ) জীবিকা ঘ) জীবন্ত

১৩. বিপদের সম্মুখে নির্ভয়ে থেকো বাক্যটিতে 'সম্মুখে' কোন অনুসর্গ? [D 18-19]

ক) তদ্ভব অনুসর্গ খ) বিদেশি অনুসর্গ
গ) সংস্কৃত অনুসর্গ ঘ) ক্রিয়াজাত অনুসর্গ

১৪. 'আজ বাংলাদেশ বনাম জিম্বাবুয়ের খেলা।' এ বাক্যটিতে কোন ধরনের অনুসর্গের ব্যবহার করা হয়েছে? [I ১৮-১৯]
ক) সংকর অনুসর্গ খ) বিভক্তির অনুসর্গ গ) তৎসম অনুসর্গ ঘ) ক্রিয়াবাচক অনুসর্গ উ: খ

১৫. 'এ দেশের হাতে একদিন সব ছিল।' কী অর্থে অনুসর্গের ব্যবহার? [I ১৮-১৯]
ক) কারণ খ) সম্বন্ধ গ) অধিকার ঘ) [illegible] উ: গ

১৬. অনুসর্গ সাধারণত কোথায় বসে? [D ১৮-১৯]
ক) শব্দের পূর্বে খ) শব্দের পরে গ) শব্দের মধ্যে ঘ) বাক্যের শেষে উ: খ

মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি গুণবাচক বিশেষ্য? [D ১৮-১৯]
ক) [illegible] খ) [illegible] গ) [illegible] ঘ) [illegible] উ: ক

০২. 'হায়', 'হায় হায়' কোন ধরনের শব্দ? [D ১৮-১৯]
ক) বিস্ময়বাচক খ) [illegible] গ) বিস্ময়বাচক ঘ) [illegible] উ: গ

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সৎ' এর বিশেষ্য রূপ কোনটি? [E ১৮-১৯]
ক) সত্য খ) সততা গ) [illegible] ঘ) সত্যবান উ: খ

০২. 'মোটা মোটা' কোন পদের দ্বৈতরূপ? [E ১৮-১৯]
ক) অব্যয় খ) বিশেষণ গ) বিশেষণের বিশেষণ ঘ) বিশেষ্য উ: খ

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তিনি কিন পরিশ্রম করেন, তার কী আশা' এ বাক্যে 'কী' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ক) সর্বনাম খ) বিশেষ্য গ) যোজক শব্দ ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ ঙ) বিশেষণ উ: ঙ

০২. 'মায়ের সুমনকে একটি বই দিয়েছে।' এ বাক্যটি কোন ক্রিয়ার সফল উদাহরণ? [A ১৮-১৯]
ক) অকর্মক খ) সকর্মক গ) প্রযোজক ঘ) দ্বিকর্মক ঙ) মিশ্র ক্রিয়ার উ: ঘ

০৩. 'শিক্ষায় মন সাহায্যযুক্ত হয়ে থাকে।' এ বাক্যে ক্রিয়া কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ক) কার্য-সমাপ্তি খ) নিত্যবৃত্ত গ) আকস্মিকতা ঘ) অভ্যস্ততা উ: ঘ

০৪. 'মা গো মা তোমার একা রাখবেন পারে' এখানে কোন ধরনের অব্যয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? [A ১৮-১৯]
ক) বিস্ময়সূচক খ) [illegible] গ) সম্বোধনসূচক ঘ) [illegible] ঙ) সিদ্ধান্তসূচক উ: গ

০৫. 'কেবা বসিয়া শ্যাম রায়।' বাক্যে 'বসিয়া' কোন ধরনের ক্রিয়াপদ? [A ১৮-১৯]
ক) সমাপিকা খ) সকর্মক গ) নামধাতুজ ঘ) প্রযোজক উ: ক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাঁদিয়া উঠিল।' কোন ধরনের পদ? [D ১৮-১৯]
ক) অসমাপিকা ক্রিয়া খ) যৌগিক ক্রিয়া গ) সমাপিকা ক্রিয়া ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উ: খ

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নামধাতুজ কর্মের উদাহরণ— [B ১৯-২০; B ১৮-১৯; B ১৮-১৯]
ক) এ পাড়ে কোন প্রার্থনা খ) পাখিরা ফুল তুলেছে
গ) ঘুম এক ঘুম ঘুমিয়েছি ঘ) ছাত্ররা বল খেলে উ: গ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ক্রিয়া বিশেষণ কোনটি? [E ১৯-২০]
ক) তিনটি বাছুর খ) ধীরেধীরে শোক গ) শক্ত কাঠিন্য ঘ) সহজে হারে খেলা করা উ: ঘ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস

০১. কোনটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উদাহরণ? [FSSS : ২২-২৩]
ক) তোমার হার হবে খ) তোমাকে হারতে হবে
গ) তোমাকে হারালেই হবে ঘ) তুমি হারবে ঙ) তুমি হারবেই উ: ক

০২. 'বহিরঙ্গ' এবং 'উত্থান' শব্দসমূহের অর্থ ক্রমানুসারে চিহ্নিত কর : [FSSS : ২২-২৩]
ক) অতিরঞ্জিত, সাদৃশ্য খ) পৌনঃপুনিকতা, বিরোধ গ) বাঁধুনি, অনতিক্রম
ঘ) সাদৃশ্য, বিরোধ ঙ) পৌনঃপুনিকতা, সাদৃশ্য উ: ক

০৩. 'সুস্থ' থেকে 'সুস্থতা' কী ধরনের পদ পরিবর্তন? [FASS : ২১-২২]
ক) বিশেষ্য > বিশেষণ খ) সর্বনাম > বিশেষণ গ) বিশেষণ > বিশেষ্য ঘ) সর্বনাম > বিশেষ্য উ: গ

০৪. নিচের কোন বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে? [FSSS : ২১-২২]
ক) ইনি আমার ভাই। খ) আমার একটি ঘড়ি আছে।
গ) সে বাড়িতে এসেছে। ঘ) শামিমা গান গায়। উ: ক

০৪. নিচের কোনটি বিশেষ্য-বিশেষণ পদ নয়? [FSSS : ২১-২২]
ক) সকাল-সাকাল খ) ভদ্র-ভদ্রা গ) শীত-শীতল ঘ) প্রতিটি-প্রতিটা উ: ক

০৫. পিয়ে, পর্দা ইত্যাদি কীসের উদাহরণ? [FSSS : ২১-২২]
ক) প্রকৃতি খ) প্রত্যয় গ) অনুসর্গ ঘ) উপসর্গ উ: ক

মেরিন একাডেমি

০১. শব্দ ভাষার কোন কোন পদ বিশেষ রীতি মেনে চলে? [মেরিন : ১৩-১৪]
ক) অব্যয় ও ক্রিয়া খ) ক্রিয়া ও ক্রিয়া বিশেষণ
গ) সর্বনাম ও ক্রিয়া ঘ) বিশেষ্য ও বিশেষণ উ: ঘ

০২. অতিরিক্ত ভোজন অনুচিত। 'ভোজন' কোন ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণি? [মেরিন : ১৩-১৪]
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ গ) ক্রিয়া ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ উ: ক

বিএসসি ও ডিপ্লোমা নার্সিং

০১. কোনটি সমষ্টি বিশেষ্যের উদাহরণ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক) জনতা খ) নদী গ) শিক্ষক ঘ) আকাশ উ: ক

০২. কোনটি অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক) শিশুটি খেলছে খ) মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন
গ) আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাবো ঘ) সুমন ভাত খাচ্ছে উ: গ

০৩. "এখানে কেউ নেই" বাক্যটিতে 'কেউ' শব্দটি কোন সর্বনাম? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ক) আত্মবাচক সর্বনাম খ) প্রশ্নবাচক সর্বনাম
গ) নির্দেশক সর্বনাম ঘ) অনির্দিষ্ট সর্বনাম উ: ঘ

০৪. নিচের কোনটি সঠিক আবেগ? [BSC Nursing'21-22]
ক) হায়রে- বিস্ময় আবেগ খ) বেশ- সিদ্ধান্ত আবেগ
গ) আহ- অলংকার আবেগ ঘ) আরে- করুণা আবেগ উ: খ

০৫. নিচের কোনটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ? [BSC Nursing'21-22]
ক) পান করা খ) মার খাওয়া গ) কেঁদে উঠা ঘ) লজ্জা পাওয়া উ: গ

০৬. নিচের কোনগুলি সমষ্টি বিশেষ্যের উদাহরণ? [BSC Nursing'21-22]
ক) আকাশ ও পাহাড় খ) পুস্তক ও লেখকেরা
গ) নদী ও সাগর ঘ) পরিবার ও মিছিল উ: ঘ

০৭. নিচের কোন উদাহরণে ভাববাচক বিশেষণ রয়েছে? [BSC Nursing'21-22]
ক) এক টন বড় খ) পাথুরে মূর্তি গ) লোকটা ধার্মিক ঘ) খুব সুন্দর ছবি উ: ঘ

০৮. 'পার্থিব' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ কোনটি? [BSC Nursing'20-21]
ক) পৃথিবী খ) প্রাণী গ) পার্থিবতা ঘ) পার্থ উ: ক

০৯. 'মেঘ' বিশেষ্য পদের বিশেষণ রূপ কোনটি? [BSC Nursing'18-19]
ক) মেঘমালা খ) মেঘকণা গ) মেঘলা ঘ) মেঘম উ: গ

১০. 'মানুষ' কোন বিশেষ্যের উদাহরণ? [BSC Nursing'18-19]
ক) ভাববাচক খ) সমষ্টিবাচক গ) নামবাচক ঘ) শ্রেণিবাচক উ: ঘ

১১. ক্রিয়াপদ- [BSC Nursing'16-17]
ক) সবসময় বাক্যে থাকবে খ) কখনো কখনো বাক্যে উহ্য থাকতে পারে
গ) শুধু অতীতকালে বোঝাতে বাক্যে ব্যবহৃত হয় ঘ) আলাদা বিশেষণ থেকে অজ্ঞ উ: খ

১২. 'সবুজ মাঠের পরে আমাদের গ্রাম।' বাক্যটিতে বিশেষণ পদ কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক) গ্রাম খ) মাঠের গ) সবুজ ঘ) আমাদের উ: গ

১৩. বাক্যে অপরিহার্য অঙ্গ কোনটি? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক) কর্তৃপদ খ) ক্রিয়াপদ গ) কর্মপদ ঘ) নামপদ উ: খ

১৪. 'বৃষ্টি হতে পারে।' বাক্যটিতে 'হতে পারে' কোন পদের উদাহরণ? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
ক) অব্যয় খ) বিশেষণ গ) সর্বনাম ঘ) ক্রিয়া উ: ঘ

১৫. শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহার হয় তখন তাকে বলে- [Diploma Nursing'21-22]
ক) পদ খ) প্রকৃতি গ) বাক্যাংশ ঘ) উপসর্গ উ: ক

১৬. 'খোদা আপনার মঙ্গল করুন' কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে? [Diploma Nursing'19-20]
ক) বিধান খ) উপকার গ) অপকার ঘ) প্রার্থনা উ: ঘ

১৭. তিনটি বর্ষ' এখানে তিনটি' কোন পদ? [Diploma Nursing'20-21]
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া উ: ক

১৮. কোন বাক্যে বিশেষণের বিশেষণ রয়েছে? [Diploma Nursing'20-21]
ক) মেয়েটি কালো খ) সে ভগবান গ) ধীরে চলে ঘ) ঘোড়া খুব দ্রুত চলে উ: ঘ

১৯. 'সোনার তরী' বিষের বাঁশি, লক্ষ্মীছাড়ার মাঠ' এগুলো কোন শ্রেণির বিশেষ্য? [Diploma Nursing'18-19]
ক) নামবাচক খ) গুণবাচক গ) বস্তুবাচক ঘ) ভাববাচক উ: ক

২০. 'বিশুদ্ধ' বিশেষণ পদের বিশেষ্য রূপ- [Diploma Nursing'15-16]
ক) বিশুদ্ধ খ) বিশ্বাস গ) বিশুদ্ধতা ঘ) বিশ্বাসী উ: গ

২১. নিচের কোন বাক্যে অনুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে? [Diploma Nursing'13-14]
ক) বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি খ) মেয়েটি হাসে
গ) আমরা বিকেলে খেলতে যাই ঘ) আজ প্রচণ্ড গরম উ: খ

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

HSC পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অনুচ্ছেদ

BCS পরীক্ষার্থীদের জন্য MCQ অনুশীলন

SELF TEST MCQ

০১. যে সব শব্দ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে কী বলে?
ক বিশেষ্য | খ অনুসর্গ
গ যোজক | ঘ সর্বনাম

০২. যে বিশেষ্য দিয়ে কোনো কাজের নাম বোঝায়, তাকে বলে–
ক বস্তু-বিশেষ্য | খ সমষ্টি-বিশেষ্য
গ গুণ-বিশেষ্য | ঘ ক্রিয়া-বিশেষ্য

০৩. 'পদ্মা' কোন জাতীয় নাম-বিশেষ্য?
ক সৃষ্টিনাম | খ কালনাম
গ স্থাননাম | ঘ ব্যক্তিনাম

০৪. জাতি-বিশেষ্যের উদাহরণ কোনটি?
ক আকাশ | খ নদী
গ পদ্মা | ঘ হিমালয়

০৫. নিচের কোনগুলো সমষ্টি-বিশেষ্যের উদাহরণ?
ক পরিবার ও মিছিল | খ নদী ও সাগর
গ সজ্জিতা ও ইত্তেফাক | ঘ আকাশ ও বই

০৬. গুণ-বিশেষ্য কোনটি?
ক সাগর | খ সততা
গ ভোজন | ঘ বাহিনী

০৭. নিচের কোনটি কালনাম শ্রেণির নাম-বিশেষ্য?
ক বৈশাখ | খ হিমালয়
গ আকাশ | ঘ পবন

০৮. বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দকে কী শব্দ বলে?
ক সর্বনাম | খ বিশেষণ
গ অনুসর্গ | ঘ ক্রিয়া

০৯. সর্বনামকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক পাঁচ | খ ছয়
গ নয় | ঘ এগারো

১০. নিচের কোনটি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম?
ক একজন | খ উনি
গ স্বয়ং | ঘ আমি

১১. কর্তা নিজেই কাজটি করেছেন, তা বোঝালে কোন সর্বনাম হয়?
ক ব্যক্তিবাচক | খ আত্মবাচক
গ নির্দেশক | ঘ অনির্দিষ্ট

১২. সাপেক্ষ সর্বনামের উদাহরণ কোনটি?
ক অন্য | খ এ
গ যে-সে | ঘ পরস্পর

১৩. নিজ ভিন্ন অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝাতে কোন সর্বনাম ব্যবহৃত হয়?
ক অনির্দিষ্ট | খ আত্মবাচক
গ অন্যবাচক | ঘ সফলবাচক

১৪. কোন সর্বনাম নৈকট্য বা দূরত্ব নির্দেশ করে?
ক সাপেক্ষ সর্বনাম | খ অনির্দিষ্ট সর্বনাম
গ আত্মবাচক সর্বনাম | ঘ নির্দেশক সর্বনাম

১৫. বিশেষণ কার দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে?
ক বিশেষ্য ও বিশেষণ | খ বিশেষ্য ও সর্বনাম
গ বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ | ঘ বিশেষণ ও অনুসর্গ

১৬. 'সবুজ মাঠের পরে আমাদের গ্রাম'-বাক্যটিতে বিশেষণ পদ কোনটি?
ক মাঠের | খ আমাদের
গ সবুজ | ঘ পরে

১৭. বর্ণবাচক বিশেষণের উদাহরণ কোনটি?
ক লাল | খ আধা
গ পাথুরে | ঘ এক

১৮. 'চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ দিয়ো না'-বাক্যটিতে 'চলন্ত' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ক অবস্থাবাচক | খ উপাদান বাচক
গ গুণবাচক | ঘ ভাববাচক

১৯. নিচের কোন উদাহরণে ভাববাচক বিশেষণ রয়েছে?
ক খুব ভালো খবর | খ লোকটা পাগল
গ আধা কেজি চাল | ঘ কতক্ষণ সময়

২০. 'তৃতীয়' কোন জাতীয় বিশেষণ?
ক পূরণবাচক | খ পরিমাণবাচক
গ ক্রমবাচক | ঘ গুণবাচক

২১. বাক্যের উদ্দেশ্য বা কর্তা কী করে বা কর্তার কী ঘটে বা হয় তা কোন পদের দ্বারা নির্দেশিত হয়?
ক বিশেষ্য | খ বিশেষণ
গ ক্রিয়া | ঘ যোজক

২২. ধাতুর সঙ্গে কী যুক্ত হয়ে ক্রিয়া হয়?
ক প্রত্যয় | খ অনুসর্গ
গ বিভক্তি | ঘ উপসর্গ

২৩. ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়-
ক পুরুষ ভেদে | খ কাল ভেদে
গ বচন ভেদে | ঘ ক ও খ উভয়ই

২৪. নিচের কোন বাক্যটিতে অসমাপিকা ক্রিয়া নেই?
ক সে গান করে আনন্দ পায় | খ রাতের বেলা আকাশে চাঁদ ওঠে
গ ভালো করে পড়াশোনা করবে | ঘ পড়াশোনা করলে ভালো ফল হবে

২৫. কোনটি অসমাপিকা ক্রিয়ার ধরন?
ক শর্ত | খ ভূত
গ ভাবী | ঘ সবগুলোই

২৬. নিচের বাক্যগুলোতে কোনটি অকর্মক ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক সে বই পড়ছে | খ তিনি আমাকে বই দিলেন
গ লতা ঘুমায় | ঘ সে গল্প লিখছে

২৭. অন্যকে দিয়ে করা বোঝালে কোন ক্রিয়া হয়?
ক সরল ক্রিয়া | খ প্রযোজক ক্রিয়া
গ নাম ক্রিয়া | ঘ যৌগিক ক্রিয়া

২৮. সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়া গঠন করে তাকে কী বলে?
ক সংযোগ ক্রিয়া | খ নাম ক্রিয়া
গ সরল ক্রিয়া | ঘ যৌগিক ক্রিয়া

২৯. নিচের কোনটি যৌগিক ক্রিয়ার উদাহরণ?
ক এগিয়ে চলা | খ উদয় হওয়া
গ ডিগবাজি খাওয়া | ঘ বৃদ্ধি পাওয়া

৩০. ধ্বন্যাত্মক নামক্রিয়ার উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?
ক চিঠিটা ওকে দিয়ে লেখাতে হবে | খ পাখিটা ছটফটাচ্ছে
গ ঘণ্টা বেজে উঠল | ঘ মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন

৩১. যে শব্দ ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে কী বলে?
ক ক্রিয়া -বিশেষ্য | খ ক্রিয়াবিশেষণ
গ গুণ-বিশেষ্য | ঘ অনুসর্গ

৩২. কোনটি কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ?
ক তিনি এখানে এসেছিলেন | খ ছেলেটি দ্রুত দৌড়ায়
গ গতকাল তিনি ঘুরে গিয়েছেন | ঘ একটু ঘুরে আসুন না

৩৩. 'মিছিলটি সামনে এগিয়ে যায়'- বাক্যটিতে কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে?
ক ধরনবাচক | খ কালবাচক
গ স্থানবাচক | ঘ পদাণু

৩৪. 'কি', 'যে', 'বা', 'তো' প্রভৃতি কোন ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ?
ক পদাণু | খ কালবাচক
গ স্থানবাচক | ঘ ধরনবাচক

৩৫. নিচের কোনটি একপদী ক্রিয়াবিশেষণের উদাহরণ?
ক জোরে | খ ভয়ে ভয়ে
গ মরতে মরতে | ঘ যায় যায়

৩৬. অনুসর্গকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক দুই | খ তিন
গ চার | ঘ পাঁচ

৩৭. সাধারণ অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে কোনটিতে?
ক মাথার উপরে নীল আকাশ। | খ ভালো করে খেয়ে নাও।
গ মন দিয়ে লেখাপড়া করো। | ঘ বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩৮. নিচের কোনটিতে ক্রিয়াজাত অনুসর্গের প্রয়োগ ঘটেছে?
ⓚ এমন কাজ তোমার দ্বারা হবে না। ⓚ কার কাছে গেলে জানা যাবে?
ⓖ সবার সামনে থাকবে। ⓖ তুমি আসবে বলে দাঁড়িয়ে আছি।

৩৯. কোনটি অনুসর্গের উদাহরণ?
ক) আপন, তুমি খ) বলে, কয়ে
গ) অভিমুখে, কাছে ঘ) জোরে, আস্তে

৪০. ক্রিয়াপদ থেকে তৈরি হয়েছে কোন অনুসর্গ?
ক) ক্রিয়াজাত অনুসর্গ খ) ক্রিয়ামুখী অনুসর্গ
গ) ক্রিয়াধর্মী অনুসর্গ ঘ) ক্রিয়ালগ্ন অনুসর্গ

৪১. যোজক কাকে যুক্ত করে?
ক) পদ খ) বর্গ
গ) বাক্য ঘ) সবগুলো

৪২. বিরোধ যোজক আছে কোন বাক্যে?
ক) সংখ্যাটি সতেরো কিংবা আঠারো হবে।
খ) লোকটি শিক্ষিত, তবে সৎ নন।
গ) যখন বৃষ্টি থামল, তখন সবাই রওনা হলাম।
ঘ) দুবার বলেছি, ফলে তৃতীয় বার বলার প্রয়োজনবোধ করিনি।

৪৩. কোন যোজক কার্যকারণ দেখাতে দুটি বাক্যের মধ্যে সংযোগ ঘটায়?
ক) সাধারণ যোজক খ) বিকল্প যোজক
গ) কারণ যোজক ঘ) বিরোধ যোজক

৪৪. কোন যোজক একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়?
ক) কারণ যোজক খ) বিকল্প যোজক
গ) সাপেক্ষ যোজক ঘ) কারণ যোজক

৪৫. "যদি রোদ ওঠে তবে রওনা দেবো"- বাক্যটি কোন যোজক নির্দেশ করেছে?
ক) সাধারণ যোজক খ) বিকল্প যোজক
গ) বিরোধ যোজক ঘ) সাপেক্ষ যোজক

৪৬. আবেগ শব্দ কীভাবে ব্যবহৃত হয়?
ক) স্বাধীনভাবে খ) অনুমোদিতভাবে
গ) নিয়ন্ত্রিতভাবে ঘ) শর্তসাপেক্ষে

৪৭. অনুমোদন, সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ পায় কোন জাতীয় আবেগ শব্দে?
ক) সিদ্ধান্ত আবেগ খ) অলংকার আবেগ
গ) বিস্ময় আবেগ ঘ) সম্বোধন আবেগ

৪৮. নিচের কোনটি সঠিক?
ক) হ্যাঁ - সিদ্ধান্ত আবেগ খ) শাবাশ - আতঙ্ক আবেগ
গ) আরে - করুণা আবেগ ঘ) আহা - বিস্ময় আবেগ

৪৯. সম্বোধন আবেগ আছে কোন বাক্যে?
ক) ওহে, কী বলেছি, শুনেছ? খ) নাহ্, ওকে নিয়ে আর পারি না।
গ) আরে! তুমি আবার কখন এলে? ঘ) দুর! ওসব কথা আমি বলিনি।

৫০. নিচের কোনটি অলংকার আবেগ?
ক) হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। খ) আহা! বেচারার এত কষ্ট!
গ) উহ্! কী বিপদে পড়া গেল। ঘ) দুর পাগল! এ কথা কী বলতে আছে?

৫১. ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করলে ভাববাচক বিশেষ্য বোঝায়?
ক) মান খ) আই
গ) মল ঘ) আনি

৫২. উৎকর্ষ হচ্ছে–
ক) বিশেষণ খ) বিশেষণের বিশেষণ
গ) বিশেষ্যের বিশেষণ ঘ) বিশেষ্য

৫৩. 'কাজটি ভালো দেখায় না' এ বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহারণ?
ক) মৌলিক ধাতুর খ) নাম ধাতুর
গ) প্রযোজ্য ধাতুর ঘ) কর্মবাচ্যের ধাতুর

৫৪. 'ভালো নিজেকে জাহির করে না, অনেক সময়ই তাকে খুঁজে বের করতে হয়।' এ বাক্যে 'ভালো' শব্দটি কোন পদ?
ক) বিশেষ্য খ) বিশেষণ
গ) সর্বনাম ঘ) অব্যয়

৫৫. 'তিনটি বছর' এখানে 'তিনটি' কোন পদ?
ক) বিশেষণ খ) বিশেষ্য
গ) অব্যয় ঘ) ক্রিয়া

৫৬. ধাতুর শেষে 'অন্ত' প্রত্যয় যোগ করলে কোন পদ গঠিত হয়?
ক) বিশেষ্য খ) অব্যয়
গ) বিশেষণ ঘ) ক্রিয়া

৫৭. যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে তাকে বলে–
ক) নাম বিশেষণ খ) ভাব বিশেষণ
গ) ক্রিয়া বিশেষণ ঘ) বিশেষণের বিশেষণ

৫৮. যে পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা ইত্যাদি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায় তাকে বলা হয়–
ক) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য খ) ক্রিয়াবিশেষণ
গ) ক্রিয়াবিশেষ্যজাত ঘ) ক্রিয়াবিভক্তি

৫৯. ক্রিয়া বিশেষণের উদাহরণ আছে কোন বাক্যে?
ক) বসন্তের আরামদায়ক বায়ু প্রবাহে সকলেই পুলকিত
খ) সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটিল
গ) সমুদ্র সৈকতে জলপ্রবাহের প্রবল গর্জন শোনা গেল
ঘ) সেদিন অত্যন্ত চমৎকার কথা শুনিলাম।

৬০. কোনটি বিশেষণের বিশেষণ?
ক) এই আমি আর নই একা খ) বাতাস ধীরে বইছে
গ) অতিশয় মন্দ কথা ঘ) মেঘনা বড় নদী

৬১. তুমি না বলেছিলে আগামীকাল আসবে? এখানে 'না' এর ব্যবহার কী অর্থে?
ক) না-বাচক খ) হ্যাঁ-বাচক
গ) প্রশ্নবোধক ঘ) বিস্ময়সূচক

৬২. কোন বাক্যে সমুচ্চয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে?
ক) ধন অপেক্ষা মান বড় খ) তোমাকে দিয়ে কিছু হবেনা
গ) ঢং ঢং ঘন্টা বাজে ঘ) লেখাপড়া কর, নতুবা ফেল করবে

৬৩. 'যথা সময়ে বাড়ি ভাড়া দিবেন নচেৎ বাড়ি ছেড়ে দিবেন।' এখানে 'নচেৎ' কোন ধরনের অব্যয়?
ক) অনুকার অব্যয় খ) বিয়োজক অব্যয়
গ) অনন্বয়ী অব্যয় ঘ) সংযোজক অব্যয়

৬৪. শারীরিক অস্বস্তির ভাবজ্ঞাপক দ্বিরুক্ত শব্দ–
ক) দরদর খ) করকর
গ) কুটকুট ঘ) খুটখুট

৬৫. কোন বাক্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে?
ক) চিলটি সাঁ সাঁ করে উড়িয়া গেল
খ) লোকটি তীরবেগে চলিয়া গেল
গ) আকাশে তো আমি রাখি নাই উড়িবার ইতিহাস
ঘ) সে প্রায় চিৎকার করে কথা বলল

OMR

০১. ক খ গ ঘ	০২. ক খ গ ঘ	০৩. ক খ গ ঘ	০৪. ক খ গ ঘ	০৫. ক খ গ ঘ
০৬. ক খ গ ঘ	০৭. ক খ গ ঘ	০৮. ক খ গ ঘ	০৯. ক খ গ ঘ	১০. ক খ গ ঘ
১১. ক খ গ ঘ	১২. ক খ গ ঘ	১৩. ক খ গ ঘ	১৪. ক খ গ ঘ	১৫. ক খ গ ঘ
১৬. ক খ গ ঘ	১৭. ক খ গ ঘ	১৮. ক খ গ ঘ	১৯. ক খ গ ঘ	২০. ক খ গ ঘ
২১. ক খ গ ঘ	২২. ক খ গ ঘ	২৩. ক খ গ ঘ	২৪. ক খ গ ঘ	২৫. ক খ গ ঘ
২৬. ক খ গ ঘ	২৭. ক খ গ ঘ	২৮. ক খ গ ঘ	২৯. ক খ গ ঘ	৩০. ক খ গ ঘ
৩১. ক খ গ ঘ	৩২. ক খ গ ঘ	৩৩. ক খ গ ঘ	৩৪. ক খ গ ঘ	৩৫. ক খ গ ঘ
৩৬. ক খ গ ঘ	৩৭. ক খ গ ঘ	৩৮. ক খ গ ঘ	৩৯. ক খ গ ঘ	৪০. ক খ গ ঘ
৪১. ক খ গ ঘ	৪২. ক খ গ ঘ	৪৩. ক খ গ ঘ	৪৪. ক খ গ ঘ	৪৫. ক খ গ ঘ
৪৬. ক খ গ ঘ	৪৭. ক খ গ ঘ	৪৮. ক খ গ ঘ	৪৯. ক খ গ ঘ	৫০. ক খ গ ঘ
৫১. ক খ গ ঘ	৫২. ক খ গ ঘ	৫৩. ক খ গ ঘ	৫৪. ক খ গ ঘ	৫৫. ক খ গ ঘ
৫৬. ক খ গ ঘ	৫৭. ক খ গ ঘ	৫৮. ক খ গ ঘ	৫৯. ক খ গ ঘ	৬০. ক খ গ ঘ
৬১. ক খ গ ঘ	৬২. ক খ গ ঘ	৬৩. ক খ গ ঘ	৬৪. ক খ গ ঘ	৬৫. ক খ গ ঘ

Answer

৬৫.ক	৬৪.গ	৬৩.খ	৬২.ঘ	৬১.খ	৬০.গ	৫৯.খ	৫৮.খ	৫৭.খ
৫৬.গ	৫৫.ক	৫৪.ক	৫৩.ঘ	৫২.ঘ	৫১.খ	৫০.ঘ	৪৯.ক	৪৮.ক
৪৭.ক	৪৬.ক	৪৫.ঘ	৪৪.গ	৪৩.গ	৪২.খ	৪১.ঘ	৪০.ক	৩৯.গ
৩৮.ঘ	৩৭.ক	৩৬.ক	৩৫.ক	৩৪.ক	৩৩.গ	৩২.গ	৩১.খ	৩০.খ
২৯.ক	২৮.ঘ	২৭.খ	২৬.খ	২৫.ঘ	২৪.গ	২৩.ঘ	২২.গ	২১.গ
২০.ক	১৯.ক	১৮.ক	১৭.ক	১৬.গ	১৫.খ	১৪.ঘ	১৩.গ	১২.গ
১১.খ	১০.ঘ	০৯.গ	০৮.ক	০৭.ক	০৬.খ	০৫.ক	০৪.খ	০৩.গ
০২.ঘ	০১.ক							

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

অধ্যায় ২০ নির্দেশক

নির্দেশক

নতুন ব্যাকরণ (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি ৯ম-১০ম শ্রেণি) অনুযায়ী নির্দেশক

৬. **সংজ্ঞা :** যেসব লগ্নক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা বোঝায়, সেগুলোকে নির্দেশক বলে। যেমন- টা, -টি, -খানা, -খানি, -জন, -টুকু।

⊡ নিচে কয়েকটি নির্দেশকের প্রয়োগ দেখানো হলো।

ক. **-টা, -টি**

বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণের সঙ্গে -টা, -টি নির্দেশক বসে। এর দুটি রূপান্তর: -টো ও -টে। যেমন : বাড়িটা, ছেলেটা, এটা, সেটা, আমারটা, কিছুটা, একটা, সারাটা, করাটা; দিনটি, মেয়েটি, একটি, কয়েকটি, আরেকটি; দুটো; তিনটে ইত্যাদি।

খ. **-খানা, -খানি**

বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে -খানা, -খানি নির্দেশক বসে। যেমন : ব্যাপারখানা, ভাবখানা, একখানা, আধখানা, মুখখানি, অনেকখানি ইত্যাদি।

যেসব ক্ষেত্রে -টা বা -টি বসে, সেসব ক্ষেত্রে -খানা বা -খানি বসতে পারে। যেমন : বাড়িটা বা বাড়িটি না বলে বাড়িখানা বা বাড়িখানিও বলা যায়।

গ. **-জন**

⊡ শুধু মানুষের বেলায় জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন : বিজ্ঞজন, লোকজন, অনেকজন, কয়জন, এতজন, পণ্ডিতজন।

⊡ সংখ্যার সঙ্গেও -জন নির্দেশকের ব্যবহার হয়। যেমন : একজন রাজা, দুজন ডাক্তার ইত্যাদি।

⊡ অধিক সংখ্যার বেলায় 'জন' নির্দেশকটি সংখ্যার পরে আলাদা শব্দের মতো বসে। যেমন : পাঁচ জন, পঁচিশ জন, ৪৫ জন ইত্যাদি।

ঘ. **-টুকু**

-টুকু নির্দেশক দিয়ে কোনো কিছুর সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝায়। বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সঙ্গে নির্দেশকটি ব্যবহৃত হয়। এর রূপভেদ: -টু বা -টুক। যেমন : সাবানটুকু, হাসিটুকু, শরবতটুকু, এতটুকু, সময়টুকু, একটু, আধটু, যতটুক, ততটুক ইত্যাদি।

পুরাতন ব্যাকরণ (বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ৯ম-১০ম শ্রেণি) অনুযায়ী নির্দেশক

৬. কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোনো না কোনো পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে, এগুলোকে পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক বলে। যেমন : টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি, গুলি, গুলো, গুলা, গুলিন ইত্যাদি।

⊡ বাংলায় নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article 'The' –এর স্থানীয়।

বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশক

৬. **বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকেরও বিভিন্নতা প্রযুক্ত হয়।** যেমন :

ক. একবচনে- টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। যেমন : টাকাটা, বাড়িটি, বাড়িটা, কাপড়খানা, বইখানি, লাঠিগাছা, চুড়িগাছি।

খ. বহুবচনে- গুলি, গুলা, গুলো, গুলিন প্রভৃতি নির্দেশক প্রত্যয় সংযুক্ত হয়। যেমন : মানুষগুলি, লোকগুলো, আমগুলো, পটলগুলিন ইত্যাদি।

গ. কোনো সংখ্যা বা পরিমাণের স্বল্পতা বোঝাতে টে, টুক, টুকু, টুকুন, টো, গোটা ইত্যাদির প্রয়োগ হয়। যেমন : চারটে ভাত, দুখটুকু, দুখটুকুন, দুটো ভাত, গোটা চারেক আম, দুধটুকু খেয়ে নাও, দুটো ভাত নিয়ে আসো ইত্যাদি।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার

০১. ক. 'এক' শব্দের সঙ্গে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন : **একটি** দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে। **একটা** গান শোনাও। **একটা** গল্প বল। কিন্তু অন্য সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন : **তিনটি** টাকা, **দশটি** বছর।

খ. নিরর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন : **সারাটি** সকাল তোমার আশায় বসে আছি। **ন্যাকামিটা** এখন রাখ।

গ. নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন : **ওটি** যেন কার তৈরি? **এটা** নয় **ওটা** আন। **সেইটেই** ছিল আমার প্রিয় বলম।

০২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির আগে বসে এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য। 'গোটা' শব্দ আগে বসে এবং সংশ্লিষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়। যেমন : **গোটা** দেশটাই ছারখার হয়ে গেছে। **গোটা** দুই কমলালেবু আছে (অনির্দিষ্ট)। **দু খানা** কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)। **গোটা** সাতেক আম এনো। **একখানা** বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।

➢ কিন্তু কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ **সাধনখানি**।

০৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন :

নির্দিষ্টতা : সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো।

অনির্দিষ্টতা : পোয়াটাক দুধ দাও।

০৪. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ ও উদাহরণ নিম্নরূপ :

কেতা : **এ তিন কেতা** জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র। দশ টাকার পাঁচ কেতা নোট।

তা : **দশ তা** কাগজ দাও।

পাটি : আমার **একপাটি** জুতো ছিঁড়ে গেছে।

বাক্যে পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ

ক. **শিশুটির** জন্যে কি তোমার **এতটুকুন** মায়া নেই?

খ. ওখানা চাই না, যেখায় **যেখানা** আছে **সেখানা** চাই।

গ. লাঠিগাছা সাথে নাও, কাজে লাগবে। আনিয়াছি মালাগাছি।

ঘ. দুপাটি জুতো কাঁদায় দেবে গেল।

ঙ. ওদের বাড়ির ছেলেটা খায় এতটা, নাচে যেন বুড়ো বাঁদরটা; আর আমাদের বাড়ির ছেলেটি খায় এতটি, আর নাচে যেন ঠাকুরটি।

চ. **কাগজখান** হারিয়ে ফেলেছি, তাই **বইখানা** আমার চাই।

ছ. এতটুকু ছেলে কী তার সাহস! **দুধটুকু** খেয়ে নাও।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়-[খ ১৪-১৫]
(ক) প্রত্যয়ের মতো (খ) বিভক্তির মতো (গ) ধাতুর মতো (ঘ) সমাসের মতো [উ] (ক)

০২. 'ছোটটি কোথায়' বাক্যে 'ছোট' শব্দের শেষে 'টি'-র ব্যাকরণিক পরিচয় কী? [খ ১৫-১৬]
(ক) বিভক্তি (খ) শব্দপ্রত্যয় (গ) পদাশ্রিত নির্দেশক (ঘ) অনুসর্গ [উ] (গ)

০৩. 'একটু' শব্দের 'টু' কী? [ক : ১১-১২]
(ক) প্রত্যয় (খ) অনুসর্গ (গ) অব্যয় (ঘ) পদাশ্রিত নির্দেশক [উ] (ঘ)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি ঠিক নিয়ম প্রকাশ করে? [B ১৯-২০]
(ক) অনুসর্গ ও উপসর্গের মধ্যে পার্থক্য নেই (খ) পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা প্রকাশ করে
(গ) বিসর্গ সন্ধি তিনভাবে সাধিত হয়
(ঘ) কোন নিয়ম ব্যতীত সাধিত সন্ধিকে স্বীয় সন্ধি বলে [উ] (খ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'একটা গান শোনাও'। এখানে 'একটা' শব্দটি- [B : ২৩-২৪]
(ক) গুণবাচক (খ) নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (গ) পরিমাণবাচক (ঘ) অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক [উ] (ঘ)

০২. পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়- [B সেট-১: ২২-২৩]
(ক) প্রত্যয়ের মতো (খ) বিভক্তির মতো
(গ) সন্ধি-যোগে (ঘ) উপসর্গের মতো [উ] (ক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সারাটি বিকেল তোমার অপেক্ষায় বসে আছি'। এখানে 'টি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? [E ১৭-১৮]
(ক) অর্থপূর্ণভাবে (খ) স্বার্থহীনভাবে (গ) সমার্থকভাবে (ঘ) নিরর্থকভাবে [উ] (ঘ)

০২. নিচের কোনটি পদাশ্রিত নির্দেশক নয়? [E ১৩-১৪]
(ক) টা (খ) টি (গ) টুপ (ঘ) খানা [উ] (গ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন পদাশ্রিত নির্দেশকটি শব্দের আগে বসে? [E ১৩-১৪]
(ক) টি (খ) টুকু (গ) গোটা (ঘ) তা [উ] (গ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'একটা গল্প বল।' এখানে 'একটা' শব্দটি- [A 12-13]
(ক) নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (খ) অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (গ) গুণবাচক (ঘ) পরিমাণবাচক [উ] (খ)

০২. টি, টা - এগুলো কী? [ক ১৪-১৫; ইবি খ ১৫-১৬]
(ক) বিশেষণ (খ) সর্বনাম (গ) পদাশ্রিত নির্দেশক (ঘ) প্রাতিপদিক [উ] (গ)

SELF TEST MCQ

০১. নির্দেশক যুক্ত হয় কোন শব্দের সঙ্গে?
(ক) বিশেষ্য (খ) সর্বনাম (গ) বিশেষণ (ঘ) সবগুলোই

০২. 'আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়নজলে ব্যর্থ সাধনখানি।' এ বাক্যে 'খানি' পদাশ্রিত নির্দেশকটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) নির্দিষ্ট অর্থে (খ) অনির্দিষ্ট অর্থে (গ) নিরর্থক (ঘ) বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টার্থে

০৩. 'ন্যাকামিটা এখন রাখ।' বাক্যে 'ন্যাকামি' শব্দের সাথে 'টা' যুক্ত হয়ে কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
(ক) নিরর্থকতা (খ) সার্থকতা (গ) দ্ব্যর্থকতা (ঘ) ভিন্নার্থকতা

০৪. কোন নির্দেশকটি শব্দের পরে আলাদাভাবে বসে?
(ক) জন (খ) টুকু (গ) খানা (ঘ) খানি

০৫. 'গোটাদুই কমলালেবু আছে।' এখানে পদাশ্রিত নির্দেশক কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) অনির্দিষ্টতা (খ) নির্দিষ্টতা (গ) নিরর্থকভাবে (ঘ) বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট

০৬. কিছুটা বা সামান্য অংশ বা অল্প পরিমাণ বোঝাতে কোন নির্দেশকে ব্যবহৃত হয়?
(ক) -টুক (খ) -টি (গ) -খানা (ঘ) -খানি

০৭. 'গোটা' শব্দটি কোনটির আগে বসে?
(ক) কারক (খ) অনুসর্গ (গ) বচন (ঘ) লিঙ্গ

০৮. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কোনগুলো ব্যবহৃত হয়?
(ক) এক (খ) এক যে (গ) কেতা, এক, টি (ঘ) কেতা, তা, পাটি

০৯. 'একখানা বই কিনে নিও।' এখানে 'খানা' শব্দটি?
(ক) নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (খ) অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (গ) গুণবাচক (ঘ) পরিমাণবাচক

১০. 'সবটুকু ওষুধই খেয়ে ফেলো।' এ বাক্যে 'টুকু'র ভাষিক নাম-
(ক) পদাশ্রিত নির্দেশক (খ) প্রত্যয় (গ) বিভক্তি (ঘ) ধাতু

১১. -টা/-টি নির্দেশকের রূপান্তর-
(ক) -টো (খ) -টুকু (গ) -তা (ঘ) -তে

১২. সর্বনামের পর পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি, টা' যুক্ত হলে তা কী হয়?
(ক) সুনির্দিষ্ট হয় (খ) অনির্দিষ্ট হয় (গ) নিরর্থক হয় (ঘ) কোনোটিই নয়।

১৩. 'টি, টা, খানা, খানি' পদাশ্রিত নির্দেশক কোন বচনে ব্যবহৃত হয়?
(ক) বহুবাচক সর্বনামে (খ) মনুষ্য শব্দের বহুবচনে (গ) একবচনে (ঘ) বহুবচনে

১৪. কোনটি নির্দেশক নয়?
(ক) -টা (খ) -তম (গ) -খানা (ঘ) -জন

১৫. 'সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি।' এখানে 'সারাটি' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?
(ক) নিরর্থকভাব (খ) অনির্দিষ্টতা (গ) নির্দিষ্টতা (ঘ) সামান্যতা

১৬. 'গোটা' বচনবাচক শব্দের কোথায় বসে?
(ক) আগে (খ) পরে (গ) মাঝে (ঘ) শেষে

১৭. 'টো' পদাশ্রিত নির্দেশকটি কেবল কোন সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়?
(ক) ৪ (চার) (খ) ৩ (তিন) (গ) ২ (দুই) (ঘ) ১ (এক)

১৮. 'কেতা' বিশেষ অর্থে জ্ঞাপন করে-
(ক) নির্দিষ্টতা (খ) অনির্দিষ্টতা (গ) গুণবাচকতা (ঘ) সামান্যতা

১৯. পরিমাণের স্বল্পতা বোঝাতে কোন পদাশ্রিত নির্দেশকটি ব্যবহৃত হয়?
(ক) গুলা (খ) গুলি (গ) টি (ঘ) টুকু

২০. পদাশ্রিত নির্দেশক সাধারণত পদের কোথায় বসে?
(ক) শুরুতে (খ) শেষে (গ) মাঝে (ঘ) প্রথমে

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

২০.খ	১৯.ঘ	১৮.ক	১৭.গ	১৬.ক	১৫.ক	১৪.খ	১৩.গ	১২.ক	১১.ক
১০.ক	০৯.খ	০৮.ঘ	০৭.গ	০৬.ক	০৫.ক	০৪.ক	০৩.ক	০২.ঘ	০১.ঘ

SELF TEST লিখিত

প্রশ্ন :

০১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশকের দশটি উদাহরণ দাও।
০২. 'কিছুটা গুড় লাগবে' এ বাক্যে 'কিছুটা' কোন ধরনের পদাশ্রিত নির্দেশক?
০৩. বাংলায় নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি কোনটির স্থানীয়?
০৪. 'পদাশ্রিত নির্দেশক' একটি-
০৫. পদাশ্রিত নির্দেশক কাকে বলে? বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত পদাশ্রিত নির্দেশকের প্রয়োগ দেখাও।
০৬. বচনভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিন্নতা প্রযুক্ত কীভাবে হয় লেখ।

উত্তর :

০১. টা, টি, খানা, গাছা, গুলো, গোটা, পাটি, কেতা, টুকু, গুলিন।
০২. পরিমাণবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক।
০৩. Definite Article 'The'।
০৪. পারিভাষিক শব্দ।
০৫. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।
০৬. Written বাংলা দ্রষ্টব্য।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

অধ্যায় ২১ বচন

বচনের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

☞ **বচন :** 'বচন' ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। যার অর্থ : সংখ্যার ধারণা। বচনের মাধ্যমে গণনাবাচক বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের সংখ্যা নির্দেশিত হয়। ব্যাকরণে বিশেষ্য ও সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।

➤ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, গুণ ইত্যাদির সংখ্যা নির্দেশ করা হয়, অর্থাৎ পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে তাকে বচন বলে।

⊡ **প্রকারভেদ :** বাংলা ভাষায় বচন দ্বিবিধ (অর্থাৎ দুই প্রকার)। যথা : ০১. একবচন ও ০২. বহুবচন।

০১. একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটি সংখ্যার ধারণা বোঝায়, তাকে একবচন বলে। যেমন : শিক্ষক ক্লাসে এসেছেন। বইটা কোথায় হারিয়ে গেল?

এখানে প্রথম বাক্যের 'শিক্ষক' শব্দের সঙ্গে কোনো লগ্নক যুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় বাক্যে 'বই' শব্দের সঙ্গে যুক্ত 'টা' একটি নির্দেশক। এর সঙ্গেও কোনো বহুবচন লগ্নক যুক্ত হয়নি।

০২. বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা বোঝায়, তাকে বহুবচন বলে। যেমন : মাঝিরা নৌকা চালায়। কলমগুলোর দাম অনেক।

এখানে প্রথম বাক্যের একবচন 'মাঝি' শব্দের সঙ্গে '-রা' লগ্নক যুক্ত হয়ে বহুবচন 'মাঝিরা' হয়েছে। একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যে '-গুলো' লগ্নক যুক্ত হয়ে বহুবচন 'কলমগুলো' হয়েছে।

➤ **বচনভেদ :** কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়।

নতুন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী বচন

ক. '-রা', 'এরা', '-গুলো', '-গুলি', '-দের' ইত্যাদি লগ্নক যুক্ত হলে শব্দটির বহুবচন হয়। যেমন :

রা – ছাত্ররা, ধনীরা, পণ্ডিতরা, মন্ত্রিরা
এরা – ভাইয়েরা, শিক্ষকেরা
গুলো – ফুলগুলো, গরুগুলো
গুলি – বইগুলি, ঘরগুলি
দের – ছেলেদের, মেয়েদের।

খ. প্রাণী বা বস্তুর নামকে বহুবচন করতে '-সব', '-সমূহ', '-আবলি', '-মালা' ইত্যাদি লগ্নক যোগ করতে হয়। যেমন :

সব – ভাইসব, পাখিসব
সমূহ – গ্রন্থসমূহ, বৃক্ষসমূহ
আবলি – নিয়মাবলি, রচনাবলি
মালা – মেঘমালা, পর্বতমালা।

গ. কিছু একবচন শব্দ বহুবচন হওয়ার সময়ে কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। যেমন :

একবচন – আমি, বহুবচন - আমরা
একবচন – তুমি, বহুবচন - তোমরা
একবচন – সে, বহুবচন - তারা
একবচন – তিনি, বহুবচন - তাঁরা।

ঘ. মানী পক্ষের বহুবচন করার সময়ে '-গণ', '-বৃন্দ', '-মণ্ডলী', '-বর্গ', ইত্যাদি লগ্নক যোগ করা হয়। যেমন :

গণ – সদস্যগণ, সচিবগণ, জনগণ, দেবগণ, নরগণ
বৃন্দ – দর্শকবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, সুধীবৃন্দ
মণ্ডলী – সুধীমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী
বর্গ – পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ, নেতৃবর্গ, ব্যক্তিবর্গ।

☞ অনেক ক্ষেত্রে বচন লগ্নক ব্যবহৃত না হলেও বহুবচন হতে পারে। যেমন : বাজারে লোক কম। মৌমাছি মৌচাক বানায়। বাঙালিরা সংগ্রাম করতে জানে। সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।

পুরাতন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ৯ম-১০ম শ্রেণি' অনুযায়ী বচন

একবচনের রূপ

ক. একবচন প্রকাশের জন্য পৃথক কোনো বিভক্তি নেই, শব্দের মূল রূপটিকে একবচন বোঝায়। সাধারণত এক (এক, একটা, একটি, একখানা) শব্দযোগে একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন : একজন লোক, এক ছাত্র, একটা বই, একটি পাখি, একখানা কলম ইত্যাদি।

খ. একবচনের বিভক্তিযোগে একবচন নির্দেশিত হয়। যেমন : লোককে।

গ. টি, টা, খানা, খানি ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয় এক-এর সঙ্গে যোগ করে অথবা এক শব্দটিকে ব্যবহার না করেও বিশেষ্যের সঙ্গে টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয়যোগে একবচন গঠন করা যায়। যেমন : **একখানা** শাড়ি অথবা শাড়িটি। গরুটা পাওয়া যাচ্ছে না। **একটি** ছেলে অথবা ছেলেটি। তার গলায় ছিল **একখানা** হার।

বহুবচনের রূপ

➤ বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলো, গুলি, গুলিন, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কুল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাশি, রাজি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশির-ভাগই সংস্কৃত বা তৎসম ভাষা থেকে আগত।

➤ **নিম্নে কতিপয় একবচন থেকে বহুবচনের উদাহরণ দেওয়া হলো :**

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
পুস্তক	পুস্তকাবলি	কবিতা	কবিতাগুচ্ছ	সাহেব	সাহেবান
কুসুম	কুসুমদাম	কমল	কমলনিকর	বালি	বালিরাশি
মেঘ	মেঘপুঞ্জ	পর্বত	পর্বতমালা	কুসুম	কুসুমনিচয়
তরঙ্গ	তরঙ্গমালা	তারকা	তারকারাজি	বুজুর্গ	বুজুর্গান

☞ প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন :

ক. **রা-** কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা' বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন : **ছাত্ররা** খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। **শিক্ষকেরা** জ্ঞান দান করেন। যে ধরনের শব্দে 'রা' যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় 'এরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন : **মায়েরা ঝিয়েরা** একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন : 'পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় **পিপীলিকারা** বিধাতার কাছে পাখা চায়।' **কাকেরা** এক বিরাট সভা করল।

খ. **গুলা, গুলি, গুলো** প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন : **অতগুলো** কুমড়া দিয়ে কী হবে? **আমগুলো** টক। **টাকাগুলো** দিয়ে দাও। **ময়ূরগুলো** পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।

CS CamScanner

শুধু উন্নত প্রাণিবাচক বহুবচনবোধক শব্দ :

গণ	: দেবগণ, নরগণ, জনগণ, বালকগণ, কবিগণ।
জন	: শিক্ষিতজন, সাধুজন, সুধীজন, পণ্ডিতজন, বিদ্বানজন।
বৃন্দ	: শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, পণ্ডিতবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, সুধীবৃন্দ।
বর্গ	: মন্ত্রিবর্গ, ছাত্রবর্গ, পণ্ডিতবর্গ, নেতৃবর্গ, ব্যক্তিবর্গ, রাজন্যবর্গ।
মণ্ডলী	: শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী, অধ্যাপকমণ্ডলী, পরিচালকমণ্ডলী, সদস্যমণ্ডলী।
মহল	: বন্ধুমহল, মহিলামহল, রাজনৈতিকমহল, সুধীমহল।
দের	: ছেলেদের, ছাত্রদের, রাজনীতিবিদদের, মন্ত্রিদের, মহিলাদের।
সমাজ	: ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ, আলেমসমাজ, যুবসমাজ, বিদ্বানসমাজ।
কুল	: কবিকুল, শিক্ষককুল, রমণীকুল, মানবকুল।
লোক	: পণ্ডিতলোক, মূর্খলোক (বাংলায় বিশেষ ব্যবহৃত হয় না।)।
সভা	: যুবতিসভা, বিধবাসভা, পণ্ডিতসভা, মন্ত্রিসভা।
সংঘ	: নারীসংঘ।
সকল	: ভাইসকল, লোকসকল।
সমূহ	: শিষ্যসমূহ, মুরিদসমূহ, নদীসমূহ।

শুধু অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ :

অবলি	: দীপাবলি, গ্রন্থাবলি, গুণাবলি, ঘটনাবলি, শব্দাবলি, পদাবলি, পুস্তকাবলি, চরিত্রাবলি, রচনাবলি, রত্নাবলি।
উচ্চয়	: পুষ্পোচয়, শিলোচ্চয়।
কলাপ	: কীর্তিকলাপ, ক্রিয়াকলাপ।
নিকর	: কমলনিকর, কুসুমনিকর, নক্ষত্রনিকর, রত্ননিকর।
দল	: তারাদল।
দাম	: কুসুমদাম, তৃণদাম, লতাদাম, কুন্তলদাম, বিদ্যুদ্দাম, শৈবালদাম।
মালা	: আলোকমালা, গ্রন্থমালা, পর্বতমালা, নক্ষত্রমালা, তরঙ্গমালা, মেঘমালা।
রাজি	: গ্রন্থরাজি, তারকারাজি, তরুরাজি, পুষ্পরাজি, বনরাজি, বৃক্ষরাজি, রত্নরাজি
রাশি	: বালুকারাশি (বালুরাশি), ধূলিরাশি, পত্ররাশি, পুষ্পরাশি, মেঘরাশি।
আদি	: পুস্তকাদি, কাগজাদি।
গ্রাম	: গুণগ্রাম, স্বরগ্রাম।
জাল	: অংশুজাল, জটাজাল, মেঘজাল, বিপজ্জাল।
মণ্ডল	: গগনমণ্ডল, তারামণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, মেঘমণ্ডল।
পুঞ্জ	: মেঘপুঞ্জ, গ্রহপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ, জাতিপুঞ্জ, পুষ্পপুঞ্জ, প্রজ্ঞপুঞ্জ।
গুচ্ছ	: কেশগুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, ধ্বনিগুচ্ছ, শব্দগুচ্ছ, গল্পগুচ্ছ, কবিতাগুচ্ছ।
নিচয়	: পর্বতনিচয়, কুসুমনিচয়, পুষ্পনিচয়, বুধনিচয়।
ব্রজ	: গিরিব্রজ, ভূধরব্রজ।
শ্রেণি	: বৃক্ষশ্রেণি (তরুশ্রেণি), পর্বতশ্রেনি।
যূথ	: হস্তীযূথ, মৃগযূথ।
মহল	: মহিলামহল, গুণীমহল।
মিথুন	: হংসমিথুন।
সঙ্ঘ	: ব্রতীসঙ্ঘ, বিদ্বৎসঙ্ঘ।
সমুদয়	: গ্রন্থসমুদয়।

প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ :

কুল	: কবিকুল, পক্ষীকুল, মশককুল মাতৃকুল, বৃক্ষকুল।
চয়	: পুষ্পচয়, বধূচয়, বিপুচয়।
দল	: সেনাদল, যুবদল, শ্রমিকদল, ফুলদল, তারাদল, শিশুদল।
নিচয়	: পুষ্পনিচয়, বধূনিচয়।
পুঞ্জ	: প্রজ্ঞিপুঞ্জ, মেঘপুঞ্জ।
মণ্ডল	: বধূমণ্ডল, সারস্বতমণ্ডল।
মণ্ডলী	: নক্ষত্রমণ্ডলী, বিদ্বন্মণ্ডলী (বিদ্যুৎ + মণ্ডলী)।
শ্রেণি	: দ্বিজশ্রেণি, পাদপশ্রেণি।
সমূহ	: পর্বতসমূহ, পত্রসমূহ, বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ, নদীসমূহ, রাষ্ট্রসমূহ, সড়কসমূহ, গ্রন্থসমূহ, দৈত্যসমূহ, জাতিসমূহ।
সকল	: লোকসকল, পর্বতসকল, মনুষ্যসকল, ভাইসকল, সকললোক।
সব	: ভাইসব, জন্তুসব, পাখিসব, সবজন্তু, সবকথা।
সমুচয়	: পক্ষীসমুচয়, পুস্তকসমুচয়।

৫. পদের দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন গঠিত হয়। যেমন : বাগানটা **ফুলে ফুলে** ভরে গেছে। জিজ্ঞাসিব **জনে জনে**।

৬. বিদেশি বহুবচনবাচক প্রত্যয়যোগেও বহুত্ব বোঝানো হয়। যেমন :
আন : সাহেব + আন = সাহেবান, বুজুর্গ + আন = বুজুর্গান, বেরাদর + আন = বেরাদরান।
আৎ : কাগজ + আৎ = কাগজাৎ (কাগজাত)।

বচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য

১. বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন : **সিংহ** বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বোঝায়)। **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট নয় (বহুবচন)। বাজারে **লোক** জমেছে (বহুবচন)। বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহুবচন)।

২. একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন : **অজস্র** লোক, **অনেক** ছাত্র, **বিস্তর** টাকা, **বহু** মেহমান, **নানা** কথা, **ঢের** খরচ, **অঢেল** টাকা পয়সা ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন : **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ। **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা। **বড় বড়** মাঠ। **লাল লাল** ফুল।

৪. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন : বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য– **মেয়েরা** কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি। **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিদিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে না।

৫. **বিশেষ দ্রষ্টব্য** : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বাংলা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের– এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব– এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

বচনের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য

১. করিম, যতীন, ঢাকা, বনগ্রাম ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। কিন্তু একনামে একের বেশি স্থান কিংবা এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত অনেক লোক বোঝালে বহুবচন হতে পারে। যেমন : এক ক্লাসে **তিন** শাহীন পড়ে। এ জেলায় পাঁচটি বনগ্রাম আছে। **করিমদের** বাড়িতে বেড়াতে যাব। **সুনীলরা** চলে গেছে।

২. জাতিবাচক ও সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের একবচনেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন : গরু উপকারী **জন্তু**। **সমিতি** সভায় মিলিত হয়েছে। বাগানে **ফুল** ফুটেছে।

৩. জাতিবাচক ও সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনের প্রত্যয়ও যুক্ত হতে পারে। যেমন : মানুষেরা, বাঙালিরা, বালকগুলি, গরুগুলি, ফুলগুলো, সমিতিগুলি, শ্রেণিসমূহ ইত্যাদি।

৪. সমুদয় বা সব বোঝালে প্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনের চিহ্ন কখনো যুক্ত হয়, কখনো হয় না। যেমন : **মানুষ** (বা **মানুষেরা**) কথা বলতে পারে। **পাখি** (**পাখিসব**) ডিম পাড়ে। **পোকা** (**পোকাসব**) ফসল নষ্ট করে।

৫. কিন্তু অপ্রাণিবাচক শব্দে এক্ষেত্রে বহুবচনের চিহ্ন কখনোই যুক্ত হয় না। যেমন : **তেঁতুল** খেতে টক লাগে। মেয়েরা **ফুল** ভালোবাসে। ছাগলে গাছের পাতা খায়।

৬. বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য বোঝাতে কখনো কখনো বিশেষ নিয়মে বহুবচন সাধিত হয়। যেমন : **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিবছর জন্মায় না। **ছেলেরা** কানাকানি করছে। **সকলে** সব জানে না। এটাই **করিমদের** বাড়ি।

৭. করিম, যতীন, ঢাকা, বনগ্রাম ইত্যাদি সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। কিন্তু একনামে একের বেশি স্থান কিংবা এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত অনেক লোক বোঝালে বহুবচন হতে পারে। যেমন : এক ক্লাসে **তিন** শাহীন পড়ে। এ জেলায় পাঁচটি বনগ্রাম আছে। **করিমদের** বাড়িতে বেড়াতে যাব। **সুনীলরা** চলে গেছে।

৮. জাতিবাচক ও সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের একবচনেই বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন : গরু উপকারী **জন্তু**। **সমিতি** সভায় মিলিত হয়েছে। বাগানে **ফুল** ফুটেছে।

৯. জাতিবাচক ও সমষ্টিবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনের প্রত্যয়ও যুক্ত হতে পারে। যেমন : মানুষেরা, বাঙালিরা, বালকগুলি, গরুগুলি, ফুলগুলো, সমিতিগুলি, শ্রেণিসমূহ ইত্যাদি।

১০. সমুদয় বা সব বোঝালে প্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনের চিহ্ন কখনো যুক্ত হয়, কখনো হয় না। যেমন : **মানুষ** (বা **মানুষেরা**) কথা বলতে পারে। **পাখি** (**পাখিসব**) ডিম পাড়ে। **পোকা** (**পোকাসব**) ফসল নষ্ট করে।

১১. কিন্তু অপ্রাণিবাচক শব্দে এক্ষেত্রে বহুবচনের চিহ্ন কখনোই যুক্ত হয় না। যেমন : **তেঁতুল** খেতে টক লাগে। মেয়েরা **ফুল** ভালোবাসে। ছাগলে গাছের পাতা খায়।

১২. বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য বোঝাতে কখনো কখনো বিশেষ নিয়মে বহুবচন সাধিত হয়। যেমন : **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিবছর জন্মায় না। **ছেলেরা** কানাকানি করছে। **সকলে** সব জানে না। এটাই **করিমদের** বাড়ি।

১৩. বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন : **সিংহ** বনে থাকে (একবচন ও বহুবচন দু-ই বোঝায়)। **পোকার** আক্রমণে ফসল নষ্ট নয় (বহুবচন)। বাজারে **লোক** জমেছে (বহুবচন)। বাগানে **ফুল** ফুটেছে (বহুবচন)।

১৪. একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়। যেমন : **অজস্র** লোক, **অনেক** ছাত্র, **বিস্তর** টাকা, **বহু** মেহমান, **নানা** কথা, **ঢের** খরচ, **অঢেল** টাকা পয়সা ইত্যাদি।

১৫. অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়। যেমন : **হাঁড়ি হাঁড়ি** সন্দেশ। **কাঁড়ি কাঁড়ি** টাকা। **বড় বড়** মাঠ। **লাল লাল** ফুল।

১৬. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন : বহুবাচক সর্বনাম ও বিশেষ্য– **মেয়েরা** কানাকানি করছে। এটাই **করিমদের** বাড়ি। **রবীন্দ্রনাথরা** প্রতিদিন জন্মায় না। **সকলে** সব জানে না।

১৭. **বিশেষ দ্রষ্টব্য** : ওপরে বর্ণিত বহুবচনবোধক প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দের অধিকাংশই তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত এবং সে কারণে অধিকাংশই সাধু রীতি ও সংস্কৃত শব্দে প্রযোজ্য। খাঁটি বাংলা শব্দের বহুবচনে এবং চলিত রীতিতে রা, এরা, গুলা, গুলো, দের– এসব প্রত্যয় এবং অনেক, বহু, সব– এসব শব্দের ব্যবহারই বহুল প্রচলিত।

১৮. গুণবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। যেমন : জ্ঞান, সততা, উৎকর্ষ, বিনয়, ভদ্রতা, বন্ধুত্ব– এগুলোর বহুবচন হয় না।

১৯. ভাববাচক বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না। যেমন : গমন, শয়ন, ভোজন, দর্শন ইত্যাদি শব্দের বহুবচন হয় না।

২০. বাংলায় একই সঙ্গে দুবার বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। যেমন :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সকল শিক্ষকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল শিক্ষক সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সব মানুষেরাই মরণশীল।	সব মানুষই (বা মানুষেরা) মরণশীল।

২১. পাল ও যূথ শব্দ দুটো কেবল জন্তুর বহুবচন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন : রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে। হস্তিযূথ গ্রামবাসীদের ওপর হামলা করেছে।

২২. দ্রব্যবাচক বা বস্তুবাচক বিশেষ্য সংখ্যা বোঝায় না, পরিমাণ বোঝায়। তাই এদের বহুবচন হয় না। যেমন : জমি, জল, সোনা, রুপা, লোহা, তামা, দুধ– এগুলো বহুবচন হয় না।

২৩. কিন্তু কোনো বস্তুবাচক বিশেষ্য সংখ্যা বোঝালে, তার বহুবচন হয়। যেমন : **জমিগুলি** (অর্থাৎ **জমিখণ্ডগুলি**) নিলামে বিক্রি হবে।

২৪. বচনভেদে ক্রিয়া রূপের পরিবর্তন হয় না। যেমন : আমি খাই; আমরা খাই। মাঠে চরছে; গরুগুলি মাঠে চরছে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোনটি বহুবচনবাচক বাক্য? [ক ১৮-১৯]
(ক) কলমটি আমার (খ) সালমা বাড়িতে আছে
(গ) গাছে ফুল এসেছে (ঘ) পুকুরে ডুব দিও না
উ. (গ)

০২. নিচের কোনটিতে বহুবচনের অশুদ্ধ ব্যবহার হয়েছে? [মুন: ক ১৮-১৯]
(ক) শাখিসব (খ) বৃক্ষমালা
(গ) পণ্ডিতসভা (ঘ) নেতৃবর্গ
উ. (ক)

০৩. কোন প্রয়োগটি শুদ্ধ? [ঘ ৯৬-৯৭]
(ক) অনেক লোক (খ) অনেক লোকেরা
(গ) অনেক লোকগণ (ঘ) অনেক লোকসমূহ
উ. (ক)

০৪. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দবিভক্তি– [ঘ ০৬-০৭]
(ক) গাছ (খ) গাছা
(গ) গাছে (ঘ) গ্রাম
উ. (খ)

০৫. বহুত্ববাচক শব্দ– [ঘ ০৭-০৮]
(ক) বিদ্যান্দায় (খ) বৃন্দ
(গ) সেপাই (ঘ) তারা
উ. (ক)

০৬. 'সংখ্যার ধারণা' বলতে বোঝায়– [ঘ ১০-১১]
(ক) পদ (খ) উপসর্গ
(গ) বচন (ঘ) সন্ধি
উ. (গ)

০৭. 'সকল ছাত্ররাই যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে।' বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে? [ক-১৩-১৪]
(ক) বানান (খ) পদ
(গ) বচন (ঘ) বিভক্তি
উ. (গ)

০৮. কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দের দৃষ্টান্ত নয়? [খ-১৩-১৪]
(ক) গ্রাম (খ) মহল (গ) দাম (ঘ) ক্ষেত্র
উ. (ঘ)

০৯. নিচের কোন বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ কেবল অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়? [গ-১৫-১৬]
(ক) কুল (খ) লোক
(গ) সভা (ঘ) দাম
উ. (ঘ)

১০. কোনটি সমষ্টিবোধক শব্দ নয়? [খ ১৬-১৭]
(ক) নিকর (খ) নিচয় (গ) কুল (ঘ) দাম
উ. (গ)

১১. কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে হয়– [ঘ ১৬-১৭]
(ক) সকল (খ) নিচয়
(গ) মালা (ঘ) বর্গ
উ. (ঘ)

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ নয়– [গ ০৯-১০]
(ক) কুল (খ) গ্রাম
(গ) পুঞ্জ (ঘ) রাশি

Note : গ্রাম, রাশি– বহুবচনবোধক শব্দ শুধু অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। 'কুল, পুঞ্জ'– বহুবচনবোধক শব্দটি প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন : কবিকুল, বৃক্ষকুল।

০২. 'ডালে ডালে কুসুম ভার।' এখানে 'ভার' কোন অর্থ প্রকাশ করছে? [খ ১০-১১]
(ক) বোঝা (খ) সমূহ
(গ) উজ্জ্বল (ঘ) শুকিয়ে যাওয়া
উ. (খ)

০৩. কোনটি বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করে? [ক ১০-১১]
(ক) টি (খ) গুলি
(গ) রা (ঘ) পাল
উ. (ক)

০৪. 'লাল লাল ফুল।' এখানে কোন কোন পদযোগে বহুবচন হয়েছে? [ক ১০-১১]
(ক) বিশেষ্য ও বিশেষ্য (খ) বিশেষণ ও বিশেষণ
(গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ (ঘ) বিশেষণ ও বিশেষ্য
উ. (খ)

০৫. 'পুঞ্জ' শব্দটি ব্যবহার করে নিচের কোনটি বহুবচন করা হয়? [খ ১১-১২]
(ক) আকাশ (খ) পর্বত
(গ) মেঘ (ঘ) কবিতা
উ. (গ)

০৬. শুধু বিশেষ্য ও সর্বনাম জাতীয় শব্দের কী হয়? [ক ১২-১৩]
(ক) ভাষাভেদ (খ) বচনভেদ
(গ) লিঙ্গভেদ (ঘ) পদভেদ
উ. (খ)

০৭. কোনটি ঠিক নয়? [খ-১৩-১৪]
(ক) পিপাতদল (খ) বৃক্ষরাজি
(গ) অলিকুল (ঘ) তরুদল
উ. [illegible]

০৮. নিচের কোনটিতে বহুবচনের অপপ্রয়োগ ঘটেছে? [ঘ ১৪-১৫]
(ক) রাশি রাশি ভারা ভারা/ধান কাটা হলো সারা
(খ) সমুদয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমন্ত্রিত
(গ) সকল শিক্ষক অনুদার হন না
(ঘ) আকাশে উড়িছে বকপাঁতি
উ. [illegible]

০৯. সমষ্টিবাচকতা নির্দেশ করে যে শব্দটি– [ঘ ১৬-১৭]
(ক) সততা (খ) মানুষ
(গ) বহর (ঘ) অর্ধেক
উ. [illegible]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কীসের ভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না? [F, সেট-3 : ১৪-১৫]
(ক) বচনভেদে (খ) প্রয়োগভেদে
(গ) অর্থভেদে (ঘ) বর্ণনাভেদে
উ. [illegible]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'রাশি' শব্দ দ্বারা গঠিত সঠিক বহুবচন কোনটি? [A : ২১-২২]
(ক) জলরাশি (খ) তারকারাশি
(গ) মেঘরাশি (ঘ) বৃক্ষরাশি
উ. [illegible]

০২. 'কাগজ' এর বহুবচন–[A : ২১-২২]
(ক) কাগজাত (খ) কাগজগুলো
(গ) কাগজসমূহ (ঘ) কাগজাদি

Note : 'কাগজ'-এর বহুবচন 'কাগজাত'(কাগজাৎ) এবং 'কাগজাদি'। [সূত্র : বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান]।

০৩. 'সাহেব' শব্দের বহুবচন কোনটি? [C ১৭-১৮, ০৯-১০]
(ক) সাহেবকুল (খ) সাহেবান
(গ) সাহেবমণ্ডল (ঘ) সাহেবসমূহ
উ. (খ)

০৪. পদের যে রূপ দ্বারা সংখ্যার ধারণা জন্মে তাকে বলে– [E -১৩-১৪; জবি ক ১৫-১৬]
(ক) পুরুষ (খ) ধ্বনি
(গ) বচন (ঘ) লিঙ্গ
উ. (গ)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন কোনটি? [B ১৯-২০]
(ক) জঙ্গলে সাপ থাকে (খ) পোকায় ধান খেয়েছে
(গ) হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ (ঘ) নয়নদের পরীক্ষা শেষ
উ. [illegible]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তৃতীয়' শব্দটি কোন বচন? [E-১৫-১৬]
(ক) একবচন (খ) দ্বিবচন
(গ) বহুবচন (ঘ) শ্রেণিবচন
উ. (ক)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোন পদের আগে 'অজস্র' শব্দটি বসালে বহুবচন হয়? [A ১৯-২০; C ১২-১৩, ক ১৬-১৭]
(ক) সর্বনাম (খ) অব্যয়
(গ) বিশেষ্য (ঘ) ক্রিয়া
উ. (গ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. প্রাণী ও অপ্রাণী উভয় শব্দে ব্যবহৃত হয়– [H ১৭-১৮]
(ক) নিচয় (খ) মালা
(গ) রাজি (ঘ) সবগুলো
উ. (ক)

০২. 'বচন' কোন জাতীয় শব্দ? [গ ১১-১২; বেরোবি C ১৬-১৭]
(ক) তৎসম (খ) অর্ধ-তৎসম
(গ) পারিভাষিক (ঘ) খাঁটি বাংলা
উ. (গ)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অপ্রাণিবাচক বহুবচনে ব্যবহৃত হয়? [ক ১৪-১৫]
ⓚ বৃন্দ ⓚ কুল
ⓖ বর্গ ⓖ গুচ্ছ
উ: (ঘ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বনে বনে ফুল ফুটেছে।' এখানে 'ফুল'– [AL ১৮-১৯]
Ⓚ একবচন Ⓚ বহুবচন
Ⓖ ক + খ দুটোই Ⓖ কোনোটিই নয়
উ: (খ)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে কী যুক্ত হয়? [C Unit : ১৪-১৫; E, সেট ২ : ১৪-১৫]
ⓚ রাশি ⓚ এবং
ⓖ কুল ⓖ গুলো
উ: (ঘ)

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয় কোনটি? [C-১৫-১৬]
ⓚ বৃন্দ ⓚ কুল
ⓖ বর্গ ⓖ দাম
উ: (ঘ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিচের কোন উদাহরণটি একবচনের সাহায্যে বহুবচনের প্রকাশ? [G ১৭-১৮]
ⓚ পোকার আক্রমণে ফসল বিনষ্ট হয়
ⓚ ওই এক পথই খোলা আছে
ⓖ আমার ইচ্ছাগুলো যদি পূরণ করতে পারতাম
ⓖ চোরেরা পুলিশকে দেখে পালিয়ে গেলো
উ: (ক)

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. নিচের কোন বাক্যে বহুবচন ব্যবহৃত না হয়েও বহুবচন বোঝাচ্ছে? [২১-২২]
ⓚ রবীন্দ্র রচনাবলি ত্রিশ খণ্ডে পাওয়া যায়।
ⓚ ছাত্ররা এসে জড়ো হয়েছে।
ⓖ মাঝিরা নৌকা চালায়।
ⓖ সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন।
উ: (ঘ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

০১. কোন ধরনের শব্দে বচনভেদ হয়? [১৯-২০]
ⓚ সর্বনাম ও অব্যয় ⓚ বিশেষ্য ও বিশেষণ
ⓖ বিশেষ্য ও সর্বনাম ⓖ অব্যয় ও ক্রিয়া
উ: (গ)

০২. কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এমন শব্দ হলো– [১৬-১৭]
ⓚ আবলি ⓚ গণ
ⓖ সকল ⓖ পাল
উ: (ঘ)

SELF TEST MCQ

০১. বচন ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ⓚ ধ্বনিতত্ত্বে ⓚ রূপতত্ত্বে
ⓖ বাক্যতত্ত্বে ⓖ অর্থতত্ত্বে

০২. কোনটি বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয়?
ⓚ এরা ⓚ এর
ⓖ চেয়ে ⓖ দিয়ে

০৩. 'গণ' কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে বসে?
ⓚ প্রাণিবাচক ⓚ উন্নত প্রাণিবাচক
ⓖ অপ্রাণিবাচক ⓖ ইতর প্রাণিবাচক

০৪. 'বর্গ' কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে বসে?
ⓚ উন্নত প্রাণিবাচক ⓚ প্রাণিবাচক
ⓖ ইতর প্রাণিবাচক ⓖ অপ্রাণিবাচক

০৫. অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে কী সাধিত হয়?
ⓚ লিঙ্গ ⓚ সন্ধি ⓖ বহুবচন ⓖ একবচন

০৬. কোনটি বিশেষ্য পদের একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে?
ⓚ বনে বাঘ আছে ⓚ বাগানে ফুল ফুটেছে
ⓖ মানুষ মরণশীল ⓖ আকাশে চাঁদ উঠেছে

০৭. প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ কোনটি?
ⓚ বৃন্দ ⓚ আবলি
ⓖ সকল ⓖ গুচ্ছ

০৮. 'বনে বনে ফল পেকেছে' এখানে 'ফল'–
ⓚ একবচন ⓚ বহুবচন
ⓖ উন্নত প্রাণিবাচক ⓖ কোনোটিই নয়

০৯. কোনটি বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ নয়?
ⓚ হাসিরাশি ⓚ জগদ্দল
ⓖ বকপাঁতি ⓖ বালুরাশি

১০. 'লাল লাল ফুল'। বাক্যে কী অর্থে দ্বিরুক্তি হয়েছে?
ⓚ একবচন ⓚ বহুবচন
ⓖ শূন্য ⓖ ঈষৎ

১১. 'মালা' প্রত্যয়টির প্রয়োগ কোন শব্দটিতে ঠিক হবে?
ⓚ তরঙ্গ ⓚ বিদ্যালয় ⓖ ছাত্রী ⓖ ছাত্র

১২. কোনটি অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ বৃন্দ ⓚ কুল ⓖ বর্গ ⓖ নিকর

১৩. কোন দ্বিরুক্ত শব্দ দুটি বহুবচন সংকেত করে?
ⓚ পাকা পাকা আম ⓚ ছি ছি কি করছ?
ⓖ নরম নরম মাটি ⓖ উড়ু উড়ু মন

১৪. কোন প্রয়োগটি শুদ্ধ?
ⓚ সামান্য লোক ⓚ অনেক লোকেরা
ⓖ অনেক লোকগণ ⓖ অনেক লোকসমূহ

১৫. 'সকল শিক্ষকরা যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছেন।' বাক্যটিতে কী ধরনের ভুল আছে?
ⓚ বানান ⓚ পদ
ⓖ বচন ⓖ বিভক্তি

১৬. একাধিক সংখ্যা বোঝাতে যেসব লগ্নক বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে যুক্ত হয়, তার নাম–
ⓚ বচন ⓚ যোজক
ⓖ আবেগ ⓖ পদাণু

১৭. নিচের কোনটি একবচন?
ⓚ আমি ⓚ বইগুলি
ⓖ মাঝিরা ⓖ কলমগুলো

১৮. 'মানী' লোকের বেলায় বহুবচনে কী লগ্নক ব্যবহৃত হয়?
ⓚ বৃন্দ ⓚ মালা
ⓖ সব ⓖ রাজি

১৯. নিচের কোন বাক্যে বহুবচন ব্যবহৃত না হয়েও বহুবচন বোঝাচ্ছে?
ⓚ মৌমাছি মৌচাক বানায়।
ⓚ ছাত্ররা এসে জড়ো হয়েছে।
ⓖ এ নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই।
ⓖ হাজার হাজার কৃষক ফুলের চাষ করেন

২০. 'পর্বত' শব্দকে বহুবচন করতে কোন লগ্নকটি ব্যবহৃত হয়?
ⓚ কুল ⓚ সব ⓖ সমূহ ⓖ মালা

OMR

০১.ⓚⓚⓖⓖ	০২.ⓚⓚⓖⓖ	০৩.ⓚⓚⓖⓖ	০৪.ⓚⓚⓖⓖ	০৫.ⓚⓚⓖⓖ
০৬.ⓚⓚⓖⓖ	০৭.ⓚⓚⓖⓖ	০৮.ⓚⓚⓖⓖ	০৯.ⓚⓚⓖⓖ	১০.ⓚⓚⓖⓖ
১১.ⓚⓚⓖⓖ	১২.ⓚⓚⓖⓖ	১৩.ⓚⓚⓖⓖ	১৪.ⓚⓚⓖⓖ	১৫.ⓚⓚⓖⓖ
১৬.ⓚⓚⓖⓖ	১৭.ⓚⓚⓖⓖ	১৮.ⓚⓚⓖⓖ	১৯.ⓚⓚⓖⓖ	২০.ⓚⓚⓖⓖ

Answer

২০.ঘ	১৯.ক	১৮.ক	১৭.ক	১৬.ক	১৫.গ	১৪.ক	১৩.ক	১২.ঘ	১১.ক
১০.খ	০৯.খ	০৮.খ	০৭.গ	০৬.ঘ	০৫.গ	০৪.ঘ	০৩.খ	০২.ক	০১.খ

CamScanner

অধ্যায় ২২ ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়ার কাল

নতুন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল

- ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা : বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

০১. **বর্তমান কাল** : বর্তমানে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে বর্তমান কাল বলে। বর্তমান কাল চার প্রকার : সাধারণ বর্তমান, ঘটমান বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান এবং অনুজ্ঞা বর্তমান।

- **সাধারণ বর্তমান** : যে ক্রিয়া বর্তমান কালে নিয়মিতভাবে ঘটে, তাকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি স্কুলে যাই। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।
- **ঘটমান বর্তমান** : যে ক্রিয়া বর্তমানে চলছে বোঝায়, তাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি স্কুলে যাচ্ছি। আমাদের পরীক্ষা চলছে।
- **পুরাঘটিত বর্তমান** : এইমাত্র সম্পন্ন ক্রিয়ার কালকে পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি কাজটি করেছি। তারা বাড়িতে ফিরেছে।
- **অনুজ্ঞা বর্তমান** : যে ক্রিয়া দিয়ে বর্তমান কালে বক্তার আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আহ্বান, আশীর্বাদ, অভিশাপ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা বর্তমান কাল বলে। যেমন : তাড়াতাড়ি কাজটি করো। সকলের মঙ্গল হোক।

০২. **অতীত কাল** : অতীতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হতো তাকে অতীত কাল বলে। অতীত কাল চার প্রকার : সাধারণ অতীত, ঘটমান অতীত, পুরাঘটিত অতীত এবং নিত্য অতীত।

- **সাধারণ অতীত** : অতীত কালে যে কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বোঝায়, তাকে সাধারণ অতীত কাল বলে। যেমন : তারা সেখানে বেড়াতে গেল। তখন বাতিটা জ্বলে উঠল।
- **ঘটমান অতীত** : যে ক্রিয়া অতীত কালে চলছিল বোঝায়, তাকে ঘটমান অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন বই পড়ছিলাম। তারা মাঠে খেলছিল।
- **পুরাঘটিত অতীত** : অতীতের যে ক্রিয়া বহু পূর্বেই ঘটে গেছে এবং পরে আরো কিছু ঘটনা ঘটেছে, তার কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন : বৃষ্টি শেষ হওয়ার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম। খবরটা তুমি আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিলে।
- **নিত্য অতীত** : অতীত কালে প্রায়ই ঘটতো এমন বোঝালে নিত্য অতীত কাল হয়। যেমন : খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতাম। তারা সাগরের তীরে ঝিনুক কুড়াত।

০৩. **ভবিষ্যৎ কাল** : ভবিষ্যতে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : সাধারণ ভবিষ্যৎ, ঘটমান ভবিষ্যৎ এবং অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ।

- **সাধারণ ভবিষ্যৎ** : ভবিষ্যৎ কালে যে কাজ সাধারণভাবে সম্পন্ন হবে বোঝায়, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমরা রংপুর যাব। দু-এক দিনের মধ্যে সে আসবে।
- **ঘটমান ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমাদের কাজ আমরা করতে থাকব। এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে।
- **অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া দিয়ে ভবিষ্যৎ কালের আদেশ, অনুমতি, অনুরোধ, প্রার্থনা, আহ্বান, আশীর্বাদ, উপদেশ, উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তাড়াতাড়ি কাজটি কোরো। ভালোভাবে পৌঁছে যেয়ো।

- **ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ**

অনেক সময়ে ক্রিয়াবিভক্তি যে কালের হয়, ঘটনা সেই কালের হয় না। একে বলে ক্রিয়ার কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ। নিচের বাক্য দুটির দিকে তাকানো যাক :

আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি। প্রথম বাক্যে ক্রিয়ার কাল অতীত এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়ার কাল বর্তমান কালের এবং ক্রিয়া ঘটার সময় অতীতের। দ্বিতীয় বাক্যটি কালের বিশিষ্ট প্রয়োগের নমুনা।

- **সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।) সবাই যেন সভায় হাজির থাকে। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

- **ঘটমান বর্তমান কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

আগামী মাসে আমরা সিলেট যাচ্ছি। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল বর্তমান।)

- **সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

শিকারি পাখিটিকে এইমাত্র গুলি করল। (ঘটনা পুরাঘটিত বর্তমানের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।) যদি বৃষ্টি হতো, সবাই মিলে খিচুড়ি খেতাম। (ঘটনা ভবিষ্যতের; কিন্তু ক্রিয়ার কাল অতীত।)

- **সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

তোমরা হয়ত ছয় দফার কথা শুনে থাকবে। (ঘটনা অতীতের; কিন্তু কাল ভবিষ্যৎ।)

পুরাতন ব্যাকরণ 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' ৯ম-১০ম শ্রেণি অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল

কাল, পুরুষ ও কালের প্রকারভেদ

- **কাল** : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে। যেমন : ১. আমরা বই পড়ি। (পড়ি- বর্তমান কাল)।
- **ক্রিয়াপদ** : ক্রিয়ামূল অর্থাৎ ধাতুর সঙ্গে কাল সময় ও পুরুষ জ্ঞাপক (ক্রিয়া) বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন :

ক. পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন : আমি যাই। তুমি যাও। আপনি যান। সে যায়। তিনি যান।
[সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ অভিন্ন।]

খ. বচনভেদে ক্রিয়ার রূপের কোনো পার্থক্য হয় না। যেমন : আমি (বা আমরা) যাই। তুমি (বা তোমরা) যাও। আপনি (বা আপনারা যান)। সে (বা তারা) যায়। তিনি (বা তাঁরা) যান।

গ. সাধারণ, সম্ভ্রমাত্মক, তুচ্ছার্থকভেদে মধ্যম ও নাম পুরুষের ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয়ে থাকে (উত্তম পুরুষে হয় না)। যেমন :

পুরুষ	সাধারণ	সম্ভ্রমাত্মক	তুচ্ছার্থক/ ঘনিষ্ঠার্থক
উত্তম পুরুষ	আমি যাই	–	–
মধ্যম পুরুষ	তুমি যাও, তোমরা যাও।	আপনি যান, আপনারা যান।	তুই যা, তোরা যা।
নাম পুরুষ	সে যায়, তারা যায়।	তিনি যান, তাঁরা যান।	এটা যায়, এগুলো যায়।

- **কালের প্রকারভেদ** : ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথা :
১. বর্তমান কাল ২. অতীত কাল ও ৩. ভবিষ্যৎ কাল

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

বর্তমান কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

বর্তমান কাল : ক্রিয়া যে রূপে এখন হচ্ছে, হয় বা চিরকাল হয়ে থাকে, এমন বোঝাতে বর্তমান কাল হয়। যেমন : আমি গান গাই।

প্রকারভেদ : বর্তমান কাল তিন প্রকার। যথা :

ক. সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান

খ. ঘটমান বর্তমান ও

গ. পুরাঘটিত বর্তমান

ক. **সাধারণ বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন : আমি বাড়ি যাই।

> **সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে) : এখন তবে আসি।

২. প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে) : চণ্ডীদাস বলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

৩. বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে) : আমি দেখেছি, বাঙালি [illegible] হাতে কাঁদে।

৪. 'নি', 'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে যাননি।

নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল : স্বাভাবিকতা বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের স্থলে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন : সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায় (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই (অভ্যস্ততা)।

> **নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. **চিরন্তন সত্য প্রকাশে :** চার আর তিনে সাত হয়। ভোরে সূর্য উদিত হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়।

২. **ঐতিহাসিক বর্তমান :** অতীতের কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্য বর্তমান কালের প্রয়োগ হয়, তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ হয়।

৩. **কাব্যের ভণিতায় :** মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।

৪. **অনিশ্চয়তা প্রকাশে :** কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।

৫. যদি, যখন, যেন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন :

অতীত কালের অর্থে :

i. তিনি যখন ঘরে ঢোকেন, তখন সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম।

ii. বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

ভবিষ্যৎ কালের অর্থে :

i. সকল সদস্যই যেন সভায় উপস্থিত থাকে।

ii. তিনি যদি আসেন, তবে আমার কী হবে?

খ. **ঘটমান বর্তমান কাল :** যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝাবার জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : মীরা বই পড়ছে।

> **ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যথা : বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত **হচ্ছে**, দিকে দিকে আগুন **জ্বলছে**।'

২. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে : চিন্তা করো না, কালই **আসছি**।

৩. ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থে ঘটমান বর্তমান কাল হয়। উদাহরণ- লোকটি অনবরত ডাকছে, তবু কেউ তার কাছে ছুটে এলো না। - আমরা আগামীকাল ঢাকা যাচ্ছি ('যাব' অর্থে)। দাঁড়াও, আসছি ('এখনই আসব' অর্থে)।

গ. **পুরাঘটিত বর্তমান কাল :** ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলেও তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে, পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন : এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ **হয়েছি**। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি। সে পুরস্কার পেয়েছে। সে স্কুলে গিয়েছে।

> **পুরাঘটিত বর্তমান কালের বিশিষ্ট ব্যবহার :**

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ সময় বোঝাতে : সেও এসেছে ('আসবে' অর্থে), আর আমারও যাওয়া হয়েছে ('যাব' অর্থে)।

২. অতীত সময় বোঝাতে :
i. দশ বছর হলো তার বাবা মারা **গেছেন**। ii. গত মাসে তাকে **দেখেছি**।

অতীত কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

অতীত কাল : যে ক্রিয়া আগে ঘটে গেছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন : আমি গিয়েছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হলো। পুলিশ ডাকাতকে গুলি করল। সে স্কুলে গেল। **শুনলাম** পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে। এখন **বুঝলাম**, তুমি চাঁদা দেবে না।

প্রকারভেদ : অতীত কাল চার প্রকার। যথা :

ক. সাধারণ অতীত

খ. নিত্যবৃত্ত অতীত

গ. ঘটমান অতীত

ঘ. পুরাঘটিত অতীত

ক. **সাধারণ অতীত কাল :** বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে, তার সংঘটন কালই সাধারণ অতীত কাল। যেমন : প্রদীপ নিভে **গেল**। শিকারি পাখিটিকে গুলি **করল**।

> **সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :**

১. পুরাঘটিত বর্তমান স্থলে : 'এক্ষণে **জানিলাম**, কুসুমে কীট আছে।'

২. বিশেষ ইচ্ছা অর্থে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি বিদায় **হলাম**।

খ. **নিত্যবৃত্ত অতীত :** অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণত অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন : আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ভ্রমণ **করতাম**। তিনি প্রত্যহ অফিসে **যেতেন**। বাবা যদি আসতেন, তবে ভালোই হত।

> **নিত্যবৃত্ত অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার :**

১. **কামনা প্রকাশে :** আজ যদি সুমন **আসত**, কেমন মজা **হতো**।

২. **অসম্ভব কল্পনায় :** i. "আমি যদি জন্ম **নিতেম** কালিদাসের কালে,
দৈবে **হতেম** দশম রত্ন নবরত্নের মালে।"
ii. সাতাশ **হতো** যদি একুশ সাতাশ!
iii. শৈশবের দিনগুলি যদি ফিরে **আসত**!
iv. আমি যদি রাজা হতাম।।
v. আমি যদি পাখির মতো উড়তে পারতাম।

৩. **সম্ভাবনা প্রকাশে :** তুমি যদি যেতে, তবে ভালই **হতো**।

গ. **ঘটমান অতীত কাল :** অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি, ক্রিয়া সংঘটনের এরূপ ভাব বোঝালে **ক্রিয়ার ঘটমান অতীত** কাল হয়। যেমন : কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি **পড়ছিল**। আমরা তখন বই **পড়ছিলাম**।

ঘ. **পুরাঘটিত অতীত কাল :** যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, তার কালকে **পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়**। যেমন : সেবার তাকে সুস্থই **দেখেছিলাম**। কাজটি কি তুমি **করেছিলে?**

> **পুরাঘটিত অতীত কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. **অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় :** পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা **গিয়েছিল**। আমি সমিতিতে সেদিন পাঁচ টাকা নগদ **দিয়েছিলাম**।

২. অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে **পুরাঘটিত অতীত** কালের প্রয়োগ হয়। যেমন : বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি **পৌঁছেছিলাম**।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

ভবিষ্যৎ কাল ও এর বিশিষ্ট প্রয়োগ

- **ভবিষ্যৎ কাল :** যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি **যাব।**
- **প্রকারভেদ :** ভবিষ্যৎ কাল তিন প্রকার। যথা : ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ ও গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

ক. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া এখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বোঝালে, তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : আমি কি গাহিব গান (রজনীকান্ত সেন)। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

➤ **সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ :**

১. **আক্ষেপ প্রকাশে :** আক্ষেপ প্রকাশে অতীতের স্থলে ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহার হয়। যেমন : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন **হবে?** সেদিন কে জানত যে ইউরোপে আবার মহাযুদ্ধের ভেরি **বাজবে?**

২. **সন্দেহ প্রকাশে :** অতীত কালের ঘটনা সম্পর্কিত যে ক্রিয়াপদে সন্দেহের ভাব বর্তমান থাকে, তার বর্ণনায় সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ব্যবহার হয়। যেমন : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে **থাকবেন।** তোমারা হয়তো 'বিশ্বনবি' পড়ে **থাকবে।**

৩. **অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশে :** আপনি যাবেন।

খ. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকবে এমন বোঝায়, তাকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন : তিনি ক্লাসে পড়াতে **থাকবেন।** আমি কাজটি করতে **থাকব।**

➤ **ঘটমান ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :**

১. **নাম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

২. **নাম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ :** -ইতে থাকিবেন/-তে থাকবেন। (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)। (সম্ভ্রমাত্মক)

৩. **মধ্যম পুরুষ সাধারণ :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবে। (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

৪. **মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক :** -ইতে থাকিবে/-তে থাকবি। (করিতে থাকিবি/করতে থাকবি)।

৫. **উত্তম পুরুষ :** -ইতে থাকিব/-তে থাকব। (করিতে থাকিব/করতে থাকব)।

গ. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে অতীতে বা বর্তমানে কোনো কাজ হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। ক্রিয়ার রূপটি ভবিষ্যৎবাচক হলেও, অর্থে অতীতকে বোঝায় এবং সন্দেহের ভাবটি বর্তমান থাকে। এজন্য এ কালকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলে। যেমন : হয়তো কোথাও তোমাকে দেখে থাকবে, তুমি ছাড়া আর কে গিয়ে থাকবে? আমি কাজটি করে **থাকব।**

➤ **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপ ও প্রয়োগ :**

১. **ক্রিয়ার রূপ :** পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশের জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি -ইয়া/এ যোগ করে এবং থাক্ ও গম্ ধাতুর সঙ্গে সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত করে যৌগিক ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন : গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

২. **প্রয়োগ :**

i. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ কখনো কখনো বর্তমান সময় নির্দেশ করে। যেমন : এতক্ষণে সে হয়তো পৌঁছে **থাকবে।**

ii. পুরাঘটিত ভবিষ্যতের কালরূপ সম্ভাব্য অতীত কাল নির্দেশেও সহায়ক। যেমন : কাপটা সম্ভবত নাসিমাই **ভেঙে থাকবে।** তিনিই সম্ভবত একথা **বলে থাকবেন।** এখানে একটু সংশয়ের ভাব আছে, কাজেই পুরাঘটিত ভবিষ্যতের তাত্ত্বিক বৈধতা স্পষ্ট নয়।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. বাংলা ক্রিয়াপদে বর্তমান কালের বিভিন্ন রূপের পরিচয় দাও।

উত্তর : সাধারণত বর্তমান কালে করি, কর, করিস, করেন, যাই, যাও, যান, পড়, পড়ি, পড়েন, খাওয়া, ঘুমাও, ঘুমানো ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। যেমন : হারুন বই পড়ে।

০২. উদাহরণসহ নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিভিন্ন রূপের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৩. নিত্যবৃত্ত বর্তমান ও নিত্যবৃত্ত অতীত কালের দুটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর : নিত্যবৃত্ত বর্তমান ও নিত্যবৃত্ত অতীত কালের দুটি করে উদাহরণ নিম্নরূপ :

নিত্যবৃত্ত বর্তমান	
১. সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।	২. আমি রোজ বিকালে হাঁটতে যাই।
নিত্যবৃত্ত অতীত	
১. আমরা সকল সাতটায় হাঁটতে যেতাম।	২. প্রতিদিন বিকালে শহিদ মিনারে আড্ডা দিতাম।

০৪. উদাহরণসহ অতীত কালের বিভিন্ন রূপের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৫. উদাহরণসহ ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন রূপের বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৬. উদাহরণসহ পক্ষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন দেখাও।

উত্তর : বাক্যে ব্যবহারের সময় পক্ষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন হয়। যেমন :

বর্তমান কাল		
পক্ষ	পুরুষ	ক্রিয়া
বক্তাপক্ষ	উত্তম পুরুষে	করি
শ্রোতাপক্ষ	মধ্যম পুরুষ	কর
অন্যপক্ষ	নামপক্ষ	করে
অতীত কাল		
বক্তাপক্ষ	উত্তম পুরুষে	করেছিলাম
শ্রোতাপক্ষ	মধ্যম পুরুষে	করেছিলেন
অন্যপক্ষ	নামপক্ষ	করেছিল
ভবিষ্যৎ কাল		
বক্তাপক্ষ	উত্তম পুরুষে	করব
শ্রোতাপক্ষ	মধ্যম পুরুষে	করবে
অন্যপক্ষ	নামপক্ষ	করবে

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. যেখানে আমরা বলি 'চমৎকার' সেখানে তিনি বলেন 'চলনসই' বাক্যটি কোন কালের? [কলা, আইন ও সামাজিক : ২৩-২৪]

ক নিত্যবৃত্ত অতীত খ সাধারণ বর্তমান
গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ উ খ

০২. 'কাল থেকে পড়া শুরু কর' এটি কোন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ? [ক ১৮-১৯]

ক ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল খ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
গ পুরাঘটিত অতীত ঘ ঘটমান বর্তমান উ ঘ

০৩. 'এবার আমি পরীক্ষায় ভালো করেছি' কোন কালের উদাহরণ? [ঘ ১৭-১৮]

ক সাধারণ অতীত খ পুরাঘটিত অতীত
গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ ঘটমান বর্তমান উ গ

০৪. 'আজ যদি বাবা আসতেন, কেমন মজা হতো।' বাক্যটিতে কোন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ ঘটেছে? [ক ১৪-১৫]

ক নিত্যবৃত্ত অতীত খ পুরাঘটিত অতীত
গ নিত্যবৃত্ত ভবিষ্যৎ ঘ ঘটমান ভবিষ্যৎ উ ক

০৫. 'কথাটি বলে থাকব কিন্তু মনে পড়ছে না।' [খ ১৪-১৫]

ক নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ ঘটমান ভবিষ্যৎ
গ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঘ সাধারণ ভবিষ্যৎ উ গ

০৬. অতীতের অভ্যাসজনিত কার্য বোঝাতে কোন কাল ব্যবহৃত হয়? [ক ১৫-১৬]

ক সাধারণ অতীতকাল খ নিত্যবৃত্ত অতীতকাল
গ ঘটমান অতীতকাল ঘ পুরাঘটিত অতীতকাল উ খ

CamScanner

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. বক্তা বললেন, 'শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন।' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [ঘ ১৭-১৮]
ক সাধারণ বর্তমান খ ঘটমান বর্তমান গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ ঘটমান অতীত উ: খ

০২. কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীত? [গ ০৬-০৭]
ক পড়ালাম খ পড়িয়েছিলাম গ পড়াতাম ঘ পড়াচ্ছিলাম উ: গ

০৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের দৃষ্টান্ত— [ক ০৮-০৯]
ক তুমি খাবে খ তুমি খেতে থাকবে গ তুমি খেয়ো ঘ তুমি খেয়ে থাকবে উ: ঘ

০৪. 'তুমি যদি যেতে, তবে ভালো হতো।' কোন কালের উদাহরণ? ['গ'০৯-১০]
ক নিত্যবৃত্ত অতীত খ পুরাঘটিত অতীত
গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ সাধারণ ভবিষ্যৎ উ: ক

০৫. উত্তম পুরুষের উদাহরণ কোনটি? [A, সেট ১ : ১৪-১৫]
ক তোমরা খ আমরা গ আপনি ঘ এরা উ: খ

০৬. মধ্যম পুরুষের উদাহরণ কোনটি? [A, সেট ২ : ১৪-১৫]
ক তোমরা খ আমরা গ আপনি ঘ তারা উ: ক

Note : উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। যেমন : তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা। উল্লেখ্য, 'আমরা'– উত্তম পুরুষ এবং 'তারা'– প্রথম/নাম পুরুষ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [E ১৮-১৯]
ক বর্তমান খ বর্তমান অনুজ্ঞা গ ঘটমান ভবিষ্যৎ ঘ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা উ: ক

০২. কোনটি ক্রিয়ার কাল নয়? [C ১৭-১৮]
ক পুরাঘটিত অতীত খ পুরাঘটিত বর্তমান
গ পুরাঘটিত অনুজ্ঞা ঘ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ উ: গ

০৩. কোনটি ক্রিয়ার কাল নয়? [C ১৭-১৮]
ক সাধারণ অতীত খ সাধারণ ভবিষ্যৎ
গ সাধারণ বর্তমান ঘ নিত্যবৃত্ত ভবিষ্যৎ উ: ঘ

০৪. কোনটি ক্রিয়ার কাল নয়? [C ১৭-১৮]
ক সাধারণ ভবিষ্যৎ খ ঘটমান ভবিষ্যৎ গ পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঘ ভূত ভবিষ্যৎ উ: ঘ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্যবৃত্ত অতীত কোনটি? [C : ২৩-২৪]
ক করিল খ করিত গ করিতেছি ঘ করিয়াছিল উ: খ

০২. 'বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম, বাংলাদেশ'। বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [A ২২-২৩]
ক সাধারণ বর্তমান খ পুরাঘটিত অতীত
গ সাধারণ অতীত ঘ পুরাঘটিত বর্তমান উ: ঘ

০৩. ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে বলে? [B ১৮-১৯]
ক কাল খ পদ গ পুরুষ ঘ সমাস উ: ক

০৪. 'কে জানত আমার ভাগ্যে এমন হবে' এ বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [০৮-০৯]
ক ঘটমান বর্তমান খ সাধারণ বর্তমান গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ সাধারণ ভবিষ্যৎ উ: ঘ

০৫. 'তুমি যদি হতে বনফুল- কী ভালোই না লাগতো' বাক্যটি হলো– [E ১৩-১৪]
ক সাধারণ অতীত কালের খ পুরাঘটিত বর্তমান কালের
গ নিত্যবৃত্ত অতীত কালের ঘ সাধারণ ভবিষ্যত কালের উ: গ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. যে কালে অনুজ্ঞার রূপ নেই– [D1 : ২৩-২৪]
ক অতীত খ বর্তমান গ ভবিষ্যৎ ঘ ঘটমান বর্তমান উ: ক

০২. 'দাঁড়াও, বৃষ্টি শেষ হতে না হতেই আমি চলে আসছি' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [B1 : ২১-২২]
ক ভবিষ্যৎ খ বর্তমান গ নিত্যবৃত্ত অতীত ঘ ঘটমান বর্তমান উ: ঘ

০৩. 'বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়' কোন কালের উদাহরণ? [খ ১১-১২]
ক নিত্যবৃত্ত বর্তমান খ সাধারণ অতীত
গ নিত্যবৃত্ত অতীত ঘ ঘটমান বর্তমান উ: ক

০৪. 'সে পুরস্কার পেয়েছে' কোন ধরনের বর্তমান কাল? [G_1 -১৩-১৪]
ক সাধারণ খ ঘটমান গ পুরাঘটিত ঘ অনুজ্ঞা উ: গ

০৫. 'সে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণ করত।' বাক্যটি কোন অতীতকালের উদাহরণ? [B_1 ১৪-১৫]
ক নিত্যবৃত্ত খ সাধারণ
গ পুরাঘটিত ঘ ঘটমান উ: ক

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. পুরাঘটিত বর্তমান কাল কোনটি? [A : ২৩-২৪]
ক তারা বাড়িতে ফিরেছে খ আমাদের পরীক্ষা চলছে
গ তাড়াতাড়ি কাজটি করো ঘ তারা মাঠে খেলছিল উ: ক

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি পুরাঘটিত বর্তমান কালের উদাহরণ? [C ১৯-২০]
ক ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে খ সবাই বসে গল্প করছিল
গ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা ঘ গাইতাম গান শুনি কোকিলের ধ্বনি উ: গ

০২. 'রোগ হলে ওষুধ খাবে।' কোন কালের অনুসর্গ? [B ১৮-১৯]
ক বর্তমান খ ভবিষ্যৎ গ অতীত ঘ ঘটমান বর্তমান উ: খ

০৩. সময়বাচক 'কাল' শব্দটির সাথে শুদ্ধ প্রয়োগ হয় কোনটির? [L ১৬-১৭]
ক এর খ কের গ খানা ঘ টি উ: খ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ঘটমান বর্তমান কালের উদাহরণ কোনটি? [A ১৯-২০]
ক বিড়াল ইঁদুর ধরল খ বাতিটি নিভে গেল
গ ঝড় আমাদের ভীষণ ক্ষতি করেছে ঘ মিতা গান গাইছে উ: ঘ

০২. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে? [D ১৭-১৮]
ক কাজটি কি তুমি করেছিলে? খ আমরা মাঠে খেলতে যাব
গ কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল ঘ প্রদীপ নিভে গেলো উ: ক

০৩. 'আজ যদি সুমন আসত, কেমন মজা হতো।' বাক্যটি কোন 'কালের' উদাহরণ? [E ১৩-১৪]
ক ঘটমান অতীত খ নিত্যবৃত্ত অতীত
গ পুরাঘটিত অতীত ঘ পুরাঘটিত বর্তমান উ: খ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'শৈশবে আম কুড়াতে আনন্দ পেতাম।' কোন কালের উদাহরণ? [গ ১৮-১৯]
ক সাধারণ অতীত খ নিত্যবৃত্ত অতীত
গ ঘটমান অতীত ঘ পুরাঘটিত অতীত উ: খ

০২. ক্রিয়ার কাল ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [H ১৭-১৮]
ক বাক্যতত্ত্ব খ অর্থতত্ত্ব গ রূপতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব উ: গ

০৩. সাধারণ অতীত কোনটি? [চ ০৫-০৬]
ক সে করত খ সে করল গ সে করেছিল ঘ সে করছিল উ: খ

০৪. 'সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।' এটি কোন কালের উদাহরণ? [চ ০৫-০৬; নোবিপ্রবি ঘ ১৫-১৬]
ক সাধারণ বর্তমান খ ঘটমান বর্তমান
গ নিত্যবৃত্ত বর্তমান ঘ পুরাঘটিত বর্তমান উ: গ

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বাক্যের 'হয়' ক্রিয়াপদটির কাল– [ক ১৪-১৫]
ক সাধারণ বর্তমান খ পুরাঘটিত বর্তমান
গ ঐতিহাসিক বর্তমান ঘ সাধারণ অতীত উ: ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বি. ও প্র. বিশ্ববিদ্যালয়

০১. নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণ কোনটি? [D ১৩-১৪]
ক সাতাশ যদি হতো একশ সাতাশ খ কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল
গ চিন্তা করোনা, কালই আসছি ঘ চার আর তিনে সাত হয় উ: ক

০২. কাজটি কি তুমি করেছিলে? এটি কোন ধরনের অতীত? [E, সেট ৩ : ১৪-১৫]
ক পুরাঘটিত খ নিত্য
গ ঘটমান ঘ কোনোটিই নয় উ: ক

০৩. 'সত্য গোপন করো না।' কোন অর্থে বর্তমান কাল? [G ১৬-১৭]
ক আদেশ খ উপদেশ গ অনুরোধ ঘ প্রার্থনা উ: খ

০৪. 'নিত্যবৃত্ত বর্তমান' কালের উদাহরণ কোনটি? [F ১৬-১৭]
ক এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে খ চার আর তিনে সাত হয়
গ এতক্ষণ আমি অংক করেছি ঘ শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে উ: খ

০৫. 'কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান।' কোন কাল? [E ১৬-১৭; খুবি B ১৭-১৮]
ক সাধারণ বর্তমান খ ঘটমান অতীত
গ পুরাঘটিত বর্তমান ঘ নিত্যবৃত্ত বর্তমান উ: ঘ

CamScanner

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।' এখানে বাক্যে ক্রিয়ার কোন কাল ব্যবহৃত হয়েছে? [D ১২-১৩]
ⓚ সাধারণ ভবিষ্যৎ ⓚ সাধারণ অতীত ⓖ সাধারণ বর্তমান ⓖ পুরাঘটিত বর্তমান উ: (গ)

০২. কোনটি ঘটমান অতীত কাল নির্দেশক বাক্য? [A ১৬-১৭]
(ক) তিনি বই পড়লেন (খ) তিনি বই পড়তেন
(গ) তিনি বই পড়েছিলেন (ঘ) তিনি বই পড়ছিলেন উ: (ঘ)

০৩. পুরাঘটিত বর্তমান কালের উদাহরণ কোনটি? [B ১৬-১৭]
(ক) তিনি গতকাল হাটে যাননি (খ) সকলেই যেন সভায় হাজির হয়
(গ) এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি (ঘ) চার আর তিনে সাত হয় উ: (গ)

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'পথ্য সেবন করিবে।' কোন কালের উদাহরণ? [D ১৫-১৬]
(ক) ঘটমান ভবিষ্যৎ (খ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (ঘ) ঘটমান বর্তমান উ: (খ)

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. 'প্রদীপ নিভে গেলো।' কোন কালের উদাহরণ? [ডিপ্লোমা : ২৩-২৪]
(ক) নিত্যবৃত্ত অতীত (খ) সাধারণ অতীত
(গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) ঘটমান অতীত উ: (খ)

০২. 'তারা সাগরের তীরে ঝিনুক কুড়াত' বাক্যটি কোন কালের? [BSC Nursing'21-22]
(ক) নিত্য অতীত (খ) পুরাঘটিত বর্তমান
(গ) সাধারণ অতীত (ঘ) ঘটমান অতীত উ: (ক)

০৩. নিম্নের কোন বাক্যটিতে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে? [Diploma Nursing'13-14]
(ক) কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান (খ) আমি বাড়ি যাই
(গ) চিন্তা করোনা, কালই আসছি (ঘ) সে ভাত খায় উ: (ক)

ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ

০১. 'কাল থেকে পড়া শুরু কর।' বাক্যটি কোন কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ? [বিজ্ঞান : ২৩-২৪]
(ক) ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল (খ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
(গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) ঘটমান বর্তমান উ: (ঘ)

০২. 'শকুনেরা উড়ে এসে বসছে পাতাশূন্য শুকনো গাছটায়।' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ? [Business : ২১-২২]
(ক) সাধারণ অতীত (খ) পুরাঘটিত অতীত
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) ঘটমান বর্তমান উ: (ঘ)

BCS পরীক্ষার বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

০১. নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়? [৩৯তম বিসিএস]
(ক) করছিলাম (খ) করেছি
(গ) করছি (ঘ) করব উ: (ঘ)

০২. কোন বাক্যে নাম পুরুষের ব্যবহার করা হয়েছে? [১৩তম বিসিএস]
(ক) ওরা কী করে (খ) আপনি আসবেন
(গ) আমরা যাচ্ছি (ঘ) তোরা খাসনে উ: (ক)

SELF TEST MCQ

০১. কোন বাক্যটি ঘটমান বর্তমানের ক্রিয়া দ্বারা গঠিত?
(ক) এ কথা তুমি জানতে (খ) 'দেখে এলাম তারে'
(গ) কে যেন আসছে (ঘ) 'আবার আসিব ফিরে'

০২. কোন বাক্যে পুরাঘটিত অতীত কালের ক্রিয়া আছে?
(ক) আমরা গিয়েছি (খ) সে কি গিয়েছিল?
(গ) দেখে এলাম তারে (ঘ) আবার আসিব ফিরে

০৩. কোন বাক্যটি ঐতিহাসিক বর্তমানের ক্রিয়াপদ দ্বারা গঠিত?
(ক) বাবরের পর হুমায়ুন বাদশা হন (খ) আমি রোজ স্কুলে যাই
(গ) কেন যে তুমি আস না (ঘ) রোজ দেরি হয় কেন

০৪. সে হয়তো 'এসে থাকবে' এখানে কোন কালের পরিবর্তে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) পুরাঘটিত বর্তমান (খ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ
(গ) ঘটমান অতীত (ঘ) সাধারণ অতীত

০৫. 'সাতাশ হতো যদি একশ সাতাশ'– এখানে 'হতো' কোন কালের ক্রিয়া?
(ক) পুরাঘটিত অতীত (খ) সাধারণ অতীত
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত

০৬. তিনি গতকাল ঢাকা যান নি।– ক্রিয়াটি কোন কালের?
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) পুরাঘটিত বর্তমান (গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) ঐতিহাসিক বর্তমান

০৭. কোনটি নিত্যবৃত্ত অতীতের উদাহরণ?
(ক) আমি রোজ সকালে বেড়াই (খ) আমি রোজ স্কুলে যেতাম
(গ) আমি রোজ বেড়াতে যাব (ঘ) তোমাকে রোজ যেতে হবে

০৮. কোনটি পুরাঘটিত বর্তমান কালের উদাহরণ?
(ক) আমি তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি (খ) আমি কথা কইব না
(গ) আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছিলাম (ঘ) আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি

০৯. ক্রিয়া সংঘটনের/সম্পাদনের সময়কে কী বলে?
(ক) ক্রিয়ার প্রকার (খ) ক্রিয়ার কাল (গ) ক্রিয়ার ভাব (ঘ) ক্রিয়ার ধরন

১০. ঘটমান বর্তমান কালের উদাহরণ কোনটি?
(ক) আমি রোজ স্কুলে যাই (খ) আমি স্কুলে এসেছি
(গ) আমি স্কুলে যাচ্ছি (ঘ) আমরা স্কুলে এসেছি

১১. কোন কালে অনুজ্ঞা হয় না?
(ক) বর্তমান কালে (খ) অতীত কালে (গ) ভবিষ্যৎ কালে (ঘ) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে

১২. 'আমার আশীর্বাদ নিয়ো'– বাক্যটি কোন কালের?
(ক) অনুজ্ঞা বর্তমান (খ) সাধারণ বর্তমান (গ) সাধারণ অতীত (ঘ) নিত্য অতীত

১৩. কাজটি চলছে এখনও শেষ হয়নি, এমন বোঝাতে কোন বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়?
(ক) অনুজ্ঞা বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) সাধারণ বর্তমান

১৪. আজ বিকেলে যদি সুমন আসত, মজা হতো – বাক্যটির ক্রিয়া অতীতের কিন্তু ঘটনা কোন কালের?
(ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ (খ) সাধারণ বর্তমান (গ) ঘটমান বর্তমান (ঘ) সাধারণ অতীত

১৫. নিচের কোন বাক্যে ঘটনা অতীতের, কিন্তু ক্রিয়ার কাল সাধারণ বর্তমান কালের?
(ক) গত বছর তিনি একুশে পদক পান (খ) আমি গত বছর পরীক্ষা দিয়েছি
(গ) সবাই যেন সভায় হাজির থাকে (ঘ) পরে সপ্তাহে আমরা বাড়ি যাচ্ছি

১৬. বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষভূত করতে ক্রিয়ার কোন কাল হয়?
(ক) নিত্যবৃত্ত বর্তমান (খ) সাধারণ বর্তমান
(গ) সাধারণ ভবিষ্যৎ (ঘ) ঘটমান ভবিষ্যৎ

১৭. বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম, বাংলাদেশ। বাক্যের ক্রিয়াটি কোন কালের?
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) সাধারণ অতীত
(গ) সাধারণ ভবিষ্যৎ (ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান

১৮. বাবা গতকাল হাটে যাননি?
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) সাধারণ অতীত (গ) পুরাঘটিত অতীত (ঘ) পুরাঘটিত বর্তমান

১৯. কাজ শেষ করার জন্য সে আদাজল খেয়ে লেগেছে। এখানে ক্রিয়াপদটির কাল হচ্ছে–
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) ঘটমান বর্তমান
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) ঐতিহাসিক বর্তমান

২০. ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।' বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ?
(ক) সাধারণ বর্তমান (খ) পুরাঘটিত অতীত
(গ) পুরাঘটিত বর্তমান (ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত

OMR

০১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
০৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	০৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১১.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১২.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৩.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৪.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৫.(ক)(খ)(গ)(ঘ)
১৬.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৭.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৮.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	১৯.(ক)(খ)(গ)(ঘ)	২০.(ক)(খ)(গ)(ঘ)

Answer

২০.গ	১৯.খ	১৮.ক	১৭.ঘ	১৬.খ	১৫.ক	১৪.ক	১৩.খ	১২.ক	১১.খ
১০.গ	০৯.খ	০৮.ঘ	০৭.খ	০৬.ক	০৫.ঘ	০৪.খ	০৩.ক	০২.খ	০১.গ

CamScanner

অধ্যায় ২৩

বাংলা অনুজ্ঞা
Imperative

অনুজ্ঞার সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

অনুজ্ঞা : আদেশ, অনুরোধ, অনুমতি, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি অর্থে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদের যেরূপ হয়, তাকে **অনুজ্ঞা (Imperative) পদ** বলে।

অনুজ্ঞার প্রকারভেদ : একাধিক মানদণ্ডে অনুজ্ঞার শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। যেমন : ক. পুরুষ (পক্ষ) অনুসারে এবং খ. ক্রিয়ার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ- এ দুটি কাল অনুসারে।

☑ **পুরুষ (পক্ষ) অনুসারে অনুজ্ঞার শ্রেণিবিভাগ :** পুরুষ (পক্ষ) অনুসারে অনুজ্ঞা দুই প্রকার। যথা : ১. মধ্যম পুরুষ (শ্রোতাপক্ষ) অনুজ্ঞা ও ২. নাম পুরুষ (অন্যপক্ষ) অনুজ্ঞা।

☑ **ক্রিয়ার কাল অনুসারে অনুজ্ঞার শ্রেণিবিভাগ :** ক্রিয়ার কাল অনুসারে অনুজ্ঞা ভাব দু-ধরনের হয়ে থাকে। যথা : ১. বর্তমান অনুজ্ঞা ও ২. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

অনুজ্ঞা পদের গঠন

অনুজ্ঞা পদের গঠন :

মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক তুই (বই) পড়। তোরা (বই) পড়।

কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ অর্থে সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'আপনি' বা 'আপনারা' এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম 'তুমি' বা 'তোমরা' পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন : সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ- আপনি (আপনারা) আসুন (আস্ + উন)। সাধারণ মধ্যম পুরুষ- তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২. প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে 'অ' এবং 'ও' তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন :

ক. 'করহ [= কর] আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।'

খ. 'অধম সন্তানের মাগো দেহ [দাও] পদচ্ছায়া।'

➤ **জ্ঞাতব্য :**

ক. উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না। কারণ, কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নাম পুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এ মত সকলে সমর্থন করেন না।

বর্তমান অনুজ্ঞার সংজ্ঞা ও গঠন

বর্তমান অনুজ্ঞা : ক্রিয়াপদ বর্তমান কালে কোনো আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ, অভিশাপ ইত্যাদি বোঝালে বর্তমান অনুজ্ঞা হয়। কেবল মধ্যম পুরুষ (শ্রোতাপক্ষ) ও নাম পুরুষ (অন্যপক্ষ) বর্তমান অনুজ্ঞা হয়ে তাকে। যেমন :

i. **মধ্যম পুরুষ (শ্রোতাপক্ষ) :** তুমি কথাটা বলো (সাধারণ)। আপনি কথাটা বলুন (সম্ভ্রমাত্মক)। তুই কথাটা বল (অন্তরঙ্গ)।

ii. **নাম পুরুষ (অন্যপক্ষ) :** সে কথাটা বলুক (সাধারণ)। তিনি কথাটা বলুক (সম্ভ্রমাত্মক)।

বর্তমান অনুজ্ঞার গঠন :

i. মধ্যম পুরুষে সাধারণরূপে 'ও' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : শোনো।

ii. মধ্যম পুরুষে অন্তরঙ্গরূপে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটি ক্রিয়াপদ রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন : তুই যা।

iii. নাম পুরুষে সাধারণরূপে 'উক' বা 'ক' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : সে বলুক (বল্ + উক), সে যাক (যা + ক্)

iv. মধ্যম পুরুষ ও নাম পুরুষে সম্ভ্রমাত্মকরূপে 'উন্' বা 'ন্' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : আপনি/তিনি বলুন (বল্ + উন্), আপনি/তিনি যান (যা + ন্)।

মধ্যম ও নাম পুরুষের বর্তমান অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	ক্রিয়াপদ
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	উন, ন	যাউন, যান
সাধারণ	তুমি, তোমরা	অ, ও	কর, করো, যাও
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	০ (শূন্য)	কর, যা
সাধারণ	সে, তারা	উক	করুক

➤ **জ্ঞাতব্য :**

ক. নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি = এন। যেমন : আপনি দেখেন। সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি- 'উন'। যেমন : আপনারা দেখুন।

খ. চলতি ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ- কারান্ত বা ও- কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন : নেন, লন, নিন < লউন, লোন।

ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞা : মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে -ইতে/-তে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ গঠন করা যায়। এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ এবং 'থাক' ধাতুর সঙ্গে (সাধারণ) বর্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি যুক্ত করে যে ক্রিয়াপদ হয়, উভয়ে মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এ যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

(সে)- ইতে/-তে + -উক(করিতে/করতে থাকুক)।

(তিনি/আপনি) - ইতে/-তে + উন (করিতে/করতে থাকুন)

(তুমি) - ইতে/-তে + -অ-ও (করিতে/করতে থাক/থাকো)।

(তুমি)-ইতে/তে + - ০ (করিতে/করতে থাক)।

- মূল ধাতুর সঙ্গে অসমাপিকা ক্রিয়া বিভক্তি -ইতে/-তে যুক্ত হয়। এরূপ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সর্বদা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। এ অসমাপিকা ক্রিয়া এবং সাধারণ বর্তমানের অনুজ্ঞার ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত থাক্ ধাতু (ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার) মিলে যৌগিক ক্রিয়া উৎপন্ন করে। এ যৌগিক ক্রিয়া ঘটমান বর্তমান অনুজ্ঞার অর্থ প্রকাশ করে। থাক্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াবিভক্তিগুলোই অনুজ্ঞা অর্থ প্রকাশ করে। মূল ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন অসমাপিকা ক্রিয়াটি ঘটমানতা প্রকাশে সাহায্য করে।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার সংজ্ঞা ও গঠন

০২. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যতে সম্পাদনের জন্য কোনো আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝালে ক্রিয়ার যেরূপ হয় তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে। কেবল মধ্যম পুরুষেই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা হয়। যেমন :

সাধারণ মধ্যম পুরুষ : এক সময় বইটা পড়ো।

সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ : আমার কথাটা মনে রাখবেন।

অন্তরঙ্গ মধ্যম পুরুষ : তাকে বলবি, আমি ঢাকায় যাব না।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গঠন :

i. মধ্যম পুরুষে সাধারণরূপে 'ইয়ো' বা 'ইয়ো-জাত' 'ও' বিভক্তি যোগ হয়। দ্বিধ্বনিদল বা বহুধ্বনিদল ধাতুতে –ইয়ো বিভক্তি যোগ হয়, একধ্বনিদল ধাতুতে –ও। যেমন :

তুমি এক সময় বাবা ও আমাকে আব্বাসউদ্দীনের 'ফান্দে পড়িয়া' গানটা শুনিয়ো, কেমন। তুমি আগামী মাসে খুলনায় থেকো।

ii. মধ্যম পুরুষে সম্ভ্রমাত্মকরূপে ভবিষ্যৎ –ব্–এর সঙ্গে –এন্ বিভক্তির যোগ হয়।

iii. মধ্যম পুরুষে অন্তরঙ্গরূপে 'ইস্' বা 'স্' বিভক্তি যোগ হয়। যেমন : তুই আগামী মাসে খুলনা যাস। মাকে কথাটা বলিস।

মধ্যম ও নাম পুরুষে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ :

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
		সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা	–ইবেন	–বেন	করিবেন	করবেন
	তিনি, তাঁরা				
সাধারণ	তুমি, তোমরা	–ইও	–ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–ইস	–স	করিস, খাইস	খাস
সাধারণ	সে, তারা	–ইবে	–বে	করিবে	করবে

ঘটমান ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ঘটমান অর্থ প্রকাশ করতে হলে নিমিত্তার্থক-তে অসমাপিকার সঙ্গে সমাপিকা 'থাক' ক্রিয়াপদ গঠন করে এটি করতে হয়। তাতে একধ্বনিদল ধাতুর বিভক্তি লাগে। যেমন :

–ইতে/–তে+ – ইবেন/– বেন (করিতে থাকিবেন/করতে থাকবেন)।

–ইতে/–তে + ইও – এ/–ও (করিতে থাকিও/করতে থেকো)।

–ইতে/ – তে + – ইস (করিতে থাকিস/করতে থাকিস)।

–ইতে/–তে+ – ইবে/–বে (করিতে থাকিবে/করতে থাকবে)।

➤ **জ্ঞাতব্য :**

ক. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।

খ. সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সাধারণ ভবিষ্যতের ক্রিয়ার রূপটি সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়।

অনুজ্ঞা বাক্য গঠন

ক. বর্তমান কালের অনুজ্ঞা :

১. আদেশ : কাজটি করে **ফেল**। তোমরা এখন **যাও**।

২. উপদেশ : সত্য কথা গোপন **করো না**।
: কড়া রোদে ঘোরাফেরা **করিস না**।
: 'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।'

৩. অনুরোধ : আমার কাজটা এখন **কর**।
: অঙ্কটা বুঝিয়ে **দাও না**।

৪. প্রার্থনা : আমার দরখাস্তটা **পড়ুন**।

৫. অভিশাপ : **মর**, পাপিষ্ঠ।

খ. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা :

১. আদেশে : সদা সত্য কথা **বলবে**।

২. সম্ভাবনায় : চেষ্টা কর, সবই বুঝতে **পারবে**।

৩. বিধান অর্থে : রোগ হলে ওষুধ **খাবে**।

৪. অনুরোধ : কাল একবার **এসো** (বা আসিও বা আসিবে)।

লিখিত অংশ : অনুশীলনমূলক কাজ

০১. অনুজ্ঞা বলতে কী বোঝ? অনুজ্ঞার প্রকারভেদ লেখ।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০২. বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য লেখ।

উত্তর : বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য নিম্নরূপ :

বর্তমান অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
ক্রিয়াপদ বর্তমান কালে কোনো আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, আশীর্বাদ, অভিশাপ ইত্যাদি বোঝালে বর্তমান অনুজ্ঞা হয়। যেমন : তুমি কথাটা বলো। আশীর্বাদ করি – ভদ্র হও, ধন্য হও।	ভবিষ্যতে সম্পাদনের জন্য কোনো আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝালে ক্রিয়ার যেরূপ হয় তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে। যেমন : আমার কথাটা মনে রাখবেন।
কেবল মধ্যম পুরুষ (শ্রোতাপক্ষ) ও নাম পুরুষ (অন্যপক্ষ) বর্তমান অনুজ্ঞা হয়ে থাকে।	কেবল মধ্যম পুরুষেই ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা হয়।

০৩. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের দুটি করে অনুজ্ঞা বাক্য গঠন কর।

উত্তর : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের দুটি করে অনুজ্ঞা বাক্য গঠন :

বর্তমান কালের অনুজ্ঞা	
আদেশ	তোমরা এখন যাও। আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।
উপদেশ	সত্য কথা গোপন করো না।
ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা	
সম্ভাবনায়	চেষ্টা কর, সবই বুঝতে পারবে।
বিধান অর্থে	রোগ হলে ওষুধ খাবে।

০৪. বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার গঠন দেখাও।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

০৫. অনুজ্ঞা পদের গঠন সম্পর্কে যা জানো লেখ।

উত্তর : আলোচনা অংশ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের MCQ প্রশ্নোত্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অনুজ্ঞা' কোন কালে ব্যবহৃত হয়? [গ ৯৬-৯৭]
ⓚ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ⓛ নিত্যবৃত্ত ও ঘটমান অতীত
ⓜ ভবিষ্যৎ ও অতীত ⓝ বর্তমান ও অতীত
উত্তর: ক

০২. 'আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।' এ বাক্যটি– [গ ৯৬-৯৭]
ⓚ নিত্যবৃত্ত অতীত ⓛ ঘটমান অতীত
ⓜ বর্তমান অনুজ্ঞা ⓝ ভবিষ্যত অনুজ্ঞা
উত্তর: গ

০৩. বাক্যের অনুজ্ঞা পদগুলো হচ্ছে– [খ ১১-১২]
ⓚ বিশেষ্য পদের রূপ ⓛ বিশেষণ পদের রূপ
ⓜ সর্বনাম পদের রূপ ⓝ ক্রিয়াপদের রূপ
উত্তর: ঘ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'তোমরা চোখ তুলে তাকাও।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [খ ১০-১১]
ⓚ নির্দেশাত্মক ⓛ প্রার্থনাসূচক
ⓜ অনুজ্ঞাবাচক ⓝ কার্যকারণাত্মক
উত্তর: গ

০২. নিচের কোনটিতে 'অনুজ্ঞা' ভাব প্রকাশযোগ্য নয়? [ঘ-১৩-১৪]
ⓚ অতীত কাল ⓛ বর্তমান কাল
ⓜ ভবিষ্যৎ কাল ⓝ ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
উত্তর: ক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অনুজ্ঞার দৃষ্টান্ত? [ঘ ১০-১১]
ⓚ বাড়ি যাও ⓛ সে বাড়ি যাবে ⓜ আমি বাড়ি যাব না ⓝ আমি বাড়ি যাব
উত্তর: ক

CamScanner

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'চল, নাটক দেখে আসি।' বাক্যটিতে কোন বাগ্‌ভঙ্গির প্রকাশ পেয়েছে? [B : ২৩-২৪]
ⓚ অনুরোধ ⓚ আদেশ ⓖ প্রস্তাব ⓘ ইচ্ছা উ:(গ)

০২. নিম্নোক্ত কোন বাক্যটি ঠিক নিয়ম প্রকাশ করে? [B ১৯-২০]
ⓚ অনুজ্ঞা উপদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয় না
ⓚ ক্রিয়াপদের রূপ অনুজ্ঞা
ⓖ দ্বিরুক্তি শব্দ চার প্রকার
ⓘ উপসর্গ নতুন শব্দ গঠনে করতে পারে না উ:(খ)

০৩. 'আমাকে সাহায্য করুন।' কী অর্থে অনুজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে? [১২-১৩]
ⓚ অনুরোধ ⓚ আদেশ ⓖ প্রার্থনা ⓘ উপদেশ উ:(গ)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'সদা সত্য কথা বলবে' বাক্যটি– [১০-১১]
ⓚ অনুজ্ঞাসূচক ⓚ আদেশসূচক ⓖ উপদেশসূচক ⓘ অনুরোধসূচক উ:(খ)

Note : ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় আদেশে : সদা সত্য কথা বলবে।

০২. কোন বাক্যে অনুজ্ঞা ক্রিয়া আছে? [১৬-১৭]
ⓚ কোথায় যাচ্ছ
ⓚ তোমার মা কেমন আছে
ⓖ যেওনা লক্ষী মেয়ে
ⓘ কত কথা বলার ছিল উ:(গ)

GST গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আকাশ এতো মেঘলা, যেও নাকো একলা।' কী ধরনের বাক্য? [C : ২৩-২৪]
ⓚ ইচ্ছাসূচক ⓚ অনুজ্ঞাসূচক ⓖ নেতিবাচক ⓘ কার্যকারণাত্মক উ:(খ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

০১. কোনটি অনুজ্ঞা? [H ১৭-১৮; রাবি E ১৭-১৮; জবি ঘ ১৬-১৭; খ ০৭-০৮]
ⓚ তুমি গিয়েছো ⓚ তুমি যাও ⓖ তুমি যাচ্ছিলে ⓘ তুমি যাচ্ছো উ:(খ)

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'অনুজ্ঞা' অর্থ কী? [AL ১৭-১৮]
ⓚ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ⓚ নির্দেশ করা ⓖ আদেশ-নিষেধ ⓘ আকাঙ্ক্ষা উ:(গ)

০২. 'অনুজ্ঞা' কোন পুরুষে হয়? [AL ১৭-১৮]
ⓚ উত্তম ⓚ মধ্যম ⓖ নাম ⓘ সাধিত উ:(খ)

০৩. বাংলা ব্যাকরণে অনুজ্ঞা কয় প্রকার : [ক ১৬-১৭]
ⓚ ৫ ⓚ ৪ ⓖ ৩ ⓘ ২ উ:(গ)

০৪. স্বয়ং বক্তা কোন পুরুষ? [E ১৩-১৪]
ⓚ নাম ⓚ প্রথম ⓖ মধ্যম ⓘ উত্তম উ:(ঘ)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'আর ভয় করো না।' এটি কোন ধরনের বাক্য? [A ১৭-১৮]
ⓚ নেতিবাচক
ⓚ অনুজ্ঞাসূচক
ⓖ নির্দেশাত্মক
ⓘ প্রশ্নবাচক উ:(খ)

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

০১. 'কাল একবার এসো।' বাক্যে যে অর্থ বোঝায়– [C -১৩-১৪]
ⓚ আদেশ
ⓚ নিষেধ
ⓖ অনুরোধ
ⓘ প্রার্থনা উ:(গ)

বিএসসি ইন নার্সিং

০১. 'সদা সত্য বলবে।' বাক্যটি কোন ধরনের? [বিএসসি : ২৩-২৪]
ⓚ ইচ্ছাসূচক
ⓚ আবেগসূচক
ⓖ অনুজ্ঞাসূচক
ⓘ হ্যাঁ সূচক উ:(গ)

SELF TEST MCQ

০১. 'পাতিস নে শিলাতলে পদ্মপাতা।' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ অনুরোধ ⓚ উপদেশ ⓖ আদেশ ⓘ বিধান অর্থে

০২. 'রোগ হলে ওষুধ খাবে।' এ বাক্যের অনুজ্ঞা কোন অর্থ প্রকাশক?
ⓚ প্রার্থনা ⓚ অনুরোধ ⓖ বিধান অর্থে ⓘ উপদেশ

০৩. 'মর, পাপিষ্ঠ' বাক্যে অনুজ্ঞার যে অর্থ বোঝায়?
ⓚ সম্ভাবনা ⓚ আদেশ ⓖ বিধান ⓘ অভিশাপ

০৪. 'সত্য গোপন করো না।' অনুজ্ঞাটি যে অর্থ প্রকাশক?
ⓚ উপদেশ ⓚ আদেশ ⓖ অনুরোধ ⓘ প্রার্থনা

০৫. কোন ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় সম্ভাবনা বোঝাচ্ছে?
ⓚ রোগ হলে ওষুধ খেতে হবে
ⓚ চেষ্টা কর, বুঝতে পারবে
ⓖ সদা সত্য বলবে
ⓘ কাল এসো

০৬. তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক মধ্যম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভক্তি কোনটি?
ⓚ - ইস্ ⓚ - ও ⓖ - স ⓘ - ইও

০৭. সাধারণ মধ্যম পুরুষের বর্তমান কালের অনুজ্ঞার চলিত রীতির বিভক্তি কোনটি?
ⓚ - উন ⓚ - ও ⓖ - ন ⓘ শূন্য

০৮. 'ওখানে যাস না।' কোন অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ আদেশ ⓚ অনুরোধ ⓖ উপদেশ ⓘ বিধান

০৯. 'খোদা আপনার মঙ্গল করুন।' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ আদেশ ⓚ উপদেশ ⓖ প্রার্থনা ⓘ অনুরোধ

১০. 'ধর্ম ও ন্যায়ের পথে চলো।' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ আদেশ ⓚ অনুরোধ ⓖ উপদেশ ⓘ বিধান

১১. 'তোর সর্বনাশ হোক।' কী অর্থে অনুজ্ঞার ব্যবহার করা হয়েছে?
ⓚ প্রার্থনা ⓚ অভিশাপ ⓖ উপদেশ ⓘ আদেশ

১২. প্রাচীন বাংলার রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে কী যোগ করার নিয়ম ছিল?
ⓚ অ ⓚ ও ⓖ হ ⓘ ল

১৩. উত্তম পুরুষে অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না, কারণ-
ⓚ প্রত্যক্ষ বলে
ⓚ পরোক্ষ বলে
ⓖ কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না
ⓘ কোনো'টিই নয়

১৪. নাম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না, কারণ–
ⓚ প্রত্যক্ষ বলে
ⓚ অপ্রত্যক্ষ বলে
ⓖ নিজেকে আদেশ করতে পারে না বলে
ⓘ তুচ্ছার্থক বলে

১৫. 'তার দিকে একটু স্নেহ চোখে তাকাও।' এটি কোন ধরনের বাক্য?
ⓚ নির্দেশাত্মক ⓚ প্রার্থনাসূচক ⓖ অনুজ্ঞাবাচক ⓘ কার্যকারণাত্মক

১৬. 'তিনি' কোন পুরুষের কোন রূপ?
ⓚ নাম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ
ⓚ নাম পুরুষের সাধারণ রূপ
ⓖ মধ্যম পুরুষের সম্ভ্রমাত্মক রূপ
ⓘ মধ্যম পুরুষের সাধারণ রূপ

১৭. কোন কালে বাংলা অনুজ্ঞার ব্যবহার নেই?
ⓚ অতীত ⓚ বর্তমান ⓖ ভবিষ্যৎ ⓘ খ ও গ

১৮. প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কোন পুরুষ?
ⓚ নাম পুরুষ ⓚ ক্রিয়ার পুরুষ ⓖ উত্তম পুরুষ ⓘ মধ্যম পুরুষ

১৯. 'মন দিয়ে পড়' বাক্যের অনুজ্ঞাভাব কী অর্থ প্রকাশ করছে?
ⓚ উপদেশ ⓚ অনুরোধ ⓖ আদেশ ⓘ আশীর্বাদ

২০. নিচের কোন বাক্যে ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ সত্য গোপন করো না
ⓚ সদা সত্য কথা বলবে
ⓖ অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না
ⓘ আমার কাজটা এখন কর

২১. কোন বাক্যটি অনুজ্ঞা ভাব প্রকাশ করছে?
ⓚ আমার কাজটা এখন কর।
ⓚ আমি বাড়ি যাই
ⓖ তারা চাঁদ দেখে
ⓘ তার বাবা বেঁচে থাকলে তার এত কষ্ট হতো না

২২. 'আদেশ' অর্থে অনুজ্ঞার উদাহরণ কোনটি?
ⓚ সুখী হও ⓚ মর, পাপিষ্ঠ ⓖ আমটা খাও ⓘ আমটা খাও

২৩. ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞায় কোন পুরুষ ব্যবহৃত হয়?
ⓚ মধ্যম পুরুষ ⓚ উত্তম পুরুষ ⓖ নাম পুরুষ ⓘ খ ও গ

২৪. কোনটি বর্তমান কালের অনুজ্ঞার উদাহরণ?
ⓚ কড়া রোদে ঘোরাফেরা করো না
ⓚ সে বই পড়ে
ⓖ কাল একবার এসো
ⓘ রোগ হলে ওষুধ খাবে

২৫. উপদেশাত্মক অনুজ্ঞা ভাবের উদাহরণ কোনটি?
ⓚ আপনারা আসবেন ⓚ কাল একবার এসো ⓖ আমটা খাও ⓘ মানুষ হও

OMR				
০১.ⓚⓚⓖⓘ	০২.ⓚⓚⓖⓘ	০৩.ⓚⓚⓖⓘ	০৪.ⓚⓚⓖⓘ	০৫.ⓚⓚⓖⓘ
০৬.ⓚⓚⓖⓘ	০৭.ⓚⓚⓖⓘ	০৮.ⓚⓚⓖⓘ	০৯.ⓚⓚⓖⓘ	১০.ⓚⓚⓖⓘ
১১.ⓚⓚⓖⓘ	১২.ⓚⓚⓖⓘ	১৩.ⓚⓚⓖⓘ	১৪.ⓚⓚⓖⓘ	১৫.ⓚⓚⓖⓘ
১৬.ⓚⓚⓖⓘ	১৭.ⓚⓚⓖⓘ	১৮.ⓚⓚⓖⓘ	১৯.ⓚⓚⓖⓘ	২০.ⓚⓚⓖⓘ
২১.ⓚⓚⓖⓘ	২২.ⓚⓚⓖⓘ	২৩.ⓚⓚⓖⓘ	২৪.ⓚⓚⓖⓘ	২৫.ⓚⓚⓖⓘ

Answer								
২৫.ঘ	২৪.ক	২৩.ক	২২.ঘ	২১.ক	২০.খ	১৯.ক	১৮.ঘ	১৭.ক
১৬.ক	১৫.গ	১৪.খ	১৩.গ	১২.গ	১১.খ	১০.গ	০৯.গ	০৮.গ
০৭.খ	০৬.গ	০৫.খ	০৪.ক	০৩.ঘ	০২.গ	০১.খ		